মিত্র ও মুখোপাধ্যায়

আরজি, দরখাস্ত, বিজ্ঞপ্তি, নালিশ এবং আবেদন

(Applications, Notices, Petitions, Plaints and Complaints)

কমল ল্‌ হাউস
কোলকাতা

সুনীল কুমার মিত্র-র

আরজি, দরখাস্ত, বিজ্ঞপ্তি, নালিশ এবং আবেদন

(Applications, Notices, Petitions, Plaints and Complaints)

ডঃ দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম এ., এল.এল.বি., পি.এইচ.ডি., আইনজীবী

(আইন-বিষয়ক একাধিক পুস্তক প্রণেতা)

এবং

অরুণা মুখার্জী

আইনজীবী, কলিকাতা হাইকোর্ট

কমল ল্ হাউস

৮/২, কিরণ শঙ্কর রায় রোড

(কলিকাতা হাইকোর্টের সন্নিকটে)

কোলকাতা - ৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২১০-১৫৫৮ / ২২০-৮৯৪১

প্রকাশক :
কমল কুমার লোধা
কমল ল্ হাউস
৮/২, কিরণ শঙ্কর রায় রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০০১

অক্ষর বিন্যাস :
লেজার টেকনিকো গ্রাফিক্স
৯, ক্লাইভ রো
কোলকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২৪২-৫৫৬১

মুদ্রাকর :
অফসেট আর্ট প্রিন্টার্স
৭৩, এলিয়ট রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০১৬

• প্রকাশকের কথা •

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আদালতগুলিতে বাংলা ভাষা প্রচলনের যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া স্বর্গীয় সুনীল কুমার মিত্র মহাশয় এই পুস্তকখানি রচনার পরিকল্পনা করেন। ডঃ দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অরুণা মুখার্জীর সুষ্ঠু সম্পাদনায় তাঁহার পরিকল্পনার এই বাস্তবরূপ।

আইন সম্পর্কে কাজ করিতে হইলে আইন ঠিকমত বুঝিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে আধুনিক কিছু কিছু আইন যাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, সেইসব আইনের ইংরাজী অনুবাদ ও টীকা যেমন দেওয়া হইয়াছে তেমনি কিভাবে আইন অনুযায়ী আরজি জানাইতে হয়, দরখাস্ত লিখিতে হয়, বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হয়, নালিশ জানাইতে এবং আবেদন করিতে হয় তাহারও নমুনা বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। এই অনুবাদ প্রাঞ্জল এবং সাধারণ মানুষের বোঝার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। প্রাজ্ঞ ব্যবহারকারী ও পাঠকবৃন্দেব নিকট বিনীত অনুরোধ, যদি গ্রন্থখানি ব্যবহার করিবার সময় কোন ভুল-ভ্রান্তি তাঁহারা লক্ষ্য করেন তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহারা যেন প্রকাশকেব দৃষ্টিতে আনয়ন করেন। এই ভুল-ত্রুটীগুলি পরবর্তী সংস্করনে সংশোধিত হইবে।

আশা করি, আমাদের প্রকাশিত বাংলা আইন-বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থগুলির ন্যায় এই গ্রন্থখানিও পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হইবে।

কোলকাতা ।। কমল ল্ হাউস ।।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়াংশ

নালিশের আবেদন

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

প্রথমাংশ

আরজি ও জবাব

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরজি ও জবাব

কয়েকটি সাধারণ কথা

ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ [= দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮] (Civil Procedure Code, 1908)-এর অর্ডার ৬-এ হেতুভাষণ বা আর্জি ও জবাব সম্বন্ধীয় আইন বিবৃত আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইল, হেতুভাষণ (pleadings)-এর লক্ষ বা উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, হেতুভাষণের উদ্দেশ্য হইল মামলার পক্ষগণের বিবাদ হইতে উৎসারিত বা নির্গত বিচার্য বিষয় (issue) কি কি তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ইহাতে মামলা অকারণে বিবর্ধিত হইতে পারে না এবং পক্ষগণ জানিতে ও বুঝিতে পারেন যথার্থরূপে বিচার্য বিষয় কি বা কি কি। বিচার্য বিষয় একবার স্থির করিয়া ফেলিতে পারিলে শুনানীর সময় প্রতিটি পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করানো সম্বন্ধীয় খরচ-খরচা ও বিলম্ব হ্রাস করানো সম্ভব হয়। যে-কোন পক্ষ তাহার বিপরীত পক্ষের বক্তব্য জানিতে পারিলে সুবিধাজনক ভাবে তাঁহার নিজের বক্তব্য স্থির করিতে পারেন। এবং অন্যথায় তাহা পারেন না। শুনানীর সময় কোন পক্ষকে অকস্মাৎ স্তম্ভিত, বিস্ময়াভিভূত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে হয় না। একটি পক্ষ যাহাতে অন্য-পক্ষের বক্তব্য বা দাবির বিষয়ে সঠিকরূপে আলোকপ্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে পারেন, হেতুভাষণ তাহাতে যে বিশেষ সহায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুতরাং, হেতুভাষণ হইল কোন মকদ্দমায় কোন-একটি পক্ষ কর্তৃক অর্পিত লিখিত বিবৃতি যাহাতে বিধৃত থাকে সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী যাহার উপর উক্ত পক্ষ আস্থা স্থাপন করেন। যে-সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা কথিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ প্রমাণ করা হইবে হেতুভাষণে তাহা থাকিবে না। তবে মকদ্দমায় সফলতালাভ সুনিশ্চিত করার নিমিত্ত যে নিশ্চয়কথন (averment) অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় কদাপি তাহা বর্জন করা অর্থাৎ অনুল্লেখিত রাখা সমীচীন হয় না। এইরূপ ধরিয়া লওয়া কখনই সমীচীন হইবে না যে, যে কাঠামোয় হেতুভাষণ-টি গঠন করা হইল উক্ত নিশ্চয়কথন তাহা হইতে অনুমিত হইবে বা তাহা হইতে উহা স্বতঃই প্রকাশিত হইবে বা উহা হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাহির হইয়া আসিবে। হেতুভাষণের উদ্দেশ্য হইল পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদের বিচার্য বিষয়

(issues) কি কি তাহা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা। অন্য একটি উদ্দেশ্য হইল প্রতিপক্ষ-কে মকদ্দমাটি সম্পর্কে, সম্যকরূপে অবহিত করা, যে মকদ্দমা সম্পর্কে তাঁহাকে জবাব দিতে হইবে [এ্যাটর্নির পকেট ডিক্সনারি, পৃ. ৩৬৭ ও ক্যানাডিয়ান্ ল ডিক্সনারি, পৃ. ২৮৫ দ্রঃ]।

সুতরাং দেখা গেল যে হেতুভাষণ হইল কোন মকদ্দমার প্রতিটি পক্ষ কর্তৃক প্রণীত লিখিত বিবৃতি, যাহাতে, মকদ্দমার শুনানীর সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষের যুক্তি-তর্ক কি হইবে তাহা কথিত থাকে এবং যাহাতে বিবৃত থাকে এরূপ অনুপঙ্খ বিবরণ যাহা সংশ্লিষ্ট মকদ্দমায় জবাব তৈয়ারী করিবার জন্য তাঁহার প্রতিপক্ষের জানা প্রয়োজন।

মকদ্দমার হেতুভাষণ

বাদপত্র [= আর্জি, অভিযোগপত্র] এবং লিখিত বিবৃতি : যে-কোন মকদ্দমায় দুইটি মাত্র হেতুভাষণ থাকিতে পারে —

(ক) **দাবি-র বিবৃতি :** ইহাতে বাদী (Plaintiff) তাঁহার বিবাদ-কারণ [= বাদমূল, মামলার] (Cause of action) প্রয়োজনীয় বিশেষ বিবরণ সহ উল্লেখ করেন। ইহাকে বলা হয় 'বাদপত্র' বা 'আর্জি' (Plaint)।

(খ) **প্রতিরক্ষণ** (Defence) : ইহাতে প্রতিবাদী, বাদীকর্তৃক তাহার বাদপত্রে (অর্থাৎ আর্জিতে) উল্লেখিত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-বিষয়ে তাহার বক্তব্য বর্ণনা করেন, তাহার অনুকূলে অবস্থিত নূতন কোন তথ্য থাকিলে তাহা উল্লেখ করেন এবং বাদীপক্ষ যে দাবি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যে বৈধিক আপত্তিসমূহ রহিয়াছে তাহা বিবৃত করেন। ইহাকে বলা হয় "লিখিত জবাব" (written statement)।

প্রতিবাদীর কৈফিয়তের উত্তরে বাদীর সওয়াল (Replication) : আদালতের অনুমতি ব্যতীত এবং আদালত কর্তৃক আরোপিত শর্ত না মানিয়া, প্রতিবাদীর লিখিত বিবৃতি প্রদত্ত হইবার পর পালটা দাবির (set off) বা বিরুদ্ধ দাবির (counter-claim) প্রতিরক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন হেতুভাষণ আদালতের সমক্ষে উপস্থাপন করা যায় না। তবে, আদালত যে-কোন সময় পক্ষগণের নিকট হইতে লিখিত বিবৃতি অথবা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি চাহিতে পারেন। এতদ্বিষয়ে ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৮, রুল ৯ দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ এরূপ অনুমতি দেওয়া হয় সেই পক্ষকে যাহার প্রতিপক্ষকে তাহার হেতুভাষণ সংশোধন করার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। এই প্রকারের পরবর্তী লিখিত বিবৃতি-কে সাধারণতঃ বলা হয়, বাদীর ক্ষেত্রে, "বাদীর সওয়াল" (Replication) বা "পাল্টাজবাব" (Rejoinder) এবং প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে "অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি" (Additional written statement)। লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এই কারণে ন্যায়প্রণালী সংহিতায় "হেতুভাষণ"-কে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে

একটি "বাদপত্র" [= "আর্জি"] কিংবা একটি লিখিত বিবৃতি [ন্যাযপ্রণালী সংহিতা অর্ডাব ৬, রুল ১ দ্রঃ]। লক্ষ্য বাখিতে হইবে যে ন্যাযপ্রণালী সংহিতাব অর্ডাব ৮, রুল ৯'এ যে ভাষা ব্যবহৃত হইযাছে তাহাতে ইহা স্পষ্ট হইযাছে যে "লিখিত বিবৃতি"-এই অভিব্যক্তিটিব মধে বাদীব সওযাল-ও অন্তর্নিহিত বহিযাছে। প্রসঙ্গতঃ মনে বাখিতে হইবে বাদপত্রেব কিংবা লিখিত বিবৃতিব সহিত যে সংলাপ থাকে, যাহাব উল্লেখ হেতুভাষণেব মধ্যে বিদ্যমান, তাহাকে হেতুভাষণেব অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য কবিতে হইবে।

বিরুদ্ধ দাবি (Counter-claim) ও **পাল্টা দাবি** (set off) : প্রতিবাদী [= প্রত্যর্থী] তাহাব লিখিত বিবৃতি (written statement) দ্বাবা বাদীব দাবি সম্পর্কে স্বীয প্রতিবক্ষণ (defence) এবং কি ভিত্তিতে (ground) তিনি ঐ দাবি প্রতিহত ও পবাজিত কবিতে চাহেন তাহা উপস্থাপন কবিবেন। তিনি যদি বাদীব বিরুদ্ধে নিজেব কোন দাবি বা দাবিসমূহ উত্থাপন কবিতে চাহেন তাহা হইলে এইরূপ দাবি দ্বিবিধ হইতে পাবেঃ (১) যে-গুলি দেওযানী প্রক্রিযা সংহিতাব (ন্যাযপ্রণালী সংহিতাব) অর্ডাব ৮, রুল ৬-এব মধ্যে পড়ে এবং (২) যে গুলি ঐ শ্রেণীব মধ্যে পড়ে না। প্রথমোক্ত শ্রেণীব দাবিগুলি লিখিত বিবৃতিব অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং **পাল্টা দাবি** (set off) রূপে পবিগৃহীত হইবে। শেষোক্ত শ্রেণীব দাবি-সমূহ, **বিরুদ্ধ দাবি** (counter-claim) রূপে গণ্য হইবে। এই স্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য বাখিতে হইবে যে, অর্ডাব ৮ রুল ৬-ক বিরুদ্ধ দাবি বিষযে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান কবিযাছে। পাল্টা দাবিব (set off) ন্যায বিরুদ্ধ দাবি ও কেবল আর্থিক দাবিব মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। পাল্টা দাবি প্রধানতঃ প্রতিবক্ষণেব ভিত্তি কিন্তু বিরুদ্ধ দাবি (counter-claim) উত্থাপিত হইতে পাবে কেবল যদি প্রতিবাদী [= প্রত্যর্থী] ` বিষযে অন্য একটি স্বাধীন মকদ্দমা দাযেব কবেন [*টি এ এম সুব্রমানিযাম চেট্টিযাব ব কে এম শানিংহ্যাম,* (1966) 1 MLJ 200]।

অর্থোপলব্ধিব সুবিধার্থে বলা যাইতে পাবে যে প্রথম আক্রমণ কবাব ইহা একটি অমোঘ অস্ত্র যদ্বাবা প্রতিবাদী বাদীব বিরুদ্ধে যে কোন দাবি স্বাধীন মকদ্দমাব ন্যায বলবৎ কবিতে পাবেন। [*সবস্বতী অং মিলস ব স্টেট অব গুজবাট,* (1967) 18 STC 163 at 176 (SC)]।

প্রাকশ্রবণ প্রক্রিয়া (Pre-trial procedure) : যে-স্থলে কোনপক্ষেব লিখিত হেতুভাষণে উল্লেখিত তথ্যাবলী অন্য পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয না সেই স্থলে ইহা একান্ত প্রত্যাশিত যে বিচাবক, সংশ্লিষ্ট মকদ্দমাব প্রথম শুনানীব সময (এবং বিচার্য বিষয স্থিব কবাব পূর্বে), ঐ অপব পক্ষেব নিকট হইতে জানিযা লইবেন তিনি উহা স্বীকাব কবিতেছেন কিনা অথবা অস্বীকাব কবিতেছেন কিনা এবং বিচাবক ঐরূপ স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি নথিভুক্ত কবিবেন (অর্ডাব ১০ রুল ১)। একপে

নথিভুক্ত-করা বিবৃতি সমূহ-কে বলা হয় মৌখিক হেতুভাষণ (Oral pleadings)। ইহা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে যখন প্রতিবাদী কোন লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন নাই, এবং, আরও, যখন লিখিত বিবৃতি-তে নূতন তথ্যসমূহ বিধৃত আছে— এইরূপ বলা হয়, যে-ক্ষেত্রে, বাদী উহা স্বীকার করিতেছেন কিনা, বা অস্বীকার করিতেছেন কিনা, তাহা না জানিয়া বিচার্য বিষয় (issues) স্থির করা যাইবে না। পুনশ্চ, ইহা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায় যখন লিখিত হেতুভাষণ অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত এবং যখন উহার মধ্যে বিপরীতধর্মী শক্তির যুগপৎ বিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট হয়। যখনই দেখা যাইবে যে কোন হেতুভাষণ দায়িত্ববোধহীন ভাবে ও নিরতিশয় অবহেলা ও অযত্ন সহকারে লিখিত হইয়াছে সেইখানেই বিচারক-কে হইতে হইবে যথপরোনাস্তি সতর্ক। প্রথম শুনানী যে আদালতে হইবে সেই আদালত-কে প্রথম শুনানীর সময় পক্ষগণকে এরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে যাহাতে প্রথমেই মিথ্যা, বাজে, মেকি বা জাল দাবী সমূহ ও প্রতিবক্ষণ বর্জিত ও পরিত্যক্ত হইতে পারে [*টি. অরুবিন্দম* ব. *টি. ভি. সত্যপাল,* AIR 1977 SC 2421]। এই স্থলে বিশেষ সতর্কতাব সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বিবাদের বিষয়সমূহের স্পষ্টীকরণেব জন্য বিচার্য বিষয় (issues) স্থিব বা নির্ধারণ করাব পূর্বে পক্ষগণের বা তাঁহাদের অধিবক্তাগণের বিবৃতি সন্দেহাতীত ভাবে হেতুভাষণের অন্তর্ভুক্ত [*গঙ্গারাম ব জ্ঞানসিং এ্যাণ্ড কোং,* AIR 1960 Punj 209]। প্রকৃতিগত দিক দিয়া বিচাব করিলে এইরূপ হেতুভাষণ "অনুপূরক বা সম্পূরক হেতুভাষণ" (supplementary pleadings) বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং পরবর্তী কোন পর্যায়ে ইহাব সহিত সঙ্গতিহীন কোন কৈফিয়ত, জবাব, সওয়াল বা ওজব উত্থাপন কবা যাইবে না, তবে হেতুভাষণ সংশোধন করা যাইবে [*মহম্মদ ইয়াহিয়া ব. আর আলি,* AIR 1929 Lah 165]। আরও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে এরূপ অনুপূরক হেতুভাষণেব ভিত্তিতে বিচার্য বিষয (issue) নির্ধাবণ কবা যায়। মৌখিক হেতুভাষণের আলোকে লিখিত হেতুভাষণ নিয়মানুযায়ী সংশোধন কবা না-হইলেও শুনানী ও বিচাব ত্রুটিযুক্ত হয় না [*সুরজ সিং-এর ফার্ম* ব *সর্দাব,* 116 IC 884]। তবে ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় যে, মৌখিক ভাবে বিবৃত তথ্য হেতুভাষণের সহিত সঙ্গতিহীন বলিয়া মনে হইলে অথবা যদি মনে হয় যে মৌখিক ভাবে পরিবেশিত তথ্যাবলী এতই গুরুত্বপূর্ণ যে উহা অবশ্যই হেতুভাষণে উল্লেখিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে, যেহেতু মৌখিক বিবৃতি হেতুভাষণেব প্রতিকল্প নহে, ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন তাহাব হেতুভাষণ সংশোধন কবার জন্য [*কাজী তফীকার রহমান* ব *নুরবানু বিবি,* AIR 1976 Gau 39]। পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, *শের সিং* ব. *পৃথ্বী সিং* [AIR 1975 All 259] মামলায় আদালত প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে অর্ডার ১০, রুল ১ অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি যেহেতু হেতুভাষণের অঙ্গ, সেইহেতু উহা দ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষ বাধ্য এবং উহা ঐ পক্ষ প্রতিহত করিতে অর্থাৎ খণ্ডন করিতে পারেনা।

কিন্তু অর্ডাব ১০, রুল ২ 'এর অধীন যে বিবৃতি দেওযা হয় তাহা সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে উপসংহাবমূলক [= সমাপ্তিমূলক চূডান্ত] নহে এবং উপযুক্তক্ষেত্রে আদালত বিবৃতিপ্রদানকাবী পক্ষকে ইহা দেখাইযা দিতে পাবেন যে স্বীকৃতি ভ্রান্ত ছিল এবং উহা প্রদান কবা হইযাছিল ভুল ধাবনাব বশবর্তী হইযা কিংবা অন্যমনস্কতানিবন্ধন [*বাল্মীকি সিং ব মথুবা প্রসাদ*, AIR 1968 All 259, *কৈলাশ চন্দ্র ব* রতনপ্রকাশ, AIR 1974 All 138]। বাদপত্রে [= আর্জিতে] উল্লেখিত তথ্যসমূহ প্রতিবাদী কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকৃত না হইলে অথবা তাহাব হেতুভাষণে অস্বীকৃত বলিয়া বিবৃত না হইলে স্বীকৃত হইযাছে বলিযা ধবিতে হইবে বিশেষ অক্ষমতাব ক্ষেত্র-ব্যতীত [অর্ডাব ৮ রুল ৫(১)]। অনুরূপভাবে, যেখানে প্রতিবাদী কোন হেতুভাষন দাখিল কবেন নাই সেখানে, অক্ষমতাব ক্ষেত্রব্যতীত, আদালত বাদপত্রবিধৃত তথ্যসমূহেব ভিত্তিতে বায দিলে তাহা আইনানুগ [= বিধিসম্মত] হইবে। আদালত স্বীয মর্জিমাফিক (অর্থাৎ ইচ্ছানুযাযী) যে-কোন তথ্য প্রমাণ কবিতে বলিতে পাবেন.[অর্ডাব ৮, রুল ৫(২)]। লক্ষ্য বাখিতে হইবে যে, যে-তথ্য স্বীকৃত বলিযা পবিগৃহীত হয তাহা প্রমাণ কবাব আবশ্যকতা নাই [*জগন্নাথ উপাধ্যায ব অমবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী*, AIR 1957 Cal 479]। তবে, ন্যায বিচাবেব স্বার্থে, যে তথ্য স্বীকৃত (admitted) হইযাছে, তাহা ঐ স্বীকৃতি ছাড়া অন্যভাবে প্রমাণ কবিতে বলিতে পাবেন [অর্ডাব ৮, রুল ৫(৩)] এবং এই মর্জি প্রযোগকালে এই তথ্য বিবেচ্য হইবে যে প্রতিবাদী উকিল বা অধিবক্তা নিযোগ কবিতে পাবিত কিনা বা কবিযাছে কিনা।

হেতুভাষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হেতুভাষণেব একমাত্র লক্ষ্য হইল মকদ্দমাব প্রত্যেক পক্ষকে অপব পক্ষেব বক্তব্য ও দাবি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত কবা এবং কোন্ কোন্ বিষযে পক্ষগণ একমত এবং কোন্ কোন বিষয়ে তাহাদেব মত বা বক্তব্যেব মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিবোধ, পার্থক্য, বা অনৈক্য বহিযাছে তাহা স্পষ্ট ও সুচারুরূপে নির্ধাবণ কবা, এবং এইরূপে, বিচার্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা নির্ভুলভাবে স্থিব কবা [*গনেশ ট্রেডিং কোং ব মোগীবাম*, AIR 1978 SC 484]। হেতুভাষণেব আবও একটি বলবান্ উদ্দেশ্য হইল অপ্রাসঙ্গিকতা কন্টক দূবীভূত ও নির্মূল কবা। ইহাব ফলশ্রুতিতে পক্ষগণ সঠিকভাবে উপলব্ধি কবিতে পাবেন তাহাদেব যথার্থ বিবাদ কোন্ বিষয লইযা এবং বিচাব চলাকালে কোন্ কোন্ তথ্য তাহাদিগকে প্রমাণ কবিতে হইবে। ইহাব ফলে পক্ষগণকে কোন্ কোন্ বা কি কি সাক্ষ্য আদালতেব সম্মুখে আনযন কবিতে হইবে যাহা তাহাবা সম্যকরূপে বুঝিতে পাবেন। প্রতিপক্ষেব স্বীকৃতিব প্রেক্ষিতে কোন্ কোন্ সাক্ষ্য আনাব আবশ্যকতা নাই তাহা যে-কোন পক্ষ বুঝিতে পাবেন, ফলে তাহাদেব সাক্ষীসংগ্রহেব ও সাক্ষী হাজিব কবার খরচ-খরচা অনেকটা বাঁচিযা যায়। তদ্ব্যতীত, বিপরীত পক্ষ শুনানীব সময় কি কি বিষয় উত্থাপন কবিবেন তাহা পূর্বেই জানা সম্ভব হওয়ায়

সংশ্লিষ্ট পক্ষ উক্ত বিষয়ের জবাব দিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে পারেন। হেতুভাষণের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইল পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদ কি তাহা নির্ধারণ করা এবং বিবাদ-সীমা সঙ্কুচিত করা [AIR 1977 Del 49]।

হেতুভাষণ ও ভারতবর্ষ

আমাদের দেশে হেতুভাষণ সমূহ অত্যন্ত আলগা ও ঢিলাভাবে এবং খুবই অশৈল্পিক ভাবে লিখিত হইত। এগুলির প্রকৃতপক্ষে কোন রচনাশৈলী ছিল না, ছিল না লিখনধারার কোন চমৎকারিত্ব, সৌন্দর্য বা সম্পূর্ণতা। একদিকে যেমন এগুলি সংক্ষেপে গুছাইয়া লেখা হইত না তেমনি এগুলি যথাযথ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল হইত না। অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট ও অপ্রাসঙ্গিক অনেক বিবৃতি এবং অনেক সাধারণ বিবৃতি ইহাতে স্থান পাইত বলিয়া আসল বা প্রকৃত দ্বন্দ্ব কোন্ প্রশ্ন বা কোন্ বিষয় লইয়া তাহা নির্ধারণ করা প্রায়শঃই নিতান্ত দুরূহ এবং কখন কখনও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। ভারতীয় আইন সভা ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে এই ক্লেশপ্রদায়ক ও বিরক্তিজনক অবস্থা ও পরিস্থিতি সর্বপ্রথম তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন এবং ঐ বৎসর-ই দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা [= ন্যায়প্রণালী সংহিতা] বা সিভিল প্রোসিডিয়োর কোড্ বিধিবদ্ধ করা হয় এবং ঐ সময় হেতুভাষণ [আর্জি ও জবাব] সম্বন্ধীয় কিছু নিয়ম উহাতে সংযোজিত করা হয়। ঐ নিয়মগুলি ইংলন্ডীয় হেতুভাষণ সম্বন্ধীয় নিয়ম-এর ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছিল। উক্ত সংহিতার অর্ডার ৬ এবং অর্ডার ৮-এ ঐ নিয়মগুলি বিধৃত রহিয়াছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যদিও উক্ত নিয়মগুলি সুদীর্ঘকালযাবৎ উক্ত সংহিতার অঙ্গীভূত রহিয়াছে, তথাপি সাধারণভাবে হেতুভাষণ সমূহের উন্নয়ন সংশোধনের বিপুল সুযোগ যে অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে তদ্বিষয়ে সম্ভবতঃ কোন সন্দেহ নাই।

হেতুভাষণ একটি প্রক্রিয়া বা প্রণালী সংক্রান্ত ব্যাপার। সঙ্গতভাবে ও সমগ্রভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ হইল ইহার বিষয়বস্তু (substance), ইহার আকার (form) নহে। অপ্রত্যক্ষ এবং অন্ধকারময়, অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, গুপ্ত কিংবা ক্ষীণ বা ম্লান হইলেও মকদ্দমার বক্তব্য বা ওজর (plea) অনুমান করিয়া লওয়া যায় ও তাহা বিবেচনা করা যায়। হেতুভাষণ এবং প্রমাণ-বহির্ভূত ওজর-ও স্বীকার্য হয় যদি তাহা দেখিয়া বিপরীত পক্ষ বিস্ময়াভিভূত বা স্তম্ভিত হইয়া না পড়েন এবং যদি তদ্বারা কোন প্রকার অবিচার না-করা হয় বা তাহাতে কাহারও স্বার্থহানি না ঘটে। একই প্রকার অবস্থা দাঁড়াইবে যেখানে বিপরীতপক্ষ ত্রুটি বিচ্যুতি বা বাদ-দেওয়া বা বাদ-দেওয়া বিষয় সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই অথবা যেখানে বিপরীত পক্ষ উহা মানিয়া লইয়াছেন কিংবা যেখানে তিনি জানিতেন যে ঐরূপ ওজরের সহিত মকদ্দমাটি সম্পর্ক যুক্ত হওয়ায় উহা উত্থাপিত হইতে ও বিচারিত

হইতে পারে অথবা উহা হেতুভাষণে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যেখানে যে-সকল তথ্য অভিকথিত হইয়াছে উহা তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত কিংবা যেখানে বিচারীত পক্ষের সঙ্গত সুযোগ ছিল উহার উত্তর দেওয়ার অথবা যেখানে কার্যত উহা অ-প্রমাণিত করার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি দেওয়া হইয়াছে [*কান্ওয়াল নারায়ণ* ব. *এল. এফ. টৈম্লিশ*, AIR 1984 NOC 231 (Del)]।

জবাব বা উত্তর কিংবা প্রতিবাদীর কৈফিয়তের উত্তরে বাদীর সওয়াল (replication) হেতুভাষণেরই অংশ। এই কারণে প্রতিবাদী এই অভিযোগ করিতে পারেন না যে, কোন্ মকদ্দমার জবাব তাঁহাকে দিতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন না [*কান্ওয়াল নারায়ন* ব. *এল. এফ. টৈম্লিশ*, AIR 1984 NOC 231 (Del)]।

যখনই কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মকদ্দমা দায়ের করা হয় তখনই দেখিতে হইবে আর্জিতে যে-সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে দেওয়ানী আদালতে উহা বাঁচাইয়া রাখার যোগ্য (maintainable) কিনা এবং উহা বাঁচাইয়া রাখার অযোগ্য বলিয়া দৃষ্ট হইলে উপযুক্ত আদালতে উপস্থাপনার্থ উহা ফেরৎ দিতে হইবে। কিন্তু অধিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যদি অন্তর্নিহিত দোষগুণ (merit) বিচারে অন্য অন্য প্রশ্ন-র সিদ্ধান্ত-ভিত্তিক হয়, তাহা হইলে আদালত স্বীয় মর্জি অনুসারে হয় উক্ত মকদ্দমার যে অধিক্ষেত্র নাই এই মর্মে মন্তব্য (finding) লিখিয়া রাখিয়া উহা খারিজ (dismiss) করিয়া দিবেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উহা খারিজ না-করিয়া সংশ্লিষ্ট আর্জি ফেরৎ দিবার নির্দেশ দিতে পারেন। বিষয়টি প্রতিটি মকদ্দমার তথ্য-র উপর নির্ভরশীল [*লাল বাহাদুর সিং* ব. *বাগেসারা ও অন্যান্য*, AIR 1984 All 231]। [ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এ অর্ডার ৭, রুলস ১০, ১১ এবং ৯ ধারা দ্রঃ]।

হেতুভাষণের অপরিহার্য নিয়মাবলী

হেতুভাষণের চারিটি প্রাথমিক বা মৌলিক এবং নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম রহিয়াছে। নিয়মগুলি এই ঃ

(১) ইহাতে তথ্যের বিবৃতি থাকিবে, আইনের নহে;

(২) ইহাতে কেবল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বিবৃত থাকিবে (অর্ডার ৬, রুল ২);

(৩) ইহাতে বিবৃত থাকিবে কেবল সেই সকল তথ্য যাহার উপর সংশ্লিষ্ট পক্ষ নির্ভর করিতে বা আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন এবং যে সকল সাক্ষ্য দ্বারা ঐগুলি প্রমাণ করা হইবে তাহা উহাতে থাকিবে না; এবং

(৪) ইহাতে তথ্যাবলী বিবৃত করিতে হইবে সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল, যথাযথ ও স্পষ্ট রূপে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে এই বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত, বিশ্লেষিত ও পর্যালোচিত হইবে।

হেতুভাষণে যে সকল বিষয় সম্পর্কে উল্লিখিত হওয়া বিধেয় তাহা দে. প্র. স. (দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার) আদেশ-৬এর অন্তর্গত নিয়ম-৪ নির্দেশিত আছে। হেতুভাষণে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিত থাকিবে। বিবাদীর নিকট হইতে মামলায় বাদীর প্রত্যাশা সম্পর্কে স্বচ্ছ নির্দেশ থাকিবে। এখানে কেবলমাত্র সেই সকল তথ্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইবে যাহা হেতুভাষণে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। হেতুভাষণের তথ্য প্রয়োজনে **ব্যক্তিগত (Subjective)** বা **বিষয়গত (Objective)** হইতে পারে। মামলায় কোন পক্ষ প্রতারণা (fraud), বিশ্বাসভংগতা (breach of trust) অথবা মিথ্যা বর্ণন (misrepresentation) এর দায়ে অভিযুক্ত হইলে উহা বিষয়গত তথ্যরূপে বিবেচিত হইবে এবং যে ব্যক্তি ঐ অভিযোগ করেন তিনি উহা জানেন। এরূপ পরিস্থিতিতে অভিযোগকারীকে উক্ত প্রতারণা বিশ্বাসভংগতা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যযোগে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। ইহা বিষয়গত তথ্য। পক্ষান্তরে অভিযোগকারী কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ (malice), ক্রোধ (wrath) প্রভৃতি মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করিলে উহা মানসিক অবস্থাকে আক্রমণ করা হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে; এরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন সম্ভব নয়। কারণ, এইরূপ তথ্যপরিবেশন সম্ভব নহে।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৬-এর অন্তর্গত নিয়ম-৪এ বিষয়গত তথ্যের উল্লেখ আছে। এবং আদেশ-৬, নিয়ম-১০এ ব্যক্তিগত তথ্যের উল্লেখ আছে। (AIR 1951 Bom 72)।

আ. ৬, নি. ৪। প্রয়োজনে অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে হইবে (Particulars to be given where necessary)ঃ এরূপ সকল ক্ষেত্রে যেখানে হেতুভাষণদানকারী পক্ষ কোন মিথ্যা বর্ণনা, প্রতারণা, বিশ্বাসভংগ, ইচ্ছাকৃত খেলাপ, অথবা অনুচিত প্রভাবের উপর আস্থা স্থাপন করেন, এবং অন্য সকলক্ষেত্রে যেখানে অনুপঙ্খ বিবরণ আবশ্যক হইতে পারে, উপরিউক্ত নিদর্শসমূহে যে প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত আছে তদপেক্ষা অধিক, সেখানে হেতুভাষণে অনুপুঙ্খ বিবরণ (প্রয়োজন হইলে তারিখ ও দফা সহ) বিবৃত করিতে হইবে।

আ. ৬, নি. ১০। বিদ্বেষ, জ্ঞান ইত্যাদি (Malice, Knowledge etc.)ঃ যেখানে কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ, প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য, জ্ঞান বা মনের অন্য কোন অবস্থা অভিকথিত (alleged) হওয়া গুরুত্বপূর্ণ সেখানেই যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে উহা ধরিয়া লইতে হইবে তাহা বিবৃত না করিয়া কেবল তথ্যরূপে অভিকথিত হইলেই উহা যথেষ্ঠ হইবে।

কোন আর্জি বা জবাবে কেবলমাত্র প্রতারণা সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া বলিলেই চলিবে না। অবৈধ প্রভাব (undue influence), দমন (coercion) ইত্যাদি বিষয়ে হেতুভাষণের প্রয়োজন আছে এবং প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে তথ্য

পরিবেশন করিতে হইবে (AIR 1951 SC 280; AIR 1971 All 157; AIR 1970 AP 440)। যদিও ইহা সত্য যে অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা, মিথ্যাকথন, ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ভ্রষ্টাচার এবং হয়ত ক্ষেত্রবিশেষে মিশ্রিত থাকিতে পারে, তথাপি আইনের দৃষ্টিতে ঐগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণী বিবেচনা করিতে হইবে। এবং আদেশ-৬, নিয়ম-২ এর বিধানাধীনে প্রত্যেকটি বিষয় বা শ্রেণী সম্পর্কে স্বতন্ত্র হেতুভাষণ সুনির্দিষ্টভাবে লিখিতে হইবে। কোন পক্ষ কৃতকার্য হইবে যদি অভিকথিত বিষয় প্রমাণিত হয়। আর্জিতে বর্ণিত হেতুভাষণের বাহিরে বাদী কোন বক্তব্য রাখিতে পারিবে না, যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মামলার উৎপত্তি করা হইয়াছে তাহা অতিক্রম করা চলিবে না (AIR 1976 SC 163; AIR 1977 Ker 41)।

আদেশ-৬ এর অন্তর্গত নিয়ম-৪এ 'অন্য সকল ক্ষেত্রে যেখানে অনুপুঙ্খ বিবরণ আবশ্যক হইতে পারে' এরূপ লিখিত আছে। এই **অন্যসকল** ক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে।

(i) **প্রথা** (Custom) ঃ প্রথা সংক্রান্ত মামলা হইলে, উক্ত প্রথার বৈধতা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হইবে (AIR 1953 MB 32; AIR 1972 All 123)। যেহেতু প্রচলিত প্রথা ও আইনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট সেজন্য আর্জিতে প্রথার প্রচলন অদ্ব্যর্থক ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রদান করিতে হইবে। তথ্যাদি সুস্পষ্টভাবে পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে অপরপক্ষ নিশ্চিতভাবে বক্তব্য রাখিতে পারে (AIR 1951 Raj 136)।

(ii) **প্রথাজনিত অধিকার** (Customary right) ঃ যেক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রকার অধিকার সর্বজনস্বীকৃতরূপে ভোগ করে তখন এই অধিকার আইনের স্বীকৃতি লাভ করে। এরূপক্ষেত্রে ঐ সম্প্রদায়ের মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন পরিবারের ব্যক্তিমাত্র এইরূপ অধিকার ভোগের সুবিধা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু এখানেও দেখিতে হইবে সম্প্রদায়ের সকল মানুষ ঐ বিশেষ অধিকার স্বীকার করে কি না। যদি করে, তবে উহা প্রথাজনিত আইনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিবে (AIR 1991 Bom 119)।

(iii) **প্রথাজনিত অধিকার ও সুখাধিকার — উভয়ের পার্থক্য** (Customary right and customary easement — distinction between) ঃ প্রথাজনিত অধিকার এবং সুখাধিকার এক নহে। সুখাধিকার এক বা একাধিক ব্যক্তি বিশেষের জমির উপর অধিকার বোঝায়। কোন সম্প্রদায়ের অনির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষজনের কোনপ্রকার সুখাধিকার থাকিতে পারে না। সুখাধিকার একধরণের প্রাতিজনিক (Private, Personal) অধিকার; ইহা ব্যক্তি বিশেষে ভোগ করে। প্রথাজনিত অধিকার লোকাধিকার (Public right) হিসাবে স্বীকৃত। ইহা সম্প্রদায় বিশেষের হইতে পারে। সেজন্য, আইনের প্রথাজনিত অধিকার এবং প্রথাজনিত সুখাধিকারের মধ্যে পার্থক্য

স্বীকৃত। সুখাধিকার সর্বদা প্রধান স্বত্বাধিকারীর অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুসারী হয় (AIR 1984 Pat 313)।

(iv) **সুখাধিকার** (Easements)ঃ বাদী সুখাধিকার দাবি করিলে এই দাবি সংক্রান্ত সকল তথ্য আর্জিতে বর্ণনা করিতে হইবে (AIR 1956 Bhup 41), কেবলমাত্র এই প্রকার দাবি গ্রাহ্য হইবে না। সুখাধিকারের প্রকৃতি, যে অবস্থায় সুখাধিকার সৃষ্টি হইয়াছে সেই অবস্থা এবং যে সময়ে সুখাধিকার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময় ইত্যাদি সম্পর্কে আর্জিতে বিধৃত করিতে হইবে।

লুপ্ত অনুদানের (lost grant) ক্ষেত্রে এই ধরণেব বিশদ বিবরণ দানের অবকাশ থাকে না বলিলেই চলে। কোন পুষ্করিনী হইতে পার্শ্ববর্তী জমিতে দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বৎসর কাল জলদান করিবার পর কোন কারণে ঐ অধিকার ভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। এই সুখাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য বাদী মামলা করিতে পারেন। এরূপক্ষেত্রে আর্জিতে কিরূপ পরিস্থিতিতে সুদীর্ঘ কাল পূর্বে উক্ত সুখাধিকার সৃষ্টি হইযাছিল তাহাব বিষয়দানের প্রয়োজন পড়ে না (AIR 1988 Cal 320)।

(v) **বেনামী ঃ আইনের পরিবর্তন** (Benami, change in law)ঃ বেনামী হস্তান্তর (নিষেধ) আইন [Benami Transactions (Prohibition) Act (45 of 1988)] এর ৪-ধাবায় নিম্নলিখিত বিধান আছেঃ

(১) কোন ব্যক্তির নামে কোন সম্পত্তি বেনাম করা আছে এই অজুহাতে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত সম্পত্তির মালিকরূপে কোন ব্যক্তি কোন প্রকার মামলা বা দাবি করিতে পারিবে না।

(২) বেনামী সম্পত্তিতে অধিকার উল্লেখে ঐ সম্পত্তির তথাকথিত প্রকৃত মালিক কোন মামলায় বিবাদের মিটমাটে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না।

উপধারা (৩)(এ)(বি) ব্যতিক্রমের উল্লেখ করিয়াছে। কোন বিষয় ৩-ধাবায় আওতাভুক্ত হইলে, উহা ৪-ধারার নিষেধ বহির্ভূত হইবে। তবে মুলতবী মামলার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। অমীমাংসিত মামলার ক্ষেত্রে ৪-ধারা কার্যকরী হইবে (*AIR 1989 SC 1247; AIR 1994 (NOC) MP 136*)।

বেনামী হস্তান্তরে এক ব্যক্তির নামে প্রকৃত ব্যক্তির স্বার্থে ও প্রকৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। বেনামী হস্তান্তর ও জাল (Sham) হস্তান্তরে সম্পূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয়। বেনামী হস্তান্তরে সম্পত্তির স্বত্ব প্রকৃত ক্রেতার পরিবর্তে বেনামদারে বর্তায়। জাল লেনদেনে (Transaction) কোন সম্পত্তির স্বত্ব আদৌ হস্তান্তরিত হয় না (*AIR 1994 All 135*)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বেনামী হস্তান্তরে প্রমাণেব ব্যাপারে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ (Indian Evidence Act 1872) ধা. ১০১ হইতে শ. ১০৪ এর নির্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে। সুবিধার জন্য সাক্ষ্য আইনের উক্ত ধারাগুলি নিম্নে বিধৃত হইল ঃ

ধারা ১০১। প্রমাণভার (Burden of proof) **:** কোন ব্যক্তি যে তথ্যের বিদ্যমানতা দৃঢ়তা সহকারে দাবি করেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, কোন আদালত ঐ তথ্যের বিদ্যমানতার উপর নির্ভরশীল হইয়া কোন অধিকার বা দায় সম্বন্ধে যে রায় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্য প্রমাণ করিতে হইবে যে ঐ তথ্য-সমূহ বিদ্যমান।

যখন কোন ব্যক্তি কোন তথ্যের বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতে বাধ্য, তখন বলা হয় যে কথিত ব্যক্তির উপর প্রমাণভার অর্পিত।

দৃষ্টান্ত :

(এ) ক এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে আদালত খ-কে কোন অপরাধ কবাব জন্য দণ্ডিত কবিযা রায দিবেন যে অপরাধ ক এব বক্তব্য অনুসারে খ করিয়াছে।

ক-কে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে খ ঐ অপরাধ করিয়াছে।

(বি) ক এই ইচ্ছা পোষণ কবেন যে আদালত এমন রায় দিবেন যে খ-এর অধিকাব ভুক্ত কোন নির্দিষ্ট জমি তিনি পাইবাব অধিকারী এমন তথ্যের কারণে যাহা তিনি যথার্থ বলিয়া দৃঢতার সহিত দাবি করেন এবং যাহা খ সত্য বলিয়া মানিতে অস্বীকার কবেন।

ক-কে অবশ্যই উক্ত তথ্য সমূহের বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতে হইবে।

ধারা ১০২। প্রমাণভার কাহার উপর অর্পিত (On whom burden of proof lies) **:** কোন মকদ্দমা বা কার্যবাহে সেই ব্যক্তির উপর প্রমাণভাব অর্পিত যিনি, কোন পক্ষের তরফে আদৌ কোন সাক্ষ্য না দেওযা হইলে, অসফল হন।

দৃষ্টান্ত :

(এ) খ-এর দখলে আছে এরূপ জমিব ব্যাপারে ক খ-এব বিরুদ্ধে মকদ্দমা কবে, যে জমি ক-এর দৃঢ দাবি অনুসাবে খ-এব পিতা গ-এর উইল দ্বাবা ক কে অর্পিত হইযাছিল।

কোন পক্ষে কোন সাক্ষ্য না দেওয়া হইযা থাকিলে খ তাহাব দখল রক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং প্রমাণভার ক-এর উপর ন্যস্ত।

(বি) তমসুক-ভিত্তিক কর্জেব টাকা আদায়ের জন্য ক খ-এব বিরুদ্ধে মকদ্দমা করে।

উক্ত তমসুকের নির্বাহ স্বীকৃত হয়। কিন্তু খ বলে যে উহা করা হইয়াছিল প্রতারণা (উপাধি) দ্বারা, যাহা ক অস্বীকার করেন।

অতএব প্রমাণভার খ-এর উপব ন্যস্ত।

ধারা ১০৩। বিশেষ তথ্য সম্বন্ধীয় প্রমাণভার (Burden of proof as to particular fact) **:** কোন বিশেষ তথ্য সম্বন্ধীয় প্রমাণভার সেই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত

যিনি ইচ্ছা করেন যে আদালত ইহার বিদ্যমানতা বিশ্বাস করুন, যদি না কোন আইন দ্বারা নির্দেশিত হয় যে ঐ তথ্যের প্রমাণ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

দৃষ্টান্ত ঃ

(ক) চুরির জন্য ক খ-এর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনে এবং ইচ্ছা করে যে আদালত যেন এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে খ গ-এর নিকট উক্ত চৌর্য স্বীকার করিয়াছে। ক-কে অবশ্যই উক্ত স্বীকৃতি প্রমাণ করিতে হইবে। খ ইচ্ছা করেন যে আদালত যেন এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে সংশ্লিষ্ট সময়ে খ অন্যত্র ছিলেন। এই প্রমাণের দায়িত্ব খ-এর।

ধারা ১০৪। সাক্ষ্য স্বীকার করার জন্য প্রামাণ্য তথ্য প্রমাণের ভার (Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible) ঃ যে তথ্য প্রমাণ করা আবশ্যক, যাহাতে যে-কোন ব্যক্তি অন্য কোন তথ্য-র সাক্ষ্য দিতে পারেন, তাহার প্রমাণভার সেই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত যিনি এইরূপ সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা করেন।

দৃষ্টান্ত ঃ (ক) খ-কৃত মুমূর্ষুক্তি ক প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক। ক-কে অবশ্যই খ-এর মৃত্যু প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা ক একখানি হারাইয়া যাওয়া দস্তাবেজের বিষয়বস্তু প্রমাণ করিতে চাহে। ক অবশ্যই প্রমাণ করিবেন যে দস্তাবেজখানি হারাইয়া গিযাছে।

উপরে প্রদত্ত সাক্ষ্য আইনের ধারাগুলি হইতে এই সত্য স্পষ্ট হইতেছে, যে ব্যক্তি কোন বক্তব্য, তথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জাহির করিবেন (assert) তাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত (AIR 1977 SC 796)। সুতরাং কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি বেনামী আখ্যা দিলে তাঁহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে সম্পত্তিটি বেনামে রক্ষিত (AIR 1981 Bom 406; AIR 1992 Del 357)। বেনামী হস্তান্তর (নিষেধ) আইন ১৯৮৮ ভূতাপেক্ষ অর্থাৎ অতীত সম্পর্কে প্রযোজ্য [(1992) 1 CLJ 512]।

(vi) **চুক্তি** (Contract) ঃ চুক্তি আইনের ৬৫-ধারার বিধানাধীনে কোন প্রকার দাবি নির্দিষ্টভাবে আর্জিতে পরিবেশন করিতে হইবে। আর্জিতে নালিশ সংক্রান্ত আবশ্যকীয় তথ্য পরিবেশিত না হইলে আদালত উক্ত দাবি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন (AIR 1955 Cal 626)। বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালন সংক্রান্ত কোন মকদ্দমায় (Special performance of contract) বাদীর এই মর্মে বিনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকিবে যে বাদী সর্ব সময়ের জন্য এবং বর্তমানেও তাঁহার পক্ষে করণীয় চুক্তি সম্পাদন করিতে সর্বদা আগ্রহী।

(vii) **একরার** (Agreement) ঃ একরারনামায় তারিখ, পক্ষগণের নাম-ধাম ঠিকানা, মৌখিক অথবা লিখিত, প্রতিদান, এবং শর্তাবলী বর্ণিত হইবে। অবশ্য শর্তাবলী সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না (AIR 1947 Bom 293)।

(viii) **চুক্তি বহির্ভূত অন্যায় জনিত দায়িতা** (Tortious liabilities) **:** অবহেলা (Negligence) জনিত কোন মামলায় বাদী উক্ত অবহেলা সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য আর্জিতে পরিবেশন করিবেন। এই অবহেলার কারণে বাদীর যে ক্ষতিসাধন হইয়াছে সে সম্পর্কও পূর্ণ বিবরণ আর্জিতে বিধৃত করিতে হইবে। (AIR 1966 All 333)। লোককন্টক (Public nuisance) সংক্রান্ত কোন মামলায় যখন বিশেষ ক্ষতির প্রমাণ দিতে হয়, তখন আর্জিতে উক্ত ক্ষতি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করিতে হইবে। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৬ এর অন্তর্গত ৪-বিধির শর্তাবলী লিখিত জবাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে উক্ত বিষয়ের অধীন। ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে (Subjective fact) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৬ এর অধীন বিধি-১০ এর নিয়ম কার্যকরী হইবে। ইতিপূর্বে বিধি-১০ এর উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহার বিধান বিধৃত হইয়াছে। এখানে তাহাব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে অবস্থার কাবণে বিদ্বেষ ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে আর্জিতে তাহার বিবরণ দানেব প্রয়োজন নাই। কারণ, উহাইত' বিদ্বেষ সংক্রান্ত তথ্যের সাক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যখন অপব ব্যক্তিব মানসিক অবস্থার বিরুদ্ধে — যেমন, দুরভিসন্ধি (*mala fides*) — অভিযোগ করেন তখন ঐ সম্পর্কে তথ্য পবিবেশন কবা সম্ভব হয় না। (AIR 1951 Bom 72, ভিন্ন মতের জন্য AIR 1956 Bom 518)। ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ বাখিতে হইবে যে বিকৃত মনেব অবস্থাকেই যেমন উন্মত্ততা, দুবভিসন্ধি ইত্যাদি — তথ্য হিসাবে আর্জিতে বা জবাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণেব দ্বাবা এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয তবে আদালত ঐরূপ তথ্যের উপর ভিত্তি কবিযা অগ্রসব হইবে না (AIR 1958 Nag 204)। আদালতে বিববণ প্রদান ব্যাপাবে কোন ধবা-বাঁধা নিয়ম নাই। সাধারণ নিয়ম এই হইতেছে যে আর্জিতে বিববণ থাকিবে (আদেশ-৬ বিধি-৪)। বাদী বা বিবাদী অতিরিক্ত বিববণ প্রদান কবিতে চাহিলে (আ-৬, বিধি ৫) অথবা আদালত বাদী বা বিবাদীকে অতিরিক্ত বিবরণ দানেব নির্দেশ দান করিলে, আদালত জানাইয়া দিবেন কেমন কবিয়া অতিরিক্ত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। আদালত হইতে এইপ্রকার নির্দেশ লাভ না কবিলে আর্জি সংশোধন দ্বারা উহাব সহিত অনুবদ্ধরূপে অতিবিক্ত বিববণ দাখিল কবিতে হইবে। আদালতের এই নির্দেশ অমান্য কবিলে মামলাটি খারিজ হইতে পারে। আদালত অনেক সময় অতিবিক্ত বিবরণ দাখিল করিবার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পাবেন। উক্ত নির্দেশ বাদী ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করিলে বিবাদী বাদীর মামলা খাবিজ কবিবার জন্য আদালত আবেদন করিতে পারেন। বাসুদেবনের মামলায় বাদী আদালতের নির্দেশ অমান্য করায় মামলাটি খারিজ করা হইয়াছিল (AIR 1932 Mad 316)

অতিরিক্ত বিবরণ : (Further and better statement or particulars — Or. 6, r. 5)। আদালত যে কোন পক্ষের নিকট হইতে অতিরিক্ত বিবরণ দাবি করিতে

পারেন। অথবা যে কোন পক্ষ অতিরিক্ত বিবরণ দাখিল করিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারেন। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৬ এর অন্তর্গত বিধি-৫ এর নির্দেশ নিম্নলিখিতরূপ ঃ

বিধি ৫ ঃ আরও এবং উন্নততর বিবৃতি, অথবা অনুপুঙ্খ বিবরণ (Further and better statement, or particulars) ঃ খরচ এবং অন্য বিষয়ে এরূপ শর্তাধীনে যাহা ন্যায়ানুগ হইতে পারে, দাবির বা প্রতিরক্ষণের (আত্মপক্ষ সমর্থনের) প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আরও উন্নততর বিবৃতি কিংবা হেতুভাষণে বিবৃত যে কোন বিষয়ে আরও এবং উন্নততর অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করার আদেশ প্রদত্ত হইতে পারে।

টীকা ঃ আদেশ ৬, নিয়ম ৫ এর উদ্দেশ্য হইল কোন পক্ষের মামলা চালাইবার জন্য অথবা বিরোধী পক্ষের মামলা ধ্বংস করিবার কাজে বিরোধী পক্ষের কাছ হইতে খবর সংগ্রহ করিয়া পক্ষকে জানানো। মামলাকে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য এই ক্ষমতার প্রয়োগ উদারভাবে হওয়া উচিত (AIR 1991 Ori 319)।

পক্ষগণ তাঁহাদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে, সম্পূর্ণরূপে এবং সরলভাবে উপস্থাপন করিবেন যাহাতে প্রত্যেক পক্ষ যেন তাহার করণীয় বিষয় বুঝিতে পারেন। এই বিষয়ে আদালতের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে। সুতরাং, কোন পক্ষের হেতুভাষণ অস্পষ্ট হইলে, আদালত উক্ত পক্ষকে পুনরায় সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিতে নির্দেশদান করিতে পারেন (AIR 1941 Oudh 457)। মামলা দায়ের করিবার পর বাদী উক্ত মামলা সংক্রান্ত কোন নূতন বিষয় জানিতে পারিলে, আদালতের অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিবরণ পেশ করিতে পারিবেন। তবে এই অজুহাতে বাদী হেতুভাষণের কোন ফাঁক বা ত্রুটি মুক্ত করিতে পারিবেন না। উন্নততর বিবৃতি বা অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রদানের অজুহাতে বাদী নালিশের কোন নূতন বিষয় উত্থাপন করিতে পারিবেন না, মূল বিষয় হইতে বিচ্যুত হইবার কোনপ্রকার গোপন অভিপ্রায়ও স্বীকৃত হইবে না। এই বিধানের দ্বারা আদেশ-৬ বিধি-৭ এর বিধান প্রয়োগ করিয়া মূল অবস্থানকে সম্বন্ধ করা চলিবে।

আদেশ-৬, বিধি-৭ নিম্নলিখিতরূপ ঃ

বিধি ৭। ব্যতিক্রম (Departure) ঃ সংশোধনীর মাধ্যম ব্যতীত কোন হেতুভাষণের দাবির ঐরূপ কোন নূতন ভিত্তি উত্থাস্থাপন করা যাইবে না বা নূতন কোন তথ্য সম্বন্ধীয় অভিযোগ বিধৃত করা যাইবে না যাহা হেতুভাষণকারী পক্ষর পূর্ববর্তী হেতুভাষণেব সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

টীকা ঃ হেতুভাষণ ও প্রমাণের মধ্যবর্তী পার্থক্য [AIR 1966 Ker 96(FB), AIR 1989 Ori 248; (1994)2 SCC 29]। সময় অতিপন্ন (lapse) হইলে মামলার বিবরণের বিশ্বস্ততা বিনষ্ট হইবে।

সাধারণতঃ হেতুভাষণে ব্যতিক্রম স্বীকৃত নহে। কোন পক্ষ হেতুভাষণ পেশ করিবার পর উক্ত ভিত্তি হইতে প্রস্থান করিতে পারিবেন না অথবা এমন নূতন কোন ভিত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না যাহা পূর্বে উত্থাপিত হেতুভাষণ হইতে পৃথক বিবেচিত হইবে। নূতন কোন বক্তব্য উত্থাপন করিতে হইলে পক্ষকে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৬, বিধি-১৭ অনুসারে হেতুভাষণ সংশোধন করিতে হইবে অথবা সংহিতার অধীন আদেশ ৮, বিধি-৯ অনুসারে অতিরিক্ত বিবৃতি ফাইল করিতে হইবে।

আদেশ-৬, বিধি-১৭। হেতুভাষণ সংশোধন (Amendment of Pleadings) **:** কার্যবাহের যে কোন পর্যায়ে আদালতে যে কোন পক্ষকে, ন্যায়ানুগ বলিয়া মনে হয় এইরূপ পদ্ধতিতে এবং এইরূপ শর্তে, তাঁহার হেতুভাষণ পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে দিতে পারেন, এবং পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদের যথার্থ প্রশ্নসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে প্রকার আবশ্যক মনে হইতে পারে সেইপ্রকার যাবতীয় সংশোধন করিতে হইবে।

টীকা : অংশীদারী কারবারের তরফে অধ্যক্ষের ঋণ নেওয়ার অভিযোগে অধ্যক্ষের প্রতিনিধিত্বে অংশীদারী কারবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। পরিবর্তনের দ্বারা অংশীদারী কারবারের অংশীদারীদিগের নাম অভিযুক্ত করা যাইতে পারে (AIR 1989 Punj 125)।

আদেশ-৮, বিধি-৯। পরবর্তী হেতুভাষণ (Subsequent Pleadings) **:** প্রতিবাদীর লিখিত বিবৃতি দাখিলের পরে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রতিগণনার দাবি ব্যতীত অন্য কোন হেতুভাষণ আদালতের অনুমতি এবং আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট উপযুক্ত শর্ত ব্যতীত উপস্থাপন করা যাইবে না, কিন্তু আদালত প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় যে-কোন পক্ষের নিকট লিখিত বিবৃতি কিংবা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি তলব করিতে পারিবেন এবং তাহা দাখিল করিবার নিমিত্ত সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

হেতুভাষণের ফরম (Forms of Pleadings) **:** আদেশ ৬ বিধি-২ এই মর্মে নির্দেশ দান করে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (material facts) সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করিতে হইবে। সংক্ষিপ্ত আকার (concise form) অর্থে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুল্লেখের কথা বলা হইয়াছে। মূল কথা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যত দীর্ঘ হউক বিবৃত করিতে হইবে। সংক্ষিপ্ত আকার অর্থে অপ্রয়োজনীয় তথ্যের অনুল্লেখ বুঝিতে হইবে। আদেশ-৬, বিধি-২ এর নির্দেশ নিম্নলিখিতরূপ :

হেতুভাষণে বিবৃত হইবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি, এবং সাক্ষ্য নহে (Pleadings to state material facts and not evidence) (১) সংশ্লিষ্ট হেতুভাষণ দানকারী পক্ষ তাঁহার দাবির বা প্রতিরক্ষণের জন্য, যেখানে যে প্রকার যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহের

উপর আস্থা স্থাপন করেন প্রত্যেক হেতুভাষণে তাহা বিধৃত থাকিবে। তবে, যে সাক্ষ্য দ্বারা উহা প্রমাণিত হইবে তাহা থাকিবে না।

[(২) বিধৃত থাকিবে কেবল সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহের একটি সংক্ষেপিত আকারের বিবৃতি এবং যে সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা ঐগুলি প্রমাণ করা হইবে তাহা উহাতে বিবৃত থাকিবে না।

(৩) যখন প্রয়োজন উহা পরপর সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদসমূহে বিভক্ত রাখিতে হইবে।] ১৯৭৬-এর সংশোধন দ্বারা নিম্নলিখিত (২) (৩) প্যারা সংযুক্ত হইয়াছে।

(২) প্রত্যেক হেতুভাষণ প্রয়োজনে প্যারাগ্রাফ ও পরপর সংখ্যাযুক্ত করিয়া লিখিতে হইবে; প্রতি অভিযোগ বা অভিকথন সুবিধামত পৃথক অনুচ্ছেদে লিখিতে হইবে।

(৩) তারিখ, সমষ্টি বা পরিমাণ ও সংখ্যা হেতুভাষণে কথায় ও অংকে লিখিতে হইবে।

হেতুভাষণের ফরম সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হওয়া অপেক্ষা উহার বিবৃতির সারমর্ম সম্পর্কে অধিকতব সচেতন হওয়া আবশ্যক (AIR 1987 SC 1242)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার 'এ' পরিশিষ্টে প্রায় ৪৯টির মত নমুনা ফরম দেওয়া আছে। এই পুস্তকে ঐগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, নিদর্শগুলি (ফরম) প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার কবিতে হইবে। এমনও বলা হইয়া থাকে, উক্ত ফরমগুলি সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে (AIR 1931 Cal 458)।

বিকল্প ও অবিন্যস্ত হেতুভাষণ (Alternative and inconsistent pleadings) **:** অসংলগ্ন তথ্য হইলেও সওয়াল করা যাইতে পারে। কোন দানপত্র দলিলকে প্রকৃত পক্ষে মুক্তিপত্ররূপে চিহ্নিত করিলেও দানপত্র দলিলখানি অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে না। কোন শরিক অপর শরিকের অনুকূলে কোন সম্পত্তিতে তাঁহার অংশ ত্যাগ করিলে দলিলখানি মুক্তিপত্র বা দানপত্ররূপে লিখিলে ঐ নিবন্ধিত দলিলমূলে হস্তান্তর অসিদ্ধ হইবে না। মহম্মদীয় শরিয়ৎ অনুসারে দানের শর্ত সম্পূর্ণরূপে পালিত না হইলেও উক্ত দান অসিদ্ধ নাও হইতে পারে (AIR 1973 Mad 302)। বাদী বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একাধিক অধিকারের উপর নির্ভর করিতে পারেন; এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতায় এমন কোন নিষেধ আরোপ করা নাই যাহাতে বাদী পরস্পর অসংলগ্ন অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া বিকল্প সুবিধা দাবি করিতে পাবিবেন না (AIR 1951 SC 177)। সাধারণতঃ হেতুভাষণে কোন দাবি না থাকিলে এবং বিবাদী উত্তরদানের কোন সুযোগ লাভ না করিলে আদালত কোন সুবিধা দিবে না। কিন্তু বাদীর অনুল্লেখ সত্ত্বেও বিবাদী জবাবে বাদীর বিকল্প অধিকার স্বীকার করিলে, আদালত বিবাদীর জবাবী বিবৃতির প্রেক্ষিতে বাদীর অনুকূলে ডিক্রী

দান করিতে পারেন। বিনির্দিষ্ট চুক্তিপালন (specific performance) সংক্রান্ত কোন মামলায় প্রতিষ্ঠিত হইল যে বাদী বিবাদীকে কিছু টাকা প্রদান করিয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তির বিষয় উদঘাটিত না হইলেও আদালত বাদীব পক্ষে ঋণের টাকা লাভ কবিবার ডিক্রী দান করিতে পারেন। কিন্তু এই ধরণের অসংলগ্ন দাবি বিচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কবিলে উহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবেন।

দস্তাবেজের ফল সংক্রান্ত বিবৃতি (Effect of a document) **:** কোন দস্তাবেজের বিশেষ শব্দ বা কোন অংশ গুরুত্বপূর্ণ না হইলে দস্তাবেজের ফল সম্পর্কে হেতুভাষণে সংক্ষিপ্ত আকাবে লিখিত হইলে চলিবে। দস্তাবেজের কোন বিশেষ শব্দ গুরুত্বপূর্ণ হইলে তাহা হেতুভাষণে উল্লেখ করিতে হইবে। আদেশ-৬, বিধি. ৯ (দে. প্র. স.) এই সম্পর্কে নির্দেশ দান করে। যেখানে কোন দস্তাবেজেব বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে উহা সম্পূর্ণরূপে বা উহাবা কোন অংশ হেতুভাষণে সন্নিবেশিত না যতসংক্ষেপে সম্ভব ততসংক্ষেপে উহাব ফল উহাতে বিবৃত কবিলেই তাহা যথেষ্ট হইবে, যদি না দস্তাবেজ সমূহের নির্দিষ্ট শব্দসমূহ বা উহাব কোন অংশ গুরুত্বপূর্ণ হয়।

হেতুভাষণের অংশবিশেষ নিরসন করা (Striking out of pleadings) **:** কার্যবাহ চলাকালে হেতুভাষণ আদালতেব নির্দেশে অথবা বিবদমান কোন পক্ষেব আবেদনে খাবিজ হইতে পাবে যদি উক্ত হেতুভাষণ —

(i) অপ্রয়োজনীয় হয়, (ii) কুৎসামূলক, অকিঞ্চিৎকর অথবা বিরক্তিজনক হয়, (iii) কুসংস্কাবের জন্ম দেয, হয়রানি কবে, অথবা ন্যায় বিচাবে দেবী কবায।

আদেশ-৬, বিধি-১৬ বিধান নিম্নলিখিতরূপ :

কার্যবাহেব যে কোন পর্যায়ে আদালত তাহা কাটিযা বাদ দিবার অথবা উহা সংশোধন কবিবার আদেশ দিতে পাবেন —

(এ) যেগুলি অপ্রয়োজনীয, কুৎসামূলক, অতিবঞ্জিত; অথবা

(বি) যাহা কুসংস্কাবেব জন্ম দেয়, হয়রানি করে, দেরী কবায় ন্যায বিচাবে, অথবা

(সি) যাহা অন্য ভাষায় আদালতের পদ্ধতিতে নোংবামি।

আদালত উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে পক্ষকে বাধ্য করিতে পারে হেতুভাষণ সংশোধন করিতে (AIR 1955 SC 610)। ন্যায বিচার তবান্বিত করিতে এবং বিলম্ব পরিহাব কবিতে যে কোন পক্ষ হেতুভাষণ সংশোধন করিতে বা রহিত কবিতে আবেদন করিতে পারেন (AIR 1982 SC 1559)। কোন মামলাব বিষয দুর্বল হইবাব কারণে উহা বহিত হইবে না [(1994)2 SCC 392]। আদালত কোন পক্ষকে যেমন হেতুভাষণ গঠন করিবার নির্দেশদান কবিতে পারেন না, পক্ষগণেবও দায়িত্ব এই যে হেতুভাষণে যেন অপ্রয়োজনীয বিষয় সন্নিবেশিত না হয় [(1888)38 Ch D 263

58 LT 259]। আক্রমণাত্মক বিবৃতি যাহা মামলায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় তাহা আদালত রহিত করিবার নির্দেশদান করিতে পারেন (AIR 1995 Raj 123)।

হেতুভাষণ অর্থে আর্জি ও জবাব উভয়ই বুঝায়। তবে, জবাবের কোন অংশ রহিত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কারণ, প্রতিরক্ষণের প্রয়োজনে লাগিবে না এইরূপ নিঃসন্দেহ না হইলে এবং অহেতুক বিলম্বের সম্ভাবনা থাকিলে জবাবের অংশ বিশেষ রহিত হইতে পারে। প্রতিরক্ষণের জন্য প্রয়োজন নয় এমন অভিযোগ জবাবে সন্নিবেশিত হইলে উহা অবশ্য রহিত করিতে হইবে (AIR 1976 MP 54)।

হেতুভাষণের সংশোধন (Amendment of pleadings) **:** ভুলবশতঃ বা অসাবধানতাবশতঃ অনেক সময় হেতুভাষণে ভুল-ত্রুটি আসিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে ঐ ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৬ বিধি-১৭ তে বিধৃত আছে। নিম্নলিখিতভাবে হেতুভাষণ সংশোধন করা যাইতে পারে : কার্যবাহের যে কোন পর্যায়ে আদালতে যে কোন পক্ষকে, ন্যায়ানুগ বলিয়া মনে হয় এইরূপ পদ্ধতিতে এবং এইরূপ শর্তে, তাঁহার হেতুভাষণ পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া দিতে পারেন, এবং পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদের যথার্থ প্রশ্নসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে প্রকার মনে হইতে পারে সেইপ্রকার যাবতীয় সংশোধন করিতে হইবে।

টীকা : পরিবর্তন সম্মতি প্রাপ্ত : অংশীদারী কারবারের তরফে অধ্যক্ষের ঋণ নেওয়ার অভিযোগে অধ্যক্ষের প্রতিনিধিত্বে অংশীদারী কারবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। পরিবর্তনের দ্বারা অংশীদারী কারবারের অংশীদারীদের নাম অভিযুক্ত করা যাইতে পারে (AIR 1989 Punj 125)।

ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের জন্য মামলা। উপ-ভাড়াটিয়া সত্ত্ব কারণটিকে উচ্ছেদের কারণের মধ্যে যুক্ত করা উচিত (AIR 1989 Cal 192)।

পরিবর্তন অসম্মতি প্রাপ্ত : ঋণ উদ্ধারের জন্য মামলা। স্বত্বাধিকার দলিল অর্পণ দ্বারা বন্ধক দ্বারা ঋণ গৃহীত। নিষ্ক্রয় সমাপ্তির জন্য প্রতিকারের দাবীর পরিবর্তনকে সম্মতি প্রদান করা যাইবে না। যেহেতু ইহা সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৭৬-ধারা হইতে ৯৬-ধারার প্রতিবন্ধক (AIR 1992 All 111)।

পরিবর্তন, নীতিগুলি। দুইটি শর্ত সাধিত হইলেই সব পরিবর্তন সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া উচিত (ক) অপর পক্ষের প্রতি অবিচারের কর্ম হইবে না। (খ) বিতর্কিত প্রকৃত প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয়তা থাকিলে (AIR 1957 SC 363)।

অপরপক্ষের প্রতি সাংঘাতিক অবিচার ও অপূরণীয় ক্ষতি না ঘটিলে আদালতের পরিবর্তন ধার্য করিতে চূড়ান্তভাবে উদার থাকা উচিত। দখল উদ্ধারের প্রতিকারের কারণ যোগ করার জন্য পরিবর্তন সম্মতি প্রাপ্ত (AIR 1983 SC 319)।

অবিলম্বে প্রদানের হেতুর চরিত্র বদল করা যায় না পরিবর্তনের দ্বারা। অপরপক্ষের প্রতি অবিচার, অনিষ্ট ও অপ্রতিবধেয় চরিত্র ঘটনাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে (AIR 1981 SC 485)। মামলার প্রকৃতি ও চরিত্র প্রধানভাবে পরিবর্তিত না হইলে পরিবর্তনকে উদারভাবে সম্মতি দেওয়া উচিত (AIR 1990 Ori 186)।

মামলার পরবর্তী ঘটনা, পরিবর্তন : মামলাকে সংক্ষেপ করার জন্য ও মামলার কার্যাবলীর বাহুল্য প্রতিরোধের জন্য মামলার পরবর্তীকালীন ঘটনা ও তথ্যকে নিবন্ধনের জন্য আদালতের পরিবর্তনকে সম্মতি দেওয়া উচিত (AIR 1989 Cal 190)।

মূল্যগ্রহণ, পরিবর্তনের সংপ্রশ্ন : মূল্য প্রদানেব শর্তে আর্জিব পরিবর্তন সম্মতি প্রাপ্ত হয়। প্রতিবাদের শর্তে প্রতিবাদী মূল্য গ্রহণ করিয়া পববর্তীকালে পবিবর্তনকে সংপ্রশ্ন (challenge) করিতে পারেন না (AIR 1989 Punj 229)।

আর্জি পবিবর্তনের জন্য প্রতিবাদী মূল্য গ্রহণ কবিলে পববর্তীকালে তিনি পবিবর্তনকে সংপ্রশ্ন (challenge) করিতে পারেন না (AIR 1958 SC 593, AIR 1972 Punj 231)।

প্রতিবাদের শর্তে প্রতিবাদী আর্জি পবিবর্তনেব জন্য মূল্যগ্রহণ করিলে তিনি পববর্তীকালে পরিবর্তনকে সংপ্রশ্ন করিতে পারেন (AIR 1980 Punj 70)।

অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূত করার পরিবর্তন : মামলার বিচাব করিবার উপযুক্ত আদালত তাহার অধিকার ক্ষেত্র বহির্ভূত কবিবার জন্য পরিবর্তনকে সম্মতি দিতে পারেন (AIR 1989 Ker 28)।

পরিবর্তন বিবেচনাধীন ও আদেশমূলক : আদেশ-৬ বিধি-১৭ বিধানের প্রথম অংশের পরিবর্তন বিবেচনাধীন কিন্তু ঐ নিয়মের ি তীয় অংশ আদেশমূলক (AIR 1989 Cal 190)।

পরিবর্তনের দ্বারা স্বীকৃতির প্রত্যাহার : একটি স্বীকৃতিকে প্রত্যাহার করা যায় অথবা ব্যাখ্যা করিয়া সরাইয়া লওয়া যায়। সুতরাং তথ্যের স্বীকৃতিকে আর্জিতে পরিবর্তন করা যায় (AIR 1983 SC 462)।

বিনা অধিকার ক্ষেত্রে আদালতের দ্বারা পরিবর্তন : আর্থিক অধিকারক্ষেত্র বিহীন আদালত আর্জিতে দাবির অংশ পরিত্যাগ করিবার প্রার্থনার ক্ষেত্রে যেখানে আদেশ-২ বিধি-২ দ্বারা পরিচালিত, সেখানে আর্জির পরিবর্তনে সম্মতি দিতে পারেন (AIR 1990 Raj 57)।

বৈবাহিক মামলার কার্যপ্রণালীতে পরিবর্তন : হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩(১) (এ) বিধানে স্বামী নিষ্ঠুরতার কারণে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন। মামলা চলাকালীন ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতি লইয়া 'বিচ্ছেদের দরখাস্ত ঐ আইনের

১৩(বি)(১) অনুসাবে সম্মতি প্রাপ্ত হয। ঐ দবখাস্তটিকে ভবিষ্যাপেক্ষ ব্যবহার করা যাইবে (AIR 1990 Del 146)।

আইনের এই উদ্দেশ্য হইতেছে, হেতুভাষণ সংশোধনেব সুযোগ দান করা। মামলার সংখ্যা কমাইতে এই সুযোগ দান কবা হইযাছে। বিচার ব্যবস্থা সঠিক ভাবে পবিচালনেব জন্য এই ব্যবস্থা। এই বিধির অন্তর্গত ক্ষমতা স্ববিবেকে ব্যবহাব কবিতে হইবে। ন্যায় বিচাবেব স্বার্থে সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হইবে (AIR 1971 Del 48; AIR 1971 SC 361)। স্ববিবেকে যে ক্ষমতা প্রয়োগ কবা হইবে তাহাকে বিচাবিক পদ্ধতি অনুসবণ কবিতে হইবে যাহাতে অপবপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ না হয। এই স্ববিবেক-জনিত ক্ষমতা ব্যাপক এবং উদাবভাবে প্রয়োগ কবা যাইতে পাবে। কবনিকের ভুল, সম্মতিব ভুল তথ্য পরিবেশন, আইনেব বা তথ্যের ভুল সম্পর্কে সংশোধন চলিবে। বাদী-প্রতিবাদীব পবিচয সম্পর্কেও সংশোধন চলিবে (AIR 1958 SC 245, AIR 1969 SC 1267)। যে তথ্যেব উপব ভিত্তি কবিয়া মূল মামলা দাযেব কবা হইযাছে সেই ভিত্তি পবিবর্তনেব জন্য সংশোধন প্রার্থনা কবা চলিবে না। সময তামাদি হইলে সংশোধনেব জন্য আবেদন কবা চলিবে না। হেতুভাষণ অদ্ব্যর্থক হইলে উহা প্রাঞ্জল কবিবাব উদ্দেশ্যে সংশোধনেব আবেদন কবা চলিবে না। বিলম্বেব কারণে সংশোধনেব আবেদন অগ্রাহ্য কবা যায না (AIR 1970 Ker 138)। কিন্তু অযথা দেবী কবিলে সংশোধনেব আবেদন গ্রাহ্য হইবে নাঃ ২২ বছব পবে সংশোধনেব আবেদন অগ্রাহ্য হইবে (AIR 1970 SC 42), এমনকি আট বৎসবেব প্রাচীন মামলাব হেতুভাষণ সংশোধনেব আবেদন অগ্রাহ্য হইবে (AIR 1972 SC 2091)। কোন সংশোধন যেন অপবপক্ষেব হানিকব না হয।

পববর্তী নবম পবিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচিত হইল।

হেতুভাষণে স্বাক্ষর

হেতুভাষণে স্বাক্ষব সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম বিধৃত আছে। হেতুভাষণেব বিশুদ্ধতা বক্ষণেব জন্য স্বাক্ষরেব প্রযোজন। দেওযানী প্রক্রিযা সংহিতাব আদেশ-৬ বিধি-১৪ হেতুভাষণে স্বাক্ষব সম্পর্কে নির্দেশ দান কবিয়াছে।

আ ৬, বি ১৪। হেতুভাষণ স্বাক্ষরযুক্ত করিতে হইবে (Pleadings to be signed)ঃ প্রত্যেক হেতুভাষণে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক ও তাঁহাব উকিল (কেহ থাকিলে) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে, প্রকাশ থাকে যে, যেখানে হেতুভাষণকারী পক্ষ, অনুপস্থিতিব কারণে বা অন্য কোন উত্তম হেতু নিবন্ধন, হেতুভাষণে সহি করিতে অক্ষম, সেখানে উহা স্বাক্ষরিত হইতে পারে উহা সহিযুক্ত করিতে বা তাঁহার অনুকূলে মকদ্দমা [illegible] কোন ব্যক্তি।

বিধি ১৪এ। হেতুভাষণ প্রদান করিবার ঠিকানা (Address for service of notice) **:** (১) ঠিকানা সম্পর্কে কোন পক্ষের আর্জি নির্দিষ্ট ফর্মে যেমন নিয়ম ১৪তে বলা হইয়াছে তেমনভাবে বিবৃতিপূর্ণ হইবে (অর্থাৎ তাহাতে ঠিকানা অবশ্যই থাকিবে)।

(২) সময় সময় ঠিকানা পরিবর্তন কবা যায় আদালতে নির্দিষ্ট ফর্মে যাচাই করা (Verified) দরখাস্ত দ্বারা।

(৩) উপ-নিয়ম (১) অনুসারে বিবৃতি দেওয়া ঠিকানাকে নিবন্ধীকৃত ঠিকানা বলা হয এবং এই দেওয়া ঠিকানা মকদ্দমা যাহাব উদ্দেশ্যে দেওযা হইয়াছে তাহা আদেশ, আপীল বাস্তবায়ন সবরকম অবস্থাতেই বহাল থাকিবে পবিবর্তিত না হওয়া অবধি এবং তাহা দুই বৎসর ধবিযা আইনসিদ্ধ থাকে।

(৪) যেখানে পক্ষটি বাস করিত সেই নিবন্ধীকৃত ঠিকানায় হেতুভাষণ পাঠান যায।

(৫) আদালত যখন দেখে যে পক্ষেব ঠিকানা মিথ্যা, কাল্পনিক, অসম্পূর্ণ তখন হয নিজে অথবা কোন পক্ষেব আবেদনেব উপব —

(এ) যে বাদীপক্ষ নিবন্ধীত ঠিকানা দিয়াছিল তাহাব মামলা স্থগিত বাখিতে পাবে, অথবা

(বি) যদি ঐ নিবন্ধীত ঠিকানা বিবাদী পক্ষ সরবরাহ করিযা থাকে বিবাদীব আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার ক্ষমতা এমনভাবে বাতিল কবিতে পারে যে আত্মপক্ষ সমর্থন কবিতে চাওয়াই হয নাই।

(৬) উপনিয়ম (৫)-এ যখন কোন আত্মপক্ষ সমর্থন স্থগিত বা বাতিল কবা হয তখন বিবাদী সঠিক ঠিকানা সরবরাহ করিয়া তাহার বিরোধিতা ফিরাইযা দিতে ও আদেশটি বাতিল করিবার জন্য আদালতেব কাছে আবেদন করিতে পাবে।

(৭) আদালত যদি দেখে যে যথেষ্ট বাধার জন্য পক্ষ ঠিক ঠিকানা সরবরাহ করিতে পারে নাই তাহা হইলে তাহার নির্দেশে বিবাদীর নিকট হইতে খরচ লইযা অথবা যাহা সঠিক মনে করে সেইভাবে বাতিল করিযা পুনরায় মকদ্দমা চলিবার একটা দিন ধার্য করিবে।

(৮) তবে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন সময যে কোন ঠিকানায় হেতুভাষণ প্রেরণ করিতে পারে।

হেতুভাষণে বাদী / প্রতিবাদী এবং উকিল স্বাক্ষর করিবেন। একাধিক বাদী থাকিলে, আর্জিতে প্রত্যেক বাদীর স্বাক্ষর থাকিবে। তবে, বহু ব্যক্তি একত্রে কোন মামলা করিলে তাদের মধ্যে একজন অন্যের দ্বারা ক্ষমতা যুক্ত হইয়া এবং অন্যের জ্ঞাতসারে আর্জিতে স্বাক্ষর করিতে পারেন (AIR 1950 Ajmer 30)। এমন নিয়ম নাই যে সহবাদী (Co-plaintiff) আর্জিতে স্বাক্ষর না করিলে বাদীরূপে বিবেচিত

হইবেন না (A. B. Majumder — *Plaints*, p. 60)। যেক্ষেত্রে বাদী স্বাক্ষর করিতে পারেন না, সেখানে বাদীর দ্বারা প্রাধিকৃত নিযুক্তক আর্জিতে স্বাক্ষর করিতে পারেন (আদেশ-৩, বিধি-২ দেখুন)। মৌখিক প্রাধিকারও স্বীকৃত (46 CWN 957; AIR 1971 All 224)। এমনকি, মামলা দায়ের করিবার পরও যদি প্রাধিকার প্রদান করা হইয়া থাকে তবে ঐ প্রকার প্রাধিকারও আদালতে স্বীকৃত হইবে (104 IC 747)। প্রাধিকৃত নয় এমন ব্যক্তি আর্জি স্বাক্ষর করিলে উহা অবৈধ হইবে; তবে ঐ প্রকার আর্জিতে বাদী পরবর্তীকালে স্বাক্ষর করিতে পারেন। আর্জিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিচ্যুতি পদ্ধতিগত ত্রুটি হিসাবে গৃহীত হইবে এবং ঐ প্রকার ভুলের জন্য আদালতের ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন করা চলিবে না।

হেতুভাষণের সত্যাখ্যান (Verification of Pleadings) **:** কোন বিবৃতি সম্পর্কে বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইলে উহার সত্যাখ্যান আবশ্যিক (A.B. Majumder — *Plaints*, p. 63)। আদেশ-৬ এর অন্তর্গত বিধি-১৫ এর বিধান নিম্নলিখিতরূপ ঃ

(১) সমকালে বলবৎ থাকা অন্য কোন আইন দ্বারা অন্যভাবে যে প্রকার বিধান প্রদত্ত হইয়া থাকিতে পারে তাহা রক্ষা করিয়া, প্রত্যেক হেতুভাষণে উহার নিম্নাংশে সত্যাখ্যাত হইবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক কিংবা হেতুভাষণ প্রদানকারী পক্ষগণের একজন কর্তৃক কিংবা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক যিনি আদালতের সন্তুষ্টির মধ্যে মকদ্দমার তথ্যসমূহের পরিচিত বলিয়া প্রমাণিত হয়েন।

(২) সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি, হেতুভাষণের সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের উল্লেখ পূর্বক, বিশেষভাবে উল্লেখ করিবেন তিনি তাঁহার নিজ জ্ঞান হইতে কি কি সত্যাখ্যাত করিতেছেন এবং কি কি তিনি প্রাপ্ত সমাচারের ভিত্তিতে এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সত্যাখ্যাত করিতেছেন।

(৩) সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি কর্তৃক সত্যাখ্যান স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহাতে যে তারিখে ও যে স্থানে উহা স্বাক্ষরিত হইল তাহা বিবৃত করিতে হইবে।

হেতুভাষণের বিবৃতি দায়িত্ব সহকারে প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে সত্যাখ্যাণের উদ্ভব হইয়াছে। সত্যাখ্যান দ্বারা মিথ্যা বিবৃতি দান করিলে শাস্তি হইতে পারে (A. B. Majumder — *Plaints*, p. 64)।

আদালতের রায়

(১) **একাধিক মকদ্দমা একত্র মিলিত করা** (Consolidation of suits) **:** মকদ্দমার অধীন একটি সম্পত্তির মালিকানা (=স্বত্ব) ঘোষণা করার জন্য আনীত মকদ্দমায় বাদীগণ এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের বিবাদ কারণ ভিন্ন হইলে একই সঙ্গে বিচারের জন্য ঐ মকদ্দমাগুলিকে একত্রিত করা যায় না [*বি. এস. ভগবান সিং ও অন্যান্য* ব. *শ্রীমতি শারদা বাই*, AIR 1990 Karn 222]।

(২) **বাদপত্র বা আর্জি** (Plaint) **:** যদিও প্রত্যেক বাদপত্রে কি কি উপশম বা প্রতিকার দাবি করা হইতেছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত করিতে হইবে, কোন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে উহা বিবৃত করার কিংবা বাদপত্রের কোন একটি বিশেষ অংশে উহা বিবৃত করার কোন আবশ্যকতা নাই [*গোবিন্দ পিল্লাই মাধব কুরূপ* ব. *মাথিভ্যান পিল্লাই পদ্মনাভ পিল্লাই,* AIR 1990 NOC 73 (Ker)]।

(৩) **যথাযথ হেতুভাষণ এবং প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয়ের অবিদ্যমানতার ফল :** উচ্ছেদের মামলায় বিচার্য বিষয় হইল, প্রতিবাদী মকদ্দমার অধীন জমি-তে অবৈধ হস্তার্পণ (encroachment) করিয়াছেন কি না। বাদপত্রের অনুসূচীতে অবৈধ হস্তার্পণ যে জমিতে করা হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রফল বা পরিমান ও সীমা দেওয়া হইয়াছে এবং উভয়পক্ষ অবৈধ হস্তার্পনের অভিযোগ সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কত পরিমাণ জমিতে অবৈধ হস্তর্পণ করা হইয়াছে, নিম্ন আদালত (ট্রায়াল কোর্ট) তদ্বিষয়ে বিচার্য বিষয় স্থির করিতে (to frame issue) অক্ষম হইয়াছেন। সিদ্ধান্ত এইরূপ পরিস্থিতি বিচার-কার্য-কে কোনপ্রকারে ব্যাহত করিবে না [*আব্দুল গণি মিয়া. ওরফে (উপনামে) আব্দুল ওয়াহেব* ব. *আব্দুল গণি মিয়া,* AIR 1990 NOC 77 (Gau)]।

(৪) **হেতুভাষণ** (Pleadings) **:** জমি বিক্রয় সম্বন্ধীয় বিবাদের হেতুভাষণে সরকারের অনুমতি না লওয়ার কারণে বিক্রয় যে অসিদ্ধ হইয়াছে এই মর্মে কোন অভিযোগ আনীত হয় নাই। এরূপক্ষেত্রে, সরকারের অনুমতির অবিদ্যমানতার কারণে বিক্রয়ের অসিদ্ধতা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন আদালত কর্তৃক গৃহীত বা মীমাংসিত বা বিচারিত হইতে পারে না [*চন্দ্রশেখর দাস* ব. *গিরিধারী সাহু,* AIR 1990 Orissa 129]।

(৫) একই বিবাদকারণ-এর ভিত্তিতে দুইটি মকদ্দমা দায়ের করা কি ন্যায়নুগ?

চুক্তি-নির্ভর টাকার জন্য দাবির (Claim for money under contract) ক্ষেত্রে বিবাদ-কারণ যদি কোনও একটি বিশেষ চুক্তি সম্বন্ধীয় হয় তাহা হইলে দাবিকারী একই বিবাদ-কারণ সম্পর্কে দুইটি পৃথক মকদ্দমা চালাইতে পারেন না। [ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর অর্ডার ২ রুল ২ দ্রঃ] [*এস. এন. রামচন্দ্র* ব. *স্টেট অব কর্নাটক ও অন্যান্য,* AIR 1990 Karn 249]।

(৬) **আর্জির সিদ্ধতা :** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর অর্ডার ১, রুল ১০ এবং অংশীদারীত্ব অধিনিয়ম (১৯৩২-এর ৯ অধিনিয়ম)-এর ৬৯ ধারার (২)-উপধারা দ্রঃ। অনিবন্ধিত অংশীদারী সংগঠন (unregistered partnership firm) মকদ্দমা দায়ের করিল। মকদ্দমা চলিতে থাকাকালে উক্ত অংশীদারী সংগঠনের নিবন্ধন সম্পাদিত হইল। যে আর্জি পূর্বেই দাখিল করা হইয়াছে তাহা ঐরূপ নিবন্ধনের তারিখ হইতে সিদ্ধ বলিয়া ধরা যাইবে না [*আতমুরী মহালক্ষী ও অন্যান্য* ব. *জগদীশ ট্রেডার্স,* AIR 1990 Andh Pra 288]।

(৭) **মকদ্দমা বাতিলকরণ** (Dismissal of suit) **:** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ২ দ্রঃ। হেতুভাষণ। মকদ্দমা চলিতে থাকাকালে মামলা-র পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইল। বাদীর মকদ্দমাটি হইল, মকদ্দমার অধীন সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব ঘোষণার নিমিত্ত। আর্জিতে [= বাদপত্রে] সত্য বলিয়া ইহা দৃঢ়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে মকদ্দমার অধীন সম্পত্তি খরিদ করিতে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে সেই পুরা অর্থ-ই দিয়াছেন বাদী স্বয়ং। পরবর্তীকালে এই নিশ্চয়কথনের পরিবর্তন ঘটাইয়া বলা হইল যে টাকা দিয়াছিলেন প্রতিবাদী, তবে তিনি তাহা দিয়াছিলেন বাদীর তহবিল হইতে। বাদী ও প্রতিবাদী স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রী-র পক্ষে স্বামী প্রকৃত কাজকর্ম সম্পাদন করিতেছেন এরূপ ঘটনা বিরল ঘটনা নহে। অবস্থানের উপরি-উক্তরূপ পরিবর্তন ঘটানোর কারণে মকদ্দমা বাতিল-কৃত হইবে না [*ভূপেন্দ্র কুমার আর. পারিখ* ব. *এম. কে. লক্ষী,* AIR 1990 Mad 46]।

(৮) **সমদর্শিতা ভিত্তিক উপশম :** ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ৬ নিযম ৪ এবং অনুসূচী ১. পরিশিষ্ট ক, হেতুভাষণ, নিদর্শ ৪৭ ও ৪৮ দ্রঃ। অনুসূচী ১-এর নিদর্শ ৪৭ ও ৪৮ অনুসারে যে প্রকার প্রয়োজনীয়, তদনুসারে বাদী যে বিনির্দিষ্ট ভাবে তাঁহার কৃত্য করিতে ইচ্ছুক, হেতুভাষণে তাহা বলা হয় নাই। বিনির্দিষ্ট উপশম আইন, ১৯৬৩ [Specific Relief Act, 1963] দ্বারা স্বীকৃত সমদর্শিতা বা ন্যায়বিচার-ভিত্তিক উপশম দেওয়া যায় না [*আব্দুল খাদের রোথার* ব. *পি. কে. সারাবাই,* AIR 1990 SC 682]।

(৯) **কোন পক্ষ পরস্পর বিরোধী বা সামঞ্জস্যবর্জিত অজুহাত দেখাইতে পারেন না :** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ২ প্রাসঙ্গিক। যদিও পরস্পর বিরোধী বা সামঞ্জস্যহীন অভিযোগের উপর আইনানুযায়ী বিকল্প উপশম দেওয়া যায়, তথাপি আইনানুসারে পরস্পরবিরোধী অজুহাত দেখাইতে দেয় না। যে-সকল অজুহাতের একটি অন্যটিকে ধ্বংস করে, অর্থাৎ যে-সকল অজুহাত পরস্পর ধ্বংসকারী, সাধারণতঃ সেই সকল অজুহাত উপস্থাপন করিতে দেওয়া হয় না [*শ্রীমতী ইন্দুবাই* ব. *জওহরলাল,* AIR 1990 Madh Pra 80]।

(১০) **বাদপত্র বা আর্জি বাতিলকরণ** (Rejection of plaint) **:** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৪ দ্রঃ। যাঁহারা বাদী, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যদি আর্জি-তে সহি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সেই কারণে, আর্জি বাতিল করা যায় না। ন্যায় প্রণালী সংহিতার আদেশ ৬, নিয়ম ১৪ একটি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাপার এবং যে-কোন পর্যায়ে স্বাক্ষর পরিগৃহীত হইতে পারে, এবং এই কারণে, বাদীগণের একজন বাদপত্র বা আর্জিতে স্বাক্ষরপ্রদান করেন নাই বলিয়া বাদপত্রখানি প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না [*সর্বজিৎ সিং* ব. *অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ সোসাইটি,* AIR 1990 NOC 26 (Del)]।

(১১) **ডিক্রিধারীর মৃত্যু ও তাহার ফল :** নির্বাহ সম্বন্ধীয় কার্যবাহ চলিতে থাকাকালে ডিক্রি [= আজ্ঞপ্তি]-ধারীর মৃত্যু হইলে বৈধিক প্রতিনিধি কার্যবাহ চালাইযা যাইতে পারেন, নূতন কবিয়া আবেদনপত্র জমা দেওয়াব কোন আবশ্যকতা নাই। [ন্যাযপ্রণালী সংহিতাব (১৯০৮ এব ৫ আইনের) আদেশ ২১, নিয়ম ১৬, ধারা ১৪৬ দ্রঃ] [*পুরুষোত্তম লাল মাংতুবাম* ব *জোবো বাই*, AIR 1984 Ori 202]।

(১২) **দোবারা দোষ** (*Res judicata*) **:** নূতন কবিয়া আবেদনপত্র জমা দিবাব অধিকার সংবক্ষিত না বাখিয়া আবেদনকাবী তাঁহার আবেদনপত্র প্রত্যাহার করিয়া লন। ঐ একই বিবাদ-কাবণের উপব পববর্তী কালে আবেদনকাবী বিবাদ-কারণ সম্বন্ধে আবও কিছু বিশদ বিবরণ সংগ্রহ কবিতে পাবিলেও নূতন কবিয়া কোনও আবেদনপত্র দাখিল কবিতে পাবিবেন না [*কৃষ্ণ কুমাব বালকবাম পাণ্ডে, ববোদা* ব *মিউনিসিপ্যাল কর্পোবেশন অব দি সিটি অব ববোদা*, AIR 1990 Guj 20]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তথ্য বনাম আইন

হেতুভাষণে কি কি বিধৃত থাকিবে, সুন্দর সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা বলা আছে ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ২-এ। হেতুভাষণের চারিটি মৌলিক বা ভিত্তিগত ও অপরিহার্য নিয়ম এখানেই আমরা দেখিতে পাই। নিয়মগুলি এই ঃ

(১) প্রতিটি হেতুভাষণে বিধৃত থাকিবে কেবল তথ্যসমূহ আইন নহে।

(২) প্রতিটি হেতুভাষণ কেবল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বিবৃত করিবে, অন্য তথ্য নহে।

(৩) প্রত্যেক হেতুভাষণে অবশ্যই বিবৃত থাকিবে তথ্যসমূহ, যে সাক্ষ্যপ্রমান দ্বারা উহা প্রমান করা যাইবে তাহা নহে। এবং

(৪) প্রত্যেক হেতুভাষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বিবৃত থাকিবে সংক্ষিপ্তাকারে বা সংক্ষেপীকৃত আকারে।

প্রত্যেক হেতুভাষণ অনুচ্ছেদ সমূহে বিভক্ত থাকিবে, অনুচ্ছেদসমূহ ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত হইবে এবং প্রত্যেক অভিযোগ একটি পৃথক অনুচ্ছেদে বিধৃত থাকিবে।

যেখানে কোন পক্ষ কোন মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation), বিশ্বাসভঙ্গ (breach of trust), ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম বা খেলাপ (wilful default), অনুচিত প্রভাব (undue influence), বা প্রতাবনা (fraud)-এর উপর আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন, সেখানে ঐ পক্ষ তারিখ উল্লেখপূর্বক উহার অনুপুঙ্খ বিবরণে হেতুভাষণ বিবৃত করিবেন [অর্ডার ৬, রুল ৪ দ্রঃ]। অনুপুঙ্খ বিবরণ দিবার উদ্দেশ্য হইল বিবাদ-কারণের (cause of action) একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিবেশন করা যাহাতে বিপরীত পক্ষ মামলাটি বুঝিতে পাবেন। আবশ্যকতাবোধে কূট যোগ [= সাজশ] (collusion), দুশ্চরিত (misconduct), অবহেলা (negligence), অসদ্‌বুদ্ধিকৃত কার্য (*mala fides*) ইত্যাদি সম্বন্ধীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যে দিতে হইতে পারে, সম্ভবতঃ তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

সুতরাং হেতুভাষণ বা আর্জি ও জবাবের প্রথম ভিত্তিগত নিয়ম হইল এই যে হেতুভাষণে আইনের বিধান কিংবা আইনের সিদ্ধান্তে অভিযোগে বর্ণনা করিতে নাই [*পুরুষোত্তম* ব. *ডি. ঘি. কোং*, AIR 1961 AP 143]। তথ্য ও আইনের মিশ্র প্রশ্নের উপর অবস্থিত কোন জবাব বা সওয়াল বিশেষভাবে লইতে হইবে [*রামপ্রসাদ* ব. *স্টেট অব মধ্যপ্রদেশ*, AIR 1970 SC 1818]; কিন্তু আইন ও তথ্যের মিশ্রনজাত সিদ্ধান্ত অভিযোগে বর্ণনা করা অ-সমীচীন। মূল ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল

হেতুভাষণ-কে আবদ্ধ থাকিতে হইবে কেবল তথ্যেব মধ্যে এবং বিচারক উক্ত তথ্যাবলী হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন যাহা আইনতঃ করা যায় এবং যে-বিষয় তিনি বিচারক দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য [*কেদারলাল* ব. *হরিলাল*, AIR 1952 SC 47]। একদিকে বিচারক যেমন নির্ভুল আইন প্রয়োগ করিতে এবং তথ্যসমূহ হইতে নির্ভুল বৈধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য; কোন পক্ষ যদি ভুলবশত এক গুচ্ছ তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সম্বন্ধে ভুল বিবৃতি প্রদান করেন তাহা হইলেও কিন্তু আদালত-কে সঠিক আইন প্রয়োগ করিতে হইবে এবং সরবরাহ-কবা তথ্যসমূহ হইতে যথার্থ বৈধিক সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ যে, পক্ষগণ কর্তৃক নিযমমাফিক উপস্থাপিত তথ্য সমূহ ব্যতীত বিচাবক তাহার সম্মুখস্থ অন্য তথ্যাবলী সম্বন্ধে আইনের অভিমত বিবেচনা কবিতে বাধ্য নহেন। [*মহারাষ্ট্র স্টেট্ ইলেকট্রিসিটি বোর্ড* ব *মধুসূদন দাশ*, 67 Bom LR 919]। বাদী যদি কোন অধিকার দৃঢ়তা-সহকাবে দাবি কবে কিন্তু যদি কোন তথ্যাবলীব উপব তাহাব অধিকার সম্বন্ধীয় দাবি প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রদর্শন কবা হইতে বিরত থাকে কিংবা যদি দৃঢতা সহকাবে বলে যে প্রতিবাদী তাহাব নিকট ঋণী অথবা তাহাব সম্পর্কে প্রতিবাদীব কিছু কর্তব্য আছে এবং যদি কোন তথ্য হইতে ঐরূপ ঋণিতার বা কর্তব্যেব উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহা বলা হইতে বিবত থাকে তাহা হইলে তাহার হেতুভাষণ মন্দ বলিযা আদালত কর্তৃক পবিগৃহীত হইবে। আবও একটি নিরতিশয মূল্যবান কথা এই প্রসঙ্গে মনে বাখাব অনিবার্য অত্যাবশ্যকতা বহিযাছে। আইনেব কোন্ ধারামতে মকদ্দমা দায়েব কবা হইতেছে তাহা আর্জিতে উল্লেখ কবা অনাবশ্যক। পুনশ্চ আর্জিতে যদি আইনেব ভ্রান্তি বিধানেব উল্লেখ কবা হয তাহা হইলেও আদালত যথার্থ বিধানেব ভিত্তিতে উপশম প্রদান কবিতে পাবেন [*ত্রৈলোক্যনাথ* ব. *বিমলা*, ILR (1953)2 Cal 385]। অনেক সময বলা হয, বাদী মৃত ব্যক্তির বিধিসম্মত উত্তবাধিকারী। কিন্তু, বলা বাহুল্য, ইহা আইনেব একটি সিদ্ধান্ত। সুতবাং "বাদী মৃত ব্যক্তির উত্তবাধিকারী" এইরূপ না-বলিযা ববং বলা দরকাব বাদীব সহিত মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক কি ছিল [*পালমাব* ব. *পালমার* (1892)1 QB 319]। পুনশ্চ, বাদীকে আবও বলিতে হইবে আব কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাব অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির আরও নিকটাত্মীয ছিলেন। অনেক সময় বলা হয বাদী প্রতিবাদীব নিকট হইতে কিছু পরিমান টাকা পাইবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে কি তথ্য হইতে ঐ টাকা প্রাপ্য হইতেছে তাহা অবশ্যই প্রাঞ্জল ভাষায বর্ণনা করিতে হইবে, যেমন, বাদী প্রতিবাদীকে উক্ত টাকা কর্জ দিয়াছিলেন, অথবা বাদী ঐ মূল্যের মাল প্রতিবাদীব নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং প্রতিবাদী একটি নির্দিষ্ট তাবিখে উহাব মূল্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ তারিখ অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও উক্ত টাকা পরিশোধ করা হইতে বিরত আছেন।

ক-নামক ব্যক্তি-কৃত বিক্রয় দলিলের অধীনে বাদী কোন সম্পত্তি পাইবার অধিকারী এইরূপ বলা হইলে তাহা যথেষ্ট হইবে না। অভিযোগে সুস্পষ্টভাবে বলিতে

হইবে, ক-নামক ব্যক্তি সম্পত্তি-টির মালিক ছিলেন, তিনি অমুক তারিখে একটি বিক্রয়-দলিল সম্পাদন করিয়া এবং উহা নিবন্ধিত করাইয়া বাদীর নিকট উহা হস্তান্তর করেন। একইভাবে ক-নামক ব্যক্তি (যিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী) বাদী-কে তাহার সম্পত্তি দান করেন, এইরূপ বলিলে অবশ্যই তাহা যথেষ্ট হয় না। কারণ, ইসলামিক আইন অনুসারে দানের বৈধতা বা সিদ্ধতার জন্য দাতা কর্তৃক কৃত (ক) দানের ঘোষণা, (খ) দানগ্রহীতা কিংবা তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহার ব্যক্ত বা বিবক্ষিত গ্রহণ এবং (গ) দানকৃত সম্পত্তিব দখল অর্পণ অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় [মুল্লা : *প্রিন্সিপিলস্ অব মহমেডান ল* (এম্ হিদায়াতুল্লা ও আর্শাদ হিদায়াতুল্লা-কৃত) ত্রিপাঠী, অষ্টাদশ সং, পৃ ১৫৭ এবং আসফ্ এ.এ. ফাইজি : *আউটলাইনস্ অব মহমেডান ল*, অক্সফোর্ড, চতুর্দশ সং, পৃ ২১৮ দ্রঃ]। সুতরাং, বাদীকে স্পষ্টভাষায় বলিতে হইবে কিভাবে দান সম্পাদিত হইয়াছে, কিভাবে উহা গৃহীত বা স্বীকৃত হইয়াছে এবং কিভাবে উহাব দখল অর্পিত হইয়াছে। পুনশ্চ, যে ক্ষেত্রে মৃত্যু আশংকায় দান সম্পাদিত হয় *(Donatio Mortis Causa)*, সেক্ষেত্রে দানেব পরিপ্রেক্ষিতে বিশদভাবে উল্লেখ করা কর্তব্য। একইভাবে, প্রতিবাদী অবহেলা প্রদর্শনের দোষে দোষী এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হয় না, পরিষ্কারভাবে এবং অনেকার্থতা বিবর্জিত ভাষায় বিশদভাবে তাহা বর্ণনা করিতে হয়। প্রতিবাদীর কর্তব্য কি ছিল, বাদীর অভিমতানুসারে এইরূপ কর্তব্য সম্পাদনে কি প্রকার বিচ্যুতি বা লঙ্ঘন ঘটিয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করিতে হয় এবং পরিবেশিত এই সকল তথ্য হইতে বাদী অবহেলার দোষে দোষী কিনা তাহার নির্ধারণ করার ভার আদালতের উপর অর্পন করিতে হয়। কোন বাদপত্রে বা আর্জিতে যদি তথ্যসমূহ বিবৃত না হয় তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই 'মন্দ' আখ্যা দিতে হইবে। কেবল, 'অন্যায়ভাবে', 'অবৈধভাবে', 'অসঙ্গতভাবে' 'অধিকার নাই', 'অধিক্ষেত্র নাই' এইরূপ বা শব্দগোষ্ঠীর ব্যবহার করিলেই বাদ-পত্র সুলিখিত হইল বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। অনুরূপভাবে, বিক্রীত মালেব মূল্যের জন্য আনীত মকদ্দমায় প্রতিবাদী যদি কেবল বলেন যে তিনি দায়ী নন, তাহা হইলে তাহা কদাপি যথেষ্ট হইতে পারেনা। হয় তাহাকে বলিতে হইবে যে তিনি কথিত মাল খরিদ করেন নাই নতুবা বলিতে হইবে যে ক্রীত মাল তাহাকে অর্পন করা বা সরবরাহ করা হয় নাই, নতুবা বলিতে হইবে যে, যে-মানের মাল সরবরাহ করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, অর্পিত বা সরবরাহ-কৃত মাল সেই মানের নহে, কিংবা বলিতে হইবে যে কথিত মাল ধারে কেনা হইয়াছিল এবং উক্ত ধার পরিশোধের সময় এখনও উত্তীর্ণ বা অতিক্রান্ত হয় নাই।

তবে, এই প্রসঙ্গে, এ-কথা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, নিয়মানুসারে যদিও, আর্জি বা তাহার জবাব রচনাকালে তথ্যসমূহ বর্ণনা করিতে হয় এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আইনের সংযোগ ঘটানো অপ্রয়োজনীয়, তথাপি, অনেক সময় তথ্যের অনুপঙ্খ বিবৃতির সহিত আইন সম্বন্ধীয় মন্তব্যও করা হইয়া থাকে বক্তব্য-কে স্পষ্ট

ও উজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে। এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নাই যে, এইরূপ করিলে অনেক সময় বাদীর বা প্রতিবাদীর বক্তব্য আরও স্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য হয় এবং ঘটনাব বা তথ্যের সহিত আইনের বিধানের সংযোগ স্পষ্টরূপে পরিদর্শিত হয়। এইরূপ করিলে অপর পক্ষও হতবুদ্ধি বা বিরক্ত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন না। ইংলণ্ডে, এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টসমূহে এইরূপ করা মানিয়া লওয়া হয়।

উপরের অনুপুঙ্খ আলোচনা হইতে সম্ভবতঃ ইহা উপলব্ধ হইয়াছে যে, তথ্য বর্ণনা না-করিয়া কেবল আইনের উল্লেখ করিলে চলিবে না। ধরা যাউক, কোন ক্ষেত্রে বলা হইল, সম্পত্তি-টি শ্রীমতী আশালতা মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীধন। এইরূপ বলা যথেষ্ট নহে। কারণ, ইহা আইন হইতে আহরিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং, এই স্থলে কীভাবে উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতী আশালতা মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীধন হইয়াছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে। আবার, কোন ক্ষেত্রে বলা হইল একটি 'বৈধিক আবশ্যকতা' (legal necessity) হেতু বন্ধক সম্পাদিত বা নির্বাহিত হইয়াছিল এবং বন্ধকদাতার পুত্র তদ্বাবা বাধ্য। এক্ষেত্রে প্রকৃত আবশ্যকতা কি ছিল তাহা বিবৃত করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত, বাক্য-টির দ্বিতীয়াংশ আইন হইতে আহৃত সিদ্ধান্ত — সুতরাং উল্লেখ না করিলেও চলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
[Material Facts]

হেতুভাষণের দ্বিতীয় মৌলিক বা অপরিহার্য নিয়ম হইল এই যে, বাদী বা প্রতিবাদী তাঁহার দাবী বা জবাবের জন্য যে-সকল নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর নির্ভর বা আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন তাহা উক্ত হেতুভাষণে বিবৃত করিতে হইবে। যে তথ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নহে তাহা, অথবা কোন সাক্ষ্য, ইহাতে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রশ্ন হইল, কোন্ কোন্ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে তথ্য কোনও দাবি অথবা কোন জবাবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় নহে তাহা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (material fact) নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন-একটি বিশেষ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ কি-না, তাহা প্রধানত সংশ্লিষ্ট মকদ্দমা-টির পারিপার্শ্বিক অবস্থার [= অনুষঙ্গর, পরিবেশের] উপর নির্ভরশীল।

আদালতে কোন্ কোন্ তথ্যের উপর সওয়াল করা বা জবাব দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে মনস্থির করার পর আইনজীবি তথ্যগুলিকে একত্রিত করিবেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন সবগুলি তথ্য প্রমাণিত হইলে তাহার মক্কেল অনুকূল আজ্ঞপ্তি পাওয়ার যোগ্য হইবেন কি-না। যদি তিনি হাঁ-সূচক উত্তর প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে তিনি একে একে প্রতিটি তথ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে যদি তিনি ঐ তথ্য প্রমাণ করিতে অক্ষম হন তাহা হইলে তাহার মক্কেল জয়লাভ করিবেন কি-না। ঐ তথ্য প্রমাণিত না-হইলেও যদি তাহার ৺কেলের জয়লাভ করিবার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে উক্ত তথ্য নির্দ্বিধায় বর্জন করিতে হইবে এবং এইরূপে বর্জিত হইবার পর যে তথ্যগুলি রহিয়া যায় সেইগুলিই পরিগণিত হইতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলিয়া এবং অধিবক্তা বা আইনজীবি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐগুলিকে অবশ্যই প্রমাণ করিবেন। যদি এইরূপ পরিলক্ষিত হয় যে, যে তথ্যগুলি তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন সেইগুলি প্রমাণিত হইলেও তাঁহার মক্কেলের জয়লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, তাহা হইলে, অর্থাৎ সেই প্রকার পরিস্থিতিতে, আরও যে বা যে সকল তথ্য প্রমাণিত হইলে তাহার মক্কেল অবশ্য জয়লাভ করিবেন সেই সকল অতিরিক্ত তথ্য তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে।

হেতুভাষণের খসড়া প্রস্তুত করিতে বসিবার পূর্বে অধিবক্তা বা আইনজীবি তাঁহার মক্কেলের মকদ্দমার তথ্যাবলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত আইন বা আইনসমূহ [= অধিনিয়মসমূহ] নিশ্ছিদ্র যত্ন, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ

করিবেন এবং তাহাব পব তাঁহার আইন-জ্ঞান এবং তাহার সাধাবণ বুদ্ধি সংশ্লিষ্ট মকদ্দমাব তথ্যসমূহে প্রয়োগ কবিবেন। অতঃপব তিনি নির্ধারণ করিবেন কোন্ তথ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনগুলি গুরুত্বপূর্ণ নহে। যে-গুলি গুরুত্বপূর্ণ সেইগুলি তাঁহাকে আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে এবং অন্যগুলি তাঁহাকে বর্জন করিতে হইবে। কোন বিশেষ তথ্য সম্বন্ধে যদি তাঁহাব মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয় তবে সম্ভবতঃ তাঁহার কর্তব্য হইবে ঐগুলি র্বজন না-করা। কারণ পরবর্ত্তী কালে যদি কদাপি এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে তথ্যটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইলেও উহা তাঁহাকে প্রমাণ করিতে দেওয়া হইবে না, যদি-না তিনি তাহাব হেতুভাষণ সংশোধন করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হন। ঐরূপ অনুমতি তিনি প্রাপ্ত না-ও হইতে পারেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তথ্য বনাম সাক্ষ্য

হেতুভাষণের তৃতীয় মৌলিক ও অপরিহার্য নিয়ম হইল এই যে প্রত্যেক হেতুভাষণে বিধৃত থাকিবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্রান্ত বিবৃতি কিন্তু যে সাক্ষ্যপ্রমাণদ্বারা ঐগুলি প্রমাণ করা হইবে তাহা উহাতে থাকিবে না। (ন্যায় প্রণালী সংহিতা, আদেশ ৬, নিয়ম ২)। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর কোন পক্ষ আস্থা স্থাপন করিতেছেন সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি *(facta probanda)* অবশ্যই এবং সর্বাবস্থায় হেতুভাষণে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিতে হইবে। যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তথ্যের সহায়তায় উহা প্রমাণ করা হইবে *(facta probantia)* তাহা হেতুভাষণে বিধৃত থাকিবে না। ঐগুলি বিচার্য তথ্য (facts in issue) নহে, ঐগুলি হইল প্রাসঙ্গিক তথ্য (relevant facts) যাহা বিচার চলিতে থাকার সময় প্রমাণ করা হইবে বিচার্য তথ্য-কে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে।

সাক্ষ্য বিষয়ে সওয়াল করার বা জবাব দেওয়ার একটি অত্যন্ত সাধারণ দৃষ্টান্ত হইল বিপরীত পক্ষের পূর্ববর্তী স্বীকৃতি-কে তুলিয়া ধরা। এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে স্বীকৃতি-ই হইল স্বীকৃত তথ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য কিন্তু হেতুভাষণে উহা বিবৃত করা অনুচিত কার্য [*বানুমল* ব. *নেবান্দমল,* AIR 1921 Sind 159]। এইরূপ অনুচিত বা অসঙ্গত কার্য-র আরও কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যাইতে পারে বিষয়টিকে স্পষ্টতর করার জন্য। কর্জ হিসাবে প্রদত্ত টাকা আদায় করা সংক্রান্ত মকদ্দমায় প্রতিবাদী তাঁহার জবাবে কখনও কখনও এইরূপ বলেন যে বাদী নিজেই ঋণগ্রস্ত, এবং সেইহেতু অন্যকে টাকা ধার দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, অথবা বলেন যে প্রতিবাদী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, সুতরাং অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা ধার করার আদৌ কোন আবশ্যকতা তাঁহার নাই। কিন্তু সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে এইগুলি হইল আবাস্থিক প্রমাণ (circumstantial evidence), সুতরাং জবাবে ঐগুলি উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর্জি ও জবাবের নিদর্শ

হেতুভাষণের চতুর্থ নিয়ম হইল এই যে হেতুভাষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখিত থাকিবে [ন্যায়প্রণালী সংহিতা, অর্ডার ৬, রুল ২(১)]। কিন্তু উহা হইতে হইবে যথাযথ, স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট ও যথা প্রয়োজন শব্দযুক্ত অর্থাৎ শব্দ বাহুল্যবর্জিত। আবশ্যকতাবোধে হেতুভাষণকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করিতে হইবে এবং অনুচ্ছেদগুলি ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত করিতে হইবে [অর্ডার ৬, রুল ২(২)]। তারিখ, টাকার পরিমাণ ও সংখ্যা সমূহ অঙ্কে ও কথায় প্রকাশ করিতে হইবে [অর্ডার ৬, রুল ২(৩)]। কথায় লিখিবার নিয়মটি সাম্প্রতিক কালে প্রণীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে কোন পক্ষ যাহাতে হেতুভাষণে আবিষ্কৃত ভুল তারিখ, টাকার পরিমাণ ও সংখ্যা সম্পর্কে এই কথা না বলিতে পারে যে দৈবাৎ ঐ ভুল হইয়াছে বা উহা করণিকের বা টাইপকারীর ভুল।

তবে এই প্রসঙ্গে সযত্নে মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও হেতুভাষণ-কে সংক্ষিপ্ত (concise) হইতে হইবে, ইহা কিন্তু কদাপি অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হইবে না। হেতুভাষণকে একই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত, শব্দবাহুল্যবর্জিত, উপযুক্ত শব্দযুক্ত যথাযথ ও স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইতে হইবে। [AIR 1945 Cal 218]। তথ্য কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘ হইলে ঐ ভাবেই উহা বিবৃত করিতে হইবে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও দিতে হইবে, অবশ্য যদি উহা গুরুত্বপূর্ণ হয় [*ডেভি* ব. *গারেট,* (1878) 7 Ch D 473]। অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বলা যায় যে আইনজীবি বা অধিবক্তার লক্ষ্য হইবে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হেতুভাষণের অঙ্গীভূত করা — তবে ঐ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইবে। সংক্ষেপীকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়াসমূহ অবলম্বিত হইতে পারে ঃ

(১) অ-প্রয়োজনীয় তথ্য বর্জন করিতে হইবে।

(২) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশনকালে অনাবশ্যক বিশদ বিবরণ পরিহার করিতে হইবে।

(৩) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্ণনাকালে ভাষা ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে।

কোন্ গুলি অপ্রয়োজনীয় তথ্য তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। অপ্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বর্জন করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ অবশ্যই দিতে হইবে। ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬ রুল ৪-এ বলা হইয়াছে, প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ

অবশ্য দিতে হইবে। উত্তম হেতুভাষণের একটি বিশেষ গুণ হইল ইহার স্পষ্টতা। স্পষ্টতা আনয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ পরিগৃহীত হইতে পারে ঃ

(১) ব্যক্তি ও স্থানের নামগুলি শুদ্ধভাবে নির্ভুল বানানে লিখিতে হইবে। একস্থানে যে বানান ব্যবহৃত হইবে সর্বত্র সেই বানান-ই ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) "সে", "তাহা", "ইহা" প্রভৃতি সর্বনাম পদগুলি যথাসম্ভব বর্জন করিতে হইবে, যদি না বিশেষ্য পদ-টি এত নিকটে থাকে যে সর্বনাম পদগুলি দ্বারা কাহাকে বা কি বুঝাইতেছে তাহা সহজেই অর্থাৎ বিনা আয়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

(৩) বাদী ও প্রতিবাদীর নাম ব্যবহার না করিয়া "বাদী", "প্রতিবাদী" শব্দগুলি ব্যবহার করা সমীচীন। বাদী ও প্রতিবাদীর সংখ্যা একাধিক হইলে "২নং বাদী", "১ নং প্রতিবাদী" প্রভৃতি অভিব্যক্তি ব্যবহার করিতে হয় কিংবা, "বাদী সম্বরন দত্ত", "প্রতিবাদী দত্তাত্রেয় মজুমদার"— এইরূপ অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে। তবে, সর্বত্র একইভাবে লিখিতে হইবে।

(৪) নির্ভুল নাম ব্যবহার করিতে হইবে এবং একই জিনিষের একই নাম সর্বত্র ব্যবহার করিতে হইবে। কোনও ক্ষেত্রে যদি একই হেতুভাষণে একটি স্থানে "২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখে সম্পাদিত ও নিবন্ধিত দস্তাবেজ", আর একটি স্থানে "দানপত্র" এবং অন্য একটি স্থানে 'হিবানামা' ব্যবহার করা হয় তবে তাহাকে ত্রুটিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

(৫) "যদি", "কিন্তু" প্রভৃতি শব্দসমূহ যথাসম্ভব বর্জন কবিতে হইবে। সহজভাবে, সাহসিকতার সঙ্গে বলিষ্ঠ কিন্তু অলংকারবর্জিত ভাষায় তথ্য বর্ণনা করিতে হইবে।

(৬) কর্মবাচ্য যথাসম্ভব বর্জন করিতে হইবে। "প্রতিবাদীর প্রাপ্য অর্থ পরিশোধিত হইয়াছে" এইরূপ না-লিখিয়া লিখিতে হইবে— "বাদী প্রতিবাদীর অর্থ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন"।

(৭) সংশ্লিষ্ট মকদ্দমা কোন দস্তাবেজ সম্বন্ধীয় বা কোন অধিনিয়ম ভিত্তিক হইলে, উক্ত দস্তাবেজের বা অধিনিয়মের ভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ভিন্ন ভাষায় উহা প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হওয়া অ-সমীচীন।

(৮) জটিল বাক্য ব্যবহার করা হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকিতে হইবে। সরলবাক্য ব্যবহার করিতে হইবে।

(৯) পুনরুক্তি পরিহার করিতে হইবে।

(১০) হেতুভাষণ-কে কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিতে হইবে। যথাসম্ভব একটি অনুচ্ছেদে একটিমাত্র তথ্য বিবৃত করিতে হইবে।

(১১) সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বা তথ্য হেতুভাষণের অঙ্গীভূত করিতে হইবে।

(১২) দ্ব্যর্থক, সন্দেহজনক, অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট শব্দ, শব্দগোষ্ঠী, অভিব্যক্তি (expression) বা বাক্য পরিহার করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা

[Particulars]

স্পষ্টতা আনয়নের প্রয়োজনে প্রত্যেক হেতুভাষণে কিছু 'বিশদ বিবরণ' (Particulars) প্রদান করা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয়। 'বিশদ বিবরণ' এই অভিব্যক্তি-টির অর্থ হইল 'অনুপুঙ্খ বিবরণ' অর্থাৎ কোন পক্ষের বক্তব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খতা। কতখানি বিশদ বিবরণ প্রদান করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা সূত্র নাই — তবে, এরূপ পরিমাণ বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে যাহাকে এককথায় 'সঙ্গত' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে নির্দ্বিধায়। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক পক্ষেরই অধিকার আছে তাঁহার বিপরীত পক্ষের বক্তব্য বা দাবি যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবার, এবং এইরূপ বিশদ-বিবরণ জানিবার যাহা পরিজ্ঞাত হইলে তাহার পক্ষে তাঁহার বিপরীত পক্ষের দাবির রূপরেখা বুঝিয়া নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করিবার [*গৌরী শংকর* ব. *মানকি কুনওয়ার,* AIR 1924 All 17], তবে, তাঁহার কোন অধিকার নাই তাঁহার বিপরীত পক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ জানিবার [AIR 1937 Cal 129]। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সাক্ষ্যপ্রমাণের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া যাইতে পারে এই অজুহাতে বিশদ বিবরণ প্রদান করা হইতে কোনও পক্ষ নিজেকে বিরত রাখিতে পারেন না [*বিশপ* ব. *বিশপ,* (1901) 70 LJ 93]। বিশদ বিবরণ প্রদান করার উদ্দেশ্য হইল বিচার্য বিষয়কে সঙ্কুচিত করিয়া আনা, অর্থাৎ বিচার চলিতে থাকার সময় হেতুভাষণে বিধৃত বিষয়ের উপরেই বিচার সম্বন্ধীয় তদন্ত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে, এবং বিশদ বিবরণে যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা উত্থাপন করার প্রশ্ন উঠে না। কোন ক্ষেত্রে যদি বিশদ বিবরণ দেওয়া না-হয় কিংবা যে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয় তাহা যদি যথেষ্ট বলিয়া পরিদৃষ্ট না হয় তাহা হইলে অধিবক্তার কর্তব্য উহা প্রাপ্ত হইবার জন্য আবেদন করা। কারণ এইরূপ বিশদ বিবরণ না পাইলে তিনি জবাব দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন না — তাঁহার বিপরীত পক্ষকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারিবেন না। ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ৫ অনুসারে এইরূপ করিবার অধিকার তাঁহার আছে — ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আলোচনার সুবিধার্থে ধরা যাউক, কোন পক্ষ এইরূপ বিশদ বিবরণ প্রদান করা হইতে বিরত রহিলেন। বিপরীত পক্ষও উহার জন্য আবেদন করিলেন না, আদালতও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তাহার হেতুভাষণে ঐরূপ বিস্তারিত বা বিস্তৃত বিবরণ দিতে বলিলেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ পক্ষ তাঁহার অভিযোগের

সমর্থনকারী যে-কোন তথ্য বা যাবতীয় তথ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন [*হিউসন* ব. *ক্রীড্*, (1904) 2 Ir T 536]। উপরিউক্ত কারণে আদালতকেও দেখিতে হইবে যেন হেতুভাষণে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়। *ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া* ব. *সীতারাম জয়সওয়াল* (AIR 1977 SC 329) মামলায় সুপ্রীম কোর্টও এই রায় দিয়াছেন যে, হেতুভাষণ যথাযথভাবে লিখিত না-হইলে উহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। পুনশ্চ, এতদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত মকদ্দমাসমূহের রায় দেখা যাইতে পারেঃ *দেবীসহায় পাল্লিওয়াল* ব. *ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া* (AIR 1977 SC 2082); *গৌরীশংকর* ব. *মান্‌কি কুনওয়ার* (21 ALJ 571); এবং *বালগঙ্গাধর তিলক* ব. *শ্রী শ্রীনিবাস পণ্ডিত* (19 CWN 729)। সার্বজনিক অধিকার সম্বন্ধীয় একটি মামলায় বাদী বিশেষ কি ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে অনুপুঙ্খ বিবরণ না দেওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্ট এই যুক্তি শ্রবণ করিতে অস্বীকার করেন যে প্রতিবাদী বিশদ বিবরণের জন্য আবেদন করিলে উহা পাইতে পারিতেন [*রাজচন্দ্র* ব. *মহিমচন্দ্র*, AIR 1936 Cal 549; এতদ্বিষয়ে আরও *সীতারাম* ব. *হরিরাম*, 40 CWN 913 দেখা যাইতে পারে]। ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ৪-এ বলা হইয়াছে যে প্রতারণা [= উপধি], বিশ্বাসভঙ্গ, স্বেচ্ছাকৃত খেলাপ এবং অন্যায় প্রভাবের অভিযোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশদ বিবরণ দিতে হইবে — অন্যক্ষেত্রে পরিশিষ্ট - ক'এ প্রদত্ত নিদর্শ সমূহে যে প্রকার বিশদ বিবরণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত আছে তদপেক্ষা অধিক বিশদ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক হইলে তাহাও হেতুভাষণে বিধৃত রাখিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিকল্প [= অনুকল্প] এবং সামঞ্জস্যহীন অর্জিত জবাব

[Alternative and Inconsistent Pleadings]

আইনে এমন কিছু নাই যদ্বারা বাদীকে কতকগুলি বিভিন্ন অনুকল্প অধিকারের উপর আস্থা স্থাপন করা হইতে বিরত করা যাইতে পারে, কিংবা প্রতিবাদীকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে, তিনি যতগুলি সুনির্দিষ্ট ও পৃথক জবাব উপস্থাপন করিতে চাহেন তাহা করায়। এই সকল আত্মপক্ষ সমর্থনকারী কৈফিয়ত [বা জবাব] বা সওয়াল বা ওজর পরস্পরবিরোধীও [= মিলবিহীন, সঙ্গতি বর্জিত] হইতে পারে [*ভুবনমোহিনী দাসী ব. কুমুদবালা,* AIR 1924 Cal 467]। অন্যভাবে বলা যায় মকদ্দমার কোন পক্ষ এমন তথ্যসমূহ উপস্থাপন করিতে পারেন আইনে যাহা বিভিন্ন অধিকারের উদ্ভব ঘটায়। এই প্রসঙ্গে ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৭, রুল ৮ দেখা যাইতে পারে। ইহাতে বাদীকে পৃথক পৃথক ভিত্তিতে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পৃথক দাবি অথবা বিবাদ-কারণ [= বাদমূল, মামলার কারণ] বিষয়ে উপশম চাহিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তিনি মকদ্দমায় জয়লাভের জন্য কতকগুলি তথ্যের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন, উহা সুবিধাজনক বা লাভজনক না হইলে তিনি অন্যগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ২ কিংবা উক্ত সংহিতার অন্য কোন বিধান কোন পক্ষকে বিকল্প [= অনুকল্প] বা মিলবিহীণ জবাব দেওয়া বা সঙ্গতিহীন কতকগুলি ওজর উত্থাপন করা হইতে বিরত করিতে পারে না, ঐরূপ করা বিঘ্নিত করিতে পারে না।

বাদী কোন বিকল্প ওজর (alternative plea) যদি মকদ্দমাটির প্রকৃতির সমূহ পরিবর্তন সংসাধন করে এবং আরও, যদি মকদ্দমাটিকে আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের বাহিরে লইয়া যাইতে চাহে তবে বাদীকে অবশ্য-ই ঐরূপ করিতে দেওয়া যায় না। তথ্য সম্বন্ধীয় পারস্পরিক সঙ্গতি সম্পন্ন অভিযোগের উপর যাহার ভিত্তি এরূপ বিকল্প ওজর লওয়ার ব্যাপারে কিংবা একই অভিযোগের ভিত্তিতে বিকল্প উপশম দাবি করার ব্যাপারে কোন বাধা বা অসুবিধা নাই। কিন্তু বাধা বা অসুবিধা রহিয়াছে সামঞ্জস্যহীন বাস্তব তথ্যমূলক অভিযোগের যাহার ভিত্তি এইরূপ সামঞ্জস্যহীন বাস্তব হেতুভাষণের অনুমতি যদিও দেওয়া যায়, তথাপি কোন অধিবক্তার পক্ষেই ঐরূপ

ওজর উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হয় না এই কারণে যে, বিচারক অবশ্যই মনে করিতে পারেন যে, অথবা অন্য ভাষায় বলা যায়, তাঁহার পক্ষে এইরূপ মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, মকদ্দমার যে পক্ষ-কে সামঞ্জস্যহীন বিবৃতিসমূহের উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইয়াছে সেই পক্ষর মকদ্দমায় অন্তর্নিহিত গুণ (merit) খুব অল্পই আছে।

'খত বা তমসুক-টি জাল' এবং 'প্রতিবাদী কদাপি টাকা ধার লন নাই' এই ওজরের সহিত সাধারণত 'টাকা প্রত্যর্পিত হইয়াছে' এই ওজর সংযোজিত করিতে দেওয়া যায় না। আবার, প্রতিবাদীকে কখনও একই সঙ্গে চুক্তি অস্বীকার করিতে এবং চুক্তিটিকে বাজি ধরা আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে দেওয়া যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, যেখানে তিনি মূল পক্ষ-র একজন প্রতিনিধি মাত্র সেখানে তাঁহাকে ঐ উভয় প্রতিরক্ষণ-ই উত্থাপন করিতে দেওয়া যায়, যদি তাহার সংশ্লিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান না থাকিয়া থাকে।

মনে রাখা আবশ্যক যে, যে মকদ্দমাকারী আদালতের সম্মুখে পরস্পরবিরোধী বা সামঞ্জস্যবিবর্জিত বক্তব্য উপস্থাপন করার অধিকার প্রয়োগ করেন এবং তাঁহার উভয় বক্তব্য-কে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হন পরস্পর বিরোধী মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা, স্বভাবতই তিনি নিজেকে জটিল বিপদের মেঘস্পর্শী বেড়াজালে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন, কারণ পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের সমর্থনে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপণ করা যায় অবশ্যই সচরাচর তাহা মনুষ্য-মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হেতুভাষণ ও প্রমাণের মধ্যবর্তী অনৈক্য

[Variance between pleading and proof]

সাধারণ নিয়ম হইল এই যে বাদী তাঁহার হেতুভাষণ [অর্থাৎ আর্জি ও জবাব] দ্বারা বাধ্য এবং তাঁহাকে তাঁহার হেতুভাষণে বিধৃত তথ্যের বিরোধীতা করিতে বা উহা অস্বীকার করিতে দেওয়া বা তাঁহার বাদপত্রে [= আর্জিতে, অভিযোগপত্রে] উল্লেখ করা নাই এরূপ বিষয় অনুসরণ করিতে দেওয়া যায় না [*ওম্ প্রভা জৈন* ব. *অবিনাশ চাঁদ*, AIR 1968 SC 1083]।

সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, হেতুভাষণে যে অভিযোগ বর্ণিত আছে তাহার সহিত সঙ্গতিহীন কোন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন পক্ষকে সাক্ষ্য দিতে দেওয়া যায় না [*স্টেট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল* ব. *মীর ফকির মহম্মদ*, AIR 1977 Cal 29]। এই স্থলে একটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে বোঝা দরকার যদিও কোন পক্ষ কতকগুলি বিকল্প ও পরস্পরবিরোধী বা মিলবিহীন ওজর উত্থাপন করিতে পারেন, তথাপি তিনি যদি একটিমাত্র ওজর উত্থাপন করিয়া থাকেন তাহা হইলে পরবর্তী কোন সময়ে, মকদ্দমার পরবর্তী কোন স্তরে বা পর্যায়ে অন্য-একটি ওজর উত্থাপন করিতে পারেন না — এইরূপ করিতে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। হেতুভাষণে তিনি যে দাবি বা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহার উপরই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে তাঁহাকে তাঁহার হেতুভাষণেব সহিত বা তাঁহার মৌখিক বিবৃতির সহিত অর্ডার ১০ সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিবিহীন অন্য-একটি মামলা নির্মাণ করিতে দেওয়া যাইবে না [*হেমেন্দ্রনাথ রাজ* ব. *উপেন্দ্রনারায়ণ*, AIR 1916 Cal 829 (FB) : 22 CLJ 419; *অন্নদাচরণ* ব. *হরগোবিন্দ*, 27 CWN 2496 : 37 CLJ 552; *গোপাল* ব. *আব্দুল*, 34 CLJ 319; *আব্দুল খালেক* ব. *বিপিন বিহারী*, AIR 1936 Cal 465]।

নবম পরিচ্ছেদ

আর্জি ও জবাবের সংশোধন
[Amendment of pleadings]

(ক) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংশোধন :

প্রারম্ভিক আলোচনা : স্বেচ্ছাপ্রণোদিত [স্বেচ্ছাক্রিয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বেচ্ছাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন, স্বেচ্ছাকৃত] সংশোধন (Voluntary amendment], সম্বন্ধীয় ন্যায়প্রণালী সংহিতার বিধানসমূহ বিধৃত আছে উক্ত সংহিতার অর্ডার ৬ রুল ১৭-তে এবং পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহা ইংলণ্ডীয় আদালত সমূহে ব্যবহৃত ও অনুসৃত নিয়মাবলীর অনুরূপ।

অর্ডার ৬, রুল ১৭-তে বলা হইয়াছে : "কার্যবাহের যে-কোন পর্যায়ে আদালত যে-কোন পক্ষকে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে তাহার হেতুভাষণ পরিবর্তিত বা সংশোধিত করিতে দিতে পারেন, এবং এরূপ যাবতীয় সংশোধন করিতে হইবে পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদের প্রকৃত প্রশ্নসমূহ নির্ধারণার্থ যে প্রকার আবশ্যক হইবে সেই প্রকারে।

এই প্রসঙ্গে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন মকদ্দমার কোন পক্ষই যেমন আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার হেতুভাষণ সংশোধন করিতে পারেন না, তেমনি উপরিউক্ত নিয়ম দ্বারা যে প্রকার প্রয়োজন হইবে সেইপ্রকার যে-কোন সংশোধন করিতে দিবার ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ ক্ষমতা আদালত-কে দেওয়া হইয়াছে, সংশোধনের আবেদনপত্র মকদ্দমার যে-পর্যায়েই দাখিলকৃত হউক-না-কেন [*ড্রোনান* ব. *চান্দারী*, 10 MLT 116: 12 IC 119]। তবে, মনে রাখিতে হইবে যে অধিকার হিসাবে কখনই সংশোধন দাবি করা যায় না এবং ইহা সর্ব-অর্থে আদালতের মর্জির উপর নির্ভরশীল [*মুকান্দি* ব. *যোগেশ*, 20 CWN 1276]। তবে, ইহা হইল বিচারিক মর্জি (Judicial discretion) এবং ইহা ইচ্ছামত বা খামখেয়ালিপনার সহিত (অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারীভাবে) প্রয়োগ করা যায় না [*কান্দা* ব. *বাবু*, AIR 1950 PC 68]। প্রকৃত অন্যমনস্কতার কারণে কোন বিকল্প অভিযোগ উত্থাপন করা না হইয়া থাকিলে বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ অভিযোগ হেতুভাষণে সন্নিবেশিত করিয়া উহা সংশোধনের সুযোগ প্রদত্ত হইতে পারে সংশোধিত আর্জির উপর নূতন মকদ্দমা দায়ের করার সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও [*এ. কে. গুপ্তা* ব. *দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন*, *AIR 1967 SC 96*], তবে সাধারণতঃ অধিক দেরিতে সংশোধন

করার সুযোগ দিতে আদালত অনিচ্ছুক বা অরাজি হইয়া থাকেন [*লক্ষণ* ব. *নানাভাই,* AIR 1964 SC 11]। নিম্ন আদালত উক্ত মর্জি ন্যায়ভ্রষ্ট হইয়া বা খামখেয়ালিপনার সহিত প্রয়োগ করিলে প্রয়োজনবোধে আপীল আদালত বা পুনরীক্ষণ আদালত তাহা সংশোধন করিতে পারেন [*শিউনারায়ণ* ব. *রামপ্রসাদ,* AIR 1923 Nag 241]। কোন মামলার বিচার করিয়া যে আদেশ প্রদত্ত হয় তাহার বিরুদ্ধে আনীত আপীলের শুনানীর সময় কথিত আপীল আদালতের কর্তব্য হইল ভ্রান্ত অন্তরাস্থ আদেশ [= আন্তরস্থিক আদেশ] (Interlocutory order) সংশোধন করিয়া দেওয়া, উহার বিরুদ্ধে আপীল করা না-হইলেও [*শেঠ নানকচাঁদ শাদিরাম* ব. *আমিনচাঁদ পিয়ারীলাল,* AIR 1970 Cal 8]। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে সচরাচর আপীল আদালত নিম্ন আদালতের মর্জিতে হস্তক্ষেপন করেন না, যদি-না আপীল আদালত এই মর্মে তৃপ্ত হন যে নিম্ন আদালত একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন [*রাজা রাম* ব. *শালি রাম* 14 CLJ 188], অথবা যদি-না উহার ক্ষমতা প্রয়োগ অন্যায় বা ন্যায়ভ্রষ্ট [= সত্যপথভ্রষ্ট, বিপথগামী, বিকৃত, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল] বলিয়া প্রদর্শিত হয় [*সৈয়দ মহম্মদ মহসিন রিজভি* ব. *স্টেট্ অব উত্তরপ্রদেশ,* AIR 1979 All 234], অথবা প্রদর্শিত হয় অন্যান্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া [*বদ্রীপ্রসাদ* ব. *জগন্নাথ,* 101 IC 569 Oudh]।

হেতুভাষণ সংশোধন করা কোন পক্ষের সর্বদা প্রাপ্য অধিকার নহে, বিশেষত আপিলে। 'যে-কোন পর্যায়ে সংশোধন' কথা কয়টির প্রকৃতির বা অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধ হওয়া আবশ্যক [*রঞ্জিত কাউর* ব. *আজাইব সিং,* AIR 1984 P&H 292]।

আর্জি সংশোধন : ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। সংশোধন দরখাস্তে বাদী যে বক্তব্য বা হেতুভাষণ উপস্থাপন করিয়াছেন আর্জির বক্তব্যের সহিত তাহার আদৌ কোন মিল নাই। প্রস্তাবিত সংশোধন বাদীর মকদ্দমাকে সাহায্য করে না। এই সংশোধন দরখাস্ত বাতিল-কৃত হইবে [*মণিকা ব্যানার্জি* ব. *বিশ্ববিকাশ সেনগুপ্ত,* 90 CWN 858]।

আদালত আর্জি সংশোধনের অনুমতি দিবার পর ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ১৮ অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কথিত সংশোধন করা হইল না। সংশোধন করার দায় সংশ্লিষ্ট পক্ষের, আদালত-কার্যালয়ের নহে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও বাদীকে সংশ্লিষ্ট আর্জি সংশোধন করার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা সমীচীন নহে। এই কারণে খরচা প্রদান সাপেক্ষে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে, বাদীকে বাদপত্র বা আর্জি সংশোধন করিতে দেওয়া যায় [*জয়নুল আবেদিন* ব. *বিবি নিশা খাতুন,* AIR 1984 Patna 251 (Ranchi Bench) [S. J. Hyder, J.]।

কেদারনাথ জৈন বনাম *শ্রীপাল মহাজন* মকদ্দমাটি এইরূপ : একটি ভূমিখণ্ডের উপর বাদীর মালিকানা ঘোষনার জন্য উক্ত ভূমিখণ্ডের একাংশের দখল অর্পণের জন্য

এবং প্রতিবাদীগণকে তাহা বেদখল করা হইতে নিবৃত্ত করার জন্য কথিত মকদ্দমাটি দায়ের করা হয়। ট্রায়াল কোর্ট, যে জমি সম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হইয়াছে তাহার উপর বাদীর স্বত্ব ঘোষণা করেন এবং প্রতিবাদীগণকে খালি অবস্থায় উক্ত জমির দখল অর্পণের জন্য নির্দেশ দেন। প্রথম আপিল অমীমাংসিত থাকাকালে এই মর্মে লিখিত বিবৃতি সংশোধন করিতে চাওয়া হয় যে বাদী, যে জমি সম্পর্কে বিবাদের উদ্ভব হইয়াছে সেই পুরা জমিটির মালিক নহেন, তিনি তাহার একটি অংশ-র মালিক মাত্র। এই মকদ্দমার সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, যখন ভূমিখণ্ডটির স্বত্ব বা মালিকানাই ছিল বিচার্য তখন এরূপ বলা যায় না যে বাদী সমগ্র জমিটির মালিক বা উহার একটি অংশমাত্র-র মালিক এই প্রশ্ন বিষয়টির সম্পূর্ণ মীমাংসার প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রস্তাবিত সংশোধন করিতে এই কারণে বাধা দেওয়া যায় না যে ইহাতে লিখিত বিবৃতি-বিধৃত স্বীকৃতি অকার্যকর হইয়া পড়ে এবং ইহাতে মকদ্দমাটির প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়, যখন ট্রায়াল কোর্ট প্রতিবাদীগণ কর্তৃক উপস্থাপিত এরূপ কতকগুলি দস্তাবেজ বিবেচনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন যাহাতে দেখানো হইয়াছিল যে বাদীর মালিকানা বা স্বত্ব কেবল একটি অংশ-র উপর এবং কেবল এই কারণে যে প্রতিবাদীগণ বাদীর এই দৃঢ় বক্তব্য সম্পর্কে বিবাদ উত্থাপন করেন নাই যে তিনি-ই ভূমিখণ্ডটির মালিক। সুতরাং প্রস্তাবিত সংশোধন অযথা বিলম্ব হওয়ার বা অবহেলার কারণে গ্রহণ করিতে বা মানিয়া লইতে অস্বীকার করা যায় না [*কেদারনাথ জৈন* ব. *শ্রীপাল মহাজন,* AIR 1984 Ori 199]। এই মকদ্দমায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত-সঞ্জাত বিধিসমূহ (কেস্-ল) পরীক্ষিত হয় ঃ

AIR 1983 SC 462; AIR 1974 Ori 36; AIR 1969 SC 1267; AIR 1969 Orissa 267; ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ৭ দ্রঃ।

প্রারম্ভকালে বিবাহচ্ছেদের দরখাস্তে-র মূল্য নির্ণয় করা হয় নাই। হাইকোর্টে ইহার মূল্য ৩০, ১০০ টাকায় স্থির করিতে চাওয়া হয়। এবং এইরূপ করিতে চাওয়া হয় হাইকোর্ট-কে ক্ষেত্রাধিকার দিবার জন্য। সিদ্ধান্ত — এই সংশোধন করিতে দেওয়া যায় না [*রামজীভাই লালভাই প্যাটেল* ব. *শ্রীমতী শান্তাবেণ,* AIR 1984 Guj 167]।

(খ) আদালতের নির্দেশ সংশোধন ঃ

সংশোধনের কয়েকটি পদ্ধতি ঃ কোন পক্ষের হেতুভাষণ ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হইলে তাহার বিপরীত পক্ষের উপশম হইল নিম্নলিখিতগুলির জন্য আবেদন করা ঃ

(ক) বিশদ বিবরণ, অথবা আরও বিশদ বিবরণ [ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ৫], অথবা

(খ) হেতুভাষণের আপত্তিকর অংশ বর্জন বা সংশোধন [অর্ডার ৬, রুল ১৬], অথবা

(গ) হেতুভাষণটি যদি হয় বাদপত্র [আর্জি =] এবং ইহা যদি এতই ত্রুটিপূর্ণ হয় যে উহা হইতে বিবাদ-কারণ [= মামলার কারণ, বাদমূল] (Cause of action) কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না তবে উহার বাতিলকরণ [অর্ডার ৭, রুল ১১]।

তবে, মনে রাখিতে হইবে যে, বিপরীত পক্ষ এইরূপ কোন আবেদন না-করিলেও আদালত নিজ হইতে *(sou motu)* উপরে উল্লেখিত আদেশেত্রয়ের যেকোন একটি আদেশ প্রদান করিতে পারেন কিংবা পূর্ববর্ত্তী হেতুভাষণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বলিতে পারেন একটি লিখিত বিবৃতি বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি পেশ করিতে [অর্ডার ৮, রুল ৯]। পরন্তু, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদের যথার্থ প্রশ্নসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে প্রকার প্রয়োজন সেই প্রকার সংশোধন করার সাধারণ ক্ষমতাও আদালতের আছে [অর্ডার ৬, রুল ১৭]।

আদালত নিজ হইতে অথবা বিপরীত পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে যে সংশোধন আদেশ প্রদান করেন তাহাকে বাধ্যতামূলক সংশোধন (Compulsory amendment) বলা হয়। যে পক্ষের হেতুভাষণ ত্রুটীযুক্ত কিংবা অসম্পূর্ণ থাকে সেই পক্ষ নিজেই নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে উহা সংশোধন করিতে পারেন:

(ক) আদালতের অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিশদ বিবরণ দাখিল করিয়া, অথবা

(খ) আদালতের অনুরূপ অনুমতিক্রমে, বাদী হইলে লিখিত বিবৃতি এবং প্রতিবাদী হইলে অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করিয়া [অর্ডার ৮, রুল ৯], অথবা

(গ) আদালতের অনুমতিক্রমে উহা সংশোধন করিয়া [অর্ডার ৬, রুল ১৭]। ইহাকে ঐচ্ছিক সংশোধন (Optional amendment) বলে।

আদালতের রায়
(Judgment of Court)

(১) **আর্জি সংশোধন** (Amendment of plaint) : ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। বিবাহচ্ছেদের দরখাস্তর মূল্যায়ণ প্রথমে করা হয় নাই। হাইকোর্ট-কে ক্ষেত্রাধিকার দিবার জন্য আর্জি সংশোধনের মাধ্যমে উহার মূল্য ৩০,১০০ টাকা করিতে চাওয়া হইল। প্রার্থিত সংশোধন করিতে দেওয়া যাইবে না [*রামজী ভাই লালভাই প্যাটেল* ব. *শ্রীমতী শাস্তাবেন,* AIR 1984 Gujarat 167]।

(২) **আর্জি সংশোধন** : ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ এবং ধারা ১১৫ দ্রঃ। মকদ্দমাটি অগ্রক্রয়াধিকার (pre-emption) সম্বন্ধীয়। আর্জি [অর্থাৎ বাদপত্র] সংশোধনের আবেদনপত্র দাখিল-করা হইল এমন সময়ে যখন সংশোধনভিত্তিক মকদ্দমাটি সময়দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত (barred by time) হইয়া যায়। প্রস্তাবিত সংশোধন করিতে দেওয়া যাইবে না। [*জার্নাইল সিং* ব. *প্রেম,* AIR 1984 P & H 336]।

(৩) **আর্জি-বিধৃত প্রার্থনা-র সংশোধন** (Amendment of prayer in paint) **:** বিভাজন আইন (পার্টিশান এ্যাক্ট)-এর ৪ ধারামতে উপশম প্রাপ্তির নিমিত্ত আনীত মকদ্দমায় বাদপত্র বা আর্জি সংশোধন করিয়া বিভাজনসম্বন্ধীয় উপশম যুক্ত করিতে চাওয়া হইলে দেখে গেল যে, প্রার্থিত সংশোধন মকদ্দমাটির প্রকৃতি বা স্বরূপ পরিবর্তিত করিতেছে না — যাবতীয় অভিযোগ আর্জিতেই বিধৃত আছে। কেবল প্রার্থিত উপশম বিষয়ে সংশোধন চাওয়া হইয়াছে। শুনানী শেষ হইবার কালে সংশোধন করিতে চাওয়া হইলেও ঐরূপ সংশোধন করার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা অনস্বীকার্য। এরূপ পরিস্থিতিতে সংশোধন করিতে দিতে হইবে [*সত্যভামা দাস* ব. *শ্রীমতী শৈলবালা মহান্তি*, AIR 1984 Orissa 180]; ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ।

(৪) **আর্জি সংশোধন :** ন্যায়প্রণালী সংহিতা [দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা], ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৮ দ্রঃ। আদালত সংশোধনের অনুমতি দিয়াছেন। ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, নিয়ম ১৮ কর্তৃক প্রদত্ত কালসীমা মধ্যে সংশোধন সংযোজিত হইল না। আর্জি সংশোধন করিবেন সংশ্লিষ্ট পক্ষ, কার্যালয় নহে। যাহা হউক, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, খরচা প্রদানসাপেক্ষে বাদীপক্ষ-কে আর্জি সংশোধন করিতে দেওয়া হইল [*জয়নুল আবেদিন* ব. *বিবি নিশা খাতুন*, AIR 1984 Patna 251]।

(৫) **আর্জি সংশোধন :** ন্যায়প্রণালী সংহিতা ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। দেখা গেল মকদ্দমার বাদীপক্ষ একজন 'নাবালক'। ইহা প্রকৃত ভুল। সংশ্লিষ্ট বাদী-কে যে সাবালক [= প্রাপ্ত, পূর্ণবয়স্ক] বলিয়া দর্শানো হইয়াছে তাহা প্রকৃত-ই ভুল করিয়া, আদালতকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে বা ভবিষ্যতের গর্ভস্থিত অন্য কোন উদ্দেশ্য নহে। আর্জি সংশোধনের অনুমিত প্রদান করা গেল [*সূর্যারাম* ব. *সোহনলাল*, AIR 1984 NOC 244 (P&H)]।

(৬) **হেতুভাষণ সংশোধন** (Amendment of pleadings) **:** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। মকদ্দমার কোন পক্ষ-র অধিকার নাই যে-কোন সময়, বিশেষতঃ আপিলে, হেতুভাষণ সংশোধন করার। কার্যবাহের যে-কোন পর্যায়ে পক্ষগণ হেতুভাষণ সংশোধন করিতে চাহিতে পারেন না — এইরূপ কোন অধিকার তাহাদের নাই। আদালত যদি দেখিতে পান যে, পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদের মীমাংসার জন্য প্রস্তাবিত সংশোধন আবশ্যক, তাহা হইলে, দেরীতে হইলেও, সংশোধন করিতে দেওয়া যায়। এই ব্যাপারে আপিল-আদালতের ক্ষেত্রাধিকার নিরতিশয় সীমাবদ্ধ, কারণ, নিম্ন আদালত [ট্রায়াল কোর্ট] আজ্ঞপ্তি

[ডিক্রি] দিবার পর পক্ষগণের অধিকারসমূহ অস্তিমান্ হয় এবং তখন, কি-কারণে প্রস্তাবিত সংশোধন পূর্বে করা হয় নাই তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য শক্তিশালী যুক্তিসমূহ উত্থাপন করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে, এই ব্যাপারে আবেদন করিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হয় যাহাতে আদালত সন্তুষ্ট হন। আদালত পুরাপুরি সন্তুষ্ট হইলে ঐ পর্যায়েও হেতুভাষণ সংশোধন করার অনুমতি দিতে পারেন [*রঞ্জিত কাউর* ব. *আজাইব সিং*, AIR 1984 P&H 292]।

(৭) **আর্জি সংশোধন ঃ** পরবর্তী ঘটনাবলীর দরুন আর্জির সংশোধন প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইল, তবে উহাতে নূতন বিবাদকারণ [= বাদমূল] সংযোজন করা হইল না। এরূপ পরিস্থিতিতে নূতন করিয়া ৮০ ধারার বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে না [*স্টেট্ অব বিহার* ব. *ইউনাইটেড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড*, AIR 1984 NOC 244 (Cal)।

(৮) **আর্জি সংশোধন ঃ** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ দ্রঃ। ফার্মের (কারবারী সংগঠনের) অংশীদার বলিয়া বাদীর সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভ্রান্ত। আসলে তিনি উক্ত ফার্মের মালিক। উক্ত ভ্রান্তি সংশোধন করিতে চাওয়া হইল। দেখা যায় সংশোধন সাধিত হইলে বাদপত্রে উল্লেখিত দাবিসমূহ অ-পরিবর্তিত থাকিতেছে। প্রতিবাদী যে তাঁহার দায়িতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন তদ্বিষয়ক কোন স্বার্থহানিও প্রার্থিত সংশোধনের ফলে তাঁহার হইবে না। সংশোধন করিতে দিতে হইবে [*পি. মাবুসাব এ্যাণ্ড্ সন্স* ব. *টি. নগেন্দ্রাপ্পা*, AIR 1990 NOC 28 (Kant)]।

(৯) **হেতুভাষণ সংশোধন ঃ** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। সংশোধন যখন মকদ্দমার প্রকৃতি বা স্বরূপ পরিবর্তিত করিতেছে না বা অন্য পক্ষ কোন স্বার্থহানি ঘটাইতেছে না, তখন অবশ্যই সংশোধন করিতে দিতে হইবে [*ইস্তিহাক আহ্মেদ* ব. *নির্দিষ্ট প্রাধিকারী, এটাওয়া*, AIR 1990 NOC 22 (All)]। উপরি-উক্ত মকদ্দমায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, হেতুভাষণের সংশোধনের প্রশ্ন এরূপভাবে বিবেচনা করিতে হইবে যাহাতে মকদ্দমার পক্ষগণের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ বা প্রশ্ন কি তাহা নির্ধারণ করা আদালতের পক্ষে সম্ভব হয়। যদি দেখা যায় যে সংশোধন করিতে দিলে মকদ্দমার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ ইতোমধ্যে আদালতে যে স্বীকৃতি দিয়াছেন তাহার প্রভাব বা ফল অন্তর্হিত হইবে অথবা অপরপক্ষের স্বার্থ-র উল্লেখযোগ্য হানি ঘটিবে, তাহা হইলে সংশোধন করিতে দেওয়া যাইবে না।

(১০) **হেতুভাষণ ঃ** আদালত যেখানে বিচার্যবিষয় নির্ধারণ করিয়াছেন (framed issues) ঐ সম্বন্ধীয় আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া এবং হেতুভাষণ হইতে বিচার্য বিষয় যে উত্থিত হয় না — অপর পক্ষর এই আপত্তি বাতিল করিয়া, যেখানে আপত্তিকারীর

আবেদনে যদি এই প্রার্থনা করা হয় যে, যেহেতু বিচার্যবিষয় (issue) হেতুভাষণ ইহাতে উত্থিত হয় নাই সেইহেতু বিচার্যবিষয় মুছিয়া ফেলা হউক, তবে তাহা পোষণযোগ্য (maintainable) নহে [*হরিকৃষণ গুপ্ত* ব. *জয়কৃষণ দাস,* AIR 1990 Del 80]।

(১১) **হেতুভাষণ সংশোধন** (Amendment of pleadings) **:** ঘোষনা ও আসেধাজ্ঞার জন্য স্বত্ব মকদ্দমা দায়ের করা হইল। বাদী, সংশোধন দ্বারা, সম্পত্তির স্বরূপ [= প্রকৃতি] ঘোষণার জন্য ও বিভাজনের জন্য প্রার্থনা করার অনুমতি চাহিলেন। প্রতিবাদীগণকে খরচা প্রদানসাপেক্ষে সংশোধন করিতে দেওয়া হইল।

সিদ্ধান্ত : সংশোধনের আবেদনপত্র জমা দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে পক্ষগণকে ন্যায়ানুগ উপশম দিতে অস্বীকার করা যায় না [*শানাভাই মগনলালভাই পটেল* ব. *ভগবানভাই রেবাভাই পটেল,* AIR 1990 Guj 74]।

(১২) **আর্জি সংশোধন :** আর্থিক ক্ষেত্রাধিকার বিহীন আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা হইল। দাবি-র অংশ পরিত্যাগ (relinquish) করিয়া বাদপত্রের সংশোধন করিতে চাহিয়া ন্যায়প্রণালী সংহিতা-র আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ অনুসারে আবেদনপত্র দাখিল করা হইল। আদালতের উহার মীমাংসা করার ক্ষেত্রাধিকার নাই, এই যুক্তিতে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল করা বৈধ কার্য নহে; কারণ পরিত্যাগ করার মকদ্দমা ন্যায়প্রণালী সংহিতা-র আদেশ ২, নিয়ম ২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ কিংবা আদেশ ২৩, নিয়ম ১ দ্বারা নহে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত : আবেদনপত্রখানিকে আদেশ ২, নিয়ম ২(২) এবং আদেশ ২৩, নিয়ম ১(১)-এর অধীন রূপে বিবেচনা করা বিধেয় ছিল [*দুর্গা প্রসাদ* ব. *রাধেশ্যাম,* AIR 1990 Raj 57]।

(১৩) **আর্জি সংশোধন :** নূতন বিবাদ-কারণ উপস্থিত হওয়ার কারণে আর্জির সংশোধন করা হইলে উক্ত সংশোধন আর্জি দাখিল করার মূল তারিখ হইতে ক্রিয়াশীল হইবে [*গোবিন্দ পিল্লাই মাধম কুরূপ* ব. *মাথিভান্ পিল্লাই পদ্মনাভ পিল্লাই,* AIR 1990 NOC 73 (Ker)]।

(১৪) **আর্জি সংশোধন :** ন্যায়প্রণালী সংহিতার (১৯০৮-এর ৫ আইনের) আদেশ ৬, নিয়ম ১৭-বিধৃত বিধানসমূহের লক্ষ্য হইল ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা। আর্জির বা বাদপত্রের সংশোধনের আবেদনপত্র বিবেচনা করাব সময় আদালত-কে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে তাহা হইল এই যে, যে-পক্ষ সংশোধন করিতে চাহিতেছেন তাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অসদ্‌বুদ্ধি সঞ্জাত (*mala fide*) কিনা অথবা আইনের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে কি-না। সংশোধন করিতে দিলে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যদি তাহা সহায়ক হয় তাহা ঐরূপ

সংশোধন করিতে দিবার ক্ষমতা উদারতা সহকারে প্রয়োগ করিতে হইবে, তবে অবশ্যই দেখিতে হইবে যেন কথিতরূপ সংশোধন দ্বারা মকদ্দমাটির প্রকৃতি বা চরিত্র গুরুতরভাবে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত না হয়। হেতুভাষণ সংশোধন করিতে দিবার যে ক্ষমতা তাহার লক্ষ্য হইল ন্যায়পরতার সু-প্রতিষ্ঠা বা ন্যায়বিচার, সংকীর্ণ বা প্রায়োগিক (Technical) কারণে হেতুভাষণ সংশোধন করিতে না-দেওয়া অসঙ্গত কার্য [*সনাতন জেনা (তৎপর) নিদু দেই ও অন্যান্য* ব. *বাবুজী সাহু*, AIR 1990 Orissa 186]।

(১৫) **আর্জি সংশোধন ঃ** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। প্রতিবাদী দায়বন্ধন খত (hypothecation bond) নির্বাহ করতঃ জামিনরূপে সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বাদীর নিকট হইতে টাকা ধার নেন। উক্ত হাইপোথিকেসন বণ্ড বা দায়বন্ধন খত-এর বলে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে টাকা আদায়ের জন্য মকদ্দমা দায়ের করা হয়। সম্পত্তি ক্রোক (attach) করার জন্য বাদী মধ্যকালীন আবেদনপত্র দাখিল করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিবাদীর পত্নী এই কথা বলিয়া 'দাবি সম্বন্ধীয় আবেদনপত্র' (claim petition) পেশ করেন যে সম্পত্তি-টির পূর্ণ মালিকানা ছিল তাঁহার, এবং উক্ত সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর আদৌ কোন স্বত্বাধিকার ছিল না। ১৯৮১-তে কথিত হাইপোথিকেসন বণ্ড বা দায়বন্ধনখত-এর বলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয়দ্বারা টাকা আদায়ের জন্য মকদ্দমা দায়ের করা হইল। মকদ্দমার ভিত্তি হইল বন্ধক দলিল, এবং সম্পত্তি-টি বিক্রয় করিয়া দিয়া টাকা আদায় করার দাবি-ও জানানো হইল। এই পরিস্থিতি ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৬৫ ধারার প্রেক্ষিতে মামলাটির সহিত সামঞ্জস্য বিবর্জিত হওয়ায়, দাবি-টিকে চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৬৫ ধারার এক্তিয়ারের মধ্যে আনিবার প্রয়োজন আবশ্যক নিশ্চয়কথন সমূহ (averments) আর্জিব অঙ্গীভূত করার প্রার্থনা করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হয় [*সি. কে. জেভিয়ার, আপিলকারী* ব. *শ্রী কাশী ও অন্যান্য, উত্তরবাদী*, AIR 1990 Kerala 271]।

(১৬) **আর্জি সংশোধন ঃ** জমির দখল চাহিয়া মকদ্দমা দায়ের করা হইল। বাদীগণ সমান অংশ-র প্রজা বলিয়া দাবি করিলেন। মকদ্দমার বিচার সমাপ্ত হইবার পূর্বে, অর্থাৎ মকদ্দমা-টি চলিতে থাকাকালে একজন বাদীর মৃত্যু হইল। সহ-বাদী পুরা জমি পাইবার অধিকারী এই মর্মে বাদপত্র সংশোধন করিতে চাহিলে প্রার্থিত এইরূপ অনুমতি দেওয়া যায় না [*হোলারাম* ব. *কেবল কৃষ্ণ*, AIR 1990 P&H 156]।

(১৭) **আর্জি সংশোধন ঃ** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ [১৯০৮-এর ৫ আইন]-এর ১১৫(১) ধারার অনুবিধি (proviso) এবং আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। প্রতিবাদীর আপত্তি বাতিল করিয়া দিয়া আর্জি সংশোধন করিতে দিয়া আদেশ দেওয়া হইল; আদেশটি অধিক্ষেত্র সম্বন্ধীয়. ইহা সংশোধনযোগ্য [*পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক* ব. *লালজী ট্যাণ্ডন*, AIR 1984 Allahabad 381]।

(১৮) আর্জি সংশোধন : ন্যায়প্রণালী সংহিতা, [১৯০৮-এর ৫ আইন]-এর আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ দ্রঃ। আর্জি সংশোধন করিতে চাওয়া হইল। ইমারতের যে ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত উপশম প্রদানের ক্ষেত্রাধিকার [= অধিক্ষেত্র] আদালতের নাই। মকদ্দমাটির মূল্যায়ণ ব্যাপারে লঘুবাদ ন্যায়ালয় [= অবর ধর্মাধিকরণ, ছোট আদালত, স্মল কজেজ কোর্ট]-এর পক্ষে জিলা জজ উহা গ্রহণ করিতে সক্ষম। আর্থিক অধিক্ষেত্র (pecuniary jurisdiction) সম্বন্ধীয় অভাব কিছু না থাকায় আদালত সংশোধন করিতে দিতে পারেন [*পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক* ব. *লালজী ট্যাণ্ডন*, AIR 1984 All 381]।

(১৯) আর্জি সংশোধন : আর্জিতে হিসাবসম্বন্ধীয় ভুল অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে অনবধানতাবশতঃ লক্ষ্য করিতে অক্ষমতার কারণে বা অনিচ্ছাকৃত অসতর্কতা নিবন্ধন। এইরূপ পরিস্থিতি-তে আর্জি সংশোধন করিতে দিয়া আদেশ প্রদত্ত হইলে উক্ত আদেশ বৈধ হইবে [*পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক* ব. *লালজী ট্যাণ্ডন*, AIR 1984 All 381]।

(২০) আর্জি সংশোধন (Amendment of plaint) : ক ও খ যৌথভাবে যে সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন খ তাহার ৬ আনা অংশ-র জন্য বিভাজনের মকদ্দমা দায়ের করিলেন। খ, তাঁহার লিখিত বিবৃতি-তে এই ওজর উত্থাপন করিলেন যে, খ-এর অংশ ছিল ১৪ আনা এবং ক-এর অংশ ছিল মাত্র ২ আনা। ক, অতঃপর তাঁহার আর্জির সংশোধন করিতে চাহিয়া আবেদনপত্রে বলিলেন যে তিনি ৮ আনা পাইবেন এবং বিকল্পে প্রার্থনা করিলেন যে, বিক্রয়-দলিলের যে অংশে অবস্থাদির বর্ণনা থাকে (recitals) তাহাতে উক্ত অংশের পরিমাণ ৬ আনা পরিদৃষ্ট হইলে ঐ মর্মে তাঁহার অনুকূলে আজ্ঞপ্তি [= ডিক্রি] প্রদত্ত হইতে পারে। যে সংশোধন করিতে চাওয়া হইল, তাহাতে ক সেই পরিস্থিতি বিষয়ে দৃঢ় বক্তব্য রাখিলেন যে পরিস্থিতি-তে খ বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া কৌশলে ক-এর অংশ ৬ আনা এবং তাঁহার নিজের অংশ ১০ আনা বলিয়া বিক্রয় দলিলে প্রদর্শন করিয়াছেন, যদিও ঐ সম্পত্তিতে তাঁহাদের প্রত্যেকের অংশ ৮ আনা। নিম্ন আদালতের বিচারক (Subordinate Judge) এই বলিয়া উক্ত সংশোধন প্রস্তাব বাতিল করিলেন যে, ক-এর যদি ৮ আনা অংশ থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার আর্জিতে তাহা দাবি করিতেন এবং, সংশোধন-টি স্বীকার করিয়া লইলে ক-এর স্বীকৃতি পর্যুদস্ত হয় এবং খ-এর স্বার্থহানি ঘটে।

সিদ্ধান্ত : নিম্ন আদালতের বিচারক সংশোধন করিতে অস্বীকার করিয়া ন্যায়ানুগ কার্য করেন নাই এবং তিনি ক্ষেত্রাধিকার ঘটিত ভুলও করিয়াছেন। নিম্ন আদালতের বিচারক কোথাও বলেন নাই যে প্রস্তাবিত সংশোধন-টি মকদ্দমাটির সঠিক নিষ্পত্তির বা মীমাংসার জন্য অ-প্রয়োজনীয় কিংবা উহার দ্বারা প্রতারণার চেষ্টা করা হইয়াছে।

কিংবা তাহাতে বুদ্ধির খেলা বহিয়াছে। পরন্তু, তিনি তাঁহার আদেশে বলেন নাই, খ-এব অনুকূলে ক কি দ্ব্যর্থক [= সন্দেহজনক অর্থপূর্ণ, অনিশ্চিত] স্বীকৃতি ক প্রদান করিযাছেন, প্রস্তাবিত সংশোধনের অনুমতি দিলে যাহা হইতে তিনি অর্থাৎ ক ফিরিয়া আসেন। ক প্রথমেই অর্থাৎ তাঁহার আর্জি [= বাদপত্র] দাখিল করার সময়েই তাঁহাব সুদৃঢ় বক্তব্য তাহাতে বিধৃত করিয়া তাহা সংশোধন কবিযা না-দেওয়ায় তাহাকে শাস্তি দিতে চাহিয়া ভুল করিযাছেন নিম্ন আদালত। প্রকৃত অবস্থা হইল এই যে, প্রস্তাবিত সংশোধন করিতে দিলে মকদ্দমাব অধীন সম্পত্তিতে পক্ষগণের অংশ সম্পর্কে নির্ভুল ও সন্দেহবিবর্জিত অমলিন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আদালতের পক্ষে সম্ভব হইত। যথার্থ পবিস্থিতি যেখানে এই যে বাদী যে-কোন তথ্য সম্পর্কে তাঁহার স্বীকৃতির ব্যাখ্যা দিবার অধিকাব এবং প্রতিবাদীবও প্রচুত ও প্রভূত সুযোগ-সুবিধা বহিযাছে বাদীর বক্তব্যেব দৃঢ় প্রতিবাদ কবাব, সেখানে প্রস্তাবিত সংশোধন কবিতে দিলে কাহাবও ক্ষতি বা স্বার্থহ ন হইত না। [*ফকিব চবন মহান্তি ব ক্রুতিবাস কব*, AIR 1984 NOC 284 (Orissa)]।

দশম পরিচ্ছেদ

মকদ্দমার কাঠামো

[Frame of Suit]

আর্জির খসড়া প্রনয়ণে হস্তার্পণের পূর্বে ব্যবহারজীবি বা অধিবক্তাকে সযত্নে বিবেচনা করিতে হইবে কিভাবে তিনি তাঁহার মকদ্দমাটি গড়িয়া তুলিবেন। বিশেষভাবে যাহা তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে তাহা হইল তিনি যে মকদ্দমা দায়ের করিতে যাইতেছেন তাহার বিবাদ-কারণ [বাদমূল, মকদ্দমার কারণ] (Cause of action)। একটিমাত্র বিবাদ-কারণ বিদ্যমান থাকিলে এবং একাধিক উপশম প্রার্থনা করা সম্ভব বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলে তিনি ঐগুলি সবই প্রার্থণা করিবেন এবং কোন-একটি পরিত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি তাহা করিতে পারেন কেবল সর্বকালের জন্য। যে-স্থলে কতিপয় বিবাদ-কারণ বিদ্যমান থাকে সেস্থলে তাঁহাকে সযত্নে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে হইবে তিনি একটি যুগ্ম মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন কি-না অথবা তাহাকে দাযের করিতে হইবে পৃথক পৃথক মকদ্দমা। তাঁহাকে তাহার মকদ্দমার কাঠামো এরূপে তৈয়ারী করিতে হইবে যাহাতে কোনপ্রকারে আদেশ ১ এবং আদেশ ২-এ বিধৃত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধতা না করা হয় এবং একই সঙ্গে তাহার মক্কেল ভবিষ্যতের অপ্রয়োজনীয় মামলা-মকদ্দমার হাত হইতে রক্ষা পান। অতঃপর তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে প্রতিবাদী হিসাবে লইবেন এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে প্রতিবাদীরূপে লওয়া যাইবে না। যেখানে বাদীর সংখ্যা একাধিক বা অনেক, সেখানে তাঁহাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে তাঁহারা সকলে যৌথভাবে মকদ্দমা করিতে পারেন কি-না। যে-ব্যক্তি যথাযথ বা প্রয়োজনীয় প্রতিবাদী হইতে পারেন তিনি যাহাতে কোনও ভাবে বাদ না পড়েন সেদিকে খরদৃষ্টি রাখিতে হইবে। তিনি দৈবাৎ বাদ পড়িয়া গেলে মকদ্দমাটি যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলা যাইবে না। দুইটি নীতির কথা নিশ্ছিদ্র সাবধানতার সহিত মনে রাখিতে হইবে — নীতিদ্বয় নিম্নে উল্লেখিত হইল।

প্রথম নীতি : মকদ্দমাটি এরূপে গঠন করিতে হইবে যাহাতে বিবাদের বিষয়সমূহ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানের ভিত্তিভূমি প্রদত্ত হয় এবং ঐগুলি সম্পর্কে আরও মকদ্দমা হওয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় [ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ২, নিয়ম ১]। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা পরম নিষ্ঠার সহিত মনে রাখিতে হইবে। কখনই ইহা অভিপ্রেত নহে যে বাদীর, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মকদ্দমার দেহ বিষয়ে যে-সকল বিবাদ-কারণ বিদ্যমান সেগুলি সবই অবশ্যই একত্রিত করিতে হইবে যদিও তিনি ইচ্ছা

করিলে নির্দ্বিধায় ঐরূপ করিতে পাবেন। কোনও একটি ক্ষেত্রে যদি কোন বাদী একাধিক কারণে কোন সম্পত্তি দাবি করার সামর্থসম্পন্ন হন তাহা হইলে ঐ সবগুলি কারণ-ই বাদপত্রে অভিকথিত হওয়া আবশ্যক, কারণ, তিনি ঐরূপ না-করিলে অভিকথিত বা কারণ সমূহের উপবে মকদ্দমাটি বাতিলকৃত (dismissed) হইলে অন্য কারণসমূহের ভিত্তিতে আর পৃথক মকদ্দমা দায়ের কবা যাইবে না [ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১১ ধারার অধীন ব্যাখ্যা ৪ দ্রঃ]।

দ্বিতীয় নীতি ঃ দ্বিতীয় নীতি-টি বিধৃত আছে ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ২, নিয়ম ২-এ। নিয়মটি নিম্নে উল্লেখিত হইল ঃ

"২। ***মকদ্দমার মধ্যে সমগ্র দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।*** (১) বিবাদ-কাবণ সম্পর্কে বাদী যে দাবি করিতে পারেন সমগ্রভাবে তাহা প্রত্যেক মকদ্দমাব অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কিন্তু কোন মকদ্দমা যে-কোন আদালতের ক্ষেত্রাধিকাবের মধ্যে আনযণের জন্য বাদী তাঁহাব দাবিব যে-কোন অংশ পরিত্যাগ করিতে পাবেন।

(২) ***দাবির যে-কোন অংশ-র পরিত্যাগ।*** যেখানে বাদী তাঁহাব দাবিব যে কোন অংশ বাদ দিয়া মকদ্দমা করেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহার দাবির কোন অংশ পবিত্যাগ কবেন, সেখানে তিনি পরবর্তীকালে ঐরূপ বাদ দেওযা বা পরিত্যাগ কবা অংশ সম্পর্কে মকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

(৩) ***কতিপয় প্রতিকারের মধ্যে যে-কোনটি বর্জন করিয়া মকদ্দমা করা।*** যে-ব্যক্তি একই বিবাদ-কারণ বিষয়ে একাধিক উপশম পাইবার যোগ্য, তিনি ঐরূপ উপশম সমূহের সবকয়টির বা যে-কোনটিব জন্য মকদ্দমা করিতে পাবেন, কিন্তু তিনি যদি, আদালতের অনুমতি ব্যতিবেকে, ঐরূপ সকল উপশমেব জন্য মকদ্দমা না করেন, তাহা হইলে পববর্তীকালে তিনি ঐরূপ বর্জিত কোন উপশমেব জন্য মকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ এই নিয়মের প্রয়োজনে কোন বাধ্যবাধকতা এবং উহা সম্পাদনের জন্য অতিবিক্ত জামিন এবং উক্ত বাধ্যবাধকতা হইতে উদ্ভূত পরম্পরাগত দাবিসমূহ একটি মকদ্দমার কারণ-ই সৃষ্টি করিবে।

দৃষ্টান্ত ঃ ক বার্ষিক ১২০০ টাকা ভাড়ায় খ কে একটি বাড়ি ভাড়া দেয। ১৯০৫, ১৯০৬ এবং ১৯০৭ এই পুরা বৎসরগুলিব ভাড়া বাকি পড়ে ও অপ্রদত্ত থাকে। ১৯০৮-এ ক কেবল ১৯০৬-এর বাকি-পডা ভাডার জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মকদ্দমা কবে। পরবর্তীকালে ক ১৯০৫ বা ১৯০৭-এব বাকি-পডা ভাডার জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মকদ্দমা প্রতিবাদী করিতে পাবিবেন না। এই প্রসঙ্গে মনে বাখিতে হইবে যে চুক্তি-ভঙ্গ করার জন্য আনীত মকদ্দমায টাকা না-দেওযা বিবাদ-কাবণের অংশমাত্র [*জিলা পরিষদ* ব. *শ্রীমতী শান্তি দেবী*, AIR 1965 All 590 (FB)]।

দেখা যাইতেছে যে বিবাদ-কারণকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলার বিরোধিতা করিতেছে এই নিয়মটি। স্পষ্টত, এই নিয়মটির লক্ষ্য হইল, প্রতিবাদীকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আদালতে টানিয়া আনা বন্ধ করা এবং মকদ্দমার অনাবশ্যক সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করা। এই নিয়ম অনুসারে বাদী যে দাবি করিবার অধিকারী, সমগ্রভাবে তাহা একটিমাত্র মকদ্দমায় বিধৃত থাকিবে। তবে, এই কথার অর্থ ইহা নহে যে বাদীকে একটি মকদ্দমার কারণের মধ্যে প্রতিটি দাবি অথবা প্রতিটি বাদ-মূল অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, এমনকি, একই বিষয়বস্তু সম্পর্কে একাধিক দাবি উল্লেখিত হইলেও [*শংকরলাল* ব. *গঙ্গা কিষান*, AIR 1972 Bom 326; *রেঙ্গিয়ার* ব. *রামিয়া*, AIR 1930 Mad 264]।

সংশোধন (Amendment) **ঃ** এই প্রসঙ্গে ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ৬, নিয়ম ১৬ ও নিয়ম ১৭ পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। নিয়মদ্বয় নিম্নলিখিতরূপ ঃ

"***আদেশ ৬, নিয়ম ১৬ ঃ*** হেতুভাষণ কাটিয়া বাদ দেওয়া। কার্যবাহের যে-কোন পর্যায়ে হেতুভাষণে উল্লেখিত বিষয় অপ্রয়োজনীয় বা কুৎসাজনক হইলে কিংবা উহা দ্বারা সুষ্ঠ বিচার ক্ষতিগ্রস্ত, বিভ্রান্ত বা বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হইলে আদালত তাহা কাটিয়া বাদ দিবার অথবা উহা সংশোধন করার আদেশ দিতে পারেন।"

"***আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ ঃ*** হেতুভাষণ সংশোধন। কার্যবাহের যে-কোন পর্যায়ে আদালত যে-কোন পক্ষকে, ন্যায়ানুগ বলিয়া মনে হয় এইরূপ পদ্ধতিতে এবং এইরূপ শর্তে, তাঁহার হেতুভাষণ পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে দিতে পারেন, এবং পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদের যথার্থ প্রশ্নসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে প্রকার আবশ্যক মনে হইতে পারে সেইপ্রকার যাবতীয় সংশোধন করিতে হইবে।"

সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উত্থিত হয় ন্যায়পরতার স্বার্থে [*এল. জে. লিশ এ্যাণ্ড কোং* ব. *জার্ডিন*, AIR 1957 SC 357] অথবা মকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য [*এন বল্লভভাই* ব. *যশবন্তলাল*, AIR 1966 SC 997]। এইরূপ ক্ষেত্রগুলিতে সংশোধন করিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তামাদিকাল অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পর সংশোধন করা আদালতের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল [*বিধিচাঁদ* ব. *বাসুদেব প্রসাদ*, 1966 ALJ 235, যেখানে AIR 1957 SC 363 অনুসৃত হইয়াছে। পরন্তু, নামমাত্র, ত্রুটি, প্রয়োগগত ত্রুটি বা শব্দ ত্রুটির কারণে আর্জি সংশোধনপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়া বিধেয় নহে [*জয় জয়রাম* ব. *এন্. বি. এম্. সাপ্লাই*, AIR 1969 SC 1267]। সম্পূর্ণরূপে নূতন কোন বিষয় যুক্ত করিবার জন্য সংশোধন করিতে দেওয়া যায় না [AIR 1962 SC 1008]। যে-ক্ষেত্রে আর্জি সংশোধিত হয় সেক্ষেত্রে আদালত সাধারণতঃ প্রতিবাদীকে সুযোগ দিবেন একটি অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করার এবং নূতন বিচার্য বিষয়সমূহ উত্থিত হইলে আদালত পক্ষগণ-কে সুযোগ দিবেন ঐ নূতন বিচার্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রদান করিবার। অনুরূপভাবে

যেখানে লিখিত বিবৃতি সংশোধন করার সুযোগ অর্পিত হয় এবং আত্মপক্ষসমর্থনে নূতন কৈফিয়ত বা জবাব দেওয়া হয় বা জবাব বা ওজর প্রদর্শিত হয় সেখানে বাদীকে অবশ্যই সুযোগ দিতে হইবে ঐ নূতন কৈফিয়ত বা ওজরের সম্মুখীন হইবার [24 IC 822 : 29 MLJ 53]। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাতে মনে রাখিতে হইবে যে, সংশোধন যদি হয় কেবল বাহ্যিক রূপবিশিষ্ট ও অসার অর্থাৎ কেবল আনুষ্ঠানিক বা আকারগত, তাহা হইলে বিপরীত পক্ষকে নূতন ওজর উত্থাপনের সুযোগদানের প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে না। পুনশ্চ, সংশোধনের আদেশ-টি যদি প্রদত্ত হয় কোন আপিল-আদালত কর্তৃক এবং উহাতে যদি নূতন বিচার্য বিষয় উত্থাপিত হয় এবং নূতন করিয়া সাক্ষ্য লওয়ার আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে আপিল-আদালত সাধারণতঃ মকদ্দমাটি নিম্ন আদালতে প্রেরন করেন সংশোধন সম্পাদনের ও পুনর্বিচারের জন্য। তবে, আপিল-আদালতেও ঐরূপ করার স্বাধীনতা আছে [*নৃপেন্দ্রনাথ* ব. *হেমন্ত*, 63 IC 701 Cal]। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সংশোধন করিতে দেওয়া হয় ন্যায়ানুগ শর্তাধীনে।

এই স্থলে আদেশ ৬, নিয়ম ১৮ পঠিতব্য। উহা নিম্নলিখিতরূপ ঃ

"*আদেশ ৬, নিয়ম ১৮ ঃ আদেশ প্রদত্ত হইবার পর সংশোধন করিতে ব্যর্থতা* ঃ কোনও পক্ষ হেতুভাষণ সংশোধনের অনুমতিবাহী আদেশ প্রাপ্ত হইবার পর যদি আদেশে নির্দিষ্ট করা কালখণ্ড মধ্যে তাহা সংশোধন না করেন কিংবা কথিত আদেশে কোন সময় নির্দিষ্ট করা না থাকিলে ঐ আদেশের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে যদি সংশোধন না-করেন তাহা হইলে, উপরি-উক্ত নির্দিষ্ট সময় বা ঐরূপ চৌদ্দ দিন অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পর তিনি আর সংশোধন করিবার অনুমতি পাইবেন না, যদি না আদালত উক্ত কালসীমা বর্ধিত করিয়া দেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোনও পক্ষ তাঁহার হেতুভাষণ সংশোধন করার জন্য আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিলে উক্ত-রূপ সংশোধনের অনুমতি প্রদানকালে আদালত ঐরূপ করার জন্য কালসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেন সেই কালসীমা মধ্যে উক্ত পক্ষকে কথিতরূপ সংশোধন করিতেই হইবে। তবে আদালতের অধিকার বা ক্ষমতা আছে ঐ সময়সীমা বাড়াইয়া দিবার। যে-ব্যক্তি তাঁহার হেতুভাষণ সংশোধন করার জন্য আদালতের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা সংশোধন করিতে অক্ষম হইলে, পরে আর ঐরূপ সংশোধন করিতে পারেন না, যদি-না তিনি সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে এরূপ আদেশ গ্রহণ করেন যদ্বারা উক্ত সময়সীমা বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

কোনও পক্ষ নির্দিষ্ট কালমধ্যে তাঁহার হেতুভাষণ সংশোধন করিতে ব্যর্থ হইলে মূল হেতুভাষণের ভিত্তিতে মকদ্দমাটি বিচারার্থ যাইবে, উহা (অর্থাৎ উক্ত মকদ্দমা) খারিজ হইবে না বা মূল হেতুভাষণ বাতিল হইবে না। এতদ্বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখ্য মকদ্দমা ঃ

ফিরোজ শাহ্ ব. *কালুরাম,* 164 IC 181 : AIR 1936 Pesh 155; *মুরলীধর* ব. *নারায়ন দাশ,* 19 IC 472; *রহমতুল্লা* ব. *করিম,* 20 Lah LT 145.

বাদীকে তাঁহার আর্জি সংশোধন করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা আদালতের নাই। পুনশ্চ, কোন বাদী যদি তাঁহার ত্রুটিযুক্ত আর্জি সংশোধন করার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা না করেন এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ আর্জির উপর মকদ্দমাটি চলিতে পারে না, তাহা হইলে আদালত উহা খারিজ করিয়া দিতে পারেন [*উজাগর* ব. *রামদত্ত,* 111 IC 787]।

কীভাবে সংশোধন সম্পাদিত হয়। যেখানে আদালত বিপরীত পক্ষের আবেদনপত্রের উপর কিংবা নিজ হইতে ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ৬, নিয়ম ১৬ অনুসারে বা আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ [দ্বিতীয় বাক্য] অনুসারে সংশোধনের আদেশ প্রদান করেন, সেখানে আদালত, সাধারণতঃ উক্ত আদালতের কোন আধিকারিক-কে দিয়া সংশ্লিষ্ট হেতুভাষণে ঐ সংশোধন করাইয়া লন। ঐরূপ সংশোধন করা হয় সংশ্লিষ্ট বিচারকের স্বাক্ষরাধীনে। পুনশ্চ, যেখানে কোন পক্ষ তাঁহার নিজের হেতুভাষণ আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ অনুসারে সংশোধন করার জন্য আদালতের অনুমতি গ্রহণ করেন সেখানে ঐরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইবার পর সাধারণতঃ নিজেই আদালতে উক্ত সংশোধন সম্পাদন করেন। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে [যেমন, যেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষ পর্দানসীন মহিলা এবং সংশোধনে তাঁহার স্বাক্ষর বা সত্যাখ্যান আবশ্যক], আদালত, আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশোধন সম্পাদনার্থ উহা তাঁহার উকিলের নিকট ফেরৎ দিতে পারেন। বাদপত্র বা আর্জি সংশোধিত হইলে আদালত সাধারণতঃ প্রতিবাদীকে অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি (Additional Written Statement) দিবার সুযোগ অর্পণ করিবেন এবং নূতন বিচার্যবিষয় উত্থিত হইলে আদালত উক্ত নূতন বিচার্যবিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ দিবেন। একইভাবে, যেখানে লিখিত বিবৃতি সংশোধন করিতে দেওয়া হয় এবং নূতন জবাব সংযোজিত হয় সেখানে বাদীকে ঐ নয়া জবাবের উপর বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয় [*তাদিপার্তি* ব. *মাদ্দুকুড়ি,* 24 IC 822]। কিন্তু সংশোধনটি যদি হয় কেবল আকারগত (অর্থাৎ বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক) তাহা হইলে আদালত অপর পক্ষকে নূতন জবাব প্রদান করিয়া মকদ্দমাটিকে নূতন আকার দিবার সুযোগ দিবেন না। আপিল-আদালত সংশোধনের আদেশ দিলে এবং তাহাতে নূতন বিচার্যবিষয় উত্থাপিত হইলে এবং নূতন সাক্ষাত গ্রহণের আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হইলে, সাধারণতঃ উক্ত মকদ্দমা নিম্নের আদালতে ফেরত দিবেন ঐ সংশোধন সম্পাদনের জন্য এবং নূতন করিয়া বিচার করার জন্য। তবে, অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কথিত আপিল-আদালত (Appellate Court) ইচ্ছা করিলে ঐ আদালতেই ঐ সংশোধনকার্য করাইয়া লইতে পারেন। এই বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

বিবাদ কারণ [= বাদমূল] (Cause of action) **কি?** মামলার কারণ বা বিবাদ-কারণ বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, বিবাদ-কারণ হইল এরূপ প্রতিটি তথ্য যাহা, অস্বীকার বা প্রতিবাদ করা হইলে, বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে তাঁহার রায় পাইবার অধিকারকে সমর্থন করার জন্য। দুইটি দাবি-কে সমর্থন করার জন্য উপস্থাপিত সাক্ষ্য যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে, বিবাদ-কারণও পৃথক হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, দুইটি মকদ্দমার বিবাদ-কারণ একই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যদি প্রধানতঃ তাহারা একই প্রকারের হয়। ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ২, নিয়ম ২-এর অন্তর্ভুক্ত মকদ্দমায় দেখিতে হইবে, নূতন মকদ্দমার আনীত দাবি তথ্যগত দিক্ দিয়া এরূপ বাদমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, যাহা পূর্ব্ববর্তী মকদ্দমাটি যে বাদমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা হইতে পৃথক। প্রতিবাদী যে প্রতিরক্ষণ উপস্থাপন করেন তাহার সহিত কিংবা বাদী যে প্রতিকার বা উপশম দাবি করেন তাহার সহিত বাদমূল সম্পর্কহীন। এককথায় বলা যায়, 'বিবাদ-কারণ' বা 'বাদমূল' এরূপ মাধ্যম (media)-কে নির্দেশ করে যাহার উপর বাদী তাঁহার অনুকূলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে আদালতের নিকট প্রার্থনা জানান। এরূপ প্রত্যেক তথ্য (বা প্রত্যেক পরিস্থিতি) যাহা বাদীকে দাবিকৃত উপশম পাইবার যোগ্য করে তাহা নিঃসন্দেহে বিবাদ-কারণের অংশবিশেষ [*বেণীমাধব* ব. *শরৎচন্দ্র*, AIR 1937 Cal 643] কিন্তু ঐরূপ তথ্য প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি সাক্ষ্য ঐ অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে [*শিউকুমার* ব. *বেচন সিং*, AIR 1940 Pat 76]।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মকদ্দমার পক্ষগণ
[Parties to Suit]

আর্জি বা বাদ-পত্রের খসড়া তৈয়ারীর কার্যে হস্তার্পণের পূর্বে আইনজীবী বা অধিবক্তা-কে বিবেচনা করিতে হইবে কে কে মকদ্দমার বাদী হিসাবে যোগ দিতে পারেন এবং কাহাকে প্রতিবাদীরূপে লওয়া যাইবে। যদিও এতদ্বিষয়ক কোন ভ্রান্তির জন্য মামলায় পরাজয় হয় না, তথাপি ঐরূপ হইলে বাদীকে তাহার আর্জি সংশোধিত করিতে হইতে পারে অপর পক্ষকে খরচ-খরচা দিয়া এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদীরূপে লওয়া না হইলে পরে তাহাকে ঐরূপ লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতে পারে তামাদি আইনে দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য।

ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ১ মকদ্দমার পক্ষগণ সম্বন্ধীয়।

ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ১-এর শিরনাম হইল "মকদ্দমার পক্ষগণ"। অর্ডার ১-এর রুল ১ হইল বাদী সংযোজন (joinder of plaintiffs) সম্বন্ধীয় এবং রুল ৩ হইলে প্রতিবাদী সংযোজন (joinder of defendants) সম্বন্ধীয়।

প্রয়োজনীয় পক্ষ (Necessary party) : প্রয়োজনীয় পক্ষ বলিতে বুঝায় এরূপ পক্ষ মামলার সহিত যাঁহাকে যুক্ত করা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় এবং যাঁহাকে ঐভাবে যুক্ত করা না-হইলে পক্ষগণের মধ্যবর্তী বিবাদ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না এবং যাঁহাকে মামলার সহিত যুক্ত না করিলে উক্ত মামলার আজ্ঞপ্তি [ডিক্রী] দেওয়া অসম্ভব।

যথাযথ পক্ষ (Proper party) : যথাযথ পক্ষ বলিতে নির্দেশিত হয় এরূপ পক্ষ মামলার সহিত যাঁহাকে যুক্ত করা হইলে ঐরূপ সংযুক্তি আদালতকে কার্যকর আজ্ঞপ্তি দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে কারণ ঐরূপ সংযুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পক্ষগণের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(১) বিশেষ শ্রেণীর মকদ্দমার পক্ষগণ

বন্ধক সম্বন্ধীয় মকদ্দমা

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮ ধারায় বন্ধক সম্পর্কিত বিধান দেওয়া আছে। উক্ত ধারানুসারে, বন্ধক হইল ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ পরিশোধের, অথবা, ঋণ হিসাবে যে অর্থ প্রদত্ত হইবে তাহা পরিশোধের, অথবা কোন বর্তমান বা ভবিষ্যৎ

দেনা পরিশোধের, অথবা আর্থিক দায়িতা সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ কোন চুক্তি বা নিয়োগ সম্পাদনার্থ জামিনস্বরূপ নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বার্থের হস্তান্তরকরণ। বন্ধকসম্বন্ধী মকদ্দমায় বন্ধকসম্বন্ধী জামিন (mortgage security) অথবা উদ্ধারের অধিকার (right of redemption*) স্বার্থসম্পন্ন সকল ব্যক্তিকে মকদ্দমার পক্ষ হিসাবে যুক্ত করিতে হয়। [অর্ডার ৩৪, রুল ১ দ্রঃ; পরন্তু *মংরু মাহাতো* ব. *তারকনাথজী,* AIR 1967 SC 1390, রুল, ১ দ্রঃ পরন্ত *মাংরু মাহাতো* ব. *তারকনাথজী,* AIR 1956 SC 593 দ্রঃ]। তাঁহাদের সকলকেই আদালতের সম্মুখে হাজির করাইতে হইবে। **কোন ক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি যদি ন্যায়রক্ষকগণে** [= অছিবর্গে] বর্তায় তাহা হইলে তাঁহারাই কেবল 'প্রয়োজনীয় পক্ষ' হইবেন এবং সুবিধাপ্রাপকগণকে ঐ মকদ্দমার সহিত সংযুক্ত করা অনাবশ্যক। আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে বিমোচন বা উদ্ধার (redemption) মকদ্দমায় বন্ধকদাতাবর্গ অথবা একজন বন্ধকগ্রহীতাকর্তৃক মকদ্দমাটি আনীত হইয়া থাকিলে অন্যান্য বন্ধকগ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় পক্ষ হইবেন। বন্ধকদাতাগণের একজন কর্তৃক উদ্ধার মকদ্দমাটি আনীত হইলে অন্যান্য বন্ধকদাতাগণ প্রয়োজনীয় পক্ষ হইবেন।

সমবায় সমিতি কর্তৃক অথবা সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা : সমবায় সমিতি সমূহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমবায় সমিতি আইনানুসারে নিবন্ধিত হয়। পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় সমিতিসমূহ "পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৮৩" (পশ্চিমবঙ্গের ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ আইন) অনুসারে নিবন্ধিত হয় [উক্ত আইনের ১৫ ধারা দ্রঃ]। উক্ত আইনের ২৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে সমবায় সমিতি হইবে নিগমিত [= যৌথ প্রতিষ্ঠান] (body corporate) এবং ইহা মকদ্দমা বা বৈধিক কার্যবাহ দায়ের করিতে পারে এবং উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন্ মকদ্দমা বা বৈধিক কার্যবাহ দায়েব করা হইলে তাহার বিরুদ্ধতা করিতে পারে। ধারাটি নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল :

"**23.** ***Cooperative society to be body corporate.*** — A registered cooperative society shall be a body corporate by its registered name with perpetual succession and a common seal, and with power to acquire, hold and dispose of property, to enter into contracts, to institute and defend suits and other legal proceedings and do all things necessary for the purpose for which it is consituted."

[**২৩. সমবায় সমিতি হইবে নিগমিত [= নিগমবদ্ধ] নিকায় :** নিবন্ধিত সমবায় সমিতি ইহার নিবন্ধিত নামে নিগমিত নিকায় হইবে এবং ইহার থাকিবে শাশ্বত উত্তরাধিকার এবং সামূহিক নামমুদ্রা, এবং সম্পত্তি সংগ্রহ করার, রক্ষা করার ও হস্তান্তর করার, চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার, মকদ্দমা ও অন্য বৈধিক কার্যবাহ দায়ের

* **পরিভাষা : Redemption** — 'বিমোচন, উদ্ধার, পরিশোধ।

করার এবং ঐরূপ মকদ্দমা বা কার্যবাহের বিরুদ্ধতা করার এবং যে উদ্দেশ্যে উহা সংগঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে আবশ্যক যাবতীয় কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা] [সুনীল কুমার মিত্র ঃ *কোঅপারেটিভ ল ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল,* তৃতীয় সং, ১৯৯৮, পৃঃ ৭৭-৮২ দ্রঃ]। সমিতির উপবিধি অনুসারে উহার অধিকর্তা পর্ষদের (Board of Directors) সংকল্পের ভিত্তিতে সম্পাদক (Secretary) মকদ্দমা আদি দায়ের করেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি নিয়মাবলী, ১৯৮৭-এর ১৭৬(৪) নিয়মে বলা হইয়াছে যে, সামন (বা আহ্বানপত্র) কিংবা বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ) সমিতির সভাপতি, সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক (Chief Executive Officer)-কে দেওয়া হইলে উহা সমিতি-কে দেওয়া হইল বলিয়া ধরা হইবে। সমবায় সমিতি কর্তৃক বা সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে যে সকল মকদ্দমা আনীত হয় তাহা পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৮৩ এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি নিয়মাবলী, ১৯৮৭ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — উক্ত আইনের ৯৫-৯৬ ধাবা এবং উক্ত নিয়মাবলীর ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯ এবং ১৮১ নিয়ম দ্রঃ [সুনীল কুমার মিত্র ঃ *কো-অপাবেটিভ ল ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল,* ৩য় সং পৃঃ ২৩৮-২৮৭ এবং এ. ৯৫, এ ৯৯ দ্রঃ]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যে সকল সমবায় সমিতির সদস্যতাব এলেকা একাধিক বাজ্যের উপর বিস্তৃত সেই সকল সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় আইন মাল্টি-স্টেট্ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট, ১৯৮৪ (১৯৮৪-এর ৫১ আইন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সমবায় সমিতি নহে এরূপ সমিতি কর্তৃক বা এরূপ সমিতির বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা ঃ সমবায় সমিতি নহে এরূপ সমিতিসমূহ পশ্চিমবঙ্গ সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৯৬১ (১৯৬১-এর পশ্চিমবঙ্গীয় ৩১ আইন) অনুসাবে নিবন্ধিত হয় [পূর্বতন "সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০"]।

রেজিস্টার অব ফার্মস্, সোসাইটিজ এ্যাণ্ড নন-ট্রেডিং কর্পোকেশনস্, পশ্চিমবঙ্গ মহোদয় ঐগুলি নিবন্ধিত করেন। *বোর্ড অব ট্রাস্টিজ* ব. *স্টেট অব দিল্লি* (AIR 1962 SC 458) মামলায় বলা হইয়াছে যে উপরি-উক্ত আইনমতে নিবন্ধিত সমিতি সমূহ "কর্পোরেশন এগ্রিগেট" নহে, এবং ঐরূপ পরিস্থিতি-তে ঐগুলি মকদ্দমা দায়ের করিবে বা ঐগুলির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইবে ৬ ধারামতে ঐগুলির প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, সম্পাদক বা ট্রাস্টি-র নামে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ক্লাব, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যাভবন, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, প্রভৃতি সংস্থা বা সংগঠন উপরি-উক্ত আইনানুসারে নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকে।

কর্পোরেশন বা নিগম কর্তৃক বা কর্পোরেশনের [= নিগমের] বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা ঃ 'কর্পোরেশন' কথাটির অর্থ হইল 'নিগম' বা আইনবলে গঠিত যৌথসংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। **কর্পোরেশন দ্বিবিধ ঃ** (ক) কর্পোরেশন সোল্ (Corporation

Sole) এবং (খ) কর্পোরেশন এগ্রিগেট্ (Corporation Aggregate) [হল্যাণ্ড : *দি এলিমেণ্টস্ অব জুরিসপ্রুডেন্স,* ৯ম সং, ১৯৯০, অক্সফোর্ড, পৃঃ ৩২৯-৩৩০; স্যাল্‌মণ্ড : *জুরিসপ্রুডেন্স,* দ্বাদশ সং, ১৯৬৬, ত্রিপাঠী, পৃ ৩০৮-৩১১; ডায়াস : *জুরিসপ্রুডেন্স,* চতুর্থ সং, ১৯৭৬, বাটারওয়ার্থস্, পৃ ৩৪১-৩৫৪ দ্রঃ] 'কর্পোরেশন সোল' বলিতে বুঝায় শ্রেণীবদ্ধ পরম্পরাযুক্ত/নিগমিত ব্যক্তিবর্গ (incorporated series of successive persons) [= স্যালমণ্ড, পৃ. ৩০৮]। উদাহরণ : অফিসিয়াল ট্রাস্টিজ এ্যাক্ট, ১৯১৩-এর ৬ ধারামতে অফিসিয়াল ট্রাস্টিটগ হইলেন 'কর্পোরেশন সোল'। অনুরূপভাবে, এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর জেনারেল এ্যাক্ট, ১৯৬৩-এর ৫ ধারামতে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল হইতেছেন 'কর্পোরেশন সোল'। অন্যপক্ষে, 'কর্পোরেশন এগ্রিগেট্' বলিতে বুঝায় সহাবস্থানকারী ব্যক্তি-গোষ্ঠীর নিগমিত দল (incorporated group of co-existing persons)। উদাহরণ : যৌথমূলধনী কোম্পানী, সমবায় সমিতি, জিলা পরিষদ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতি। 'কর্পোরেশন সোল' কর্তৃক বা 'কর্পোরেশন সোল' দ্বারা মকদ্দমা আনীত হয় উহার নিগমিত নামে। 'কর্পোরেশন এগ্রিগেট' কর্তৃক বা 'কর্পোরেশন এগ্রিগেট' দ্বারা মকদ্দকমা আনীত হয় উক্ত কর্পোরেশনের নিবন্ধিত নামে।

বিগ্রহ বা মঠ কর্তৃক বা বিগ্রহ বা মঠের বিরুদ্ধে মকদ্দমা : আইনের দৃষ্টিতে হিন্দুদের উপাস্য দেবতা আইন স্বীকৃত ব্যক্তিরূপে (juristic person) গণ্য হন এবং তিনি সম্পত্তি খরিদ করিতে, রক্ষা করিতে ও হস্তান্তর করিতে পারেন। সুতরাং দেবতায় বর্তানো সম্পত্তি সম্বন্ধীয় মকদ্দমা উক্ত দেবতার নামে আনয়ণ করিতে হয়। অর্থাৎ উহা উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার) বা 'সেবাইত'-এর নামে আনিতে হয় না। তবে এই স্থলে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে কোন প্রাকৃতিক মানুষ (natural person) অবশ্যই উক্ত দেবতার প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং স্বভাবতঃই তিনি হইবেন উহার ব্যবস্থাপক। দেবতাকে নাবালকের ন্যায় ধরা হয়। দেবতার প্রতিনিধিত্ব যাঁহার করার কথা, মামলা চলিতে থাকাকালে তিনি অসহায়ভাবে বিপজ্জনক অবস্থায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া গেলে উক্ত দেবতার পূজায় আগ্রহী বা স্বার্থসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি দেবতার স্বার্থরক্ষার্থ উক্তরূপ প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা হস্তে লইতে পারেন [*বিশ্বনাথ* ব. *রাধাবল্লভজী,* AIR 1967 SC 1044]। ঘরোয়া দেবমন্দিরের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত মন্দিরের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তিনি উক্ত মন্দিরের দেবতার পক্ষে উক্ত মন্দিরের সম্পদ-সম্পত্তি অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কথিত মন্দিরের পূজারী বা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে ঐ মন্দিরের দখল লওয়ার জন্য মকদ্দমা করিতে পারেন [*রামচাঁদ* ব *ঠাকুর জানকীবল্লভজী মহারাজ,* AIR 1970 SC 532; *থেনাপ্পাচেট্টিয়ার* ব. *কারুপ্পন,* AIR 1968 SC 915]। যেখানে কোন সম্পত্তি নির্ব্যূঢ়ভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয় অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, যেখানে

ঐরূপ উৎসর্গীকরণ নির্ব্যূঢ় ও সম্পূর্ণ, যেখানে ঐ সম্পত্তি, 'দেবস্থান' মন্দিরের ক্ষেত্রে উক্ত মন্দিরের ব্যবস্থাপকের (Manager) হস্তে আইসে এবং উক্ত ব্যবস্থাপককে বলা হয় 'সেবাইত'। তবে, মনে রাখিতে হইবে যে সেবাইত 'পূজারী' নহেন। প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক পূজারী নিযুক্ত হন। 'পূজারী' সেবাইতের অধীনস্থ কর্মচারী বা ভৃত্য। ধর্মবিষয়ে জ্ঞানলিপ্সু বিদ্যার্থীগণের আবাসস্থলকে বলা হয় 'মঠ'। মঠের সম্পদ-সম্পত্তির দখলী স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে মঠের অধ্যক্ষের উপর, তাঁহাকে বলা হয় মহন্ত। এবং উক্ত সম্পত্তি রক্ষার্থ কোন প্রকার মামলামকদ্দমা করা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলে ঐরূপ মামলামকদ্দমা দায়ের করার অধিকার তাঁহার উপর-ই বর্তায়। মন্দিরের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার অধিকার সেবাইতের (বিগ্রহের নহে) এবং মঠের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার অধিকার সেবাইতের (বিগ্রহের নহে) এবং মঠের ক্ষেত্রে মহান্তর-র [*জগদীন্দ্র রায়* ব. *হেমন্ত কুমারী দেবী* (1905) 32 Cal 129: 31 IA 203; *বাবাজী রাও* ব. *লক্ষ্মণদাস,* (1904) 28 Bom 215; *গোবিন্দ রামানুজ দাস মহন্ত* ব. *মহন্ত লামচরণ রামানুজ দাস,* (1936) 63 Cal 326; *বিধু* ব *কুলদাপ্রসাদ,* (1919) 46 Cal 877: 50 IC 525; *যোধা বাই* ব. *বাসুদেব প্রসাদ* (1911) 33 All 735: 11 1C 47 (FB)]। সেবাইত পদাধিকারে, তিনি যে মন্দিবের সেবাইত সেই মন্দিরের সহিত লগ্ন সম্পত্তির প্রশাসক। লক্ষ বাখিতে হইবে যে, সেবাইতের মধ্যে দুইটি বস্তু অধিচ্ছেদ্যরূপে মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, ঐগুলি হইল 'পদ' ও 'সম্পত্তি' বা 'কর্তব্য' ও 'ব্যক্তিগত স্বার্থ'। মন্দিরেব সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁহাব স্থান হইল ন্যাসরক্ষক বা অছি-র ন্যায়। এবং মন্দিরের সেবাকার্যের ব্যাপারে তিনি একজন মর্যদাসম্পন্ন পদাধিকারী। তাঁহাকে কেবল একজন সাধারণ 'পূজারী' রূপে ধরা ভুল। অন্যপক্ষে, মঠের সম্পত্তির রক্ষক হইলেন মহন্ত — তিনিই ঐ প্রতিষ্ঠানের আধ্যাত্মিক প্রধান। তবে প্রথা ও রীতিনিয়ম অনুসারে উক্ত সম্পত্তি ন্যাসরক্ষকগণের (অছিগণের) উপর বর্তাইতে পারে। ইংলণ্ডীয় আইনানুসাবে 'ন্যাসবক্ষক' বা 'অছি' বলিতে উহার যে অর্থ প্রকাশ পায় সেই অর্থে মহন্ত 'ন্যাসরক্ষক' (Trustee) নহেন। তাঁহার কাজ ও কর্তব্য প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা দেবসেবার্থ উৎসর্গীকৃত সম্পত্তিকে 'দেবোত্তর' সম্পত্তি বলে [দোস. জ্ঞানেন্দ্রমোহন : *বাঙ্গলা ভাষার অভিধান,* প্রথমভাগ. ২য় সং, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১০৯৮ দ্রঃ]। [অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুল্লা : *প্রিন্সিপিলস অব হিন্দু ল,* চতুর্দশ সং, ত্রিপাঠী, পৃ. ৪৮৫-৪৯২ দেখুন]। সেবাইত যে-স্থলে মকদ্দমা দায়ের করেন সে-স্থলে মকদ্দমার আর্জির নাম (টাইটেল) নিম্নলিখিত রূপ হইবে :

"ক খ, বর্ধমান জিলার কাটোয়াস্থিত .... মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ [= দেব প্রতিমূর্তি], উক্ত মন্দিরের ব্যবস্থাপক গ ঘ-এর মাধ্যমে"।

যে-ক্ষেত্রে সেবাইত মকদ্দমা দায়ের করিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহার স্বার্থ বিগ্রহ-র স্বার্থর পরিপন্থী, সেক্ষেত্রে উক্ত বিগ্রহ-কে মকদ্দমার পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত

করিতে হইবে এবং তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন স্বার্থবিহীন নিকটতম বন্ধু বা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক (Guardian at litem)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সচরাচর এরূপ ক্ষেত্রে এবং যে সকল ক্ষেত্রে বিগ্রহ-কে প্রতিবাদী রূপে যুক্ত করা হয় সেক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিকে ঐরূপ অভিভাবক নিযুক্ত করা হয় যাঁহার এরূপ কোন স্বার্থ নাই যাহা বিগ্রহ-র স্বার্থ-র পরিপন্থী এবং যিনি উক্ত বিগ্রহের পূজায় বা সংশ্লিষ্ট মকদ্দমার বিষয়বস্তুতে আগ্রহী বা কোনভাবে স্বার্থসম্পন্ন [*কালীমাতা* ব. *নগেন্দ্র*, 44 CLJ 522]।

সেবাইত বিগ্রহ-বিরোধী মকদ্দমার প্রতিবাদ করিতে পারেন। কোন মন্দির বা বিগ্রহ ব্যবস্থাপনাভার যাঁহার উপর ন্যস্ত আছে, কোন সম্পত্তি তাঁহাকে হস্তান্তরিত করা হইলে উক্ত সম্পত্তি ঐ ব্যবস্থাপকে বর্তায় এবং বিগ্রহ হন সুবিধাপ্রাপক। উক্ত সম্পত্তির ব্যপারে তিনি মকদ্দমা কবিতে পারেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনীত হইতে পারে। দাতব্য ও ধর্মীয় ন্যাস আইনের ৫ ধারার (৩) উপধারামতে বিগ্রহ মকদ্দমাব প্রয়োজনীয় ও যথাযথ পক্ষ [*নারায়ণ ভগবন্তরাও* ব. *গোপাল*, AIR 1960 SC 100]। মঠের সম্পত্তি যেহেতু মহন্তয় বর্তায়, সেইহেতু মঠ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা মহন্তর নামে আনিতে হয় [*রামপ্রকাশ* ব *আনন্দ*, 43 IA 73]। মহন্তর বিরুদ্ধে প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি দ্বারা ভবিষ্যতে যাঁহারা তাঁহাব স্থানাপন্ন হইবেন তাহারাও বাধ্য থাকেন [*গুলাবভাই* ব. *সনগ দাস*, 52 Bom 431]।

মুসলিম ওয়াকফ্ কর্তৃক বা মুসলিম ওয়াকফ্-এর বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা : মুসলিম ওয়াকফ্ আইনস্বীকৃত ব্যক্তি (Legal person) নহে এবং সেই কারণে ঐ ওয়াকফ্-এর নামে মকদ্দমা দায়ের করা যায় না বা মকদ্দমা আনয়ণ করা যায় না। ওয়াকফ্ সম্পত্তি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বর্তায় এবং ওয়াকফ্ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ওয়াকফ্-এর মুতাওয়ালি মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। এতদ্বিষয়ে *সাদাত কামিল* ব. *এ্যাটর্নি জেনারেল*, AIR 1939 PC 185 এবং *আব্দুর রহিম* ব. *নারায়ণ দাস*, AIR 1923 PC 44 দ্রঃ। ওয়াকফ্ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসফ্ এ. এ ফাইজিকৃত "*আউট্‌লাইনস্ অব মুহাম্মাডান ল*', ৪র্থ সং, পৃ ২৭৬-৩২২' এ এবং মুল্লাকৃত *প্রিন্সিপিলস অব মুহমেডান ল*, অষ্টাদশ সং, পৃ. ১৮৯-২৫৪' এ প্রাপ্তব্য।

সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা : ভারত সংবিধানের ৩০০ অনুচ্ছেদ এবং ন্যায়প্রণালী সংহিতার ৭৯ ধারামতে ভারত যুক্তরাজ্য (Union of India)-র নামে কেন্দ্রীয় সরকার মকদ্দমা আনয়ণ করিতে পারে অথবা কেন্দ্রীয় সবকারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যায়।

অনুরূপভা'ব রাজ্য-র নামে রাজ্য-সরকার মকদ্দমা আনিতে পারে অথবা রাজ্য-সরকারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনা যায়। দুইটি রাজ্য-সরকারের মধ্যবর্তী অথবা কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্য যে-কোন রাজ্য সরকারের মধ্যবর্তী সাধারণ বাণিজ্যিক লেনদেন

সঞ্জাত বিবাদ যে-কোন আদালতে আনা যায়। কিন্তু সংবিধান হইতে প্রাপ্ত পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধীয় মকদ্দমা ভারত সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদমতে কেবল সুপ্রীম কোর্টে দায়ের করা যায়।

অংশীদারী কারবার কর্তৃক অথবা অংশীদারী কারবারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা ঃ যে-কোন অংশীদারী কারবারের দুই বা ততোধিক অংশীদার ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৩০, রুল ১ মতে তাঁহাদের ফার্মের নামে মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন এবং অন্য যে-কেহ ঐ নামে মকদ্দমা আনয়ণ করিতে পারেন। অবশ্য অংশীদারগণ স্ব স্ব নামেও মামলা দায়ের করিতে পারেন এবং ঐরূপ নামেও মামলা আনীত হইতে পারে। প্রথমোক্ত নিয়মটি কিন্তু বিদেশী ফার্মের বেলা প্রযোজ্য হইবে না — বিদেশী ফার্মের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করিতে হইবে উক্ত ফার্মের সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে কিংবা ঐরূপ সকল অংশীদার কর্তৃক। কোন ফার্ম ভাঙিয়া যাইবার পরও কোন মকদ্দমা উক্ত ফার্মের নামে আনীত হইতে পারে যদি এইরূপ হয় যে যে সময়ে বিবাদ-কারণ উদ্ভূত সেই সময়ে উক্ত ফার্ম বিদ্যমান ছিল [অর্ডার ৩০, রুল ১; *আমেরিকান ফার্নিসিং* ব. *উদয় বাম,* AIR 1968 Delhi 163; *গণেশ ট্রেডিং কোং* ব. *মোজী রাম,* (1978)2 SCC 91]।

যদি কোন অংশীদারী কারবার বা পার্টনারশিপ ফার্ম রেজিস্টার অব ফার্মস-এর অফিসে নিবন্ধিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে অংশীদারী আইনের ৬৯ ধারার প্রেক্ষিতে মামলা দায়ের করিবার পূর্বে উহা নিবন্ধিত করাইয়া লইতে হইবে। মকদ্দমা দায়ের করিবার পর নিবন্ধন করাইলে ত্রুটী অপসৃত হইবে না [*জম্মু কোল্ড স্টোরেজ* ব. *খয়রাতি লাল,* AIR 1960 J & K 101]। পরন্তু, অংশীদারী আইনের ৬৯ ধারা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বলিয়া যদি কোন মকদ্দমা খারিজ করিয়া দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে ফার্মটি নিবন্ধিত করাইযা লইয়া ঐ-একই কারণে যদি নূতন মকদ্দমা দায়ের করা হয় তবে উহা দোবারাদোষে (*res judicate*) দুষ্ট হইবে না।

কদাপি যদি কোন ফার্ম-কে প্রতিবাদী করা হয় তাহা হইলে বাদী-কে, কিভাবে আহ্বানপত্র বা সামন দিতে হইবে তদ্বিষয়ে আবেদনপত্র দ্বারা আদালতের নির্দেশ প্রার্থনা করিতে হইবে, কারণ, ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৩০, রুল ২-এ বলা হইয়াছে যে 'আদালতের নির্দেশমত' যে-কোন অংশীদার বা ব্যবস্থাপক (Manager)-কে আহ্বানপত্র (Summons) দিতে হইবে। আহ্বানপত্র দিবার পরও আদালতের নির্দেশ পরিগৃহীত হইতে পারে [*কিন্* ব. *লিলি বিস্কুট কোং,* AIR 1932 Cal 541]। মৃত অংশীদারের বিধিসম্মত প্রতিনিধিকে আহ্বানপত্র দেওয়া যায় না [*মথুরা দাস* ব. *এব্রাহিম,* 29 BLR 1296]।

ফার্মের পক্ষে প্রতিবাদ করিতে পারেন উক্ত ফার্মের যে-কোন অংশীদার, এবং উক্ত অংশীদারকে নিজ নামে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিতে হইবে। লিখিত বিবৃতিতে এইরূপ লিখিতে হইবে ঃ

"কখ ফার্মের পক্ষে উক্ত মকদ্দমায় হাজিরাদানকারী উহার অন্যতম অংশীদার গঘ-এর লিখিত বিবৃতি।"

ফার্মের পক্ষে উহার ব্যবস্থাপক (Manager) প্রতিবাদ দায়ের করিতে পারেন না, যদি-না তিনি ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৩ রুল ২-এ প্রদত্ত "স্বীকৃত প্রতিনিধি" বা "স্বীকৃত নিযুক্তক" (recognized agent)-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন, অর্থাৎ, যদি-না (ক) অংশীদারগণ সংশ্লিষ্ট আদালতের অধিক্ষেত্রের বাহিরে বসবাসকারী হয়েন, এবং (খ) তাঁহারা তাঁহাদের মকদ্দমার বিরোধীতা করার জন্য কোন নিযুক্তক (এজেন্ট) নিয়োগ না-করিয়া থাকেন।

কোন একজনমাত্র ব্যক্তি যদি তাঁহার নিজের নাম ব্যবহার না-করিয়া অন্য-কোন নামে ব্যবসায় পরিচালনা করেন তাহা হইলে তিনি ঐ নামে মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাঁহাব নিজ নামে মকদ্দমা দায়ের করিবেন। কিন্তু, তিনি যে নামে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন সেই নামে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় [ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৩০, রুল ১০ দ্রঃ]।

হিন্দু যৌথ পরিবার কর্তৃক বা ঐরূপ পরিবারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা : হিন্দু যৌথ পবিবাবেব সদস্যগণ তাঁহাদেব ব্যক্তিগত নামে মকদ্দমা দাযের করিতে পারেন কিংবা অন্যকোন ব্যক্তি কর্তৃক ঐ নামে মকদ্দমা আনীত হইতে পারে। কিন্তু কথিত হিন্দু যৌথ পরিবারের ব্যবস্থাপক বা কর্তা যৌথ পরিবারের সম্পত্তি বিষয়ক যাবতীয় লেনদেনে উক্ত পবিবাবের প্রতিনিধিরূপে কার্য করিতে পারেন।

(২) আদালতের রায়

(১) **প্রয়োজনীয় পক্ষ** (Necessary party) : ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮ এর ৫ আইন)-এর আদেশ ১, নিয়ম ১০(২) দ্রঃ। সেইব্যক্তি হইলেন প্রয়োজনীয় পক্ষ (necessary party) যাহার বিহনে কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে কোন আদেশ দেওয়া সম্ভব হয় না। যথাযথ পক্ষ হইলেন সেইব্যক্তি যাহার অনুপস্থিতি-তে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসু (effective) আদেশ প্রদত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু কার্যবাহের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নটির সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (Complete and final decision) দিবার জন্য তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুই ভ্রাতার মৃত্যুর পর বাদী উদ্বর্তিতা [=উত্তরজীবিতা] (Survivorship) দ্বারা আলোচ্য মকদ্দমার অধীন ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, মকদ্দমার অধীন সম্পত্তি (Suit land) সম্পর্কে বাদীর এক ভ্রাতার বিধবা পত্নী কর্তৃক বিক্রয় দলিল নির্বাহিত হইল। উক্ত বিক্রয় দলিল অসিদ্ধ [=অবৈধ] ঘোষনার জন্য বাদী কর্তৃক মকদ্দমা আনীত হইয়াছে। বাদীর ভ্রাতার বিধবা এরূপ প্রয়োজনীয় পক্ষ নহেন যাহাতে তাঁহার

(বিধবার) অনুপস্থিতিতে মকদ্দমাটি বাতিল হইয়া যায় [*জনক যাদব* ব. *সর্বজিৎ রাই*, AIR 1984 Pat 307]।

(২) **প্রয়োজনীয় পক্ষ** ঃ ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ১, নিয়ম ১০ দ্রঃ। স্ত্রী-র বিরুদ্ধে আনীত উচ্ছেদের মকদ্দমায় স্বামী এই অভিযোগ আনয়ণ করেন যে, তাঁহার স্ত্রী নহেন, তিনি-ই প্রকৃত প্রজা, এই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি তাঁহাকে প্রতিবাদীরূপে যুক্ত করার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করেন। *সিদ্ধান্ত ঃ* এই আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ এই মকদ্দমায় স্বামী প্রয়োজনীয় পক্ষ নহেন [*বি. কে. দত্ত* ব. *শ্রীমতী নীতা মদন*, AIR 1984 Cal 228]।

(৩) **পক্ষ সংযোজন** (Addition of party) ঃ ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর আদেশ ১, নিয়ম ১০(২) দ্রঃ। কার্যবাহের যে-কোন পর্যায়ে পক্ষ সংযোজনের আদেশ প্রদত্ত হইতে পারে। কার্যবাহের পরবর্তী কোন পর্যায়ে সংযোজন করিতে চাওয়া হইল এবং আদালত, বিলম্ব হইবার কাবণেব যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহাতে তৃপ্ত হইয়া পক্ষ সংযোজন কবিতে দিলেন। আদালত যে মর্জি প্রয়োগ করিলেন আপিলে তাহাতে হস্তার্পণ করা যাইবে না [*গুর্মজসবন বালুজা* ব. *শ্রীমতী জয়সী সি. সালিম*, AIR 1990 Del 13]।

(৪) **প্রয়োজনীয় পক্ষ** (Necessary party) ঃ ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর আদেশ ১, নিয়ম ১০দ্র ঃ। বিমা পলিসি পূর্ণকাল প্রাপ্ত হইবার পর জীবনবিমা নিগম উক্ত বিমা পলিসিব উপর সুদ প্রদান করিতে বিলম্ব কবায় উক্ত সুদের জন্য জীবনবিমা নিগমের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করা হইল। জীবনবিমা নিগমের প্রতিরক্ষণের (Defence)-এব ভিত্তি হইল আয়কর আধিকারিকের কার্য। আয়কর আধিকারিকেব বিরুদ্ধে কোন উপশম দাবি করা হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে আয়কর আধিকারিক উক্ত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় পক্ষ হইবেন না [*ভারতীয় জীবনবিমা নিগম* ব *গঙ্গাধর বিশ্বনাথ রাণাডে* (মৃত) *তাঁহার বৈধিক প্রতিনিধিগণ দ্বারা*, AIR 1990 SC 185]।

(৫) **পক্ষ সংযোজন** (Addition of party) ঃ ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর আদেশ ১, নিয়ম ১০ দ্র ঃ। প্রতিবাদীরূপে পক্ষ সংযোজন। বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের মকদ্দমায় পক্ষরূপে সংযোজিত হইতে চাওয়া হইল, উক্ত পক্ষ মকদ্দমার বিষয়বস্তু-তে প্রত্যক্ষভাবে এবং যথাযথভাবে স্বার্থসম্পন্ন এবং কার্যবাহের বহুতা (multiplicity) *পরিহারার্থ এবং ফলপ্রসূ ও সম্পূর্ণ* বিচাব সংসাধনের জন্য ঐরূপ সংযোজন আবশ্যক বলিয়া পরিদৃষ্ট — এরূপ পরিস্থিতি-তে আদালত ঐ পক্ষ-কে প্রতিবাদীরূপে যোগ করিতে বাদী-কে নির্দেশ দিতে পারেন [*গুর্মজসরন বালুজা* ব. *শ্রীমতী জয়সী সি. সালিম*, AIR 1990 Del 13]।

(৬) **ভুল করিয়া পক্ষগণকে যোগ করিলে বা বিবাদ-কারণ সমূহ যোগ করিলে তাহার ফল** (Misjoinder of parties and causes of action) **:** কর্জগ্রহণকারী প্রথম প্রতিবাদী-র বিরুদ্ধে টাকা আদায় করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক মকদ্দমা আনীত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ (hypothecated) রাখা তাঁহার উৎপাদিত দ্রব্য প্রথম প্রতিবাদী এরূপ বিভিন্ন পক্ষ-কে সরবরাহ করেন যাহারা হুণ্ডি দ্বারা সরাসরি ব্যাঙ্কে টাকা দেন। ঐ পক্ষগুলিকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক আনীত মকদ্দমায় মকদ্দমার প্রতিবাদীরূপে যুক্ত করা হইয়াছে। পক্ষগণ-কে কিংবা বিবাদ-কারণ সমূহ-কে ভুল করিয়া সংযুক্ত করার কারণে মকদ্দমা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না [*স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা* ব. *হাইপাইন কার্বনস্ লিঃ (অবসায়নাধীন)*, AIR 1990 Himachal Pradesh 10]।

(৭) **মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমায় আদালতের কোন ক্ষেত্রাধিকার নাই :** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর আদেশ ২২ অনুসারে মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করায়। কথিত আদেশ ২২ প্রযোজ্য হয় কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে মকদ্দমা দায়ের করার পর বাদী বা প্রতিবাদীর মৃত্যু হইয়াছে; ঐরূপ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ১ নিয়ম ১০ অনুসারে মকদ্দমার পক্ষরূপে যুক্ত করা যায় [*স্টেট্ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল* ব. *অর্জুন হাজরা*, AIR 1990 NOC 37 (Cal)]।

(৮) **প্রয়োজনীয় পক্ষ** (Necessary party) **:** বিক্রয়ের চুক্তির বিনির্দিষ্ট পালন (specific performance) চাহিয়া আনীত মকদ্দমায় চুক্তি ভঙ্গ করিয়া যে ব্যক্তির নিকট সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল দেওয়া হইয়াছে তিনি প্রয়োজনীয় পক্ষ [*নারায়ণ পিল্লাই চন্দ্রশেখরন নায়ার, আপিলকারী* ব. *কুঞ্জু আম্মা থানকাম্মা, উত্তরবাদী*, AIR 1990 Ker 177]।

(৯) **প্রয়োজনীয় পক্ষ** (Necessary party) **:** স্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন কর্তৃক মালপত্র খরিদ করার চুক্তি বাতিল করায় প্রতিবাদী ১-কে খরিদমূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য অপেক্ষা অধিক টাকা প্রদান করার জন্য, প্রতিবাদী ১-এর বিরুদ্ধে কথিত কর্পোরেশন টাকা আদায়ের মকদ্দমা করে। উৎপাদনকারীর প্রতিনিধিরূপে অন্য দুই প্রতিবাদীর সহিত নূতন চুক্তি সম্পাদনান্তে উক্ত পার্থক্য-র টাকা শোধিত হইল। অন্য দুই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কোন উপশম দাবি করা না হইলেও, নূতন চুক্তি হইয়াছে কী-না বা ঐরূপ চুক্তির শর্তাবলী কি, তদ্বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসায় কথিত অন্য দুই প্রতিবাদী প্রয়োজনীয় পক্ষ না হইলেও যথাযথ পক্ষ [*স্টেট্ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড* ব. *চিত্তর কো-অপারেটিভ্ সুগার লিমিটেড্* AIR 1990 Del 142]।

(১০) **প্রয়োজনীয় পক্ষ :** ন্যায়প্রণালী সংহিতার (১৯০৮-এর ৫ আইন-এর) অর্ডার ১ রুল ১০(২) দ্র:। সমবায় সমিতি এবং উহার কর্মচারীর মধ্যে স্থিত উক্ত

কর্মচারী-কে পদচ্যুত করা সম্বন্ধীয় বিবাদের সিদ্ধতার প্রশ্নে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে যে কর্মচ্যুত ব্যক্তির স্থলে সে ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে তিনি 'প্রয়োজনীয় পক্ষ' (Necessary party) নহেন [*বালরাজ* ব. *মুনাইয়া ও অন্যান্য,* AIR 1990 NOC 135 (Kant)]।

(১১) **প্রয়োজনীয় পক্ষ** (Necessary party) **:** ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর আদেশ ১, নিয়ম ১০ দ্রঃ। বাদীগণ একটি গ্রামের বাসিন্দা এবং একটি পুস্করিনী ব্যবহার করার প্রথাসম্মত অধিকার তাঁহাদের আছে। তাঁহাদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপকারী অন্য কতকগুলি অধিবাসীর বিরুদ্ধে উপশম দাবি করিয়া মকদ্দমা দায়ের করা হইল। এই ব্যাপারে সরকার বা পঞ্চায়েত কিছু করে নাই। বাদীগণ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার দাবি করিতেছেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে সরকার বা পঞ্চায়েত প্রয়োজনীয় পক্ষ নহেন [*মান্দুরী রাঘব রাও ও অন্যান্য, আপীলকারী* ব. *নাদেল্লা রাধাকৃষ্ণ মূর্তি ও অন্য একজন, উত্তরবাদী,* AIR 1990 NOC 112 (Andh Pra)]।

(১২) **প্রয়োজনীয় পক্ষ** (Necessary party) **:** ন্যায়প্রণালী সংহিতা ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর আদেশ ১, নিয়ম ১০ দ্রঃ। যেখানে আজ্ঞাপক [= আদেশব্যঞ্জক] আসেধাজ্ঞা (mandatory injunction) প্রার্থনা করিয়া দায়ের করা মকদ্দমায় অন্যতম প্রশ্ন হইল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে বাদীর প্রতিষ্ঠা (Status), সেখানে উক্ত সম্প্রদায়ের একমাত্র বিষয়ী [= অনাধ্যাত্মিক] সংগঠন (Secular organisation) রূপে এবং সেইহেতু উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠনরূপে উক্ত সম্প্রদায়েব কংগ্রেস-কে উক্ত মকদ্দমার প্রতিবাদীরূপে যুক্ত হইবার অধিকারী। কথিত কংগ্রেস-কে উক্ত মকদ্দমার সহিত যুক্ত করিলে আদালতের পক্ষে সম্ভব হয় উক্ত মকদ্দমার সম্পূর্ণ ও ফলদায়ক বিচার করা। হইতে পারে যে উক্ত কংগ্রেস মকদ্দমার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থযুক্ত নয়, কিন্তু ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে উহা মকদ্দমাটির প্রয়োজনীয় পক্ষ (necessary party) নহে। এই উপলক্ষ্যে এই সু-প্রতিষ্ঠিত নীতি-টিকে লক্ষ্য করা সন্দেহাতীতরূপে প্রাসঙ্গিক যে "যেখানে কোনও মকদ্দমার বিষয়বস্তু হইল প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা বা বৈধিক চরিত্র সম্বন্ধীয় কোন ঘোষণা, সেখানে বর্তমান বা প্রত্যক্ষ স্বার্থ-র বিদ্যমানতার নিয়ম এরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে শিথিল করা যায় যেখানে আদালত এই অভিমত পোষণ করেন যে কোনও পক্ষকে যোজিত করিলে আদালত আরও ফলদায়কতা ও সম্পূর্ণতা সহকারে বিবাদটির মীমাংসা করিতে পারিবেন।" পরন্তু আরও লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদার প্রশ্নে ঘোষণাকারী আজ্ঞপ্তির ফল কেবল যে সকল পক্ষ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদেরই স্পর্শ করে না, উহা স্পর্শ করে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণকেও এবং সেইকারণে "বর্তমান বা প্রত্যক্ষ স্বার্থ"-র নিয়ম এইরূপ

ক্ষেত্রে পুরাপুরি প্রযোজ্য হয় না [*কেরালা ক্যাথলিক কংগ্রেস, কোট্টায়াম* ব. *বিজু উথুপ,* AIR 1990 Ker 239]।

(১৩) **প্রতিবাদীরূপে যুক্ত করা** [Impleading as defendants] **:** প্রতিবাদীরূপে যুক্ত করার জন্য আবেদনপত্র দাখিলকৃত হইল এবং উহাতে আবেদনকারী, বাদীর সহিত, কিছু নির্দিষ্ট অধিকার দাবি করিলেন।

সিদ্ধান্ত: প্রতিবাদীরূপে তাঁহাদিগকে যুক্ত করা যায় না। বাদীর কোন আপত্তি না থাকিলে তাঁহাদিগকে বাদীরূপে যুক্ত করা যায়; অথবা তাঁহারা পৃথক মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন [ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ১, নিয়ম ১০] [*ধরম সিং ও অন্য এক ব্যক্তি, আবেদনকারীগণ* ব. *আড্ডু রাম ও অন্যান্য, উত্তরবাদীগণ,* AIR 1990 NOC 83 (Punj and Har)]।

পক্ষ সংযোজন : আপিল পর্যায়ে বাদকালীন-হস্তান্তরগ্রহীতার (transferee-*pendente lite*) আবেদনপত্র [= যাচনপত্র] জমা দেওয়া হইয়াছে। অ-ব্যাখ্যাত বিলম্ব হইয়াছে পাঁচ বৎসর কালের। বিবাদ যখন সমাপ্তির মুখে, তখনই জমা দেওয়া হইয়াছে ঐ আবেদনপত্র। বিলম্ব হওয়ার ও গাফিলতির বা অবহেলার কারণে উক্ত আবেদনপত্র বাতিলকরণযোগ্য [*অক্কা বাই* ব. *গোবরাব্বা,* AIR 1990 Karn 278]।

নির্মানকার্য ভাঙিয়া ফেলিবার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হইয়াছে। পক্ষ সংযোজনের (addition of parties) প্রার্থনা রহিয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং তাহার আধিকারিক-বৃন্দ ব্যতীত অন্য কাহাকেও যুক্ত করার প্রার্থনা মঞ্জুর করা যায় না [*হরদয়াল সিং মেহ্তা* ব. *এম-সি-ডি,* AIR 1990 Del 170]।

মকদ্দমায় পক্ষ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা : ইতিপূর্বে পূর্বে প্রয়োজনীয় পক্ষ (necessary party) ও যথাযথ পক্ষ (Proper Party)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা জানি, প্রয়োজনীয় পক্ষের অভাবে মামলা হইতে পারে না, ডিক্রী-দান করা সম্ভব নহে। যথাযথ পক্ষের অবর্তমানে ডিক্রীদান করা সম্ভব। কার্যকরীভাবে মামলার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ পক্ষের প্রয়োজন হয়। বাদী প্রতিবাদীকে বৈধ স্বামীরূপে স্বীকৃতিলাভের জন্য মামলা করিল। এরূপক্ষেত্রে বাদী ও প্রতিবাদী প্রয়োজনীয় পক্ষ। প্রতিবাদীর একাধিক স্ত্রী থাকিতে পারে। অপর স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত সন্তান উক্ত মামলায় অতিরিক্ত প্রতিবাদী পক্ষ হিসাবে যুক্ত হইবার জন্য আদালতে আবেদন করিল এই উদ্দেশ্যে যে বাদীর সহিত প্রতিবাদীর বিবাহ তাহারা স্বীকার করে না। আবেদনকারীদ্বয় দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত অর্ডার ১-এর অধীন রুল ১০(২) শর্তাবলী মান্য করিতে সক্ষম হওয়ায় তাহাদিগকে যথাযথ পক্ষ হিসাবে উক্ত মামলায় প্রতিবাদীরূপে গ্রহণ করা হইল (AIR 1958 MP 195)। অর্থ এই যে উক্ত মামলার নিষ্পত্তিতে যথাযথ পক্ষগণের স্বার্থ জড়িত এবং বিবাদের

বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসিতে তাহারা আদালতে সাহায্য প্রার্থনা করিতে হকদার (AIR 1925 Cal 1257; AIR 1953 Hyd 170)। সুতরাং বলা যাইতে পারে, প্রয়োজনীয় পক্ষ সর্বদা যথাযথ পক্ষ, কিন্তু যথাযথ পক্ষ সর্বদা প্রয়োজনীয় পক্ষ না-ও হইতে পারে (*প্লেইন্‌ষ্ট্‌স্* — এ. বি. মজুমদার, পৃ. ৭২)।

উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় পক্ষ যথাযথ পক্ষ ব্যতীত মামলায় বিভিন্ন প্রকারের পক্ষ হইতে পারে যেমন তৃতীয় পক্ষ (Interwener), পক্ষ সদৃশ (Quasi party), প্রোফরমাবাদী (Proforma Plaintiff), প্রোফরমা প্রতিবাদী (Proforma defendant), দ্বৈতাকার পক্ষ (Parties in dual capacity), অপ্রয়োজনীয় পক্ষ (Unnecessary Party)।

আমরা ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় পক্ষ ও যথাযথ পক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে অন্যান্য প্রকারের পক্ষ সম্পর্কে আলোকপাত করিব।

ইনটারভিনার বা তৃতীয় পক্ষ ঃ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অর্ডার-১ এর অন্তর্গত রুল ১০-এ নির্দেশ আছে যে আদালত স্বেচ্ছায় (*Suo motu*) অথবা তৃতীয় ব্যক্তির আবেদনক্রমে মামলা চলাকালীন যে কোন পর্যায়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তি ঐ মামলায় পক্ষভুক্ত হইতে পারে।

হোয়ারটনের ব্যাখ্যায় ইনটারভিনার হইতেছে মামলায় তৃতীয় পক্ষ, যে প্রথমে উক্ত মামলায় পক্ষ হিসাবে ছিল না। পরবর্তীকালে উক্ত পক্ষ নিজের দাবী প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত মামলায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। Intervenors are Third Persons, not originally parties to a suit, who claim an interest in the matter and right to interpose at any stage of the suit in defence of their own interest, whenever affected as to person or property (Wharton . *Law Lexicon*)। ব্লেক বলেন, আদালদের অনুমতি সাপেক্ষে তৃতীয় ব্যক্তি কোন মামলায় পক্ষ হইতে পারে; বিভিন্ন দেশের সিভিল প্রসিডিয়োরে এ বিষয়ে নিয়ম বিধৃত আছে। An intervenor is a person who voluntarily interposes in and or other proceeding with the leave of the court (Black's *Law Dictionary*)। সাধারণ মানুষের তরফে ও কোন ব্যক্তি এইরূপ পক্ষ হইতে পারে। A person, not a party to the suit, who intervenes either on his own behalf or on behalf of the public or a portion thereof (Mitra's *Legal and Commercial Dictionary*)।

বাদী আপত্তি জানাইলে তৃতীয়পক্ষকে যুক্ত করা সম্ভব নাও হইতে পারে [*গনস্যালো* ব. *ইনাসিও* AIR 1975 Goa 24; *রসিক লাল* ব. *নাটওয়ারলাল*, AIR 1975 Guj 178; *শোভনলাল* ব. *নারায়ণ* AIR 1972 Bom 184; বিপরীত সিদ্ধান্তের জন্য দেখিতে হইবে, *শ্রীধর* ব. *স্টেট*, AIR 1979 Ori 55]।

কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে পক্ষ করা যাইতে পারে যদি তাহার দাবি প্রকৃত হয়। কোন ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মামলায় ভাড়াটিয়া হিসাবে অপর ব্যক্তির দাবি প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত হইলে তাহাকে উক্ত মামলায় পক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। (*হরবংস* ব. *শ্রীনিবাসন,* AIR 1979 Del 171)।

সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তির নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য আনীত মামলায় প্রতিবাদী পক্ষের কেহ তাহার / তাহাদের সম্পত্তির অংশ ইতিপূর্বে হস্তান্তর করিয়া থাকিলে উক্ত ক্রেতাগণকে মামলায় পক্ষ করা যাইবে (*আদাপা* ব. *সুলেমান,* AIR 1994 AP 50)। অর্ডার ১, ১০(২) নিয়মের বিধানাধীনে আপীল আদালত তৃতীয়পক্ষকে শর্তাধীনে পক্ষভুক্ত করিতে পারে [*স্টেট* ব. *সুধাংশু,* (1992)1 Cal LT 211 (HC)]।

পৃথক মামলার ব্যয়ভার বহনের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মামলায় কোন ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করা চলে না (*বেনারসী* ব. *পান্নালাল,* AIR 1969 Punj 57)।

আদালত স্বেচ্ছায় অথবা পক্ষগণের আবেদনক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে পক্ষান্তর ঘটাইতে পাবে (Transposition)।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা (Public interest litigation : জনস্বার্থ রক্ষার্থে তৃতীয় পক্ষ মামলায় পক্ষ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। ইহা সি.পি.সি. সংশোধনী আইন ১৯৭৬ (১৯৭৬-এর ১০৪ নং আইন) দ্বারা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং ০১—০২—১৯৭৭ হইতে কার্যকরী হইযাছে। এই সংশোধন অর্ডার-১ এর অন্তর্গত রুল ৮-এ রূপে যুক্ত হইয়াছে। নিম্নে রুল ৮-এ সুবিধার জন্য মুদ্রিত হইল :

Rule 8A : Power of court to permit a person or body of persons to present opinion or to take part in the proceedings. While trying a suit the court may if satisfied that a person or body of persons is interested in any question of law which is directly and substantially in issue in the suit and that it is necessary in the public interest to allow that person or body of persons to present his or its opinion on that question of law, permit that person or body of persons to persent such opinion and to take such part in the proceedings of the suit as the court may specify.

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি মামলার শুরুতে পক্ষ না হইয়াও মামলা চলাকালে পক্ষ হইবার জন্য আবেদন করিতে পারে। এইভাবে পক্ষ হইতে হইলে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আইনঘটিত বিষয়ে আগ্রহী হইতে হইবে।

(৩)

মামলায় বিশেষ পক্ষ সম্পর্কে আলোচনা

(১) **পরিপালক** (Administrator) : কোন ট্রাস্টী, এগজিকিউটর এবং অ্যাডমিনিসট্রেটরকে (Trustee, Executor, Administrator) কোন মামলায় পক্ষ হইতে হইলে বিশেষ নিয়ম মান্য করিবার প্রয়োজন আছে। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অর্ডার ৩১এ বিষয়ে নিয়মাবলী বিধৃত আছে। যে সম্পত্তি ট্রাস্টী, এগজিকিউটর বা অ্যাডমিনিসট্রেটরের তত্ত্বাবধানে আছে, সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন মামলায় সম্পত্তির স্বত্বভোগী নয় — ট্রাস্টী, এগজিকিউটর বা অ্যাডমিনিসট্রেটরকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। স্বত্বভোগীকে এরূপক্ষেত্রে পক্ষভুক্ত করিতে যুক্ত করিবার (join) প্রয়োজন নাই তবে তাহাদিগকে সহযোগী (add) করা যাইতে পারে।

মামলায় পক্ষ করিবার জন্য অর্ডার ৩২-এর নির্দেশানুসারে পক্ষের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে (non-joinder) মামলার জন্য অভিভাবক (guardian ad litem) নিয়োগ করা যাইবে। Court guardian is appointed without attempting to appoint natural guardian as guardian ad litem. Decree is void (AIR 1957 Pat 260, 269. A person other than the natural guardian can be appointed as guardian ad litem if he is major, of sound mind and has no interest adverse to that of the minor (AIR 1980 Mad 66)। পরিপালক স্বয়ং কোন মাকলার সূচনা করিতে পারে যদি উত্তরাধিকারী, লিগ্যাটীর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং এসটেট পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

(২) **অ্যাডমিনিসট্রেটর জেনারেল** (Administrator General) : অ্যাডমিনিসট্রেটর জেনারেল আইন, ১৯৬৩এর ৫-ধারার বিধানানুসারে অ্যাডমিনিসট্রেটর জেনারেল আইনের দৃষ্টিতে করপোরেশন সোল (Corporation sole) রূপে বিবেচিত। ইহা স্থায়ী ব্যবস্থা (Perpetual succession)। অ্যাডমিনিসট্রেটর জেনারেলের অফিস সীল থাকিবে; এবং এই করপোরেট নামে তিনি মামলা করিতে পারিবেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে। মহাপরিপালক (Administrator General) স্বার্থবিহীন বাদী (Interpleader plaintiff) রূপে স্বীকৃত এবং মামলায় যে দাবিদার পরাস্ত হইবে তাহার নিকট হইতে মামলাজনিত ব্যয় আদায় করিতে পারিবে (ILR 10 Bom 350)।

স্বার্থবিহীন মামলা (Interpleader suit) সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার (১৯০৮) ৮৮ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে : Where two or more persons claim adversely to one another the same debt, sum of money or other property, movable or immovable, from another person who claims no interest therein other than for charges or costs and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant, such other person may institute a

suit interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself.

কোন ক্রেডিটর (উত্তমর্ণ) মহাপরিপালকের নিকট লিখিত আবেদন না করিয়া মহাপরিপালকের বিরুদ্ধে মামলা করিলে উত্তমর্ণকে মামলার ব্যয় বহন করিতে হইবে। (দ্রষ্টব্য : অ্যাডমিনিসট্রেটর জেনারেল আইন ১৯৬৩, ধারা ৪০)। অবশ্য, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০-ধারার বিধানানুসারে মহাপরিপালকের নিকট আবেদন করিবার প্রয়োজন হয় না।

(৩) **মহাধিবক্তা** (Advocate-General) : বিশেষ বিশেষ কার্যবাহে, যেমন দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারায় (Public nuisance), ৯২-ধারায় (Public charities) দেওয়ানী আদালতের যে কোন অবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রেসিডেন্সী শহরের বাহিরে জেলা সমর্হতা বা প্রাধিকৃত অপর আধিকারিক এই ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে।

আদেশ ২৭ক (27A) বিধি-১ বিধানানুসারে যদি আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ভারতীয় সংবিধানের ১৩২ ও ১৪৭ অনুচ্ছেদের নির্দেশানুসারে কোন মামলার সংবিধানের অর্থপ্রকটন সংক্রান্ত কোন সাধারণ বিধিগত প্রশ্ন জড়িত আছে (Substantial question of law as to the interpretation of this Constitution) তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয় সংক্রান্ত হইলে আদালত ভারতের মহান্যায়বাদীকে (Attorney-General) এবং রাজ্যসরকারের বিষয় সংক্রান্ত হইলে মহাধিবক্তাকে (Advocate-General) নোটিশ করিয়া আইনঘটিত বিষয়ের কার্যবাহ সূত্রপাত করিবেন।

(৪) **নিযুক্তক** (Agent) : বিশেষ শর্তসাপেক্ষে নিযুক্তক দাতার (Principal) তরফে দাতার নামে মামলা দায়ের করিতে পারেন। যদি নিযুক্তক প্রকৃত ভুলের (*bona fide* mistake) কারণে স্বীয় নামে মামলা দায়ের করেন, তবে দেওয়ানী কার্যবিধির অন্তর্গত ১নং আদেশের অন্তর্গত ১০(১)-বিধির নির্দেশানুসারে তাঁহার নামের পরিবর্তে দাতার নাম (Principal) প্রতিস্থাপিত করিতে পারেন। ৩নং আদেশের অন্তর্গত ১নং বিধির নির্দেশানুসারে কোন স্বীকৃত নিযুক্তক (Recognised Agent) স্পষ্টভাবে বিরূপ নিষেধ না থাকিলে দাতার তরফে আদালতে হাজিরা দিতে পারেন, আবেদন করিতে পারেন অথবা অন্য প্রকার কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন। যে সকল নিযুক্তক উক্তরূপে প্রাধিকৃত তাঁহাদিগকে স্বীকৃত নিযুক্তক বলে। স্বীকৃত নিযুক্তককে সমন জারি করিলে দাতার উপর সমন জারি করা হইয়াছে বিবেচিত হইবে। এক্ষেত্রেও আদেশ-৩ বিধি ৩(২)-এর নির্দেশ কার্যকরী হইবে। তবে, তিনি সওয়াল-জবাবে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন না, অর্থাৎ, তিনি আইনজীবির পরিবর্তে কাজ করিতে পারেন না; তবে, তিনি প্রধানের

তরফে আইনজীবি নিয়োগ করিতে পারেন; আদেশ-৬, বিধি-১৪ / ১৫এর নির্দেশানুসারে আর্জি সত্যাখ্যান ও স্বাক্ষর করিতে পারেন; তবে, আদালতের অনুমতিক্রমে তিনি এই সকল কাজ করিতে পারিবেন। নিযুক্তক প্রধানের (Principal) তরফে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে না। প্রধান বৃদ্ধ, দুর্বল, জড়ধি এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা হারাইলে মোক্তারনামার কোন মূল্য থাকে না (*মহেন্দ্র* ব. *পদ্ম কুমারী,* AIR 1993 All 143)।

(৫) **বৈমানিক** (Airman) : সরকারের অধীনে কর্মরত অবস্থায় বৈমানিক মামলা চালাইবার জন্য ছুটি পাইতে পারেন না; তিনি আমমোক্তার / নিযুক্তক নিয়োগ করিতে পারেন, এইরূপ নিযুক্তক লিখিতভাবে করিতে হইবে; বৈমানিক উক্ত প্রাধিকার পত্রে কম্যানডিং অফিসারের সম্মুখে স্বাক্ষর করিবেন। উক্ত প্রাধিকারপত্র উপযুক্ত আধিকারিক দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিত (Countersigned) হইতে হইবে (অর্ডার ২৮, রুল ১, সি. পি. কোড)। এই নিয়ম স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীব সৈনিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(৬) **বিদেশী** (alien) — **শত্রু** (alien enemy), (ii) **মিত্র** (alien friends) : ভারতের অন্তর্গত আদালতে কখন বিদেশী-শত্রু এবং বিদেশী-মিত্র মামলা রুজু করিতে পারে তাহা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতাব ৮৩-ধারায় বিধৃত আছে। বিদেশী-শত্রু কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভারতীয় আদালতে (কোন ভারতীয় নাগরিক এই হিসাবে মামলা দায়ের করিতে ও চালাইতে পারে) তবে যে কোন অবস্থায় বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতীয় আদালতে মামলা আনয়ন করা যাইতে পাবে। (20 CWN 691)। ভারতে বসবাসকারী নহে এমন বিদেশীর বিরুদ্ধে মামলা করা অথবা ঐ বিদেশীর আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার উক্ত ধারায় সন্নিবেশের কারণে বিঘ্নিত হয় না (AIR 1944 All 97)। ৮৩-ধারার বিধানাধীনে পাকিস্তানে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে বিদেশী শত্রু বিবেচনা করা যাইবে না। ঐরূপ ব্যক্তি দাম্পত্য জীবন যাপন পুনরুদ্ধারের অধিকার বিষয়ে ভারতীয় আদালতে মামলা করিতে পারে (AIR 1960 MP 212)।

(৭) **রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিবিদ** (Ambassadors and evoys of a foreign State) : বিদেশের কোন রাষ্ট্রদূত বা কূটনীতিবিদকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে মামলাভুক্ত করা যাইতে পারে।

(৮) **সংগঠন** (Association) : সংগঠন দুই প্রকারের — নিগমভুক্ত (incorporated) এবং অনিগমভুক্ত (unincorporated) সংগঠন। নিগমভুক্ত সংক্রান্ত আইনের বিধানানুসারে নিগমভুক্ত বৈধ সংস্থা (legal body) হিসাবে স্থায়ী অবস্থান ও উত্তরাধিকার স্বীকৃত (Perpetual existence and succession)। নিম্নলিখিতগুলি নিগমভুক্ত সংগঠনের দৃষ্টান্ত —

(১) নিবন্ধিত কোম্পানী (Registered company)
(২) নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন (registered trade union)
(৩) মেডিক্যাল কাউনসিল (Medical Council)
(৪) রেড ক্রস সোসাইটিজ (Red Cross Societies)
(৫) বিশ্ববিদ্যালয় (Universities)
(৬) বার কাউন্সিলস (Bar Councils)
(৭) সমবায় সংস্থা (Cooperative Societies)
(৮) ক্যানটনমেনট অথরিটি (Cantonment Authority)
(৯) স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়া (State Bank of India)
(১০) বীমা কোম্পানী (Insurance Company)
(১১) পৌর প্রতিষ্ঠান (Municipalities)
(১২) অঞ্চল পঞ্চায়েত (Anchal Panchayet)
(১৩) করপোরেশন (Corporation)।

নিগমিত সংগঠন অন্যথা করপোরেশন রূপে পরিচিত।

অনিগমভুক্ত সংগঠন : করপোরেশন নহে এমন অনেক সংগঠন ও সংস্থা আছে, যাহাকে অনিগমমভুক্ত সংগঠন বলে। এক্ষেত্রে কয়েকজনে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রে সংগঠিত হয়। অনিগমভুক্ত অনিবন্ধিত সংগঠনের সম্পাদকের নামে মামলা করিতে হয়। এই সকল সংগঠন লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত নয়। অবশ্য লাভের উদ্দেশ্যে দুই প্রকার সংগঠন সৃষ্টি করা যাইতে পারে, যথা, ফারমস (firms) এবং অন্যান্য অনিগমভুক্ত সংস্থা।

(৯) **বেনামদার** (Benamdar) **:** বেনামদার (name-lender) প্রকৃত মালিকের প্রয়োজনে স্বীয় নাম ব্যবহারের অনুমতি দান করিয়া থাকে। বেনামী ট্রানসাকসানস (প্রহিবিশন) অ্যাক্ট ১৯৮৮ দ্বারা (Benami Transactions Prohibition Act 1988) বেনামী ব্যবস্থার নিরসন করা হইয়াছে বহুলাংশে। বেনামদার নিজের নামে মামলা রুজু করিতে পারে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে। এরূপক্ষেত্রে প্রকৃত মালিককে পক্ষভুক্ত না করিলেও চলে। তবে, বেনামদারের মৃত্যুর পর দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৫১ ধারায় অথবা আদেশ-১, বিধি ১০(২) এর নির্দেশানুসারে প্রকৃত মালিক (real owner) পক্ষভুক্ত হইতে পারে (AIR 1941 Nag 178; AIR 1918 PC 140)। আদালত প্রকৃত মালিককে স্বীয় ক্ষমতাবলে (*Suo motu*) মামলায় পক্ষভুক্ত করিতে পারে। বেনামদারের মৃত্যুতে তাঁহার উত্তরাধিকার মামলায় পক্ষ হইয়া থাকিলে, উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রীর জন্য প্রকৃত মালিক দায়ী থাকিবে (AIR 1969 SC 316)। সম্পত্তির বেনামদার-সম্পত্তির আপাত মালিক (ostensible owner) প্রকৃত মালিক ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তির মালিকরূপে চিহ্নিত। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৬৬-ধারা প্রকৃত মালিকের

সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বীকার বেনামদারের কোন আইনগত বাধা সৃষ্টি করে না। বেনামীস্বত্ব প্রমাণের দায়িত্ব যে ব্যক্তি ঐরূপ দাবি করে তাহার উপর বর্তায় (*ঊর্মিলা* ব *প্রবোধ* AIR 1986 Cal 383)।

(১০) **ক্লাব** (Clubs) **:** ক্লাব একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (Voluntary Association)। ইহা নিগমভুক্ত। সামরিক উন্নয়নমূলক, গঠনমূলক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এই ধরনের ক্লাবেব সৃষ্টি হয়; কোন আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে নয়। ক্লাবের সদস্য সদস্যপদের জন্য চাঁদা দিয়া থাকে, প্রবেশ ইত্যাদির জন্য সিসও প্রদান করে। সদস্যপদের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে। এই সকলের জন্য নিয়ম প্রণীত হয়। ক্লাব নিগমিত নিকায় (body corporate) নহে। অন্যান্য অনিগমিত সংগঠনের ন্যায় ক্লাবের নামে কোন প্রকার মামলা করা যায় না বা হয় না। ক্লাবের সদস্যদিগের বিরুদ্ধে বা দ্বারা মামলা করিতে হয়।

অনিবন্ধিত সংগঠন (unregistered society) সম্পত্তির মালিক হইতে পাবে। তবে ইহার দ্বারা বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা করাব বিঘ্ন যথেষ্ট। কোন অনিবন্ধিত ক্লাবের সম্পাদক বা সভাপতির নামে মামলা করা যায় না। তবে, সংগঠনের এক বা একাধিক বা সকল সদস্য মামলা করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি লইতে হয়। দেওয়ানী-প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-১, বিধি-৮ দ্রষ্টব্য (*দেওয়ানী কার্যবিধি* — সুনীল কুমার মিত্র ও অরুণা মুখোপাধ্যায় পৃ. ১০২)।

(১১) **সমাহর্তা** (Collective) **:** রাজস্ব প্রশাসনের জন্য জেলায় প্রধান আধিকারিক হইতেছে সমহর্তা (জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ধারা ৩(১১)। সমহর্তার বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে ৮০ ধাবার বিধানাধীনে পূর্বে অনুমতি লইবার বিধান আছে। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এর ৮০ ধারা নিম্নলিখিতরূপ —

ধারা ৮০ : বিজ্ঞপ্তি (Notice)। (১) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যসহ সরকারের বিরুদ্ধে অথবা কোন লৌকিক আধিকারিকের (Public officer) বিরুদ্ধে ঐরূপ লৌকিক আধিকারিকের পদাধিকারে কৃত বলিয়া অনুমিত কার্য বিষয়ে কোন মকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না যতক্ষণ-না নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষকে লিখিত বিজ্ঞপ্তি অর্পিত হওয়ার পর বা উহা তাহাদের কার্যালয়ে রক্ষিত হওয়ার পর দুইমাস অতিক্রান্ত হয় —

(এ) কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমার ক্ষেত্রে, যে-ক্ষেত্রে উহার রেলওয়ে সংক্রান্ত সেই ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, সংশ্লিষ্ট সরকারের কোন সচিব;

(বি) কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমার ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে উহা রেলওয়ে সংক্রান্ত, সংশ্লিষ্ট রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (= সাধারণ ব্যবস্থাপক = সাধারণ অধ্যক্ষ);

(বিবি) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমার ক্ষেত্রে, ঐ সরকারের মুখ্য সচিব বা ঐ ব্যাপারে ঐ সরকার প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিক;

(সি) অন্য কোন রাজ্য সবকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমার ক্ষেত্রে সেই সরকারের একজন সচিব অথবা জেলার সমহর্তা; এবং কোন লৌকিক আধিকারিকের ক্ষেত্রে উহা তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে বা তাঁহার কারণে দিয়া আসিতে হইবে, তাহাতে বিবৃত থাকিবে বিবাদ-কারণ (= বাদমূল, মামলার কারণ), বাদীর নাম, বিবরণ এবং বাসস্থান এবং কি উপশম তিনি দাবি করিতেছেন, এবং আর্জিতে [= বাদপত্রে] এই মর্মে একটি বিধৃতি বিবৃত থাকিবে যে ঐরূপ বিজ্ঞপ্তি ঐভাবে অর্পিত বা প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) তবে জম্মু ও কাশ্মীর সহ সমস্ত সরকার বা অফিসারের বিপক্ষে সময় নষ্ট না করিয়া প্রতিবিধানে চাহিলে আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা করা যায়। তবে আদালত আর্জিতে যাহাই চাওয়া হউক না কেন কোন উপশম মধ্যবর্তী বা অন্য কিছু দিবে না ঐ সরকার বা অফিসারকে একটি যুক্তি সংগত কারণ দর্শাইবার সুযোগ না দিয়া ঃ

প্রকাশ থাকে যে, আদালত পক্ষগণকে শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট হয় যে কোন জরুরী বা এখনই কোন উপশম দেবার প্রয়োজন নাই তখন আদালত উপনিয়ম (১) সমাপ্ত করিয়া আর্জি পুনরায় দাখিল করিবার জন্য উহা ফেরত দিবে।

(৩) তবে সরকার বা কোন অফিসারদিগের বিরুদ্ধে কোন মামলা উপনিয়ম (১) এর প্রয়োজন মিটান হয় নাই বলিয়া কিংবা ভুল বা ত্রুটির জন্য ঐ সব নোটিশ উল্লেখিত বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য বাতিল কবা চলে না।

(এ) নাম, বিবরণ, বাসস্থান বাদীর যাহা দেওয়া হইয়াছে প্রকৃত কর্তৃপক্ষকে সনাক্ত করিবার জন্য বা অফিসাবকে চিহ্নিত করিবার জন্য এবং যে নোটিশ সরবরাহ কবা হইয়াছে বা দেওয়া হইয়াছে (১) উপনিয়মে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ বা অফিসারের অফিসে; এবং

(বি) কার্যকারণ এবং যে উপাদান যথার্থভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহার জন্য।

(১২) **উপসমাহর্তা** (Deputy Collector) ঃ উপসমাহর্তা তাঁহার অধীনস্থ কোন আধিকারিককে তাঁহার ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে, অবস্থিত কোন সাক্ষীকে কমিশনে জেরা (examine) করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

(১৩) **করপোরেশন বা নিগম** (Corporation) ঃ গঠন অনুসারে নিগম বা করপোরেশন দুই প্রকারের —

(ক) করপোরেশন সোল (Corporation Sole) এবং

(খ) করপোরেশন এ্যাগরিগেট (Corporation Aggregate) :

করপোরেশন সোল-এর অস্তিত্ব চিরস্থায়ী; ইহা একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা (body politic); ইহার প্রধানতম দায়িত্ব এক ব্যক্তিতে ন্যস্ত থাকে (A corporation sole is body politic having perpetual succession constituted in a single

person — Hallsbury's *Laws of England*, 4th Ed. Vol. 9, p. 719)। আমাদের দেশে মহাপরিপালক আইন (Administrator General's Act) এর ৫-ধারায় গঠিত মহাপরিপালক এবং অফিসিয়াল ট্রাসটী আইন (Official Trustees Act) (Official Trustees Act)-এর ৬ ধারায় গঠিত ন্যাসনাল করপোরেশন সোল এর দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল পদাধিকারীর মকদ্দমা করিবার অধিকার আছে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিগমবদ্ধ সংস্থার নামোল্লেখে মকদ্দমা করা যাইতে পারে।

যৌথ নিগম (Corporation aggregate) অর্থে একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা। ইহার পরিচিতি থাকে; স্থায়ী উত্তরাধিকার নিয়মানুসারে গঠিত হয়; এবং ব্যক্তি হিসাবে আইনের বিধানানুসারে বিভিন্ন বিষয় কাজ করিতে পারে। A corporation aggregate is a collection of many individuals united into one body under a special denomination having perpetual succession under an artificial form, and vested by the policy of the law with the capacity of acting in several respects as an individual, particularly of taking and granting property, of contracting obligation, and of suing and be sued of enjoing privileges and immunities in common and of exercising a variety of political rights more or less extensive, according to the designs of its institutions, or the powers conferred upon it either corporation at the time of its creation or at any subsequent period of its existence.

Corporations are created by (i) Prescription (ii) Letters Patent and (iii) Act of legislature (Halsbury's *Laws of England,* 4th ed. Vol. 9, p. 719).

Lay Corporation (Aggregate) may again be divided into :

(i) Trading Corporation (Aggregate) :

(a) Chartered companies.

(b) Companies incorporated by special Act of Parliament e.g Railway Co.

(c) Companies incorporated under the Companies Act.

(ii) Non-Trading Corporation (Aggregate) comprise :

(a) Corporations having statutory powers of Local Goverment such as Municipality, Anchal Panchayet, etc.

(b) Trade Unions.

(c) Cooperative Societies for self-help.

(d) Charitable of benevolent institutions like Indian Red Cross Society.

(e) Institutions for promotion and research such as universities.

(f) District School Board etc. (Please see *Plaints* by A. B. Majumder, p. 90).

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ২৯, বিধি-৩ এ নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশদান করা আছে —

বি. দ্রঃ হেতুভাষণে স্বাক্ষর ও সত্যতা প্রতিপাদন (Subscription and Verification of Pleading)। করপোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমায় করপোরেশনের সচিব কোন পরিচালক (নির্দেশক, অধিকর্তা) বা অন্য মুখ্যাধিকারিক যিনি মকদ্দমার তথ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে সমর্থ, তিনি করপোরেশনের পক্ষে কোন হেতুভাষণ স্বাক্ষরদান এবং সত্যতা প্রতিপাদন করিতে পারেন।

করপোরেশন অর্থে কেবলমাত্র কোন আইনের অধীনে গঠিত করপোরেশন নহে, কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধীকৃত কোম্পানীও করপোরেশনরূপে বিবেচিত হইবে (AIR 1971 SC 740)। কোন করপোরেশনের করপোরেট নামে মামলা রুজু করিতে হইবে; অবশ্য কোন আইনের বিশেষ বিধানে ভিন্ন নামে মামলা রুজু করা যাইতে পারে (AIR 1962 AP 20); কেন না, কোন আইনে সৃষ্ট করপোরেশন পৃথকভাবে তাহার আইনীসত্তা (juristic entity) রক্ষা করিতে পারে (AIR 1966 SC 1346; AIR 1969 Cal 95)। সাধারণতঃ কোম্পানীর ডাইরেক্টর মামলা রুজু করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কোম্পানীর প্রতি অন্যায় করিলে সংখ্যাগুরু শেয়ারহোলডার কোম্পানীর নামে মামলা রুজু করিতে পারে (AIR 1950 FC 133)।

করপোরেশন ও ফার্মের মধ্যে তফাৎ যথেষ্ট। ফার্মের আইনগত স্বীকৃতি নাই; ইহা অংশীদারদিগের একত্রিত নামমাত্র। ইহার কোন আইনী সত্তা নাই। (AIR 1940 All 81)। Persons who have entered into partnership with one another are called collectively firm (Indian Partnership Act, 1932, S. 4,). The word 'firm' is a short, collective name for the individuals who constitute the partners, and the name under which they trade is their firm name (Halsbury's *Laws of England*, 3rd ed, Vol. 28, p. 485). A firm is not a legal entity although Order 30, Code of Civil Procedure 1908 provided that the partners of the firm may sue or be sued in the name of the firm (AIR 1969 Guj 178). A firm is not a person and cannot enter into any partnership with an individual (AIR 1963 SC 1497).

A firm is a creature of contract and its rights and liabilities depend on the terms thereof for certain purposes, as for instance, suing and being sued, the firm is recognised as an entity. But the issuance of the concept of firm is that it is a convenient name of description of individuals entering into combination upon a joint venture (AIR 1963 Mad 292).

(১৪) **বিদেশী করপোরেশন** (Foreign Corporation) : যে বিদেশী কোম্পানী করপোরেশন ভারতের বাহিরে নিগমভুক্ত তাহার বিরুদ্ধে ভারতে মকদ্দমা করা যাইতে পারে (AIR 1967 Cal 205)। কোন বিদেশী করপোরেশন তাহার করপোরেট নামে ভারতে মকদ্দমা করিতে পারে। কোম্পানী আইনে উহাকে নিবন্ধীত হইবার প্রয়োজন নাই।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮৩-ধারায় কখন্ বিদেশী মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন সে বিষয়ে নির্দেশ দান করা আছে : কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে ভারতে বসবাসকারী বিদেশী-শত্রুরা এবং বিদেশী সুহৃদবর্গ এরূপ যে কোন আদালতে মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন অন্যভাবে যে আদালত ঐ মকদ্দমার বিচার করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন যেন তাঁহারা ভারতের নাগরিক, কিন্তু ঐরূপ অনুমতিব্যতিরেকে ভারতে বসবাসকারী বা বিদেশে বসবাসকারী বিদেশী-শত্রুরা ঐরূপ কোন আদালতে মকদ্দমা দায়ের করিবেন না।

(১৫) **কোম্পানী** (Companies) : কোম্পানীর নামে মকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে। কোম্পানী আইনে নিবন্ধীত কোন কোম্পানীব পৃথক সত্ত্বা আছে এবং উহা শেয়ার গ্রহীতা হইতে পৃথক (AIR 1963 SC 1811)। এমনকি, সরকার মূলধন সরবরাহ করিলে এবং সরকার দ্বারা কোম্পানী পবিচালিত হইলেও কোম্পানীর নামে মকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে (AIR 1963 SC 1890; AIR 1964 SC 1486)। কোম্পানী আইন ১৯৫৬ এর ৬১৭-ধারাব বিধানাধীনে কোন কোম্পানী সরকারী কোম্পানী হইলেও উক্ত কোম্পানীর আইনগত অবস্থা (Juristic Character) পরিবর্তিত হয় না (AIR 1969 Cal 195)।

কোন কোম্পানীব পরিমেল নিয়মাবলীতে (articles of association) যদি এমন বিধান থাকে যে কোম্পানীরর ডাইরেক্টরদিগের সম্মতিক্রমে কোম্পানী কোন মামলা দায়ের করিতে পারে, তবে উক্ত কোম্পানীর সেকরেটারী আমমোক্তারনামা বলে মামলা রুজু করিতে পাবিবে; ডাইরেকটরদিগের সম্মতি পরবর্তীকালে লইলেও চলিবে (AIR 1972 SC 1311)।

যে সংঘ বা কোম্পানী বন্ধ হইতে চলিয়াছে সে বিষয়ে কোম্পানী আইনের ৪৫৭-ধারায় অবসায়কের (liquidator) ক্ষমতা সম্পর্কে বিধৃত আছে। আদালতের নির্দেশে বন্ধ কোম্পানীর লিকুইডেটর আদালতের অনুমতিক্রমে সংঘের তরফে মামলা রুজু করিতে পারে বা প্রতিবাদীরূপে কোম্পানীর তবফে কাজ করিতে পাবে। অবসায়কেব কাজ-কর্ম আদালতের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

যেক্ষেত্রে কোম্পানী স্বেচ্ছায় অবসায়িত হয় সেক্ষেত্রে স্বেচ্ছা অবসায়ক (voluntary liquidator) উক্ত সরকারী অবসায়কের ন্যায় (Official Liquidator) মামলা সংক্রান্ত বিষযে ব্যবস্থা অবলম্বন কবিবে।

কজ টাইটেল (cause-title) বন্ধ কারখানা / কোম্পানীর নামোল্লেখে সরকারী অবসায়কের উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৬) **অনিবন্ধিত কোম্পানী** (Unregistered Company) **:** অনিবন্ধিত কোম্পানীর মকদ্দমার ক্ষেত্রে কোম্পানীর সকল সদস্যকে জড়িত করিতে হইবে। দেওয়ানী কার্যবিধির ২৯নং আদেশ অনিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

যেক্ষেত্রে অনিবন্ধিত কোম্পানীতে বহুসদস্য থাকে, সেক্ষেত্রে, আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-১, বিধি ৮ অনুসারে উক্ত কোম্পানীকে মকদ্দমায় জড়িত করিতে হয়।

গৃহ ও জমির বণ্টন গ্রহীতাদের গৃহ পর্যদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। সকল বাদীর একই অজুহাত প্রাপ্তব্য। হেতুর কারণকে অবজ্ঞা করে তাঁহারা আদেশ ১, বি. ৮ এর নিয়মানুসারে প্রতিনিধিমূলক মামলা দায়ের করিতে পারেন (AIR 1990 SC 642)।

সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলপূর্বক দখল অপসারণের জন্য সম্প্রদায়ের একজন সদস্য মামলা দায়ের করিতে পারেন এবং আদেশ-১, বিধি ৮এর নিয়মানুসারে দরখাস্ত না করিয়া নিজের অধিকার প্রতিপাদন করিতে পারেন (AIR 1990 SC 396)।

(১৭) **সরকারী উকিল** (Government Pleader) **:** দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-২৭, বিধি ৫-এ সরকারী উকিলের সম্পর্কে নির্দেশদান করা আছে। আদেশ-২৭, বিধি ৪এ বলা আছে যে সরকারের তরফে আদালতে নিযুক্তক হিসাবে কাজ করিবে সরকারী উকিল। এবং সরকারের পক্ষে সরকারী উকিল আদালত প্রেরিত পরোয়ানা / আদেশিকা (Process) গ্রহণ করিবে।

(১৮) **নির্বাহক** (Executor) **:** দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-৩১ দ্বারা অছি, নির্বাহক এবং প্রশাসকের কোন মকদ্দমার দায়িত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ দান করা আছে :

বিধি ১। অছি ইত্যাদির হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত মকদ্দমায় স্বত্বভোগীর প্রতিনিধিত্ব (Representation of beneficiaries in suits concering properties vested in trustees, etc.) : অছি, নির্বাহক বা প্রশাসকের হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল মকদ্দমায় যে ক্ষেত্রে বিরোধটি উক্ত মকদ্দমায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (beneficiary) ও কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে থাকে সেই ক্ষেত্রে অছি, নির্বাহক বা প্রশাসক উক্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে উক্ত মকদ্দমায় পক্ষ করা প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু আদালত ন্যায়ানুগ মনে করিলে তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের মধ্যে যে কোন একজনকে মকদ্দমায় পক্ষ করিবার আদেশদান করিতে পারেন।

বিধি ২। অছি, নির্বাহক এবং প্রশাসকের সংযুক্তি (Joinder of trusrtees, executors and administrators) : যে ক্ষেত্রে কতিপয় অছি, নির্বাহক বা প্রশাসক রহিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদের একজন বা একাধিকজনের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করা হইলে অপর সকলকেও মকদ্দমায় পক্ষ করা হইবে : প্রকাশ থাকে যে, সকল নির্বাহক তাঁহাদের উইল প্রমাণ করনে নাই এবং ভারতের বাহিরের ন্যায়রক্ষক, নির্বাহক এবং প্রশাসককে পক্ষ করিবার আবশ্যকতা নাই।

বিধি ৩। বিবাহিতা মহিলা নির্বাহকের স্বামীকে পক্ষভুক্ত করা যাইবে না : আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না কবিলে বিবাহিতা মহিলা অছি, মহিলা নির্বাহক বা মহিলা প্রশাসকের স্বামীকে তাঁহাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মকদ্দমায় কোনও পক্ষরূপে গণ্য করা যাইবে না।

(১৯) **কারবার** (Firm) : নিবন্ধিত অংশীদারী কারবার, বিদেশী কারবার, এক ব্যবসায়ী-বিশিষ্ট কারবার (one man firm), বিনাশিত কারবার (dissolved firm), হিন্দু যৌথ পারিবারিক কারবার Hindu joint family firm) এবং অনিবন্ধিত কারবাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কারবার থাকিতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বে ফার্ম সম্পর্কে বক্তব্য বাখিয়াছি। অংশীদারদিগের ভিন্নভিন্ন নামের পরিবর্তে কাজের সুবিধার জন্য কারবারের একটি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই নামের কোন বৈধ স্বীকৃতি নাই। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-৩০, বিধি ১ দ্বারা নির্দেশ দান করা আছে যে কোন অংশীদারী কারবার কারবারের নামে মকদ্দমা করিতে পারে বা পরিবারের নামের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে। এই বিধি কেবল অনুমতি সূচক মন্ত্র (Permissive) (63 CWN 21)। অংশীদারের নামে বা অংশীদাবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যাইবে। এ প্রসংগে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-৩০, বিধি ১ দ্রষ্টব্য : ফার্মের নামে মামলা করিলে অংশীদারদিগের নাম দিবার প্রয়োজন হয় না (AIR 1978 All 123)। বিদেশী ফারমের ক্ষেত্রেও আদেশ-৩০ এর বিধান প্রযোজ্য। অংশীদারগণ বিদেশে বসবাসকারী হইলেও বিদেশী কারবার ভারতে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে আদেশ-৩০ অনুসারে মামলা করিতে হইবে (AIR 1932 Nag 114)। এক ব্যক্তি বিশিষ্ট ফারম নামের অপপ্রয়োগমাত্র। কোন ব্যক্তি কোন ফারমের নামে বা কোম্পানীর নামে ব্যবসায় করিলেও উক্ত ব্যবসায়ীর নামে মকদ্দমা করিতে হইবে (AIR 1932 Bom 516)। মামলা চলাকালীন উক্ত কারবারী ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার বৈধ প্রতিনিধিগণ উক্ত মামলায় অনুকল্পিত (substituted) হইবে (34 CWN 36)।

বিনাশিত ফারমের নামে (dissolved firm) মকদ্দমা চলিবে না (AIR 1945 Oudh 284)।

অনিবন্ধিত ফারম অর্থাৎ যাহা অংশীদারী আইনের বিধানানুসারে নিবন্ধিত হয় নাই — এর বৈধ সত্তা (legal entity) স্বীকৃত নহে; এবং অনিবন্ধিত কারবার সংক্রান্ত মকদ্দমা সকল অংশীদারকে একত্রিত করিয়া করিতে হইবে (AIR 1954 Assam 111)।

(২০) **অংশীদার** (Partners) : অংশীদারদিগের পারস্পরিক মকদ্দমা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩০-এর অন্তর্গত বিধি-৯ অনুসারে পরিচালনা করিতে হইবে।

(২১) **নিজ নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে কারবারের ব্যক্তি** (Persons carrying on buisness in names other than their own) : কোন ব্যক্তি স্বীয় নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে ব্যবসায় পরিচালনা করিলে উক্ত কারবারের নামে মামলা কবা যাইবে। কোন ব্যক্তি এককভাবে কোন কারবারীর নামে ব্যবসা চালাইতে পারে; আবার একাধিক ব্যক্তিও কোন বিশেষ কারবারী নামে কোন কারবার পরিচালনা কবিতে পারে; উভয়ক্ষেত্রে উক্ত কারবারেব নামে মামলা কবা যাইবে; অবশ্য শর্ত এই যে উক্ত প্রকার অংশীদারী কাববারের পর্যাযে পড়ে না (AIR 1956 Ori 186; AIR 1944 Cal 138)। এরূপ ক্ষেত্রে দেওযানী প্রক্রিযা সংহিতাব আদেশ-৩০, বিধি ১০ প্রযোজ্য হইবে।

আদেশ-৩০, বিধি-১০। নিজ নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে কারবার চালাইলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মকদ্দমা : কোন ব্যক্তি তাঁহার নিজ নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে বা উপাধিতে ব্যবসায় রত থাকিলে অথবা হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বা যে কোন নামে কারবার কবিলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত নাম বা উপাধিতে মকদ্দমা করা যাইবে, যেন উহা ফার্মেরই নাম, এবং মকদ্দমার প্রকৃতি বিবেচনায যতদূর সম্ভব অত্র আদেশের সকল নিযম প্রযোজ্য হইবে।

* কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার বাণিজ্যিক / কাববারী নামে (Trade / firm name) মকদ্দমা করা যাইতে পারে কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাহার বাণিজ্যিক / কারবারী নামে মকদ্দমা রুজু কবিতে পারে না (AIR 1932 Bom 516)।

ব্যক্তিগত মালিকের মৃত্যুর পর তাহার বৈধ প্রতিনিধিদিগের বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইবে; ঐ ব্যক্তির কারবারি নামে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা চলিবে না। কারণ, মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা চলে না। কোন মকদ্দমা চলাকালীন মালিকের (Proprieter) মৃত্যু হইলে তাহাব বৈধ প্রতিনিধিকে মকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করিতে হইবে বা অনুকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ কবিতে হইবে (substitute)।

(২২) **বিদেশী শাসনকর্তা** (Foreign ruler — Foreign Prince) : এই প্রসঙ্গে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৭-এ এবং ৮৭-বি ধারা দ্রষ্টব্য।

ধারা ৮৩ ঃ কখন বিদেশী মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন (When aliens may sue) ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে ভারতে বসবাসকারী বিদেশী শত্রু, বিদেশী সুহৃদ এরূপ যে কোন আদালতে মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। অন্যভাবে যে আদালত উক্ত মকদ্দমার বিচার করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন, যেন তিনি ভারতের নাগরিক, কিন্তু ঐরূপ অনুমতি ব্যতিরেকে ভারতে বাসবাসকারী — বা বিদেশে বসবাসকারী — বিদেশী শত্রুরা ঐরূপ কোন আদালতে মকদ্দমা দায়ের করিবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ ভারতের সহিত যুদ্ধরত এরূপ বিদেশে বসবাসকারী এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ দেশে ব্যবসায় পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এই ধারার প্রয়োজনে, বিদেশে বসবাসকারী বিদেশী-শত্রু বলিয়া ধরা হইবে।

ধারা ৮৪ ঃ কখন বিদেশী রাষ্ট্র মকদ্দমা করিতে পারে (When foreign States may sue) ঃ কোন বিদেশী রাষ্ট্র যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন আদালতে মকদ্দমা দায়ের করিতে পারে ঃ প্রকাশ থাকে যে. মকদ্দমাটির উদ্দেশ্য হইল ঐরূপ রাষ্ট্রের শাসককে বা ঐরূপ রাষ্ট্রের সরকারী পদাধিকারে কার্যসম্পাদনকারী কোন আধিকারিককে বর্তানো ব্যক্তিগত অধিকার বলবৎ করা।

ধারা ৮৫ ঃ বিদেশী শাসকগণের পক্ষে অভিশংসন প্রতিরক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ (Persons specially appointed by Government to prosecute or defend on behalf of foreign Rulers ঃ (১) কেন্দ্রীয় সরকার, বিদেশী রাষ্ট্রের শাসকের অনুরোধে অথবা ঐরূপ শাসকের অনুকূলে কার্য করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মতে যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির অনুরোধে, আদেশ দ্বারা, ঐরূপ শাসকের পক্ষে অভিশংসন বা প্রতিরক্ষণ করিতে যে-কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারেন এবং এরূপে নিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীকৃত নিযুক্তক (= প্রতিনিধি) হিসাবে বিবেচিত হইবে। তাঁহারা এই সংহিতার অধীনে উক্ত শাসকের তরফে হাজিরা দিতে পারে, কার্য সম্পাদন করিতে পারে এই আবেদন করিতে পারে।

(২) *নির্দিষ্ট এক বা একাধিক মকদ্দমার জন্য অথবা সময়ে সময়ে ঐ শাসকের পক্ষে অভিশংসন বা প্রতিরক্ষণের জন্য যেমন প্রয়োজন হইবে তেমন সকল* মকদ্দমার জন্য এই ধারার অধীনে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তি হাজিরা দেওয়ার জন্য বা আবেদন করাব জন্য এবং তিনি যেন ঐ মকদ্দমায় একটি পক্ষ এইভাবে ঐরূপ মকদ্দমা বা মকদ্দমাসমূহ সম্পর্কে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রাধিকৃত বা নিযুক্ত করিতে পারেন।

ধারা ৮৬ ঃ বিদেশী শাসক, রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক দূতের বিরুদ্ধে মকদ্দমা (Suits against foreign Rulers, Ambassadors and Envoys) ঃ (১) কেন্দ্রীয়

সরকারের সম্মতির জন্য কোন সচিব দ্বারা লিখিতভাবে শংসিত না হইলে অন্যথা উপযুক্ত আদালতে বিদেশী কোন শাসকের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যাইবে না ঃ

প্রকাশ থাকে যে কোন ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির প্রজা হিসাবে উপরিলিখতরূপ সম্মতি ব্যতিরেকে এরূপ শাসকের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে পারেন যাঁহার নিকট হইতে তিনি উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দাবি করেন।

(২) এইরূপ সম্মতি কোন একটি নির্দিষ্ট মকদ্দমা সম্পর্কে অথবা কতকগুলি নির্দিষ্ট মকদ্দমা সম্পর্কে প্রদত্ত হইতে পারে এবং তাহাতে বলা থাকিতে পারে যে-কোন মকদ্দমা বা যে-কোন শ্রেণীর মকদ্দমার ক্ষেত্রে. কোন্ আদালতে উক্ত শাসকের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যাইবে, কিন্তু উহা প্রদান করা হইবে না, যদি না কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে উক্ত বৈদেশিক রাষ্ট্র —

(ক) যে ব্যক্তি ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ইচ্ছুক তাহার বিরুদ্ধে ঐ আদালতে মকদ্দমা দায়ের কবিয়াছে; অথবা

(খ) নিজের দ্বারা বা অন্যদ্বারা উক্ত আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ব্যবসায় করে; অথবা

(গ) ঐরূপ সীমার মধ্যে অবস্থিত স্থাবব সম্পত্তিব অধিকারী এবং এইরূপ সম্পত্তি সম্পর্কে বা উহার উপর প্রভার (Change) সম্বন্ধীয় অর্থের জন্য মকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে; অথবা

(ঘ) এই ধারা দ্বারা প্রদত্ত সুবিধা ব্যক্ত বা বিবক্ষিতভাবে (expressly or impliedly) পরিত্যাগ করিয়াছে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সচিব কর্তৃক লিখিতভাবে শংসিত সম্মতি ব্যতিরেকে এইরূপ বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞপ্তি নির্বাহ করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানসমূহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে —

(ক) কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের শাসক,

(ক-ক) কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক দূত,

(খ) কমনওয়েলভুক্ত কোন দেশের হাইকমিশনার, এবং

(গ) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক দূতের বা উক্ত কমনওয়েলথভুক্ত দেশের হাইকমিশনার এরূপ কোন কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই ব্যাপারে যে প্রকার নির্দিষ্ট কবিয়া দিবেন, বিদেশী রাষ্ট্রের শাসকের ক্ষেত্রে ঐগুলি প্রযোজ্য হয়।

(৫) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে এই বিধিতে গ্রেপ্তার করা যাইবে না ঃ —

(ক) যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের শাসক;

(খ) যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের দূত বা প্রতিনিধি;

(গ) কমনওয়েলথভুক্ত যে কোন দেশের হাইকমিশনার; এবং

(ঘ) বিদেশী রাষ্ট্রের কর্মী-শ্রেণীর যে কোন সদস্য অথবা রাষ্ট্রদূতদিগের কেহ বা কমনওয়েলথভুক্ত হাইকমিশনারদিগের কেহ যেমন কেন্দ্রীয় সরকার উল্লেখ করিবেন অর্থাৎ বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি যাহা প্রয়োগ হইতে পারে তেমন।

(৬) কেন্দ্রীয় সরকাবের কাছে যখন কোন অনুরোধ করা হইবে তখন তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিক নাকচ করিবার পূর্বে আবেদনকারীকে একটি যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ দান করিতে হইবে।

ধারা ৮৭ ঃ মকদ্দমার পক্ষরূপে বিদেশী শাসকগণের শৈলী (Style of foreign rulers as parties to suits) **ঃ** কোন বিদেশী রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃক বা ঐরূপ শাসকের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে তাঁহার রাষ্ট্রের নামে ঃ

অবশ্য শর্ত এই যে ৮৬-ধারায উল্লেখিত সম্মতি দিবার সময় কেন্দ্রীয় সবকার নির্দেশ দিতে পারেন যে, কোন নিযুক্তকের (= প্রতিনিধি) নামে অথবা অন্য কোন নামে উক্ত শাসকেব বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যাইবে।

ধারা ৮৭-ক ঃ বিদেশী রাষ্ট্র এবং শাসক-এর সংজ্ঞা (Definition of foreign State and Ruler) **ঃ** (১) এই খণ্ডে —

(ক) বিদেশী রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় ভারতের বাহিরের যে-কোন রাষ্ট্র যাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত; এবং

(খ) বিদেশী রাষ্ট্রের বিষযে শাসক বলিতে বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যিনি সমকালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উক্ত রাষ্ট্রের প্রধান রূপে স্বীকৃত।

(২) প্রত্যেক আদালত নিম্নলিখিত তথ্য বিচারিক দৃষ্টিতে দেখিবেন ঃ

(ক) কোন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সবকাব কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে বা হয় নাই;

(খ) কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছেন বা হন নাই।

ধারা ৮৭-খ ঃ প্রাক্তন ভারতীয় রাজ্যের শাসকবর্গের ক্ষেত্রে ৮৫ ধারা ও ৮৬ ধারার প্রয়োগ (Application of sections 85 and 86 to Rulers of former Indian States) **ঃ** (১) কোন প্রাক্তন ভারতীয় রাজ্যের শাসক কর্তৃক আনীত বা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন মকদ্দমার ক্ষেত্রে, যাহা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ এরূপ বিবাদ কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে উত্থিত হইয়াছিল, কিংবা, এরূপ কার্যবাহেব ক্ষেত্রে যাহা ঐরূপ মকদ্দমা হইতে উৎপন্ন, ৮৫ ধারার এবং ৮৬ ধারার (১) ও (৩) উপধারার বিধানসমূহ এইরূপ শাসকের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে যেমন তাহারা প্রযোজ্য হয় বিদেশী রাষ্ট্রের শাসকের বেলা।

(২) এই ধারায় —

(ক) 'প্রাক্তন ভারতীয় রাজ্য' বলিতে বুঝায় এরূপ ভারতীয় রাজ্য যাহা কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারেন;

(খ) 'সংবিধানের সূচনা' অর্থে ১৯৫০ সনের জানুয়ারী মাসের ২৬-তম দিবস বুঝায়; এবং

(গ) প্রাক্তন ভারতীয় রাজ্যের ব্যাপারে 'শাসক' শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত যে অর্থে উহা সংবিধানের ৩৬৩-অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২৩) **সরকার, সরকারী আধিকারিক, জন-আধিকারিক** (Government Government Officer, Public Officer) **ঃ** দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-২৭, বিধি ৩-এ নির্দেশ দান করা আছে ঃ

বিধি ৩ ঃ সরকার দ্বারা বা সরকারের বিপক্ষে মকদ্দমার আর্জি (Plaints in suits by or against Government) **ঃ** সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমার আর্জিতে বাদী বা প্রতিবাদীর নাম, পরিচয় ও ঠিকানা সন্নিবেশিত করিবার পরিবর্তে ৭৯-ধারায় বর্ণিত উপযুক্ত নাম সন্নিবেশিত করিলেই চলিবে।

ধারা ৭৯ ঃ সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমা (Suits by or against Government) **ঃ** সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমায় বাদী বা প্রতিবাদীরূপে, যেখানে যে প্রকার, যে প্রাধিকারীর নামোল্লেখ করিতে হইবে তাঁহারা হইবেন —

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমায় ভারত যুক্তরাষ্ট্র (Union of India), এবং

(খ) রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বা রাজ্যসরকার কর্তৃক আনীত মকদ্দমায়, রাজ্য।

টীকা ঃ রেলওয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনিতে হইলে অবশ্যই উহা দায়েব করিতে হইবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে (*কেরালা রাজ্য* ব. *জেনারেল ম্যানেজার* AIR 1965 Ker 177 (FB)]।

ভারতের সংবিধানের ৩০০(১) অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ দান করা আছে ঃ ভারত সরকার **ভারত সংঘ** এই নামে (Union of India) মামলা করিতে পারেন বা ঐ নামে উহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে এবং কোন রাজ্যের সরকার ঐ রাজ্যের যে নাম সেই নামে মামলা করিতে পারেন বা ঐ নামে উহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে এবং এই সংবিধান দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে বিধিবদ্ধ সংসদের বা ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলির আইন দ্বারা যে বিধান করা হইতে পারে তদধীনে, এই সংবিধান বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপ ক্ষেত্রে ভারত ডোমিনিয়ন এবং তৎস্থানী প্রদেশসমূহ বা তৎস্থানী ভারতীয় রাজ্যসমূহ মামলা করিতে পারিতেন

বা উহাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পাবিত তদনুরূপ ক্ষেত্রে, নিজ নিজ কার্যাবলী সম্বন্ধে মামলা করিতে পারেন বা উহাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে।

(২৪) **হিন্দু যৌথ পরিবার** (Hindu joint family) **:** মামলা **কর্তা** বা **ম্যানেজার** করিতে পারে অথবা উহাদেব বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে। তবে, যেখানে যৌথ পরিবারের কোন ব্যক্তি মামলা কবিবেন, সেখানে যৌথ পরিবারের সকলের পক্ষে ঐ মামলা করিতে হইবে। বাদী যৌথ পরিবারের ম্যানেজার হইলে যৌথ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদিগকে পক্ষভুক্ত কবিবাব প্রয়োজন নাই (AIR 1968 AP 291)। কোন যৌথপরিবাবে একাধিক ম্যানেজার থাকিলে মামলায় সকলকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। কজ্ টাইটেলে এই সংক্রান্ত ত্রুটির জন্য মামলা খারিজ হইতে পারে না (AIR 1954 Assam 111)। কর্তা ও ম্যানেজার সমমর্যদা সম্পন্ন নহে। হিন্দু যৌথ পবিবাবেব একের অধিক কর্তা থাকিতে পাবে না; কিন্তু একাধিক ম্যানেজার থাকিতে পারে। যৌথ হিন্দু পবিবারের শরিকগণ একাধিক ব্যক্তিকে ম্যানেজার নিয়োগ করিতে পাবে। এক ম্যানেজারের মৃত্যুতে অপরে তাহার দায়িত্ব পালন কবিতে পারে না (AIR 1965 SC 1531)।

(২৫) **প্রতিমা** (Idol) **:** হিন্দু প্রতিমা বিচারিক ব্যক্তি (juristic person) হিসাবে স্বীকৃত; এবং ঐ নামে মামলা চলিবে। দেওয়ানী কার্যবিধিতে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলেও আদালত স্বীকৃত এক প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। আইনেব দৃষ্টিতে প্রতিমা স্থায়ীভাবে নাবালক (minor) এবং প্রতিমার সেবাইৎ বা ম্যানেজার প্রতিমার তরফে মামলা করিতে পারে। যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আদেশ-৩২, বিধি ১-এর অনুরূপ।

বিধি ১ : পরবর্তী বন্ধুদ্বারা নাবালককে মকদ্দমা করিতে হয় (Minor to sue by next friend) **:** নাবালক কর্তৃক প্রতিটি মকদ্দমা তাহার নামে একজন ব্যক্তি কর্তৃক দায়েরকৃত হইবে যাঁহাকে উক্ত মকদ্দমায় ওই নাবালকের পরবর্তী বন্ধু বলা হইবে।

ব্যাখ্যা (Explanation) **:** এই আদেশে নাবালক বলিতে বুঝায় এরূপ ব্যক্তিকে যে ভারতীয় সাবালকত্ব (= প্রাপ্তবয়স্কতা) আইন ১৮৭৫ (১৮৭৫ এর ১৯নং আইন) -এর ৩-ধারার অর্থানুসারে প্রাপ্তবয়স্ক হয় নাই, যেখানে মকদ্দমাটি উক্ত আইনের ২ ধারার প্রকরণ (ক) এবং (খ)-এ উল্লেখিত বিষয় সমূহের যে কোন বিষয় সংক্রান্ত কিংবা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধিত হয়।

অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত নিযুক্ত করা হইলে, ডিক্রী অবৈধ বিবেচিত হইবে (68 Cal WN 333: AIR 1965 Cal 562)।

অভিভাবক ব্যতীত নাবালকের বিরুদ্ধে বা উন্মাদের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ (Decree) বাতিল (nullity) বলিয়া বিবেচিত হইবে (AIR 1968 SC 954)।

কিন্তু কোন নাবালক অভিভাবক ব্যতীত আদালত হইতে কোন আদেশ লাভ করিলে তাহা বাতিল বিবেচিত হইবে না।

হিন্দু প্রতিমার ক্ষেত্রে নাবালক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সাদৃশ্যের কারণে কার্যকরী হইবে (33 CWN 96)।

প্রতিমা দুই শ্রেণীর —

(১) পারিবারিক প্রতিমা (Family Idols)

(২) সর্বজনীন প্রতিমা (Public Idols)।

পারিবারিক প্রতিমা : এই প্রতিমার সম্পত্তি থাকিতে পারে, নাও পারে; সম্পত্তি যত বিবাদের মূল। যেক্ষেত্রে প্রতিমার সম্পত্তি এবং সেবাইত নিযুক্ত আছে, সেক্ষেত্রে সেবাইত প্রতিমার তরফে আদালতে কাজ করিবে। সেবাইত কাজ করিতে না চাহিলে, পরবর্তী বন্ধু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে যদি আদালত অনুমতিদান করে। প্রতিমার নামে সম্পত্তি থাকিলে সেবাইত ঐ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মামলা আনয়ন করিতে পারে (45 CWN 932: AIR 1941 Cal 272)। সম্পত্তি প্রতিমার নামে রক্ষিত হয়; কিন্তু প্রতিমার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের মামলা করিবার অধিকার সেবাইতের; মামলায় পক্ষভুক্ত হইতে প্রতিমা, মামলা চালাইবে সেবাইত (AIR 1940 PC 116)। সেবাইত মামলা করিতে অস্বীকার করিলে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত **পরম বন্ধু** (Next friend) প্রতিমার তরফে মামলা করিতে পারে (44 CLJ 522)।

প্রকৃত সেবাইত (*de facto*) আইনতঃ সেবাইত এর (*de jure*) ন্যায় মামলা করিতে পারে। ভাবী সেবাইত অর্থাৎ যে ব্যক্তির ভবিষ্যতে সেবাইতের পদ অধিকার করিবার যোগ্যতা আছে বা প্রতিমার প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রতিষ্ঠাতার পরিবারবর্গের কোন সদস্য যাঁহাদের পারলৌকিক মংগলার্থে ঐ প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে — মামলা করিতে পারে এই মর্মে যে সেবাইত প্রতিমার যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছে তাহা প্রতিমার স্বার্থবিরোধী এবং সেবাইত ঐ প্রকারে প্রতিমার সম্পত্তি হস্তান্তরে প্রাধিকৃত নহে (35 CWN 768)। কোন প্রতিমার সহিত একাধিক সেবাইত যুক্ত থাকিলে তাঁহাদের সকলকে মামলায় পক্ষভুক্ত হইতে হইবে (AIR 1925 Cal 623); কিন্তু AIR 1971 Ori 15 নির্দেশ আছে ক্ষেত্রবিশেষে সকলের পরিবর্তে কয়েকজন সেবাইত মামলা করিতে পারে।

সর্বজনীন প্রতিমা (Public Idols) **:** সর্বজনীন প্রতিমার ক্ষেত্রেও পারিবারিক প্রতিমার ন্যায় সেবাইত বা ম্যানেজার মামলা করিতে পারে।

নিম্নলিখিত আইনগুলি দ্বারা মামলা করিবার অধিকার সীমিত করা হইয়াছে :

(i) ধর্মীয় বৃত্তি আইন ১৮৬৯ (The Religious Endowments Act 1863)

(ii) দাতব্য এবং ধর্মীয় ন্যাস আইন ১৯২০ (The Charitable and Religious Trusts Act 1920)

(iii) দেওয়ানী কার্যবিধির ৯২ ধারা।

(২৬) **লোকাল বোর্ড** (Local Board) : জেনারেল ক্লজেস আইন ১৮৯৭-এর ৩(৩১) ধারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (Local authority) ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে : মিউনিসিপ্যাল কমিটি, ডিসট্রিক্ট বোর্ড, পোর্ট কমিশনার্স কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কর্তৃপক্ষ যাহাকে সরকার বৈধভাবে মিউনিসিপ্যালিটি বা কোন স্থানীয় ব্যবস্থার অর্থভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করে।

(২৭) **উম্মাদ** (Lunatics) : দেওয়ানী কার্যবিধির অন্তর্গত আদেশ ৩২-এর ১৫-বিধিতে নির্দেশ আছে যে ১নং বিধি হইতে ১৪নং বিধিদ্বারা যে সকল ব্যবস্থাপনার উল্লেখ আছে তাহা মানসিক বিকারগ্রস্থ (unsound mind) ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। লুন্যাসি অ্যাক্ট ১৯১২ এর বিধানানুসারে কোন ব্যক্তিকে মানসিক বিকারগ্রস্থ ঘোষণা করা হয় : প্রকাশ থাকে যে কোন ব্যক্তি বিধানানুসারে মানসিক বিকারগ্রস্থ না হইলেও আদালত যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোন ব্যক্তি মানসিক বিকার বা জড়ত্বের জন্য মামলায় স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে সক্ষম নহে তবে কার্যবিধির উক্ত বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে।

(২৮) **নাবালক** (Minors) : কোন মামলায় বাদী / প্রতিবাদী নাবালক হইলে নাবালকের পক্ষে তাহার **পরম হিতৈষী** (next friend) মামলা চালাইবে। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-৩২, বিধি ১ এর নির্দেশ নিম্নলিখিতরূপ :— Every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who in such suit shall be called the next friend of the minors.

নাবালকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আদেশ ৩২এ বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করা আছে। নাবালকের পরম হিতৈষী না থাকিলে মামলা সরাসরি খারিজ করা হইবে না। যাহাতে নাবালকের মামলা চলিতে পারে সেজন্য সুযোগদান করিতে হইবে (AIR 1928 Cal 537)। আদালত আবেদনকারী প্রতিবাদীর নাবালকত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত নাবালকের অভিভাবক রূপে নিয়োগ করিবে। **এই মামলাজনিত অভিভাবক (Guardian ad litem)** নিয়োগের সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ-৩২ এর অন্তর্গত ৩নং বিধিতে নির্দেশিত আছে। এরূপ পরিস্থিতিতে নাবালকের কোন মামলায় নাবালকের অভিভাবককে নোটিশ প্রদান না করিয়া একতরফা ডিক্রী বাতিল হইতে পারে (AIR 1984 Pat 170)।

Guardian ad litem : An infant defends all proceedings by a guardian ad litem, and a person to fill that office must be named before appearnce is entered or any other step is taken on behalf of or against the infant (Halsbury's *Laws of England*, 3rd ed., Vol. 21, p. 322). Where the defendant is a minor, the Court on being statisfied by the fact of

his minority shall appoint a proper person to be guardian for the point for such minor (Code of Civil Procedure 1908, Order 32, rule 3(1))।

(২৯) **মঠ, মোহন্ত** (Math, Mohant) **:** মঠ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠান। বিশেষ ধর্মবিশ্বাস (cult) প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হয়। মোহন্ত এই প্রকার মঠের প্রধানরূপে কার্য করিয়া থাকেন। মঠের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির দায়িত্ব মোহন্তের। প্রতিষ্ঠানের ট্রাসটীরূপে মঠের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় (vest) এবং ট্রাসটী হিসাবে ঐ সম্পত্তির মালিকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন (AIR 1916 PC 256)।

যদিও মঠের সম্পত্তির মালিকানা মোহন্তের উপর ন্যস্ত তথাপি বিভিন্ন প্রকারের সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন শর্তের অধীনে পরিচালিত হয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাবলী মঠের নিয়ম-কানুন হিসাবে গৃহীত হইবে।

(৩০) **মসজিদ** (Mosque) **:** আইনের দৃষ্টিতে মসজিদ-এর পৃথক সত্ত্বা (*Locus standi in judicio*) আছে কিনা সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

(৩১) **মুতওয়ালী** (Mutwalli) **:** মহৎ উদ্দেশ্যে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এবং পরহিতার্থে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কোন মুসলমান স্থায়ীভাবে দান করিলে উহা ওয়াকফ রূপে বিবেচিত হইবে। নিম্নলিখিতগুলিও ওয়াকফরূপে বিবেচিত হইবে;

(i) ব্যবহার দ্বারা ওয়াকফ (a wakf by user)

(ii) মশরুত-উল-খিদমত (Mashrut-ul-khidmnat)

(iii) ওয়াকফ-অল-আওলাদ (Wakf-al-aulad)

ওয়াকফের দাতাকে (Donor) ওয়াকিফ (Wakif) বলে; শিয়া ওয়াকফ ও সুন্নী ওয়াকফ থাকিতে পারে; এবং উভয় সম্প্রদায় স্বীয় আইনে কার্য করিবে।

ওয়াকফ আইন ১৯৫৪-এর ৩(এফ) ধারায় মুতওয়ালী সম্পর্কে বলা আছে। কোন ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে কোন ওয়াকফের মুতওয়ালী নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যে নিদর্শপত্রে কোন সম্পত্তিতে ওয়াকফ সৃষ্টি করা হয়, সেই নিদর্শপত্রেই মুতওয়ালী নিয়োগ করা হইয়া থাকে। মুতওয়ালী অর্থে নায়েব, মুতওয়ালী, খাদিম, মেজ্জাতয়ার (Mejawar), সজ্জাদনিসিন (Sajjadannishine), আমিন ও অন্য কোন ব্যক্তি যাহাকে মুতওয়ালী মুতওয়ালীর কাজ-কর্ম করিবার জন্য ভারার্পণ করে। কোন ব্যক্তি বা কমিটি যদি কোন ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকে তবে তাহাকেও মুতওয়ালী বলা হইয়া থাকে।

১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইনের ৩৬-ধারা হইতে ৪১ ধারায় মুতওয়ালীর কর্তব্য সম্পর্কে বিধৃত আছে। ৪১-ধারার কর্তব্য সম্পাদনে অকৃতকার্য হইলে এক হাজার (১০০০) টাকা পর্যন্ত জরিমানা (Penalty) হইতে পারে।

কোন ওয়াকফ ব্যক্তিগত (Private) বা সর্বজনীন (Public) হইতে পারে। সর্বজনীন ওয়াকফে মুতওয়ালী প্রায়-ন্যাস এর ন্যায় (Quasi Trustee) কাজ করিবে। ওয়াকফ সম্পত্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হয় এবং মুতওয়ালীর সম্পত্তিতে কোন অধিকার সৃষ্টি হয় না। এই নিয়ম সর্বজনীন ওয়াকফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত ওয়াকফের ক্ষেত্রে (Public wakf) সম্পত্তিতে অধিকার স্বত্বভোগীদিগের (beneficiary)-উপর বর্তায়।

উভয় প্রকার ওয়াকফের ক্ষেত্রে মুতওয়ালীর নামে মামলা করা যাইবে। কোন ওয়াকফের ক্ষেত্রে একাধিক মুতওয়ালী থাকিলে মকদ্দমায় সকলকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। মুতওয়ালীগণ যৌথভাবে পদাধিকাববলে ক্ষমতা ব্যবহার করিবে (AIR 1935 Cal 623) ।

মুতওয়ালীর ক্ষমতা সেবাইত বা মোহন্তের মত ব্যাপক নহে। আদালতের অনুমতি ব্যতীত মুতওয়ালী ওয়াকফ সম্পত্তি বন্ধক, বিনিময় বা বিক্রয় করিতে পারে না। তবে, ওয়াকফনামায় মুতওয়ালীকে এই প্রকার হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রদান করা থাকিলে মুতওয়ালী ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে।

মুতওয়ালীপদ ওয়ারিশযোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য নহে। তবে, ওয়াকফনামায় এই বিষয়ে লিখিত নির্দেশ থাকিলে সেই অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৩২) **পৌর প্রশাসন** (Municipality) **:** পৌরসংস্থা এক প্রকার যৌথ নিগম (Corporation aggregate; পূর্বে লিখিত এই অধ্যায়ের ১৩নং প্যারাগ্রাফ দেখুন)। ইহার উচ্চতম অধিকর্তা হইতেছে কাউনসিলর পরিষদ (Body of Councillors)। পৌরসংস্থার নামে মামলা করা যাইবে; কজ-টাইটেলে পৌর চেয়ারম্যান বা কাউনসিলরের নাম উল্লেখের প্রয়োজন নাই। মামলা চলাকালে বডি অব কাউনসিলরের স্থলে অ্যাডমিনিসট্রেটর নিয়োগ করা যায়, তবে উক্ত প্রশাসককে মামলায় পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। অনাথা ডিক্রী কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না। (AIR 1938 Lah 83)।

পৌরসংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে আইনের বিধানানুসারে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। পশ্চিমবংগ মিউনিসিপ্যাল আইন ১৯৯৩ এর ৪০৭-ধারায় এইরূপ নির্দেশদান করা আছে। ইহা ১৯৩২ সালের আইনের ৪৩৫-ধারার সমজাতির (*pari materia*)। এই প্রকার বিধান দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০-ধারাতেও আছে। ৮০-ধারায় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিবার পূর্বে নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের বিধান আছে। ৮০-ধারায় বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট সরকার কর্মচারীদিগকে আইনের অবস্থান পুনর্বিবেচনার সুযোগ দান করা ও দাবির পরিবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যদি না অবশ্য মামলা না করার পরামর্শ থাকে (AIR 1969 SC 674; AIR 1956 SC 11)।

(৩৩) **সরকারী অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি** (Official assignee) : দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ২(১৭) ধারায় পাবলিক অফিসারের যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে অফিসিয়াল অ্যাসাইনী অর্থে অনুরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩৪) **সরকারী অবসায়ক** (Official Liquidator) : কোন কোম্পানীর অবসায়নের জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত সরকারী অবসায়ক আইনের দৃষ্টিতে নিযুক্তক মাত্র। সরকারী অবসায়ক স্বয়ং নিঃস্ব নহেন; তবে, নিঃস্ব কোম্পানীর তরফে তিনি নিঃস্ব সংক্রান্ত ফরমে (Forma Pauperis) মামলা দায়ের করিতে পারেন। অবসায়ক ট্রাসটির ন্যায় ক্ষমতাযুক্ত নহে।

(৩৫) **সরকারী ন্যাসপাল** (Official Trustees) : প্রতিরাজ্যে সরকার নিযুক্ত একজন করিয়া অফিসিয়াল ট্রাসটী থাকে। অবশ্য একাধিক রাজ্যের জন্য এক ব্যক্তিকে ট্রাসটী নিয়োগ করিতে বাধা নাই। অফিসিয়াল ট্রাসটীজ অ্যাক্ট, ১৯১৩ (Official Trustees Act 1913) এর ৬-ধারায় বিধৃত আছে যে অফিসিয়াল ট্রাসটী করপোরেশন সেলে (Corporation sole) রূপে বিবেচিত হইবে। এবং উক্তনামে মামলা দায়ের করিতে হইবে। যে মামলায় সরকারী ন্যাসপালের নিকট হইতে ব্যক্তিগত কোন উপশম (relief) পাওনা না থাকে সেক্ষেত্রে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০-ধারায় নোটিশ প্রদান করিতে হয় না (অফিসিয়াল ট্রাসটীজ অ্যাক্ট ১৯১৩ এর ১৬-ধারা দ্রষ্টব্য)।

অফিসিয়াল ট্রাসটী মৃত ব্যক্তিব সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না, যদি-না তাঁহাকে মৃত ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত উইলে তাঁহাকে একমাত্র ট্রাসটী এবং একমাত্র নির্বাহক (executor) নিয়োগ করা হইয়া থাকে। অফিসিয়াল ট্রাসটী সর্বদা একমাত্র ট্রাসটী হইবে। এবং অপর কাহারও সহিত অফিসিয়াল ট্রাসটী নিয়োগ করা বিধিসংগত হইবে না।

(৩৬) **রাজনীতিক প্রতিনিধি** (Political agent) : দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮৫-ধারায় এই সম্পর্কে আলোচনা করা আছে। এই অধ্যায়ের ২২নং প্যারাগ্রাফে ৮৫-ধারা বিধৃত করা আছে।

(৩৭) **লৌকিক সংস্থা** (Public Body) : পরবর্তী অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে লৌকিক কর্তৃপক্ষ (Public authority) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উদ্ধৃত হইল :

A public authority is a body not necessary a County Council, municipal corporation or other local authority which has public or statutory duties to perform and which performs those duties and carries out its transactions for the benefit of the public and not for private profit. Such an authority is not precluded from making a profit for the public benefit, but commercial takings acting for profit and trading

corporaton making profits for their corporators are not public authorities, even if conducting undertakings of public utility. (Halsbury's *Laws of England* 3rd ed. vol. 30. p. 682) ।

(৩৮) **সংঘ** (Society) ঃ পূর্বে অনির্গমিত সংঘ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। সংঘ-ক্লাব ইত্যাদি অনির্গমিত সংস্থার পর্যায়ে পড়ে। সাত বা ততোধিক ব্যক্তি সাহিত্য, বিজ্ঞান বা জনহিতকর কার্যে সংঘবদ্ধ হইয়া কোন সংঘ গঠন করিতে পারে। সোসাইটিস রেজিসট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬৮ সালের ২০-ধারায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিসট্রেশন আইন ১৯৬১ এর ০৪-ধারায় এই বিষয়ে নির্দেশদান করা আছে।

সংঘ নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত হইতে পারে। ১৮৬০ সালের আইনের ৩-ধারায় অথবা ১৯৬১ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইনের ০৭-ধারায় সংঘ নিবন্ধিত হইতে পারে।

দেওয়ানী কার্যবিধির অন্তর্গত আদেশ ২৯ এর কোন প্রকার প্রয়োগ অনিবন্ধিত সংঘের ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

অনিবন্ধিত সংঘ সংক্রান্ত মামলা সংঘের সকল সদস্যের পক্ষে করিতে হইবে। এবং সকল সদস্যের নাম লিখিতে হইবে। অন্যথা, মামলা খারিজ হইবে। অবশ্য মামলাকারী ০১নং আদেশেব ০৮নং বিধির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং এক বা একাধিক সদস্য অপর সকল সদস্যের তরফে মামলায় পক্ষভুক্ত হইতে পারে (AIR 1973 MP 216)। সুবিধার জন্য, আদেশ ০১এর অন্তর্গত ০৮নং বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

বিধি ০৮ ঃ একজন ব্যক্তি একই স্বার্থসম্পন্ন সকলের পক্ষে মকদ্দমা দায়ের করিতে বা প্রতিরক্ষণ করিতে পারেন (One person may sue or defend on behalf of all in same interest) ঃ (১) যে-ক্ষেত্রে কোন মকদ্দমায় অংসখ্য ব্যক্তির একই প্রকার স্বার্থ থাকে সে- ক্ষেত্রে (ক) আদালতের অনুমতিক্রমে এইরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি সম-স্বার্থসম্পন্ন সকল ব্যক্তির পক্ষে বা উপকাবার্থে এইরূপ মকদ্দমা করিতে পারে বা বিবাদী হইতে অথবা অভিযোগের জবাব দিতে পারে। (খ) আদালত এই মর্মে আদেশ দান করিতে পারে যে উক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি মামলায় সমস্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে অথবা তাহাদের স্বার্থে পক্ষভুক্ত হইতে পারে।

(২) উক্ত (১)-উপবিধির নিয়মানুসারে যে-ক্ষেত্রে অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে সেখানে আদালত আবেদনকারীর ব্যয়ে একইরূপ স্বার্থসম্পন্ন সকলকে মকদ্দমা দায়ের বিষয়ে ব্যক্তিগত জারির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন বা যেক্ষেত্রে ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য হেতু বা অন্য হেতু উক্ত তথ্য-গোচর করা সম্ভব নহে সেক্ষেত্রে আদালত সর্বজনিন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত মামলা দায়ের সম্পর্কিত তথ্য সকলকে অবগত করাইবেন।

(৩) যে কোন ব্যক্তি যিনি মকদ্দমা দায়ের করিবেন বা মকদ্দমায় সোপর্দ হইবেন তিনি এইরূপ মকদ্দমার পক্ষ হওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারেন না।

(৪) উপনিয়ম (১) এর অন্তর্গত মকদ্দমার কোন অংশ পরিত্যাগ করা চলিবে না এবং কোন অংশ ২৩ আদেশ-এর বিধি-১ (৩)-উপবিধি অনুসারে প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং কোন চুক্তি আপোষে (৩)-উপবিধি অনুসারে নিবদ্ধ করা যাইবে না, যতক্ষণ না আদালত (২) উপনিয়ম অনুযায়ী বাদীর খরচে স্বার্থ জড়িত পক্ষগণকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়াছে।

(৫) যখন দেখা যাইবে কোন ব্যক্তি যথেষ্ট সতর্কতার সহিত কোন মকদ্দমা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন না তখন আদালত ঐ মকদ্দমায় স্বার্থ জড়িত কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) বিধি-১ অনুযায়ী মকদ্দমার যে ডিক্রী হইবে ক্ষেত্র বিশেষে তাহা সকলের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাখ্যা : যে মকদ্দমা করা হইতেছে বা যাহাতে সোপর্দ হইতেছে তাহাতে সবার সমান স্বার্থ জড়িত আছে কিনা তাহা নির্দিষ্ট কবিবার জন্য দেখিতে হইবে যে সবার সমান ধরণের কার্যকারণ মকদ্দমা পরিচালনায় আছে কি না।

টীকা : (১) গৃহ ও জমির বণ্টন বিষযে গ্রহীতাদিগের মধ্যে গৃহপর্ষদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। সব বাদীদের একই অজুহাত প্রাপ্তব্য। হেতুর কারণকে অবজ্ঞা করিয়া তাহারা আদেশ-০১, ০৮ বিধিমতে প্রতিনিধিমূলক মামলা দায়ের করিতে পারেন (AIR 1990 SC 642)।

(২) কোন সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলপূর্বক দখল অপসারণের জন্য সম্প্রদায়ের একজন সদস্য মামলা দায়ের করিতে পারেন ও আদেশ-০১ ও ০৮ এর বিধিমতে দরখাস্ত না করিয়া নিজের অধিকার প্রতিপাদন করিতে পারেন (AIR 1990 SC 396)।

নিবন্ধিত সংঘের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা। নিবন্ধন সংক্রান্ত উভয় আইনেই এই মর্মে বিধান আছে যে নিবন্ধিত সংঘের সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদির নামে মামলা করা চলিবে। নিবন্ধিত সংঘের সমাপ্তি ঘটে না। সভাপতি বা সম্পাদকের পদ মৃত্যুর কারণে বা অন্য কারণে শূন্য হইলে পরবর্তী সভাপতি বা সম্পাদক উক্ত মামলা চালাইতে পারিবে (AIR 1959 Cal 361)। সংঘের নিবন্ধিত নামে মামলা করিতে উপরিউক্ত ব্যবস্থা কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি কবে না। তবে, সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হইতেছে, সংঘের তরফে উচ্চতম পদাধিকারী দ্বারা মামলা করা।

(৩৯) **জামিনদার** (*Surity*) **:** দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারায় কোন ব্যক্তি জামিনদাররূপে, কোন ডিক্রীর নির্দেশ পালনের জন্য অথবা যে সম্পত্তি ডিক্রী কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য অথবা কোন টাকা প্রদানের জন্য অথবা যে ব্যক্তিকে বিশেষ শর্ত পালনের জন্য নির্দেশ দান করা

আছে তাহা পূরণের জন্য, আদালতের আদেশে কোন মামলায় ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকিলে সেই জামিনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী বা আদেশ কার্যকরী করা যাইবে।

(৪৩) **ট্রাস্টী** (Trustee) **:** কোন সম্পত্তির মালিকানায় ট্রাস্ট একপ্রকার দায়বদ্ধতা। এইরূপ দায়বদ্ধতা স্বীকার করা হয় অপরের মংগলার্থে। A trust is an obligation annexed to the ownership of property, and of a confidence reposed in accepted by the owner, or declared accepted by him for the benefit of another or of another and the owner ...

ট্রাস্ট দুই প্রকারের — ব্যক্তিগত ট্রাস্ট (Private turst) এবং জনহিতকরা ট্রাস্ট (Public trust)।

ভারতীয় ট্রাসট আইন ১৮৮২ (The Indian Trusts Act, 1882) ব্যক্তিগত ট্রাসট ও ট্রাসটীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য ইসলামীয় ওয়াকফ, পাবলিক বা প্রাইভেট, ধর্মীয় বা দাতব্য উৎসর্গ ভারতীয় ট্রাসট আইনের আওতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দাযবদ্ধতা স্বীকার কবেন তিনি ট্রাসটী (Trustee)।

প্রাইভেট ট্রাসটের ক্ষেত্রে সম্পত্তি অফিসিয়াল ট্রাসটীর ওপর ন্যস্ত হইতে পারে অথবা অন্যের উপর ন্যস্ত হইতে পারে। ট্রাসট সম্পত্তি ট্রাসটীর অনুকূলে হস্তান্তরিত না হইলে ট্রাসট সৃষ্টি হয় না। সরকারী ট্রাসটীর অনুকূলে সম্পত্তি ন্যস্ত করা হইলে (vest) সরকারী ট্রাসটী সহ অপর কোন ব্যক্তিকে ট্রাসটী নিয়োগ করা যাইবে না। অফিসিয়াল ট্রাসটী আইনে এই বিষয়ে নিষেধ আছে : It shall not be lawful to appoint the official trustee to be the trustee along with any other persons (Sec. 7)। কোন ব্যক্তিকে ট্রাসটের দায়িত্ব গ্রহণ কবিতে বাধ্য করা যায় না। প্রস্তাবিত ট্রাসটী দায়িত্ব গ্রহণ কবিতে অস্বীকার করিতে পারে ফলে, ট্রাসট সম্পত্তি ট্রাসটীকে ন্যস্ত করা যাইবে না। তবে, কোন ট্রাসট সম্পত্তি সম্পর্কে একাধিক ট্রাসটী থাকিলে, যে ট্রাসটী দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকাব কবেন, যে ট্রাসটী ব্যতীত অপব ট্রাসটীর নিকট সম্পত্তি ন্যস্ত হইবে (ধারা-১০, ভারতীয় ট্রাসট আইন ১৮৮২)। তবে, একবার ট্রাসটী হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করিলে, ট্রাসটী ঐ দায়িত্ব ট্রাসট আইনের ৪৬(এ)(বি) ধারার শর্ত ব্যতীত অস্বীকাব করিতে পারে না। ট্রাসটীর মৃত্যুতে তাঁহার দায়িত্ব শেষ হয়; অথবা ঐ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলে দায়িত্ব শেষ হয়। ৭১-ধাবায় নির্দেশিত কাবণ দর্শাইয়া কোন ট্রাসটী আদালতে ৭২-ধারাব বিধানাধীনে ট্রাসটীব দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ কবিবার জন্য আবেদন কবিতে পারেন।

ট্রাসট সম্পত্তি ও উহার স্বত্ব রক্ষণের দায়িত্ব ট্রাসটীর। প্রয়োজনে মামলা করিতে হইতে পারে। প্রাইভেট ট্রাসটের ক্ষেত্রে ট্রাসটী কোন প্রকাব অব্যবস্থার সৃষ্টি করিলে, কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দেওযানী আদালতে ট্রাসটী অপসাররেনর জন্য অথবা এনডাউমেনটেব যথাযথ ব্যবস্থাপনাব জন্য আবেদন করিতে পারেন (AIR

1968 SC 915)। যেক্ষেত্রে একাধিক ট্রাসটী নিযুক্ত হয়, সেখানে সকল ট্রাসটীকেই ট্রাসট দলিল সম্পাদন করিতে হইবে।

যেক্ষেত্রে কোন ট্রাসট সম্পত্তির স্বত্বভোগী (beneficiary) ও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে কোন বিবাদের সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে স্বত্বভোগীদিগের তরফে ট্রাসটীগণ মামলা রুজু করিবে। সাধারণতঃ স্বত্বভোগীদিগকে মামলায় পক্ষভুক্ত করা যায় না। তবে, আদালতের নির্দেশে তাঁহারা পক্ষভুক্ত হইতে পারেন।

যেক্ষেত্রে একাধিক ট্রাসটী নিযুক্ত থাকেন, সেক্ষেত্রে সকল ট্রাসটীকেই পক্ষভুক্ত হইতে হইবে। যদি কোন ট্রাসটী বাদী পক্ষে যোগদান না করেন, তবে তাঁহাকে বিবাদী-পক্ষে যুক্ত করিতে হইবে (AIR 1938 Mad 982)। ট্রাসটীদিগের বিরুদ্ধে মামলায় সকল ট্রাসটীই বিবাদীরূপে পক্ষভুক্ত হইবে। অবশ্য, মামলা দায়ের করিবার সময় কোন ট্রাসটী ভারতের বাহিরে অবস্থান করিলে, তাঁহাকে পক্ষভুক্ত না করিলেও চলিবে। (দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৩১ এর অন্তর্গত বিধি নং ০২ এর নির্দেশাবলী ট্রাসটীদিগের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে, ট্রাসটিদিগের দ্বারা মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

ভারতীয় ট্রাসট আইন ১৮৮২-এর ৭৬-ধারায় নির্দেশদান করা আছে যে একাধিক ট্রাসটীর মধ্যে একজন ট্রাসটী মারা গেলে বা ট্রাসটী পদ হইতে অপসৃত হইলে, অপর ট্রাসটীগণ কার্যপরিচালনা করিবে অর্থাৎ ট্রাসট কার্যকরী থাকিবে এবং উক্ত ট্রাসট মামলায় পক্ষভুক্ত হইতে পারিবে, তবে, নিদর্শনপত্রে এরূপ ক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার নির্দেশ থাকিলে নিদর্শনপত্রের নির্দেশানুসারে কার্য করিতে হইবে। ভারতীয় ট্রাসট আইনের ৪৪-ধারায় নির্দেশদান করা আছে যে একজন ট্রাসটীর মৃত্যু হইলে বা একজন ট্রাসটী ঐ পদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে অবশিষ্ট কর্মরত ট্রাসটীগণ দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবে।

নাবালক ট্রাসটী তাহার পরম হিতৈষী (Next friend) দ্বারা মকদ্দমা রুজু করিতে পারে। এবং মামলাজনিত অভিভাবক (Guardian ad litem) মাধ্যমে নাবালকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইতে পারে।

(৪১) **ট্রেড ইউনিয়ন** (Trade Unions) : ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬ (Indian Trade Unions Act 1926) এর বিধানাধীনে নিবন্ধীত কোন ট্রেড ইউনিয়ন ইহার নিবন্ধিত নামে নিগমিত নিকায় (body corporate) রূপে স্বীকৃত হইবে। এবং উক্ত নামে মকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইবে (Section 13 of the Indian Trade Unions Act 1926)। ইউনিয়নের উপসভাপতিকে পক্ষ করিয়া মকদ্দমা আইন সংগত নহে (AIR 1933 Lah 203)। কোন নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের নাম পরিবর্তিত হইতে পারে কিন্তু সেজন্য বিধিগত কার্যবাহ বাধাপ্রাপ্ত হইবে না। উক্ত আইনের ২৬(১) ধারাব নিম্নলিখিত নির্দেশ দান করা আছে :

The change in the name of a registered trade union shall not affect any rights or obligations of the Trade Union or render defective and legal proceeding by or against the Trade Union, any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its new name.

বিশেষভাবে উল্লেখ্য : বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি দেওয়ানী মকদ্দমার আওতাভুক্ত নহে। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬ এর ১৮(১) ধারায় নিম্নলিখিত নির্দেশদান করা আছে ঃ

No suit or other legal proceeding shall be maintainable in any civil court against any registered trade union or any officer or member thereof in respect of any act done in contemplation or furtherance of a trade dispute to which a member of the Trade Union is a party on the ground only that such act induces some other person to treat a contract of employment, or that it is in interference with the trade business or employment of some other person or with the right of some other person to dispose of his capital or of his labour as he wills.

তবে কোন ট্রেড ইউনিয়নেব প্রতিনিধি (agent) ব্যক্তিগত অপরাধজনিত দায়ের (tortious liability) জন্য দেওয়ানী আদালতে অভিযুক্ত হইতে পারেন; উক্ত আইনের ১৮(২) ধারায় নিম্নলিখিত নির্দেশ দান করা আছে ঃ—

A registered trade union shall not be liable in any suit or other proceeding in any civil court in respect of any tortious act done in contemplation or furtherance of a trade union dispute by an agent of the trade union if it is proved that such person acted without knowledge of, or contrary to express introduction given by the executive of the trade union.

কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ভাঙিয়া যাইলে, উহা নিগমিত নিকায়রূপে স্বীকৃত হইবে না। এবং উহার মামলায় পক্ষভুক্ত হইবার ক্ষমতাও রহিবে না।

(৪২) **ওয়াকফ বোর্ড** (Wakf Board) **:** ওয়াকফ আইন ১৯৫৪ এর ৯(২) -ধারায় গঠিত ওয়াকফ বোর্ড নিগমিত নিকায় (body corporate) রূপে স্বীকৃতি পাইবে; ইহার উত্তরাধিকার ব্যবস্থা চিরন্তন; এবং কমন সিল থাকিবে। বোর্ডের নামে মামলায় পক্ষভুক্ত হইবে। Religious Endowments Act 1863 এর ১৪-ধারায় এবং Code of Civil Procedure 1908 - এর ৯২-ধারার বিধানাধীনে সুবিধা সুযোগ লাভের উল্লেখ আছে তাহা ওয়াকফের ক্ষেত্রে লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ বোর্ড মকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইতে পারে; এরূপক্ষেত্রে উক্ত ধারাগুলিতে যে অনুমতি বা সম্মতি লইবার বিধান আছে তাহা বোর্ডকে মান্য করিবার প্রয়োজন নাই।

ওযাকফ আইন ১৯৫৪-এর ৫৫-ধারায় নিম্নলিখিত বিধান নির্দিষ্ট আছে ঃ

(1) A suit to obtain any of the relief mentioned in S. 14 of the Religious Endowments Act 1863 and in S. 92 of the Code of Civil Procedure 1908, relating to any wakf may, notwithstanding anything to the contrary contained in those Acts, be instituted by the Board without obtaining the leave or consent referred to in those Acts.

(2) No suit to obtain any of the relief referred to in sub-section (1) relating to a wakf shall be instituted by any person or authority other than the Board without the consent in writing of the Board :

Provided that such consent shall be required for the institution of a suit against the Board in respect of any act purporting to be done by it in pursuance of this Act or of any rules or orders made thereunder.

ওয়াকফ আইন ১৯৫৪ এর ৫৬-ধারায় এইরূপ নির্দেশ দান করা আছে যে ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করিবার পূর্বে বোর্ডকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। বোর্ডকে দুই মাস সময় দিতে হইবে। অর্থাৎ নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা চলিবে না। এবং আর্জিতে নোটিশ প্রদান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লিখিত থাকিবে। ৫৬-ধারায় প্রদত্ত নোটিশে যে সুবিধা আইনত দাবি করা হইতেছে তাহার উল্লেখ না-থাকিলে উক্ত নোটিশ আইনসংগত নহে বলিয়া বিবেচিত হইতে পাবে (*স. আ. জোব্বার* ব. *ওয়াকফ বোর্ড, কর্ণাটক* AIR 1992 Kant 43)! ফলে, মামলা খারিজ হইবে; আর্জি ফেরত দিবার প্রশ্ন উঠে না।

মুতওয়ালীর ওয়াকফ সম্পত্তির স্বত্বের উপর অধিকার সম্পর্কে মামলায় আদালত মকদ্দমাকারী পক্ষের ব্যয়ে ওয়াকফ বোর্ডকে নোটিশ প্রদান করিবে। ইহা ৫৭(১) ধারার বিধান। ৫৭(৩) ধারার বিধান নিম্নলিখিতরূপ ঃ উক্ত (১) উপধারায় বিধানানুসারে বোর্ডকে নোটিস প্রদান না করা সত্ত্বেও কোন বিচারিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইলে বোর্ড এইপ্রকার মামলা সম্পর্কে অবহিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত আদালতে আবেদন করিলে ঐ বিচারিক সিদ্ধান্ত অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আর্জি ও জবাবের অবয়ব, মূল্যবান অংশ ও দাবি-কৃত উপশম

[Structure Substantial Portion and Relief Claimed in Relation to Plaints]

মামলা দাযেব কবা হয আর্জি [= বাদ-পত্র] দাখিল কবিযা, দেওযানী মকদ্দমায ইহাই প্রথম হেতু-ভাষণ। যথার্থরূপে ইহা হইল বাদীব দাবিব বিবৃতি এবং ইহাব উদ্দেশ্য হইল কোন্ কাবণে কোন ভিত্তিতে তিনি আদালতেব সহাযতা প্রার্থনা কবিতেছেন এবং ঐ-বিষযে কি কি উপশম তিনি দাবি কবিতেছেন তাহা বিবৃত কবা। ইহাব মুখ্য অংশ তিনটি, যথা ঃ

প্রথমাংশ / শীর্ষ ও নাম

দ্বিতীযাংশ / আর্জিব দেহ

তৃতীযাংশ / দাবি-কৃত উপশম।

প্রথমাংশ / শীর্ষ ও নাম ঃ

শীর্ষ (Heading) ঃ যে আদালতে কোন মকদ্দমা দাযেব কবা হইবে সেই আদালতেব নাম আর্জিব প্রথমেই লিখিতে হইবে — ইহাকে 'শীর্ষ' আখ্যা দেওযা হইযাছে। উদাহবণ ঃ "আলিপুব স্থিত মহামান্য জিলাজজেব আদালতে"। মহামান্য বিচাবকেব নাম উল্লেখ কবা অনাবশ্যক। যে-সকল আদালতেব একাধিক অধিক্ষেত্র আছে, সেই সকল আদালতে যে-অধিক্ষেত্রে মকদ্দমাটি আনীত হইতেছে তাহা আদালতেব নামেব ঠিক নিম্নে উল্লেখ কবিতে হইবে। যেমন, হাইকোর্টেব একাধিক অধিক্ষেত্র থাকে। সুতবাং হাইকোর্টেব বেলা উক্ত অধিক্ষেত্র উল্লেখ্য — যেমন 'সাধাবণ আদিম দেওযানী অধিক্ষেত্র'। অতঃপব লিখিতে হইবে মকদ্দমাটিব সংখ্য। যেহেতু এই সংখ্যাটি আদালতেব আধিকাবিকগণ লিখিযা দেন সেইহেতু সংখ্যা লিখিবাব স্থানটি ফাঁকা বাখিযা দিতে হয — আদালত কার্যালযে উহা পবে বসানো হয। ঐ সংখ্যাব সহিত সংশ্লিষ্ট বৎসবটিও উল্লেখ কবা হইযা থাকে।

নাম (Title) ঃ শীর্ষাংশ লিখিত হইবাব পব নাম (title) লিখিতে হইবে উহাতে থাকিবে (১) প্রত্যেক বাদীব নাম, পবিচয ও ঠিকানা এবং (২) প্রত্যেক প্রতিবাদীব [= প্রত্যার্থীব] নাম, পবিচয ও ঠিকানা [ন্যাযপ্রণালী সংহিতাব অর্ডাব ৮,

রুল ১ (খ) দ্রঃ]। 'পরিচয়' বলিতে বুঝাইবে পিতার নাম, বয়স এবং এরূপ অন্যান্য বিবরণ যদ্দ্বারা তাঁহাকে শনাক্ত করা যায়। এই বিবরণ কি হইবে তদ্বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়মবিধি নাই। পক্ষগণের এইরূপ সুস্পষ্ট ও উপযুক্ত বিবরণ না-দেওয়া হইলে আর্জি বাতিল-কৃত হইতে পারে [*সোমনাথ জুলু* ব. *সুভয়া,* 7 MLJ 81]। প্রতিবাদীর নাম ও বিবরণ যদি যথাযথ ভাবে না-দেওয়া হয় কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তিকেই যদি আহ্বানপত্র বা সামন দেওয়া হয় এবং যদি তিনি মকদ্দমার জবাব দিতে উপস্থিত না হন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ নামে যে রায় দেওয়া হইবে তাহা এরূপে কার্যকর বা বলবৎ-যোগ্য হইবে যেন বাদপত্রে সঠিক নাম ও বিবরণ প্রদত্ত ছিল এবং পরবর্তী যে-কোন সময়ে প্রকৃত বা নির্ভুল নাম-পরিচয় আবিষ্কৃত হইলে উক্ত প্রকৃত বা নির্ভুল নাম পরিচয় নথিভুক্ত করা যাইতে পারে। কারণ মূল যে কথাটি অস্বীকাব করা যায় না তাহা হইল এই যে ব্যক্তি বিশেষকে শনাক্ত করার জন্যই নামের আবশ্যকতা।

কোন বিশেষ মকদ্দমার ক্ষেত্রে কয়েকজন বাদী কিংবা কয়েকজন প্রতিবাদী থাকিলে প্রত্যেকের যথাযথ পরিচয় দিতে হইবে এবং প্রত্যেককে একটি ক্রমিক সংখ্যা দিতে হইবে যাহাতে অতি সহজে হেতু-ভাষণে তাঁহাদের উল্লেখ করিতে পারা যায়। আরও একটি কৃত্য আছে। বাদপত্রে বিধৃত বিবরণে পক্ষগণ যে ক্রমানুসারে অংশগ্রহণ করিয়াছেন সেই ক্রমানুসারে-ই তাঁহাদের নাম লিখিতে হইবে। দাবির এক-একটি অংশে স্বার্থসম্পন্ন প্রতিবাদীর কতকগুলি দল থাকিলে "প্রতিবাদী, প্রথম পক্ষ", "প্রতিবাদী, দ্বিতীয় পক্ষ", "প্রতিবাদী, তৃতীয় পক্ষ", "প্রতিবাদী, চতুর্থ পক্ষ' এইরূপ লিখা যাইতে পাবে।

নাবালক বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি, বাদীর ক্ষেত্রে নিকটতম বন্ধুর মাধ্যম অথবা প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ অভিভাবকের (Guardian *ad litem*) মাধ্যমে ছাড়া মামলা দায়ের করিতে পারেন না; আবার, ঐরূপ ব্যক্তির মাধ্যমে ছাড়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় না। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রতিবাদী নাবালক হইলে আদালত উক্ত প্রতিবাদী যে প্রকৃতপক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক তদ্বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া একজন উপযুক্ত ও সুযোগ্য ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট মামলায় পক্ষাবলম্বনের জন্য নিয়োগ করেন - ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর অর্ডার ৩২, রুল ৩১ দ্রঃ। সুতরাং যেখানে পক্ষগণেব একজন নাবালক অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক, বিবাদ নামে (cause title) তাঁহাদের এরূপে বর্ণনা করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি মামলা করিতেছেন বা যে ব্যক্তির মাধ্যমে তাহার বিরুদ্ধে মামলা করা হইতেছে তাঁহার নাম ও বিবরণ দিতে হইবে।

দ্বিতীয়াংশ / আর্জির দেহ [= শরীর, কায়া] ঃ বাদপত্র বা আর্জির দ্বিতীয় অংশ হইল ইহার দেহ, শরীর বা কায়া যাহা প্রকৃত পক্ষে হইল বাদীর দাবির, এবং অন্য

অন্য যাহা বিবৃত করিতে তিনি আইনতঃ বাধ্য তাহার, বিবৃতি। ইহা প্রথম পুরুষে (third person) ধারাবাহিক আখ্যান রূপে কতকগুলি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া লিখিতে হয়। প্রত্যেক অনুচ্ছেদে বিধৃত রাখিতে হয় একটি, এবং একটিমাত্র, তথ্য। ধারাবাহিক আখ্যান রচনা আরম্ভ করিবাব পূর্বে এইরূপ লিখিতে হয়ঃ "উপরি-উক্ত বাদী নিম্নলিখিত রূপ বিবৃত করিতেছেন" — অথবা "উপরি-উক্ত বাদীর বিনীত নিবেদন এই"। ইহার দুইটি অংশ ঃ

(ক) আনুষ্ঠানিক [= বাহ্যিক, আকারগত, নিয়মমাফিক, বিধিবৎ] অংশ (formal portion),

(খ) প্রকৃত অংশ (substantial portion)।

উপরিউক্ত আনুষ্ঠানিক অংশেব মধ্যে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণ থাকিবে;

(১) কোন্ সময়ে বিবাদ কাবণেব উদ্ভব হইযাছে তদ্বিষযক বিবৃতি [ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৭, রুল ১(ঙ) দ্রঃ];

(২) যে আদালতে মকদ্দমা দাযেব কবা হইতেছে সেই আদালতেব যে উক্ত মকদ্দমা লওয়ার অধিক্ষেত্র আছে তাহা প্রদর্শন করে এরূপ তথ্যাবলী [ন্যাযপ্রণালী সংহিতার অর্ডার ৭, রুল ১(চ) দ্রঃ],

(৩) কোর্ট ফি এবং অধিক্ষেত্রের ব্যাপাবে মামলাটির বিষয়বস্তুর মূল্য সম্বন্ধীয় বিবৃতি [ন্যায়প্রণালী সংহিতাব অর্ডাব ৭ রুল ১(ঝ) দ্রঃ];

(৪) যে-ক্ষেত্রে কোন পক্ষ নাবালক বা বিকৃতমস্তিষ্ক সে ক্ষেত্রে ঐ সম্বন্ধীয় বিবৃতি [ন্যায়প্রণালী সংহিতাব অর্ডাব ৭, রুল ১(ঘ) দ্রঃ];

(৫) তামাদি-কাল অতিক্রান্ত হইবার পর যেস্থলে মামলা দায়ের করা হয়, সে স্থলে কি ভিত্তিতে তামাদি আইনেব প্রযোগ হইতে অব্যহতি বা ছাড় চাওয়া হইতেছে তদ্বিষয়ক বিবৃতি [ন্যাযপ্রণালী সংহিতাব অর্ডার ৭, রুল ৬ দ্রঃ];

(৬) যে-স্থলে বাদী প্রতিনিধিত্বমূলক চবিত্র বিশিষ্ট হইয়া মামলা দায়ের করেন সে-স্থলে ঐ বিষয়ক বিবৃতি এবং তিনি যে মামলা দায়ের করিবার নিমিত্ত ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিযাছেন তদ্বিষয়ক বিবৃতি (ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৭, রুল ৪দ্রঃ)।

(১) হইতে (৬)-এ বর্ণিত বিষয সমূহ পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ লিখিতে হইবে, তবে (১) এবং (২) মিশ্রিত করা যায়, উদাহরণ ঃ

"বিগত ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৯৫ .. . . তারিখে বিবাদ-কারণ [= বাদমূল, মামলার কারণ] উত্থিত হইয়াছে এবং প্রতিবাদীগণ অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাস করেন।"

তৃতীয়াংশ / দাবি-কৃত উপশম :

বাদপত্রের তৃতীয় অংশ হইল যে উপশম বা প্রতিকার দাবি করা হইতেছে তদ্বিষয়ক বিবৃতি। এই অংশ নিরতিশয় সাবধানতা সহকারে লিখিতে হয়। এই অংশের ভাষা হইবে স্পষ্ট, নির্ভুল, দৃঢ়, আকর্ষক ও দ্ব্যর্থহীন। আর্জিতে যে দাবি করা হইবে, পরবর্তীকালে-মৌখিক প্রার্থনাদ্বারা তাহা আর সংবর্ধিত করা যাইবে না। আর্জি-তে কোন দাবি ভুলবশতঃ করা না-হইলে পরবর্তীকালে আবেদন করিয়া উক্ত আর্জি সংশোধন করা যায়, তবে ঐসময়ে উক্ত উপশম দাবি করার তামাদি-কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়া থাকিলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিলকৃত হইয়া যাইতে পারে। যে উপশম বা প্রতিকার দাবি করা হয় তাহা পৃথকভাবে লিখিতে হয় এবং একটির সহিত অন্য-একটি কদাপি মিশাইয়া ফেলিতে নাই।

বিবাদ-কারণ ও উপশম

আর্জির বিষয়বস্তু কি হইবে তাহা বিধৃত আছে ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর অর্ডার ৭, রুল ১-এ। কথিত ন্যায়প্রণালী সংহিতার পরিশিষ্ট ক-এ কয়েকপ্রকার মকদ্দমার নিদর্শ দেওয়া আছে। কোন্ কোন্ তথ্য হইতে বিবাদ-কারণ [= বাদমূল, মামলার কারণ] (cause of action) উত্থিত হইয়াছে এবং কোন্ সময় ও কোন্ স্থানে উহা উত্থিত হইয়াছে আর্জিতে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাদ-মূল বা বিবাদ-কারণ বলিতে বুঝায় সেই তথ্য বা তথ্য-জোট (combination of facts) যাহা হইতে মকদ্দমা করাব অধিকার জন্মায়। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিবাদ-কারণ সমূহ সংযুক্ত করা যায় — এতদ্বিষয়ক বিধান দেওয়া আছে ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ২, রুল ৩-এ। উক্ত সংহিতার অর্ডার ৭, রুল-৭ এইরূপ : বাদী সরলরূপে বা বিকল্পরূপে যে উপশম [= প্রতিকার] দাবি করে, প্রত্যেক আর্জিতে তাহা বিশেষভাবে বিবৃত করিতে হইবে এবং যে সাধারণ বা অন্যপ্রকার প্রতিকার আদালত ন্যায়ানুগ বিবেচনায় ঠিক প্রার্থনার ভিত্তিতে দেওয়ার মতই সর্বদা প্রদান করিতে পারেন তাহা প্রার্থনা করাব প্রয়োজন নাই এবং প্রতিবাদীর লিখিত বিবৃতিতে যে প্রতিকার দাবি করা হয় তাহার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। [Every plaint shall state specifically the relief which the plaintiff claims either simply or in the alternative, and it shall not be necessary to ask for general or other relief which may always be given as the court may think just to the same extent as if it had been asked for].

ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ২ রুল ২-এ নিম্নলিখিত বিধান দেওয়া আছে :

২। **মকদ্দমার মধ্যে সমগ্র দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে :** (১) বিবাদ-কারণ [= বাদমূল, মামলার কারণ] সম্পর্কে বাদী যে দাবি করিতে পারেন সমগ্রভাবে তাহা প্রত্যেক মকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, কিন্তু কোন মকদ্দমা যে-কোন আদালতের

ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে আনয়নের জন্য বাদী তাঁহার দাবির যে-কোন অংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন।

(২) **দাবি-র যে কোন অংশ-র পরিত্যাগ :** যেখানে বাদী তাঁহার দাবির যে-কোন অংশ বাদ দিয়া মকদ্দমা করেন, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহার দাবি-র যে কোন অংশ পরিত্যাগ করেন, সেখানে তিনি পরবর্তীকালে এইরূপ বাদ-দেওয়া বা পরিত্যাগ করা অংশ সম্পর্কে মকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

(৩) **কতিপয় প্রতিকারের মধ্যে যে-কোনটি বর্জন করিয়া মকদ্দমা-করা :** যে ব্যক্তি একই বিবাদ-কারণ বিষয়ে একাধিক উপশম পাইবার যোগ্য, তিনি এইরূপ উপশম সমূহের সব কয়টির বা যে-কোনটির জন্য মকদ্দমা করিতে পারেন; কিন্তু তিনি যদি, আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে, এইরূপ সকল উপশমের জন্য মকদ্দমা না-করেন, পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ বর্জিত [= পরিত্যক্ত] কোন উপশম-র জন্য মকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা : এই নিয়মেব প্রয়োজনে কোন বাধ্যবাধকতা এবং উহা সম্পাদনেব জন্য অতিরিক্ত জামিন [= অতিবিক্ত জামানত] এবং উক্ত বাধ্যবাধকতা হইতে উদ্ভূত পরম্পরাগত [= ধাবাবাহিক] দাবিসমূহ একটি মকদ্দমাব কাবণ-ই সৃষ্টি কবিবে।

দৃষ্টান্ত : ক বার্ষিক ১২০০ টাকা ভাড়ায় খ-কে একটি বাড়ি ভাড়া দেয়। ১৯০৫, ১৯০৬ এবং ১৯০৭-এই পুরা বৎসবগুলিব ভাড়া বাকি পড়ে ও অপ্রদত্ত থাকে। ১৯০৮-এ ক কেবল ১৯০৬-এর বাকি পড়া ভাড়ার জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মকদ্দমা করে। পরবর্তীকালে ক ১৯০৫ বা ১৯০৭-এর বাকি-পড়া ভাড়ার জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

টীকা : চুক্তিভঙ্গ / চুক্তিভঙ্গ করার জন্য আনীত মকদ্দমায় টাকা না দেওয়া বিবাদ-কারণের অংশ মাত্র [*জিলা পরিষদ* ব *শ্রীমতী শান্তি দেবী,* AIR 1965 All 590 (FB)]।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিরক্ষণ [= জবাব, কৈফিয়ত]

[Defence]

প্রতিবাদীকে তাঁহার কৈফিয়ৎ লিখিতভাবে দাখিল করিতে হয়। প্রতিবাদী যদি লিখিত বিবৃতি দাখিল করিতে অক্ষম হন তাহা হইলে আদালত তাহার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন কিংবা ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৮, রুল ১০ অনুসারে আদালত ঐ মামলা বিষয়ে যে প্রকার আদেশ প্রদান করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন সেই প্রকার আদেশ দিতে পারেন। আবার, প্রতিবাদী যদি প্রথম শুনানীর সময় বা তাহার পূর্বে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার অধিকার প্রয়োগ না-করেন, আদালত স্বীয় মর্জি অনুসারে উহা দাখিল করার সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন, অবশ্য যদি পারিপার্শ্বিকতা বিচারে ঐরূপ করা ন্যায়ানুগ হয়। নিয়মের প্রয়োগ এরূপে করিতে হয় যাহাতে ন্যায়নীতি বা ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠালাভ করে [*মোহর চাঁদ* ব. *সুরজ ভান,* AIR 1971 Punj 435]।

লিখিত বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করার কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে আইনজীবিকে সর্বাগ্রে বাদপত্রখানি অর্থাৎ আর্জি-টি যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে সর্বাঙ্গ অনুপুঙ্খ বিবরণ ইহাতে বিধৃত আছে কি-না এবং দাবি-টির স্বরূপ উদ্ঘাটনের নিমিত্ত এবং কৈফিয়ত প্রস্তুত করার জন্য আবশ্যক তথ্যাবলী উহা হইতে সংগ্রহ করা যায়-কিনা। যদি তিনি লক্ষ্য করেন যে কোন বিশেষ বিবরণ উহাতে বিধৃত নাই, তাহা হইলে তিনি আদালতে আবেদন করিবেন যে অগ্রে বাদীকে উহা দিতে নির্দেশ দেওয়া হউক এবং উক্ত আবেদনপত্রের মাধ্যমে আদালতকে জানাইবেন যে প্রতিবাদী উহা প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার লিখিত বিবৃতি দাখিল করিবেন। পুনশ্চ, বাদপত্রে উল্লেখিত কোন দস্তাবেজ না দেখিয়া যদি তাঁহার পক্ষে কৈফিয়ত সম্যকরূপে প্রস্তুত করা অসুবিধাজনক হয়, এবং প্রতিবাদীর নিকট যদি উহার প্রতিলিপি না-থাকে অথবা প্রতিলিপি দ্বারা যদি প্রয়োজন সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে তিনি বাদীকে উহা প্রদর্শন করাইতে বলিতে পারেন এবং আবশ্যকতাবোধে উহার প্রতিলিপি লইবার অনুমতি দিতে বলিতে পারেন অথবা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে তিনি দস্তাবেজ আবিষ্কারের জন্য (discovery of documents) আবেদন করিতে পারেন। আবার, যদি তিনি মনে করেন যে বাদপত্রে উল্লেখিত কোন অভিযোগ বিজড়িত বা দায়গ্রস্ত করে এমন, অথবা হতবুদ্ধি বা বিহ্বল করে এমন অথবা কলঙ্ককর, মানহানিকর ও জুগুপ্সা ও মর্মপীড়া সঞ্চারকারী অথবা কুৎসারটনা-

কারী, তাহা হইলে তিনি উহা বাতিল করার জন্য আবেদন করিতে পারেন যাহাতে ঐ বিষয়ের উপর তাঁহাকে কদাপি সওয়াল করিতে না হয়। প্রতিবাদীর সংখ্যা একাধিক হইলে তাঁহারা যৌথভাবে জবাব দিতে পারেন, অবশ্য যদি বাদীর দাবি বিষয়ে তাঁহাদের জবাব একই হয়। কিন্তু তাঁহাদের জবাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইলে তাঁহারা পৃথক পৃথক লিখিত বিবৃতি দাখিল করিবেন, এবং যদি এরূপ হয় যে তাহাদের জবাব কেবল পৃথক নহে, পরন্তু পরস্পরবিরোধী ও সঙ্ঘর্ষশীল, তাহা হইলে একই অধিবক্তার পক্ষে ঐগুলি দাখিল কবা সমীচীন হয় না।

লিখিত বিবৃতির আনুষ্ঠানিক [= বাহ্যিক, আকারগত, প্রথানুযায়ী =] অংশ ঃ লিখিত বিবৃতির শিরনাম (Heading) এবং নাম (title) বাদপত্রে যে প্রকার আছে সেই প্রকারই হইবে, তবে, যেটুকু পার্থক্য থাকিবে তাহা হইল এই যে কয়েকজন বাদী বা কয়েকজন প্রতিবাদী থাকিলে কেবল একজনের নাম লিখিয়া তৎপর এইরূপ লিখিতে হইবে ঃ "এবং অন্য একজন" অথবা "এবং অন্য ব্যক্তিবর্গ"; যেখানে যেপ্রকার। আদালতের নামের পবে মকদ্দমাব নম্বব [= সংখ্যা] লিখিতে হয়। পক্ষগণের নামের পর এবং যথার্থ বিবৃতিব পূর্বে এমন কতকগুলি কথা লিখিতে হয় যদ্বারা নির্দেশিত হয় উক্ত বিবৃতি কাহার। দৃষ্টান্ত ঃ

(১) "১নং প্রতিবাদীর পক্ষে প্রদত্ত লিখিত বিবৃতি"

(২) "সকল প্রতিবাদীব পক্ষের লিখিত বিবৃতি"

(৩) "আদালতের ..... তারিখের আদেশানুসারে বাদীর পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত বিবৃতি"

(৪) "আদালতের অনুমতিক্রমে বাদীব পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত বিবৃতি" (অথবা, "বাদীর পক্ষে দাখিলকৃত আদালতেব অনুমতি-ভিত্তিক লিখিত বিবৃতি")

(৫) "প্রতিবাদীর পালটা দাবিব উত্তরে [= জবাবে] বাদীর পক্ষের লিখিত বিবৃতি"।

লিখিত বিবৃতির বিভিন্ন অনুচ্ছেদেব প্রাবম্ভে সচরাচব "প্রতিবাদী বিবৃতি করিতেছেন ...." অথবা "প্রতিবাদী নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি করিতেছেন"ঃ এইরূপ লেখা হইয়া থাকে। তবে এইরূপ যে লিখিতেই হইবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

লিখিত বিবৃতিতে কোন উপশম বা প্রতিকাব (relief) দাবি করিতে হয় না। "উক্ত দাবি বাতিল হওয়া উচিত" — এইরূপও লিখিতে নাই। তবে প্রতিবাদী কোন প্রতি-দাবি করিলে, প্রতিবাদীর অনুকূলে উক্ত টাকার জন্য রায় প্রার্থনা করা যাইতে পারে।

লিখিত বিবৃতির মূল দেহে কৈফিয়ত সমূহ বিধৃত থাকে।

লিখিত বিবৃতির খসড়া প্রনয়ণের প্রণালী ঃ প্রতিবাদী যখন প্রতিরক্ষণের কতকগুলি স্বতন্ত্র, পৃথক, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও স্পষ্ট এবং নিশ্চিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

স্বতন্ত্র, পৃথক, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, স্পষ্ট এবং নিশ্চিত কারণের বা ভিত্তির উপর নির্ভর বা আস্থাস্থাপন করেন, তখন সেগুলি পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে বিবৃতি করিতে হইবে (অর্ডার ৮, রুল ৭ দ্রঃ) এবং যখন কোন একটি কারণ বা ভিত্তি সমগ্র দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, প্রযোজ্য কেবল উহার একটি অংশের ক্ষেত্রে, তখন নিম্নলিখিতরূপ লিখিতে হইবে —

"বাদী যে মধ্যকালীন লাভ [= মধ্যবর্তী লাভ] (mesne profit) দাবি করিয়াছেন তদ্বিষয়ে প্রতিবাদীর যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য এই যে, ইত্যাদি"

অথবা

"বাদী কর্তৃক ক্রীত ট্রাক্টরের মূল্য বিষয়ে বাদীর যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য এই যে, ইত্যাদি"।

একই লিখিত বিবৃতি-তে অনেকগুলি কৈফিয়ত দেওয়া হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর কৈফিয়ত পৃথক ভাবে লিখিতে হইবে। স্বনামধন্য লেখক প্রয়াত শ্রী পি. সি. মোঘা তাঁহার '*দি ল অব প্লিডিংস ইন ইণ্ডিয়া*' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন ঃ

বিবিধ কৈফিয়ত নিম্নলিখিত অনুযায়িতা অনুসারে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে ঃ

(১) স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি [Admissions and Denials]।

(২) ধীরুজ [= দীর্ঘসূত্র] কৈফিয়ত (Dilatory pleas]।

(৩) আইনসম্বন্ধী আপত্তি [Objections in point of law]।

(৪) বিশেষ কৈফিয়ত [Special Defence]।

(৫) পালটা দাবি [Set off]।

[মোঘা ঃ *দি ল অব প্লিডিংস ইন ইণ্ডিয়া*, চতুর্দশ সং, ইস্টার্ন ল হাউস, পৃঃ ২৮৮]।

এইগুলি সম্পর্কে এক্ষণে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টিত হইব।

(১) **স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি ঃ** লিখিত বিবৃতির প্রারম্ভে বাদপত্রবাহিত অভিযোগে বর্ণিত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি থাকিবে। বাদপত্রে তথ্যসমূহ যে ক্রমপর্যায়ে উল্লেখিত হইয়াছে সেই একই পর্যায় মান্য করিয়া এক-একটি তথ্য স্বীকার বা অস্বীকার করিতে হইবে এবং প্রতিবাদীর ঐ সম্পর্কে আদৌ কোন জ্ঞান না থাকিলে তিনি কেবল উহা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। বাদপত্রবাহিত অভিযোগে যে সকল তথ্য উল্লেখিত হইয়াছে সাধারণভাবে কেবল সেইগুলি অস্বীকার করিলেই চলিবে না (অর্ডার ৮, রুল ৩)। যদিও এই রুল-টি অস্বীকৃতিসম্বন্ধী, স্বীকার না করা (non-admission) ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং এই কারণে স্বীকার না করার কার্যটিও সুনির্দিষ্ট হইতে হইবে — সাধারণভাবে হইলে চলিবে না। বাদপত্রে ব্যক্তভাবে যে অভিযোগে আনীত হয় নাই তাহা অস্বীকার করার আবশ্যকতা নাই,

প্রতিবাদী যদি মনেও করেন যে উহা বাদীব মনে ছিল অথবা বাদী উক্ত অভিযোগ প্রকারান্তরে আনয়নণ করিয়াছেন। "জানা নাই" অথবা অমুক অনুচ্ছেদে যে তথ্য বিবৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদীর কোন জ্ঞান নাই এইরূপ বলা সন্দেহাতীতভাবে ভুল কারণ উহাদ্বারা অস্বীকৃতি (denial) বা স্বীকার না-করা (non-admission) কোনটাই বুঝায় না, পরন্তু, যে তথ্য বিষয়ে প্রতিবাদীর কোন ধারনা নাই ক্ষেত্রবিশেষে তাহা স্বীকারও করা যাইতে পারে [*লক্ষ্মী* ব. *রামলাল,* AIR 1931 All 423]। কোনও একটি ক্ষেত্রে প্রতিবাদী যদি বলেন যে আর্জি বিধৃত কোন-একটি তথ্যবিষয়ে তাহাব কোন জ্ঞান নাই তাহা হইলে তাহা উক্ত তথ্যেব বিদ্যমানতার অস্বীকৃতি নহে, এমন-কি, তাহা বিবক্ষিত অস্বীকৃতিও নহে। এক প্রকাব পরিস্থিতিতে উহা ন্যায়প্রণালী সংহিতাব অর্ডার ৮, রুল ৫-মতে স্বীকৃত হইযাছে বলিয়াই ধবা হইবে। সুতবাং, যে-ক্ষেত্রে প্রতিবাদী কোন তথ্য স্বীকাব করিবেন না সে ক্ষেত্রে তিনি তাহা পবিস্কাবভাবে প্রকাশ কবিবেন। পবন্তু, যেখানে জ্ঞানেব অভাবই স্বীকাব না-কবাব হেতু, সেক্ষেত্রেও প্রতিবাদী পরিস্কাবভাবে বলিবেন যে তিনি অমুক অমুক তথ্য স্বীকাব কবেন না। এইস্তরে সতর্কতাব সহিত মনে বাখা আবশ্যক যে অস্বীকাব কবা হইল (denial) এবং স্বীকাব করা হইল না (not admitted) কথাগুলি সমার্থক নহে। এই কথাগুলি ব্যবহাব-কালে সাবধানতা অবলম্বিত হওযা আবশ্যক। যে-স্থলে কোন তথ্য এইরূপ সে উহা অবশ্যই প্রতিবাদীর জ্ঞানেব মধ্যে থাকাব কথা, সেস্থলে হয় উহা স্বীকাব কবিতে হইবে নতুবা উহা অস্বীকাব কবিতে হইবে এবং এরূপ স্থলে প্রতিবাদী যদি কেবল বলেন যে তিনি উহা স্বীকাব কবেন না (does not admit) তাহা হইলে তাহা বাদীব উপর প্রমাণ-ভাব নিক্ষিপ্ত কবাব পক্ষে যথেষ্ট হইবে না।

পূর্বে বলা হইযাছে যে আর্জিবাহিত প্রতিটি অভিযোগ হয সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকাব করিতে হইবে নতুবা তাহা সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকাব কবিতে হইবে। কিন্তু এই সাধাবণ নিয়মেব দুইটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আছেঃ (১) আর্জি-তে আইনসম্বন্ধী বিষয় কিংবা আইন ভিত্তিক মন্তব্য বিধৃত থাকিলে তাহাব প্রতিবাদ কবা বা তাহা অস্বীকাব করা অনাবশ্যক, কারণ, ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডাব ৮, রুল ৩ কেবল তথ্য-ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে, এরূপ আইনসম্বন্ধী অভিযোগ যদি স্বীকার কবা না-হয় তাহা হইলে প্রতিবাদী (Defendant) আইন ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন কবিতে পাবেন। ভাবত সংবিধানেব ২৯৯ (১) অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ মান্য করা হইয়াছে কিনা এই প্রশ্ন তথ্য-র প্রশ্ন, আইনের প্রশ্ন নহে এবং উত্থাপন কবিতে দেওযা যায় না, যদি-না, ইহা লিখিত বিবৃতি-তে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয [*স্টেট্ অব মধ্যপ্রদেশ* ব. *ফার্ম গোপীচাঁদ পদার্দ,* 1971 MPLJ 898]। (২) খেসারত (Damages) ঃ আর্জি-তে যে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় বা ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনীত হয় তদ্বিষয়ে প্রতিবাদীর কোন সওয়াল করার দরকার নাই (অর্ডার ৮, রুল ৩)। তবে প্রতিবাদী এই সওয়াল করিতে পারেন যে, যে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইয়াছে তাহা

অতি পরোক্ষ [= অতি দূর হইতে টানিয়া আনা হইয়াছে এমন] (too remote) অথবা বাদীর ক্ষেত্রে উহা যথেষ্ট বিবাদ-কারণ [= বাদমূল, মামলার কারণ] হইতে পারে না। যে প্রতিকার বা উপশম (relief) প্রার্থনা করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ, যে-সকল অনুচ্ছেদে নিয়মমাফিক তথ্য বিষয়ক বক্তব্য সমূহ বিধৃত থাকে, অর্থাৎ যাহাতে আদালতের যে অধিক্ষেত্র আছে, তাহা অথবা মকদ্দমার মূল্য কত তাহা কথিত থাকে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার হয় না। যদি-না প্রতিবাদী ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে আগ্রহী হয়েন। এই প্রসঙ্গে, প্রতিপক্ষের অভিযোগ সমূহের প্রতিবাদ করার সময় বিশেষভাবে নিম্নলিখিত নিয়ম দুইটি মনে রাখা কর্তব্যঃ (১) অস্বীকৃতি-কে অবশ্য-ই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইতে হইবে এবং (২) কোন অস্বীকৃতি কৌশলে এড়াইবার চেষ্টাপূর্ণ (evasive) হইবে না।

লিখিত বিবৃতি দাখিল করিতে না-পারার ফল ঃ ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৮, রুল ১০ অনুসারে, প্রতিবাদী লিখিত বিবৃতি দিতে অক্ষম হইলে আদালত একপাক্ষিক [= একান্তিক, একতরফা] ভাবে রায় দিয়া দিতে পারেন; আবার আদালত ইচ্ছা করিলে ঐরূপ কার্য করা হইতে বিরত থাকিয়া খুশীমত আদেশ দিতে পারেন। যেমন, ঐরূপ ক্ষেত্রে আদালত বাদীকে নির্দেশ দিতে পারেন মামলা-টি প্রমাণ করার জন্য অথবা মকদ্দমাটি মুলতবী রাখিতে পারেন কিংবা প্রতিবাদী কে [= প্রত্যর্থীকে] আরও সুযোগ দিতে পারেন লিখিত বিবৃতি দাখিল করিবার জন্য।

(২) **ধীরুজ বা দীর্ঘসূত্র কৈফিয়ত** (Dilatory Pleas) **ঃ** ধীরুজ কৈফিয়ত কাহাকে বলে তাহাই সর্বাগ্রে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। ধীরুজ কৈফিয়তের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই ঃ প্রতিবাদী নাবালক এবং সেই কারণে অভিভাবক নিয়োগ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা যায় না, বাদী নাবালক এবং সেই কারণে নিকটতম বন্ধুর মাধ্যমে তাহাকে মকদ্দমা করিতে হইবে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিও মকদ্দমাটির একজন প্রয়োজনীয় পক্ষ, বাদী কর্তৃক প্রদত্ত কোর্ট ফি যথেষ্ট হয় নাই অথবা বিবাদ-কারণের ভ্রান্ত সংযোগ হেতু মকদ্দমাটি মন্দ হইয়া গিয়াছে। প্রথম সুযোগেই এই জবাবগুলি হস্তে লইতে হইবে। দোষত্রুটিগুলি অপসারিত হইলেই পক্ষগণের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত দোষগুণের ভিত্তিতে বিচারকার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। তবে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে কোন সওয়াল অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট বা অ-নিশ্চিত হইলে চলিবে না। ধরা যাউক, কোন ক্ষেত্রে বলা হইল 'প্রয়োজনীয় পক্ষগণকে যুক্ত না-করার ফলে মকদ্দমাটি মন্দ হইয়াছে'। অনির্দিষ্টতা নিবন্ধন এই বক্তব্যে গ্রহণযোগ্য হয় না। এখানে পরিস্কার করিয়া বলিতে হইবে, বাদী বা প্রতিবাদী হিসাবে কোন্ ব্যক্তি-কে বা কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে যুক্ত করা আবশ্যক ছিল [*নারায়ণ পাণ্ডে ব. সুরজ ভান লাল*, AIR 1937 Pat 414]।

(৩) **আইনসম্বন্ধী আপত্তি ঃ** আইনসম্বন্ধী আপত্তি সু-নির্দিষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিতে হয়। সাধারণতঃ এই সকল আপত্তি মকদ্দমার বিচার-কালে শ্রুত ও

মীমাংসিত হয়। কিন্তু এইরূপ কোন আপত্তির মীমাংসার উপর মকদ্দমাটির বা তাহার কোন অংশে-র মীমাংসা বা সমাপ্তিসাধন সম্ভব বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলে আদালত অন্য বিচার্য-বিষয় গুলির বিচার কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে, এমন-কি, ঐরূপ বিচার্য-বিষয় স্থির করিবার পূর্বে, উক্ত আপত্তির বিচার করিবেন (ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ১৪, রুল ২ দ্রঃ)।

(৪) **বিশেষ কৈফিয়ত** ঃ ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৮, রুল ২ মনের ঐকান্তিক অনন্যপরতা সহকারে পাঠ করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে, লিখিত বিবৃতি-তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিধৃত রাখা প্রতিবাদীব পক্ষে আবশ্যিক কৃত্য ঃ

(ক) মকদ্দমাটি যে সমর্থন করা বা রক্ষা করা যায় না তাহা প্রদর্শন করে এরূপ যাবতীয় বিষয়;

(খ) বাদী যে লেনদেনের উপর আস্থা স্থাপন কবিযাছেন তাহা যে আইনানুসারে নিষ্ফলযোগ্য তাহা প্রদর্শন করে এরূপ যাবতীয় বিষয়;

(গ) কৈফিয়ত প্রদানেব অন্যান্য যে-সকল ভিত্তি আর্জিবাহিত অভিযোগসমূহ হইতে উত্থিত হয় নাই কিন্তু যেগুলি এরূপ তথ্য যাহার উপর প্রতিবাদী আস্থা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, যেমন প্রতারণা [= উপধি], মিথ্যাবর্ণন, তামাদি, মুক্তি প্রদান, সম্পাদন, অথবা আইন যে ভঙ্গ করা হইয়াছে ইহা প্রদর্শন করে এরূপ তথ্য।

(৫) **পালটা দাবি** ঃ টাকা আদায়ের জন্য আনীত মকদ্দমায় প্রতিবাদী কেবল যে উক্ত মকদ্দমায় প্রতিবাদ জানাইতে পারেন তাহাই নহে, পরন্তু তিনি, তাঁহার নিজের কোন দাবি থাকিলে, পালটা দাবি উত্থাপন করিতে পারেন এবং বাদীর দাবি অপেক্ষা তাহার দাবি অধিক হইলে তিনি উক্ত অতিরিক্ত অর্থের জন্য আদালতের আজ্ঞপ্তি দাবি করিতে পারেন (অর্ডার ৮, রুল ৬ এবং অর্ডার ২০, রুল ১৯)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এইরূপ পালটা দাবির বিষয় এরূপে বিচাবিত হইবে যেন প্রতিবাদী একটি পৃথক মকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন এবং বাদীর মকদ্দমা বাতিলকৃত বা প্রত্যাহৃত হইলেও উক্ত পালটা দাবি-র বিচাব কার্য চলিতে থাকে ও মীমাংসিত হয় [*বংশীধর* ব. *লালতাপ্রসাদ,* AIR 1984 All 543]।

কয়েকটি বিশেষ প্রতিরক্ষণ

প্রাঙ্ন্যায় [= দোবারা দোষ, পূর্ব বিচারিত, পূর্ব নিণীত] (*Res judicata*) **ঃ** প্রাঙ্ন্যায় বা দোবারা দোষের ওজর সু-নির্দিষ্টভাবে উত্থাপন করিত হইবে এবং উত্থাপন করা না হইলে ধরিয়া লওয়া হইবে যে উহা উত্থাপন করার অধিকার পরিত্যক্ত হইয়াছে [*সংসারচাঁদ* ব. *দীননাথ,* 155 IC 571 All]। কেবল যদি কেহ বলেন যে দোবারা দোষে দুষ্ট হওয়ায় মকদ্দমাটি চলিতে পারে না কিংবা যদি বলা হয় যে ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১১ ধারামতে উহা চলিতে পারে না তাহা হইলে

যথেষ্ট বলা হইয়াছে এরূপ মনে করা যাইবে না — উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিতে হইবে। দোবারা দোষ কি প্রকারে উত্থিত হইতেছে তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে। পরন্তু, পূর্ববর্তী মকদ্দমার আর্জির প্রতিলিপি [*পরিমল* ব. *পি. কে. সেন* AIR 1985 Ori 286] এবং রায়ের কিংবা হেতুভাষণের প্রতিলিপি [*গুরুবক্স সিং* ব. *ভুরালাল,* AIR 1964 SC 1810] আদালতে দাখিল করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে, প্রাদেশিক শোধাক্ষমতা আইন অনুসারে মীমাংসা আদেশ প্রদত্ত হইবার পর শোধাক্ষম [= দেউলিয়া] ব্যক্তির কোন উত্তমর্ণ আদালতের আদেশ না-লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মামলা আনিতে পারেন না [*দামোদর* ব. *কন্‌ওয়ারীলাল,* AIR 1960 Cal 496]। যে ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য সে-ক্ষেত্রে এই আইনের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হওয়া আবশ্যক।

বাদ-বন্ধ বা প্রতিবন্ধক (Estoppel) : বাদ-বন্ধর প্রশ্ন অতি অল্প ক্ষেত্রেই উত্থাপিত হয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-কোন কর্মের সম্পাদন অথবা যে-কোন কর্মসম্পাদন হইতে বিরতি অথবা এমনকি কেবল বাদীর মৌনতা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক বলিয়া লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখিত হয়। এইরূপ ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হইবার পূর্বে বাদ-বন্ধ সম্বন্ধী আইন মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা কর্তব্য এবং বাদ-বন্ধ-র প্রতিটি ঘটনা যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করা না যায় তাহা হইলে বরং ঐপথে প্রভাবিত না-হওয়াই বিধেয়। বাদ-বন্ধ'র অভিযোগের ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ কার্য, কার্য সম্পাদন হইতে বিরতি, আচরণ বা দলিল [= বিলেখ] বাদ-বন্ধ গড়িয়া তুলিতেছে এবং উহাদ্বারা প্রতিবাদীর [= প্রত্যর্থীর] অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে পরিষ্কার ভাবে ও বিশদভাবে তাহা বর্ণনা করিতে হইবে। পুনশ্চ, প্রতিবন্ধক যদি সমগ্র মকদ্দমার বিরুদ্ধে কার্যকর না হয় তাহা হইলে, বাদী কোন্ অভিযোগ করা হইতে বাধাপ্রাপ্ত তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করিতে হইবে। কোনও লিখিত বিবৃতি-তে যদি এইরূপ কথিত হয় যে "মকদ্দমাটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১ আইন) এর ১১৫ ধারা অনুসারে বাধাপ্রাপ্ত" তাহা হইলে উহা অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। প্রকৃত অবস্থা হইল এই যে, বাদ-বন্ধ কি প্রকারে উত্থিত হইতেছে তাহা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া বলা আবশ্যক — সাক্ষ্য আইনের একটি ধারার উল্লেখই যথেষ্ট নহে।

তামাদি (Limitation) : যে-কোন দাবির বিরুদ্ধে তামাদি সম্বন্ধীয় যুক্তি সন্দেহাতীতভাবে একটি সার্থক ও শক্তিশালী যুক্তি এবং লিখিত বিবৃতিতে উহা পরিস্কারভাবে উত্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কৈফিয়ত বা জবাবে এই যুক্তি উত্থাপন করা না হইলে সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বিতর্ককালে বা আপীলে উত্থাপন করা যায় — ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৮, রুল ২ দ্রঃ। তবে আর্জি হইতে তামাদির প্রশ্নটি যদি স্বতঃই প্রকাশ পায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মকদ্দমার পরবর্তী যে-কোন পর্যায়ে

উহা উত্থাপিত হইতে পারে। তামাদির অভিযোগ-টি যদি পুরা মকদ্দমাটি সম্পর্কিত না হয় অর্থাৎ উহা যদি উক্ত মকদ্দমাটি-র একটি অংশসম্বন্ধীয় হয় তাহা হইলে তাহা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

তামাদি বিষয়ক ওজর নিম্নলিখিত ভাষায় উল্লেখ করিতে হয় : "মকদ্দমাটি তামাদি আইন, ১৯৬৩-এর দ্বিতীয় অনুসূচীর অনুচ্ছেদ .... দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত"। যথার্থরূপে কোন্ অনুচ্ছেদ-টি প্রযোজ্য তদ্বিষয়ে প্রতিবাদীর মনে কোন প্রকার সংশয়ের বা সন্দেহের উদ্রেক হইলে বিকল্পরূপে একাধিক অনুচ্ছেদ উল্লেখ-করা দূষনীয় নহে। এমন-কি, আদৌ যদি কোন অনুচ্ছেদ উল্লেখিত না হয় তাহা হইলেও তামাদি বিষয়ক যুক্তিটিকে অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত, অস্পষ্ট বা অনিযত বলা যায় না [*জ্ঞানেন্দ্র* ব. *উমেশ,* AIR 1922 Cal 533]। যদি কখনও কোন বিশেষ আইনের ভিত্তিতে তামাদির যুক্তি উত্থাপন করা হয় তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত আইন এবং তাহার সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করিতে হইবে।

অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) : অধিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় অজুহাত স্পষ্টভাবে লিখিত বিবৃতিতে বিবৃতি করিতে হয়। অধিক্ষেত্র বিষয়ক আপত্তি যা তথ্যাবলীর উপব প্রতিষ্ঠিত তাহা অবশ্যই উল্লেখ্য। অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট বা অনিশ্চিতভাবে এই অজুহাত আনীত হইলে তাহা পরিগৃহীত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে "বর্তমান আদালতেব এই মকদ্দমাব বিচাব কবাব কোনও অধিক্ষেত্র নাই" তাহা হইলে ইহা গ্রহণযোগ্য হইবে না, কাবণ, এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে আপত্তির যথার্থ বা প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে না।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য বাখা আবশ্যক যে আদালতেব অধিক্ষেত্রের কতিপয় নির্দিষ্ট দিক আছে, যথা :

(ক) স্থানিক (territorial) — মকদ্দমা দাযের কবাব স্থান সম্পর্কে;

(খ) আর্থিক (pecuniary) — আদালতের পদমর্যদা সম্বন্ধে,

(গ) মকদ্দমাটি দেওযানী আদালতে দাযেব করিতে হইবে, অথবা, বাজস্ব আদালতে দায়েব করিতে হইবে;

(ঘ) মকদ্দমাটি সাধারণ দেওয়ানী আদালতে দাযেব করিতে হইবে, না ছোট আদালতে [= লঘুবাদ ন্যায়ালয়ে, অথবা ধর্মাধিকরণে] (small causes court) দায়ের করিতে হইবে,

(ঙ) মকদ্দমাটি আদৌ আদালতে বিচারিত হইতে পাবে কি-না (দেওয়ানী আদালতের অধিক্ষেত্রে না-থাকা — ন্যায়প্রণালী সংহিতার ৯ ধাবা দ্রঃ)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কতকগুলি আইনের বিধানেব বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দমা আনয়ন

করা যায় না — এই আইনগুলির মধ্যে রহিয়াছে আয়কর আইন, বিক্রয়কর আইন, সমবায় সমিতি আইন, ভাটক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং এইরূপ আরও কতিপয় নিয়ন্ত্রক আইন।

আদালতের রায়

(১) **লিখিত বিবৃতির সংশোধন** (Amendment of written statement) **:** স্বত্ব বা মালিকানা ঘোষণার জন্য মামলায় প্রতিবাদী এই অভিযোগ করেন যে, নিবন্ধন ব্যাপারে প্রতারণামূলক কার্যসম্পাদনহেতু বাদীর অনুকূলে সম্পাদিত বিক্রয়দলিল অবৈধ। লিখিত বিবৃতি সংশোধন করা হয় যাহাতে নিবন্ধন বিষয়ে প্রতারণা মূলক কার্যসম্পাদনসম্বন্ধীয় দাবী জোরের সহিত তুলিয়া ধরা হয়। ঐ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হওয়ার পর, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ঐ ব্যাপারে আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য আলোচনার মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। ইহা বলা যায় না যে, নিবন্ধন সম্বন্ধীয় প্রতারণা বিষয় হেতুভাষণের অবর্তমানে প্রতিবাদীকে ঐ বিষয়ে সাগ্রহে পক্ষসমর্থন করিতে দেওয়া যায় না [*স্থানাপত্তিক সাধারণ ব্যবস্থাপক, ভিনগড়পুর দেবোত্তর এস্টেট্* ব. *ব্রাহ্মণ নিজন,* AIR 1990 Orissa 190]।

(২) **লিখিত বিবৃতি** (Written Statement) **:** লিখিত বিবৃতি দাখিল করিতে বিলম্ব হইল। প্রতিবাদীগণের আচরণ অত্যন্ত অসন্তোষজনক এবং তাঁহারা বিষয়টি বিলম্বিত করিতে চাহিয়াছেন। **সিদ্ধান্ত :** নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে প্রতিবাদীগণ আদালতে দুই লক্ষ টাকা জমা দিবেন এই শর্তে, লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য একটি চূড়ান্ত বা শেষ সুযোগ অর্পিত হইতে পারে [*রমেশ চন্দ্র* ব. *পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,* AIR 1990 SC 1147] (ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ৮, নিয়ম ১ দ্রঃ)।

(৩) **লিখিত বিবৃতির সংশোধন :** ন্যায়প্রণালী সংহিতার, ১৯০৮ এর (১৯০৮ এর ৫ আইনের) আদেশ ৬, নিয়ম ১৭ এবং ১১৫ ধারা দ্রঃ। মকদ্দমার অধীন মালের বিক্রয়মূল্য আদায়ের আনীত মকদ্দমায় প্রতিবাদী বাদীর সহিত কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করার কথা অস্বীকার করিলেন। প্রতিবাদী এই মর্মে লিখিত বিবৃতি সংশোধন করিতে চাহিলেন যে প্রতিবাদী যে কোম্পানী হইতে মকদ্দমার অধীন মাল খরিদ করিয়াছিলেন বাদী সেই কোম্পানীর কমিশন এজেন্ট।

এবং কোম্পানীর পক্ষ হইতে বাদী-কে মূল্যার্পণ করা হইয়াছে এবং সেইহেতু প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর কোন বিবাদ-কারণ নাই। ট্রায়াল কোর্ট এই আবেদন বাতিল করিয়া দেন এই কারণ দর্শাইয়া যে আবেদনপত্র জমা দিতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছে এবং বাদী মূল হেতু-ভাষণের উপর কিছু সুবিধা পাইয়া গিয়াছেন। **সিদ্ধান্ত :** নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত বিধিসম্মত হয় নাই, ১১৫ ধারামতে হস্তক্ষেপ করা [= ব্যতিচার

করা] ন্যায়ানুগ [*মেসার্স জওযারমল রামকরণ ব. পালী কেশবলাল জামনাদাস,* AIR *1990 Gujarat 42*]।

(৪) **লিখিত বিবৃতির সংশোধন :** কর্জেব টাকা আদায়ের একটি মকদ্দমায় প্রতিবাদী একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন যাহাতে তিনি কর্জ গ্রহণের কথা স্বীকার করেন। পরে উক্ত প্রতিবাদী একটি অতিবিক্ত লিখিত বিবৃতিও দাখিল করেন। প্রতিবাদী তাঁহার লিখিত বিবৃতি সংশোধন করার জন্য একটি আবেদনপত্র জমা দেন এই কারণ দর্শাইয়া যে, তিনি অধিবক্তা (Advocate)-কে বিশ্বাস করিয়া অন্ধেব মত সহি করিয়াছেন। এই আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হয়। পুনরীক্ষণে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তাঁহার অনেক বযস হইয়াছে। অনেক দেরীতে যে সংশোধন প্রস্তাব তিনি দাখিল করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি, পূর্বে যে স্বীকৃতি দিয়াছেন, কৌশলে বা ছলনাদ্বারা তাহা এড়ানোব চেষ্টা কবিযাছেন। তাঁহার পূর্ব বক্তব্য-ই কিন্তু অন্য প্রতিবাদীগণের লিখিত বিবৃতি-তে এখনও বিধৃত বহিয়াছে। এইরূপ পবিস্থিতি-তে, প্রস্তাবিত নয়া বক্তব্য স্বীকৃত হইলে বাদীব স্বার্থ বিপন্ন হয। সুতরাং আবেদনপত্র অস্বীকৃত হওয়া যথাযথ। পবন্তু, ন্যাযপ্রণালী সংহিতাব ১১৫ ধারাব সহিত যুক্ত অনুবিধির (proviso) প্রেক্ষিতে আক্রান্ত আদেশ মকদ্দমাটিব চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটায নাই। আদেশ অপবিবর্তিত বাখিলে ন্যাযনীতি পবাজিত হয না। আবেদনপত্র বাতিল করা হইল [*মেসার্স এস কে আগবওযাল এ্যাণ্ড কোম্পানী ব শৈলেশচাঁদ আগবওয়াল,* AIR 1984 All 293]।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

উত্তরবিচার প্রার্থনা

(১) **উত্তরবিচার প্রার্থনা করার [= আপীল করার] অধিকার :** আইনক্ষেত্রের একটি বিশিষ্ট নীতি হইল 'ন্যায়পরতার সহিত সামঞ্জস্যহীন প্রত্যেক কর্মের প্রতিকার আছে'। এ নীতি-টিকেই আবার অন্যভাবে প্রকাশ করা যায় : 'যেখানেই অধিকার আছে সেখানেই উহার লঙ্ঘনের প্রতিকার বা প্রতিবিধান আছে'। দেওয়ানী মকদ্দমার ক্ষেত্রে এই নীতি-টি প্রযোজ্য হইলেও আপীলের ক্ষেত্রে এই নীতি-টি প্রযোজ্য নহে। ন্যায়প্রণালী সংহিতার ৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দেওয়ানী প্রকৃতির কোন ক্ষোভ থাকিলে তাঁহার অধিকার আছে প্রতিকার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত আদালতে মকদ্দমা দায়ের করার। কিন্তু প্রতিকূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করার এরূপ কোন সহজাত অধিকার নাই [*ঈশ্বরদাস* ব. *স্টেট্ অব হরিয়ানা*, AIR 1975 P&H 29; *অনন্ত মিল কোং* ব. *স্টেট্ অব গুজরাট*, AIR 1975 SC 1234]। কতকগুলি আইনের বিধানের ভিত্তিতেই কেবল আপীল করার অধিকার প্রয়োগ করা যায় [*হেম সিং* ব. *বসন্ত দাস*, AIR 1936 PC 39; প্রসঙ্গতঃ *ন্যাশনাল সিউয়িং থ্রেড় কোং লিঃ* ব. *জেমস্ চ্যাডউইক এ্যাণ্ড ব্রাদার্স*, AIR 1953 SC 357 দেখা যাইতে পারে]।

দ্বিতীয় আপিলে প্রাঙ্ন্যায় বা দোবারা দোষ-এর ওজর : আপিলকারী, লিখিত বিবৃতি-তে বা নিম্ন আদালতে প্রাঙ্ন্যায় বা দোবারা দোষ-এর ওজর না তুলিয়া থাকিলেও দ্বিতীয় আপিলে তাহা করিতে পারে [*খরাইতিলাল*. ব. *শ্রীমতী মোহনদেবী*, AIR 1984 P&H 288] [Pritpal Singh, J].

(২) **উত্তরবিচার সম্বন্ধীয় আইনের বিধান :** প্রত্যেক আদালত বা প্রত্যেক প্রাধিকারীর প্রত্যেক রায়, আজ্ঞপ্তি বা আদেশ আপীলযোগ্য নহে। কোন্ কোন্ রায়, আজ্ঞপ্তি বা আদেশ আপীলযোগ্য তদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত ন্যায়প্রণালী সংহিতা বা অন্য আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান সমূহ দেখিতে হইবে। মূল আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আপীল করা বিষয়ক বিধানসমূহ ন্যায়প্রণালী সংহিতার [= দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার] ৯৬, ৯৭, ৯৮ ও ৯৯ ধারায় বিধৃত আছে। নিদর্শ, আপীলের ভিত্তি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া (স্বীকৃতি (admission), মধ্যকালীন আদেশ, চূড়ান্ত আদেশ, প্রভৃতি) -সংক্রান্ত বিধানসমূহ বিধৃত আছে অর্ডার ৪১'এ। সাধারণতঃ এইগুলিকে বলা হয় "প্রথম আপীল"। উত্তরবিচার আজ্ঞপ্তির [= আপীল সম্বন্ধী আজ্ঞপ্তির] বিরুদ্ধে আপীলকরা সম্বন্ধীয় আবশ্যক বিধানসমূহ প্রদত্ত আছে ১০০, ১০১, ১০২ ও ১০৩ ধারায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিধানসমূহ প্রদত্ত আছে অর্ডার ৪২'এ।

এই গুলিকে 'দ্বিতীয় আপীল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তবে, এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১০০ ধারায় বলা হইয়াছে যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অতীব মূল্যবাণ আইনসংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপিত না-হইলে 'দ্বিতীয় আপীল' করা যাইবে না। আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা সংক্রান্ত বিধানসমূহ বিধৃত আছে ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ ধারাগুলিতে; আপীলযোগ্য আদেশ সম্বন্ধীয় অনুপুঙ্খ বিধানসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে অর্ডার ৪৩, রুল ১এ। সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা বিষয়ক বিধান দেওয়া আছে ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১০৯ ধারায়। ভারত সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের সহিত সঙ্গতি রাখিযা এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, উক্ত সংবিধানের খণ্ড ৫-এর পরিচ্ছেদ ৪-এর বিধানসমূহ এবং সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে, হাইকোর্টের দেওয়ানী কার্যবাহের যে-কোন রায়, আজ্ঞপ্তি অথবা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাইবে যদি হাইকোর্ট এইরূপ প্রমাণপত্র প্রদান করেন যে, মকদ্দমাটিতে সাধারণ গুরুত্বসমন্বিত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবাণ আইনের প্রশ্ন রহিয়াছে এবং যে, উক্ত হাইকোর্টের অভিমত অনুসারে প্রশ্ন-টি সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, সুপ্রীমকোর্ট, ভারত সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে, সুপ্রীম কোর্টের 'বিশেষ অনুমতি'র (special leave) ভিত্তিতে আপীল গ্রহণ করিতে পারে।

(৩) **কাহার আপীল করিবার অধিকার আছে ঃ** ন্যায়প্রণালী সংহিতার ৯৬, ১০০ এবং ১০৪ ধারায় আপীল করার অধিকারের কথা বিবৃত আছে কিন্তু কাহার আপীল করিবার অধিকার আছে তাহা বলা হয় নাই। তবে আইনের সাধারণ নিয়ম হইল এই যে মামলার যে পক্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষুণ্ণ হন তিনি কিংবা তাহার বিধিসম্মত প্রতিনিধি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন। তবে লক্ষ্যণীয় যে কথিত আদেশ দ্বারা ক্ষুণ্ণ প্রত্যেক ব্যক্তিই আপীল করিতে পারেন না। দেখিতে হইবে, উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না-করা হইলে, একদিকে ক্ষুণ্ণ পক্ষ এবং অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট মকদ্দমার অন্য যে-কোন পক্ষ — এই দুই পক্ষের মধ্যে একই বিষয়ের ভবিষ্যতের কোন বিবাদে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাঙ্‌ন্যায় [= পূর্ববিচারিত, পূর্বনির্ণীত, দোবারা দোষ] (*res judicata*) বলিয়া গণ্য হইবে কি-না। যদি উহা প্রাঙ্‌ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে, ঐরূপ ক্ষুণ্ণ পক্ষ, নিম্নবর্তী আদালতের কার্যবাহের পক্ষ না হইলেও আপীল আদালতের অনুমতি গ্রহণান্তে আপীল করিতে পারেন: এই পর্যায়ে উল্লেখ্য একটি বিশেষ মামলা হইল *গ্রাম সভা ব. উপ অধিকর্তা* 1982 All CJ 133। এই মামলার রায়ে বলা হয়, গ্রামসভার প্রধান উক্ত সভাকর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথভাবে প্রাধিকৃত না-হইলেও যে গ্রাম-সমাজের তিনি নিজে একজন সদস্য সেই গ্রাম-সমাজের স্বার্থে গ্রাম-সভার সম্পদ সম্পত্তি রক্ষার্থ তিনি উক্তরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা লইতে পারেন। সাধারণতঃ একজন সহ-বাদী বা একজন সহ-প্রতিবাদী অন্য একজন সহ-বাদী বা একজন

সহ-প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন না কিন্তু ত্রিকোণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে এইরূপ অধিকার জন্মগ্রহণ করিতে পারে। বিবাদ বিষয় নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন আদালত বাদীগণ বা প্রতিবাদীগণের মধ্যবর্তী অধিকার সমূহ নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন। আপীলের ভিত্তির খসড়া প্রস্তুত কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৪১, রুল ১১-এ বিধৃত বিধানসমূহ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। আইনের একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইল অ-প্রয়োজনীয় মামলা-মকদ্দমাকে নিরুৎসাহিত করা। এইকারণে, আপীলকারীর বক্তব্য শ্রবণান্তে আদালত স্বীয় মর্জিমাফিক অপর পক্ষকে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি না-দিয়াই আপীল সরাসরি বাতিল করিয়া দিতে পারেন। এই কারণে, আপীলের ভিত্তিসমূহের খসড়া প্রস্তুতির পূর্বে আইনবিদ্‌কে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আপীল করিবার অধিকার বিদ্যমান আছে এবং উহা তামাদি হইয়া যায় নাই বা চুক্তি-ভিত্তিক স্বত্বত্যাগ বা দাবিত্যাগ (waiver) দ্বারা বা বাদ-বন্ধ (estoppel) দ্বারা বা ব্যক্ত বা বিবক্ষিত অন্য কোন কার্য বা আচরণ দ্বারা বিনষ্ট হয় নাই। স্বীকৃতি স্তরে যাহাতে কোন বাধাবিঘ্নের আকস্মিক উদ্ভব না-ঘটে, তন্নিমিত্ত আইনবিদ্-কে, বা অধিবক্তাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত আপীল-আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করিতে হয়।

(৪) **আপীল-আদালতের অধিক্ষেত্র** (Jurisdiction of Appellate Court) **:** ন্যায়প্রণালী সংহিতার যে-সকল ধারার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে তাহাতে আপীল আদালতের অধিক্ষেত্র বিষয়ে কোনকিছু বিবৃত হয় নাই। উহাতে কেবল আপীল করার অধিকারের কথা-ই বিবৃত হইয়াছে। আপীল দায়ের করিবার জন্য তাই আইনবিদ্-কে বিভিন্ন দেওয়ানী আদালত আইন পাঠ করিতে হইবে। তবে কিছু সাধারণ নিয়মের কথা এখানে উল্লেখিত হইতে পারে। মুন্সিফ, সাব-জজ বা সাবর্ডিনেট জজ বা সিভিল জজ-কর্তৃক প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি সম্বন্ধীয় আপীল, একটি নির্দিষ্ট মূল্য পর্যন্ত জিলা জজের নিকট করিতে হইবে এবং সিভিল জজ বা সাবর্ডিনেট জজের আজ্ঞপ্তির সম্বন্ধীয় আপীল, একটি নির্দিষ্ট মূল্য পর্যন্ত করিতে হইবে হাইকোর্টে। 'দ্বিতীয় আপীল' বা 'বিশেষ আপীল' দাখিল করিতে হয় হাইকোর্টে ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১০০ ধারায় উল্লেখিত ভিত্তিতে (১০১ ধারায় যে-প্রকার বিবৃত আছে) এবং ১০২ ধারায় উল্লেখিত হয় নাই কেবল সেইরূপ ক্ষেত্রগুলিতে।

(৫) **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল :**

(ক) 'আদেশ' কাহাকে বলে : ন্যায়প্রণালী সংহিতার ২(১৪) ধারায় 'আদেশ'-এর সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে 'আদেশ হইল কোন দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি যাহা আজ্ঞপ্তি নহে' (formal expression of any decision which is not a decree)। যথার্থ অবস্থা এই যে, ইহা হইল এরূপ আদেশ যাহা ন্যায়প্রণালী সংহিতার [= দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার] ১০৪ ধারা এবং অর্ডার ৪৩, রুল ১-এর অধিক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে, এবং যাহার

বিরুদ্ধে আপীল করা যায়। এক্ষণে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যেহেতু সমকালে বলবৎ-থাকা অন্য কোন আইনে আপীল করার যে বিধানসমূহ বিদ্যমান আছে তাহা সুরক্ষিত, সেইহেতু এরূপ অন্য যে-কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইতে পারে যাহা উক্ত আইনদ্বারা আপীলযোগ্য করা হইয়াছে। পরন্তু, আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উক্ত ধারার (২) উপধারা দ্বারা প্রথম আপীল আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপীল দায়ের করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১০৫ ধারা অনুসারে, উক্ত ধারায় বিধৃত শর্তদ্বয় মান্য করিয়া আপীলযোগ্য এবং আপীলযোগ্য নহে এরূপ সকল আদেশের বিরুদ্ধেই আপীল আনা যায়। শর্তদ্বয় হইল এই যে, আপীলে যে আদেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তাহাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত-কে প্রভাবিত করিয়া থাকা চাই এবং আপীলের ভিত্তিতে এতদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট আপত্তি অবশ্যই গৃহীত হইয়া থাকা চাই।

(খ) **যে আদালতে আপীল করিতে হইবে :** আদেশের বিরুদ্ধে সেই একই আদালতে আপীল করা যায় যে আদালতের ঐ মকদ্দমার আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করার অধিক্ষেত্র আছে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আপীল দাখিল কবিবার পূর্বে সর্বাধিক যত্নের সহিত দেখিতে হইবে সংশ্লিষ্ট আদেশ আদৌ আপীলযোগ্য কিনা, ইহা ২(২) ধারার সংজ্ঞার মধ্যে 'আজ্ঞপ্তি' রূপে গ্রহণীয় কিনা বা ২(১৪) ধারার সংজ্ঞার মধ্যে 'আদেশ' রূপে গ্রহণীয় কিনা, কোন্ বিধানমতে ঐ আপীল দায়ের করা যাইবে এবং আইনানুসারে ঐ আপীল আদৌ করা যায় কি-না।

(গ) **নির্বাহের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল** (Appeals from orders in execution] **:** নির্বাহ বিষয়ক কার্যবাহ সম্বন্ধীয় আদেশ যদি মকদ্দমার পক্ষগণের কিংবা তাহাদের প্রতিনিধিগণেব সম্পর্কে দেওয়া হয এবং যদি উহা আজ্ঞপ্তির নির্বাহ, খারিজ বা প্রতিবিধান সম্পর্কিত হয়, তবে উহা ন্যায়প্রণালী সংহিতার ৯৬ ধারার অধীন আজ্ঞপ্তি রূপে আপীলযোগ্য হইবে [*আদাই কাপ্পা* ব. *চন্দ্রশেখর,* AIR 1948 PC 12]। পুনশ্চঃ, আদেশটি যদি উক্ত সংহিতার অর্ডার ২১, রুল ৩৪ কিংবা রুল ৭২ কিংবা রুল ৯২ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ হয় তাহা হইলে উহা অর্ডার ৪৩ অনুযায়ী আপীলযোগ্য হইবে। অন্যান্য আদেশ আপীলযোগ্য না হইতে পারে [*কেশবদেও* ব. *রাধাকিষন,* AIR 1953 SC 23]।

(ঙ) **আপীলের খোলাসা** (Memo of Appeal) **:** ইংরাজী 'Memorandum of Appeal' বা সংক্ষেপে 'Memo of Appeal'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হইল '**আপীলের খোলাসা**'। খোলাসা-চুম্বক, সার (সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা, পঞ্চম স্তবক, পৃ ৪৬ দ্রঃ)। আপীলের খোলাসার আনুষ্ঠানিক অংশ মকদ্দমার শীর্ষাংশ বা শিরনাম (Heading of the case), আপীলের প্রারম্ভিক বিবৃতি (Introductory

statement) যাহার মধ্যে বিধৃত থাকে যে আজ্ঞপ্তি (ডিক্রি) বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার অনুপুঙ্খ বিবরণ, এবং আপীলের মূল্য-নির্ধারণ (valuation of the appeal)। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, সংশোধনদ্বারা কোন-একটি আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে কৃত আপীলকে, অন্য একটি আজ্ঞপ্তির বিরোধী আপীলে রূপান্তরিত করা যায় না [*মোহম্মদ ইদ্রিশ হায়দার* ব. *মহম্মদ হবিবুর রহমান,* AIR 1948 Pat 97]। ইহাই হইল আপীলের আকারগত বা বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক অংশ। ইহার বিষয়বস্তুগত অংশে বিধৃত থাকে আপীলের ভিত্তি (grounds of appeal), এবং কি উপশম (relief) দাবি করা হইতেছে তাহা। আদালতের নামের নিম্নে আপীলের নম্বর এবং যে বৎসরে উহা দাখিল বা দায়ের করা হয় তাহা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যেহেতু নম্বর বা সংখ্যা-টি আদালতের আধিকারিকগণ কর্তৃক লিখিত হয় সেইহেতু নম্বর লিখিবার স্থানটি ফাঁকা [= অলিখিত] রাখা হয়। অতঃপর লিখিত হয় পক্ষগণের নাম ও ঠিকানা। প্রথমেই লেখা হয় আপীলকারীর [= উত্তরবিচার প্রার্থীর] (appellant) নাম ও ঠিকানা এবং তারপর লেখা হয় প্রতিপক্ষের (respondent-এর) নাম ও ঠিকানা। এতদ্ব্যতীত, নিম্ন আদালতে পক্ষগণ বাদী, প্রতিবাদী, আবেদনকারী অথবা বিপরীত পক্ষ — কি ছিলেন তাহাও উল্লেখ করিতে হয়। নিম্নে প্রদত্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে বিষয়-টি সূর্যকরোজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইবেঃ

(১)

শ্রী সোমশুভ্র সেনগুপ্ত, পিতা শ্রী অভিজিৎ সেনগুপ্ত, ক্লাস্টার .... এল ...., সল্টলেক সিটি কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪ .... (বাদী) আপীলকারী

বনাম

শ্রী দেবব্রত মল্লিক, পিতা ৺ করুনানিধি মল্লিক ৫১১/১/১, পি. কে. গুহ লেন, কলিকাতা ৭০০ ০২৮ .... (প্রতিবাদী) বা (প্রত্যর্থী) .... উত্তরবাদী।

(২)

শ্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পিতা স্বর্গতঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায়, ৩০২, দীনবন্ধু মিত্র রোড, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা .... (আজ্ঞপ্তি ধারী) আপীলকারী

বনাম

শ্রী সৌরভ মুখোপাধ্যায়, ৺পিতা নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমরকানন, ২১৩/১-সি, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০০৬ .... (নির্ণীত-ঋণী বা ডিক্রির দেনদার) .... উত্তরবাদী।

(৭) **প্রারম্ভিক বিবৃতি** '(Introductory Statement) **ঃ** পক্ষগণের নামের অব্যবহিত পর একটি 'প্রারম্ভিক বিবৃতি' থাকা আবশ্যক। এই প্রারম্ভিক বিবৃতি-তে

থাকিবে যে আজ্ঞপ্তির [= ডিক্রির] বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার বিস্তারিত বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ (যথা, উহার নম্বর ও তারিখ, সংশ্লিষ্ট আদালতের নাম ও উহার অগ্রাধিকারিকের নাম), এবং উহা নিম্নে প্রদত্ত যে-কোন একটি নিদর্শে লেখা যাইতে পারে :

নিদর্শ — ১

উপরি-উক্ত আপীলকারী [= উত্তরবিচার প্রার্থী] .... সালের .... নং মকদ্দমায় (স্থানের নাম) .... স্থিত দেওয়ানী আদালতের .... (অগ্রাধিকারের নাম) মহোদয়ের .... তারিখে প্রদত্ত আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে .... আদালতে উত্তরবিচারপ্রার্থী হইলেন এবং যে আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আপীল [= উত্তরবিচাব প্রার্থণা] করা হইতেছে তাহাতে আপীলকারীর আপত্তির ভিত্তি নিম্নে বিবৃত করিলেন, যথা।

নিদর্শ — ২

ইহা বৎসরের .... সংখ্যাযুক্ত মকদ্দমায় .... স্থিত দেওয়ানী আদালতের মহামান্য বিচারক শ্রী .... মহোদয়ের আজ্ঞপ্তির [= ডিক্রির] বিরুদ্ধে আপীল [= উত্তরবিচার প্রার্থনা] হইতেছে এবং এই আপীলের ভিত্তি "আপীলের ভিত্তি" এই শিরনামে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তবে, এই প্রসঙ্গে, একটি বিষয় সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। যে সকল ক্ষেত্রে হাইকোর্ট [= প্রধান বিচাবালয়, উচ্চ ন্যায়ালয়, মহাধর্মাধিকরণ] আজ্ঞপ্তি এবং আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য বিশেষ নিদর্শ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রে উক্ত নিদর্শই ব্যবহার্য।

(৮) **মূল্য নির্ধারণ** (Valuation) : ন্যায়প্রণালী সংহিতা-য় আপীলের মূল্য নির্ধারণ [= মূল্য নির্ণয়, মূল্যহিসাব] যে আপীলের খোলাসার অঙ্গীভূত থাকিবে এরূপ কথা কোথাও বলা হয় নাই। তথাপি আপীলের খোলাসায় উহা থাকা উচিৎ। ইহার কারণ এই যে, অসংখ্য ক্ষেত্রে মূল্যানুসারে (*ad valorem*) কোর্ট ফি দিতে হয়, উকিলের করযোগ্য ফি-এর হিসাব কষা হয় আপীলের মূল্যের ভিত্তিতে এবং অনেকসময় আপীল করা হয় আজ্ঞপ্তির অংশের বিরুদ্ধে, সমগ্র আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে নহে। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কথিত মূল্য-নির্ধারণ প্রারম্ভিক বিবৃতির অব্যবহিত পরে এবং আপীলের ভিত্তির ঠিক পূর্বে লিখিত হয়।

(৯) **আপীলের ভিত্তি** (Grounds of Appeal) : ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ [= দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮] এর অর্ডার ৪১, রুল ১ হইতে চারিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় :

(১) আপীলের নিদর্শ।

(২) কিভাবে আপীল দায়ের করিতে হয়।

(৩) আপীলের খোলাসার সহিত কি কি দস্তাবেজ থাকিবে।

(৪) কোন্ কোন্ ভিত্তিতে আপীল করা যায়।

আপীলের ভিত্তিগুলিকে হইতে হয় নিম্ন আদালতের মকদ্দমার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিবে না। আপীলে নূতন ওজর উত্থাপন করা যায় না [AIR 1966 Punj 36 (FB); AIR 1971 SC 1928]। আপীল পর্যায়ে কোন পক্ষ তাহার মামলা পরিবর্তন করিতে পারে না [AIR 1966 SC 1017]। যে আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে, কখন্ তাহার প্রতিলিপি ব্যতিরেকে আপীল গৃহীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে [*ফুলচাঁদ* ব. *গোপাল লাল* মামলার রায় দেখা যাইতে পারে AIR 1967 SC 1470]। ৪৭ ধারার অধীনে যে প্রশ্ন স্থির করা হয় তাহা আজ্ঞপ্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে এবং ইহার বিরুদ্ধে আপীল করা যাইতে পারে [*শকুন্তলা দেবী* ব. *কে, রামন,* AIR 1969 SC 575]। আপীলের আবেদনপত্রে (memorandum of appeal) আপত্তির যে ভিত্তি পরিগৃহীত হয় নাই আদালত তাহার সমর্থনে কোনকিছু শ্রবণ না করিতে পারেন [*বিদ্ধিচাঁদ* ব. *খিচ্‌ড়ি,* AIR 1946 Nag 135; *রাজা জওয়ালেশ্রী* ব *বাবু পারাচাঁদ,* AIR 1945 PC 13; *রোশনলাল* ব. *স্টেট্,* AIR 1971 All 210]। আবার পরিগৃহীত হইয়াছে কিন্তু আপীলের স্বীকৃতিকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে এরূপ ভিত্তির সমর্থনেও আদালত কোনকিছু শ্রবণ করিতে অস্বীকার কবিতে পারেন [*হাজুরা সিং* ব. *কিষেন সিং,* AIR 1933 Lah 447]।

তবে আদালত স্বীয় মর্জি মাফিক ঐরূপ ভিত্তি বিষয়ে তাহার বক্তব্য বলার বা যুক্তি সহযোগে আলোচনা করার সুযোগ দিতে পারেন [অর্ডার ৪১, রুল ২; AIR 1925 Oudh 435]। কোনক্ষেত্রে যদি আপীলের ভিত্তিতে (grounds of appeal) অথবা নিম্ন আদালতে কোন আপত্তি গৃহীত না হইয়া তাকে এবং শুনানী কালে আপীলকারী যদি উহা উত্থাপন করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণতঃ আদালত তাহাকে ঐরূপ করিতে দিবেন না [*গোবর্ধন দাশ* ব. *কর্পোরেশন,* AIR 1970 Cal 539 at 542]। বিপরীত পক্ষের মামলার মূল্যাকর্ষণ করে এরূপ নূতন কোন ওজর শ্রবণ করিতে আদালত অস্বীকার করিতে পারেন [*ইউনাইটেড় ব্রোকার্স* ব. *আলা গাপ্পা,* AIR 1948 Mad 391]। নিম্ন আদালতে উত্থাপিত হইয়া থাকিলেও আপীল আবেদনে দোবারা দোষের ওজর (plea of *res judicata*) না লওয়া হইয়া থাকিলে আদালত সাধারণত উহা উত্থাপন করিতে দিতে অস্বীকার করিবেন [*বাঞ্ছানিধি কর* ব. *উদেকর,* AIR 1949 Pat 214]। যে বক্তব্য বিষয় নিম্ন আদালতে উত্থাপিত হয় নাই আপীলে তাহা লইয়া সাধারণতঃ কোন আলোচনা করা যায় না। তবে উহা যদি

বিশুদ্ধ আইনসম্বন্ধীয় প্রশ্ন হয় অথবা যদি এরূপ বিষয়বস্তু হয় যাহা মকদ্দমাটির মূল্যাকর্ষণ করে [যেমনঃ অধিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, দোবারা দোষ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, আর্জিতে বিবাদ কারণের অবিদ্যমানতা বা লিখিত বিবৃতিতে রক্ষণের ভিত্তির অবিদ্যমানতা প্রভৃতি] তাহা হইলে ভিন্ন কথা। তবে উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করিতে দেওয়া যায় যদি এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে নথিভুক্ত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই উহা বিচারিত ও মীমাংসিত হওয়া সম্ভব। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সম্পর্কিত সকল বিষয়বস্তুই নথিভুক্ত আছে কিংবা উহার উত্তর নিরতিশয় সহজ-সরল কিংবা (অনবধানতাবশতঃ) লক্ষ্য করিতে না-পারার জন্য বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, এই কারণের জন্য নূতন বিষয় আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া যায় না [*রাজারাম* ব. *দীনদয়াল*, 1971 MPLJ 172]। কোন-কোন ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে উত্থাপিত হয় নাই এবং আপীলের ভিত্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখিত হয় নাই শুনানীর সময় তামাদি সম্বন্ধীয় এরূপ ওজর আলোচিত হইতে দেওয়া হয় [*দলু* ব. *মুহাম্মদ নাথু*, 94 IC 251 Lah], কিন্তু উহার নির্ধারণকালে যদি দেখা যায় যে তথ্যসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিষয়ে তদন্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে তাহা হইলে ঐরূপ করিতে দেওয়া হয় না।

উপরি-উক্ত অনুপুঙ্খ আলোচনা হইতে ইহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হইতেছে যে আপীলের ভিত্তিসমূহ (grounds of appeal) স্থির করিবার পূর্বে আপীলকারীর অধিবক্তা অবশ্যই নিশ্ছিদ্র যত্ন ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত বিবেচনা করিবেন কোন্ কোন্ সম্ভাব্য ভিত্তিতে তিনি নিম্ন আদালতের আজ্ঞপ্তি বা আদেশ-কে তেজস্বিতার সহিত আক্রমণ করিতে পারিবেন, পরন্তু সঙ্গতভাবে যে-সকল ভিত্তি তিনি পরিগ্রহণ করিতে পারেন কোনও পরিস্থিতিতেই তাহা যাহাতে পরিত্যক্ত না হয় বিশেষ সতর্কতার সহিত সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। সাধারণতঃ নিম্ন আদালতের রায় শ্রমসহকারে ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া সাবধানে পরীক্ষা করিলে আপীলের ভিত্তি কি হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য হয় না, তবে, আপীলের আবেদনপত্রের খসড়া তৈয়ারী করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী বা অধিবক্তাকে প্রাসঙ্গিক আর্জি ও জবাব, আবেদনপত্র [= যাচনপত্র], দস্তাবেজগত ও মৌখিক সাক্ষ্য ও অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।

(১০) **আপীলের ভিত্তির খসড়া তৈয়ারীর নিয়মাবলী** (Rules for drafting grounds of appeal) **:** কি প্রকারে আপত্তির ভিত্তিসমূহ গঠন করা যাইবে সন্দেহাতীতভাবে তাহা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইনের) অর্ডার ৪১, রুল ১(২) হইতে নিম্নবর্ণিত নিয়মসমূহ পাওয়া যাইতে পারেঃ

(১) আপত্তির ভিত্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে লিখিতে হইবে।

(২) ঐগুলি সংক্ষেপে লিখিতে হইবে।

(৩) অবশ্যই ঐগুলি বর্ণনাকর বা বর্ণনামূলক ভাবে কিংবা বিতর্কমূলক (agrumentative) ভাবে লিখিত হইবে না। অর্থাৎ উহা যেমন আখ্যান বা ধারাবাহিক কাহিনী বলার স্বভাববিশিষ্ট হইবে না ঠিক তেমনি উহার মধ্যে থাকিবে না কোন অনাবশ্যক বা বিরক্তিসৃষ্টিকারী তর্কপ্রবণতা।

(৪) প্রতিটি নির্দিষ্ট আপত্তি একটি পৃথক অনুচ্ছেদে এবং একবার মাত্র লিখিতে হইবে এবং ঐগুলিকে ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত করিতে হইবে।

যথাযথ অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত এই নিয়মগুলি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম নিয়মে বলা হইয়াছে, আপত্তির ভিত্তিসমূহ সুষ্টুভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে লিখিতে হইবে। এই কথার অর্থ এই যে, উহা যথাযথভাবে বর্ণিত হইতে হইবে অর্থাৎ উহা অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত বা অস্পষ্ট হইবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরুন, কোনস্থলে লেখা হইল — "নিম্নবর্তী আদালতের রায় তথ্য, আইন ও ন্যায়পরতার পরিপন্থী"। দেখা যাইতেছে, এখানে, কোন্ তথ্যসম্বন্ধীয় আদালতের মন্তব্য ভ্রান্ত, কোন্ ব্যাপারে নিম্নবর্তী আদালত আইনের ভুল করিয়াছে এবং উক্ত আদালতের কোন্ অভিমত সমদর্শিতা বা ন্যায় বিচারের (equity) পরিপন্থী তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। সুতরাং এখানে বক্তব্য অস্পষ্ট রহিয়াছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কোন আপত্তি যদি সুস্পষ্ট ভাবে অর্থাৎ পরিস্কার করিয়া লেখা না হয়, তাহা ইহলে, আদালত উহার উপর কোন বিতর্ক হইতে দিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

দ্বিতীয় নিয়ম হইল, আপত্তির ভিত্তিগুলি সংক্ষেপে [= সংক্ষিপ্ত আকারে] লিখিতে হইবে। এইকথার অর্থ এই যে উহার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বা অনাবশ্যক পুঙ্খানুপুঙ্খতা থাকিবে না — ভাষা সংক্ষিপ্ত, অলংকার বর্জিত হইবে।

তৃতীয় নিয়ম হইলঃ আপত্তির ভিত্তিগুলি বর্ণনাকর বা বর্ণনামূলকভাবে বা বিতর্কমূলক ভাবে লিখিতে হইবে না। এই নিয়ম-টি পূর্বেই বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই নিয়মে বলা হইয়াছে, মামলার তথ্যাবলী অথবা আপত্তিগঠনকারী তথ্যাবলী বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করিতে নাই, কেবল আপত্তি-টি সুস্পষ্ট ভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে তথ্যসমূহ বর্ণনা করা এবং আপত্তির ভিত্তি নির্মাণ করা — এক কথা নহে। পুনশ্চ, আপীলের খোলাসা বা 'মেমোর‍্যান্ডাম অব এ্যাপীল'-এর বলদীপ্ত লক্ষ্য হইল নিম্নতর আদালতের অভিমতের নির্ভুলতা (correctness) ও সিদ্ধতা (validity) সম্পর্কে প্রশ্ন বা অভিযোগ উত্থাপন করা; সুতরাং ইহাতে কেবল তথ্য বর্ণনা করিলেই চলে না, আইনের উল্লেখও ইহাতে করিতে হয়. কারণ বা হেতু উল্লেখ করিতে হয়। পৃথক, সংক্ষেপে-লিখিত অনুচ্ছেদে মূল বক্তব্য পরিবেশন করিতে হয় — ঐ বক্তব্য-কে বিশদরূপে বর্ণনা করা বা ঐ বিষয়ে অনাবশ্যক যুক্তিতর্কের

অবতারণ করা অ-সমীচীন ও অবিধেয়। বিশেষ ক্ষেত্রে মকদ্দমার ঘটনাপ্রবাহ জটিল প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে এবং আপীলের ভিত্তিগুলিকে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনে ঐগুলির কিছু বিশ্লেষণ অনিবার্যভাবে, প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইলে, 'আপীলের ভিত্তিসমূহ' (grounds of appeal) উল্লেখ করিবার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ একটি বা কয়েকটি প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

চতুর্থ নিয়মে বলা হইয়াছে প্রতিটি নির্দিষ্ট আপত্তি একটি পৃথক অনুচ্ছেদে এবং একবার মাত্র লিখিতে হইবে এবং ঐগুলিকে ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত করিতে হইবে। একই আপত্তি বিভিন্ন আকৃতিতে বা বিভিন্ন ভাষায় বারংবার উল্লেখ করা যাইবে না এবং একটিকে আর-একটির সহিত মিশাইয়া ফেলা চলিবে না।

অনুচ্ছেদগুলি ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত করিতে হইবে — একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রতিটি অনুচ্ছেদ "যে" বা "কারণ" — এই শব্দ দ্বারা আরম্ভ করিতে হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আবেদনপত্র বা যাচনপত্র

[Applications or Petitions]

(১) **প্রারম্ভিক আলোচনা** : সাধারণ অভিধান অনুসারে আবেদনপত্র (application) এবং যাচনপত্র [= যাচিকা, দরখাস্ত] (petition) সমর্থক হইলেও বাস্তব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাচনপত্র, যাচিকা বা দরখাস্ত (অর্থাৎ পিটিশন) বলিতে বুঝায় আইনানুযায়ী প্রতিকার পাইবার উদ্দেশ্যকৃত আবেদনপত্র। অর্থাৎ যাচনপত্র হইল একটি বিশেষ ধরনের আবেদনপত্র। বলা যায়, সকল যাচনপত্রই আবেদনপত্র কিন্তু সকল আবেদনপত্র যাচনপত্র নহে। আবেদনপত্র ও যাচনপত্র-কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(১) ন্যায়প্রণালী সংহিতার বিধানসমূহের অধীন আবেদনপত্রসমূহ।

(২) অন্যান্য সংবিধির (statute) অধীন যাচনপত্রসমূহ অর্থাৎ দরখাস্তসমূহ।

(৩) সংবিধানের অধীন যাচনপত্রসমূহ।

যাবতীয় আবেদনপত্র ও যাচনপত্র রচনা করিবার সাধারণ নিয়ম এই যে তাহাতে অভিযোগ বা নালিশের অনুপুঙ্খ বিবরণ থাকিবে এবং তাহার সমর্থনে যাবতীয় উল্লেখযোগ্য তথ্য দিতে হইবে। উহাকে স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট, যথাযথ, সম্পূর্ণ নির্ভুল, শব্দবাহুল্য বর্জিত ও সংক্ষেপে লিখিত হইতে হইবে। কোন প্রকার অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উহাতে স্থান পাইবে না। আইনের বিধানসমূহ সযত্নে ও পরম নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়া এবং উহার যথার্থ অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া আবেদনপত্র বা যাচনপত্র রচনা আরম্ভ করিতে হয়। ইহার ফলে মূল্যবাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ পড়িবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আবেদনপত্রে বা যাচনপত্রে কি কি বিশেষ বিষয় দিতে হইবে তাহা যদি সংবিধি-তে বলা না-থাকে তাহা হইলে আইন পরামর্শদাতা সংবিধি পাঠ করিয়া স্থির করিবেন তাঁহার মক্কেলকে তাঁহার দাবি-কৃত উপশম পাইবার যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য কি কি বা কোন্ কোন্ তথ্য তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং তাহার পর তিনি প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তাহার পারিপার্শ্বিকতা দৃঢ়রূপে ঘোষণা করিবেন। যে সংবিধির অধীন আবেদন করা হইতেছে যতদূর সম্ভব সেই সংবিধি-তে ব্যবহৃত ভাষাতেই উক্ত আবেদনপত্রের ভিত্তি বিবৃত করিতে হইবে।

ভিন্ন কোন ভাষা ব্যবহার করা কিংবা সংবিধিতে ব্যবহৃত কোন শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসমীচীন। কতকগুলি আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে সত্যাখ্যান (verification) কিংবা হলফনামা (affidavit) কিংবা উভয়ই প্রয়োজন, সুতরাং এই ব্যাপারে যাহাতে কোন ত্রুটী বিচ্যুতি বা ভুল ভ্রান্তি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক আবেদনপত্রে আদালতের নাম, মকদ্দমা বা অন্য কার্যবাহের সংখ্যা, বিবাদ-নাম [কজ্ টাইটেল], আবেদনকারীর নাম, বিপরীত পক্ষের নাম এবং আইনের যে বিধানের ভিত্তিতে উক্ত আবেদন করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। তবে কোন আবেদনপত্রে আইনের বিধানের ভুল উল্লেখ উক্ত আবেদনপত্রের কোন ক্ষতি সংসাধন করে না, যদি উক্ত আবেদনপত্র অন্য কোন বিধানের ভিত্তিতে প্রদান-যোগ্য হয় [*মুথুস্বামী* ব. *রামলিঙ্গ,* AIR 1958 Mad 366]।

(২) **ন্যায়প্রণালী সংহিতার অধীন আবেদনপত্র সমূহ :** ন্যায়প্রণালী সংহিতা বা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অধীন আবেদনপত্রসমূহ নানা উদ্দেশ্যে করা হইতে পারে। মামলা করার বা আপীল করার অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হয়; প্রথমোক্তটি বাদপত্র বা আর্জির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে; কিন্তু দ্বিতীয়টি আপীলের খোলাসা (Memo of Appeal) হইতে ভিন্ন। কোন মধ্যকালীন বা অস্থায়ী উপশম চাওয়া হইলে হলফনামা (affidavit) দ্বারা সমর্থিত আবেদন করা আবশ্যক। মধ্যকালীন বা অস্থায়ী উপশমের (interim relief) আবেদনের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি থাকিতে পারে :

(১) মধ্যকালীন আসেধাজ্ঞার (Interim injunction-এর) আবেদন;

(২) রায় প্রকাশ করার পূর্ববর্তী ক্রোক (attachment before judgment);

(৩) রিসিভার নিয়োগ।

নাবালক প্রতিবাদী থাকিলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত নাবালকের অভিভাবক (Guardian *ad litem*) নিয়োগের জন্য আবেদন করিতে হয় (পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, প্রতিবাদী নাবালক হইলে, আদালত উক্ত প্রতিবাদী যে প্রকৃতপক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক তদ্বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া একজন উপযুক্ত ও সুযোগ্য ব্যক্তি-কে সংশ্লিষ্ট মামলায় নাবালকের পক্ষাবলম্বের জন্য নিয়োগ করেন — ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮-এর অর্ডার ৩২, রুল ৩১ দ্রঃ]।

যে ক্ষেত্রে প্রতিবাদী কোন আবেদনপত্রের বিরুদ্ধতা করিতে চাহেন সেক্ষেত্রে তাহাকে প্রতি-হলফনামা (counter affidavit) দ্বারা সমর্থিত একটি জবাব (reply) দাখিল করিতে হয় যদ্দারা বাদীর অভিযোগসমূহের বিরোধিতা করা হয়। আরও কয়েক প্রকারের আবেদন করা হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে :

(ক) কমিশন ইসু করার জন্য;

(খ) আবিষ্কার বা পরিদর্শনের জন্য;

(গ) প্রশ্ন করার জন্য (for serving interrogatories);

(ঘ) মূলতবী রাখার জন্য (for adjournment);

(ঙ) আর্জি, জবাব বা বিচার্য বিষয় (issue) সংশোধনের জন্য;

(চ) দস্তাবেজ [= লেখ্য] দাখিল করার কালসীমা অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পর দস্তাবেজ জমা দিবার অনুমতির জন্য;

(ছ) কোন মকদ্দমা, আপীল বা আবেদনপত্র খেলাপের জন্য বাতিল করা হইলে কিংবা এক পক্ষিক [= একান্তিক, একতরফা] ভাবে স্বীকৃত (allowed) হইলে ঐ আদেশ প্রত্যাহার [= বাতিল] করার জন্য;

(জ) কোন মকদ্দমা বা আপীল বিচারাধীন থাকাকালে বিচার বা তদন্তের জন্য কোন বিষয় আদালতে দাখিল করার জন্য (for reference) [*বিশেষ মন্তব্য*ঃ দেওয়ানী মকদ্দমার ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা বিরল, কিন্তু আয়কর ও বিক্রয়কর সম্বন্ধীয় মকদ্দমার এরূপ ঘটনা নিয়ত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে]।

(৩) **নির্বাহ বিষয়ক আবেদনপত্র সমূহ** (Applications in execution) ঃ কোন আজ্ঞপ্তি নির্বাহের জন্য প্রেরিত হইলে, নির্বাহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া আজ্ঞপ্তিধারী (decree-holder)-কে নানাপ্রকারের আবেদনপত্র কবিতে হয়। নির্ণীত ঋণী [= ডিক্রীর দেনদার] (Judgment-debtor)-কেও ৪৭ ধারার অধীনে কিংবা অর্ডার ২১-এর অধীনস্থ কোন নিয়মের অধীনে আপত্তি দাখিল করিতে হয়। তৃতীয় পক্ষও এইরূপ করিতে পারে· নির্দেশ (রেফাবেন্স বিচার বা তদন্তের জন্য আদালতে দাখিলকরণ), পুনর্বিলোকন (রিভিউ) পুনরীক্ষণ = সংশোধন] (রিভিশন) সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) **নির্দেশ** (Reference) ঃ নির্দেশসম্বন্ধীয় বিধান বিধৃত আছে ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১১৩ ধারায় এবং অর্ডার ৪৬-এ। ইহা যে-কোন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে করা হইতে পারে, অথবা ঐরূপ আবেদন ছাড়াও (*suo motu*) করা যাইতে পারে। তবে নিম্নে প্রদত্ত শর্তত্রয় অবশ্যই পরিপূরিত হইতে হইবে ঃ

(১) এরূপ একটি অমীমাংসিত মকদ্দমা বা আপীল থাকিতে হইবে যাহার আজ্ঞপ্তি আপীলসাপেক্ষ নহে বা পুনঃ আপীল (further appeal) সাপেক্ষ নহে; অথবা,

(২) এরূপ আজ্ঞপ্তির নির্বাহ অসম্পাদিত থাকিতে হইবে; কিংবা

(৩) নিম্নলিখিত পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকিতে হইবে ঃ মকদ্দমা, আপিল অথবা নির্বাহে এমন কোন আইনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে অথবা এরূপ কোন

আইনশক্তিবাহী প্রথা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে-প্রশ্ন বিষয়ে আদালতের সঙ্গত সন্দেহ বিদ্যমান। অথবা আদালত এই অভিমত পোষণ করেন যে কোন অধিনিয়ম (Act), অধ্যাদেশ (Ordinance) কিংবা প্রবিধান বা প্রনিয়ম (Regulation) অথবা সংশ্লিষ্ট মকদ্দমার সহিত প্রাসঙ্গিক তাহার কোন বিধান অবৈধ [= অসিদ্ধ] বা অ-কার্যকর কিন্তু উহার উপর হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টের কোন সিদ্ধান্ত নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে আদালত উক্ত মকদ্দমার তথ্যাবলী সম্বন্ধীয় একটি বিবৃতি প্রনয়ণ করিতে পারেন এবং উহাতে আইনসম্বন্ধীয় কোন্ প্রশ্ন বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান তাহা উল্লেখ করিতে পারেন এবং উহাতে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া মহামান্য হাইকোর্টের নিকট পাঠাইতে পারেন।

নির্দেশের উদ্দেশ্য ঃ রেফারেন্স সম্বন্ধীয় বিধানের লক্ষ্য হইল নিম্ন আদালত হইতে আইন-সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নাবলী হাইকোর্টের সমক্ষে সরাসরি উপস্থাপন — আপীলের স্বাভাবিক পথে নহে।

(খ) **পুনর্বিলোকন** (Review) **ঃ** ন্যায়প্রণালী সংহিতার ধারা ১১৪ ও অর্ডার ৪৮ অনুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে পুণর্বিলোকনের প্রতিকার পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি কোন আজ্ঞপ্তি বা আদেশ ক্ষুণ্ন হন এবং যদি উহা আপীল যোগ্য হয় কিন্তু যদি আপীল দাখিল করা না হইয়া থাকে, কিংবা যদি তিনি এরূপ আজ্ঞপ্তি বা আদেশে ক্ষুণ্ন হন যাহার বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না অথবা যদি তিনি ছোট আদালতের (Small Causes Court) কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষুণ হন, তাহা হইলে তিনি যে আদালত উক্ত আজ্ঞপ্তি বা আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সেই আদালতের নিকট সংশ্লিষ্ট রায় পুণর্বিলোকনের জন্য আবেদন করিতে পারেন। এইরূপ আবেদনের ভিত্তি নিম্নলিখিতরূপ হইতে পারে ঃ

(১) নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বা সাক্ষ্যের আবিষ্কার, যাহা যথাযথ অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম প্রযুক্ত হইলেও তাহার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না অথবা আজ্ঞপ্তি বা আদেশ প্রদানকালে তৎকর্তৃক প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই; অথবা

(২) নথির প্রেক্ষিতে কোন ভুলের বিদ্যমানতা; অথবা

(৩) অন্য কোন যথেষ্ট কারণের বিদ্যমানতা।

কোন কোন ক্ষেত্রে পুণর্বিলোকনের আবেদনপত্র দাখিল করার পর আপীল করা হইয়াছে। যদি আপীল প্রত্যাহার করা হয় তাহা হইলে ধরা হইবে যে কোন আপীল করা হয় নাই এবং সে ক্ষেত্রে পুণর্বিলোকনের আবেদনপত্র অনুসারে কার্য হইবে। কিন্তু যদি আপীলের শুনানী ও উহার উপর আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদান হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ হইবে এবং পুণর্বিলোকনের আবেদনপত্র পরাজিত হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, পুণর্বিলোকনের প্রথম ভিত্তি (ground) হইল নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বা সাক্ষ্যের আবিষ্কার। ইহা প্রত্যেক মকদ্দমার তথ্য সমূহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সর্বথা নির্ভরশীল। নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এরূপ হইতে হইবে যাহা যথাকালে প্রকাশ করা হইলে সিদ্ধান্তটিকে ভিন্নরকম করিতে পারিত এবং উহা মকদ্দমার শুনানীকালে বিদ্যমান ছিল-এইরূপ হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলিতে পারেন না যে, যেহেতু তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কিছু অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেই হেতু রায় পুণর্বিলোকন করিতে হইবে। তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, যথাযথ শ্রম ও অধ্যাবসায় প্রয়োগ করিয়াও তিনি উক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করাইতে পারেন নাই অথবা উহা তাহার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না [*স্টেট্ অব গুজরাট* ব. *ডঃ বি. জে. ভাট*, (1977) 18 GLR 173]। এই আবিষ্কার কৃত হইবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক আদালত কর্তৃক নহে এবং কেবল আইনসংক্রান্ত ভ্রান্তি এইপ্রকার আবিষ্কার নহে [*দেওয়ান সিং* ব *গুলাব সিং*, 77 CWN 566]।

পুণর্বিলোকনের দ্বিতীয় বিকল্প ভিত্তি হইল নথির প্রেক্ষিতে কোন ভুলের স্পষ্ট বা আপাত প্রতীয়মানতা। তথ্যের ভুল ও আইনের ভুল — উভয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পুণর্বিলোকনের তৃতীয় ভিত্তি হইল, অন্য কোন পর্যাপ্ত হেতুর বিদ্যমানতা। আপাতদৃষ্টিতে এই হেতু অত্যন্ত ব্যাপকতা সমন্বিত, কিন্তু ঠিক পূর্বে অন্য যে দুইটি ভিত্তির কথা বলা হইয়াছে, বর্তমান ভিত্তিটি তাহার অনুরূপ হইতে হইবে [*চাজ্জু রাম* ব. *নেকী*, AIR 1922 PC 112]।

(গ) পুনরীক্ষণ (Revision) **:** হাইকোর্ট নিজ হইতে পুণরীক্ষনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পাবেন অথবা ন্যায়প্রণালী সংহিতা ১১৫ ধারামতে ক্ষুণ্ণ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে ঐরূপ করিতে পারেন। পুনশ্চ, সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদমতে হাইকোর্ট, ইহার অধিক্ষেত্রের এলেকার মধ্যে অবস্থিত সকল আদালত ও ন্যায়পীঠের উপর তাহার তত্ত্বাবধানক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। উক্ত ক্ষমতা একাধারে বিচারিক ও প্রশাসনিক প্রকৃতি বিশিষ্ট। উক্ত সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ মতেও হাইকোর্ট উহার অধীনস্থ যাবতীয় আদালত ও ন্যায়পীঠের বিচারিক বা আধা-বিচারিক কার্যবাহে প্রদত্ত আদেশের উপর বিচারিক হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। পরন্তু, এই অনুচ্ছেদ মতে হাইকোর্ট উৎপ্রেষণ-লেখ (Writ of certiorari) দ্বারা অধিক্ষেত্র না-থাকা সত্ত্বেও দেওয়া হইয়াছে এরূপ অথবা ভ্রান্তিযুক্ত অধিক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ অথবা আদেশসমূহ বাতিল করিয়া দিতে পারে।

ভারত সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ অনুচ্ছেদ-ভিত্তিক রিট্ পিটিশন [= আজ্ঞালেখ দরখাস্ত] : হাইকোর্ট ২২৬ অনুচ্ছেদ মতে এবং সুপ্রীম কোর্ট ৩২ অনুচ্ছেদ মতে আজ্ঞালেখ অধিক্ষেত্র (Writ jurisdiction) প্রয়োগ করেন। ভারত সংবিধানের খণ্ড ৩-এর অধীনে যে সকল মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে

তাহার কোন-টি ভঙ্গ করা হইলে এবং "অন্য কোন কারণে" হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া যায়। পুনশ্চ, মৌলিক অধিকার সমূহ বলবৎ করণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের শরনাপন্ন হওয়া যায়। ভারতের হাইকোর্ট সমূহ এবং সুপ্রীম কোর্ট-কে পাঁচ প্রকারের আজ্ঞালেখ (রিট্) দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি হইল ঃ হেবিয়াস কর্পাস্, ম্যাণ্ডামস্, প্রহিবিশন, কো-ওয়ারেন্টো ২২৬ ও ৩২ অনুচ্ছেদে। এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সমূহ কোন মকদ্দমায় অন্য যে প্রকার নির্দেশ বা আদেশ প্রদান সমীচীন বলিয়া মনে করেন তাহা দিতে পারেন। মৌলিক অধিকার বলবৎ করণের ব্যাপারে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের অধিক্ষেত্র [= অধিকার ক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধিকার] সহবর্তমান বা অনুষঙ্গী (concurrent)। এইরূপ পরিস্থিতি-তে আবেদনকারীকেই স্থির করিতে হইবে তিনি প্রথমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হইবেন এবং পরে সুপ্রীম কোর্টে উত্তরবিচার প্রার্থী হইবেন, না, সরাসরি সুপ্রীম কোর্ট রিট্ পিটিশন দাখিল করিবেন। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (১)-মতে উক্ত সংবিধানের খণ্ড-৩ কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারগুলি বলবৎ করণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন হইতে পারেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শপথপত্র বা হলফনামা

[Affidavits]

শপথপত্র বা এ্যাফিডেভিট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ এবং মিথ্যা শপথপত্র ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৯৯ ও ২০০ ধারা দ্বয়কে আকৃষ্ট করে। এইকারণে শপথপত্র লিখিবার সময় যৎপরোনাস্তি সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। মকদ্দমার কিংবা আবেদনপত্রের পক্ষকে অথবা তাহার দ্বারা প্রাধিকৃত নিযুক্তক-কে [= এজেন্টকে], অথবা, তাহাদের অবর্তমানে প্রশ্নাধীন তথ্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত যে ব্যক্তি, তাহাকে, দাখিল করিতে হয়। সরকার অথবা অন্যকোন সার্বজনিক সংস্থার ক্ষেত্রে যে আধিকারিক সংশ্লিষ্ট কাজের সহিত যুক্ত অথবা যে ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখিবার অধিকাব আছে তিনিই শপথপত্র দাখিল করিতে পারেন।

পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে আদালত যে-কোন সময়, আদালত যে-প্রকার শর্ত সঙ্গত বলিয়া মনে কবেন সেই প্রকার শর্তাধীনে, এইরূপ আদেশ দিতে পারেন যে কোন বিশেষ তথ্য বা তথ্যসমূহ শপথপত্র দ্বারা প্রমার করা যাইতে পারে অথবা কোন সাক্ষীর শপথপত্র শুনানীর সময় পঠিত হইতে পাবে। মনে রাখিতে হইবে যে দেওয়ানী মকদ্দমার পক্ষগণের অধিকার সম্বন্ধীয় চূড়ান্ত বিচার বা মীমাংসা সাধারণতঃ শপথপত্রের ভিত্তিতে করা যায় না কিন্তু অন্তরাস্থ [= অন্তরাস্থিক] (Interlocutory) বিষয়সমূহ সচরাচর শপথপত্রের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। এইরূপ অন্তরাস্থ বিষয়সমূহের মধ্যে পড়ে অস্থাথা রিসিভার নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র, মুলতবী রাখার আবেদনপত্র, হেতু-ভাষণ (আর্জি ও জবাব) সংশোধন করার অনুমতির আবেদনপত্র, রায় দিবার পূর্বে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞার (Injunction) গ্রেপ্তাবের বা ক্রোকের আবেদনপত্র, একতরফা [= একপাক্ষিক, একান্তিক] ভাবে অগ্রসর হওয়ার আদেশ বাতিল করার আবেদনপত্র অথবা জেরা (Interrogatories) বা প্রকাশ (discovery) প্রার্থনাকারী আবেদনপত্র সচরাচর শপথপত্রের ভিত্তিতে বা প্রক্ষিতে ন্যায়নির্ণীত [= ব্যবহার নির্ণীত] হয়। রিট্ পিটিশন এবং কয়েকটি বিশেষ আইনের অধীন বিষয়ের ন্যায়-নির্ণয় [= ব্যবহার নির্ণয়] করা হয় শপথপত্রের ভিত্তিতে। সাধারণতঃ হলফকাবী বা সাক্ষী স্বকীয় জ্ঞান হইতে যে তথ্য প্রমাণ করিতে সক্ষম তাহার মধ্যেই শপথপত্র সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। তবে, অন্তরাস্থ আবেদনপত্রের (interlocutory applications) ক্ষেত্রে বিশ্বাসের বিবৃতি পরিগৃহীত হইতে পারে অবশ্য যদি উহার ভিত্তি বিবৃত থাকে [অর্ডাব ১৯, রুল ৩]। "আমার জ্ঞানমতে"

কিংবা "আমার বিশ্বাসমতে" এইরূপ লিখিয়া বা বলিয়া যে শপথ করা হয় তাহার কোন মূল্য নাই। এতদ্বিষয়ে *অক্ষয় কুমার* ব. *নলিনীরঞ্জন* [AIR 1956 Cal 495] এবং *হেমচন্দ্র* ব. *স্টেট্* [AIR 1953 All 99] মামলার সিদ্ধান্তসমূহ দেখা যাইতে পারে। শপথপত্র-কে অবশ্যই অর্ডার ১৯ রুল ৩'এ বিধৃত বিধান অনুযায়ী হইতে হইবে এবং সত্যাখ্যানে (Verification-এ) ইহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে কোন্ অংশ ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে হলফ করা হইতেছে এবং কোন্ অংশ প্রাপ্ত সমাচারের ভিত্তিতে হলফ করা হইতেছে এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই সমাচার-উৎস বিবৃত করিতে হইবে [*স্টেট্ অব বম্বে* ব. *পুরুষোত্তম যোগ,* AIR 1952 SC 317; *গৌরীশংকর মুখার্জি* ব. *স্টেট্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল,* AIR 1977 Cal 125]। এই প্রসঙ্গে সতর্কতার সহিত মনে রাখা আবশ্যক যে, যে-সকল শপথপত্র উপযুক্তভাবে সত্যাখ্যাত (Verified) হয় নাই তাহাকে সাক্ষ্যরূপে মনে করা বা গ্রহণ করা যায় না [*শ্যামসুন্দর* ব. *ভারত অয়েল মিলস্,* AIR 1964 Bom 38]। কিন্তু, কোন রিট্ পিটিশন যদি এরূপ শপথপত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে যাহা যথাযথভাবে সত্যাখ্যাত হয় নাই, তাহা হইলে, ঐরূপ ক্ষেত্রে ঐকারণে ঐ দরখাস্ত, দরখাস্তকারীকে যথাযথভাবে সত্যাখ্যাত শপথপত্র দাখিল করার সুযোগ প্রথমে না-দিয়া বাতিল করার আবশ্যকতা নাই [*দ্বারকানাথ* ব *আই-টি-ও,* AIR 1966 SC 81]।

সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে-সকল শপথপত্রে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জনরবভিত্তিক বিষয় অথবা বিতর্কমূলক বিষয় দেওয়া হয় কিংবা দস্তাবেজের উদ্ধৃতাংশ (আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে), দেওয়া হয় তাহার মূল্য উহার দাখিলকারী পক্ষকে দিতে হয় (অর্ডার ১৯, রুল ৩)।

সমস্ত শপথপত্রেব শীর্ষদেশে আদালতের নাম লিখিতে হয়। আদালতে অমীমাংসিত রহিয়াছে কিংবা আদালতে দাখিল কৃত হইতে যাইতেছে এরূপ মকদ্দমার সমর্থনকারীরা বিরুদ্ধতাকারী শপথপত্রের বেলা সংশ্লিষ্ট মামলার বিবাদ-নাম (cause title), মামলাটিতে কোন নম্বর দেওয়া হইয়া থাকিলে উক্ত নম্বর সহ, আদালতের নামেব ঠিক নীচে উল্লেখ করিতে হইবে। কোন মামলা না থাকিয়া থাকিলে শপথপত্রে এইরূপ লিখিতে হইবে —" .... এর দবখাস্ত বিষয়ে"। ইহাব পর যে-ব্যক্তি শপথপত্র দিতেছেন তাহাব সম্পূর্ণ নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা দিতে হইবে। এবং ইহার পর যথার্থ শপথপত্র লিখিতে হইবে। বিভিন্ন হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী নিশ্ছদ্র যত্ন, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সতর্কতার সহিত পাঠ করিতে হইবে এবং শপথপত্র লিখিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ঐ নিয়মকানুন যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়। নিম্নে শপথপত্রের খসড়া প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় কয়েকটি সাধাবণ নিয়ম লিখিত হইল ঃ

(১) শপথপত্র-টি কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিতে হইবে, প্রত্যেক অনুচ্ছেদের একটি নম্বর থাকিবে এবং যতদূর সম্ভব প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি এবং একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখিত বা বিবৃত হইবে।

(২) যে-ব্যক্তি শপথপত্র দিতেছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ শপথ পত্রে থাকিবে এবং তিনি যে মকদ্দমার তথ্য সম্বন্ধে অবহিত আছেন তাহা বিবৃত করিতে হইবে। অথবা শপথ পত্রের বিষয়বস্তু যে তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি যে তাহা সঠিকভাবে বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। পুনশ্চ, শপথপত্রে যে সকল ব্যক্তির বা স্থানের নামের উল্লেখ থাকিবে সেই সকল ব্যক্তি বা স্থানের নির্ভুল ও সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে যাহাতে উক্ত ব্যক্তি বা স্থানকে অতি সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

(৩) ঘোষণাকারী এই শব্দসমূহ ব্যবহার করিবেন "আমি নিষ্ঠাপূর্বক ঘোষণা কবিতেছি যে" অথবা "আমি শপথ করিতেছি যে"; অথবা "হলফকারী নিষ্ঠাপূর্বক নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা ও বিবৃত করিতেছেন" অথবা "শপথকারী এই শপথ করিতেছেন যে" ইত্যাদি।

(৪) ঘোষণাকরীর ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে যে-সকল বিষয় আছে সাধারণতঃ তাহার মধ্যেই শপথপত্র সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। যদি তিনি প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে কোন তথ্যের সত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে তিনি প্রতিক্ষেত্রে অথবা সত্যাখ্যানবাহী অনুচ্ছেদে এইরূপ লিখিবেন ঃ "আমি অমুকের নিকট হইতে জানিয়াছি"। ঘোষণাকারী যদি ঐ খবব বা সমাচার সত্য বলিয়া বিশ্বাস কবেন তাহা হইলে তিনি আরও লিখিবেনঃ "এবং আমি উহা সত্য বলিয়া যথার্থ-ই বিশ্বাস করি"।

(৫) অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় না-হইলে কোন অভিযোগ শপথপত্রে উল্লেখ করা সমীচীন নহে যখন কোন আবেদনপত্র বা তাহার প্রতিপক্ষীয় বক্তব্য এরূপ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা দস্তাবেজ বা তাহার প্রতিলিপি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তখন ঘোষণাকারীকে বিবৃত করিতে হইবে কোন্ উৎস হইতে ঐগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐরূপ দস্তাবেজ দ্বাবা প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে তাহাব পাওয়া খবর বা সমাচার এবং তাহার বিশ্বাস কি প্রকার।

(৬) শপথপত্রে কোন প্রকার কাটাকুটি (সংশোধন), কিংবা দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী লিখন থাকিলে তাহাতে হলফকাবী (deponent) স্বাক্ষর করিবেন এবং যে আধিকারিকের সম্মুখে শপথ লওয়া হয় তাহাকেও উহা প্রামাণিক বলিয়া বর্ণনা কবিতে হইবে।

(৭) শপথপত্র সংশোধন করিবার অনুমতি দেওযা হয় না, তবে, কোন ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হইলে কিংবা কোন প্রকার সংযোজন করা অত্যাবশ্যক হইলে আদালতেব অনুমতিক্রমে অনুপূবক বা সম্পূবক শপথপত্র

(Supplementary affidavit) দাখিল করা যায়। স্বভাবতঃই এইরূপ নূতন শপথপত্র দাখিল করার পূর্বে দাখিল-করা শপথপত্র সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হয় না এবং সেই কারণে এই নূতন শপথপত্রে পূর্বতী শপথপত্র বিধৃত সকল তথ্য পূণর্বার দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। ইহার মধ্যে থাকিবে কেবল সেইটুকু যাহা সংযোজন করা হইতেছে অথবা যাহা সংশোধানার্থ দেওয়া অনিবার্যভাবে আবশ্যক হইতেছে। অনুপূরক শপথপত্রের একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ "আমি শপথ গ্রহণ করিতেছি এবং কহিতেছি যে, আমি বিগত ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ শপথ গ্রহণ করতঃ যে শপথপত্র দাখিল করিয়াছিলাম তাহাতে আমি এই উক্তি করিয়াছিলাম যে প্রয়াত নির্মেলেন্দু বৈরাগী বিগত ১৬ই আগষ্ট, ১৯৮৮ লোকান্তরিত হন কিন্তু ঐ উক্তি মিথ্যা সমাচারের ভিত্তিতে করা হইয়াছিল এবং উহা সর্বেব অসত্য, এবং যে, প্রয়াত নির্মলেন্দু বৈবাগী প্রকৃতপক্ষে ২২শে আগষ্ট, ১৯৮৮ তারিখে মারা যান।"

শপথবাক্য ও হলফনামা

শপথবাক্য

আমি শপথ করিতেছি যে আমি যাহা সাক্ষ্য দিব তাহা সর্বৈব্য সত্য এবং আমি কোন বিষয় গোপন করিব না বা আমার উক্তির কোন অংশ মিথ্যা হইবে না। ভগবান আমার সহায় হউন।

হলফনামা বা প্রতিজ্ঞাকরণ

আমি নিষ্ঠাপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে এই মকদ্দমায় আমি যাহা সাক্ষ্য দিব তাহা সত্য এবং কিছুই গোপন করিব না এবং আমার সাক্ষ্যের কোন অংশ-ই মিথ্যা নহে (ভারতীয় শপথ আইন, ১৮৭৩-এর ৯ ধারা দ্রঃ)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হেতুভাষণে স্বাক্ষর-দান ও সত্যাখ্যান

ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ১৪-এ, যে বিধান দেওয়া আছে তাহা এই ঃ

"১৪. *হেতুভাষণ স্বাক্ষর যুক্ত করিতে হইবে ঃ* প্রত্যেক হেতু-ভাষণ সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক ও তাঁহাব উকিল (কেহ থাকিলে)-কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে ঃ প্রকাশ থাকে যে, যেখানে হেতুভাষণ দানকারী পক্ষ, অনুপস্থিতির কারণে বা অন্য কোন উত্তম হেতু-নিবন্ধন, হেতু-ভাষণে সহি করিতে অক্ষম সেখানে উহা স্বাক্ষরিত হইতে পারে উহা সহিযুক্ত করিতে বা তাঁহার পক্ষে মকদ্দমা করিতে বা প্রতিরক্ষণ করিতে তদ্বারা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত অন্য কোন ব্যক্তি।"

পুনশ্চ, ন্যায়প্রণালী সংহিতার অর্ডার ৬, রুল ১৫-এ নিম্নলিখিত বিধান অর্পিত আছে ঃ

"১৫. *হেতুভাষণের সত্যাখ্যান ঃ* (১) সমকালে বলবৎ-থাকা অন্য কোন আইনদ্বারা অন্যভাবে যে-প্রকার বিধান প্রদত্ত হইয়া থাকিতে পারে তাহা রক্ষা করিয়া প্রত্যেক হেতুভাষণ উহার নিম্নাংশে সত্যাখ্যাত হইবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক কিংবা হেতুভাষণদানকারী পক্ষগণের একজন কর্তৃক কিংবা এরূপ অনা কোন ব্যক্তি কর্তৃক যিনি আদালতের সন্তুষ্টির মধ্যে মকদ্দমার তথ্যসমূহের সহিত পরিচিত বলিয়া প্রমাণিত হয়েন।

(২) সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি, হেতু-ভাষণের সংখ্যাযুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের উল্লেখ পূর্বক, বিশেষভাবে উল্লেখ করিবেন তিনি তাঁহার নিজ জ্ঞান হইতে কি কি সত্যাখ্যাত করিতেছেন এবং কি কি তিনি পাপ্ত সমাচারের ভিত্তিতে ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সত্যাখ্যাত করিতেছেন।

(৩) সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি কর্তৃক সত্যাখ্যান স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহাতে যে তারিখে ও যে স্থানে উহা স্বাক্ষরিত হইল তাহা বিবৃত থাকিবে।"

আদালত-সৃষ্ট আইন

মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাহী আধিকারিকের হেতুভাষণ সত্যাখ্যান করার ক্ষমতা আছে কি-না। মিউনিসিপ্যালিটি-র বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমাটি (suit) চুক্তি ভিত্তিক।

নির্বাহী আধিকারিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি হেতুভাষণ সত্যাখ্যান করিতে পারেন। [*মেসার্স অসকার* ব. *বারবিল মিউনিসিপ্যালিটি,* AIR 1990 Ori 207].

শপথনামার সাক্ষ্য মূল্য (Evidentiary value of affidavit) **:** যেখানে কোন দস্তাবেজ ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং উক্ত দস্তাবেজের কোন স্থলে এইরূপ উল্লেখ করা হয় নাই যে নির্বাহক (Executant)-কে উহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং যে-স্থলে নির্বাহক সহি করিয়াছেন হিন্দি-তে, ইংরাজীতে নহে, সেখানে ঐরূপ শপথনামা আস্থাস্থাপনযোগ্য হইবে না [*আব্দুল রশিদ* ব. *কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন,* AIR 1990 Cal 37]।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিশেষ ধরণের মামলায় হেতুভাষণ

[Pleadings in particular types of suits]

এই অধ্যায়ে বিশেষ ধরণের মকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু তথ্য পরিবেশিত হইল। যেমন, স্বার্থবিহীন মামলা (Interpleader suits), প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা (Representative suits), লোক কণ্টক মামলা (Suits relating to public matters) ইত্যাদি।

১। **স্বার্থবিহীন মামলা** (Interpleader suits) **:** দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮৮ ধাবায নির্দেশ আছে যে —

ধারা ৮৮ : কখন ইনটারপ্লীডার মকদ্দমা দায়ের করা যাইতে পারে (Where interpleader-suit may be instituted) : যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একে অন্যের প্রতিকূল হইয়া একই ঋণ, টাকা বা স্থাবর বা অস্থাবর অন্য সম্পত্তি এরূপ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে দাবি করেন। যিনি উহাতে মূল্যাদি বা খরচের জন্য ছাড়া উহাতে কোন স্বার্থ দাবি করেন না এবং যিনি উহা প্রকৃত দাবিদারকে হস্তান্তর করিতে বা অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন, সেইখানে ঐরূপ অন্য ব্যক্তি সমস্ত দাবিদারের বিরুদ্ধে ইনটারপ্লীডার মকদ্দমা দায়েব করিতে পারেন কোন্ ব্যক্তিকে ঐরূপ প্রদান বা অর্পণ কবিতে হইবে তদ্বিষযে। সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবাব জন্য এবং নিজের জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য: প্রকাশ থাকে যে, যেখানে এরূপ কোন মকদ্দমা অমীমাংসিত আছে যাহাতে সকল পক্ষেব অধিকার সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়া যাইতে পারে, সেখানে এরূপ কোন ইনটারপ্লীডাব মকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না।

কোন ব্যক্তি কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিল। পরবর্তীকালে ঐ টাকার মালিকানা বিষয়ে উক্ত আমানতকারী এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক স্বার্থবিহীন (Interpleader) মামলা দায়েব করিতে পারে (AIR 1957 Mad 745)। সুতরাং, স্বার্থবিহীন মামলায় বাদী এবং বিবাদীর মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না; বিরোধ থাকে বিবাদীদিগের মধ্যে, বাদীর কোন স্বার্থ থাকিবে না; তবে, বিবাদের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং মামলার ব্যয় তিনি দাবি করিতে পারিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদাবদিগের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণও আদায় করিত পারিবেন। আদেশ ৩৫, বিধি ১এ নিম্নলিখিতরূপ বিধান আছে:

বিধি ১। স্বার্থবিহীন মকদ্দমার আর্জি (Plaint in interpleader suit) **: স্বার্থবিহীন ব্যবহারের প্রত্যেক মকদ্দমায় আর্জিতে আর্জির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিবৃতিসমূহ সহ নিম্নলিখিত বিবৃতি থাকিবে: (ক) যে বাদী বিবাদের অধীন বিষয়**

বস্তুতে খরচ-খরচা ব্যতীত কোন স্বার্থ দাবি করেন না; (খ) প্রতিবাদীবৃন্দ পৃথকভাবে যে দাবি করেন তাহা; এবং (গ) যে বাদী ও প্রতিবাদীগণের যে কোন একজনের মধ্যে কোন দুরভিসন্ধিমূলক সহযোগিতা নাই।

মামলায় বাদীর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান; মামলার খরচ ভিন্ন তাহার অন্য কোন দাবি নাই; এবং মামলা হইতে বাহির হইতে পারে (AIR 1938 Cal 287)। বাড়ীর মালিক নির্ণয়ে অনিশ্চয়তাজনিত কারণে কোন ভাড়াটিয়া মামলা করিলে উহা ইনটারপ্লীডার মামলা রূপে গণ্য হইবে না (14 CWN 784)। স্বার্থবিহীন মামলায় বাদী এবং কোন এক প্রতিবাদীর সহিত কোনপ্রকার যোগসাযোগ থাকিবে না (AIR 1952 Mad 564)।

স্বার্থবিহীন মামলায় একাধিক বিধি-নিষেধ আছে। আদেশ ৩৫, বিধি ০১-এর নিষেধ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আদেশ-৩৫ এর অন্তর্গত বিধি-০৫-এ নিম্নলিখিত নির্দেশ দান করা আছেঃ

বিধি ০৫ ঃ নিযুক্তকগণ এবং ভাড়াটিয়াগণ স্বার্থবিহীন মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন না (Agents and tenants may not institute interpleader suits) **ঃ** এই আদেশের কোন কিছু কোন নিযুক্তককে তাহাদের প্রধানগণের বিরুদ্ধে কিংবা ভাড়াটিয়াগণকে তাহাদের ভূস্বামীগণের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার অধিকার দেয় বলিয়া ধরা যাইবে না ঐরূপ প্রধান বা ভূস্বামীগণের মাধ্যমে দাবিকারী-ব্যক্তিবৃন্দ ব্যতীত ব্যক্তিগণের সহিত স্বার্থবিহীন ব্যবহার করিতে বাধ্য কবিবার জন্য।

উদাহরণসমূহ

(ক) 'ক' তাহার নিযুক্তক 'খ' এর নিকট এক বাক্স জহরত জমা রাখে। 'গ' অভিযোগ করে যে জহরতগুলি 'ক' কর্তৃক তাহার নিকট হইতে অন্যায়ভাবে গৃহীত হইয়াছিল এবং 'খ' এর নিকট হইতে ঐগুলি দাবি করে। 'খ' 'ক' ও 'গ' এর বিরুদ্ধে স্বার্থবিহীন ব্যবহার মকদ্দমা দায়ের করিতে পারে না।

(খ) 'ক' এক বাক্স জহরত তাহার নিযুক্তক 'খ' এর নিকট জমা রাখে। সে অতঃপর 'গ'-কে লেখে জহরতগুলিকে তাহার নিকট 'গ'-এর প্রাপ্য ঋণের প্রতিভূতি করার জন্য। অতঃপর 'ক' অভিযোগ করে যে 'গ' এর ঋণ পরিশোধিত হইয়াছে এবং 'গ' বিপরীত অভিযোগ করে। উভয়ে খ-এর নিকট হইতে জহরতগুলি দাবি করে। খ, ক এবং গ-এর বিরুদ্ধে স্বার্থবিহীন মকদ্দমা দায়ের করিতে পারে।

Odger's *Principles of Pleading and Practice* পুস্তক হইতে স্বার্থবিহীন মামলা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বক্তব্য পুনরায় মুদ্রিত হইলঃ An action is sometimes brought or threatened against a person (such as a banker, warehouse-man or stakeholder) in possession of money or goods in which he himself has no interest but which are the subject of rival

claims. It is obviously unjust that he should be put to the expense of defending an action in which he has no interest and he may have no means of knowing who is really entitled, yet if he hands over the property to one claimant he may expose himself to an action by the other. In such circumstances he may bring the claimants before the master and obtain protection by issuing an interpleader summons .... He must wear an affidavit showing that he claims no interest in the subject-matter other than for charges or costs; that he does not collude with any claimant; and that he is willing to deal with the subject-matter of the dispute as the master may direct. ....

২। **প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা** (Representative suit) **:** যে মামলায় কোন পক্ষ অপরের সহিত পক্ষভুক্ত হয় এবং যে মামলায় কোন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অপরের তরফে পক্ষভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ মকদ্দমা প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা আখ্যা প্রদান করা হইয়া যাকে। অর্থাৎ, প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা দুই প্রকার হইয়া থাকে ঃ

(ক) যে-ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তিসহ কোন পক্ষ গঠিত হয় এবং (খ) যে-ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির তরফে পক্ষ গঠিত হয় উক্ত দুই প্রকার মামলা সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে —

(ক) **যে-ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তিসহ কোন পক্ষ গঠিত হয় ঃ** আমরা জানি, সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি নিজের স্বার্থ ঘটিত মামলায় পক্ষ হইয়া থাকে। তবে আইনের বিধানানুসারে অনেক সময় উক্ত ব্যক্তি অন্যের তরফেও প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। যেমন,

(i) যৌথ হিন্দু পরিবারের **কর্তার দ্বারা** বা **কর্তার বিরুদ্ধে** মামলা।

(ii) ধর্মীয় বৃত্তি সংক্রান্ত আইন ১৮৬৩ (Religious Endowment Act 1863) এর ১৪-ধারার বিধানাধীনে গঠিত মকদ্দমা।

(iii) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার (Civil Procedure Code 1908) ৯১ ধারায় গঠিত মকদ্দমা।

(iv) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২-ধারায় গঠিত মকদ্দমা।

(v) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-০১ এর অন্তর্গত বিধি-০৮ অনুসারে গঠিত মকদ্দমা।

যৌথ পরিবারের **কর্তা** মামলায় পক্ষভুক্ত হইলে তিনি স্বয়ং এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদিগের তরফে পক্ষ হইয়া থাকেন। যৌথ পরিবারের ম্যানেজারও ঐরূপ ক্ষেত্রে পরিবারের সকলের তরফে পক্ষ হইতে পারেন (AIR 1937 Mad 610)। ধর্মীয় বৃত্তি সংক্রান্ত আইন '১৮৬৩ এর ১৪-ধারায় এইরূপ নির্দেশ দান করা আছে যে এক বা একাধিক ব্যক্তি সার্বজনীন (Public) ধর্মীয় ট্রাস্ট বিষয়ে আগ্রহী হইলে

ট্রাস্ট-এর কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মকদ্দমা করিতে পারে। এই ট্রাস্ট মন্দির, মসজিদ, অথবা অপর কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা বিগ্রহের পূজা পার্বনাদি পরিচালনা সংক্রান্ত ট্রাস্ট হইতে পারে। উক্ত আগ্রহী ব্যক্তি (interested person / persons) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, ট্রাস্টী, তত্ত্বাবধায়ক, বা ট্রাস্ট বোর্ডের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কাজে অবহেলা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, বিশ্বাসভংগতা ইত্যাদি কারণে আদালতের পূর্বানুমতিক্রমে (১৮ ধারা) মকদ্দমা দায়ের করিতে পারে। এইপ্রকার মামলা প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি ধর্মীয় বৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহী হইলে মামলা রুজু করিতে পারে। ধর্মীয় বৃত্তি আইন ১৮৬৩ এর ১৫-ধারায় আগ্রহী ব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা আছেঃ Any person having a right of attendance or having been in the habit of attending at the performance of the worship or service of any mosque. temple or religious establishments or of partaking in the benefit of any distribution of alms. এমন কোন বিধান নাই যে সকল আগ্রহী ব্যক্তিকে একত্রে মামলা করিতে হইবে। এক বা একাধিক আগ্রহী ব্যক্তি মামলা করিতে পারে। অবশ্য আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতীত এরূপ মামলা দায়ের করা চলিবে না। ধর্মীয় বৃত্তি আইন ১৮৬৩ এর ১৮-ধারায় নির্দেশ আছেঃ No suit shall be entertained under this Act (i.e., the Religious Endowments Act, 1863) without a preliminary application being first made to the court for leave to institute such suit, যে সকল ব্যক্তিকে এইপ্রকার অনুমতি প্রদান করা হয় তাঁহারা একত্রে মামলার বাদীরূপে কার্য করিবেন। যেক্ষেত্রে তিন ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উক্ত তিনজনে একত্রে মামলা আনযন করিবে। আদালত প্রদত্ত অনুমতি সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত তিনজনের একজন মামলা আনয়ন করিতে পারে না। (AIR 1915 Mad 127)।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবংগের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৃত্তিদান আইন ১৮৬৩ এর ৫ ও ১০-ধারায় লিখিত দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ওয়াকফ বোর্ড — যাহা বেঙ্গল ওয়াকফ আইন ১৯৩৪-এর বিধানানুসারে গঠিত — দ্বারা পরিচালিত হইবে।

এইপ্রকার মামলায় কাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইবে সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ ট্রাস্টী, ম্যানেজার, মন্দির, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক অথবা ৭-ধারার বিধানানুসারে গঠিত কমিটির কোন সদস্য-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে।

উক্ত মত পার্থক্য বিষয়ে এলাহাবাদ, মাদ্রাজ ও কলিকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। এলাহাবাদ হাইকোর্টের মতে ধর্মীয় বৃত্তিদান আইন ১৮৬৩ এর ৩(৭)-ধারার বিধানানুসারে নিযুক্ত ট্রাস্টী, ম্যানেজার অথবা তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (AIR 1935 All 273)। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মতে উক্ত আইনের ১৪-ধারার

বিধান উভয় শ্রেণীর ট্রাস্টী, ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কলিকাতা হাইকোর্টের মতে ট্রাস্টী, ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়ক উক্ত আইনের ৪-ধারার বিধানানুসারে কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রের ট্রাস্টীর সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে (ILR 40 Cal 323)। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়। ট্রাস্টী ওয়ারিশ সূত্রে হউক বা মনোনীতই হউক ১৪-ধারার বিধান উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে (ILR 62 Cal 125)।

ধর্মীয় বৃত্তিদান আইন ১৮৬৩ এর ১৪-ধারার বিধানাধীনে মামলা প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা (AIR 1928 Mad 614)। এবং এইরূপ মামলা করিবার অধিকার বাদীর ব্যক্তিগত বিষয় নহে। সেজন্য, একজন বাদীর মৃত্যু হইলে মামলা বাতিল (abate) হয় না। অপর কোন আগ্রহী-ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এবং পুনরায় আদালতের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া মামলা চালাইয়া যাইতে পারে। (ILR 41 Mad 237; 61 Cal 80)। কোন সংস্থার সদস্যের বিরুদ্ধে অথবা কোন ট্রাস্টীর বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করা হইলে পরবর্তীকালে যে সকল প্রতিবাদী জীবিত থাকিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা চলিতে পারিবে (ILR 53 Mad 790)।

কোন ব্যক্তিগত ট্রাস্টের অন্তর্গত মন্দিরের পূজারীর অব্যবস্থাপনা ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে বিগ্রহের পক্ষে যেকোন দাতা (অর্থাৎ, যিনি উক্ত ট্রাস্ট ফানডে অথবা সম্পদ দান করিয়াছেন) বিগ্রহের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৭, বিধি-৪ এর বিধানানুসারে মামলা দায়ের করিতে পারেন। এবং এরূপক্ষেত্রে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২-ধারার নির্দেশ প্রয়োগযোগ্য বিবেচিত হইবে না যেহেতু ৯২-ধাবা জনহিতকর ট্রাস্ট বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রযোজ্য (AIR 1970 SC 532)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-১, বিধি-৮ অনুসারে একই প্রকার স্বার্থ জড়িত বহু ব্যক্তির তরফে তাঁহাদের এক বা একাধিক ব্যক্তি আদালতের অনমতিক্রমে কোন মামলায় পক্ষ হইতে পারেন। তবে, এরূপক্ষেত্রে বাদীর ব্যয়ে আদালত উক্ত বহু ব্যক্তিকে মামলা সম্পর্কিত নোটিশ প্রদান করিবেন। যেক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য হেতু অথবা অপর কোন কারণে এইরূপ নোটিশ প্রদান সম্ভব নহে সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশক্রমে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করা যাইবে।

(খ) যে-ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির তরফে পক্ষ গঠিত হয় ঃ বিধি-২ এর (১) -উপনিয়ম মতে, যে কোন ব্যক্তি, যাঁহার পক্ষে বা উপকারার্থে কোন মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে বা অভিযোগের জবাব দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ মকদ্দমায় পক্ষ হইবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারেন।

আদেশ-১, বিধি-৮ একপ্রকার ক্ষমতা প্রদানকারী পদ্ধতি। একই প্রকার স্বার্থ সম্বলিত বহু ব্যক্তি কেমন করিয়া মকদ্দমা করিতে পারে তাহা এই নিয়মে নির্দেশিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবশ্য কোন ব্যক্তির মকদ্দমা করিবার স্বীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ করে

না যদিও নালিশী বিষয় সম্পর্কে অপর ব্যক্তিরও একই রকম অভিযোগ থাকিতে পারে। (*প্লেইন্টস* — এ, বি, মজুমদার, ৩য় সং, পৃ. ১১৪)। এই নিয়মের প্রেক্ষাপট এইরূপ বিবেচনা করা হইয়াছে যে একই স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে মামলা করিবার অধিকার আছে; যে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মামলা করিবার অধিকার নাই, সে ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবেও মামলা করিবার অধিকার থাকে না (AIR 1942 Cal 360)।

এই নিয়মের সুযোগ লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে ঃ

(i) ***পক্ষের সংখ্যা অনেক (Numerous) হইতে হইবে এবং মামলায় সকলের স্বার্থ একই হইতে হইবে ঃ*** যখন এক বা একাধিক ব্যক্তির স্বার্থ আরও অনেকের সহিত একইরকম হইবে তখন উক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি আদালতের পূর্বানুমতি গ্রহণান্তে সমস্বার্থবিশিষ্ট সকলের তরফে বা হিতার্থে মকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইতে পারেন।

অনেক (Numerous) অর্থে বিশেষ কোন সংখ্যা উল্লেখ করে না এবং এই সংখ্যার কোন উর্ধ্বসীমা নাই। যেমন, বাদু অঞ্চলের জনসাধারণ, মদনপুরের হিন্দু সম্প্রদায় ইত্যাদি। অনিবন্দিত ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠনের মামলাও আদেশ-১ বিধি-৮ এর বিধানানুসারে হইবে। তবে, আদালতের পূর্বানুমতি লইতে হইবে। এই নিয়মানুসারে কোন সংস্থা / নিকায়-এর তরফে উহার কোন-কোন সদস্যের বিরুদ্ধেও মকদ্দমা করা যাইতে পারে (AIR 1971 Mad 274)।

(ii) ***আদালতের পূর্বানুমতি প্রয়োজন ঃ*** মামলা দায়ের করিবার পূর্বে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-১ এর অধীন বিধি-৮-এর নির্দেশানুসারে আদালতের অনুমতি লইতে হইবে। মকদ্দমার সূচনাতে অনুমতিপত্র যুক্ত করিয়া আবেদন করিতে হইবে। এমন হইতে পারে অনুমতি মকদ্দমা গৃহীত হইবার পর পাওয়া গেল। অনুমতি পরে লাভ করিবার জন্য মকদ্দমা অবৈধ হইবে না (AIR 1965 Ker 200)। কোন পরিস্থিতিতেই অনুমতির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা চলিবে না। অনুমতিহীন মামলা খারিজ হইবে। তবে, অনুমতি প্রকাশ্যে দান করিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। আদালতের কার্যবাহ হইতে যদি প্রমাণিত হয় বিধানানুসারে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে তবে মামলা খারিজ হইবে না। প্রতিনিধিত্বমূলক মামলায় রূপান্তর করিবার জন্য আর্জি সংশোধন করিতে মকদ্দমা করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করিতে হইবে (AIR 1970 Mad 81)।

(iii) ***যে সকল পক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে তাঁহাদিগকে নোটিশ করিতে হইবে ঃ*** দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত আদেশ-১ এর অধীন বিধি-৮ বিধানানুসারে প্রতিনিধিরূপে মামলার জন্য সকল ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা

সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞাপন দ্বারা আদালতের নোটিশ প্রদানের দায়িত্ব আছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা তখনই অবগতির ব্যবস্থা করিতে হইবে যখন সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞাপন করা ন্যায়সংগতভাবে (reasonably) সম্ভব নহে সংখ্যাধিক্য হেতু অথবা অপর কোন পর্যাপ্ত কারণে। সময় সময় নোটিশ প্রদান করিবার ফলে কার্যবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ মামলা প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা রূপে বিবেচিত হয় না। যে আর্জিতে এইরূপ প্রতিপাদন থাকে যে বাদী প্রতিনিধিরূপে মামলা দায়ের করিতেছে এবং পরবর্তীকালে আদেশ-১ এর অন্তর্গত ৮ নং বিধির বিধানাধীনে নোটিশ জারির প্রার্থনা করে, সেক্ষেত্রে আদালত অপর পক্ষগণের আপত্তির শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করিতে পারে অথবা কোনপ্রকার অনুমতি প্রদান না করিয়া অপর পক্ষগণকে সরাসরি নোটিশ প্রদান করিতে পারে। গণবিজ্ঞাপন মারফত অথবা অপরপক্ষগণকে সরাসরি নোটিশ জারি করিবার পর, কোন আপত্তি ফাইল করা হইলে এবং পক্ষভুক্ত করিবার আবেদন করা হইলে আদালত শুনানীর পর আদালত ঐ সকল আপত্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং মামলা দায়ের করিবার অনুমতি প্রদান করিবে অথবা অনুমতি প্রদানের প্রার্থনা নাকচ করিবে। উক্তপ্রকার কোন আপত্তি না করা হইলে এবং পক্ষভুক্ত করিবার কোনপ্রকার আবেদন না থাকিলেও আদালতকে অনুমতি প্রদানের প্রার্থনা সম্পর্কে আদেশ দান করিতে হইবে। প্রারম্ভিক উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আদালত আর্জি প্রার্থিত আবেদন সম্পর্কে বিচারিক কার্যবাহের সূচনা করিবে। অবশ্য কোন স্তরেই উক্ত অনুমতি প্রদান সম্পর্কে স্পষ্টে নির্দেশ না থাকিলে মামলাটি প্রতিনিধিমূলক মামলারূপে স্বীকৃত হইবে না (AIR 1977 All 421)।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আপীল কার্যবাহ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বাদীপক্ষের কেহ মৃত হইলে আপীলের কার্যবাহ বাতিল (abate) হয় না (AIR 1976 SC 371)। (কজ-টাইটেল) মামলার শিরোনামে এবং আর্জির গর্ভে প্রতিনিধিত্বমূলক মামলার সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিবে। এই ব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্যও আছেঃ .... it is not necessary that the cause-title should show that the suit is representative though it is a convenient place for starting the fact (AIR 1919 Cal 245)।

ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে, প্রতিনিধি দ্বারা আনীত মামলা চলাকালীন বাদীপক্ষের কেহ ইহলোক ত্যাগ করিলে, প্রতিকল্প ব্যবস্থার (substitution) প্রয়োজন হয় না। অপরবাদী মামলা চালাইয়া যাইতে পারে (AIR 1935 Cal 413)। প্রতিবাদী প্রতিনিধির মধ্যে এক ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিলে মামলা খারিজ হইবে না (abatement) (AIR 1940 Lah 272)।

ক্ষেত্রবিশেষে মামলায় কোন পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধি পক্ষরূপে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেঃ এমন ঘটনা থাকিতে পারে যেখানে বাদীর ব্যক্তিগত

কোন স্বার্থ আদৌ না থাকিতে পারে। বিশেষ অবস্থার জন্য বাদী অন্যের তরফে মামলা দায়ের করিতে পারে। যেমন, সেবাইত, রিসিভার (সম্পত্তির), এগজিকিউটর (উইলের), অ্যাডমিনিসট্রেটর (মৃতের সম্পত্তির), বেনামদার ইত্যাদি।

আবার কোন গোষ্ঠীর (community) কোন ব্যক্তি উক্ত গোষ্ঠীর সম্পত্তি জবর-দখল হইলে (encroachment) ঐ জবরদখলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে আদেশ-০১, বিধি-০৮ এর নিয়মানুসারে আদালতের অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয় না (AIR 1990 SC 396)। গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে যৌথ সম্পত্তিতে (community projects) কোন ব্যক্তি অধিকার দাবি করিতে পারে; এবং ঐ অধিকার বলে মামলা করিতে পারে।

নোটিশ প্রদান বাধ্যতামূলক (mandatory) (97 CWN 617)। আদেশ ০১, বিধান-০৮ এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে মামলার প্রকৃতি সংক্রান্ত তথ্য থাকিবে, ক্ষতিপূরণ (relief) সংক্রান্ত তথ্য থাকিবে, এবং যে সকল ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করিবে, তাঁহাদের সম্পর্কে তথ্য থাকিবে (AIR 1987 Ori 270) উক্ত নোটিশে (AIR 1986 Ori 100)। আদেশ-০১ এর অন্তর্গত বিধি-০৮ এর নির্দেশ স্খলন করিবার দায়িত্ব আদালতের।

৩। **লৌকিক বিষয় সংক্রান্ত মামলা** (Suits relating to public matters) **:** লৌকিক বিষয় সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতাব ৯১-ধারা ও ৯২-ধারায় যেমন বিধৃত তেমন বুঝিতে হইবে। সামাজিক ক্ষতিকর বেআইনী কার্য (Public nuisances) অর্থাৎ লোক-কণ্টক কার্য, ইহা ৯১-ধারাব বিষয়। দ্বিতীযত সার্বজনীক দাক্ষিণ্য (Public charities) সংক্রান্ত মামলা। ইহা ৯২-ধারায় লিখিত বিষয়।

(i) **লোককণ্টক বিষয় সংক্রান্ত মামলা : ধারা ৯১ : লোককন্টক বা সর্বসাধারণের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্য অবৈধ কার্য** (Public nuisances and other wrongful acts affecting the public) **:** (১) লোক-কণ্টক বা সর্বসাধারণের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বা ঐরূপ প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ অন্য অবৈধ কার্যের ক্ষেত্রে কোন ঘোষণা বা আসেধাজ্ঞার (Declaration and injunction) জন্য কিংবা মকদ্দমাটির পারিপার্শ্বিকতায় যাহা যথাযথ হইতে পারে এরূপ অন্য উপশম প্রাপ্তির জন্য মকদ্দমা দায়ের করা যায় —

(ক) মহাধিবক্তা (Advocate general) কর্তৃক, অথবা

(খ) আদালতের অনুমতিক্রমে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক যদিও কোনপ্রকার লোক-কণ্টক বা অবৈধ কার্য দ্বাবা ঐ ব্যক্তি-বর্গেব কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। (২) এই ধারায় কোন কিছু, ইহার বিধানসমূহের সহিত সম্পর্কহীন ভাবে বিদ্যমান থাকা মকদ্দমার অধিকারকে সীমিত কবে বা অন্যপ্রকারে প্রভাবিত করে বলিয়া ধরা যাইবে না।

সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি (Private individual) লোক-কণ্টকের কারণে নিজের বিশেষ ক্ষতি না হইলে মামলা করিতে পারে না। ৯১-ধারা ইহার ব্যতিক্রম। এই ধারার বিধানাধীনে বিশেষ ক্ষতির প্রমাণ-না থাকা সত্ত্বেও (without proof of special damage) মহাধিবক্তা (Advocate General) মামলা মামলা দায়ের করিতে পারেন অথবা আদালতের অনুমতিক্রমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ৯১-ধারার অন্যান্য শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে মামলা রুজু করিতে পারেন। ইহার অর্থ এই নয় যে কোন বেসরকারী ব্যক্তি (a private person) মামলা দায়ের করিতে পারে না; কারণ, ৯১-ধারার বিধান কোন ব্যক্তির অধিকার হরণ করে না; ৯১(২)-ধারা ব্যক্তির ঐ অধিকার আছে; যেমন, বিশেষ ক্ষতির প্রমাণ সহ ৯১-ধারার বিধান ব্যতিরেকেই কোন ব্যক্তি মামলা রুজু করিতে পারে (AIR 1968 All 18; AIR 1968 Pat 422)। ৯১-ধারা লোককণ্টক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লোককণ্টক অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতায় বিধৃত হয় নাই। ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code) এর ২৬৮-ধারায় লোককণ্টক অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে।

দ্রষ্টব্য : উপদ্রব (nuisance) শব্দটি সাধারণতঃ উৎপীড়নমূলক, ক্ষতিকারক, আক্রমণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয় (which annoys, or hurts or that which is offensive) (*দুর্গা প্রসাদ* ব. *রাজ্য* (AIR 1962 Raj 92)। উপদ্রব শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। কোন ক্ষেত্রে উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করিতে হইবে, এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যক্তিগত মর্যাদা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে (*রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া* ব. *আশীষ*, 73 CWN 388)। In order to constitute a nuisance there must be both (1) injuria, that is, the wrongful act, and (2) damnum, that is damage, actual or presumed (Halsbury's *Laws of England*, 3rd ed., Vol. 28, pp. 126-129)। একাধিক পদ্ধতিতে উপদ্রব-এর শ্রেণীবিন্যাস করা হইয়াছে। উপদ্রব লোককণ্টক (Public nuisance) বা ব্যক্তি কণ্টক (Private nuisance) হইতে পারে। কোন ব্যক্তিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখলে বিঘ্ন ঘটাইলে ব্যক্তি কণ্টকের সৃষ্টি হয়। এরূপক্ষেত্রে জনসাধারণের ক্ষতির কোন ব্যাপার নাই। ভারতীয় দণ্ড সংহিতা ১৮৬০-এর ২৬৮-ধারায় (Section 268 of Indian Penal Code, 1860) লোককণ্টক (Public nuisance) সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে : A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy products in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right.

ব্যক্তি বিশেষকে অথবা কয়েকজন ব্যক্তিকে যে কাজের দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয় তাহা লোককণ্টকরূপে বিবেচিত হইবে না। গ্রামীন পথের রোধ লোককণ্টকরূপে বিবেচিত হইবে না। লোককণ্টক হেতু বিশেষ ক্ষতি সাধন হইয়াছে (special damage) এবং যাহার ফলে বাদীর প্রাথমিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হৃত হইয়াছে দেখাইতে পারিলে মামলা দায়ের করা চলিবে (AIR 1973 All 310)। কোন ব্যক্তির সরকারী রাস্তার (Public Road / Lane) পাশে বাড়ি থাকিলে ঐ ব্যক্তি বাড়ি হইতে ঐ রাস্তায় যাতায়াত করিতে পারিবে এবং অপর কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির গমনাগমনের অধিকার হরণ করিতে পাবিবে না। এই অধিকার দীর্ঘাধিকারের ফলে (Prescription of long user) সৃষ্টি হয় না; যেহেতু বাড়িটি সরকারী রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত সেজন্য উক্ত অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ঐ সরকারী পথে যাতায়াতের বিঘ্ন সৃষ্টি করে তবে উক্ত গৃহকর্তার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এমন প্রাকপ্রত্যয কবিতে হইবে (Presumed) এবং গৃহকর্তা রাস্তার বাধা অপসারণেব জন্য মামলা দায়েব কবিতে পারেন (AIR 1975 All 310)। কোন রাজপথে (high way) চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হইলে ঐ ব্যক্তি লোককণ্টক হেতু অন্য কোনপ্রকার ক্ষতি সংক্রান্ত প্রমাণ না দর্শাইয়া মামলা দায়ের করিতে পারে (AIR 1972 Raj 103)। দেওযানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯১-ধারার বিধানাধীনে মহাধিবক্তা (Advocate General) অথবা আদালতের অনুমতিক্রমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মামলা দায়ের করিতে পাবে।

প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯১-ধারা ও ৯২-ধারায় মহাধিবক্তাকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহা জেলা সমহর্তা (collector) বা অন্য আধিকারিক প্রেসিডেন্সী শহরেব ক্ষেত্রাধিকারের বাহিরে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে প্রয়োগ করিতে পাবে। রাজ্য সরকার দ্বারা উক্ত প্রয়োজনে নিয়মাবলী প্রনয়ন করিলে মহাধিবক্তার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয় না (*functus officio*) (AIR 1949 Nag 183)। এবং সমাহর্তা সম্মতি প্রদানে অস্বীকার করিলে মহাধিবক্তা সম্মতি প্রদান করিতে পারেন (*Plaints* by A. B. Majumder, 3rd ed., Eastern Law House, p 117 f.n.)।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে আদালতে প্রার্থনা করা হয় (১) এই মর্মে ঘোষণা যে বিঘ্নিত স্থান জনসাধারণের ব্যবহার্য (২) আসেধাজ্ঞার (injunction) প্রার্থনা উপদ্রব নিরসনের জন্য (restraining nuisance)। কোন গ্রামের একটি সরকাবী পুকুরে গ্রামবাসী বিভিন্ন কাজে উক্ত সরকারী পুকুরের জল দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। কয়েকজন ব্যক্তি উক্ত পুকুরে নুন-কুয়া (Salt-Pan) স্থাপনের জন্য উদ্যোগ লইতেছে জানিযা কয়েক ব্যক্তি গ্রামবাসীব তরফে আদালতে মামলা দায়ের করে। আদালতে সিদ্ধান্ত হয়, গ্রামবাসীব যৌথ অধিকার আছে পুকুরেব জল ব্যবহারে। প্রতিবাদীর নুন

কুয়া স্থাপনের প্রচেষ্টা লোককণ্টকরূপে বিবেচিত হয়। এবং বাদীর আসেধাজ্ঞার আবেদন স্বীকৃত হয় (AIR 1969 Mad 351)। পাবলিক ট্রাস্টের বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে আদালতের পূর্বানুমতি লইতে হইবে (AIR 1994 Mad 43)। ধর্মীয় অথবা জনহিতকর উদ্দেশ্যে (charitable purpose) ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করা যায়। এই দান লিখিতভাবে করিবার প্রয়োজন নাই; ইহা মৌখিকভাবে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এমনকি, সম্পত্তির ব্যবহার হইতে ঐ প্রকার দান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। (AIR 1963 SC 1638)। জনসাধারণের মন্দিরের ক্ষেত্রে আইনী সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। সাময়িক বৃত্তিদানের সত্বভোগী প্রতিমা নহে, উহার সেবাইত। এবং বৃত্তি দানের উদ্দেশ্য হইতেছে নিত্য পূজাপার্বন সম্পন্ন করা পূজারীর মংগলার্থে (AIR 1957 SC 133)। কোন মন্দিরের সম্পত্তি ম্যানেজার বিক্রয় করিল। পূজারী উক্ত বিক্রয় অবৈধ ঘোষণা করিবার জন্য আদালতে মামলা করিল। এই মামলা আদালতে গৃহীত হইবে (AIR 1993 SC 1145)।

জনহিতকর উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে লাভজনক কাজ করা চলিবে না। এই কারণে, জনহিতকর কার্য সম্পন্ন করিতে লাভজনক কার্যের মাধ্যমে সংগৃহিত অর্থ ব্যয় করলেও ঐ প্রকার ব্যবসায় সমর্থন লাভ করিবে না (AIR 1991 SC 997)।

৪। **জনকল্যাণমূলক কাজ সংক্রান্ত মামলা** (Suits relating to public charities)ঃ আবেদনকারীকে মামলা রুজু করিবার পূর্বে সাধারণতঃ আদালতের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়। অনুমতি প্রদানের পূর্বে আদালত বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ইহা কোন বাধ্যতামূলক নিয়ম নহে। বিবাদীকে নোটিশ প্রদান না করিয়া আদালত মামলা দায়ের করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকিলে ঐ মামলা আইনত অগ্রাহ্য হইবে না। আবার অনুমতি প্রদান করিলেই বিবাদীর কোন অধিকার হানি হইয়াছে এরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। অনুমতি খারিজ করিবার জন্য তাঁহারা যেকোন সময় আবেদন করিতে পারেন। এবং ঐ আবেদনের গুণাগুণ আইনের বিধানানুসারে বিবেচিত হইবে।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ১০৪(১) ধারার অন্তর্গত (এফ এফ এ) প্রকরণে নির্দেশ আছে যে আদালত অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে আপীল করা যাইবে; ইহার অর্থ এই নয় যে প্রতিবাদী-কে আবশ্যিকভাবে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। কারণ আদালত অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে আপীল করা যাইবে; অনুমতি প্রদান করিলে আপীলের কোন বিধান নাই। আদালত অনুমতি প্রদান করিতে কেবলমাত্র তখনই অস্বীকার করিতে পারে যদি বাদীর বক্তব্য শুনিবার পর অনুমতি প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত না হয় (AIR 1991 SC 221)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২(১)-ধারার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, ধর্মীয় বা দাতব্য পাবলিক ট্রাস্টকে মামলাদ্বারা বিব্রত করিতে সুযোগ না দেওয়া। এই কারণে, বিধান করা হইয়াছে যে

কেবলমাত্র মহাধিবক্তা (Advocate General) এবং ট্রাসটে স্বার্থ আছে এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মামলা দায়ের করিতে পারে। উদ্দেশ্য হইতেছে, মামলা দায়ের করিবার পূর্বে মহাধিবক্তা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে ট্রাসটীগণ প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন কিনা অথবা আদালতের নিকট হইতে বিশেষ নির্দেশ লইবার প্রয়োজন আছে কিনা (AIR 1966 SC 878)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২(১) ধারায় নিম্নলিখিত নির্দেশ দান করা আছে :—

ধারা ৯২ : সার্বজনিক দাক্ষিণ্য (Public Charities) **:** (১) দাতব্য বা ধর্মীয় চরিত্র বিশিষ্ট সার্বজনিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ব্যক্ত বা অব্যক্ত ন্যাস ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইলে অথবা এইরূপ কোন ন্যাসের প্রশাসনের জন্য আদালতের আদেশ প্রয়োজনীয় মনে করা হইলে, মহাধিবক্তা অথবা ঐ ন্যাসে স্বার্থসম্পন্ন দুই বা ততোধিক আদালতের অনুমতি গ্রহণান্তে আদিম অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে অথবা রাজ্যসরকার ঐ ব্যাপারে অন্য যে আদালতকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন সেই আদালতে, যাহার অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে কথিত ন্যাস-এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অবস্থিত,

(এ) যে কোন অছি (ন্যাস-রক্ষক) কে অপসারণ করিয়া;

(বি) নূতন একজন অছি নিয়োগ করিয়া;

(সি) কোন অছিতে সম্পত্তি বর্তাইয়া;

(সিসি) অপসারিত অছিকে অথবা এরূপ ব্যক্তিকে যিনি অছি পদে অধিষ্ঠিত নাই, তাঁহার দখলে স্থিত ন্যাস সম্পত্তির দখল যে ব্যক্তি ঐরূপ সম্পত্তির দখল পাইবার যোগ্য ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার নির্দেশ দান করিয়া।

(ডি) হিসাব প্রদানের ও তদন্ত সম্পাদনের নির্দেশদান করিয়া;

(ই) ন্যাস-এর কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য ন্যাস-সম্পত্তির বা তাহাতে স্থিত স্বার্থের কত অংশ বিভাজন করিয়া দিতে হইবে তাহা ঘোষণা করিয়া;

(এফ) সম্পূর্ণ ন্যাস-সম্পত্তি বা তাহার যে কোন অংশ ভাড়া দিবার, বিক্রয় করার, বন্ধক দিবার বা বিনিময় করার প্রাধিকার দিয়া;

(জি) কোন প্রকল্প স্থির করিয়া দিয়া;

(এইচ) বিষয়টির প্রকৃতি অনুসারে যে প্রকার আবশ্যক সেই প্রকার অতিরিক্ত বা অন্যবিধ উপশম প্রদান করিয়া;

আজ্ঞপ্তি প্রদানের জন্য মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন।

৯২-ধারা চারপ্রকার অবস্থায় প্রযোজ্য :—

(i) ধর্মীয় বা দাতব্য চরিত্র বিশিষ্ট সার্বজনিক ন্যাস এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : ন্যাস ব্যক্ত বা অব্যক্ত হইতে পারে (express or constructive) (AIR 1965 AP 143)।

ব্যক্তিগত হিন্দু মন্দিরের ক্ষেত্রে পূজারীর অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে ৯২-ধারার কোন প্রকার সুযোগ লাভ করা যাইবে না (AIR 1970 SC 532)।

(ii) ন্যাসের শর্ত লঙ্ঘন করিলে ৯২-ধারায় মামলা করা যাইবে।

(iii) কেবলমাত্র মহাধিবক্তা অথবা ট্রাসটের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তি আদালতের পূর্বানুমতিক্রমে মাকলা দায়ের করিতে পারিবে।

(iv) জনসাধারণের তরফে প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা হইতে হইবে এবং স্বীয় স্বার্থজনিত মামলা হইবে না। বাদীকে অনুমতিদান করিবার পূর্বে বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করা আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। তবে, সাবধানতা অবলম্বনের জন্য নোটিশ প্রদান বাঞ্ছনীয় (AIR 1991 SC 221)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২-ধারার মামলা বিশেষ ধরণের। ধর্মীয় বা দাতব্য সংক্রান্ত সার্বজনিক ন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। উক্ত ন্যাসের কোন ব্যবস্থাপনা লঙ্ঘিত হইলে অথবা ন্যাসের প্রশাসন বিষয়ে কোন প্রকার নির্দেশের প্রয়োজন হইলে এবং বাদী ৯২-ধারায় লিখিত কোন উপশম (relief) প্রার্থনা করিলে এই ধারায় মামলা করা যাইবে (AIR 1952 SC 143)। ন্যাসের শর্ত লঙ্ঘিত হইবার অভিযোগ অথবা ন্যাসের প্রশাসন সংক্রান্ত নির্দেশের দাবি প্রতিষ্ঠিত না হইলে, মামলা খারিজ হইবে। বাদী সাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা না করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত অথবা তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মামলা করিতে ৯২-ধারার সুবিধা লাভ করিবেন না। ৯২-ধারার অধীনে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মামলা করিলেই যে সার্বজনিক অধিকার রক্ষার্থে মামলা করা হইয়াছে এমন চিন্তা করিবার কারণ নাই (AIR 1974 SC 2141)।

৯২-ধারা প্রয়োগের প্রথম শর্ত এই যে ইহা একপ্রকার ন্যাস হইবে এবং সার্বজনিক ধর্মীয় ও দাতব্য সংক্রান্ত ন্যাস হইতে হইবে। মূলতঃ সার্বজনিক উদ্দেশ্যে গঠিত ওয়াকফ সার্বজনিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হইবে এবং ৯২-ধারা এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। কোন সম্পত্তি মসজিদকে অর্পন করা হইল। কিন্তু উক্ত সম্পত্তি মৃত ওয়াকফ সম্পাদনকারীর স্ত্রীর দখলে রহিল। এরূপক্ষেত্রে ৯২-ধারা প্রযোজ্য হইবে না। এবং মামলা দায়ের করিতে আদালতের অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই (AIR 1969 Mys 103)। জনসাধারণ এবং পরিবারের ব্যক্তিদিগের জন্য একটি ওয়াকফ সৃষ্টি করা হইল। মুতওয়ালী অপসারণ এবং নূতন ট্রাস্টী নিয়োগের জন্য মামলা করা হইল। এই মামলা ৯২-ধারার বিধানানুসারে করিতে হইবে এবং আদালতের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। অন্যথা, মামলা খারিজ হইবে (AIR 1969 SC 884)। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, ৯২-ধারার বিধানাধীনে ট্রাস্ট উক্ত বা অনুক্ত হইতে পারে (express or constructive) এই ধরনের মামলা করা যাইতে পারে।

(১) বিশ্বাস-ভংগের কারণ হইলে

(২) ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন।

ট্রাস্টী ট্রাস্ট সম্পত্তিতে স্বীয় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহী হইলে বিশ্বাসভংগের জন্য দায়ী হইবে এবং মামলার উৎপত্তি হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাসভংগের কারণ না ঘটিলেও ট্রাস্ট সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা বা ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি মামলা দায়ের করিবেন তাঁহাদের ট্রাস্ট সম্পর্কে স্বার্থ থাকিবে। ট্রাস্টে কোন স্বার্থ না থাকিলে কেবলমাত্র আদালতের অনুমতিক্রমে মামলা করা চলিবে না। অর্থাৎ, যে সকল ব্যক্তি আদালতে উপশম প্রার্থনা করিবে তাঁহাদের ট্রাস্টে স্বার্থ থাকা আবশ্যিক (AIR 1965 AP 143)। তাঁহারা এই ক্ষমতা পৃথকভাবে বা একত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

মহাধিবক্তা স্বয়ং মামলা দায়ের করিতে পারেন, অথবা, অপরকে মামলা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। মামলা চলাকালীন যে কোন পর্যায়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

মামলা রুজু করিবাব পূর্বে আদালতেব অনুমতি লইবার প্রয়োজন আছে। অনুমতি ব্যতীত, মামলা খারিজ হইবে, এবং পরবর্তীকালে কোন সংশোধন দ্বারা উহা কার্যকরী করা যাইবে না। যেক্ষেত্রে সংশোধন বা সংযোজনের ফলে মামলার প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে পুনরায় অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয (AIR 1944 Cal 163)। যেক্ষেত্রে তিন ব্যক্তি মহাধিবক্তা বা সমার্হতার নিকট হইতে মামলা দায়ের করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ কবিয়াছেন, সেক্ষেত্রে উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে দুই ব্যক্তি মামলা দায়ের করিতে পারে না। মামলা অনুমতির সদৃশ হইতে হইবে (AIR 1938 PC 184)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২-ধারায় যে মামলা করা হয় তাহা প্রতিনিধিত্বমূলক। সুতরাং, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘিত হইবার কাবণে কোন পাবলিক ট্রাস্টের নিকট হইতে উপশম পাইবার জন্য যদি তিনি আদালতে প্রার্থনা করেন তখন সেই মামলা ৯২-ধারাব অধীনস্থ মামলা হইবে না। এই ধারার অধীনে ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অধিকার সংক্রান্ত মামলা বিচার্য হইবে না। এখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে কোন ট্রাস্ট সম্পত্তির যথাযথ পরিচালনার জন্য মামলা আনয়ন করিয়া থাকেন। যে সকল উপশমের কথা ৯২(এ) হইতে ৯২(এইস) ধারায় বর্ণিত আছে কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; অন্য কোথাও নয়। অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে যেমন ৯২-ধারার মামলার ক্ষেত্রেও তেমন আদেশ ১, বিধি ১০(২) এর নিয়মানুসারে মামলায় পক্ষ যুক্ত করা যায়। ট্রাস্টী অপসারণের কোন মামলায়, ট্রাস্টীর ক্ষেত্রের আবেদনক্রমে উক্ত পুত্রকে অতিরিক্ত পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা যাইতে পারে; বাদীপক্ষের আপত্তি এরূপক্ষেত্রে গ্রাহ্য হইবে না। ৯২(১) ও ৯২(২)-ধারার বিধান প্রতিবাদীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে (AIR 1969 All 571)। ৯২-ধারার অধীনস্থ মামলা একজন বাদীর মৃত্যুতে বাতিল হয় না। তবে, মৃত বাদীর উত্তরাধিকারীকে বৈধ প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবার বিধান নাই (AIR 1971 All 207)।

এই পরিস্থিতিতে মামলা ত্রুটিযুক্ত হয় না (AIR 1938 PC 184)। কোন ট্রাস্টীর বিরুদ্ধে মামলা করা হইল। মামলা চলাকালীন ট্রাস্টীর মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহাতে মামলা বাতিল হয় না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ঐ মৃত ট্রাস্টীর বিশ্বাসভংগতা এবং ষড়যন্ত্রের জন্য মামলা চলিবে। যেহেতু মামলার কারণের (cause of action) নিষ্পত্তি হয় নাই, সেজন্য মৃত ট্রাস্টীর উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে ঐ মামলা চলিবে। ৯২-ধারার অধীনস্থ কোন মামলায় সম্পত্তি ব্যক্তিগত কি সার্বজনিক এই লইয়া মত বিরোধ থাকিলে সেমতাবস্থায় প্রতিবাদী যদি বক্তব্য পেশ করেন যে উক্ত সম্পত্তি ব্যক্তিগত এবং তাহার পর ইহলোক ত্যাগ করেন তাহা হইলে ঐ মামলা বাতিল হইবে না এবং ঐ মামলা প্রতিবাদীর পুত্রদের কার্যকরী থাকিবে (AIR 1934 All 315)।

আদালতের ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে ৯২ ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ৯২-ধারার অধীনে কেবলমাত্র সেই আদিম ক্ষেত্রাধিকাব বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে অথবা রাজ্য সরকার দ্বারা বিশেষভাবে প্রাধিকৃত আদালতে যাহার অধীনে ট্রাস্ট বিষয় অবস্থিত মামলা আনয়ন করা যাইবে। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২ ধারা ঐ সংহিতার ১৬, ১৭ এবং ২০ ধারার দ্বারা পরিচালিত হয় না। ট্রাস্ট সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত সেই অঞ্চল যে আদলতেব ক্ষেত্রাধিকারভুক্ত হইতেছে সেই আদালতে ৯২-ধারার বিধানাধীনে মামলা দায়ের করিতে হইবে (AIR 1955 Bom 55)।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২-ধারার বিধানাধীন এবং ধর্মীয় বৃত্তিদান আইন ১৮৬৩ এর বিধানাধীন মামলায় তুলনামূলক সুযোগঃ

(i) ধর্মীয় বৃত্তিদান সংক্রান্ত মামলা বৃত্তিদান আইনের বিধানানুসারে পরিচালিত হইবে না যদি-না উক্ত মামলা ট্রাস্টী, ম্যানেজারেব কর্মে ত্রুটি, বিশ্বাস ভংগ বা কর্মে অবহেলা সংক্রান্ত না হয়; এরূপ ক্ষেত্রে সংহিতার ৯২-ধারার বিধানাধীনে মামলা চলিবে।

(ii) কেবলমাত্র ধর্মীয় বৃত্তিদান এই সংক্রান্ত আইনের আওতাভুক্ত হইবে। আর দাতব্য ট্রাস্ট সংক্রান্ত মামলা সংহিতার ৯২-ধারার অন্তর্গত হইবে।

(iii) সার্বজনিক ধর্মীয় ট্রাস্টের ম্যানেজার, ট্রাস্টী অভিযুক্ত হইলে ঐ মামলা ধর্মীয় বৃত্তিদান আইনের ১৪ ধারা এবং সংহিতার ৯২-ধারায় পরিচালিত হইতে পারে।

(iv) উভয়ক্ষেত্রে আদালতের পূর্বানুমতি লইতে হইবে।

(v) ধর্মীয় বৃত্তিদান আইনের অন্তর্গত মামলা এবং সংহিতার অন্তর্গত ৯২-ধারার মামলা — উভয়ই প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা।

(vi) কোন ব্যক্তিগত ট্রাস্ট (Private trust) এর প্রশাসনিক বিচ্যুতি বা বিশ্বাসভংগতার জন্য ট্রাস্টীর বিরুদ্ধে ট্রাস্টীর অপসারণের উদ্দেশ্যে এবং প্রশাসনিক

ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে ধর্মীয় বৃত্তিদান আইনের বিধানানুসারে মামলা করা যাইবে (AIR 1968 SC 915)।

বিশেষ ধরণের মামলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে **সতর্কতা অবলম্বন** করিতে হইবে**:** দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯২-ধারায় লিখিত আছে—

ধারা ৯০। আদালতের অভিমতের জন্য বিবাদ বিষয় বিবৃত করিবার ক্ষমতা (Power to state case for opinion of court) **:** যখন যে-কোনও ব্যক্তিবর্গ আদালতের অভিমত গ্রহণের জন্য কোনও মকদ্দমা বিবৃত করিতে লিখিতভাবে ঐক্যমত উপস্থিত হন, তখন আদাল **নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে** উহার বিচার করিবেন ও সিদ্ধান্ত দিবেন।

এই **নির্দিষ্ট পদ্ধতি** (manner prescribed) আদেশ ৩৬ এর অন্তর্গত ১ হইতে ৫ বিধিতে বিধৃত আছে। বিধি ১, ও বিধি ২ আবেদনের গঠন ও বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দান করে।

(i) **বিষয়** (contents) **:** আদেশ ৩৬ এর অন্তর্গত বিধি ১এ লিখিত আছে—

বিধি ১ : আদালতের অভিমতের জন্য বিশেষ আইনগত ব্যাপার বিবৃত করার ক্ষমতা (Power to state case for court's opinion) **:**

(১) তথ্যের বা আইনের কোন প্রশ্ন সম্বন্ধিত সিদ্ধান্ত স্বার্থ সম্পন্ন বলিয়া দাবিকারী পক্ষগণ একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন এইরূপ প্রশ্নকে আদালতের অভিমতের জন্য একটি বিচার্য ব্যাপারের (case) আকারে বিবৃত করিয়া এবং এইরূপ উল্লেখ করিয়া যে ঐরূপ প্রশ্নের ব্যাপারে আদালতের অভিমত (binding) পাওয়া গেলে—

(এ) পক্ষগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত পরিমাণ টাকা বা আদালত যেরূপ নির্ধারণ করেন সেইরূপ পরিমাণ টাকা পক্ষগণের একটি পক্ষ অপর পক্ষকে প্রদান করিবেন অথবা (বি) চুক্তিতে উল্লেখিত কিছু অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি পক্ষগণের একটি পক্ষ তাঁহাদের অন্যদের অর্পণ করিবেন; অথবা (সি) পক্ষগণের একটি বা ততোধিক পক্ষ চুক্তিতে উল্লেখিত অন্য কোন বিশেষ কার্য করিবেন বা করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(২) এই নিয়মের অধীনে বিবৃত প্রত্যেক ব্যাপারে কতকগুলি ধারাবাহিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিতে হইবে এবং ঐরূপ তথ্যসমূহ তাহাতে সংক্ষেপে বিবৃত হইবে এবং উহার দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য আদালতের যে সকল দস্তাবেজ আবশ্যক হইবে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখিত হইবে।

পক্ষগণের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তিপত্রে কি-কি বিষয় লিখিত থাকিবে তাহা উপরিউক্ত ১(১)-বিধিতে সবিশেষ নির্দেশিত হইয়াছে এবং চুক্তিপত্র লিখিবার পদ্ধতি ১(২) বিধিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তিপত্রে ক্ষেত্রবিশেষে বিষয় বস্তুর মূল্য সম্পর্কেও বিবৃত করিতে হইবে। আদেশ ৩৬-এর ২ নং বিধির বিধান নিম্নলিখিতরূপ **:**

বিধি ২। যেখানে বিষয়বস্তুর মূল্য অবশ্যই বিবৃত করিতে হইবে (Where value of subject-matter must be stated) **:** যেখানে চুক্তিটি কোন সম্পত্তি অর্পণ করার জন্য অথবা কোন বিশেষ কর্ম সম্পাদন করার জন্য বা কোন বিশেষ কার্যের সম্পাদন হইতে বিরত থাকার জন্য, সেখানে যে সম্পত্তি অপণ করা হইবে বা উক্ত কার্য যে সম্পত্তির সহিত সংযুক্ত তাহার অনুমিত মূল্য ঐ চুক্তিতে বিবৃত করিতে হইবে।

(ii) **ফরম :**

উপরে ১(২) উপবিধিতে চুক্তিপত্রের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। অত্যাবশ্যক তথ্য পরিবেশন করিতে হইবে (material facts); প্রয়োজনীয় নিদর্শপত্র সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হইবে এবং পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৬ এর অধীনে ৯নং বিধিতে নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ আছে:

বিধি ৯ : দস্তাবেজের ফল বিবৃত করিতে হইবে (Effect of document to be stated) **:** যেখানেই কোন দস্তাবেজের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, সেখানেই উহা সম্পূর্ণরূপে বা উহার কোন অংশ হেতুভাষণে সন্নিবেশিত না করিয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে উহার ফল উহাতে বিবৃত করিলেই তাহা যথেষ্ট হইবে, যদি না দস্তাবেজসমূহের নির্দিষ্ট শব্দসমূহ বা উহার কোন অংশ গুরুত্বপূর্ণ হয়।

চুক্তিপত্রে এমন সমস্যা বা প্রশ্ন থাকিবে যাহা আদালতকে উত্তর প্রদান করিতে হইবে। চুক্তিপত্র পক্ষগণকে স্বাক্ষর যুক্ত করিতে হইবে। আদালতের নিকট হইতে মতামত লইবার অধিকারের অর্থ এই নয় যে পক্ষগণ তত্ত্বমূলক বা কেতাবি (academic) প্রশ্নের উত্থাপন করিতে পারে। পক্ষগণের যে বিষয়ে কোন বিশেষ স্বার্থ জড়িত নাই, অথবা যে বিষয় কেবল কেতাবিমাত্র সে সকল বিষয়ের উল্লেখে আদালতের কার্যবাহ জটিল করা চলিবে না (AIR 1930 Bom 232)।

স্পেশাল কেসের **কজ্‌টাইটেল** নিম্নলিখিতরূপ হইবে:

বিশেষ মামলার শিরোনাম ....

.... আদালত, বাংলাদেশ।

১৯৯৯ এর .... নং মামলা।

.... প্রথম পক্ষ / বাদী

.... দ্বিতীয় পক্ষ / প্রতিবাদী

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯৮৮ এর (১৯০৮ এর ৫নং বিধান) অন্তর্গত আদেশ ৩৬, বিধি ১ অনুসারে আদালতের অভিমতের উদ্দেশ্যে বিশেষ মামলা।

মূল্য : ....

(iii) **ক্ষেত্রাধিকার** (Jurisdiction) ঃ উক্ত চুক্তিপত্র উপযুক্ত আদালতে দাখিল করিতে হইবে। আদেশ ৩৬, বিধি-৩(১) এ নিম্নলিখিত নির্দেশ আছে—

৩(১) ঃ উক্ত চুক্তি যদি ইতোপূর্বে ইতোমধ্যে বিধৃত নিয়মানুসারে প্রণীত হয় তবে উহা একটি আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করা যাইতে পারে সেই আদালতে যাহার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত এমন একটি মকদ্দমা গ্রহণ করার যাহার বিষয়বস্তুর টাকার পরিমাণ বা মূল্য তাহাই যাহা উক্ত চুক্তির বিষয় বস্তুর টাকার পরিমাণ বা মূল্য।

(iv) **বিশেষ মামলার নিবন্ধন** (Registration of special case) ঃ মামলা নিবন্ধন সম্পর্কে আদেশ ৩৩-এর অন্তর্গত ৩(২)-বিধিতে নিম্নলিখিত নির্দেশ দান করা আছে ঃ

বিধি ৩(২) ঃ (উক্ত আবেদনপত্র (৩(১) বিধি অনুসারে দাখিলীকৃত)। যখন এইরূপ দাখিলকৃত হয় তখন স্বার্থ সম্পন্ন বলিয়া দাবিকারী পক্ষগণের এক বা একাধিক পক্ষের মধ্যবর্তী মকদ্দমার ন্যায় উহা সংখ্যাযুক্ত ও নিবন্ধিত হইবে এবং বাদী বা বাদীগণরূপে থাকা উক্ত সকল পক্ষের উপর বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে সেই সকল পক্ষ ব্যতীত যাঁহাদের দ্বারা উক্ত আবেদনপত্র দাখিলকৃত হইয়াছে।

পরস্পরবিরোধী মকদ্দমা (Cross suit or cross action) ঃ আমরা জানি, প্রতিবাদী কোন মকদ্দমায় পাল্টা দাবি আইন-মোতাবেক এবং ন্যায্য উভয় প্রকারই — করিতে পারে (Set-off both legal and equitable)। প্রতিবাদী প্রতিদাবিও (counter-claim) করিতে পারে। বাদীর নালিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যে সংবিধি-বদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে (Statutory defence) তাহাকে পাল্টা দাবি বলে। আর প্রতিবাদী (counter-claim) হইতেছে কার্যত আর একটি বিরোধী মকদ্দমা (AIR 1941 Nag 258)। যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী বাদীর দাবির সমপরিমাণ অথবা তদাপেক্ষা কম দাবি করে, সেক্ষেত্রে পাল্টা দাবি করা হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে প্রতিবাদীর দাবির পরিমাণ বাদীর দাবি অপেক্ষা অধিকতর সেক্ষেত্রে ঐ অধিকতর দাবি প্রকৃতপক্ষে পৃথক দাবি যাহা প্রতিবাদী পৃথক মামলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে (AIR 1968 Ker 310)।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ ৮-এর অন্তর্গত ৬-বিধির বিধান ব্যতীত, প্রতিদাবি (counter-claim) গ্রহণ করিবার অপর কোন ব্যবস্থা নাই। তবে, নিজস্ব ক্ষমতাবলে আদালত কোন পরস্পরবিরোধী (cross-suit) মামলায় অন্তর্গত প্রতিদাবিকে আর্জিরূপে গ্রহণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিদাবিকে প্রয়োজনীয় কোর্টফিস প্রদান করিতে হইবে। পরস্পর বিরোধী মকদ্দমা ও পাল্টা আপত্তি (cross-objection) এর মধ্যে পার্থক্য আছে। পাল্টা আপত্তি সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ ৪১ এর অন্তর্গত ২২-বিধিতে লিখিত আছে।

বিধি ২২ ঃ শুনানীকালে উত্তরবাদী আজ্ঞপ্তিতে আপত্তি দিতে পারেন যেন তিনি পৃথক আপিল দায়ের করিয়াছেন (upon learning respondent may object to decree as if he had preferred separate appeal) **ঃ** (১) কোন উত্তরবাদী, যদিও তিনি কোন আজ্ঞপ্তির (Decree) অংশ হইতে আপিল করেন নাই, তথাপি তিনি নিম্ন আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকৃত আজ্ঞপ্তি কেবল সমর্থনই করিতে পারিবেন না পরন্তু তিনি বিবৃত করিতে পারেন যে নিম্ন আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে কোন বিচার্য বিষয় সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহার অনুকূলে হওয়া উচিত ছিল এবং আরও উক্ত আজ্ঞপ্তির বিষয়ে **পাল্টা আপত্তি** (cross objection) উত্থাপন করিতে পারিবেন এই শর্তে যে আপীল শুনানীর জন্য ধার্য দিন সম্পর্কে তাঁহার উপর বা তাঁহার ব্যবহারজীবির উপর বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে তিনি আদালতে এক মাসের মধ্যে অথবা আপীল আদালত কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচনায় তাঁহাকে মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে ঐরূপ আপত্তি দাখিল করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আদালতেব সেই রায়ে বিধৃত অভিমত (binding) দ্বারা ক্ষুব্ধ উত্তরাবাদী যে রায়ের উপর, যে আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত, এই নিয়মমতে উক্ত আজ্ঞপ্তি (Decree) সম্বন্ধে পাল্টা আপত্তি (cross-objection) উত্থাপন করিতে পারেন যতদূব উহা কথিত অভিমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সত্ত্বেও যে অন্য এরূপ কোন অভিমতের উপর আদালতের সিদ্ধান্ত হেতু যাহা মকদ্দমাটির সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট, আজ্ঞপ্তিটি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে উক্ত উত্তরবাদীর অনুকূলে।

(২) আপত্তির নিদর্শ ও তাহাতে প্রযোজ্য বিধানসমূহ (Form of objection and provisions applicable thereto) **ঃ** এইরূপ পাল্টা আপত্তি স্মারকলিপির আকারে হইতে হইবে এবং বিধি-১ বাহিত বিধানসমূহ, যতদূর ঐগুলি আপিলের স্মারকলিপির আকার ও উহাতে বিধৃত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত ততদূর ঐগুলি ইহাতে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আপত্তির নকল প্রাপ্তি সম্পর্কে উক্ত আপত্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের নিকট হইতে বা তাঁহার ব্যবহারজীবির নিকট হইতে একটি লিখিত প্রাপ্তি স্বীকারপত্র উত্তরবাদী আপত্তির সংগে দাখিল না করিলে আপিল-আদালত উহার একটি নকল, আপিল দাখিল হওয়ার পর যথাসম্ভব শীঘ্র উত্তরবাদীর খরচায় উক্তপক্ষের বা তাঁহার আইনজীবির উপর জারি করাইবেন।

(৪) যেকোন ক্ষেত্রে অত্র নিয়মানুসারে উত্তরবাদী আপত্তির স্মারকলিপি দাখিল করিয়া থাকিলে, মূল আপিলটি প্রত্যাহার করা হইলে বা ত্রুটির জন্য খারিজ হইলে উপরি-উক্ত মতে দাখিলকৃত আপত্তি সম্পর্কে অপরপক্ষকে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি দিবার পর শুনানীর অনুষ্ঠান ও নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(৫) অভাবী ব্যক্তির আপিল সম্বন্ধিত বিধানসমূহ যতদূর সম্ভব অত্র নিয়মের অধীন আপত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

আদালত ইচ্ছা করিলে কোন পরস্পর বিরোধী-মকদ্দমায় (cross suit) প্রতিবাদীর প্রতিদাবিকে (counter claim) আর্জি হিসাবে বিবেচনা করিতে পারে। কোন মকদ্দমায় বাদি মামলাভুক্ত সম্পত্তিতে তাহার মালিকানা দাবি করিল। প্রতিবাদী আর্জির জবাবে বক্তব্য রাখিল যে মামলাভুক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক প্রতিবাদী এবং ঐ সম্পত্তিতে বাদী ভাড়াটিয়া / রায়ত মাত্র; এবং প্রতিবাদী তাহার দাবি অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোর্টফিস প্রদান করিল। আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে প্রতিবাদীর দাবি হইতেছে প্রতিদাবি; এবং বিরোধী মামলারূপে (cross suit) ইহার নিষ্পত্তি সম্ভব। মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি রোধে এইরূপ করা উচিত (AIR 1964 SC 11; AIR 1977 NOC 219 MP)।

Odger's *Principles of Pleading and Practice* (22nd ed.) হইতে পাল্টা দাবি ও প্রতিদাবি সম্পর্কিত সমৃদ্ধ বক্তব্য নিম্নে পরিবেশিত হইল: Even though the plaintiff was the first to commence litigation it may happen that the defendant has a claim of some kind against the plaintiff. If so, the question at once arises, must the defendant issue a separate writ for this, or can he set up his claim in the plaintiff's action?

If the defendant's claim can be tried without inconvenience at the same time and by the same tribunal as the plaintiff's the defendant will be allowed to plead in the plaintiff's action (a) in some cases a 'set-off', (b) in all cases a 'counterclaim'. The distinction between set-off and counterclaim should be carefully noted, though it must be said that the modern tendency is rather to slur over (i.e. pass the differences and emphasise the similarities. Speaking generally, a set-off may be described as a shield which operates only as a defence to the plaintiff's action, and a counter-claim as a sword with which the plaintiff may be attached but which does not afford the defendant any protection unless it is of such a nature that it can also be pleaded as a set off. The distinction is important; for if *A* is both a creditor of, and a debtor to, ***B*** in respect of difference transactions and *B*'s solvency is doubtful, it is obviously to *A*'s advantage to set off one amount against the other if he can. On the other hand, if the plaintiff's action is discontinued, it would seem to follow that the defendant's set off would fall to the ground; but if he had pleaded a counterclaim, he could obtain judgment upon it.

Both are to a large extent the creators of statute law ....

উনবিংশতি পরিচ্ছেদ

আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা
[Inherent power of court]

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৫১-ধারায় বিধান আছে যে সংহিতার কোন অংশই আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা (Inherent power) সীমিত বা খর্ব করে না। আদালত তাহার এই সহজাত ক্ষমতা (Inherent power) ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে এবং আইন প্রয়োগের অপব্যবহার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ১৫১-ধারা নিম্নলিখিতরূপঃ আদালতের সহজাত ক্ষমতার রক্ষা (Saving of inherent power of court)ঃ ন্যায় বিচারের স্বার্থে বা আদালতের অগ্রগমন প্রণালীর অপব্যবহার নিবারণার্থ প্রয়োজনীয় আদেশ দানের ব্যাপারে আদালতের যে সহজাত ক্ষমতা রহিয়াছে এই সংহিতার কোন কিছুই তাহা সীমিত বা অন্য কোন প্রকারে প্রভাবিত করে বলিয়া ধরা যাইবে না। আদালত তাহার অন্যতম অধিকার হিসাবে সহজাত ক্ষমতাবলে আদেশ দান করিতে পারে (*Ex debito justitiae* as a matter a right)। তবে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতায় নির্দেশিত স্পষ্ট বিধান (express provisions) আদালত ১৫১-ধারার সুযোগে লঙ্ঘন করিতে পারে না (AIR 1965 SC 114); এবং সহজাত ক্ষমতা কোন সংবিধির (statute) বিধান উপেক্ষা করিয়া কার্যকরী হইতে পারে না (AIR 1962 SC 527; 1964 SC 993; 1966 SC 1899)। সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকিবে; মূল অধিকার (Substantive right) সংক্রান্ত বিষয়ে এই সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করা চলিবে না। সুতরাং মামলায় অপরপক্ষের মূল অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না। আইনের বিধানানুসারে অথবা জননীতি (Public policy) বিরোধী বলিয়া যাহা করা সম্ভব নহে তাহা এই ধারার সুযোগে করা চলিবে না (AIR 1970 SC 997)। সংহিতায় বিকল্প প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকিলে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া এই ধারার সুযোগ গ্রহণ করা চলিবে না। আদালতের সহজাত ক্ষমতা হইতেছে সংহিতায় নির্দেশিত স্পষ্ট অন্যান্য ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা। ইহা অন্যান্য ক্ষমতার পূরক স্বরূপ (complementary) নহে। সুতরাং অন্যান্য লিখিত ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ঐ অতিরিক্ত ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা চলিবে না, সহজাত ক্ষমতা কেবলমাত্র তখনই প্রয়োগ করা চলিবে যখন আইনের স্পষ্ট সকল প্রকার বিধানের সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং কেবলমাত্র সুবিচারের উদ্দেশ্য এবং আদালতের

কার্যপ্রণালী অপব্যবহার রোধ করিতে সহজাত ক্ষমতার (Inherent power) প্রয়োগ করা চলিবে।

সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগের কাল : *আদালত ন্যায়বিচারের জন্য অন্তবর্তী আদেশ প্রদান করিতে পারে; ইহা আদালতের সহজাত ক্ষমতা [(1994) 6 SCC 109]। সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার* ১৫১ ধারার অধীনস্থ আবেদন গ্রহণ করিবাব বা না-গ্রহণ করিবাব মাপকাঠি হইতেছে ন্যায়বিচারের স্বার্থ। অন্তর্বর্তী আসেধাজ্ঞা (interim injunction) কার্যকরী করিবার জন্য আদালত ১৫১-ধাবার বিধানানুসারে সহজাত ক্ষমতাবলে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে নির্দেশদান করিতে পারে (AIR 1993 Cal 288)। ঘাটতি কোর্টফিস প্রদানের জন্য কোন মামলা খারিজ হয়। পরে জানা যায়, বাদী প্রযোজনীয় কোর্টফিস ক্রয় করিয়া উহা উকিলের নিকট আর্জির সহিত জমা দিবাব জন্য প্রদান করে, উকিল ভুলক্রমে ঐ কোর্টফিস জমা না দেওয়াব জন্য মামলা খারিজ হয়। এরূপ অবস্থায় যদিও আপিলের ব্যবস্থা আছে প্রাথমিক আদালত (Trial Court) ১৫১-ধারা বলে সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ঐ মামলা পুনবায গ্রহণ করিতে পারে (AIR 1995 All 225)। আইনের কার্যবিধির অপব্যবহারের কারণে (Process of law) আদালত সহজাত ক্ষমতাবলে ঐ প্রকার অপব্যবহার বন্ধ করিতে পারে (AIR 1994 Kant 303)। কোন দলিল একতরফা বন্ড্ (Bond) স্থির করিয়া ইমপাউন্ড্ করা হইল; কিন্তু মূলতঃ উহা বনড নহে। এরূপক্ষেত্রে আদালত ১৫১ ধারা বলে সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করিতে পারে। [(1983) 2 CLJ 400]। খোরপোশের মামলা বিচারাধীন থাকাকালে আদালত স্ত্রীকে অন্তর্বর্তীকালীন খোরপোশ প্রদানের নির্দেশ দান করিতে পারে (AIR 1968 Cal 405)। বৈধ বিবাহ সম্পাদিত হয় নাই এই মর্মে স্বামী আদালতে মামলা করিলে, আদালত তথাকথিত (alleged) স্ত্রীকে ১৫১-ধারার অন্তর্গত সহজাত ক্ষমতাবলে অন্তর্বর্তী খোরপোশের আদেশদান করিতে পারে। আদালত নিজস্ব ডিক্রী / আজ্ঞপ্তি অবৈধতার কারণে বাতিল করিতে পারে; ভুলবশতঃ ঐরূপ আজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইয়া থাকিলেও তাহা আদালত সহজাত ক্ষমতাবলে বাতিল করিতে পারে (AIR 1977 Del 7)। হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ এর ১৩বি-ধারার বিধানাধীনে কোন পক্ষ প্রতারণার দ্বারা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বিচ্ছেদের আজ্ঞপ্তি (Decree) লাভ করে, আদালত পরবর্তীকালে সহজাত ক্ষমতাবলে ঐ আজ্ঞপ্তি প্রত্যাহরণ (recall) করিতে পারে (AIR 1987 Ori 1)। যে ব্যক্তির আদালতে বক্তব্য রাখিবার কোন সুযোগ নাই তাহার সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য আপীলে নিরসিত হইতে পারে। কোন কারণে উকিল সাক্ষীকে জেরা করিতে পারে নাই। এবং আদালত সাক্ষীর জেরা সমাপ্ত করিল। এরূপ অবস্থায় উকিল আদালতে ঐ সাক্ষীকে জেরা করিবার জন্য আবেদন করিলে, আদালত সহজাত

ক্ষমতাবলে সাক্ষীকে পুনরায় জেরা করিবার সুযোগ দান করিতে পারে (AIR 1974 Ori 17)। যদিও সাধারণতঃ সহজাত ক্ষমতাবলে পুনঃপ্রেরণাদেশ (remand order) করা হয় না, তথাপি ন্যায়বিচারের স্বার্থে পুনঃপ্রেরণের প্রয়োজন বোধ করিলে আদালত তাহা করিতে পারে (AIR 1977 Cal 82)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৭-ধারার বিধানাধীনে নিলাম বিক্রয় খারিজ হইলে নির্বাহিকারী আদালত (Executing court) সহজাত ক্ষমতাবলে ক্রয়মূল্যের উপর সুদ অনুমোদন করিতে পারে (AIR 1987 Bom 87)। চুক্তির যথা নির্দিষ্ট পালন (Specific performance of contract) সংক্রান্ত কোন মামলার ডিক্রীতে বাদীকে মামলার ব্যয় নির্দিষ্ট-সময়ে প্রদান করিবার নির্দেশ থাকে। বাদী নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত টাকা না প্রদান করিয়া পরবর্তীকালে বাদী ঐ টাকা জমা দেয় এবং বিলম্ব মুকুব করিবার জন্য আদালতে প্রার্থনা জানায়। আদালত সহজাত ক্ষমতাবলে ঐ বিলম্ব মুকুব করিতে পারে (AIR 1987 MP 39)।

স্থায়ী আসেধাজ্ঞা ও স্বত্ব ঘোষণার মামলায়, অন্তর্বর্তী আসেধাজ্ঞা (injunction) ভংগ করিয়া বল প্রয়োগে বাদীকে দখলচ্যুত করা হইলে আদালত সহজাত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী আজ্ঞাপক আসেধাজ্ঞা (Temporary mandatory injunction) ঘোষণা করিয়া বাদীর দখল পুনরুদ্ধার করিতে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশদান করিতে পারে (AIR 1986 Cal 220)।

সং নির্ণয় সংশোধন (Correction of judgment) **:** সুপ্রীম কোর্ট নির্দিষ্ট বিধান ভারতের সকল আদালতকে মান্য করিতে হইবে। এরূপক্ষেত্রে কোন আদালত তাহার রায় সুপ্রীম কোর্ট নির্দিষ্ট আইনানুসারে সংশোধন করিবার জন্য সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ঐ রায় সংশোধন করিতে পারে যাহাতে নিম্ন আদালতের রায় সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী হয় (AIR 1987 All 319)।

শোধাক্ষমতা মামলায় বিক্রয় নাকচ (Setting aside sale in insolvency suit) **:** শোধাক্ষম আইনের বিধানানুসারে শোধাক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয়ে রিসিভার কোন অবৈধ কাজ করিলে অথবা কোন অনিয়ম করিলে শোধাক্ষম সংক্রান্ত আদালত উহা সংশোধন করিতে পারে (AIR 1987 Kant 102)।

সেল সার্টিফিকেট সংশোধন (Correction in the sale certificate) **:** সেল সার্টিফিকেটে সম্পত্তি সংক্রান্ত ভুল বর্ণনা যেমন সার্ভে নম্বরের ভুল, ১৫১-ধারায় সংশোধন করা যাইবে।

১৫২ ধারায় ভুল সংশোধন (Correction of accidental slip or omission under section 152) **:** দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ (১৯০৮ এর ৫নং আইন) এর ১৫২ ধারায় নির্দেশ আছে যে রায়, আজ্ঞপ্তি বা আদেশে করণিককৃত

ভ্রান্তি বা গাণিতিক ভ্রান্তি থাকিলে অথবা অনধাবনতাজনিত সামান্য কোন স্খলন বা বিচ্যুতির কারণে কোন ভুল তথায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে আদালত যে কোন সময় স্বীয় উদ্যোগে কিংবা যে-কোন পক্ষের আবেদনে উহা শোধিত করিয়া দিতে পারে। তথ্য উদ্ঘাটনের পর আদালত প্রাথমিক ডিক্রি ১৫২-ধারার বিধানাধীনে সংশোধন করিতে পারে। ডিক্রি যদি রায়ের সহিত সহমত না হয় তবে আদালত ১৫২-ধারায় ডিক্রি সংশোধন করিতে পারে। রায় পাঠ করিয়া যদি সিদ্ধান্ত হয় যে সুদ প্রদানের নির্দেশ রায়ে করা হইয়াছে এবং ডিক্রিতে সুদের উল্লেখ নাই তবে ১৫২ ধারায় ডিক্রি সংশোধন করা যাইবে (84 CWN 741; (1980)2 CLJ 225)। এমনকি রায়ে সুদ প্রদানের নির্দেশ না থাকিলেও প্রয়োজনে ঐ অনুল্লেখ ১৫২-ধারায় সংশোধন করা যাইবে। কিন্তু রায়দানে ভুল হইলে ১৫২-ধারায় সংশোধন করা যাইবে না। তবে, ভুল অনবধানবশতঃ হইলে ১৫২-ধারায় সংশোধিত হইতে পারে। ভুল অনবধানবশতঃ কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিচারকের অভিপ্রায় রায় পাঠে স্থির করিতে হইবে।

প্রাথমিক আদালতে (Trial Court) ডিক্রি ও রায়ে ভুল থাকিলে আপীল আদালত ১৫২-ধারায় উহা সংশোধন করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট এইরূপ নির্দেশদান করিয়াছে যে রায় বা ডিক্রিতে কারণিক ভুল আদালত যে কোন সময়ে সংশোধন করিতে পারে। আদালত স্বীয় উদ্যোগে অথবা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে এই সংশোধন করিতে পারে [(1994)4 SCC 368]। এইপ্রকার সংশোধনের জন্য আপীল বা পুনরীক্ষণের (Review) প্রয়োজন হয় না। তবে ১৫১-ধারা বা ১৫২-ধারায় ডিক্রিতে লিখিত সুদ সহ টাকার পরিমাণ জাপানী ইয়েনের মূল্য বাড়িবার কারণে পরিবর্তন করা যাইবে না [(1995)3 SCC 455]।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-২০, বিধি-৬এ নির্দেশ আছে যে ডিক্রি রায়ের সহিত অন্বিত / মিল (agree) হইবে। এরূপ পরিস্থিতিতে ডিক্রি লিখনে কোনপ্রকার ত্রুটি লক্ষিত হইলে তাহা ১৫২-ধারায় সংশোধন করা যাইবে। সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত মামলায় বিচারের রায় যদি প্রাথমিক ডিক্রি অন্বিত না হয় তবে উক্ত ডিক্রি ১৫২-ধারায় সংশোধন করিতে হইবে (AIR 1988 Cal 131; (1986)2 CHN 202; 91 CWN 347)। আসেধাজ্ঞা (injunction) সংক্রান্ত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রিতে প্রতিবাদীর প্রতিনিধিরূপে মামলায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ-না থাকিলে ১৫২-ধারায় ডিক্রি সংশোধন করা যাইবে। কোন আর্জি সংশোধিত হওয়া সত্ত্বেও ডিক্রিতে উহা উপেক্ষিত হইয়া থাকিলে ১৫২-ধারায় ঐ ডিক্রি সংশোধন করা যাইবে। কোন সোলে ডিক্রি (Compromise decree) আদালতে দাখিলীকৃত সোলেনামাবলে (Compromise Petition) সংশোধিত হইতে পারে। অপরপক্ষকে শুনানীর সুযোগ না দান করিয়া ডিক্রি সংশোধন করা যাইবে না।

সংশোধন করিবার সাধারণ ক্ষমতা : দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৩ ধারায় সাধারণভাবে আদালতকে বিচারিক কার্যবাহে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন বা অপসারিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা আছে।

ধারা ১৫৩ : সংশোধন করিবার সাধারণ ক্ষমতা (General power to amend) **:** আদালত যে কোন সময়, এবং খরচ সম্পর্কে বা অন্য বিষয়ে আদালত যে প্রকার উপযুক্ত মনে করেন সেই প্রকার শর্তাধীনে কোন মকদ্দমার যে-কোন কার্যবাহের ত্রুটি বা ভ্রান্তি সংশোধন করিতে পারেন; এবং এইরূপ কার্যবাহ দ্বারা উত্থাপিত বা এইরূপ কার্যবাহের উপর নির্ভরশীল প্রকৃত প্রশ্ন বা বিচার্য বিষয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংশোধন করিবেন।

টীকা : সবিশেষ আলোচনার জন্য অতুল চন্দ্র গাংগুলীর *সিভিল কোর্ট, প্রাকটিস ও প্রসিডিওর* দেখিতে পারেন; লেখক — এম. আর. মল্লিক; ইসটারন্ ল হাউস, দ্বাদশ সং।

বিংশতি পরিচ্ছেদ

প্রশ্নমালা

[Interrogatory]

আদালতে জেরা বা প্রশ্ন করা হয় সাধারণত মৌখিকভাবে। এই মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াও (আদেশ ১০, দে. প্র. স.), লিখিতভাবে প্রশ্ন-উত্তরের ব্যবস্থা আছে। ইহা প্রশ্নমালা বা Interrogatories। এক-পক্ষ অপর পক্ষকে মামলার বিষয়ে (cause) লিখিতভাবে প্রশ্ন করে এবং অপরপক্ষ শপথ করিয়া উহার উত্তর দান করিতে বাধ্য।

প্রশ্নমালার উদ্দেশ্যে মূলতঃ দ্বিবিধ; এক পক্ষ অপরপক্ষের নিকট হইতে অজানা অত্যাবশ্যক তথ্য সম্পর্কে সংবাদ গ্রহণ করিবে। দ্বিতীয়তঃ অপর পক্ষের নিকট হইতে স্বীকৃতি গ্রহণ করা যাহার ফলে স্বীকৃত তথ্যের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না। একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রশ্নমালা প্রেরণ করিতে পারে অপর পক্ষের বিষয় সম্পর্কে জানিবার জন্য অথবা বিবাদের বিষয় সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য অথবা স্বীকৃত বিষয় পুনরায় প্রমাণ করিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে আদালত সাধারণতঃ প্রশ্নমালা দাখিল করিবার অনুমতি দান করিয়া থাকে। তথ্য সম্পর্কে স্বীকৃতি লাভের জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে। কোন পক্ষ অপর পক্ষকে বলিতে বাধ্য করিতে পারে না মামলায় অপর পক্ষের বক্তব্য কি প্রকার হইবে। বিবাদীর সংবাদপত্রে বাদীর সম্পর্কে লাইবেল (কুৎসা) প্রকাশিত হয়। বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বাদীর নিকট এইরূপ প্রশ্নমালা পরিবেশন করে : বিবাদী উক্ত প্রকাশনার দ্বারা বাদীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ (malice) পোষণ করে কি না। যদি তাহা হয়, তবে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাদী প্রকৃত বিদ্বেষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে সেই অবস্থার যেন বিবরণ দান করিয়া বাধিত করে। আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই প্রকার প্রশ্নমালা গ্রহণীয় নহে।

ত্রুটিপূর্ণ আর্জির ক্ষেত্রে লিখিত জেরার সাহায্য লওয়া হয় না। অবশ্য আর্জি অস্পষ্ট হইলে আদালত সংশোধিত বোধগম্য আর্জির জন্য নির্দেশ দান করিতে পারে। আমরা জানি মামলায় দস্তাবেজ প্রকাশ করণের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তেমনি তথ্য উদঘাটনের জন্য প্রশ্নমালা লিখিত জেরার ব্যবস্থাও আছে। Besides discovery of documents the parties may also require discovery of facts. Indeed, they will specially require this in those cases where there are no material documents to be disclosed. For it is in those very cases that there is almost sure to be a conflict of evidence; and that makes it all the more desirable for the parties to ascertain before the hearing what are the

exact points on which there will be this conflict. Take for instance, an action for personal injuries caused by a collision on a railway. Such documents as exist may not throw much light on the matter. Yet it is most important for the plaintiff to know before he comes into court whether at the trial the defendant will seriously contend that no such collision ever took place or that the plaintiff was not a passenger in either train the day of the collision or that he was not injured thereby. Hence in a proper case the court allows one parts to administer a series of questions to the other, and compels that other to answer them on oath before the trial; and the admissions obtained by means of these interrogations often save trouble and expense in preparing for the trial. Sometimes, however, both discovery of documents and interrogatories are necessary; and discovery of documents will generally come first; inspection of the documents disclosed may render the proposed interrogatories or some of them unnecessary. (Odger's *Principle of Pleading*, 22nd ed., p. 272). লিখিত জেরা ও দস্তাবেজ প্রকাশের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, লিখিত জেরা ও বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে (Particulars) তেমনি পার্থক্য আছে। প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য হইতেছে, অপরপক্ষের নিকট হইতে স্বীকৃতি আদায় করা যাহার ফলে প্রশ্নকারী পক্ষকে পৃথকভাবে সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন হইবে না। বিবরণের উদ্দেশ্য হইতেছে, বাদীর নালিশের কারণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পরিবেশন করা যাহার ফলে প্রতিবাদী নিজেকে উক্ত নালিশের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে উপস্থাপনার দ্বারা মামলার সূচনা করিতে পারে। অনেক সময় অবশ্য যে সকল বিষয় প্রশ্নমালার মারফত জানা উচিত ছিল, তাহা বিবরণের মারফত জানিতে প্রার্থনা করা হয় এবং আদালত অনুমতিদান করে। আবার, যে সকল বিবরণ সাহায্যে জানা উচিত তাহার জন্য প্রশ্নমালার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-১১-এর অন্তর্গত বিধি-১এ নির্দেশ দান করা আছে কোন ব্যক্তির দ্বারা এবং কাহার বিরুদ্ধে প্রশ্নাবলীর প্রয়োজন হইতে পারেঃ কোন মকদ্দমার বাদী বিবাদী পক্ষ অপর পক্ষগণকে বা তাঁহাদের মধ্যে এক বা একাধিক জনকে জেরা করিবার জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে বিচার্য বিষয় প্রণয়নের তারিখ হইতে দশদিনের মধ্যে লিখিতভাবে কতকগুলি প্রশ্ন প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রশ্নমালা প্রদান করা হইলে উহার মধ্যে কোনকোন প্রশ্নের উত্তর এইরূপ ব্যক্তিবর্গের কাহাকে প্রদান করিতে হইবে তাহা প্রশ্নমালার পাদটীকায় লিখিত থাকিবে ঃ

প্রকাশ থাকে যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে একাধিক প্রশ্নমালা প্রদান করিতে পারিবে না ঃ

আরও প্রকাশ থাকে যে, মকদ্দমার সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহে এইরূপ কোন প্রশ্ন সাক্ষীকে মৌখিকভাবে জেরা করিবার সময় জিজ্ঞাসা করা চলিলেও এই ক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসংগিক বিবেচিত হইবে।

একজন বিবাদী অপর বিবাদীকে প্রশ্নমালা প্রদান করিতে পারে যদি উভয়ের পারস্পরিক অধিকার সমন্বয় (adjust) করিবার প্রয়োজন থাকে। অবশ্য, বিবাদী পক্ষগণের মধ্যে কোন বিচার্য বিষয় না-থাকিলে উক্ত প্রশ্নমালা উত্থাপনের অবকাশ থাকিবে না। আর্জি-প্রার্থিত উপশম সম্পর্কে কোন প্রতিবাদীর আপত্তি না থাকিলে, অপর প্রতিবাদীর আর্জির সম্পর্কে বিরোধ থাকিলেও উক্ত প্রথম প্রতিবাদী ও দ্বিতীয় প্রতিবাদীর দ্বারা পরস্পর প্রতিকূল বক্তব্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে এরূপ ভাবিবার কারণ নাই।

বিপাশা ললিতের বিরুদ্ধে মামলা করিল; ললিত আত্মপক্ষ সমর্থণ করিল এবং প্রতিদাবি করিল; এই প্রতিদাবিতে বিপাশা ও বিদিশা প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত হইল; বিদিশা বিপাশাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্নমালা প্রদানের আবেদন করিল; এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু বিদিশা মূল মামলার প্রতিবাদি নহে, এবং প্রতিদাবিতে (counter-claim) বিপাসা ও বিদিশা যৌথভাবে প্রতিবাদী সুতরাং তাহারা পরস্পর প্রতিপক্ষ (opposite party) রূপে বিবেচিত হইবে না; এবং বিদিশা এরূপক্ষেত্রে বিপাশাকে লিখিত জেরা (interrogatc) করিতে পারে না।

লিখিত জবাব দাখিল না-করা পর্যন্ত সাধারণতঃ প্রশ্নমালা করিবার আবেদন গ্রহণ করা হয় না; কারণ, তদ্পূর্বে বিবাদেব বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয় না।

কোন্ কোন্ প্রশ্নমালা গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিধান আছে। প্রশ্নমালা পদ্ধতির উদ্ভাবনের কাল হইতে ইহা স্বীকৃত যে এই পদ্ধতি সময় সময় নিপীড়ণমূলক হইতে পারে, এবং অসংগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং প্রশ্নমালা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আদালত স্ববিবেক বিবেচনা করিবে। কোন আবেদনের গুণাগুণ বিচার করিয়া আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। সাধারণতঃ নিয়ম এই যে মামলার কোন বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা সম্পর্কে আদালতে আবেদন করা চলিবে। *মামলার বিষয় সংক্রান্ত নহে এমনকোন বিষয় লইয়া প্রশ্নমালা উত্থাপন করা চলিবে না।* যদিও মৌখিক জেরায় যেকোন প্রকার প্রশ্ন করা যাইতে পারে সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হইবে এই অজুহাতে প্রশ্নমালার উত্তরদানে চিঠিপত্র গোপন করা চলিবে না।

নানাকারণে প্রশ্নমালা অগ্রাহ্য হইতে পারে। যেক্ষেত্রে প্রশ্নমালা মামলার বিষয় সম্পর্কিত নহে এবং নিপীড়ণমূলক বিবেচিত হইবে সেখানে প্রশ্নমালা অগ্রাহ্য হইবে।

যেক্ষেত্রে প্রশ্নমালা অপ্রয়োজনীয় এবং বিরক্তিকর সেক্ষেত্রে প্রশ্নমালা অগ্রাহ্য হইবে।

যেক্ষেত্রে প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য হইতেছে এমন সাক্ষ্য উদঘাটিত করা যাহা দ্বারা প্রতিবাদী ঘটনা প্রমাণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে সেই প্রশ্নমালা অগ্রাহ্য হইতে পারে।

যেক্ষেত্রে প্রশ্নমালা উত্থাপন করা হয় সম্মান হানিকর শব্দ-চাতুরীর দ্বারা এমন বিষয় সম্পর্কে যাহার কোন অস্তিত্ব নাই সেক্ষেত্রে উক্ত প্রশ্নমালা অগ্রাহ্য হইতে পারে (আদেশ-১১, বিধি-৭)।

যেক্ষেত্রে কোন আইনের অর্থ সম্পর্কে প্রশ্নমালা উত্থাপন করা হয় সেক্ষেত্রে প্রশ্নমালার জন্য আবেদন অগ্রাহ্য হইবে।

যেক্ষেত্রে এমন প্রশ্নমালা উত্থাপন করা হইয়াছে যাহা গ্রাহ্য হইলেও যদি অপরপক্ষকে উত্তরদানে বাধ্য-না-করা যায় তবে ঐ প্রকার প্রশ্নমালার আবেদন অগ্রাহ্য হইবে।

প্রশ্নমালা সংক্রান্ত উত্তরদান। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-১১এর অন্তর্গত ৮-বিধিতে এইরূপ নির্দেশ আছে যে শপথনামার দ্বারা দশদিনের মধ্যে প্রশ্নমালার উত্তর দাখিল করিতে হইবে। আদালত বিবেচনা করিলে উক্ত সময়সীমার পরিবর্তন করিতে পারে। মকদ্দমা শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট হইলে যে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সে বিষয়ে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৯ এর অন্তর্গত ৬-বিধিতে নির্দেশিত আছে। উহা নিম্নলিখিতরূপ —

আদেশ ৯ বিধি ৬ : সমন যথারীতি জারি হওয়ার পর কেবল বাদী হাজির হইলে প্রক্রিয়া (Procedure when only plaintiff appears) : (১) যে ক্ষেত্রে মকদ্দমাটি শুনানীর জন্য ডাকা হইলে বাদী উপস্থিত হন এবং বিবাদী উপস্থিত হন না, সেই ক্ষেত্রে, তখন —

(এ) যদি প্রমাণ হয় যে, সমন যথারীতি জারী হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত একপাক্ষিকভাবে (*ex parte*) অগ্রসর হইতে পারেন।

(বি) যদি প্রমাণ না-হয় যে সমন যথারীতি জারী হইয়াছে তাহা হইলে আদালত বিবাদীর উপর দ্বিতীয় বার সমন প্রেরণ ও জারীর নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(সি) যদি প্রমাণ হয় যে, বিবাদীর উপর সমন জারী হইয়াছে, কিন্তু বিবাদীকে সমনে নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হইয়া জবাব দিবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই, তবে আদালত ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট তারিখ অবধি মকদ্দমার শুনানী স্থগিত রাখিবেন এবং বিবাদীকে উক্ত তারিখ জ্ঞাত করাইবার নির্দেশ দান করিবেন।

(২) যদি বাদীর ত্রুটির কারণে যথারীতি সমন জারি না-হয় বা যথেষ্ট সময়ের মধ্যে জারী না হয় তাহা হইলে আদালত মকদ্দমা মুলতুবী করার কারণে যে খরচ হইবে তাহা বাদীকে দিবার আদেশ দান করিবেন।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৯-এর অন্তর্গত ৭-বিধিতে নিম্নলিখিত বিধানের নির্দেশ আছে ঃ—

আদেশ ৯, বিধি ৭। যে ক্ষেত্রে বিবাদী স্থগিত শুনানীর দিনে হাজির হইয়া তাঁহার পূর্ববর্তী অনুপস্থিতির জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শান, সেই ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া (Procedure where defendant appears on day of adjourned hearing and assigns good cause for previous non-appearance) ঃ যে ক্ষেত্রে আদালত মকদ্দমার এক-তরফা শুনানী স্থগিত রাখিয়াছেন এবং বিবাদী উক্ত শুনানী চলাকালে বা তৎপূর্বে উপস্থিত হয় এবং তাহার পূর্ববর্তী অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শায়, খরচা বিষয়ে বা অন্য কোনও বিষয়ে আদালত যে প্রকার শর্তসমূহ আরোপ করেন তদ্সাপেক্ষে মকদ্দমার জবাবে তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করা যাইবে, যেন তাঁহার উপস্থিতের নিমিত্ত নির্দিষ্ট তারিখেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন।

টীকা ঃ প্রতিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করেন নাই। মামলা একতরফা শুনানীর জন্য স্থিরীকৃত হয়। ঐ অবস্থার পর প্রতিবাদী মামলায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে (AIR 1988 NOC 7)।

প্রতিবাদী লিখিত বর্ণনাপত্র দাখিল করেন নাই, আবার হাজিরও হন নাই। আদালত একতরফা শুনানীর জন্য দিন স্থির করেন। প্রতিবাদী আদেশ ৯, বিধি ৭ অনুসারে দরখাস্ত দাখিল করেন ও আদালত তাহা বাতিল করেন। সেই আদেশের দ্বারা প্রতিবাদীর স্থিতমান অবস্থার অবসান হয় বিচারের সূচনাতে কিন্তু মামলার কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁহাকে বিরত রাখা যায় না (AIR 1992 AP 42)।

যে পক্ষকে প্রশ্ন করা হয় তিনি উত্তরদানে এই কথা বলিয়া বিরত থাকিতে পারেন না যে প্রশ্নে লিখিত বিষয় সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অবহিত নহেন। প্রয়োজনে নিবন্ধকের (agent) নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উত্তর দান করিতে হইবে।

টীকা ঃ প্রশ্নমালা সংক্রান্ত সবিশেষ আলোচনার জন্য S. C. Ghosh–*Principles Forms of Pleading* পাঠ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

আসেধাজ্ঞা বা ইনজাংশন

[Injunction]

Injunction-এর বাংলা প্রতিশব্দ আসেধাজ্ঞার বহুল প্রচার না হওয়ার অনেক নিষেধাজ্ঞা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সরকারী পরিভাষায় অবশ্য আসেধাজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে।

মানুষ আদালতে আসে নানা কারণে; স্বার্থে সংঘাতের নিষ্পত্তি করিতে, দেশের প্রচলিত আইনে সম্পত্তিতে তাহার সঠিক অধিকার নির্ণয করিতে, কোন ব্যক্তি যাহাতে তাহাকে বঞ্চিত না করিতে পারে, তাহার সহিত চুক্তি ভংগ না করিতে পারে সেজন্য সরকারী প্রতিষ্ঠিত ন্যায়ালয় মাধ্যমে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে। পূর্বে যাহা পারসোন্যাল ল'এর অর্ন্তভুক্ত ছিল যেমন হিন্দু উত্তরাধিকাব আইন, পরবর্তীকালে তাহা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হওয়ার সামাজিক সম্পর্কেও আদালতের এক্তিয়ার প্রসারিত হইয়াছে। এছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ভংগ করিবার কারণে যে অপরাধ হয় সেজন্য ফৌজদারী আদালত ও মামলা আছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার, আইনের ব্যাখ্যা প্রভৃতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য উচ্চ আদালত যথা হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কর্মরত। এছাড়া আছে বহু ট্রাইব্যুনাল, ফোরাম, কমিশন ইত্যাদি যাঁরা বিচারিক কাজকর্ম করে চলেছেন মানুষের পারস্পরিক স্বার্থে স্থিতিশীলতা দিতে, সমাজজীবনে মানুষকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার, আশাআকাংখা পূরণ করার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখতে।

আইনের অবস্থান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা না করেও আমরা বুঝতে পারি আমাদের ব্যক্তি, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে আইনের বাধ্যকতা কত সুদূর প্রসারী। কম আইন ভাল, তাই বলে ত আর রুশোর গবেষণায় ভিত্তি করে আমরা প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যেতে পারি না। কেন-না, দীর্ঘকাল ধরে এক কৃত্রিম জীবন-যাপনকে শ্রেয়তর ভেবে মানুষ এমন লক্ষ লক্ষ স্বার্থ সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে, সমষ্টিগত ভাবে সৃষ্টি করেছে যে তার থেকে আর ফিরে তাকাবার কোন সম্ভাবনা আইন আদালতের সম্মুখে নেই।

একটা অনিশ্চয়তা, একটা দ্বন্দ্ব, একটা টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে আমরা সর্বদা সর্ব বিষয়ে একটা শ্রেয়তর অবস্থার জন্য ব্যাকুল; এই ব্যাকুলতা অসীম। তবুও সময়ের কোন ক্ষণে একটা অবস্থা থাকে যা জানা দরকার।

দেওয়ানী আদালতের বিশাল প্রক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি, তাতে আশংকিত হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এই বিশাল ও জটিল প্রক্রিয়া মাধ্যমে মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র মানুষ বিশেষ কোন সুবিধা পেতে পারে না। যে কায়েমী স্বার্থ আইন-আদালত ঘিরে গড়ে উঠেছে তা কোন দিনই এই প্রাচীন অশ্বত্থ-কে অস্বীকার করতে চাইবে না; তাছাড়া, মানুষ তার সৃষ্টিকে স্বাভাবিক কারণেই বাঁচিয়ে রাখতে একান্ত আগ্রহী। এই অসহনীয় অবস্থার মুকাবেলা করতে মানুষ নানা ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে; ইংজাংসন, সামারি ট্রায়াল, লোক আদালত ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি দীর্ঘ জটিল আইনী ব্যবস্থার ফাঁক ফোকরে ঢুকিয়ে দিয়ে এই ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছে।

আসেধাজ্ঞা যে কেবল চলমান অবস্থার উচ্ছলতা সংযত করে তাই নয় বিচারিক পদ্ধতিতে এটি একটি মস্ত বড় হাতিয়ার। দেওয়ানী মামলায় যে আসেধাজ্ঞা জারি করা হয় তা মূলতঃ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ও বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইন এর বিধানে পরিচালিত হয়। স্থায়ী আসেধাজ্ঞা ত্রাণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অস্থায়ী বা আন্তরস্থিক (temporary or interlocutory injunction) সংহিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থায়ী আসেধাজ্ঞা মূল বিধির পর্যায়ে পড়ে; আর অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা প্রণালীগত বিধির আওতাভুক্ত। অস্থায়ী আবেধাজ্ঞার বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে, মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আগেকার অবস্থা (*status quo*) বজায় রাখা। মামলার যে কোন অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করা হয়। দ্য আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬-তে সংহিতার আসেধাজ্ঞাজনিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্ভব হইবে না। তবে, নূতন আইনে ৯-ধারা ও ১৯-ধারায় ট্রাইবুন্যাল নিজেই এধরণের ক্ষমতা প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে পারে। আদালতের অবশ্য সহজাত ক্ষমতা (inhcrent power) আছে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৫১ ধারায় অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করিবার। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮-এর আদেশ-৩৯, বিধি ১ ও ২ মূলে যদি অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব না হয় তবে আদালত দে. প্র. স. বি ১৫১ ধারায় সহজাত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে। যেক্ষেত্রে আদালত আদেশ ৩৯, বিধি ১ এবং ২-এর নিয়মে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে না, সেক্ষেত্রে ১৫১ ধারার বিধানানুসারে আদালত সহজাত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে (AIR 1962 SC 527)।

কোন বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের মামলা খেলাপের জন্য খারিজ হয়। উহা পুনরাণয়নের জন্য মামলা করা হয়। পুনরাণয়ন সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত আদেশ ৩৯, বিধি ১ এর নিয়মে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা সম্ভব হইবে না; এরূপ ক্ষেত্রে আদালত ১৫১ ধারায় আসেধাজ্ঞা জারি করিতে পারেন ন্যায় বিচারের তাগিদে (AIR 1986 Mad 284)। চাটার্ড হাইকোর্টগুলি — কলিকাতা, বোমবাই এবং মাদ্রাজ — লেটারস পেটেন্ট (Letters patent) দ্বারা সহজাত ক্ষমতায় প্রাধিকৃত হইয়াছেন। আসেধাজ্ঞা

এক ধরণের বিশেষ ত্রাণ (specific relief)। মূলতুবি মামলায় রিসীভার নিয়োগও অনুরূপ ব্যবস্থা। ত্রাণ প্রতিষেধক হইতে পারে। কোন পক্ষকে কোন কাজ করিতে বিরত করাকে প্রতিষেধক ত্রাণ (preventive relief) বলে। বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালন (Specific performance), আসেধাজ্ঞা (injunction) এবং রিসীভার দ্বারা প্রাপ্ত ত্রাণ একই ধরণের বিধির অন্তর্গত। রিসীভার নিয়োগ করিলে পক্ষগণের আর করিবার কিছু থাকে না (Woodroffe, *Injunctions*, 1988 ed., p. 8)। রিসীভার নিয়োগ দ্বারা হউক বা আসেধাজ্ঞা জারি করিয়াই হউক, ত্রাণের ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রদান করা হয়। এই নীতিকে বলে কুইয়া টাইমেটে (*quia timet*)। কোন অসংগত কার্য সম্পাদন বন্ধ করিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অসংগত কার্য সম্পাদিত হয় নাই কিন্তু হইবার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এইরূপ পরিস্থিতিতে *Quia timet action* অবলম্বন করা হইয়া থাকে। প্রতিকার অপেক্ষা প্রতিরোধ শ্রেয়তর। যখন কোন পক্ষ তাহার স্বার্থ বা অধিকার ক্ষুন্ন হইতে পারে এইরূপ আশংকা করে তখন ঐ পক্ষ আদালতের নিকট আসেধাজ্ঞার আবেদন করে। সুতরাং অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা ক্ষতি সাধনের পূর্বে দেওয়া হইয়া থাকে। তবে আসেধাজ্ঞা পাইতে হইলে সবিশেষ ক্ষতি আসন্ন হইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রমাণ দিতে হইবে (Woodroffe's *Injunctions*, p. 10)। আবার, আদালত যদি বিবেচনা করে যে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে তবে, আদালত স্থিতাবস্থা (*status quo*) বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে আসেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে [21 CLJ 46: (1915)]। তবে, একথা মনে রাখিতে হইবে, রিসীভার নিয়োগ বা আসেধাজ্ঞা লাভ করা কোন অধিকার বলে হয় না (*ex debitio justitiae*)। রিসিভার নিয়োগ, আসেধাজ্ঞা জারি, প্রভৃতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আদালত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া স্ববিবেকে (discretion) প্রদান করিয়া থাকে। তবে, খেয়াল খুশিমত স্ববিবেক কার্যকরী হইবে না — the discretion of the court is not arbitrary, but sound and reasonable, guided by judicial principles and capable of correction by a court of appeal অর্থাৎ, স্ববিবেক বিচারিক নীতিতে নির্ভর করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, কোন আদালত খুশীমত স্ববিবেক দ্বারা পরিচালিত হইলে আপিলে তাহা নাকচ হইবার সম্ভাবনা। স্বীকৃত বিচারিক নীতি ও পদ্ধতিতে নির্ভর করিয়া বিচারক স্ববিবেকে সিদ্ধান্তে আসিবেন। Discretion, when applied to a court of law, means discretion guided by law. It must be governed by rule and not by humour : It must not be arbitrary, vague and fanciful but legal and regular (*Per* Lord Mansfield in *Wilke's case* in *ibid*; AIR 1928 Cal 584; AIR 1960 Pat 235)। স্ববিবেকের প্রয়োগ-আনুকূল্য নির্ভর করে পরিস্থিতির মাত্রার (degree) ওপর। পরিস্থিতি সার্বিক বিচার-বিবেচনা করিয়া আদালত

স্ববিবেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। Where there is a discretion exercisable the court is bound to look at all the circumstances of the case. The jurisdiction of the court to interfere being equitable is governed upon equitable principles (*ibid*). আসেধাজ্ঞা মাধ্যমে বিচারিক প্রতিকার লাভ করা যায়। আসেধাজ্ঞা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু করিতে বিরত করা হয়; তখন ইহা প্রতিরোধমূলক বা সংকোচনমূলক আসেধাজ্ঞা বলে (preventive or restrictive injunction); আবার, যখন কোন কাজ করিতে নিষেধ করা হয় তখন উহা আদেশ-ব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞা (mandatory injunction)। ইহা আদালতের রায় বা আদেশ হইতে পারে। পূর্বে ইহা গ্রেট ব্রিটেনে রিট (writ of injunction) হিসাবে জারি হইত।

আসেধাজ্ঞার ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে আদেশ ব্যঞ্জক, নাদেশ ব্যঞ্জক (non-mandatory); অস্থায়ী এবং স্থায়ী হইতে পারে।

অস্থায়ী আসেধাজ্ঞাকে (temporary) আন্তরস্থিক আসেধাজ্ঞা বলে (interlocutory আসেধাজ্ঞা)। অস্থায়ী আসেধাজ্ঞার সময়সীমা আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৩৯ অনুসারে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা কার্যকরী থাকে। মনে রাখিতে হইবে, অস্থায়ী সাময়িককালের জন্য এবং শর্তাধীন (Provisional)। স্থিতাবস্থা (*Status quo*) বজায় রাখিবার জন্য মূলতঃ এইরূপ আদেশ দান করা হইয়া থাকে এবং পক্ষের অধিকার সম্পর্কে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে না। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদালতের সহজাত ক্ষমতা আছে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করিবার; দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯-আদেশে যে সকল বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ নাই সে সকল ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করা যাইবে। এবং দে. প্র. স. এর ৯৪ ধারায় অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারিতে কোনপ্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করা নাই (AIR 1962 SC 527; AIR 1983 SC 742)।

স্থায়ী আবেধাজ্ঞা (perpetual injunction) দেওয়া হয় ডিক্রী দ্বারা; এবং মামলার গুণাগুণ বিচার করিয়াই স্থায়ী আবেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আসলে ইহা আদালতের ডিক্রী। A perpetual injunction is based on a final determination of the rights of the parties, and is intended permanently to prevent infringement of those rights and obviate the necessity of bringing action after action in respect of every such infringement (Halsbury's *Laws of England*, 4th ed, V. 24, para 903)। স্পেসিফিক রিলিফ আইন ১৯৬৩-এর অন্তর্গত অধ্যায় ৮ এর শর্তাধীনে কোন দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করিলে স্থায়ী আসেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করা যায়। কোন চুক্তি হইতে এইপ্রকার দায়িত্ব সঞ্জাত হইলে আদালত ত্রাণ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নির্দেশানুসারে পরিচালিত হইবে।

কোন ক্ষেত্রে বিবাদী বাদীকে স্থায়ীভাবে সম্পত্তির ভোগ দখলে বাধা দান করিলে আদালত স্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারি হইতে পারেঃ (ক) বাদীর সম্পত্তিতে বিবাদী ট্রাস্টীরূপে অবস্থান করে (খ) প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের কোন অবকাশ যেখানে নাই (গ) যেখানে লঙ্ঘন বা খর্ব এমনই যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ত্রাণের পক্ষে যথেষ্ট নয় (ঘ) অধিকার লঙ্ঘনের ফলে যেক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা নাই। (ঙ) একাধিক মামলার উৎপত্তি নিবারণে যেখানে আসেধাজ্ঞা প্রয়োজন হয়। বিনির্দিষ্ট ত্রাণ অধিনিয়ম ১৯৬৩ (Act 47 of 1963) এর ৩৪-ধারায় স্থায়ী আসেধাজ্ঞার জন্য নিম্নলিখিত বিধান আছেঃ

S. 38. Perpetual injunctions when granted. (1) Subject to the other provisions contained in or referred to by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favour, whether expressly or by implication.

(2) When any such obligation arises from contract, the court shall be guided by the rules and provisions contained in Chapter II.

(3) When the defendant invades or threatenes to invade the plaintiff's right to, or enjoyment of, property the court may grant a perpetual injunction in the following cases, namely,

(a) where the defendant is trustee of the property for plaintiff, (b) where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused, or likely to be caused, by the invasion, (c) where the invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceedings. দৃষ্টান্ত সহকারে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতে পারে। **ক** কোন সম্পত্তি **খ** কে পাট্টা দেয়; **খ** এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে **খ** উক্ত জমি হইতে বালি বা পাথর খনন করিবে না। **খ** যাহাতে চুক্তি ভংগ করিয়া উক্ত জমি খুঁড়িতে না পারে, সেজন্য **ক** স্থায়ী আসেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করিতে পারে।

আদেশ ব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞা (Mandatory) **:** কোন কাজ করিতে বিরত করা যেমন এক ধরণের আসেধাজ্ঞা আবার কাজ করিতে বাধ্য করাও তেমনি একপ্রকার আসেধাজ্ঞা। কোন বিশেষ কাজ করিতে বাধ্য করিতে হইলে আদেশব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞা জারি করিতে হয়। ইহা একপ্রকার অস্বাভাবিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা। স্পেসিফিক রিলিফ আইনে আদালতকে এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা দান করা আছে। কোন কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিতে অবহেলা করিলে আদালত ঐ কার্য করিতে বাধ্য করিবে। যেমন, **ক** একখানি নূতন বাড়ি নির্মাণ করিতেছে; তামাদি আইনের বিধানানুসারে **খ** ইতিপূর্বে আলো বাতাসের অধিকার লাভ করিয়াছে। এরূপক্ষেত্রে **খ** আসেধাজ্ঞা লাভ করিতে পারে দুইটি উদ্দেশ্য সফল করিতে — এক, আলো বাতাসের অধিকার অক্ষুণ্ণ

রাখিতে ক এর বাড়ির বাড়তি উচ্চতা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; দুই, খ এর অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া ক বাড়ি করিতে পারিবে না।

আদেশ ব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞা স্থায়ী অথবা অস্থায়ী হইতে পারে। সাধারণতঃ শুনানী না করিয়া আদেশ ব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞা জারি করা হয় না। তবে, বিষয় যদি পরিষ্কার এবং সন্দেহাতীত হয় তবে আন্তরম্ভিক আবেদনে এই আদেশ জারি করা যাইতে পারে। A mandatory injunction can be granted on an interlocutory injunction as well as at the hearing, but in the absence of special circumstances, it will not normally be granted. If the case is clear and one which the court thinks ought to be decided at once or if the act done is a simple and summary one which can be easily remedied, the court will grant mandatory injunctions on an interlocutory application (Halsbury's *Laws of England,* 4th ed., Vol. 24, para 948)। এ ব্যাপারে ভারতে এবং গ্রেট ব্রিটেনে কোন পার্থক্য নাই। অস্থায়ী আদেশব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এর নিয়ম প্রযুক্ত হইতে কোন বাধা নাই। আসেধাজ্ঞার বিষয়বস্তু দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এবং বিনির্দিষ্ট ত্রাণ অধিনিয়ম ১৯৬৩-এ বিধৃত আছে। কোন **বৈধ অধিকার** (Legal right) লংঘিত বা হৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আসেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

যে যে ক্ষেত্রে বৈধ অধিকার রক্ষার্থে আসেধাজ্ঞা জারি করা হয় সেই ক্ষেত্রগুলি সুবিধার জন্য শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে: (১) ডিক্রী জারির ক্ষেত্রে বিচারিক কার্যবাহ (২) বিচারিক কার্যবাহ নহে এমনক্ষেত্র (i) চুক্তি হইতে (ii) ন্যাস হইতে (iii) টর্টের ক্ষেত্রে যথা, ব্যক্তিগত বানি ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আসেধাজ্ঞা অস্বীকৃত হইতে পারে। (১) আবেদনকারীর ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকিলে (২) আসেধাজ্ঞা ভিন্ন অন্য ভাবে অনুরূপ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকিলে (৩) ফৌজদারী মামলার কার্যবাহ স্থগিত রাখিতে চাহিলে (৪) অধীনস্থ দেওয়ানী আদালত না হইলে ইত্যাদি।

স্থিতাবস্থা (stay order) এবং আসেধাজ্ঞার (injunction) মধ্যে পার্থক্য: পরিণামে স্থিতাবস্থা এবং আসেধাজ্ঞা একই। তবে, একটি পার্থক্য আছে। কোন পক্ষকে বিশেষ কাজ করিতে বিরত থাকার জন্য আসেধাজ্ঞা জারি করা হয়। স্থিতাবস্থা জারি করা হয় আদালতকে কোন বিশেষ কার্যবাহে অগ্রসর না হইবার জন্য।

আসেধাজ্ঞা ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া জারি করা হয়। ইহার উৎপত্তি একটি সুন্দর প্রবচন হইতে: Equity acts in personam.

আসেধাজ্ঞার মামলা যে কোন দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে। অবশ্য প্রভিনসিয়াল স্মল কজেস কোর্টের এই ক্ষমতা নাই। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের সহজাত ক্ষমতা আছে।

বিভিন্ন সংবিধিতে আসেধাজ্ঞার বিধান আছে। নিম্নে কতকগুলি সংবিধির উল্লেখ করা হইল ঃ

১। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ (Civil Procedure Code, 1908); ধারা ৯৪; আদেশ-৩৯।

২। বিনির্দিষ্ট ত্রাণ অধিনিয়ম ১৯৬৩ (Specific Relief Act, 1963); ধারা, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২।

৩। ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯৭৩ (Code of Criminal Procedure, 1973)।

৪। ভারতীয় সুখাধিকার আইন ১৮৮২ (Indian Easements Act, 1882); ধারা ৩৫।

৫। লেখস্বত্ব আইন ১৯৫৭ (Copyright Act, 1957); ধারা ৫৫।

৬। Trade and Merchandise Marks Act, 1958; ধারা ১০৫, ১০৬।

৭। আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ (Arbitration and Conciliation Act, 1996); ধারা, ৯, ১৯।

৮। কোম্পানী আইন ১৯৫৬ (The Companies Act, 1956); ধারা ৪৪২, রুল ১০৫।

৯। ভারতের সংবিধান (Constitution of India); অনুচ্ছেদ ২২৬।

আসেধাজ্ঞা সম্পর্কে আবেদন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (১) আবেদনকারীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব সম্পর্কে যেন সন্দেহের অবকাশ না থাকে, (২) আসেধাজ্ঞা প্রার্থনার জরুরী কারণ, (৩) ক্ষতির আশংকা সম্পর্কে অদ্ব্যর্থক ভাষায় বক্তব্য স্থাপন, (৪) ঘটনা বিশ্লেষণক্রমে সুবিধা ও অসুবিধার ভারসাম্য যে আবেদনকারীর অনুকূলে তাহা প্রতীয়মান করিতে হইবে, (৫) অন্তর্বর্তীকালীন একতরফা আসেধাজ্ঞা লাভ করিতে হইলে প্রখর ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণের উপস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন।

আসেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিভিন্ন নমুনা অন্যত্র সন্নিবেশিত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

ন্যায়প্রণালী সংহিতায় বিধৃত হেতুভাষণের নিদর্শন

ন্যায়প্রণালী সংহিতা [= দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা], ১৯০৮-এর (১৯০৮-এর ৫ আইনের) পরিশিষ্ট-ক' এ হেতুভাষণের অর্থাৎ আর্জি ও জবাবের অনেকগুলি নিদর্শ প্রদত্ত আছে। আইন শিক্ষার্থী ও আইনজীবীগণের পক্ষে ঐগুলি নিরতিশয় যত্ন ও সতর্কতার সহিত পাঠ করা অত্যাবশ্যক। মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে ঐগুলি পাঠ ও পরীক্ষা করিলে হেতুভাষণেব খসড়া প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া প্রণালী উল্লেখ্যরূপে উপলব্ধ হইবে। এই কারণে উক্ত নিদর্শগুলি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেওয়া হইল।

ন্যায়প্রণালী সংহিতা

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮

পরিশিষ্ট-ক

আর্জি জবাব

(১) মকদ্দমার নাম (Titles of Suits)

.... আদালতে। ক-খ (এখানে বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানা দিতে হইবে) .... বাদী

বনাম

গ-ঘ (এখানে বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানা দিতে হইবে) .... প্রতিবাদী।

(২) বিশেষ ক্ষেত্রে পক্ষগণের বিবরণ

ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া অথবা .... রাজ্য, যেখানে যে প্রকার .... এর মহা অধিবক্তা .... এর সমাহর্তা .... রাজ্য ক-খ কোম্পানী, লিমিটেড্, যাহার নিবন্ধিত কার্যালয় .... তে অবস্থিত ....

ক-খ, গ-ঘ কোম্পানীর একজন পাবলিক অফিসার

.... ক-খ (এখানে বিবরণ এবং বাসস্থান উল্লেখ করুন), নিজের পক্ষে এবং গ-ঘ (এখানে বিবরণ ও বাসস্থান উল্লেখ করুন) -এর অন্য সকল উত্তমর্ণ-এর পক্ষে।

ক-খ (এখানে বিবরণ এবং বাসস্থান উল্লেখ করুন) নিজের এবং .... কোম্পানী লিমিটেড্ কর্তৃক বিলিকৃত ঋণপত্রের অন্যসকল ধারকগণের পক্ষে

.... সরকারী রিসিভার (উত্তরদায়গ্রাহক)

নাবালক ক-খ (এখানে বিবরণ এবং বাসস্থান উল্লেখ্য) তাহার নিকটতম বন্ধু গ-ঘ দ্বারা প্রতিপাল্যাধিকরণ [= প্রপন্নাধিকার দ্বারা]।

.... ক-খ (এখানে বিবরণ এবং বাসস্থান উল্লেখ করুন) বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি (অথবা দুর্বল মনের ব্যক্তি), তাহার নিকটতম বন্ধু গ-ঘ দ্বারা।

.... ক-খ অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে .... স্থানে ব্যবসায় পরিচালনাকারী ফার্ম।

ক-খ (এখানে বিবরণ এবং বাসস্থান উল্লেখ করুন) তাহার কনস্টিটিউটেড্ এ্যাটর্নি গ-ঘ (এখানে বিবরণ ও বাসস্থান উল্লেখ করুন (দ্বারা ক-খ (এখানে বিবরণ ও বাসস্থান উল্লেখ করুন) .... ঠাকুরের সেবাইত।

ক-খ (এখানে বিবরণ ও বাসস্থান উল্লেখ করুন) মৃত গ-ঘ'এর নির্বাহক।

ক-খ (এখানে বিবরণ ও বাসস্থান উল্লেখ করুন) মৃত গ-ঘ'এর উত্তরাধিকারী।

(৩) আর্জি (নালিশ, বাদপত্র)

নিদর্শ — ১

ঋণহিসাবে প্রদত্ত অর্থ

....

(নাম)

উপরিউক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন :

(১) .... খ্রিষ্টাব্দের .... তারিখে তিনি প্রতিবাদীকে ঋণ হিসাবে .... টাকা প্রদান করেন এবং উক্ত টাকা .... তারিখে পরিশোধযোগ্য ছিল।

(২) প্রতিবাদী উক্ত টাকা পরিশোধ করেন নাই .... তারিখে .... টাকা মাত্র দিয়াছেন।

(৩) .... তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত বাদী নাবালক/নাবালিকা (অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক) ছিলেন।

(৪) (কোন্ তারিখে বিবাদের হেতু উদ্ভূত হইয়াছে এবং আদালতের যে অধিক্ষেত্র আছে তাহা প্রদর্শন করে এরূপ তথ্যাবলী)।

(৫) মকদ্দমার বিষয়বস্তুর মূল্য অধিক্ষেত্র-র জন্য .... টাকা এবং কোর্ট ফি-র জন্য .... টাকা।

(৬) .... তারিখ হইতে শতকরা বার্ষিক .... হিসাবে প্রদেয় সুদ-সহ বাদী .... টাকা দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ২

অতিরিক্ত দেওয়া অর্থ

....

(নাম)

উপরোক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... তারিখে বাদী .... দরের বিশুদ্ধ রৌপ্যর .... টি খণ্ড ক্রয় করিতে এবং প্রতিবাদী উহা বিক্রয় করিতে অঙ্গীকার করেন।

(২) বাদী কথিত রৌপ্য খণ্ডগুলির বিশুদ্ধতা ঙ-চ'কে দিয়া পরীক্ষা করাইবার জন্য গ্রহণ করেন এবং এইরূপ কার্য সম্পাদনার্থ প্রতিবাদী তাহাকে পারিশ্রমিক দেন এবং ঙ-চ ঘোষণা করেন যে প্রত্যেক রৌপ্যখণ্ডে ১,৫০০ তোলা বিশুদ্ধ রৌপ্য আছে এবং তদনুসারে বাদী, প্রতিবাদীকে .... টাকা প্রদান করেন।

(৩) কথিত প্রতি-টি রৌপ্যখণ্ডে ১,২০০ তোলা মাত্র বিশুদ্ধ রৌপ্য ছিল এবং বাদী টাকা প্রদানকালে ঐ তথ্য বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

(৪) এরূপে যে টাকা বেশি দেওয়া হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা পরিশোধ করেন নাই।

(এখানে নিদর্শ-১ 'এর ৪ ও ৫ নং অনুচ্ছেদের ন্যায় বিবৃত করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে।)

নিদর্শ — ৩

নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রীত এবং অর্পিত মাল

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ, নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... তারিখে, ঙ-চ, প্রতিবাদীর নিকট (একশত ব্যারেল ময়দা, অথবা এতদ্সহ সংযোজিত অনুসূচীতে উল্লেখিত মাল, অথবা বিভিন্ন মাল বা বস্তু) বিক্রয় করেন ও অর্পণ করেন।

(২) মাল অর্পিত হইবার পর .... তারিখে (অথবা আরজি জমা দিবার পূর্বে যে-কোন একটি তারিখে), প্রতিবাদী ঐ মালের জন্য .... টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন।

(৩) তিনি উক্ত টাকা প্রদান করেন নাই।

(৪)............... তারিখে ঙ-চ মারা যান। শেষ ইচ্ছাপত্র (ইষ্টিপত্র) দ্বারা তিনি তাহার ভ্রাতা বাদী-কে তাঁহার নির্বাহক নিযুক্ত করেন।

(এখানে নিদর্শ-১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় বিবৃত করিতে হইবে)।

(৭) ঙ-চ' এর নির্বাহকরূপে বাদী দাবি করিতেছেন (দাবি-কৃত উপশম)।

নিদর্শ — ৪

সঙ্গতমূল্যে বিক্রীত এবং অর্পিত মাল

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ, নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... তারিখে, বাদী প্রতিবাদীর নিকট (গৃহে ব্যবহার্য আসবাবপত্রের বিবিধ বস্তু) বিক্রয় করেন এবং উহা অর্পণ করেন কিন্তু মূল্য সম্পর্কে কোন ব্যক্ত চুক্তি করা হয় নাই।

(২) সঙ্গতভাবে উক্ত দ্রব্যসম্ভারের মূল্য ছিল .... টাকা।

(৩) প্রতিবাদী উক্ত অর্থ প্রদান করেন নাই।

(এখানে নিদর্শ -১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদসমূহ সংযোজিত করিতে হইবে এবং দাবি-কৃত উপশম উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ৫

প্রতিবাদীর অনুরোধে মাল প্রস্তুত করা হইল কিন্তু উহা গৃহীত হইল না

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ, নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... তারিখে ঙ-চ বাদীর সহিত এই মর্মে চুক্তি করেন যে বাদী তাহার জন্য (ছয়টি টেবিল এবং পঞ্চাশ-টি চেয়ার) তৈয়ার করিবেন এবং অর্পিত হইলে ঙ-চ ঐ মালের মূল্য হিসাবে .... টাকা প্রদান করিবেন।

(২) বাদী উক্ত দ্রব্য উৎপাদন করেন, এবং .... তারিখে ঙ-চ'কে উহা প্রদান করার প্রস্তাব দেন, এবং ঐ সময় হইতে সর্বদাই ঐরূপ করিতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক আছেন।

(৩) ঙ-চ ঐ মাল লন নাই বা উহার মূল্য প্রদান করেন নাই।

(এখানে নিদর্শ -১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ৬

পুনঃবিক্রয়ের ফলে উদ্ভূত ঘাটতি

(নিলামে বিক্রীত দ্রব্য)

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদীর ক-খ' এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে বাদী এই শর্তাধীনে বিবিধ দ্রব্য নিলামে তোলেন যে, ক্রেতা যে-সকল দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিবেন না এবং বিক্রয়ের পর (দশ দিনের) মধ্যে অন্যত্র সরাইয়া লইবেন না তাহা তাহার হিসাবে পুনরায় নিলাম বিক্রীত হইবে, এবং এই শর্ত প্রতিবাদীকে অবগত করানো হইয়াছিল।

(২) প্রতিবাদী উক্ত নিলামে (এক বাক্স মৃন্ময়পাত্র) .... টাকা মূল্যে খরিদ করেন।

(৩) বিক্রয়ের দিনে এবং তৎপর (দশদিন) পর্যন্ত বাদী প্রতিবাদীকে উক্ত মাল অর্পণ করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন।

(৪) বিক্রয়ের পর দশদিনের মধ্যে বা তাহার পর প্রতিবাদী তাহার খরিদ-করা মাল লইয়া যান নাই বা উহার মূল্য প্রদান করেন নাই।

(৫) .... তারিখে বাদী ঐ একবাক্স মৃন্ময়পাত্র প্রতিবাদীর হিসাবে পুনরায় প্রকাশ্য নিলামে .... টাকায় বিক্রয় করেন।

(৬) এইরূপ পুনঃবিক্রয়ের খরচ .... টাকায় দাড়ায়।

(৭) এরূপে সৃষ্ট ঘাটতি বাবদ .... টাকা প্রতিবাদী প্রদান করেন নাই।

(এখানে নিদর্শ-১ এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদ সমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ৭

ন্যায্য হারে সেবা প্রদান

....

(নাম)

উপরি-লিখিত বাদী ক-খ' এর নিবেদন এই :

(১) .... তারিখ এবং .... তারিখের মধ্যে বাদী প্রতিবাদীর জন্য তাহার অনুরোধ (বিবিধ অঙ্কন, নকশা ও অনুচিত্র প্রণয়ন কার্য নির্বাহ করেন); কিন্তু এইরূপ সেবা প্রদানের জন্য কত টাকা দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে কোন ব্যক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই।

(২) ন্যায্যতঃ উক্ত সেবার মূল্য .... টাকা।

(৩) প্রতিবাদী উক্ত টাকা প্রদান করেন নাই।

(এখানে নিদর্শ-১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় দুইটি অনুচ্ছেদ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ৮

ন্যায্যমূল্যে সেবা ও মালপত্র প্রদান

....

(নাম)

উপরি-উক্ত ক-খ' এর নিবেদন এই :

(১) .... তারিখে বাদী প্রতিবাদীর জন্য তাহার অনুরোধে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন (যাহা নং .... রাস্তা / এলেকা .... রূপে পরিচিত) এবং তন্নিমিত্ত মালপত্র সরবরাহ করেন, কিন্তু এরূপ কার্যের এবং মালপত্রের জন্য কত টাকা প্রদান করা হইবে তদ্বিষয়ে কোন ব্যক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই।

(২) যে কার্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং যে মালপত্র সরবরাহ করা হইয়াছে ন্যায্যতঃ তাহার মূল্য .... টাকা।

(৩) প্রতিবাদী উক্ত অর্থ দেন নাই।

(এখানে নিদর্শ -১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং যে উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ৯

ব্যবহার ও দখল

....

(নাম)

উপরিউক্ত বাদী ক-খ, মৃত প-ফ' -এর শেষ ইচ্ছাপত্রের নির্বাহক হইতেছেন এবং তিনি নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) যে, প্রতিবাদী .... তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত কথিত প-ফ' এর অনুমতিক্রমে (............. রাস্তার .... নং বাড়ি) ভোগ দখল করিয়াছেন, কিন্তু কথিত বাড়ী ও তদ্‌সংলগ্ন জমি ব্যবহারের জন্য কত টাকা দিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই।

(২) যে, কথিত কালখণ্ডের জন্য কথিত বাড়ী ও তদ্‌সংলগ্ন জমির ব্যবহারের মূল্য সঙ্গতভাবে .... টাকা ছিল।

(৩) প্রতিবাদী উক্ত টাকা দেন নাই।

(নিদর্শ-১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদ সমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে)।

(৬) বাদী প-ফ' এর নির্বাহকরূপে দাবি করিতেছেন যে (উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা এখানে বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ১০

বিনির্ণয় বিষয়ক

. ...

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে (তিন পিপা তৈলের মূল্য সম্বন্ধীয় বাদীর যে দাবি প্রতিবাদী প্রদান করিতে অস্বীকার করেন) তদ্বিষয়ে তাহাদের মধ্যে যে বিবাদের উদ্ভব হয় বাদী ও প্রতিবাদী লিখিতভাবে তাহার মীমাংসার জন্য প-ফ এবং জ-ঝ'-এর সমক্ষে উপস্থাপন করিতে অঙ্গীকার করেন এবং মূল দস্তাবেজ সমূহ এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল।

(২) .... তারিখে মীমাংসকগণ এই বিনির্ণয় প্রদান করেন যে প্রতিবাদী (বাদীকে .... টাকা দিবেন)।

(৩) প্রতিবাদী ঐ টাকা প্রদান করেন নাই।

(এখানে নিদর্শ - ১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং যে উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।)

নিদর্শ — ১১
বিদেশী রায় বিষয়ক

....

(নাম)

ক-খ, উপরি-উক্ত বাদী, নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... তারিখে যাহা .... রাজ্যের (অথবা রাজার অধীন রাজ্যের) অন্তর্ভুক্ত .... স্থানে ঐ রাজ্যের (অথবা রাজার অধীনস্থ রাজ্যের) আদালত, উক্ত আদালতে বিচারাধীন বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যবর্তী মকদ্দমায়, যথাযথভাবে এই রায় দেন যে প্রতিবাদী বাদীকে, কথিত তারিখ হইতে গণিত সুদ-সহ .... টাকা প্রদান করিবেন।

(২) প্রতিবাদী উক্ত টাকা প্রদান করেন নাই।

(এখানে নিদর্শ-১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদসমূহযোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ১২
ভাড়া প্রদানের নিমিত্ত জামিনদারের [প্রতিভূ-র] বিরুদ্ধে

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে প-ফ .... বৎসর মেয়াদের জন্য বাদীর নিকট হইতে (............ স্ট্রীট্ স্থিত .... নং) বাড়ি (মাসে মাসে) প্রদেয় বার্ষিক .... টাকা ভাড়ায় ভাড়া নেন।

(২) প্রতিবাদী প-ফ'কে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার প্রতিদানে, যথাসময়ে উক্ত ভাড়া প্রদানের দায়িত্ব লইতে অঙ্গীকার করেন।

(৩) .... খ্রিস্টাব্দের .... মাসের ভাড়া বাবদ .... টাকা প্রদত্ত হয় নাই।

(চুক্তির শর্তানুসারে যদি ভাড়া প্রদানের উক্ত দায়িত্ব গ্রহণকারী-কে বিজ্ঞপ্তি দিবার আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ যোগ করিতে হইবে ঃ)

(৪) .... তারিখে বাদী কথিত ভাড়াপ্রদান না-করা বিষয়ে প্রতিবাদী-কে বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ) দেন এবং ভাড়াপ্রদান দাবি করেন।

(৫) প্রতিবাদী উহা প্রদান করেন নাই।

(নিদর্শ-১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ১৩

জমি খরিদ করার চুক্তি লঙ্ঘন

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ' এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং মূল দস্তাবেজ এতদ্সহ সংযোজিত হইল।

(অথবা .... তারিখে বাদী এবং প্রতিবাদী এইরূপ চুক্তিদ্বারা আবদ্ধ হন যে, বাদী প্রতিবাদীর নিকট গ্রামস্থিত চল্লিশ বিঘা জমি .... টাকায় বিক্রয় করিবেন এবং প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিবেন)।

(২) .... তারিখে বাদী, যিনি ঐ সম্পত্তির বিশুদ্ধ মালিক ছিলেন (এবং যে সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়মুক্ত ছিল যাহা প্রতিবাদীকে দেখানো হইয়াছিল), প্রতিবাদীকে উহা হস্তান্তর করার পর্যাপ্ত সাধিত্র প্রদান করিতে চাহেন (অথবা পর্যাপ্ত সাধিত্র দ্বারা উহা প্রতিবাদীর নিকট হস্তান্তর করার জন্য প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিলেন এবং এখনও প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন এবং প্রদানেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন) চুক্তি অনুযায়ী টাকা প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত হইবার পর।

(৩) প্রতিবাদী ঐ টাকা প্রদান করেন নাই।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

(পরিভাষা ঃ Instrument — সাধিত্র)

নিদর্শ — ১৪

বিক্রীত মাল অর্পণ না-করা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ' এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী এইরূপ চুক্তি করেন যে প্রতিবাদী (একশত পিপা ময়দা) .... তারিখে বাদীকে অর্পণ করিবেন, এবং বাদী, মাল অর্পিত হইলে, ঐ বাবদ .... টাকা প্রদান করিবেন।

(২) (কথিত) তারিখে মাল অর্পিত হইবার পর, বাদী প্রতিবাদী-কে কথিত পরিমাণ টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন এবং দিতে চাহিয়াছিলেন।

(৩) প্রতিবাদী ঐ মাল অর্পণ করেন নাই, এবং বাদী ঐরূপ অর্পণ হইতে যে মুনাফা অর্জন করিতে পারিতেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

[এখানে নিদর্শ — ১' এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদতুল্য অনুচ্ছেদ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।]

[পরিভাষা : Delivery — অর্পণ]

নিদর্শ — ১৫

অন্যায্য [অন্যায়, বে-আইনী, অবৈধ]-ভাবে বরখাস্ত করা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই :

(১) .... তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী এইমর্মে চুক্তি সম্পাদন করেন যে বাদী (একজন হিসাবরক্ষকরূপে অথব শ্রমিকদের মুখ্য কর্মী হিসাবে অথবা যেখানে যে প্রকার) প্রতিবাদী-কে সেবাপ্রদান করিবেন, এবং যে, প্রতিবাদী ঐরূপে (একবৎসর) কালের জন্য বাদী কে নিয়োগ করিবেন এবং তাহার সেবার জন্য তাহাকে (মাসিক) .... টাকা প্রদান করিবেন।

(২) .... তারিখে বাদী প্রতিবাদীর চাকুরী-তে যোগদান করেন এবং ঐ সময় হইতে, এবং এখনও কথিত বৎসরের বাকী সময়ের জন্য ঐরূপ চাকুরীতে বহাল থাকিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন, এতদ্বিষয়ে প্রতিবাদীকে সর্বদাই পরিজ্ঞাত করা হইয়াছে।

(৩) .... তারিখে প্রতিবাদী অন্যায্যভাবে বাদী-কে বরখাস্ত করেন, এবং তাহাকে উপরিউক্তরূপে কার্য করিতে দিতে অথবা তাহার সেবার জন্য অর্থপ্রদান করিতে অস্বীকার করেন।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ১৬

সেবা প্রদানের চুক্তি লঙ্ঘন

....

(নাম)

উপরি-লিখিত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী এইরূপ চুক্তি করেন যে বাদী প্রতিবাদীকে বার্ষিক .... টাকা বেতনে নিয়োগ করিবেন, এবং যে, প্রতিবাদী (এক বৎসর) কালের জন্য (একজন শিল্পী) হিসাবে বাদী-কে সেবা প্রদান করিবেন।

(২) বাদী সর্বদা ঐ চুক্তির যে অংশ তাহা করণীয় তাহা করিতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক আছেন (এবং ...... তারিখে ঐরূপ করিতে চাহিয়াছিলেন)।

(৩) প্রতিবাদী উপরি-উক্ত দিনে বাদীর কার্যে (যোগদান করেন) কিন্তু তাহার পর, ... তারিখে, উপরি-উক্তরূপে বাদীর সেবা করিতে অস্বীকার করেন।

(এখানে নিদর্শ-১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ১৭

ত্রুটিপূর্ণ কারিগরী দক্ষতার জন্য নির্মাণকারীর বিরুদ্ধে

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ' এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে, বাদী ও প্রতিবাদী একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন, এবং মূল দস্তাবেজ এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল (অথবা, এখানে চুক্তির শর্তসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে)।

(২) (বাদী উক্ত চুক্তির সকল শর্ত তাহার পক্ষে প্রতিপালন করিয়াছেন)।

(৩) প্রতিবাদী চুক্তি-তে উল্লেখিত বাড়ি-টি মন্দ ও অদক্ষ কারিগরের ন্যায় নির্মাণ করিয়াছেন)।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপলক্ষ দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।)

নিদর্শ — ১৮

করণিকের বিশ্বস্ততা বিষয়ক লিখিত প্রতিশ্রুতিসম্বন্ধীয়

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই :

(১) .... তারিখে, বাদী প-ফ'কে করণিকরূপে তাহার কর্মে নিয়োগ করেন।

(২) ইহার প্রতিদানে, ... তারিখে, প্রতিবাদী বাদীর সহিত এই চুক্তি করেন যে, প-ফ যদি বাদীর করণিক হিসাবে বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য পালন না করে, অথবা যদি বাদীর ব্যবহার জন্য তদ্‌কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় অর্থ, ঋণসম্বন্ধীয় প্রমাণ কিংবা অন্য সম্পত্তির হিসাব বাদীকে দিতে অক্ষম হয়, (তাহা হইলে) প্রতিবাদী, ঐকারণে বাদীর যে ক্ষতি হইবে তাহা প্রদান করিবে, যাহার পরিমাণ .... টাকা অতিক্রম করিবে না।

[অথবা, ইহাব প্রতিদানে, প্রতিবাদী, ঐ তারিখে সম্পাদিত প্রতিশ্রুতিপত্র (বণ্ড) দ্বারা বাদীকে দণ্ডমূলক .... টাকা প্রদান করিতে নিজেকে আবদ্ধ করেন এই শর্তাধীনে যে, প-ফ যদি বাদীর করণিক ও কোষাধ্যক্ষরূপে বিশ্বস্তার সহিত কর্তব্য পালন করে এবং বাদীর পক্ষের অছিরূপে যে-কোন সময় তদ্‌কর্তৃক রক্ষিত যাবতীয় অর্থ, ঋণের প্রমাণ বা অন্য সম্পত্তির হিসাব সঠিকভাবে প্রদান করে, (তাহা হইলে) উক্ত প্রতিশ্রুতিপত্র বাতিল হইবে]।

(অথবা, ইহার প্রতিদানে, ঐ একইদিনে প্রতিবাদী বাদীর অনুকূলে একটি প্রতিশ্রুতিপত্র নির্বাহ করেন, এবং উক্ত মূল দস্তাবেজ এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল)।

(৩) .... এবং .... তারিখের মধ্যে প-ফ বাদীর ব্যবহারের জন্য .... টাকা মূল্যের অথ ও অন্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, যে টাকার হিসাব সে বাদীকে দেয় নাই এবং উহা অদ্যাবধি আদায়যোগ্য ও অ-প্রদত্ত আছে।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি কবা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ১৯

বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়া কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিপূরণ সহ

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ, নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন :

(১) .... তারিখে প্রতিবাদী নিবন্ধিত সাধিত্র দ্বারা .... বৎসরকালের জন্য বাদীর নিকট (.......... স্ট্রীটস্থিত .... নং বাড়ি) ভাড়া দেন বাদীর সহিত এই চুক্তি করিয়া যে তিনি, বাদী এবং তাহার বিধিসম্মত প্রতিনিধি উক্ত সময়ের জন্য উহার নির্ঝঞ্ঝাট দখল উপভোগ করিবেন।

(২) বাদীকে এই মকদ্দমা রক্ষা করিতে যোগ্যতাসম্পন্নকারী যাবতীয় শর্ত পরিপূরিত হইয়াছে এবং সবকিছু ঘটিয়াছে।

(৩) .... তারিখে, কথিত কালখণ্ডমধ্যে, প-ফ, যিনি উক্ত বাড়ির ন্যায়ানুগ মালিক ছিলেন, বিধিসম্মতভাবে ঐ স্থান হইতে বাদীকে উচ্ছেদ করে, এবং এখনও তাহাকে দখল দেন নাই।

(৪) ইহার ফলে বাদী (কথিত স্থানে সীবনশিল্প সম্বন্ধীয় ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে বাধাপ্রাপ্ত হন, অন্যত্র সরিয়া যাইতে .... টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হন এবং এইরূপ অপসারণ দ্বারা .... এর কারবার হারান)

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের অনুরূপ অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২০

ক্ষতিপূরণের চুক্তি সম্বন্ধীয়

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে, ক-খ ও গ-ঘ নামের ব্যবসায়ের অংশীদার, বাদী ও প্রতিবাদী, অংশীদারী কারবার ভাঙিয়া দেন এবং এইরূপ চুক্তিসম্পাদন করেন যে প্রতিবাদী অংশীদারী কারবারের সকল সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন ও নিজের নিকট রাখিবেন, উক্ত ফার্মের যাবতীয় দেনা পরিশোধ করিবেন এবং ফার্মের কোন ঋণগ্রস্ততার জন্য তাহার উপর যে দাবি উপস্থাপিত হইতে পারে তাহার বিরুদ্ধে বাদীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(২) বাদী তাহার পক্ষে চুক্তির সমস্ত শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করেন।

(৩) .... তারিখে প-ফ, ... স্থিত হাইকোর্টে, উক্ত ফার্মের নিকট হইতে প'ফ এর প্রাপ্য ঋণের টাকার সম্বন্ধে একটি রায় প্রাপ্ত হন, এবং .... তারিখে উক্ত দেনা পরিশোধে .... টাকা প্রদান করেন।

(৪) প্রতিবাদী উহা বাদীকে দেন নাই। (নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২১

প্রতারণা দ্বারা সম্পত্তি সংগ্রহ

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে, প্রতিবাদী, তাহার নিকট কিছু মাল বিক্রয় করার জন্য বাদীকে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে বাদীর নিকট বলেন যে তিনি, প্রতিবাদী, আর্থিক দিক দিয়া স্বচ্ছল এবং তাহার সকল দায়িতার উপর তাহার .... টাকা আছে।

(২) এতদ্বারা বাদী প্রতিবাদীর নিকট .... টাকা মূল্যের (শুষ্ক মাল) বিক্রয় করিতে (এবং অর্পণ করিতে) প্ররোচিত হয়।

(৩) উহাদ্বারা বাদী মিথ্যাচারিতার নিকট বিক্রয় (ও অর্পণ) করিতে প্ররোচিত হয় এবং প্রতিবাদীর নিকট তখন উহা পরিজ্ঞাত ছিল।

(৪) প্রতিবাদী উক্ত মালের দাম দেন নাই। (অথবা, যদি উক্ত মাল অর্পিত না হইয়া থাকে) বাদী, উক্ত মাল প্রস্তুত ও জাহাজ-জাত করিতে এবং উহা ফেরৎ পাইতে .... টাকা ব্যয় করিয়াছে।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের অনুরূপ অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।)

নিদর্শ — ২২

অন্যব্যক্তিকে দিবা্র জন্য প্রতারণামূলকভাবে ঋণগ্রহণ

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে প্রতিবাদী বাদীর নিকট বলেন যে প-ফ আর্থিক দিক দিয়া স্বচ্ছল এবং আস্থাস্থাপনযোগ্য এবং উহার মূল্য তাহার যাবতীয় দায়িতার উপর .... টাকা (অথবা যে প-ফ তখন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং উত্তম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত এবং নিরাপদে ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহাকে ধারে মাল দেওয়া যাইতে পারে)।

(২) এতদ্বারা বাদী প-ফ'কে (.......... মাসের ধারে) .... টাকা মূল্যের (চাউল) বিক্রয় করিতে প্ররোচিত হয়।

(৩) কথিত উক্তি ছিল মিথ্যা এবং উহা যে মিথ্যা প্রতিবাদীর তখন তাহা জানা ছিল, এবং বাদী-কে ঠকাইবার এবং জুয়াচুরি-পূর্ণভাবে প্রতারণা করার অভিপ্রায় (অথবা বাদী-কে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে) উহা কৃত হইয়াছিল।

(৪) প-ফ (উপরি-উক্ত ঋণ-কাল অতিক্রান্ত হইবার পর কথিত মালের মূল্য প্রদান করেন নাই) কথিত চাউলের মূল্য প্রদান করেন নাই, এবং বাদী উহা সম্পূর্ণভাবে হারাইয়াছে।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের অনুরূপ অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং যে উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২৩

বাদীর জমির তলদেশস্থ জল দূষিত করা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী .... নামক .... স্থানে অবস্থিত একটি জমির এবং তাহাতে খনিত কূপের এবং ঐ কূপের অভ্যন্তরস্থ জলের ভোগদখলকারী আছেন এবং অতঃপর বর্ণিত সকল সময়ে ছিলেন, এবং ঐ কূপ এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ জল ব্যবহার করার এবং তাহার সুবিধা ভোগ করার অধিকাবী ছিলেন, এবং কতিপয় ঝর্ণা ও জলধারা যাহা প্রবাহিত ছিল এবং উক্ত কূপে পড়িয়া তাহাতে জলসরবরাহ করিত তাহা নোংরা [= অপবিত্র] বা দূষিত না হইয়া যাহাতে প্রবাহিত হইতে ও উক্ত কূপে পড়িতে পারে তাহার সুবিধা পাইবার অধিকারী ছিলেন।

(২) .... তারিখে প্রতিবাদী অন্যায়ভাবে উক্ত কূপ এবং কূপমধ্যস্থ জল এবং উক্ত ঝর্ণা এবং জলধারা যাহা উক্ত কূপে গিয়া পড়িয়াছে, নোংরা ও দূষিত করে।

(৩) ইহার ফলে উক্ত কূপের অভ্যন্তরস্থ জল পঙ্কিল [= অপবিত্র, নোংরা] এবং গার্হস্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়, এবং বাদী এবং তাহার পরিবার উক্ত কূপ ও তাহার জল ব্যবহার করা ও তাহার সুবিধাপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২৪

ক্ষতিকর উৎপাদনকার্য পরিচালনা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ' এর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী .... স্থানে অবস্থিত .... নামক কিছু জমির ভোগদখলকারী এবং অতঃপর উল্লেখিত সকল সময়ে ঐরূপ ছিলেন।

(২) .... তারিখ হইতে প্রতিবাদী, প্রতিবাদীকর্তৃক পরিচালিত আকরিক হইতে পৃথগীকরণার্থ ধাতু গলান কারখানা হইতে প্রভূত পরিমাণ অপ্রীতিকর ও অস্বাস্থ্যকর ধূম্র এবং অন্যান্য বাষ্প এবং ক্ষতিকর বস্তু অন্যায়ভাবে বাহিত হইতে দিয়াছে যাহা উক্ত জমির উপর ছড়াইয়া গিয়াছে এবং বাতাস দূষিত করিয়া দিয়াছে এবং জমির উপরে পড়িয়াছে।

(৩) ইহার ফলে উক্ত জমিতে ক্রমবর্ধমান বাদীর বৃক্ষাদি, ঝোপ, লতাপাতা এবং ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং উহার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, এবং বাদীর উক্ত জমিতে বিচরণশীল গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ইহাদের অনেকগুলি বিষদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এবং মারা গিয়াছে।

(৪) বাদী উক্ত জমিতে গবাদিপশু ও ভেড়া চরাইতে অক্ষম হইযাছে ভিন্নরূপ পরিস্থিতি-তে যাহা সে করিতে পারিত, এবং তথা হইতে তাহার গবাদি পশু, ভেড়া এবং হাঁসমুরগী অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং উক্ত জমির হিতকর ও স্বাস্থ্যকর ব্যবহার ও ভোগদখল করার ব্যাপারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে যাহা ভিন্নরূপ পরিস্থিতি সে করিতে পারিত।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ এবং ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২৫

পথ দিয়া চলাচলের অধিকারে বাধাদান

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) বাদী অতঃপর উল্লেখিত সময়ে (.......... গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়ির) ভোগদখলকারী ছিলেন এবং বর্তমানে ঐরূপ আছেন।

(২) বৎসরের সকল সময় উক্ত (বাড়ি) হইতে একটি মাঠের উপর দিয়া গাড়িতে বা পদব্রজে সার্বজনিক বড় রাস্তায় যাইবার এবং পূণর্বার উক্ত বড় রাস্তা হইতে উক্ত মাঠের উপর দিয়া ঐ বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার অধিকার তাহার এবং তাহার ভৃত্য (বা কর্মচারী) গণের ছিল।

(৩) .... তারিখে প্রতিবাদী অন্যায়ভাবে উক্ত পথ বন্ধ করিয়া দেন যাহার ফলে বাদী (গাড়ি লইয়া অথবা পদব্রজে অথবা যে-কোন ভাবে) উক্ত পথ দিয়া

যাইতে পারেন নাই (এবং তখন হইতে উহা অন্যায়ভাবে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন)।

(৪) (কোন বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকিলে তাহা এখানে বিবৃত করিতে হইবে।)

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২৬

সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বড় রাস্তা বন্ধ করা

....

(নাম)

(১) প্রতিবাদী অন্যায়ভাবে একটি পরিখা খনন করিয়া .... হইতে .... পর্যন্ত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বড় রাস্তার উপর মাটি ও পাথর জমা করিয়া রাখিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

(২) ইহার ফলে বাদী আইনসঙ্গতভাবে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ঐ বড় রাস্তা দিয়া যাইবার সময় ঐ মাটি ও পাথরের উপর (অথবা কথিত পরিখার মধ্যে) পড়িয়া যান এবং তাহার হাত ভাঙিয়া যায় এবং নিদারুন যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং দীর্ঘকাল নিজের কাজকারবার দেখাশোনা করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং ডাক্তারি চিকিৎসায় তাহার অর্থ ব্যয়িত হয়।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে, এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২৭

জলধারা ভিন্নমুখী করা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ' এর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী, অতঃপর উল্লেখিত সময়ে .... জেলার .... গ্রামে অবস্থিত .... নামক (নদীর) উপর অবস্থিত একটি মিলের ভোগদখলকারী ছিলেন এবং বর্তমানে আছেন।

(২) এইরূপ দখল থাকায় বাদী উক্ত মিল চালাইবার জন্য উক্ত নদীর জলধারা ব্যবহার করিবার অধিকারী ছিলেন।

(৩) .... তারিখে প্রতিবাদী উক্ত নদীর একটি তীর খনন করিয়া অন্যায়ভাবে উক্ত নদীর জল সরাইয়া লন, যাহার ফলে বাদীর মিলে কম পরিমাণ জল প্রবেশ করে।

(৪) ইহার ফলে বাদী দিনে .... বস্তার বেশী ভাঙিতে অক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু ঐরূপে জল সরাইয়া লইবার পূর্বে তিনি প্রতিদিন .... বস্তা ভাঙিতে সক্ষম ছিলেন।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২৮

সেচের জন্য জল ব্যবহারের অধিকারে বাধাদান

....

(নাম)

উপরিউক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী অতঃপর উল্লেখিত সময়ে .... স্থানে অবস্থিত কিছু ভূ-সম্পত্তির ভোগদখল কারী ছিলেন এবং বর্তমানে ঐরূপ আছেন এবং উক্ত জমিতে জলসেচ করিবার জন্য কোন-একটি নদীর জলের অংশ লইবার ও ব্যবহার করিবার অধিকারী ছিলেন।

(২) .... তারিখে প্রতিবাদী, বাদীকে, অন্যায্যভাবে বাধা দিয়া এবং উক্ত নদী সরাইয়া দিয়া, পূর্বোক্তরূপে ঐ জলের কথিত অংশ লইতে ও ব্যবহার করিতে বাধাপ্রদান করেন।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদেব তুলা অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে।)

নিদর্শ — ২৯

রেলপথের উপর অবহেলা দ্বারা ক্ষতি সংশোধন

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... তারিখে প্রতিবাদীগণ .... এবং .... এর মধ্যে রেলপথে সাধারণ যাত্রীবাহক ছিলেন।

(২) ঐদিন বাদী কথিত রেলপথে প্রতিবাদীগণের গাড়িগুলির একটিতে একজন যাত্রী ছিলেন।

(৩) যখন তিনি এইরূপ যাত্রী ছিলেন .... স্থানে (অথবা .... স্টেশন সন্নিকটে অথবা .... এবং .... স্টেশনের মধ্যে) প্রতিবাদীগণের কর্মচারীবৃন্দের অবহেলা এবং অযোগ্যতা নিবন্ধন কথিত রেলপথের উপর একটি সঙ্ঘর্ষ ঘটে যদ্বারা বাদীর (পা ভাঙিয়া যায়, মাথা কাটিয়া যায়, ইত্যাদি, এবং বিশেষ ক্ষতি কিছু হইয়া থাকিলে তাহা উল্লেখ্য) বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ডাক্তারি চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় হয় এবং (বিক্রয়কারী) হিসাবে তাহার পূর্ববর্তী কাজ চালাইয়া যাইবার ব্যাপারে স্থায়ীভাবে তিনি অক্ষম হইয়া যান।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

(অথবা এইরূপঃ (২) ঐদিন প্রতিবাদীগণ তাহাদের কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা প্রতিবাদীর রেলপথের উপর এবং উক্ত রেলপথ বরাবর যে রেলপথ ঐসময় বাদী আইনসম্মতভাবে অতিক্রম করিতেছিলেন, এত অবহেলা এবং অদক্ষতা সহকারে একটি ইঞ্জিন এবং তৎসহ সংলগ্ন গাড়ি শৃঙ্খল চালাইয়াছে এবং ব্যবস্থাপিত করিয়াছে যে কথিত ইঞ্জিন ও গাড়িশৃঙ্খল চালিত হইয়া আসিয়া বাদীকে আঘাত করে, যদ্বারা, ইত্যাদি ৩ অনুচ্ছেদের ন্যায়)।

নিদর্শ — ৩০

অবহেলাভরে গাড়ি চালাইয়া ক্ষতি সংসাধন

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী .... স্থানে ব্যবসায় পরিচালনাকারী একজন জুতা প্রস্তুতকারক। প্রতিবাদী .... স্থানের একজন ব্যবসায়ী।

(২) .... তারিখে বাদী অপরাহ্ন প্রায় ৩ ঘটিকায় কলিকাতা নগরীর চৌরঙ্গী ধরিয়া দক্ষিণদিকে হাঁটিয়া যাইতে ছিলেন। তাহার মিড্লটন স্ট্রীট্ যাহা এরূপ রাস্তা যাহা সমকোন সৃষ্টি করিয়া চৌরঙ্গী-তে পড়িয়াছে, অতিক্রম করা আবশ্যক ছিল। যখন তিনি ঐ রাস্তা অতিক্রম করিতে ছিলেন, তিনি উহার অপর পার্শ্বস্থিত ফুট পেভ্মেণ্ট-এ (পায়ে হাঁটা পথে) পৌঁছানোর ঠিক পূর্বে, প্রতিবাদীগণের মালিকানাধীন দুই অশ্বচালিত এবং প্রতিবাদীগণের ভৃত্যগণের অধীনেস্থিত ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি গাড়ি মিড্লটন স্ট্রীট হইতে অসাবধানে অকস্মাৎ এবং কোনপ্রকার সতর্কীকরণ ব্যতীত অতীব দ্রুত ও বিপদ্জনকভাবে ঘোরে। উক্ত গাড়ি-র ঘোড়া দুইটিকে জুতিবার দণ্ড বাদীকে আঘাত করে এবং ফেলিয়া দেয় এবং তিনি ঐ ঘোড়া দুইটি দ্বারা অত্যন্ত পদ দলিত হন।

(৩) ঐরূপ আঘাতপ্রাপ্তি, পতন ও পদদলন দ্বারা বাদী-র বাম হস্ত ভাঙিয়া যায় এবং তাহাতে কালশিরা পড়ে এবং পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশ, এবং অভ্যন্তরভাগ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, এবং তাহার ফলে বাদী চার মাসকাল অসুস্থ ও বেদনাগ্রস্ত থাকেন এবং তাহার কাজকর্ম করিতে তিনি অক্ষম হন এবং তাহার প্রভূত চিকিৎসাজনিত ও অন্যবিধ ব্যয় হয়, এবং ব্যবসায় ও মুনাফা অর্জনের ব্যাপারে তাহার বিপুল ক্ষতি হয়।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য দুইটি অনুচ্ছেদ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ৩১

বিদ্বেষপ্রণোদিত অভিশংসন

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে প্রতিবাদী (কথিত নগরের ম্যাজিস্ট্রেট্, অথবা যেখানে যে-প্রকার) .... এর নিকট হইতে .... অভিযোগে একটি গ্রেফ্তারী পরোয়ানা লয়, এবং তাহার দ্বারা বাদী-কে গ্রেফ্তার করা হয় এবং .... (দিন, অথবা ঘণ্টা, এবং তাহার খালাসের জন্য .... টাকার জামিন দেওয়া হয়)-এর জন্য তাহাকে কারাকক্ষে আটক রাখা হয়।

(২) এইরূপ করিতে প্রতিবাদী বিদ্বেষপ্রণোদিত হইয়া এবং সঙ্গত বা সম্ভাব্যকারণ ব্যতিরেকে কার্য করিয়াছে।

(৩) .... তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ বাতিল করিয়া দেন এবং বাদীকে বেকসুর খালাস দেন।

(৪) অসংখ্যলোক, যাহাদের নাম বাদীর জানা আছে, এই গ্রেফ্তারের খবর শুনিয়া এবং বাদীকে অপরাধী ভাবিয়া তাহার সহিত কাজ-কারবার করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে; অথবা কথিত গ্রেপ্তারের ফলে জনৈক প-ফ'এর করণিক হিসাবে বাদী তাহার পদ হারাইয়াছে; অথবা ইহার ফলে বাদী দৈহিক ও মানসিক বেদনা ভোগ করিয়াছে, এবং নিজের কার্যসম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার সুনামের ক্ষতি হইয়াছে, এবং কথিত কারাভোগ হইতে খালাস পাইবার জন্য এবং কথিত অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ এখানে যোগ করিতে হইবে এবং কি উপশম দাবি করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ৩২

অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায্যভাবে আটক-করা

....

(নাম)

উপরি-লিখিত বাদী, ক-খ, নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... তারিখে বাদী এতদ্‌সহ সংযোজিত অনুসূচীতে উল্লেখিত (অথবা মালের বিবরণ এখানে দিতে হইবে)। মালের মালিক (অথবা দখলীস্বত্ব প্রকাশক তথ্যসমূহ এখানে বিবৃত করিতে হইবে) ছিলেন, যাহার অনুমিত মূল্য .... টাকা।

(২) ঐদিন হইতে এই মকদ্দমার প্রারম্ভকাল অবধি প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে উহা লইয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে।

(৩) এই মকদ্দমা প্রারম্ভের পূর্বে অর্থাৎ .... তারিখে বাদী প্রতিবাদীর নিকট উহা চাহেন কিন্তু তিনি উহা অর্পণ করিতে অস্বীকার করেন।

(নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায়)

(৬) বাদী দাবি করিতেছেন —

[১] উক্ত মালের অর্পণ, অথবা .... টাকা যদি অর্পণ না পাওয়া যায়;

[২] উহা আটকাইয়া রাখার দরুন ক্ষতিপূরণ হিসাবে .... টাকা।

অনুসূচী

নিদর্শ — ৩৩

বিজ্ঞপ্তি সহ প্রতারণাপূর্ণ ক্রেতা এবং তাহার হস্তান্তরগ্রহীতার বিরুদ্ধে

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খএর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে প্রতিবাদী গ-ঘ বাদীর নিকট কিছু মাল বিক্রয় করিবার জন্য প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে বাদীকে বলেন যে তিনি আর্থিক দিক দিয়া স্বচ্ছল এবং তিনি তাহার সমুদয় দায়িত্বার উপর .... টাকার নির্দিষ্ট মূল্যের ঋণসম্পত্তির অধিকারী।

(২) এতদ্বারা বাদী গ-ঘ'এর নিকট একশত বাক্স চা, যাহার অনুমিত মূল্য .... টাকা, বিক্রয় ও অর্পণ করিতে প্ররোচিত হন।

(৩) কথিত বর্ণনা ছিল মিথ্যা, এবং ইহা যে মিথ্যা তাহা তখন গ-ঘ এর নিকট জানা ছিল (অথবা কথিত বর্ণনা করার সময় গ-ঘ ছিল শোধাক্ষম এবং সে যে শোধাক্ষম তাহা সে জানিত)।

(৪) ইার পর গ-ঘ কথিত মাল প্রতিবাদী ঙ-চ' এর নিকট বিণা প্রতিদানে হস্তান্তর করে (অথবা, উক্ত বর্ণনা যে মিথ্যা তাহা সে জানিত)।

(এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদ সমূহ সংযোজিত করিতে হইবে)।

(৭) বাদী দাবি করিতেছেন —

[১] উক্ত মালের অর্পণ, অথবা অর্পণ পাওয়া না গেলে .... টাকা;

[২] মাল আটকাইয়া রাখার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে .... টাকা।

নিদর্শ — ৩৪

ভুলের কারণে চুক্তি বাতিলকরণ [= রদকরণ]

... .

(নাম)

উপরি-লিখিত বাদী নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .... তারিখে প্রতিবাদী বাদীর নিকট বলেন যে ... . স্থানে অবস্থিত প্রতিবাদীর মালিকানাধীন (দশবিঘা) পরিমাণ একখণ্ড জমি আছে।

(২) ইহাতে বাদী উহা .... টাকা মূল্যে খরিদ করিতে প্ররোচিত হয়েন এই বিশ্বাসে যে ঐ বর্ণনা ছিল সত্য এবং একটি চুক্তিপত্রে [= চুক্তিনামায়] সহি করেন· ঐ মূল দলিল এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল।

(৩) .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .... তারিখে বাদী প্রতিবাদীকে উক্ত জমি খরিদের জন্য মূল্যের অংশ হিসাবে .... টাকা প্রদান করেন।

(৪) প্রকৃতপক্ষে কথিত জমির পরিমাণ ছিল মাত্র (পাঁচ বিঘা)।

এখানে নিদর্শ ১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদদ্বয় সংযোজিত করিতে হইবে।

(৭) বাদী দাবি করিতেছেন —

[১] .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .. .. তারিখ হইতে সুদ-সহ .... টাকা;

[২] উক্ত চুক্তিপত্রের প্রত্যর্পণ ও বাতিলকরণ।

নিদর্শ — ৩৫

অপব্যবহার রোধক আসেধাজ্ঞা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী (এখানে সম্পত্তির বিবরণ দিতে হইবে)-এর পুরাদস্তুর মালিক হইতেছেন।

(২) প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে ইজারা লইয়া উক্ত সম্পত্তির ভোগদখলকারী আছেন।

(৩) প্রতিবাদী, বাদীর সম্মতি না-লইয়া বিক্রয়ার্থে (কতকগুলি মূল্যবান বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এবং আরও অনেকগুলি কাটিয়া ফেলিবেন বলিয়া ভীতিপ্রদর্শন করিতেছেন)।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় দুইটি অনুচ্ছেদ যোগ করিতে হইবে)।

(৬) বাদী দাবি করিতেছেন যে উক্ত বাড়ি ও জমির আরও অপব্যবহার করা বা করানো হইতে আসেধাজ্ঞা দ্বারা প্রতিবাদী-কে দমিত [= বাধাদান] করা হউক।

(আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও দাবি করা যাইতে পারে)।

নিদর্শ — ৩৬

বিরক্তিকর কর্মে বাধাদানকারী আসেধাজ্ঞা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ'এর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী (কলকাতার .... স্ট্রিটস্থিত .... নং বাড়ির) বিশুদ্ধ মালিক হইতেছেন এবং অতঃপর বর্ণিত সকল সময়ে ঐরূপ ছিলেন।

(২) প্রতিবাদী (একই রাস্তার একখণ্ড জমির) বিশুদ্ধ মালিক হইতেছেন এবং কথিত সময়ে ঐরূপ ছিলেন।

(৩) .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .... তারিখে প্রতিবাদী তাহার পূর্বোক্ত ভূমিখণ্ডের উপর একটি কসাইখানা স্থাপন করেন এবং অদ্যাবধি উক্ত কসাইখানা চালু রাখিয়াছেন; এবং ঐদিন হইতে বর্তমানকাল অবধি বিরামহীনভাবে ঐস্থানে গবাদি পশু

আনয়ন করানো ও বধ করানো অব্যাহত রাখিয়াছেন (এবং বাদীর কথিত বাড়ির বিপরীত পার্শ্বস্থ রাস্তায় রক্ত ও মৃত পশুর নাড়িভুঁড়ি [= বর্জিত অংশ] ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন)।

(৪) (ইহার ফলে বাদী উক্ত বাড়ি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং উহা ভাড়া দিতে অক্ষম হইয়াছেন)।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৫ এবং ৬ অনুচ্ছেদের অনুরূপ অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে)।

(৭) বাদী দাবি করিতেছেন যে আরও বিরক্তিকর কর্ম সম্পাদন করা বা করানো হইতে আসেধাজ্ঞা [= আদালতের হুকুম, ইনজাংশন] দ্বারা প্রতিবাদীকে বাধাদান করা হউক।

নিদর্শ — ৩৭

লোক-কণ্টক

....

(নাম)

উপরি-লিখিত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) প্রতিবাদী .... স্ট্রীট নামক সার্বজনিক রাস্তার .... স্থানে অন্যায়ভাবে মাটি ও পাতর জমা রাখিয়া ঐ রাস্তা দিয়া জনসাধারণেব যাতায়াত বিঘ্নিত কবিয়াছে এবং এরূপ বিপদলক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে যে সে এই অভিপ্রায় পোষণ করিতেছে যে, ঐরূপ কার্য সম্পাদন করা হইতে তাহাকে বাধাদান না করা হইলে, সে এরূপ অন্যায় কর্ম চালাইয়া যাইবে ও পুনরায় একই কার্য করিবে।

*[(২) বাদী এই মকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য আদালতে অনুমতি গ্রহণ করিয়াছে।]

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদের তুল্য দুইটি অনুচ্ছেদ যোগ করিতে হইবে।

(৫) বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

(ক) এই ঘোষণা যে প্রতিবাদী কথিত সার্বজনিক রাস্তা দিয়া জনসাধারণের গমনাগমনে বাধাদান করিতে পারেন না;

(খ) কথিত সার্বজনিক রাস্তা দিয়া জনসাধারণেব যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা হইতে প্রতিবাদী-কে বাধা দিয়া এবং পূর্বে যে প্রকার কথিত হইয়াছে সেই প্রকার

---

* যে-ক্ষেত্রে মহাধিবক্তা মকদ্দমা দায়েব কবেন সে ক্ষেত্রে এই অংশ প্রযোজ্য হইবে না।

অন্যায়ভাবে জমা করিয়া রাখা মাটি ও পাথর প্রতিবাদীকে অপসারণের নির্দেশ দিয়া আসেধাজ্ঞা [= ইনজাংশন]।

নিদর্শ — ৩৮

জলের প্রবাহপথ ভিন্ন দিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞা

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন :

(এখানে নিদর্শ ২৭-এর ন্যায় লিখিত হইবে)

বাদী দাবি করিতেছেন যে আসেধাজ্ঞা দ্বারা উপরে যে প্রকার বিবৃত হইয়াছে প্রতিবাদীকে সেইপ্রকার জলের প্রবাহপথ ভিন্নদিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইতে বাধাদান করা হউক।

নিদর্শ — ৩৯

ধ্বংস হইয়া যাইবার লক্ষ্মণ যে অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে পরিদৃষ্ট হইতেছে তাঁহার উদ্ধারের এবং একটি আসেধাজ্ঞার জন্য

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিত বিবৃত করিতেছেন :

(১) বাদী (জনৈক বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন শিল্পীকৃত তাহার পিতামহ'র একটি প্রতিকৃতির) মালিক আছেন এবং অতঃপর উল্লেখিত সর্বকালে ঐরূপ ছিলেন এবং উহার কোন বিকল্প নাই (অথবা এরূপ তথ্য বিবৃত করিতে হইবে যদ্বারা প্রদর্শিত হয় যে সম্পত্তি-টি এরূপ প্রকৃতির যে অর্থ ইহার বিকল্প হইতে পারে না)।

(২) .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .. .. তারিখে তিনি উহা নিরাপদরক্ষণের জন্য প্রতিবাদীর নিকট জমা দেন।

(৩) .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .... তারিখে তিনি প্রতিবাদীর নিকট উহা চাহেন এবং উহার রক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে সঙ্গত অর্থ প্রদান করিতে চাহেন।

(৪) প্রতিবাদী উহা বাদীকে অর্পণ করিতে অস্বীকার করেন এবং যদি উহা অর্পণ করিতে বলা হয় তাহা হইলে উহা লুকাইয়া রাখার, হস্তান্তরিত করার, কর্তন করার অথবা উহার ক্ষতি সংসাধনের ভীতিপ্রদর্শন করেন।

(৫) উক্ত (চিত্র) পাওয়া না গেলে কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ-ই বাদীর নিকট যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইবে না।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে)।

(৮) বাদী দাবি করিতেছেন —

(ক) উক্ত (চিত্র) হস্তান্তর করা ক্ষতিগ্রস্ত করা অথবা লুকাইয়া রাখা হইতে আসেধাজ্ঞা দ্বারা প্রতিবাদীকে নিবৃত্ত করা হউক;

(খ) প্রতিবাদীকে বাধ্য করা হউক বাদীকে উহা অর্পণ করিতে।

নিদর্শ — ৪০

স্বার্থবিহীন ব্যবহার

....

(নাম)

উপরি-লিখিত বাদী ক-খ'এর নিবেদন এই ঃ

(১) ইহার মধ্যে অতঃপর উল্লেখিত দাবির তারিখের পূর্বে ছ-জ নিরাপদ রক্ষণের জন্য বাদীর নিকট (এখানে সম্পত্তির বর্ণনা দিতে হইবে) জমা দেন।

(২) প্রতিবাদী গ-ঘ উহা দাবি করিতেছেন (এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যে ছ-জ কর্তৃক উহা তাহার নিকট স্বত্ব-নিয়োগ করা হইয়াছে)।

(৩) প্রতিবাদী ঙ-চ উহা দাবি করিতেছেন (ছ-জ'-এর একটি আদেশের ভিত্তিতে যদ্বারা তিনি উহা তাহার নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন)

(৪) বাদী প্রতিবাদীগণের প্রত্যেকের অধিকার সম্বন্ধে কিছুই অবহিত নহেন।

(৫) মূল্য ও খরচের দাবি ভিন্ন কথিত সম্পত্তিতে তাহার কোন দাবি নাই এবং আদালত যে প্রকার নির্দেশ দিবে, সেইপ্রকার ব্যক্তিবর্গের হস্তে উহা অর্পণ করিতে তিনি প্রস্তুত ও ইচ্ছুক।

(৬) প্রতিবাদীগণের কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রমূলক সহযোগিতা দ্বারা এই মকদ্দমা আনীত হয় নাই।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে)।

(৯) বাদী দাবী করিতেছেন ঃ

(ক) উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যাপারে বাদীর বিরুদ্ধে কোন কার্যবাহ গ্রহণ করা হইতে, আসেধাজ্ঞা দ্বারা, প্রতিবাদীগণকে বাধা দেওয়া হউক;

(খ) উক্ত সম্পত্তিতে তাহাদের দাবি সম্বন্ধে তাহাদের একত্রে ইণ্টারপ্লীড্ করিতে বলা হউক;

(গ) এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে প্রাধিকৃত করা হউক;

(ঘ) এইরূপ (ব্যক্তির) নিকট উহা অর্পিত হইলে প্রতিবাদীগণের যে-কোন কাহারও নিকট ঐ সম্বন্ধীয় যাবতীয় দায়িতা হইতে বাদীকে মুক্তি দেওয়া হউক।

নিদর্শ — ৪১

উত্তমর্ণ কর্তৃক নিজের এবং অন্যসকল উত্তমর্ণগণের অনুকূলে প্রশাসন

....

(নাম)

উপরি-লিখিত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) .... এর মৃত ঙ-চ তাহার মৃত্যুকালে বাদীর নিকট .... টাকার জন্য (এখানে ঋণের প্রকৃতি এবং জমিন কিছু থাকিলে তাহা) ঋণী ছিলেন এবং তাহার সম্পত্তি এখনও ঐরূপ ঋণী রহিয়াছে।

(২) .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .... তারিখে কিংবা উহার নিকটবর্তী কোন তারিখে ঙ-চ'-এর মৃত্যু হয়। .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .... তারিখের শেষ ইচ্ছাপত্র [= ইষ্টিপত্র, উইল] দ্বারা তিনি গ-ঘ'কে তাহার নির্বাহক নিয়োগ করেন (অথবা তাহার সম্পত্তি ন্যাসাধীন করেন, ইত্যাদি, অথবা তিনি শেষ ইচ্ছাপত্র না করিয়া মারা যান, যেস্থলে যে-প্রকার)।

(৩) গ-ঘ কর্তৃক উক্ত শেষ ইচ্ছাপত্র প্রমাণিত হয় (অথবা প্রতিপালনাদেশ দেওয়া হয়, ইত্যাদি)।

(৪) প্রতিবাদী [= বিবাদী] ঙ-চ'-এর অস্থাবর সম্পত্তি (এবং স্থাবর সম্পত্তি অথবা স্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ) প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি বাদীর প্রদত্ত ঋণখাতে প্রাপ্য অর্থ প্রদান করেন নাই।

(নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদসমূহ এখানে সংযোজিত করিতে হইবে)।

(৭) বাদী *দাবি করিতেছেন যে* মৃত ঙ-চ'-এর অস্থাবর (এবং স্থাবর) সম্পত্তির হিসাব পরিগৃহীত হউক এবং আদালতের আজ্ঞপ্তির [= ডিক্রীর] দ্বারা প্রশাসিত হউক।

নিদর্শ — ৪২

বিনির্দিষ্ট উত্তরদায়-গ্রাহক কর্তৃক প্রশাসন

....

(নাম)

(নিদর্শ ৪১ এইরূপে পরিবর্তিত করিতে হইবে) —

(অনুচ্ছেদ-১ বর্জন করিতে হইবে এবং অনুচ্ছেদ-২ আরম্ভ করিতে হইবে) .... এর মৃত ঙ-চ .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের ....তারিখে লোকান্তরিত হন। তাহার .... তারিখের শেষ ইচ্ছাপত্র দ্বারা তিনি গ-ঘকে তাহার নির্বাহক নিয়োগ করেন, এবং বাদীকে (এখানে নির্দিষ্ট সম্পত্তি উল্লেখ করিতে হইবে) প্রদান করিয়া যান।

অনুচ্ছেদ ৪-এর পরিবর্তে লিখিতে হইবে ঃ

প্রতিবাদী ঙ-চ'-এর অস্থাবর সম্পত্তির ভোগদখলকারী আছেন এবং অন্যান্য জিনিষের মধ্যে কথিত (এখানে নির্দিষ্ট সম্পত্তির বিষয় উল্লেখ্য)-এর ভোগদখলকারী আছেন।

অনুচ্ছেদ৭-এর প্রারম্ভ-অংশের পরিবর্তে লিখিতে হইবে ঃ

বাদী দাবী করিতেছেন যে, প্রতিবাদী কথিত (এখানে নির্দিষ্ট সম্পত্তি উল্লেখ করিতে হইবে) বাদীকে অর্পণ করার জন্য আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে, অথবা যে, ইত্যাদি।

নিদর্শ — ৪৩

আর্থিক উত্তরদায়গ্রাহক কর্তৃক প্রশাসন

....

(নাম)

(নিদর্শ ৪১ এইরূপে পরিবর্তিত করিতে হইবে)

(অনুচ্ছেদ ১ বর্জন করিতে হইবে এবং অনুচ্ছেদ ২-এর পরিবর্তে লিখিত হইবে) .... এব মৃত ঙ-চ .... সালের .... মাসের .... তারিখে অথবা উহার নিকটবর্তী কোন তারিখে লোকান্তরিত হন। তারিখে লিখিত তাহার সর্বশেষ উইল দ্বারা তিনি গ-ঘ'কে তাহার নির্বাহক নিযুক্ত করেন, এবং বাদীকে .... টাকার সম্পত্তি দান করিয়া যান।

অনুচ্ছেদ ৪-এ "ঋণ"-এর পরিবর্তে "সম্পত্তি" লিখিতে হইবে।

আরও একটি নিদর্শ

(শিরনাম)

উপরি-লিখিত বাদী ঙ-চ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) ট-এর ক-খ, ... স্থানে,.......... সালের .... মাসের .... তারিখে মারা যান। .... তারিখে লিখিত তাহার শেষ ইচ্ছাপত্র দ্বারা তিনি বিবাদী এবং ড ঢ কে (যিনি উইলকারী জীবিত থাকা-কালে লোকান্তরিত হন) তাঁহার নির্বাহক নিযুক্ত

করেন, এবং তাঁহার সম্পত্তি, তাহা অস্থাবর বা স্থাবর যাহাই হউক-না কেন বিশ্বাসপূর্বক তাহার নির্বাহকগণকে উইলদ্বারা দান করিয়া যান বাদীকে সারাজীবন উহার ভাটক এবং আয় প্রদান করার জন্য; এবং তাহার মৃত্যুর পর, এবং তাহার পুত্র জন্মাইয়া একুশ বৎসর বয়স্ক না হইলে কিংবা কন্যা জন্মাইয়া ঐ একই বয়সের বা বিবাহিত না হইলে, এই ন্যাসাধীনে রক্ষিত তাহার স্থাবর সম্পত্তি সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবেন যিনি উইলকারীর বৈধিক উত্তরাধিকারী হইবেন, এবং তাহার অস্থাবর সম্পত্তি সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবেন যিনি হইবেন উইলকারীর নিকটাত্মীয় যদি তিনি বাদীর মৃত্যুর সময়ে উইল-না-করিয়া লোকান্তরিত হন, এবং পূর্বকথিতরূপ তাহার সন্তানাদি না হইলে।

(২) .... তারিখে প্রতিবাদী কর্তৃক উক্ত উইল প্রমাণিত হয়। বাদী বিবাহ করেন নাই।

(৩) মৃত্যুকালে উইলকারী অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি পাইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন; প্রতিবাদী স্থাবর সম্পত্তির ভাটক প্রাপ্ত হয়েন এবং অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন; তিনি স্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে)।

(৬) বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

(ক) অত্র আদালতে প্রশাসিত, ক-খ'-এর স্থাবর সম্পত্তির প্রাপ্তি, এবং ঐ উদ্দেশ্যে সকল যথাযথ নির্দেশ এবং গৃহীত হিসাবের প্রাপ্তি;

(খ) বর্তমান মকদ্দমার প্রকৃতি অনুসারে অন্য আরও বা অন্যবিধ উপশম যাহা প্রাপ্য হইতে পারে।

নিদর্শ — ৪৪

ন্যাসের নির্বাহ

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী, ক-খ'-এর নিবেদন এই ঃ

(১) প্রতিবাদীর পিতা ও মাতা ঙ-চ এবং ছ-জ-এর বিবাহ সম্বন্ধীয় .... তারিখের বা তাহার নিকটবর্তী কোন তারিখের স্থিরীকরণ সাধিত্র মতে তিনি অন্যতম অছি হইতেছেন (অথবা প্রতিবাদী গ-ঘ-এর এবং ঙ-চ-এর অন্যান্য উত্তমর্ণগণের হিতার্থে ঙ-চ-এর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদির হস্তান্তর সাধিত্র)।

(২) ক-খ নিজের উপর কথিত ন্যাস-এর ভারগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহার ভোগদখলে রহিয়াছে উক্ত সাধিত্র দ্বারা হস্তান্তরিত অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি (অথবা উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ)।

(৩) গ-ঘ উক্ত সাধিত্রমতে সুবিধাপ্রদায়ক স্বার্থ-র অধিকার দাবি করিতেছেন।

(এখানে নিদর্শ-১'এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ সংযোজিত করিতে হইবে)।

(৬) বাদী কথিত স্থাবর সম্পত্তির যাবতীয় ভাটক ও লাভের (এবং কথিত স্থাবর সম্পত্তি কিংবা তাহার অংশের বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ অথবা অস্থাবর সম্পত্তি অথবা কথিত অস্থাবর সম্পত্তি অথবা অংশের বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ অথবা কথিত ন্যাসের নির্বাহে ঐরূপ অছি [= ন্যাসরক্ষক] রূপে বাদীর প্রাপ্য লাভ-এর,) হিসাবপ্রদানে ইচ্ছুক বা আগ্রহী; এবং তিনি প্রার্থনা করিতেছেন যে আদালত কথিত ন্যাস-এর হিসাব লইবেন, এবং আরও যে প্রতিবাদী গ-ঘ'এর এবং অন্য সকল ব্যক্তি যাহারা এইরূপ প্রশাসনে স্বার্থযুক্ত হইতে পারেন তাঁহাদের হিতার্থে গ-ঘ এবং আদালতের নির্দেশানুসারে অন্য যে-সকল ব্যক্তি এরূপে স্বার্থযুক্ত হইতে পারেন তাহাদের সমক্ষে কথিত সমগ্র ন্যাস-সম্পত্তি আদালত কর্তৃক প্রশাসিত হইতে পারে অথবা যে গ-ঘ ভিন্নরূপ উত্তম কারণ দর্শাইতে পারেন।

(বি. দ্র. যে স্থলে কোন সুবিধাপ্রাপক কর্তৃক মকদ্দমাটি আনীত হয় সেস্থলে উত্তরদায়গ্রাহকের বাদপত্রের [= আর্জির] উপর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া বাদপত্র-টি লিখিত হইতে পারে।)

পরিভাষা ঃ

Legatee	—	উত্তরদায়ক
Plaint	—	বাদপত্র, আর্জি
Trust	—	ন্যাস

নিদর্শ — ৪৫

নিষ্ক্রয়-সমাপ্তি অথবা বিক্রয়

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ' এর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী-প্রতিবাদীর মালিকানাধীন জমির বন্ধক-গ্রহীতা হইতেছেন।

(২) উক্ত বন্ধকের বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) (তারিখ);

(খ) (বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার নাম);

(গ) (কত টাকার জামিন);

(ঘ) (সুদের হার);

(ঙ) (বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি);

(চ) (বর্তমানে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ);

(ছ) (বাদীর স্বত্ব আহৃত হইয়া থাকিলে যে হস্তান্তর অথবা বর্তানোর ভিত্তিতে তিনি দাবি পেশ করিতেছেন তাহা এইস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইবে)।

(বাদী ভোগদখলকারী বন্ধকগ্রহীতা হইলে, নিম্নে প্রদত্ত অংশ যোগ করিতে হইবে)

(৩) .... তারিখে বাদী বন্ধকী সম্পত্তির দখল লয়েন এবং ঐ সময় হইতে ভোগদখলকারী বন্ধকগ্রহীতা রূপে হিসাব প্রদানে প্রস্তুত।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদদ্বয়ের অনুরূপ দুইটি-অনুচ্ছেদ সংযোজিত করিতে হইবে)।

(৬) বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

(ক) টাকা প্রদান, অথবা অক্ষমতার ক্ষেত্রে (বিক্রয় অথবা) নিষ্ক্রয়-সমাপ্তি (এবং দখলদান)

(যে ক্ষেত্রে অর্ডার ৩৪, রুল ৬ প্রযোজ্য)

(খ) বাদীর প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ যথেষ্ট নহে বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলে বাদী যাহাতে (বাকী অর্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত আদেশের) জন্য আবেদন করিতে পারেন তাহার জন্য স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাখা হউক।

নিদর্শ — ৪৬

পুনরুদ্ধার

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) বাদী হইলেন জমির বন্ধকদাতা প্রতিবাদী যাহার বন্ধকগ্রহীতা

(২) সংশ্লিষ্ট বন্ধকের অনুপুঙ্খ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) (তারিখ);

(খ) (বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার নাম);

(গ) (কত টাকার জন্য বন্ধক দেওয়া হইয়াছে);

(ঘ) (সুদের হার);

(ঙ) (যে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হইয়াছে);

(চ) (বাদীর স্বত্ব আহৃত হইয়া থাকিলে যে হস্তান্তর অথবা বর্তনোর ভিত্তিতে তিনি দাবি পেশ করিতেছেন তাহা এইস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইবে)।

(বাদী ভোগদখলকারী বন্ধকগ্রহীতা হইলে নিম্নে প্রদত্ত অংশ যোগ করিতে হইবে)

(৩) বাদী বন্ধকী সম্পত্তির দখল লইয়াছেন (অথবা ভাটক লইয়াছেন)।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদদ্বয়ের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ সংযোজিত করিতে হইবে)।

(৬) বাদী কথিত সম্পত্তিব পুনরুদ্ধার এবং উহা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া এবং (তাহা হইতে প্রাপ্ত লাভ সহ তাহার দখলপ্রাপ্তি) দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ৪৭

বিনির্দিষ্ট চুক্তিপালন (১নং)

. ...

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ এর নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখ যুক্ত এবং প্রতিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা দ্বারা প্রতিবাদী . ... টাকায় বাদীর নিকট হইতে কিছু স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করার জন্য (অথবা বাদীর নিকট কিছু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য) চুক্তিতে আবদ্ধ হন; উক্ত সম্পত্তির বিবরণ উক্ত চুক্তিপত্রে দেওয়া আছে এবং উহাতে ইহার উল্লেখ আছে।

(২) বাদী প্রতিবাদীর নিকট সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত চুক্তিপত্র অনুসারে কার্য করিতে আবেদন করিয়াছে কিন্তু প্রতিবাদী ঐরূপ করেন নাই।

(৩) বাদী তাহার পক্ষে উক্ত চুক্তিপত্রানুসারে সুনির্দিষ্টভাবে কার্য করিতে বরাবরই প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন এবং প্রতিবাদী ইহা জানেন।

(এখানে নিদর্শক ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ যোগ করিতে হইবে)।

(৬) বাদী দাবি করিতেছেন যে, আদালত প্রতিবাদীকে নির্দিষ্টভাবে চুক্তিমাফিক কার্যসম্পাদন করিতে এবং বাদী যাহাতে কথিত সম্পত্তির পূর্ণ দখল প্রাপ্ত হইতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সর্বকার্য করিতে (অথবা কথিত সম্পত্তির হস্তান্তর এবং দখলগ্রহণ স্বীকার করিতে) এবং অত্র মকদ্দমার খরচা প্রদান করিতে আদেশ প্রদান করিবেন।

নিদর্শ — ৪৮

বিনির্দিষ্ট চুক্তিপালন (২নং)

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন :

(১) .... সালের .... মাসের .... তারিখে বাদী ও প্রতিবাদী লিখিতভাবে একটি চুক্তি-তে আবদ্ধ হয়েন এবং মূল দস্তাবেজ এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল।

প্রতিবাদী উক্ত চুক্তিপত্রে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার পুরাদস্তুর অধিকারী ছিলেন।

(২) .... সালের .... মাসের .. . . তারিখে বাদী প্রতিবাদীকে .... টাকা প্রদান করেন এবং যথেষ্ট সাধিত্র দ্বারা কথিত সম্পত্তির হস্তান্তর দাবি করেন।

(৩) .... সালের .... মাসের .... তারিখে বাদী পুর্ণবার এইরূপ হস্তান্তর দাবি করেন (অথবা প্রতিবাদী উহা বাদীর অনুকূলে হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করেন)।

(৪) প্রতিবাদী কোন হস্তান্তর সাধিত নির্বাহ করেন নাই।

(৫) বাদী এখনও উক্ত সম্পত্তির খরিদমূল্য প্রতিবাদীকে প্রদান করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অনুচ্ছেদসমূহ সংযোজিত করিতে হইবে)।

(৮) বাদী দাবি করিতেছেন :

(ক) যে, চুক্তির শর্তাবলী মানিয়া পর্যাপ্ত সাধিত্র দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর অনুকূলে কথিত সম্পত্তি হস্তান্তর করুন;

(খ) উহা আটকাইয়া রাখার জন্য .... টাকার ক্ষতিপূরণ।

নিদর্শ — ৪৯

অংশীদারী কারবার

....

(নাম)

উপরি-উক্ত বাদী ক-খ নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন :

(১) তিনি এবং প্রতিবাদী গ-ঘ বিগত .... বৎসর (অথবা মাস) যাবৎ অংশিতা দলিল মতে (অথবা একটি দলিল মতে, অথবা মৌখিক চুক্তি অনুসারে) একত্রে ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

(২) এইরূপ অংশীদার হিসাবে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কতকগুলি বিবাদ ও মতপার্থক্য-এর উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে অংশীগণের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে অংশীদারী কারবার পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (অথবা প্রতিবাদী অংশিতা দলিলের শর্তাবলীর নিম্নলিখিত লঙ্ঘনসমূহ সম্পাদন করিয়াছে ঃ

[১]

[২]

[৩]

(এখানে নিদর্শ ১-এর ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদেব তুল্য অনুচ্ছেদসমূহ সংযোজিত করিতে হইবে)।

(৫) বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

(ক) অংশীদারীত্বের বিগঠন;

(খ) যে হিসাবপত্র পরিগৃহীত হউক;

(গ) যে রিসিভার নিয়োগ করা হউক।

(বি.দ্র. ঃ যে-কোন অংশীদারী কারবার ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য আনীত মকদ্দমায় বিগঠনের দাবি বর্জন কবিতে হইবে, এবং তাহার পবিবর্তে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত করিতে হইবে যাহাতে বিবৃত · কিবে অংশীদাবী কারবার বিগঠিত হওয়া সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী)।

(৪) লিখিত বিবৃতি

সাধারণ আত্মপক্ষ সমর্থন

প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে (এখানে তথ্যসমূহ বিবৃত করিতে হইবে)।

প্রতিবাদী স্বীকার করেন না যে (এখানে তথ্যসমূহ বিবৃত করিতে হইবে)।

প্রতিবাদী স্বীকার করেন যে .... কিন্তু বলেন যে ....

প্রতিবাদী ঃ প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে তিনি বাদীর সহিত অভিযোগে বর্ণিত চুক্তি বা যে-কোন চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে তিনি বাদীর সহিত অভিযোগে বর্ণিত চুক্তি বা আদৌ কোন চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন।

প্রতিবাদী পরিসম্পদসমূহ স্বীকার কবিতেছেন কিন্তু বাদীর দাবিসমূহ নহে।

প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে বাদী বাদপত্রে (আর্জিতে) উল্লেখিত দ্রব্যসমূহ বা তাহাদের কোনটি তাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

মকদ্দমাটি ভারতীয় তামাদি আইন ১৮৭৭(১৮৭৭-এর ১৫ আইন (এক্ষণে তামাদি আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩-এর ৩৬) দ্রষ্টব্য)-এর দ্বিতীয় অনুসূচীর অনুচ্ছেদ .... অথবা অনুচ্ছেদ .... দ্বারা তামাদি হইয়া গিয়াছে।

তামাদি : .... কারণে (এখানে কারণসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে) আদালতের এই মকদ্দমা শ্রবণ করার অধিক্ষেত্র নাই।

অধিক্ষেত্র : .... সালের .... মাসের .... তারিখে অভিযোগে বর্ণিত বিবাদ-কারণ পরিহারে প্রতিবাদী কর্তৃক একটি হীরার আংটি অর্পিত এবং বাদী কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে।

তিনি বিচারে দেউলিয়া (শোধাক্ষম) বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

শোধাক্ষমতা : মকদ্দমা দায়ের করিবার পূর্বে বাদী বিচারে দেউলিয়া বলিয়া নির্ণীত হন এবং মকদ্দমা করিবার অধিকার রিসিভার-এ বর্তায়।

অভিযোগে বর্ণিত চুক্তি সম্পাদনকালে প্রতিবাদী নাবালক ছিলেন।

আদালত : সম্পূর্ণ দাবির ব্যাপারে (অথবা, দাবি-কৃত টাকার অংশ .... টাকার ব্যাপারে, অথবা, যেস্থলে যেপ্রকার) প্রতিবাদী আদালতে ... . টাকা জমা দিয়াছেন এবং কহিতেছেন যে এই পরিমাণ টাকা উপরি-উক্তরূপ বাদীর দাবি পূরণে যথেষ্ট।

পালন মুকুব : ... . তারিখে অভিাযোগ বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পালন মকুব করা হয়।

বাতিলকরণ : বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে সম্পাদিত অঙ্গীকারপত্র দ্বারা চুক্তিটি বাতিল করা (রদ করা) হইয়াছিল।

প্রাঙ্ নির্ণয় দোবারা দোষ, পূর্ব নির্ণীত, পূর্ববিচারিতা : (এখানে মকদ্দমার বিবরণ দিতে হইবে) মকদ্দমার আজ্ঞপ্তি দ্বারা বাদীর দাবি বাতিল-কৃত হইয়াছে।

বাদ-বন্ধ : (যে বিবৃতি বিষয়ে বাদ-বন্ধ দাবি করা হইতেছে সেই বিবৃতি এখানে লিখিতে হইবে)-এর সত্যতা অস্বীকার করার ব্যাপারে বাদী বাধাপ্রাপ্ত আছেন, কারণ, (বাদ-বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া যে তথ্য-র উপর নির্ভর করা হইতেছে তাহা এখানে বিবৃত করিতে হইবে)।

মামলা দায়ের করার পর আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তি হইবে : মকদ্দমা দায়ের করার সময় হইতে, অর্থাৎ .... তারিখে (এখানে তথ্যাবলী বিবৃত করিতে হইবে)।

১ নং

বিক্রীত ও অর্পিত মালের জন্য মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) প্রতিবাদী মাল সরবরাহের আদেশ দেন নাই।

(২) মাল প্রতিবাদীকে অর্পণ করা হয় নাই।

(৩) মূল্য .... টাকা ছিল না।

অথবা

(৪) .... টাকা ব্যতীত, (১)-এর ন্যায় একই প্রকার।

(৫) (২)

(৩)

(৭) প্রতিবাদী (অথবা ক-খ, প্রতিবাদীর নিযুক্তক)

মকদ্দমার পূর্বে .... তারিখে বাদী-কে টাকা প্রদান করিয়া দাবি পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

(৮) প্রতিবাদী মকদ্দমা দায়ের হইবার পর .... তারিখে বাদীকে টাকা প্রদান করিয়া দাবি পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

২ নং

বণ্ড-ভিত্তিক মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) বণ্ড-টি প্রতিবাদীর বণ্ড নহে।

(২) বণ্ড-এর শর্তানুসারে বাদী প্রতিবাদীকে টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(৩) কথিত দিনের পর এবং বণ্ডে উল্লেখিত আসল ও সুদের মকদ্দমার পূর্বে প্রতিবাদী বাদীকে টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৩ নং

জামিন-ভিত্তিক মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) মকদ্দমার পূর্বে টাকা প্রদান করিয়া মুখ্যব্যক্তি দাবি পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

(২) একটি বাধ্যকারী অঙ্গীকার পত্রানুসারে মুখ্য খাতক-কে সময় দিয়া বাদী প্রতিবাদীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

৪ নং

ঋণীতা-ভিত্তিক যে-কোন মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) দাবি-কৃত অর্থের ২০০ টাকা বিষয়ে প্রতিবাদী কর্তৃক বাদীর নিকট বিক্রীত ও অর্পিত মালের দরুন প্রতিবাদী ভারসাম্যবিধানের সুবিধা পাইবার অধিকারী।

বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ :

	টাকা
১৯০৭ জানুয়ারী ২৫শে	১৫০
১৯০৭ ফেব্রুয়ারী ১লা	৫০
মোট	২০০

(২) পুরা টাকা বিষয়ে (অথবা দাবি-কৃত অর্থের অংশ .... টাকা বিষয়ে) প্রতিবাদী মকদ্দমার পূর্বে .... টাকা দিতে চাহেন এবং উহা আদালতে জমা দিয়াছেন।

৫ নং

অসতর্কভাবে গাড়ি চালাইয়া ক্ষতি করার জন্য মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে বাদপত্রে (আর্জিতে) উল্লেখিত গাড়ি-টি ছিল প্রতিবাদীর গাড়ি, এবং যে উহা প্রতিবাদীর ভৃত্যগণের দায়িত্বে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল। গাড়িটির মালিক ছিলেন কলিকাতার .... স্ট্রিটের .... এর, তাহাকে গাড়ি ও ঘোড়া সরবরাহ করার জন্য প্রতিবাদী ভাতাপ্রাপক আস্তাবল রক্ষক নিয়োগ করিয়াছিলেন; এবং যে ব্যক্তির দায়িত্বে এবং নিয়ন্ত্রণে কথিত গাড়ি-টি ছিল, সে ছিল কথিত .... এঁর ভৃত্য।

(২) প্রতিবাদী স্বীকার করেন না যে কথিত গাড়িটি অবহেলাভরে, আকস্মিকভাবে অথবা সতর্কীকরণ ব্যতিরেকে, অথবা অত্যন্ত দ্রুত বা বিপদ্‌জনক বেগে মিড্‌লটন স্ট্রীট হইতে বাহির হইয়াছিলো।

(৩) প্রতিবাদী কহিতেছেন যে বাদী, সঙ্গত যত্ন ও শ্রম ব্যবহার করিয়া, কথিত গাড়ি-টি যে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিতে পারিতেন এবং উহার সহিত সংঘর্ষ এড়াইতে পারিতেন।

(৪) প্রতিবাদী, বাদপত্রের [= আর্জির] তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিধৃত বিবৃতি স্বীকার করেন না।

৬ নং

অন্যায় করার জন্য আনীত সকল মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) যে কতিপয় কার্য (বা বিষয়) সম্বন্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে তাহার অস্বীকার।

৭ নং

মাল আটকাইয়া রাখার জন্য মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) কথিত মাল বাদীর সম্পত্তি ছিল না।

(২) সম্পত্তির মালিক ঋণ পরিশোধ না-করা পর্যন্ত তাহার সম্পত্তি উত্তমর্ণ কর্তৃক দখলে রাখার যে অধিকার আছে সেই অধিকার-বলে মালগুলি দখলে রাখা হইয়াছিল, প্রতিবাদী যে অধিকাব পাইবার অধিকারী ছিলেন।

বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ :

১৯০৭, ৩রা মে। দিল্লী হইতে কলিকাতায় মাল আনয়ণের বহন খরচা :

প্রতিমন ২ টাকা হিসাব ৪৫ মন .... ৯০ টাকা।

৮ নং

লেখস্বত্ব ভঙ্গ করার জন্য আনীত মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) বাদী গ্রন্থকার (স্বত্বনিয়োগী, ইত্যাদি) নহেন।

(২) গ্রন্থখানি নিবন্ধিত হয় নাই।

(৩) প্রতিবাদী লঙ্ঘন করেন নাই।

৯ নং

বাণিজ্যিক চিহ্ন লঙ্ঘিত হওয়ার জন্য আনীত মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) বাণিজ্য চিহ্ন বাদীর নহে

(২) অভিযোগে বর্ণিত বাণিজ্য-চিহ্ন (বা নিজ ছাপ) বাণিজ্য চিহ্ন নহে।

(৩) প্রতিবাদী লঙ্ঘন করেন নাই।

১০ নং

বিরক্তিকর কার্য সম্বন্ধীয় মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) বাদীর আলোক প্রাচীন নহে (অথবা তাহার অন্য সকল প্রচলিত প্রথাগত অধিকার অস্বীকার করিতে হইবে)।

(২) প্রতিবাদীর বাড়ি দ্বারা বাদীর আলোক উল্লেখ্যরূপে বিঘ্নিত হইবে না।

(৩) প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে তিনি বা তাহার ভৃত্যবর্গ জল দূষিত করে (অথবা, যে কার্য বিষয়ে অভিযোগ আনীত হইয়াছে তাহা করে)।

(প্রতিবাদী যদি প্রচলিত প্রথাজাত অধিকার দ্বারা বা অন্যভাবে দাবি করেন এরূপ কার্য করিতে যদ্বিষয়ে অভিযোগ আনীত হইয়াছে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহা

বলিবেন, এবং অবশ্যই বিবৃত করিবেন দাবির ভিত্তি অর্থাৎ প্রচলিত প্রথাদ্বারা, দানদ্বারা অথবা কিভাবে)।

(৪) বাদী ত্রুটি করার দোষে দুষ্ট যাহার বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১৮৭০ : বাদীর মিল কার্যারম্ভ করে।

১৮৭১ : বাদী দখল প্রাপ্ত হন।

১৮৮৩ : প্রথম অভিযোগ।

(৫) বাদীর ক্ষতিপূরণের দাবি বিষয়ে প্রতিবাদী উপরিউক্ত আত্মরক্ষার ভিত্তির উপর আস্থা স্থাপন করিবেন, এবং কহিতেছেন যে, যে-সকল কার্য বিষয়ে অভিযোগ আনীত হইয়াছে তদ্দ্বারা বাদীর কোন ক্ষতি সংসাধিত হয় নাই।

(অন্য ভিত্তিসমূহের উপর আস্থাস্থাপন করা হইলে অবশ্যই তাহা বিবৃত করিতে হইবে, যেমন, অতীতের ক্ষতির তামাদি।)

১১ নং

নিষ্ক্রয়সমাপ্তির জন্য মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন :

(১) প্রতিবাদী বন্ধক নির্বাহ করেন নাই।

(২) বন্ধক বাদীর নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই (যদি একাধিক হস্তান্তরের অভিযোগ থাকে তাহা হইলে কোন্‌টি অস্বীকার করা হইতেছে তাহা বলিতে হইবে)।

(৩) ভারতীয় তামাদি আইন, ১৮৭৭ (১৮৭৭-এব ১৫ আইন) (বর্তমানে তামাদি আইন, ১৯৬৩-১৯৬৩'-এর ৩৬ আইন) দ্বিতীয় অনুসূচীব অনুচ্ছেদ .... অনুসারে মকদ্দমাটি বাধাপ্রাপ্ত।

(৪) যে অর্থপ্রদান কবা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিতরূপ, যথা :

	টাকা
(তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে)	১,০০০
(তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে)	৫০০

(৫) বাদী .... তারিখে .... এর দখল লয়েন, এবং তখন হইতে ভাটক/খাজনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৬) .... এর .... তারিখে বাদী ঋণীতার মুক্তি দিয়াছেন।

(৭) প্রতিবাদী .... তারিখের একটি দস্তাবেজ দ্বারা ক-খ'-এর অনুকূলে তাহার যাবতীয় স্বার্থ হস্তান্তরিত করিয়াছেন।

১২ নং

বিমোচন (উদ্ধার, পরিশোধ)-এর জন্য মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন ঃ

(১) বাদীর পরিশোধ অধিকার ভারতীয় তামাদি আইন, ১৮৭৭-এর ১৫ (বর্তমানে তামাদি আইন,১৯৬৩-এর ৩৬)-এর দ্বিতীয় অনুসূচীর .... অনুচ্ছেদ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত।

(২) বাদী উক্ত সম্পত্তিতে তাহার সকল স্বার্থ ক-খ'-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন।

(৩) প্রতিবাদী . .. তারিখের একটি দস্তাবেজ দ্বারা বন্ধকী ঋণে এবং বন্ধকী সম্পত্তিতে তাহার সকল স্বার্থ ক-খ'-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন।

(৪) প্রতিবাদী কদাপি বন্ধকীসম্পত্তির দখল লন নাই অথবা তাহার ভাড়া / খাজনা পান নাই।

(প্রতিবাদী যদি কেবল কিছুকালের জন্য দখলগ্রহণ স্বীকার করেন তবে তাঁহার পক্ষে সংশ্লিষ্ট সময় বিবৃত করা সমীচীন এবং তিনি যেটুকু স্বীকার করেন তদতিরিক্ত দখল অস্বীকার করিবেন।)

১৩ নং

বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের জন্য মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন ঃ

(১) প্রতিবাদী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েন নাই।

(২) ক খ প্রতিবাদীর নিযুক্তক (বাদী অভিযোগ করিলে) ছিলেন না।

(৩) বাদী নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করেন নাই — (শর্তাবলী)।

(৪) প্রতিবাদী করেন নাই — (অভিযোগে বর্ণিত আংশিক প্রতিপালনের কার্যসমূহ)।

(৫) যে সম্পত্তি বিক্রয়ের অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহাতে বাদীর স্বত্ব এরূপ নহে যাহা প্রতিবাদী নিম্নলিখিত বিষয়ের কারণে গ্রহণ করিতে বাধ্য — (এখানে কারণ বিবৃত করিতে হইবে)।

(৬) নিম্নলিখিত ব্যাপারে চুক্তি-টি অনিশ্চিত — (ঐগুলি বিবৃত করিতে হইবে)।

(৭) (অথবা) বাদী বিলম্ব করার দোষে দুষ্ট।

(৮) (অথবা) বাদী প্রতারণার (অথবা মিথ্যাবর্ণনের) দোষে দোষী।

(৯) (অথবা, চুক্তি টি অন্যায্য (ন্যায়বিচারহীন)।

(১০) (অথবা) ভুল করিয়া চুক্তি-টি সম্পাদিত হইয়াছিল।

(১১) (৭), (৮), (৯), (১০)-এর বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ (অথবা, যেস্থলে যে প্রকার)।

(১২) বিক্রয়ের শর্তাবলীর ১১নং শর্তদ্বারা (অথবা পারস্পরিক অঙ্গীকার দ্বারা) চুক্তিটি খারিজ [= রদ] করা হইয়াছিল।

যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় এবং প্রতিবাদী ক্ষতিপূরণদায়িতা বিষয়ে বিবাদ উত্থাপন করেন, সেই সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি চুক্তি কিংবা অভিযোগে বর্ণিত লঙ্ঘন, অস্বীকার করিবেন, অথবা অন্য যে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তির উপর তিনি আস্থা স্থাপন করিতে অভিপ্রায় করেন তাহা প্রদর্শন করিবেন, যতা, তামাদি আইন, সামঞ্জস্য বিধান ও পরিতৃপ্তি, মুক্তি, প্রতারণা [= উপধি], ইত্যাদি।

১৪ নং

আথির্ক উত্তরদায়গ্রাহক কর্তৃক আনীত প্রশাসন মকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন ঃ

(১) ক-খ'-এর শেষ ইচ্ছাপত্র একটি ঋণের অভিযোগ বিধৃত ছিল; দেউলিগা অবস্থায় তিনি লোকান্তবিত হন, মৃত্যুকালে তিনি কিছু স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অধিকারী ছিলেন যাহা প্রতিবাদী কর্তৃক বিক্রীত হইয়াছিল এবং যাহা শুদ্ধ ..... টাকা উৎপাদিত করিয়াছিল, এবং ইচ্ছা বাখিয়া লোকান্তরিত ব্যক্তিব কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছিল যাহা প্রতিবাদী প্রাপ্ত হযেন, এবং যাহা উৎপাদন করিয়াছিল শুদ্ধ .... টাকা।

(২) প্রতিবাদী, কথিত অর্থের পুবাটাই এবং . ... টাকা, যাহা প্রতিবাদী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া খাজনা হইতে, প্রয়োগ কবেন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াসংক্রান্ত ও ইচ্ছাপত্রগত খরচ প্রদানে এবং ইচ্ছাপত্র সম্পাদন কবিযা লোকান্তরিত ব্যক্তির ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধে।

(৩) প্রতিবাদী তাহার হিসাবপত্র প্রস্তুত করেন এবং তাহাব একটি প্রতিলিপি .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসেব তারিখে বাদীব নিকট প্রেরণ করেন এবং ঐরূপ হিসাবের সত্যতা যাচাই কবাব জন্য বাদীকে প্রমাণকসমূহ দেখার প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি প্রতিবাদীর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

(৪) প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে, বাদীকে অত্র মকদ্দমার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

১৫ নং

আনুষ্ঠানিক নিদর্শে ইষ্টি-প্রমাণক [= ইচ্ছাপত্র-প্রমাণক, প্রোবেট] ঃ

(১) মৃত ব্যক্তির কথিত ইষ্টিপত্র [= শেষ ইচ্ছাপত্র, উইল] এবং ইষ্টিপত্রের উপলেখ [= ইচ্ছাপত্রের উপলেখ, উইলের ক্রোড়পত্র] ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন,

১৮৬৫-এর ১০ আইন (বর্তমানে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ৩৯ আইন) (অথবা হিন্দু ইষ্টিপত্র আইন, ১৮৭০-এর ২১ আইন) (বর্তমানে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ৩৯ আইন) ধারাসমূহ অনুসারে যথাযথভাবে নির্বাহিত হয় নাই।

(২) যে সময়ে যথাক্রমে কথিত ইষ্টিপত্র এবং ইষ্টিপত্রের উপলেখ নির্বাহিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় সেই সময়ে মৃত ব্যক্তির মন, স্মৃতি ও বোধশক্তি সুস্থ ছিল না।

(৩) বাদীব (এবং অন্য যাহারা তাহার সহিত কার্যরত ছিলেন, যাহাদের নাম বর্তমানে প্রতিবাদীর জানা নাই, তাহাদের) অনুচিত প্রভাবের দ্বারা কথিত ইষ্টিপত্র এবং ইষ্টিপত্রেব উপলেখ-র নির্বাহ সম্পাদিত হইযাছিল।

(৪) বাদীব উপধি [= প্রতারণা] দ্বারা কথিত ইষ্টিপত্র এবং ইষ্টিপত্রের উপলেখর নির্বাহ সম্পাদিত হইয়াছিল, এইরূপ উপধি, যতটা প্রতিবাদীব বর্তমান জ্ঞানেব মধ্যে আছে, ছিল (এখানে উপধির প্রকৃতি বিবৃত করিতে হইবে।)

(৫) কথিত ইষ্টিপত্র এবং ইষ্টিপত্রের উপলেখ-র নির্বাহকালে মৃতব্যক্তি উহার বিষযবস্তু কিংবা কথিত ইষ্টিপত্রের অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধীয় প্রকরণের বিষয়বস্তু, যে স্থলে যে-প্রকাব, জানিতেন না এবং অনুমোদন কবেন নাই।

(৬) মৃতব্যক্তি তাহাব প্রকৃত শেষ ইষ্টিপত্র সম্পাদন কবেন ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়াবী এবং তদ্দ্বাবা তিনি প্রতিবাদী-কে উহাব একমাত্র নির্বাহক নিযোগ কবেন।

প্রতিবাদী দাবি কবিতেছেন

(ক) যে আদালত, বাদীকর্তৃক দাখিল-কৃত কথিত ইষ্টিপত্র এবং ইষ্টিপত্রের উপলেখ র বিরুদ্ধে রায দিবেন,

(খ) যে আদালত, আইনেব আনুষ্ঠানিক নিদর্শে ১৮৭৩-এব ১লা জানুয়ারী তারিখের মৃতব্যক্তির ইষ্টিপত্রের ইষ্টিপ্রমাণক-এব অনুকূলে আজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন।

১৬ নং

বিশদ বিবরণ (অর্ডার ৬ রুল ৫)

মকদ্দমার নাম (টাইটেল)

বিশদ বিবরণ (প্রয়োজনবোধে এখানে অনুচ্ছেদে আদিষ্ট বিশদ বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে)-এর .... এর আদেশানুসারে অর্পিত বিশদ বিবরণ এই ঃ

(যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এখানে বিবৃত করিতে হইবে।)

তৃতীয় খণ্ড

প্রথমাংশ

হেতুভাষণের নিদর্শ

(১) চুক্তিসঞ্জাত মকদ্দমার বাদপত্র
(২) চুক্তি ব্যতীত অন্য অন্যায় কার্য হইতে জাত মকদ্দমার বাদপত্র
(৩) অন্যান্য মকদ্দমার বাদপত্র ও কয়েকপ্রকার দরখাস্ত।

(১)

চুক্তিসঞ্জাত মকদ্দমার বাদপত্র [=আর্জি]

হিসাব

নিদর্শ — ১

ভূতপূর্ব অভিভাবকের বিরুদ্ধে হিসাবের জন্য মকদ্দমা

.... আদালতে

মকদ্দমা নং ....

শ্রী . ...

— বাদী

বনাম

শ্রী ... .

— প্রতিবাদী

উপরি-লিখিত বাদীর নিবেদন এই ঃ

(১) বাদী ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৮ পর্যন্ত নাবালক ছিলেন এবং প্রতিবাদী .... এর জিলা জজ মহোদয়ের .. .. তারিখের আদেশক্রমে বাদীর সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত হন।

(২) বাদীব মাতৃদেবীর আবেদনক্রমে কথিত জিলাজজ মহোদয়ের . . .. তারিখের .... সংখ্যাযুক্ত আদেশে প্রতিবাদী অভিভাবকত্ব হইতে অপসারিত হন।

(৩) প্রাতবাদী তাঁহার অভিভাবকত্ব কালে বাদীর সম্পত্তির দখলদার ছিলেন এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্থোপার্জন করিতেন কিন্তু বারংবার চাওয়া সত্ত্বেও ঐরূপে অর্জিত অর্থের কোন হিসাব তিনি বাদীকে দেন নাই বা সংশ্লিষ্ট সময়ে অর্জিত শুদ্ধলাভের যে অংশ বাদীর প্রাপ্য তাহাও বাদীকে প্রদান করেন নাই।

(৪) বাদীর পক্ষে প্রতিবাদী বাদীর সম্পত্তি হইতে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন বা কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন বাদী তাহা অবগত নহেন।

(৫) সর্বশেষ বাদী .... তারিখে প্রতিবাদীর নিকট উক্ত হিসাব চাহেন এবং তাহার প্রাপ্য অর্থ মিটাইয়া দিতে মৌখিকভাবে বলেন কিন্তু উক্ত হিসাব দেন নাই বা কোন টাকা দেন নাই।

(৬) .... তারিখে বিবাদ-কারণ উত্থিত হয় যখন বাদী চাওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদী উক্ত হিসাব ও টাকা দিতে অনুরোধ করেন কিন্তু প্রতিবাদী কর্তৃক উক্ত অনুরোধ রক্ষিত হয় না।

(৭) প্রতিবাদী অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে .... .. স্থানের অধিবাসী।

(৮) ক্ষেত্রাধিকার ও কোর্ট ফি-র প্রয়োজনে বর্তমান মকদ্দমার বিষয়বস্তুর মূল্য .... টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(৯) মকদ্দমা দায়ের করার কালসীমা . .. . তারিখে অতিক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু ঐ তারিখে আদালত বন্ধ ছিল এবং উহা .... তারিখ পর্যন্ত .... হেতু বন্ধ ছিল।

বাদী নিম্নলিখিত রূপ দাবি করিতেছেন ঃ

[১] প্রতিবাদী, আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বাদীর অভিভাবকরূপে কার্য করার সময় বাদীর সম্পত্তি হইতে কত টাকা আয় করিয়াছেন এবং কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ, যথাযথ হিসাব।

[২] বাদীর প্রাপ্য অর্থ অবিলম্বে প্রদান।

[৩] আদালত যে প্রকার সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন সেইপ্রকার হারে মকদ্দমার তারিখ হইতে বাদীর প্রাপ্য অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত উক্ত মূল টাকার উপর সুদ প্রদান।

স্বাঃ

আমি, শ্রী .... এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বাদপত্রের .... অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানমতে সত্য ...... অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি এবং বিবাদ-কারণ, আদালতের অধিক্ষেত্র এবং তামাদি সম্বন্ধীয় .... অনুচ্ছেদ সমূহের বিষয়বস্তু মৎ কর্তৃক প্রাপ্ত আইনের পরামর্শ ভিত্তিক এবং উহা আমি নির্ভুল বলিয়া বিশ্বাস করি।

অদ্য .... স্থানে .... সালের .... মাসের .... তারিখে সত্যাখ্যাত হইল।

স্বাঃ

অধিবক্তার স্বাঃ

টীকা ঃ (১) নাবালক ঃ ব্যবহারশাস্ত্রে নাবালক-কে অস্বভাবী ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আইনানুসারে তাহারা সম্পত্তি রক্ষা করিতে বা গ্রহণ করিতে পারে এবং অন্যার্য বা অন্যায় কার্য করিলে তাহার দায় তাহাদিগকে বহন করিতে হয় কিন্তু তাহারা সিদ্ধ চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে না কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে সম্মতি প্রদানের বয়স তাহার হইয়া থাকিলে বিবাহ-চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে। বিবাহ-ব্যাপারে সম্মতি প্রদানের বয়স সর্বদেশে একপ্রকার নহে — দেশভেদে উহা ভিন্ন প্রকারের হয়। এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম হইল আবশ্যক দ্রব্যাদি সম্বন্ধীয় চুক্তি। বয়স সম্পর্কে প্রতারণামূলক মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে নাবালকের বিরুদ্ধে আইনে কোন প্রতিকার নাই, তবে সমদর্শিতা নীতি (equity) অনুসারে তাহাকে অন্যায়ভাবে প্রাপ্তসম্পত্তি ফেরত দিতে হয়। *মোহরী বিবি* ব. *ধর্মদাস ঘোষ* [(1903)30 Cal 539 (PC)] রায়ে মামলার বলা হইয়াছে যে নাবালক সম্পত্তি বন্ধক দিতে পারে না।

টীকা (২) ঃ **অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের ৩৯ ধারামতে অভিভাবক অপসারণ ঃ** নিম্নলিখিত কারণের ভিত্তিতে স্বার্থসম্পন্ন যেকোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে, কিংবা নিজ হইতে, আদালত, আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক-কে কিংবা ইচ্ছাপত্র বা অন্য কোন সাধিত্র (Instrument) দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক-কে অপসারণ করিতে পারে ঃ

(১) তাহার উপর অর্পিত আস্থার অপব্যবহার;

(২) তাহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনে অবিচ্ছেদ অসফলতা;

(৩) তাহার উপব ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষমতা;

(৪) দুর্ব্যবহার অথবা তাহার প্রতিপাল্য-র উপযুক্ত যত্ন লওয়ার ব্যাপারে অবহেলা;

(৫) অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের যে-কোন বিধান অথবা আদালতের কোন আদেশ সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন;

(৬) এরূপ অপরাধে দোষী বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়া আদালতের মতে যাহা চারিত্রিক ত্রুটি বলিয়া নির্দিষ্ট হয় এবং যাহা তাহার প্রতিপাল্য-র অভিভাবক হওয়ার ব্যাপারে তাহাকে অযোগ্য করিয়া তুলে;

(৭) তাহার কর্তব্যর নিষ্ঠাপূর্ণ পালনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে এইরূপ স্বার্থসম্পন্ন হওয়া;

(৮) সংশ্লিষ্ট আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাসকরা বন্ধ করা;

(৯) সম্পত্তি অভিভাবকেব ক্ষেত্রে দেউলিয়া হওয়া বা শোধাক্ষম হওয়া;

(১০) সংশ্লিষ্ট নাবালক যে আইনের অধীন সেই আইনমতে অভিভাবকত্বর পরিসমাপ্তি ঘটা বা আইনানুসারে পরিসমাপ্তি ঘটার সম্ভাবনাযুক্ত হওয়া ঃ

প্রকাশ থাকে যে, শেষ ইচ্ছাপত্র বা অন্যবিধ সাধিত্র দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক-কে অপসারণ করা হইবে না —

[১] (৭) প্রকরণে উল্লেখিত কারণে, যদি-না যে-ব্যক্তি তাহাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুর পব উক্ত প্রতিকূল স্বার্থ-র উদ্ভব ঘটিয়া থাকে অথবা ইহা প্রদর্শিত হয় যে উক্ত ব্যক্তি উক্ত প্রতিকূল স্বার্থের বিদ্যমানতা বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া উক্তরূপ নিয়োগ করিয়া ছিলেন এবং ঐ নিয়োগ অব্যাহত রাখিযাছিলেন, অথবা

[২] (৮) প্রকরণে উল্লেখিত কারণে, যদি-না ঐরূপ অভিভাবক এরূপ বাসস্থান গ্রহণ কবিয়াছেন যাহা, আদালতেব অভিমত অনুসারে, অভিভাবকরূপে কার্য সম্পাদন তাহার পক্ষে অসম্ভব করিয়া তুলে।

প্রতিজ্ঞাপত্র

নিদর্শ — ২

প্রতিজ্ঞাপত্র-ভিত্তিক মকদ্দমা

(১) বিগত ১লা বৈশাখ, ১৩৯৬ ইং ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৯ প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে ৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র কর্জ গ্রহণ করেন এবং চাহিবামাত্র উক্ত টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করিয়া একটি প্রতিজ্ঞাপত্র [= খত, মুচলেকা, ঋণপত্র, বণ্ড] লিখিয়া দেন।

(২) প্রতিবাদী উক্ত টাকা বা তাহাব কোন অংশ পবিশোধ কবেন নাই।

(৩) বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] ... . টাকা;

[২] অত্র মকদ্দমা দায়ের করার তারিখ হইতে পরিশোধেব তারিখ পর্যন্ত, মহামান্য আদালত যে হাব সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন সেই হারে সুদ।

নিদর্শ — ৩

প্রতিজ্ঞপত্র-ভিত্তিক মকদ্দমা

(অন্যপ্রকার)

(১) প্রতিবাদী, বাদীর নিকট হইতে ৫০০০ টাকার গুড় খরিদ করেন এবং প্রতিদানে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ তারিখে ইং ১৬ই মে, ১৯৮৯ তারিখে একটি

প্রতিজ্ঞাপত্র সম্পাদন কবিয়া তদ্দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করেন যে ৩০শে আষাঢ়, ১৩৯৬ ইং ১৫ই জুলাই, ১৯৮৯ তারিখ-মধ্যে, উক্ত ৫০০০ টাকা শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে সুদ-সহ পরিশোধ করিয়া দিবেন।

(২) প্রতিবাদী ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ তারিখে ১০০০ টাকা, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ তারিখে ৩০০ টাকা এবং ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৯৬ তারিখে ১৭০০ টাকা পরিশোধ করেন কিন্তু তৎপর বাকী টাকা বা তাহার কোন অংশ পরিশোধ করেন নাই।

(৩) বাদীব দাবি নিম্নলিখিত রূপ ঃ

[১] .... টাকা, নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী।

[২] বর্তমান মকদ্দমা দায়ের করার তারিখ হইতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত, মহামান্য আদালত যে হারে যথাযথ ও ন্যায়ানুগ বলিয়া বিবেচনা করেন সেই হাবে সুদ।

হিসাব

নিদর্শ — ৪

কিস্তিবন্দী প্রতিজ্ঞাপত্র-ভিত্তিক মকদ্দমা

(Suit on an instalment bond)

(১) বিগত ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ তারিখে প্রতিবাদী, বাদীকর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত ঋণের প্রতিদানে বাদীর অনুকূলে ৩০০০ টাকার একটি কিশ্‌তিবন্দী খত লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার কবেন যে তিনি উক্ত টাকা ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিক ৫০০০ টাকার সর্বমোট ৬-টি কিশ্‌তিতে পরিশোধ করিবেন এবং উহা প্রতি ইংরাজী মাসেব প্রথম দিনে প্রদেয় হইবে। উক্ত খত দ্বাবা প্রতিবাদী আরও অঙ্গীকার করেন যে কোন কিশ্‌তি যথাকালে পরিশোধ করার ব্যাপারে খেলাপ বা ব্যতিক্রম করিলে ঐ সময়ে বাকী পুরা টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ্য হইবে।

(২) প্রতিবাদী নির্দিষ্ট দিনে প্রথম কিশ্‌তি পরিশোধ করেন। দ্বিতীয় কিশ্‌তি তিনি নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধ করিলেন না কিন্তু চারদিন পর, অর্থাৎ .... তারিখে যখন তিনি উহা পরিশোধার্থ আসিলেন তখন বাদী উক্ত টাকা গ্রহণ কবেন এবং মৌখিক ভাবে খতের ধরণ অংশর সুবিধা বা অধিকাব পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন।

(৩) প্রতিবাদী অতঃপর অন্য কোন কিশ্‌তি দেন নাই।

(৪) প্রতিবাদী তৃতীয় কিশ্‌তি দিবার ব্যাপারে খেলাপ [= ব্যতিক্রম] করায় বাদী উক্ত ত্বরণ-অংশ বিধৃত শর্তানুসারে পুরা টাকার প্রদান দাবি করিতেছেন।

বিবৃত হিসাব

নিদর্শ — ৫

বিবৃত হিসাব-ভিত্তিক মকদ্দমা

(Suit on an account stated)

(১) বাদী কলিকাতায় গুড়ের ব্যবসা করেন এবং প্রতিবাদী শিলিগুড়িতে ভোজ্য তৈলের কারবার করেন।

(২) বাদী সময়ে সময়ে প্রতিবাদীর নিকট হইতে ধারে সরিষার তৈল খরিদ করেন এবং প্রতিবাদী সময়ে সময়ে বাদীর নিকট ধারে গুড় ও খান্দেশ্বরী চিনি খরিদ করেন।

(৩) বিগত ২২শে বৈশাখ, ১৩৯৬ (ইং ৫ই মে, ১৯৮৯) বিপিনবিহারী আর্য নামক প্রতিবাদীর জনৈক প্রতিনিধি বাদীর সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেন এবং ঐ তারিখ অবধি উভয়পক্ষের হিসাবাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া এই স্বীকৃতি প্রদান করেন যে বাদীর প্রতিবাদীর নিকট ৭৯১২ টাকা, প্রাপ্য হইতেছে। উহা বাদীর হিসাব বহি র ১২৩নং পৃষ্ঠায় লিখিত ও শ্রী আর্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

(৪) ২২শে বৈশাখ, ১৩৯৬ তারিখের পর প্রতিবাদী বাদী কে কোন টাকা দেন নাই।

(৫) বাদী নিম্নলিখিতরূপ দাবি করিতেছেন : ৭৯১২ টাকা ও তৎসহ, মহামান্য আদালত যে হার যথাযথ ও ন্যায়ানুগ বলিয়া মনে করেন সেই হারে অত্র মকদ্দমা দায়ের করার তারিখ হইতে টাকা প্রদানের তারিখ অবধি কারখন্তের জন্য সুদ।

টাকা আদায় করা সংক্রান্ত মকদ্দমা

নিদর্শ — ৬

কর্জ বা ঋণ হিসাবে প্রদত্ত টাকা আদায় করা সংক্রান্ত মকদ্দমার আর্জি

(১) বিগত ২৪শে কার্তিক ১৩৯৬ সন ইং ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৯ প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে ২৫০০ টাকা (দুই হাজার পাঁচশত টাকা) ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেন এবং শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা সুদে চাহিবামাত্র (অথবা ছয় মাসের মধ্যে) উহা পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার করেন।

(২) প্রতিবাদী ঐ টাকা পরিশোধ করেন নাই

বাদী, মকদ্দমার তারিখ হইতে পরিশোধের সময় অবধি সময়ের সুদসহ ২৫০০ টাকা দাবি করিতেছেন।

দাবিকৃত টাকার বিশদ বিবরণ।

নিদর্শ — ৭

কর্জ বা ঋণ হিসাবে প্রদত্ত টাকা আদায় করা সংক্রান্ত মকদ্দমার আর্জি

(আরও একটি নিদর্শ)

(১) বিগত ২৪শে কার্তিক ১৩৯৬ সন (ইং ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৯) হইতে ২২শে মাঘ ১৩৯৬ সন (ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০)-এর মধ্যে প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে টাকা ধার বা কর্জ নেন এবং শতকবা বার্ষিক ১২ টাকা সুদের হারে চাহিবামাত্র উহা পরিশোধ কবার অঙ্গীকার করেন।

গৃহীত কর্জের অনুপুঙ্খ বিবরণ

			টাকা
২৪শে কার্তিক, ১৩৯৬	....	.	১০০০.০০
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬	....	...	৪০০.০০
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬	....	....	১০০০.০০
১৮ই পৌষ, ১৩৯৬	....	...	২০০.০০
২৯শে পৌষ, ১৩৯৬	...	..	১০০.০০
২২শে মাঘ, ১৩৯৬	....	....	৩০০.০০
		মোট	৩,০০০.০০

(২) প্রতিবাদী ঐ টাকার মধ্যে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিয়াছেন, বাকী টাকা তিনি পরিশোধ করেন নাই।

পরিশোধের অনুপুঙ্খ বিবরণ

পরিশোধের তারিখ .... পরিশোধিত টাকার পরিমাণ .... বাদী মকদ্দমার তারিখ হইতে পরিশোধের তারিখ অবধি কালখণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ সহ .... টাকা দাবি করিতেছেন।

দাবি-কৃত টাকার বিস্তারিত বিবরণ।

নিদর্শ — ৮

(আরও একটি নিদর্শ)

(ন্যায়প্রণালী সংহিতার পরিশিষ্ট ক-এর অন্তর্ভুক্ত নিদর্শ ১ দ্রঃ)

(১) ৮ই ভাদ্র ১৩৯৬ সন ইং ২৫শে আগষ্ট, ১৯৮৯ শুক্রবার বাদী প্রতিবাদীকে ঋণ হিসাবে ২০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ ইং ২৩শে নভেম্বর ১৯৮৯ উক্ত টাকা পরিশোধ করার কথা ছিল।

(২) প্রতিবাদী ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ তারিখে ঐ টাকার মধ্যে মাত্র ৩০০ টাকা পরিশোধ করিয়াছেন, বাকী টাকা পরিশোধ করেন নাই।

(কোন তামাদি আইন হইতে বাদী অব্যহতি দাবি করিলে এইরূপ লিখিতে হইবে ঃ)

(৩) .... তাং হইতে .... তাং পর্যন্ত বাদী নাবালক (অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক) ছিলেন।

(৪) (কখন্ বিবাদ-কারণ [=বাদমূল, মামলার কারণ] উত্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক, এবং আদালতের যে ক্ষেত্রাধিকার আছে, তদ্বিষয়ক, তথ্যবলী)

(৫) ক্ষেত্রাধিকারেব প্রয়োজনে মকদ্দমাব বিষয়বস্তুর মূল্য .... টাকা, এবং কোর্ট ফি-র প্রয়োজনে .... টাকা।

(৬) .... তারিখ হইতে শতকরা বার্ষিক .... টাকা হারে হিসাব-কৃত সুদসহ বাদী সর্বমোট ..... টাকা দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ৯

প্রাপ্ত অর্থ

যে উদ্দেশ্যে টাকা প্রদান কবা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য সম্পাদিত না-হওয়ায় টাকা ফেবৎ পাইবার মকদ্দমা।

(১) বিগত ১২ই আশ্বিন ১৩৯৬ সন ইং ২৯শে সেপ্টেম্বার ১৯৮৯ বাদী প্রতিবাদীকে, যিনি মাদ্রাজ রও‹' হইতেছিলেন, মাদ্রাজ হইতে ৪ খানি তাঁত শাড়ি কিনিযা অনিবাব জন্য উহার মূল্যখাতে অগ্রিম ২৮০০ টাকা প্রদান করেন।

(২) পরদিবস অর্থাৎ ১৩ই আশ্বিন ১৩৯৬ তারিখে বাদী প্রতিবাদীকে মৌখিকভাবে উক্ত তাঁত বস্ত্র খরিদ করিতে নিষেধ করিলে প্রতিবাদী বলেন যে তিনি উহা খরিদ করিবেন না।

(৩) প্রতিবাদী অতঃপব উক্ত ২৮০০ টাকা অথবা তাহার কোন অংশ ফেরৎ দেন নাই।

নিদর্শ — ১০

সমপ্রকৃতির মকদ্দমার আরও একটি নিদর্শ

(১) বিগত ১০ই কার্তিক ১৩৯৬ সন (ইংরাজী ২৯শে অক্টোবার, ১৯৮৯) প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা সুদে বাদীর নিকট হইতে ২,৩০,০০০ টাকা কর্জ লয়েন এবং উক্ত ঋণের জন্য কলিকাতার আহিরীটোলা-স্থিত

একটি বাড়ি বন্ধক দিয়া একটি উপযুক্ত বন্ধক-দলিল সম্পাদন করিয়া দেন তাঁহার নিজের ও তাঁহার নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহিম-এর পক্ষে।

(২) উপরি-উক্ত বন্ধক সম্পাদিত হইবার পর প্রথম তিনবৎসরকাল প্রতিবাদী উক্ত ঋণের উপর নিয়মিত ভাবে সুদ প্রদনা করেন কিন্তু তাহার পর কোন সুদ বা আসল টাকার কোনও অংশ পরিশোধ করেন নাই।

(৩) উপরি-উক্তরূপ ঘটনার পর, বিগত .... তারিখে, বাদী, কথিত প্রতিবাদী ও তাঁহার অভিভাবকত্বের অধীন তাঁহার নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহিম-এর বিরুদ্ধে এই আদালতে একটি মকদ্দমা দায়ের করেন কথিত বন্ধক-দেওয়া বাড়ি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লবন্ধ টাকা হইতে আসল বন্ধকী টাকার, উহার সুদ-এর এবং খরচার প্রদানের জন্য এবং তাঁহার অনুকূলে আজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন।

(৪) .... তারিখে অনুচ্ছেদ ৩-এ উল্লেখিত আজ্ঞপ্তি-র নির্বাহে কথিত বাড়ি-টি নিলাম বিক্রীত হয় এবং উহা খরিদ করেন কিংশুক রায়চৌধুরী নামক জনৈক দারু-ব্যবসায়ী।

(৫) কথিত শ্রী কিংশুক রায়চৌধুরী কথিত বাড়ির দখল লয়েন এবং .... তারিখের বিক্রয় দলিল দ্বারা বাদীর নিকট উহা বিক্রয় করেন এবং ..... তারিখে বাদী উক্ত বাড়ি-র দখল লয়েন।

(৬) .... তারিখে অথবা উহার সন্নিকটবর্তী কোন একটি তারিখে উপরি-উক্ত শ্রী আব্দুর রহিম তাঁহার নিকটতম বন্ধু তাঁহার পিতার মাধ্যমে বাদীর বিরুদ্ধে এই আদালতে একটি মকদ্দমা দায়ের করেন (.......... খ্রীষ্টাব্দের ... . নং মকদ্দমা) কথিত বাড়ীর বিক্রয় বাতিল করিয়া দিবার জন্য এবং এই মর্মে একটি ঘোষণাব যে জন্য তিনি .... তারিখের বন্ধক দ্বারা আবদ্ধ নহেন। এই আদালত উক্ত মকদ্দমা বাতিল করিয়া দিলেও আপিলে মহামান্য হাইকোর্ট .... তারিখে উক্ত আপিলেব অনুকূলে আজ্ঞপ্তি প্রদান করেন এই কারণে যে প্রতিবাদীর কথিত বাড়ি বন্ধক দিবার কোন প্রাধিকার ছিল না বা উক্ত বন্ধকভিত্তিক মকদ্দমায় কথিত নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতা বা প্রাধিকার তাঁহার ছিল না।

(৭) কথিত শ্রী আব্দুর রহিম মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত আজ্ঞপ্তির নির্বাহে .... তাবিখে বাদীকে উক্ত বাড়ির দখলচ্যুত করেন।

(৮) বাদী এক্ষণে প্রতিবাদীকে প্রদত্ত উক্ত ২,৩০,০০০ টাকা ও তৎসহ অনুচ্ছেদ-১'এ উল্লেখিত হারে সুদ দাবি করিতেছেন এই কারণে যে, যে কারণে উক্ত টাকা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা অসফল হইয়াছে .... তারিখে, যে-দিন মহামান্য হাইকোর্ট কথিত বন্ধক বাতিল করিয়া দেন এবং ঐ-বিষয়ে আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হয় এবং উক্ত আজ্ঞপ্তির নির্বাহে বিক্রয় সম্পাদিত হয়।

বাদী দাবি কবিতেছেন ঃ

[১] আসল ২,৩০,০০০ টাকা এবং প্রতিবাদীর সুদপ্রদান বন্ধ করার তারিখ হইতে বাদী কর্তৃক কথিত বাড়ীর দখল লওযার সময় অবধি কালখণ্ড-র জন্য সুদ।

[২] মকদ্দমার তারিখ হইতে সুদ।

নিদর্শ — ১১

ভ্রান্তিবশতঃ প্রদত্ত টাকার জন্য মকদ্দমা

(১) বাদী ও জনৈক শবদিন্দুশেখর বায় বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ ইং ২০শে নভেম্বব ১৯৮৯ তারিখে যৌথভাবে একটি খত সম্পাদন করতঃ প্রতিবাদীর নিকট হইতে কর্জস্বরূপ ৫০০০ টাকা লয়েন।

(২) বিগত ৮ই ফাল্গুন ১৩৯৬ সন ইং ২১শে ফেব্রুযারী, ১৯৯০, কথিত শ্রী শরদিন্দুশেখর রায উক্ত ঋণের সম্পূর্ণ পরিশোধে প্রতিবাদীকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

(৩) শ্রী শবদিন্দুশেখব বায যে কথিত ঋণেব ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন তাহা জানা না থাকায ঐ টাকা পবিশোধযোগ্য আছে এই বিশ্বাসে বাদী বিগত ১১ই ফাল্গুন ১৩৯৬ ইং ২৪শে ফেব্রুযাবী, ১৯৯০ প্রতিবাদীকে ৫০০০ টাকা প্রদান কবেন।

(৪) বিগত ১৩ই ফাল্গুন ১৩৯৬ সন ইং ২৬শে ফেব্রুয়াবী, ১৯৯০, বাদী জানিতে পাবেন যে শ্রী শবদিন্দুশেখব বায় পূর্বেই উক্ত ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিযা দিয়াছেন।

বাদী মকদ্দমার তাবিখ হইতে প্রদানেব তারিখ পর্যন্ত সময়েব সুদসহ ৫০০০ টাকার প্রত্যর্পণ দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ১২

প্রতারণাদ্বারা গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণের জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ সন ইং ১৬ই মে, ১৯৮৯ প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভূমিখণ্ডগুলিতে তাঁহাব অধিকাব দাযবদ্ধ কবিযা একটি খত সম্পাদন কবিযা দিলে উহাব ভিত্তিতে বাদী তাঁহাকে ৩৮০০০ টাকা ঋণ দেন।

(ভূমিখণ্ডসমূহের অনুপুঙ্খ বিবরণ)

(২) উপবি-উক্ত ঋণ প্রদানে এবং কথিত ভূমিখণ্ড সমূহেব জামিন যথেষ্ট বলিযা স্বীকাব করিযা লইতে বাদীকে প্ররোচিত কবাব জন্য প্রতিবাদী বাদীকে মৌখিক ভাবে জানান, যে তিনিই কথিত ভূমিখণ্ডসমূহেব মালিক।

(৩) প্রতবাদীর ঐরূপ বর্ণনা যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এবং প্রকৃত তথ্য না জানিয়া বাদী কথিতরূপ প্ররোচনার প্রভাবে প্রতিবাদীকে উপরি-উক্ত জামিনের ভিত্তিতে উক্ত ঋণ প্রদান করেন।

(৪) অতঃপর বিগত ৮ই ভাদ্র ১৩৯৬ ইং ২৫শে অগাষ্ট ১৯৮৯ বাদী জানিতে পারেন যে এবং ইহাই প্রকৃত তথ্য যে কথিত বর্ণনা ছিল ভিত্তিহীন ও সর্বৈব মিথ্যা, এবং যে, প্রতিবাদী যে ভূমিখণ্ড দায়বদ্ধ করিয়াছেন তিনি আদৌ তাহার মালিক নহেন, ঐ ভূমিখণ্ডগুলি তিনি একজন অনুজ্ঞাধারী (Licencee) মাত্র।

(৫) প্রতিবাদী কথিতরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন প্রতারণামূলকভাবে, এবং ঐরূপ বর্ণনা করিবার সময় তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে তিনি যে বর্ণনা করিতেছিলেন তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

বাদী মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রত্যর্পণের তারিখ অবধি কালখণ্ডের সুদসহ উক্ত ৩৮০০০ টাকার প্রত্যর্পণ দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ১৩

প্রতিবাদীর অনুকূলে তাঁহার (প্রতিবাদীর) অনুরোধে প্রদত্ত টাকার জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ৮ই ভাদ্র ১৩৯৬ সন ইং ২৫শে অগাষ্ট, ১৯৮৯ প্রতিবাদীর মৌখিক অনুরোধের ভিত্তিতে বাদী বিগত ১১ই ভাদ্র, ১৩৯৬, ইং ২৮শে অগাষ্ট, ১৯৮৯ জনৈকা অনসূয়া দত্ত-কে ৩৫০০ টাকা প্রদান করেন।

(২) কথিতরূপ অনুরোধ করিবার সময় প্রতিবাদী, প্রদানের তারিখ হইতে শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা হারে সুদ-প্রদানের অঙ্গীকারে বাদীকে প্রদানের তারিখ হইতে ছয়মাসের মধ্যে উক্ত টাকা ফেরত দিবার প্রতিশ্রুতি দেন ও দায় গ্রহণ করেন।

(৩) প্রতিবাদী উক্ত টাকা বা তাহার কোন অংশ প্রদান করেন নাই।

বাদী উক্ত ৩,৫০০ টাকার, উহার সুদরূপে উদ্ভূত অর্থ-র এবং মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত কালখণ্ডের জন্য সুদের অর্পণ দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ১৪

বাদী কর্তৃক প্রদত্ত, প্রতিবাদী কর্তৃক দেয় টাকার জন্য মকদ্দমা (ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৬৯ ধারা)

(১) অত্র আদালত কর্তৃক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত ১৯৮৮-এর ১২০৭নং আজ্ঞপ্তি'র নির্বাহে আজ্ঞপ্তিধারী শ্রী সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৯

(২২শে পৌষ, ১৩৯৫ সন) বাদীর বর্ধমান জিলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত সমুদ্রগড় গ্রামের বাড়ি ক্রোক করেন।

(২) বিগত ১২ই জানুয়ারী ১৯৮৯ (২৮শে পৌষ, ১৩৯৫ সন) বাদী, তাঁহার বাড়ি মুক্ত করিবার জন্য প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য আজ্ঞপ্তির টাকার জন্য উক্ত শ্রী সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকূলে আদালতে ১১,৭৭৮ টাকা জমা দেন।

মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ সহ বাদী ১১,৭৭৯ টাকা দাবি করিতেছেন।

টীকা

টাকা আদায়-করা সংক্রান্ত মকদ্দমা

কোনও খত বা অন্যবিধ চুক্তির প্রতিভূতিতে কোন টাকা দেওয়া হইয়া থাকিলে উক্ত টাকা আদায়ের জন্য যদি মকদ্দমা করিতে হয় তাহা হইলে ঐ মকদ্দমা করিতে হইবে ঐ খত বা চুক্তি-র ভিত্তিতে। অন্যথায় ঐ মকদ্দমা হইবে ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ আদায়ের জন্য মকদ্দমা এবং আর্জিতে উক্ত কর্জদানের ঘটনা কি কি শর্তাধীনে উক্ত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল অবশ্যই তাহা অভিকথিত থাকিবে। ঋণদানেব তিন বৎসরকালের মধ্যে উক্ত মকদ্দমা আনীত হইলে পরিশোধের ব্যক্ত প্রতিশ্রুতির কথা বাদপথে না উল্লেখ করিলেও চলে কারণ ঋণদানের অনুরোধের মধ্যে তাহা বিবক্ষিত আছে [*প্রথম* ব. *দ্বারকা,* 23 C 821]। বাদী যদি উক্ত ঋণসম্বন্ধীয় একটি স্মারকপত্র রক্ষা করিয়া থাকেন কিংবা যদি তাঁহার হিসাবের বহিসমূহে তাহা লিখিয়া রাখিয়া থাকেন তবে আর্জিতে তাহা অভিকথিত হওয়া অনাবশ্যক, কারণ তাহা কেবল ঐ ঋণসম্বন্ধীয় সাক্ষ্য মাত্র, আর্জিতে যাহা উল্লেখ করিতে হয় না। কখনও কখনও বাদীর খাতায় প্রতিবাদীর নিজহস্তলিখিত প্রাপ্তিস্বীকৃতি থাকিতে পারে কিন্তু আর্জিতে অভিকথিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই, কারণ উহা সাক্ষ্যমাত্র। মকদ্দমার বিচার চলিতে থাকার সময় উহা নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যরূপে পরিগৃহীত হইবে। প্রসঙ্গত সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে স্বীকৃতির সহিত প্রতিশ্রুতি যুক্ত থাকিলে নিঃসন্দেহে উহাই হইতে পারে মকদ্দমার ভিত্তি এবং ঐরূপ পরিস্থিতিতে অবশ্যই উহা আর্জি বা বাদপত্রে উল্লেখ্য হইবে।

তামাদি ঃ আইনদ্বারা নির্দিষ্ট-কৃত তামাদি কাল হইল ঋণ প্রদানের তারিখ হইতে তিন বৎসর। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পরিশোধ্য হইলে পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ হইতে তামাদিকাল গণনা করিতে হয়। কোন অঙ্গীকার পত্রে যদি এইরূপ লিখিত হয় যে খাতক তিনবৎসে ' মধ্যে পরিশোধ করিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট খাতক যদি ঐরূপ করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে পরিশোধের জন্য প্রদত্ত

সময় অতিক্রান্ত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে মকদ্দমা আনীত হইলে তাহা তামাদি দোষদুষ্ট হইবে না [*সাহাজাদি বেগম সাহেবা* ব. *গিরিধারীলাল সাঙ্ঘী*, AIR 1976 AP 273]। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঋণের টাকা যদি চেকে দেওয়া হয় তাহা হইলে চেকের টাকা প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে তিনবৎসর কাল গণনা করিতে হইবে।

প্রতিরক্ষণ ঃ প্রতিবাদী দেখাইতে পারেন যে ঋণের টাকা আদায়যোগ্য (recoverable) নহে কারণ উক্ত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল নীতিবিগর্হিত বা বে-আইনী উদ্দেশ্যে; ঋণ স্বীকৃত হইলে ঋণের শর্তাবলী বিষয়ে বিবাদ উত্থাপিত হইতে পারে।

যেখানে বাদী প্রতিবাদীর ব্যক্ত বা বিবক্ষিত অনুরোধে বা প্রাধিকারে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে টাকা দিয়াছেন উক্ত টাকা পরিশোধের ব্যক্ত বা বিবক্ষিত প্রতিশ্রুতিতে বা অঙ্গীকারে, সেখানে বাদী উহা আদায় করার জন্য মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। এখানে দায়িতা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত এবং যে সম্পত্তি সম্পর্কে টাকা দেওয়া হয় সেই সম্পত্তির উপর কোন অধিভাব (Charge) সৃষ্ট হয় না [*মুনি* ব. *ত্রিলোকী*, AIR 1932 All 322]। এই সূত্রে ভারতীয় চুক্তি আইন-এর ৬৯ ও ৭০ ধারাদ্বয় দেখা যাইতে পারে। এখানে প্রদানের বিবক্ষিত প্রাধিকাবের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত আছে।

যেখানে কোন টাকা প্রদান করার দায় প্রতিবাদীর, সেখানে বাধ্য হইয়া বাদী ঐ টাকা প্রদান করিলে অথবা বিধিসম্মত ভাবে বাধ্য হইয়া ঐরূপ করিলে অথবা স্বার্থযুক্ত হইয়া ঐরূপ করিলে বাদী উহার জন্য প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টিকে স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে যদি প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত আজ্ঞপ্তির নির্বাহে বাদীর সম্পত্তি ক্রোক করা হয় এবং বাদী যদি আজ্ঞপ্তির টাকা দিয়া দেন তাহা হইলে পরে তিনি উহা প্রতিবাদীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন। অনুরূপভাবে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত আজ্ঞপ্তির নির্বাহে বিক্রয় হইতে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য ন্যায়প্রণালী সংহিতার আদেশ ২১, নিয়ম ৮৯ অনুসারে তাঁহাকে যাহা দিতে হয় তাহা তিনি আদায় করিয়া লইতে পারেন [*আপ্পারাও* ব. *বেঙ্কট* AIR 1941 Mad 635 দ্রঃ] পুনশ্চ, যেখানে কোন বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির রাজস্ব প্রদান করেন, কিংবা, কোন হিন্দু বিধবা তাঁহার স্বামীর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াসংক্রান্ত কার্যের ব্যয়ভার বহন করেন, কিংবা, কোন সাব-লেসী লীজদাতার প্রদেয় খাজনা প্রদান করেন, কিংবা কোন বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে প্রদত্ত খাজনাসম্বন্ধীয় আজ্ঞপ্তি (rent decree) অনুসারে প্রদেয় টাকা প্রদান করেন, সেখানে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন, অন্যবিধ প্রতিকার পাইবার ন্যায়ানুগ অধিকার তাঁহার থাকিলেও (যেমন, বন্ধকের টাকার সহিত আরও ঐ টাকা যোগ করা)। এক্ষণে ভিন্নপ্রকার একটি

পরিস্থিতির কথা আলোচনা করা যাউক। বাদী যদি উক্ত টাকা প্রদান করিতে স্বার্থসম্পন্ন না-হইয়া থাকেন কিংবা বাদী যদি উক্ত টাকা প্রদান করিতে বাধ্য না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনরূপ টাকাপ্রদান হইবে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বেচ্ছাক্রিয় বা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এরূপ কোন টাকা প্রদান করা হইলে ঐ টাকা আদায় করা যাইবে না। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাদীর একটি 'বর্তমান স্বার্থ' থাকিতে হইবে. 'প্রতীক্ষিত স্বার্থ' নহে [*নন্দকিশোর* ব. *পারাউ*, 2 Pat LJ 676]। তবে বৈধিক মালিকানা স্বার্থ (proprietory interest) না থাকিলেও চলে। মকদ্দমা আনয়নের পূর্বে টাকা প্রকৃত অর্থেই প্রদত্ত হইয়া থাকিতে হইবে এবং একটি প্রতিশ্রুতি থাকিতে হইবে। কোনও একটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি স্বার্থসম্পন্ন না হইয়া থাকেন কিংবা টাকা দিতে বাধ্য না হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি প্রদত্ত ঐ টাকা আদায় করিতে পারেন যদি তিনি প্রতিবাদীর জন্য আইনসম্মত ভাবে উহা দিয়া থাকেন এবং প্রতিবাদী যদি ঐরূপ প্রদানের সুফল ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু টাকা যদি আইনসম্মতভাবে না-দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি উহা দেওয়া হইয়া থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সেখানে যদি কোন বৈধিক বাধ্যবাধকতা না থাকিয়া থাকে কিংবা যদি, যাঁহার অনুকূলে ঐ টাকা দেওয়া হয় তাঁহার আপত্তি সত্ত্বেও ঐরূপ দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা আদায় করা যাইবে না [*রাধাকৃষ্ণ* ব. *সেক্রেটারী অব স্টেট্*, AIR 1936 Mad 930]। যেখানে টাকা প্রদান করিতে প্রতিবাদী বাধ্য নহেন সেখানে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা আনীত হইতে পারে না। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে সতর্কতার সহিত মনে রাখিতে হইবে। প্রতিবাদী যে সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই তথ্য-ই যথেষ্ট নহে, যদি দেখা যায় যে পারিপার্শ্বিকতা এইরূপ ছিল যে, ঐরূপ সুবিধার গ্রহণ বা বর্জন — ইহার যে-কোনটিকে বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল না। প্রতিবাদীর জন্য প্রদত্ত টাকার আদায়ের জন্য আনীত মকদ্দমায় বাদীকে অভিযোগে বলিতে হইবে যে (ক) তিনি (বাদী) টাকা দিয়াছিলেন, (খ) প্রতিবাদী টাকা দিতে, ব্যক্তভাবে বা বিবক্ষিতভাবে, অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং (গ) প্রতিবাদী ঐ টাকা পরিশোধ করার জন্য. ব্যক্তভাবে বা বিবক্ষিতভাবে. প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বিবক্ষিত অনুরোধ বা প্রতিশ্রুতির কথা বলা হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য উল্লেখ করিতে হইবে; অর্থাৎ দেখাইতে হইবে যে. (ক) বাদী ঐ টাকার প্রদানে স্বার্থসম্পন্ন ছিলেন বা ঐ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে আইনসম্মতভাবে কার্য করিয়াছেন এবং (খ) প্রতিবাদী ঐ টাকা প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন অথবা তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উহার সুবিধা ভোগ করিয়াছেন।

তামাদি : টাকা প্রদানের সময় হইতে তিন বৎসরকাল।

প্রতিরক্ষণ : প্রতিবাদী তাঁহার জবাবে বলিতে পারেন যে, ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অথবা তিনি ঐ টাকা দিতে বাধ্য ছিলেন না বা ঐ টাকা প্রদানের দ্বারা তিনি সুবিধাপ্রাপ্ত হন নাই অথবা তিনি ঐ টাকা প্রদান করিতে অনুরোধ

করেন নাই বা ঐ প্রদান তিনি সমর্থন করেন নাই, চুক্তি আইনের ৭০ ধারার অধীন মকদ্দমায় তিনি বলিতে পারেন যে ঐ টাকা তাঁহার পক্ষে আইনসম্মতভাবে প্রদত্ত হয় নাই অথবা বাদী ঐ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাঁহার নিজেরই স্বার্থে প্রতিবাদী উহাদ্বারা কোন প্রকারে সুবিধাপ্রাপ্ত হন নাই, অথবা প্রতিবাদীর ঐ সুবিধা স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না এবং ঐভাবে ঐ সুবিধা বলপূর্বক তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

টাকার জন্য মকদ্দমা, যখন উহা এরূপ একটি প্রতিমূল্যে দেওয়া হইয়াছিল যাহা অ-সফল বা ব্যর্থ হইয়াছে (Suit for money when it was paid for a consideration which has failed) ঃ নিম্নলিখিত ভিত্তিসমূহের মকদ্দমাগুলি এই শ্রেণীর মকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত ঃ বাদীর পক্ষে প্রতিবাদী কর্তৃক প্রাপ্ত টাকা, এরূপ বিবেচনায় প্রদত্ত টাকা যাহা অসফল বা ব্যর্থ হইয়াছে, তথ্য-র ভুলে প্রদত্ত টাকা, বলপ্রয়োগের কারণে প্রদত্ত টাকা, প্রতারণাদ্বারা আদায়-করা টাকা অবৈধ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত টাকা যাহা সিদ্ধ হয় নাই, বাদীর নিকট হইতে প্রতিবাদীর চুরি করা টাকা বা কোন রেলওয়ে কোম্পানী কর্তৃক দাবি-কৃত অত্যধিক মূল্য (ওভারচার্জ)। বাদীকে অবশ্যই আর্জি-তে পরিষ্কারভাবে সেই সকল তথ্য উল্লেখ করিতে হইবে যাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়াছিল নিজ ব্যবহারের জন্য। প্রতারণা দ্বারা টাকা লওয়া হইলে বাদী প্রতারণার কারণে ঐ টাকা আদায় করিতে পারেন। যেখানে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর (১৮৮২-এর ৪ আইনের) ৫৩ ধারার (প্রতারণামূলক হস্তান্তর) অধীনে কোন হস্তান্তর বাতিল করা হয়, সেখানে হস্তান্তরগ্রহীতা হস্তান্তরকারীর নিকট হইতে প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন [AIR 1936 Nag 268]। নিলামে সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য নিলাম-ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ আদায়ের জন্য আজ্ঞপ্তিধারীর বিরুদ্ধে উক্ত নিলাম-ক্রেতাকর্তৃক আনীত মকদ্দমা পালনযোগ্য নহে [AIR 1982 Bom 30]। কোন চুক্তি ব্যর্থ (frustrated) হইলে যে পক্ষ ঐ চুক্তির দ্বারা সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই পক্ষ উহা ফেরত দিতে বাধ্য (ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৬৫ ধারা দ্রঃ)।

তামাদি ঃ টাকা প্রাপ্ত হইবার সময় হইতে তিন বৎসর। প্রতিমূল্য ব্যর্থ হওয়ার কারণে টাকার প্রত্যর্পণ দাবি করা হইলে, প্রতিমূল্য ব্যর্থ হওয়ার তারিখ হইতে তিন বৎসর।

ভুলবশতঃ প্রদত্ত টাকার জন্য মকদ্দমা ঃ ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৭২ ধারার অধীনে তথ্যসংক্রান্ত ভুলের দরুন টাকা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা আদায় করা যায়, যদি ঐ ভুল-টি কৃত হইয়া থাকে চুক্তিটির বা সংশ্লিষ্ট লেনদেনের অন্তর্নিহিত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কিংবা মৌলিক বা বুনিয়াদী [AIR 1934 PC 171]।

পুনশ্চ, আইনসম্বন্ধীয় ভ্রান্তিহেতু যে টাকা প্রদত্ত হয় তাহা ফেরৎযোগ্য। কিন্তু উহা ফেরতযোগ্য হইবে না যদি উভয়পক্ষের আইনসম্বন্ধীয় ভ্রান্তির দ্বারা চুক্তিটি গঠিত হইয়া থাকে এবং ঐ চুক্তির অধীনে টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে, কারণ, ঐ চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য (voidable) নহে এবং এইরূপ বলা যায় না যে আইনসম্বন্ধীয় ভুলের জন্য ঐ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভুল-টি অবশ্যই হইতে হইবে প্রদানকারী ও প্রাপকের মধ্যে, কোন সমান্তরাল (collateral) বিষয় সম্পর্কে ভুল হইলে চলিবে না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতে পারে। তহবিল আছে এই মিথ্যা বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কোন ব্যাঙ্ক চেক ভাঙাইয়া দিলে ঐ টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রাপকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারে না [AIR 1926 Rang 14]।

আর্জিতে ভুল বিশদ ও সুস্পষ্টরূপে অভিকথিত হওয়া আবশ্যক।

তামাদি ঃ ১৯৬৩-এর তামাদি আইন মতে বাদী যে দিনে ভুল জানিতে পারেন সেই দিন হইতে তিনবৎসরকাল।

প্রতিকার ঃ প্রতিরক্ষণে বলা যাইতে পারে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সুদীর্ঘকালমধ্যে প্রতিবাদীর অবস্থিতি পরিবর্তিত হইয়াছে; এবং বাদী তাঁহার আচরণদ্বারা পক্ষগণের তাঁহাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব করিয়া দিয়াছেন [AIR 1926 Bom [illegible]]।

সাংনপত্র বাতিলকরণ

(Cancellation of instrument)

নিদর্শ — ১৫

নাবালক কর্তৃক নির্বাহিত বিক্রয়দলিল বাতিল করার জন্য মামলা

(১) বাদীর জন্ম হইয়াছিল ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, সুতরাং ১৯৯০-এর ৩রা এপ্রিল বাদী নাবালক ছিলেন।

(২) ১৯৯০ এর ৩রা এপ্রিল প্রতিবাদী বাদীর নবদ্বীপধাম সন্নিটস্থ বর্ধমান জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামে-স্থিত দুই বিঘা জমির উপর সৃষ্ট আমবাগানের মূল্যস্বরূপ ৬ মাসকালের মধ্যে মোট একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উক্ত প্রতিশ্রুতি-র ভিত্তিতে বাদী একটি বিক্রয় দলিল নির্বাহ করিয়া দিলে ১৯৯০-এর ১১ই এপ্রিল প্রতিবাদী প্রয়োজনীয় নামান্তরকরণ [= নামজারিকরণ, দাখিলখারিজ, মিউটেশন] -এর জন্য আবেদনপত্র জমা দেন।

(৩) বাদীর মনে এই সন্দেহ জাগরিত হইয়াছে যে প্রতিবাদী তাঁহার প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন না এবং চতুরতার দ্বারা তিনি কথিত আমবাগান-টি, স্বীয় অধিকারে আনিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বাদী দাবী করিতেছেন যে উক্ত বিক্রয়দলিলখানিকে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হউক ও উহা বাতিল ও নিষ্ফল বলিয়া বিঘোষিত হউক।

প্রভার (Charge)

নিদর্শ — ১৬

প্রভার বলবৎকরণের জন্য মকদ্দমা (Suit for enforcement of a charge)

(১) প্রতিবাদী [= প্রত্যর্থী] এবং পলাশ বসুরায় বাদী শ্রীমতী বিশাখা বসুরায়ের পুত্র হইতেছেন।

(২) বিগত ১৬ই বৈশাখ, ১৩৯৭ ইং ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯০ একটি ঘরোয়া ভাগ-দলিল [= বাটোয়ারা দলিল] (partition deed) দ্বারা বাদীর স্বামী কর্তৃক ত্যক্ত পুরা সম্পত্তি প্রতিবাদী ও পলাশ বসুরায়ের মধ্যে সমবণ্টন করা হয়। উক্ত দলিল সম্পাদনে বাদী, প্রতিবাদী ও পলাশ বসুরায় পক্ষ ছিলেন।

(৩) ঐরূপ বণ্টনকর্ম সম্পাদনকালে প্রতিবাদী ও কথিত পলাশ বসুরায় এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েন যে তাঁহারা প্রত্যেকে বাদী যতকাল জীবিত থাকিবেন ততকাল তাঁহাকে মাসিক ১০০০৲ একহাজার টাকা হিসাবে বৃত্তি [= ভাতা, অধিদেয়] (allowance) দিবেন। এবং তাঁহারা আরও এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েন যে কথিত মাসিক বৃত্তির টাকা প্রতিবাদী ও শ্রী পলাশ বসুরায়-এর অনুকূলে আবণ্টিত অংশের উপর প্রভাব হইবে।

(৪) কথিতরূপ ভাগ-দলিল সম্পাদিত হইবার পর প্রতিবাদী, তাঁহাকে কথিত সম্পত্তির যে ভাগ দেওয়া হইয়াছে এবং যে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ অত্র বাদপত্রের শেষাংশে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, নির্বিবাদে ও শান্তিতে তাহা ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

(৫) কথিত সম্পত্তি উপরি-উক্তরূপে আবণ্টিত হইবার পর প্রতিবাদী মাসিক বৃত্তি হিসাবে তাঁহার প্রদেয় ১০০০ (এক হাজার টাকা) বা তাহার কোন অংশ অদ্যাবধি প্রদান করেন নাই।

বাদী দাবি করিতেছেন —

(ক) আসল খাতে .... টাকার প্রদান,

(খ) ভাগ-দলিলের তারিখ হইতে সুদ অধিনিয়ম অনুসারে শতকরা বার্ষিক .... টাকা হারে সুদ বাবদ .... টাকার প্রদান, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে .... *টাকার প্রদান, এবং খেলাপ হইলে অত্র বাদপত্রের নিম্নদেশে বিশদরূপে বর্ণিত সম্পত্তির বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বাদীর প্রাপ্য অর্থ প্রদান।*

খত বা তমসুক (Bond)

নিদর্শ — ১৭

প্রতিভূ-পত্র [= জামিন দলিল, (সিকিউরিটি বন্ড) ভিত্তিক মকদ্দমা]

(১) বিগত ১৬ই বৈশাখ ১৩৯৭ ইংরাজী ৩০শে এপ্রিল ১৯৯০ তারিখে বাদী জনৈক শ্রী আকাশ মণ্ডল-কে ভাড়া আদায় করার কার্যে তাঁহার অধীনে নিয়োগ করেন।

(২) প্রতিদানে প্রতিবাদী একই তারিখের একটি বণ্ড দিয়া বাদীর সহিত এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে তিনি যদি পরম সততার, নিশ্ছিদ্র বিশ্বস্ততার, ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন না করেন বা করিতে অপারগ হন অথবা বাদীর পক্ষে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে যে সকল টাকাপয়সা আদায় করিবেন তাহার নির্ভুল হিসাব দিতে বা সংগৃহীত টাকা বাদীকে দিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে প্রতিবাদী বাদীকে, প্রতিবাদীর ঐরূপ খেলাপের দরুন বাদীর যে ক্ষয়ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিয়া দিবেন তবে উহার পরিমাণ ২০,০০০ (কুড়ি হাজার টাকা)-র অধিক হইবে না এবং উক্ত টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে সুদ ধার্য হইতে পারিবে।

(৩) কথিত শ্রী আকাশ মণ্ডল বাদীব অধীনে চাকুরীরত থাকাকালে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত ও নিশ্ছিদ্র আন্তরিকতার সহিত তাঁহার কর্তব্য পালন করেন নাই, বিভিন্ন পক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার যথাযথ হিসাব প্রদান করেন নাই বা গৃহীত অর্থ বাদীকে যথাকালে দেন নাই।

(৪) .... হইতে তারিখের মধ্যে কথিত শ্রী আকাশ মণ্ডল বাদীর-পক্ষে তাঁহার ভাড়াটিয়াগণের নিকট হইতে ভাড়াবাবদ সর্বমোট ৭,৭০০ (সাত হাজার সাতশত টাকা) মাত্র আদায় করেন কিন্তু তিনি ঐ কালখণ্ড মধ্যে আদায়-করা টাকার কোন হিসাব বাদীকে প্রদান করেন নাই কিংবা উক্ত টাকা বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন নাই।

বাদী আসল ৭,৭০০ সুদবাবদ .... টাকা এবং মকদ্দমা দায়ের করার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদের জন্য আজ্ঞপ্তি [= ডিক্রী] দাবি করিতেছেন।

অংশরূপে প্রদানে (Contribution)

নিদর্শ — ১৮

সহবন্ধকদাতাদের মধ্যে অংশরূপে অর্থপ্রদানার্থ মকদ্দমা (Suit for contribution between co-mortgagors)

(১) জনৈক অনির্বাণ ঘোষ নদীয়া জেলার চাকদহের ৭৭ ও ৭৮নং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সরণীর দুইটি ইষ্টকনির্মিত ত্রিতল অট্টালিকার মালিক ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার মালিকানাধীন ৭৮নং বাড়ি-টি ১৬ই বৈশাখ, ১৩৯৭-এর (ইংরাজী ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯০-এর), তমসুক দ্বারা জনৈক বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের নিকট দায়বদ্ধ করেন।

(২) পরবর্তীকালে, ১০ই পৌষ, ১৩৯৭ (ইংরাজী ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৯০) আরও একটি তমসুক সম্পাদন করিয়া কথিত অনির্বাণ ঘোষ তাঁহার ৭৭ ও ৭৮ পৌর-সংখ্যাযুক্ত বাড়ি দুইটি জনৈক শ্রী নইমুল্লা আজমির নিকট দায়বদ্ধ করেন।

(৩) বিগত ১৯শে পৌষ ১৩৯৭ (ইংরাজী ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯১) কথিত অনির্বাণ ঘোষ উক্ত ৭৮নং বাড়ি-টি দায়মোচন ন্যায় (equity of redemption)-মতে বাদীর অনুকূলে প্রতিদান প্রাপ্তিহেতু একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন [= নির্বাহ] করিয়া দেন।

(৪) বিগত .... তারিখে, প্রতিবাদী, কথিত অনির্বাণ ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে সরল অর্থ আজ্ঞপ্তি-র (simple money decree-র) নির্বাহে ৭৭নং বাড়িটিতে স্থিত দায়মোচন ন্যায় (equity of redemption) খরিদ করিয়া লয়েন।

(৫) ৭৭নং ও ৭৮নং এই উভয় বাড়ি-র বন্ধকগ্রহীতা শ্রী নইমুল্লা আজমি, তাঁহার ১০ই পৌষ, ১৩৯৭-এ সম্পাদিত তমসুক বলে কথিত উভয় বাটী বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য .... তারিখে .... নং আজ্ঞপ্তি [= ডিক্রী] প্রাপ্ত হয়েন এবং উক্ত আজ্ঞপ্তির নির্বাহে ৭৮নং বাড়িটি ৩,৫০,০০০ তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় খরিদ করিয়া লয়েন। প্রকাশ থাকে যে তিনি ঐ টাকার জন্য আজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাদী, কথিত ৭৭নং বাড়ির উপর শ্রী নইমুল্লা আজমি-র কথিত বন্ধকী ঋণের যথাভাগ (reteable) প্রভাররূপী .... টাকা এবং মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত কালখণ্ডের জন্য তাহার সুদ, এবং খেলাপ হইলে ৭৭নং বাড়ির বিক্রয় দাবি করিতেছেন।

বিশদ বিবরণ (এখানে অনুপুঙ্খ বিবরণ বা পুরা হিসাব লিপিবদ্ধ করুন)

ভূ-বিক্রয় (Sale of land)

নিদর্শ — ১৯

বিক্রেতা প্রতারণা করার দরুণ ক্রেতা জমির দখল না-পাওয়ায় তদ্‌কর্তৃক মূল্য ফেরৎ পাইবার জন্য আনীত মকদ্দমা

(১) বিগত ২রা মাঘ, ১৩৯৬ইং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯০, প্রতিবাদী বাদীর অনুকূলে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিয়া একখণ্ড জমি তাঁহাকে হস্তান্তরিত

করেন এবং প্রতিদানে ১,৭০,০০০ (এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা) মাত্র বাদী তাঁহাকে নগদে প্রদান করেন এবং বাদী উক্ত সম্পত্তি দখল প্রাপ্ত হয়েন।

(২) জনৈক শ্রী দীপাঞ্জন দাস অত্র আদালত হইতে, ২৪শে পৌষ, ১৩৯৬ ইং ৯ই জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখে প্রতিবাদী কর্তৃক তাঁহার অনুকূলে নির্বাহিত বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে, বাদীর বিরুদ্ধে উক্ত ভূমিখণ্ড দখলের আজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন (.......... খ্রীষ্টাব্দের .... নং আজ্ঞপ্তি) এবং উক্ত আজ্ঞপ্তির নির্বাহে ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ ইং ১৩ই ডিসেম্বার, ১৯৯০ তারিখে কথিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেন।

(৩) দীপাঞ্জন দাস মহাশয়ের অনুকূলে যে একটি বিক্রয়দলিল পূর্বে করা হইযাছে, উক্ত ভূমিখণ্ড খরিদ করার সময় বাদী তাহা অবগত ছিলেন না, বাদীকে তাহা জানানো হয় নাই।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] ১,৭০,০০০ টাকার ফেরৎ প্রাপ্তি।

[২] ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ইং ১৩ই ডিসেম্বার, ১৯৯০ তারিখ হইতে মকদ্দমার তারিখ অবধি শতকরা মাসিক একটাকা হিসাবে খেসারত সুদ।

(৩) মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানেব তারিখ অবধি কালখণ্ডের সুদ।

আমানত (Deposit)

নিদর্শ — ২০

আমানতের টাকা আদায় করার জন্য মকদ্দমা

(Suit for recovery of deposit)

(১) প্রতিবাদী একটি 'অংশীদারী সংস্থা' বা পার্টনারশিপ ফার্ম এবং কোচবিহারে তাঁহাদের ব্যবসায়িক কারবার আছে।

(২) বিগত ২২শে মার্চ '৯৮৭ বাদী ১৫০০০ (পনের হাজার টাকা) মাত্র প্রতিবাদীর নিকট এই শর্তে আমানত রাখেন যে প্রতিবাদী চাহিবামাত্র ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দিবেন এবং ঐ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে সুদ দিবেন।

(৩) বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ তারিখে উক্ত টাকা স-সুদ ফেরৎ চাহিলে প্রতিবাদী উহা ফেরৎ দেন নাই বা উহার কোনও অংশও পরিশোধ করেন নাই।

(৪) বাদীকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন।

অকল্পিতপূর্ব এইরূপ পরিস্থিতিতে বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] আসল খাতে ১৫০০০ টাকা।

[২] মকদ্দমার তারিখ পর্যন্ত উক্ত টাকার যে সুদ হয় তাহা।

[৩] মকদ্দমার তারিখ হইতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি / খেসারতনামা (Indemnity)

নিদর্শ — ২১

ব্যক্ত ক্ষতি বহন প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক মকদ্দমা

(১) বিগত ২১শে মার্চ ১৯৮৬ প্রতিবাদী বাদীর নিকট মহানগর, কলিকাতা - ৭০০ ০৪৯-স্থিত দশ কাঠা জমির উপর নির্মিত একখানি দ্বিতল পাকাবাড়ি বিক্রয় করেন এবং বিক্রয়কালে বাদীকে জানান যে উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় অবস্থায় আছে; তিনি আরও জানান যে উক্ত সম্পত্তির উপর পূর্বে জনৈক শ্রী নীলাঞ্জন দাসের অনুকূলে যে দায় সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা খারিজ হইয়া গিয়াছে। উক্ত তারিখে প্রতিবাদী বাদীর অনুকূলে যা বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিয়া দেন তাহাতেও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে কথিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে; এবং ঘোষণা করেন যে ভবিষ্যাতে কেহ যদি উক্ত সম্পত্তি বিষয়ক কোন পূর্ববর্তী দায় দাবি করেন এবং বাদীকে যদি উক্ত দায় বা প্রভার সম্পর্কে কোন অর্থপ্রদান করিতে হয় তাহা হইলে ঐরূপে বাদীর যে অর্থক্ষতি হইবে তাহা প্রতিবাদী পূরণ করিয়া দিবেন।

(২) কথিত শ্রী নীলাঞ্জন দাস অত্র মহামান্য আদালতে তাঁহার দায়বন্ধন পত্র-র ভিত্তিতে একটি মকদ্দমা দায়ের করেন, এবং বিগত ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯০ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের আজ্ঞপ্তি [= ডিক্রি] প্রাপ্ত হন।

(৩) গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ তারিখে কথিত আজ্ঞপ্তি-হেতু বাদীকে, উক্ত শ্রী নীলাঞ্জন দাস-কে ১,৮০,০০০ টাকা প্রদান করিতে হয়।

(৪) বাদীর যে অর্থক্ষতি হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা পূরণ করিয়া দেন নাই।

বাদী ১,৮০,০০০ টাকা এবং তদুপরি মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ দাবি করিতেছেন।

বিবক্ষিত ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক মকদ্দমা

নিদর্শ — ২২

(১) বাদী অনিবার্য পরিস্থিতিতে ৩রা জানুয়ারী ১৯৯০ তারিখে নির্বাহিত একটি বিক্রয় দলিলদ্বারা উত্তর ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত পূর্বরেলওয়ের দুর্গানগর *রেলষ্টেশন সংলগ্ন তাঁহার বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের একটি দোকান বিক্রয় করিয়া*

দেন। এবং উহার মূল্য হইতে ৭৫০০ টাকা প্রতিবাদীর নিকট রাখিয়া দেন এবং উক্ত বিক্রয়দলিলদ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি উক্ত টাকা শ্রী দীপাঞ্জন সরকার-কে প্রদান করেন কারণ উক্ত টাকা একটি বন্ধকী খত-এর অধীনে আসল ও সুদ হিসাবে বাদীর নিকট হইতে উক্ত শ্রী দীপাঞ্জন সরকার মহাশয়ের প্রাপ্য ছিল, এবং এইরূপে যেন তিনি বাদীর পক্ষে উক্ত বন্ধক বিষয়ে দায়মুক্ত হন। প্রতিবাদী উক্ত শর্তে উক্ত বিক্রয়দলিল স্বীকার করিয়া লন এবং বাদী কর্তৃক বিক্রীত সম্পত্তির দখল লন।

(২) প্রতিবাদী উক্ত ৭৫০০ টাকা বা তাহার কোন অংশ পূর্ব কথিত শ্রী দীপাঞ্জন সরকার মহাশয়কে প্রদান করেন নাই।

(৩) বিগত ১০ই মে, ১৯৯০ তারিখে বাদী, প্রতিবাদীর ঠিকানায় একটি নিবন্ধিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে উক্ত ৭৫০০ কথিত শ্রী দীপাঞ্জন সরকার মহাশয়-কে দিয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত অনুরোধ অনুসারে কার্য করেন নাই।

(৪) পূর্বে উল্লেখিত বন্ধকী খত-এর ভিত্তিতে কথিত শ্রী দীপাঞ্জন সরকার মহাশয় আদালতে মকদ্দমা করিয়া আজ্ঞপ্তি [= ডিক্রী] পাইলে বাদী বিগত ১৫ই জুন, ১৯৯০ তারিখে উক্ত শ্রী দীপাঞ্জন সরকার মহাশয়কে, উক্ত আজ্ঞপ্তির অধীনে, মূল প্রাপ্য টাকা ও তৎসহ খরচা বাবদ সর্বমোট ১১,৯১৩ টাকা প্রদান করেন।

(৫) এইরূপে বাদীর যে অর্থক্ষতি হইয়াছে, প্রতিবাদী তাহা পূরণ করিয়া দেন নাই।

বাদী ১১,৯১৩ ও তৎসহ মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ দাবি করিতেছেন।

আসেধাজ্ঞা (Injunction)

নিদর্শ — ২৩

চুক্তি ভঙ্গ করা রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষেধক আসেধাজ্ঞা-র জন্য মকদ্দমা (Suit for prohibitory injunction with a view to restraining breach of contract)

(১) বাদী বিগত ১৩ই মার্চ ১৯৮৬ তাং উত্তর ২৪ পরগণা জিলার গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী উল্লাসপুর গ্রামের সপ্তদীঘি মৌজাভুক্ত ৪৭৭ ও ৫১৩ নং প্লট প্রতিবাদী-কে ৯ বৎসরের জন্য লিজ দেন এই শর্তে যে বাদী উক্ত ভূমিখণ্ডদ্বয় পুষ্পচাষের নিমিত্ত ব্যবহার করিবেন এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করিবেন না।

(২) প্রতিবাদী বিগত ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখ হইতে উক্ত প্লট দুইটি হইতে মাটি কাটিয়া স্থানীয় কুম্ভকার ও অন্যান্য মৃৎশিল্পীদের নিকট বিক্রয় করা আরম্ভ করিয়াছেন।

(৩) প্রতিবাদীর এইরূপ কার্যসম্পাদনে বাধা না দিলে তিনি উক্ত প্লটদ্বয় হইতে মাটি কাটিয়া বিক্রয় করার কার্য চালাইয়া যাইবেন এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গতভাবে করা যাইতে পারে।

বাদী, কথিত ৪৭৭ ও ৫১৩নং প্লট হইতে বা তাহার কোন অংশ হইতে মাটি কাটা হইতে প্রতিবাদী, তাঁহার ভৃত্য-কর্মচারী বা তাঁহার নিযুক্তকগণকে প্রতিরোধকর চিরস্থায়ী বা শাশ্বত আসেধাজ্ঞা দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ২৪

ডিক্রীজারি রোধ করিতে আসেধাজ্ঞার মকদ্দমা

(Suit for an injunction restraining execution of a decree)

১। বিবাদী এই বাদীর বিরুদ্ধে .... আদালতে .... সালের .... নং মানিসুট দায়ের করিয়াছিল .... টাকা আদায়ের জন্য।

২। অত্র বাদী উক্ত মামলায় যথারীতি হাজির হইয়া লিখিত জবাব দিয়াছিল।

৩। উক্ত টাকার মামলা মুলতুবি থাকা কালে বাদী ও বিবাদী চুক্তির দ্বারা শর্ত করে যে যদি বাদী মামলা হইতে অবসর গ্রহণ করে মামলায প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে বিবাদী উক্ত টাকার মামলা সংক্রান্ত ডিক্রী নির্বাহের জন্য বাদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না।

৪। বাদী উক্ত মামলা না চালাইয়া উহা হইতে অবসর লয়। এবং মামলায় বাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়।

৫। বিবাদী উক্ত চুক্তি ভংগ করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের জন্য .... সালের .... নং .... মামলা দায়ের করিয়াছে।

৬। এমতাবস্থায় উক্ত টাকা আদায়ের মামলা নং .... সাল .... অগ্রসর হইতে বিবাদীকে নিরস্ত করিতে আসেধাজ্ঞা জারি করা কর্তব্য।

এই বাদীর প্রার্থনা এই যে

উক্ত সালের .... টাকা আদায়ের নির্বাহী কেস নং .... সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নিরস্ত করিবার জন্য আসেধাজ্ঞা জারি করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ২৫

নির্বাচন স্থগিত রাখিতে আসেধাজ্ঞার মামলা
(Suit for injunction restraining an election)

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা ....

সম্পাদক .... বিদ্যালয় কমিটি

নিবাস .... থানা .... জেলা .... বাদী

বনাম

১। .... উচ্চবিদ্যালয় পক্ষে শ্রী .... পিতা .... সভাপতি .... বিদ্যালয় কমিটি স্কুলটি অবস্থিত থানার ... . অন্তর্গত .... স্থানে।

২। .... হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ

(i) to (xi) সদস্যদিগের নাম ও ঠিকানা

বিবাদী

আসেধাজ্ঞার জন্য মামলা; মূল্য .....

বাদীর বক্তব্য এই যে

১। জেলা .... থানা .... গ্রামে .... হাইস্কুল অবস্থিত। .... সালে গঠিত ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছিল এবং কার্যকরী সময়ে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ছিল।

২। বাদী এবং বিবাদী উক্ত ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ বর্তমানে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হইতেছেন। বিবাদীগণের মধ্যে ২(ii) নং বিবাদী উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং পদাধিকারবলে ম্যানেজিং কমিটিতে সহ সম্পাদক। তিনি এখন ছুটিতে আছেন।

৩। পশ্চিমবংগ সরকারের অধীন শিক্ষা দপ্তর যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছে বিদ্যালয়টি সেই নিয়মে পরিচালিত। পশ্চিমবংগ সেকেণ্ডারী এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৫০-এর অধীনে যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠিত হয়; উক্ত পর্ষদের নিয়মাবলী এবং নির্দেশ বিদ্যালয়কে মান্য করিতে হয়। পশ্চিমবংগ সরকার অধীন শিক্ষা দপ্তর .... প্রজ্ঞাপন তাং .... দ্বারা যে নিয়মাবলী প্রকাশ করেন এবং পশ্চিমবংগ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ উক্ত নিয়মাবলীর সংকারীরূপে যে সকল সারকুলার ইস্যু করেন তাহা একত্রে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পালিত হয়।

৪। বাদী উক্ত বিদ্যালয়ে একজন দাতা এবং ঐ সুবাদে তিনি উক্ত ম্যানেজিং *কমিটিতে স্বয়ংবলভাবে আজীবন সদস্য।*

৫। বিগত ইং .... তারিখে পশ্চিমবংগ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ .... নং বিধিদ্বারা ম্যানেজিং কমিটিকে উক্ত বিদ্যালয়ের নূতন ম্যানেজিং কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন করিতে নির্দেশ দান করেন।

৬। উক্ত সরকারী প্রজ্ঞাপন এবং পর্ষৎ সারকুলার এর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে প্রধান শিক্ষক দ্বারা ভোটার তালিকা এবং নির্বাচন সারণী প্রণয়নের উল্লেখ আছে।

৭। ঐ ভোটার তালিকা বিভিন্ন শ্রেণীর হইবে; দাতা, শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি। ভোটার তালিকার প্রতিপৃষ্ঠা সম্পাদক দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিত হইবে।

৮। এক নম্বর প্রতিবাদী এমন একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে যাহাতে সম্পাদকের প্রতিস্বাক্ষব নাই; ম্যানেজিং কমিটির সহিত আলোচনা করিয়া উক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত কবা হয় নাই; এবং উক্ত ভোটাব তালিকা বিদায়ী ম্যানেজিং কমিটি দ্বাবা অনুমোদিত হয় নাই।

৯। উক্ত ভোটার তালিকা সঠিকভাবে প্রণীত হয় নাই কারণ, দাতা হিসাবে বাদীর নাম উক্ত তালিকায় স্থান পায় নাই।

১০। প্রচলিত নিয়মানুসারে এই প্রকার নির্বাচন এমন ব্যক্তিব দ্বারা পবিচালিত হইবে যিনি কোনভাবে স্কুলের ম্যানেজমেনটের সংগে যুক্ত নন, নির্বাচনে প্রার্থী নন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ম্যানেজিং কমিটির সহিত আলোচনা করিয়া নির্বাচন আধিকারিক স্থির করিবেন যদি অবশ্য পর্ষৎ ভিন্ন প্রকার নির্দেশদান না করিয়া থাকেন। বাদী জানিতে পারিয়াছেন, নির্বাচন আধিকারিক নিয়োগের ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ মান্য করা হয় নাই। এবং .... নং বিবাদী উক্ত নির্বাচন আধিকারিকের ক্ষমতায় অপব্যবহার করিয়াছে এবং বেআইনীভাবে নির্বাচন পরিচালনা করিয়াছে।

১১। .... নং বিবাদী ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা অন্যায়ভাবে অপব্যবহার করিয়াছে এবং ইং .... তারিখে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন করিবার আজ্ঞপ্তি জারি করে এবং ঐ মর্মে নির্বাচন সারণী প্রকাশ করে। উক্ত বিবাদীকে ম্যানেজিং কমিটি কোন প্রকার ক্ষমতা প্রদান করে নাই নির্বাচনের নোটিশ প্রদান করিতে। ক্ষমতাবহির্ভূত উক্ত নোটিশ বলে নির্বাচন অবৈধ এবং উহা খারিজ করার যোগ্য।

১২। ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক বাদীকে প্রস্তাবিত নির্বাচন যাহা আগামী ইং .... তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে — সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হইয়াছে।

১৩। যেহেতু উক্ত ভোটার তালিকা অবৈধ, এবং অবৈধভাবে প্রণীত হইয়াছে, যেহেতু উক্ত ভোটার তালিকায় বাদীর নাম নাই এবং অসম্পূর্ণ এবং যেহেতু ভোটার তালিকায় আইন অনুসারে সম্পাদকের প্রতিস্বাক্ষর নাই সেহেতু উক্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অবৈধ হইবে এবং খারিজ হইবে।

১৪। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইবে। নির্বাচন অবৈধ বিবেচিত হইলে এবং নাকচ হইলে বিদ্যালয়ের প্রচুর অর্থ অপচয় হইবে।

১৫। এমতাবস্থায় প্রয়োজনমত আসেধাজ্ঞার দ্বারা আগামী ইং ... . তারিখের বিদ্যালয় নির্বাচন স্থগিত রাখিতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।

১৬। এই আদালতের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত .. .. মৌজায় বিবাদী বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিগত ইং .. .. তারিখে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার দিনে এই মামলার উৎপত্তি হয়।

১৭। আদালতের অধিক্ষেত্রের জন্য এবং রসুমের প্রমাণের জন্য মামলার মূল্য .... টাকা ধার্য হইল। এবং যথারীতি . . . . টাকা রসুম প্রদান করা হইল।

এমতাবস্থায় বাদীর প্রার্থনা এই যে

(ক) মামলায় নিম্নলিখিত মর্মে ডিক্রী প্রদান করিতে হইবে ঃ

(i) মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা বলবৎকরণ,

(ii) স্থায়ী আসেধাজ্ঞা জারিকরণ যাহাতে বিবাদী পক্ষ আগামী ইং .. .. তারিখে অবৈধ ভোটার তালিকার ভিত্তিতে বিবাদী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে সদস্য নিয়োগের জন্য নির্বাচন করিতে না পারেন,

(বি) বিবাদীকে মামলার ব্যয়ভার বহন করিবার আদেশ,

(সি) বাদী ন্যায়সংগতভাবে এবং আইনে আর যে সকল ত্রাণ পাইতে পারে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ।

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ২৬

ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদেশব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞার মামলা

(Suit for mandatory-cum-prohibitory injunction by a landlord against a tenant)

কজটাইটল

* * * * *

বাদীর নিবেদন এই যে

১। বাদীর অধীনে বাদীর বাড়িতে . . নং ... . সরণিতে বিবাদী মাসিক .... ভাড়ায় বিগত ইং . . . তারিখ হইতে পরিবারবর্গসহ বসবাস করিতেছে। উক্ত বাড়ির বিবরণ নিম্ন তফসিলে প্রদত্ত হইল।

২। বিবাদীকে নিম্নতফসিলভুক্ত বাড়ির যে অংশে ভাড়া দেওয়া আছে তাহার সামনে বাদীর মালিকানাধীন একফালি বাড়িসংলগ্ন খালি জমি আছে।

৩। বাদীর অনুমতি ব্যতীত বিবাদী তাহার পূর্বদিগের ঘরের সন্নিহিত খালি জায়গার অংশ বিশেষে পাকা দেওয়াল নির্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এই উদ্দেশ্যে মাটির অনেকখানি খুঁড়িয়াছে। বিবাদীকে এই বেআইনী অবৈধ কাজ করিতে বারবার নিষেধ করা সত্বেও বিবাদী বাদীর নির্দেশে কর্ণপাত করিতেছে না; যথারীতি একপাশে খননকার্য এবং পার্শ্বে দেওয়াল নির্মাণ-কার্য চালাইয়া যাইতেছে। বিবাদীকে আইনের মাধ্যমে নিবৃত্ত না করিলে বিবাদী অবৈধ নির্মাণকার্য চালাইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় আদালতের যথাযথ আদেশ দ্বারা বিবাদীকে অবৈধ কাজে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন।

৪। নালিশের উৎপত্তি হয় বিগত ইং .... তারিখে যেদিন প্রথম বিবাদী পাকা দেওয়াল নির্মাণের জন্য নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে মাটির খনন কার্যের সূচনা করে।

৫। নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত।

৬। ক্ষেত্রাধিকার মামলায় মোট ফিস প্রদানের মামলার মূল্য .... টাকা ধার্য করা হইল উক্ত মূল্যের উপর .... টাকা কোর্টফিস প্রদান করা হইল।

অতএব বাদী প্রয়োজনীয় ডিক্রীর জন্য দাবি করে নিম্নলিখিত মর্মে;

(i) অনতিবিলম্বে খাদ পূরণ করিতে বিবাদীকে আদেশব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞা জারি করিতে আজ্ঞা হয়;

(ii) মাটি খনন কার্যে নিবৃত্ত করিতে ও দেওয়াল নির্মাণে বিরত করিতে বিবাদীর উপর প্রতিরোধমূলক আসেধাজ্ঞা জারি করিতে আজ্ঞা হয়।

তফসিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : বাদী ইচ্ছামত সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিতে পারে।

নিদর্শ — ২৭

ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদেশব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞা

(Suit for a mandatory injunction by a landlord against a tenant)

কজটাইটেল

* * * * *

বাদীর নিবেদন এই যে

১। নিম্ন তফসিল বর্ণিত বাদীর বাড়িতে বিবাদী মাসিক টাকা ভাড়ায় ভাড়াটিয়ারূপে আছে।

২। তফশিল বর্ণিত বাড়ি কেবলমাত্র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে ইহা তদর্থ্যক ভাষায় লিখিত আছে।

৩। বিবাদী বাদীর অনুমতি ছাড়াই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যের খালি জায়গায় বিগত ইং তারিখে একখানি ঘর নির্মাণের সূচনা করে, ঘর খানিকে রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য বিবাদী উহা নির্মাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

৪। এই অবৈধ নির্মাণকার্য সম্পর্কে বাদী বিগত ইং তারিখে জানিতে পারিয়া উক্ত দিনেই বিবাদীর নিকট প্রতিবাদ করে এবং অবৈধ নির্মাণকার্য বিনষ্ট করিতে নির্দেশদান করে।

৫। বিবাদী বাদীর নির্দেশ অমান্য করিয়া বেআইনাকাজে অগ্রসর হইতেছে।

৬। এই মামলার উৎপত্তির কারণ হয় বিগত ইং তারিখে যখন বাদী উক্ত অবৈধ নির্মাণকার্য সম্পর্কে অবগত হয়।

৭। নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তি অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত।

৮। অধিক্ষেত্র এবং কোর্টফিসের জন্য মামলার মূল্য টাকা ধার্য করা হইয়াছে এবং তদনুসারে রসুম প্রদান করা হইয়াছে।

অতএব প্রার্থনা এই যে

(i) বিবাদীকে তফশিল বর্ণিত জমির অংশ বিশেষের উপর নির্মিত অবৈধ নির্মাণকার্য ভাঙিয়া ফেলিতে আদেশ ব্যঞ্জক আসেধাজ্ঞার জন্য ডিক্রী দান করিতে আজ্ঞা হয়।

(ii) বিবাদী এবং তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিক যাহাতে নির্মাণ কার্য না করিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় আসেধাজ্ঞা দান করিতে আজ্ঞা হয়।

তফসিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : এই ধরনের আন্তবর্তিক আবেদনে (interlocutory application) আদালত অত্যন্ত সাবধানতার সহিত বিচার করিবেন প্রার্থিত ত্রাণ প্রদান উচিত কি না, কারণ, আসেধাজ্ঞার মাধ্যমে ত্রাণ পাইলে বাদীর আবেদন সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে।

নিদর্শ — ২৮

ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধক আসেধাজ্ঞার আবেদন

(Suit by a landlord against a tenant for a prohibitory injunction)

কজটাইটল

* * * * *

বাদীর আবেদন এই যে

১। বিবাদী বাদীর অধীনে নিম্ন তফশিল বর্ণিত বাড়িতে মাসিক .... টাকা ভাড়ায় বিগত ইং .... তারিখ হইতে ভাড়াটিয়ারূপে তফশিল বর্ণিত বাড়িতে পরিবারবর্গসহ বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

২। বিগত ইং .... তারিখে বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্র বাদী এবং বিবাদী উভয়ে স্বাক্ষর করেন। উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে বিবাদী উক্ত গৃহ কেবলমাত্র বসবাসের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যকোন প্রকারে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। কিন্তু বিবাদী উক্ত একরারনামার শর্তভংগ করিয়া তফসিল বর্ণিত ঘরে তাঁহার ব্যবসায়ের জন্য কেরোসিন তেলের বহু টিন গুদামজাত করিতেছেন। বস্তুত তিনি বাড়িটি গোডাউনে পরিণত করিয়াছেন।

৩। বাদী বিগত ইং .... তারিখে বিবাদীকে উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তের উল্লেখে উক্ত বাড়ি কেরোসিন তেলের টিন, ড্রাম অনতিবিলম্বে সরাইয়া লইবার জন্য নির্দেশদান করেন। বিবাদী বাদীর নির্দেশে কর্ণপাত করেন না। পক্ষান্তরে, বিবাদীর কাজে বাধা না দিবার জন্য বিবাদী বাদীকে শাসাইয়াছেন। এবং যথারীতি তফশিলবর্ণিত বাড়ি কেরোসিনতেলের গোডাউনরূপে ব্যবহার করিতেছেন।

৪। যেদিন বিবাদী প্রথম তফশিল বর্ণিত বাড়িতে কেরোসিন তেলের ড্রাম ও টিন মজুত করেন সেই দিন হইতে মামলার উৎপত্তি হয়। তফশিলবর্ণিত বাড়ি অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত।

৫। আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের জন্য এবং কোর্টফিসের জন্য মামলার মূল্যমান .... টাকা ধার্য করা হইল এবং উহা কোর্টফিসে প্রদান করা হইল।

বাদীর প্রার্থনা

(i) তফসিল বর্ণিত বাড়ি কেরোসিন তেলের গোডাউনরূপে ব্যবহার না করিবার জন্য আসেধাজ্ঞা জারি করিতে আজ্ঞা হয়।

(ii) মকদ্দমায় বাদীর ব্যয় পরিশোধের জন্য আদেশ।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : বাদী ইচ্ছামত মামলার মূল্য নির্ণয় করিতে পারে। এবং সেই অনুসারে কোর্টফিস প্রদান করিতে হইবে।

নিদর্শ — ২৯

বিনষ্ট করিতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আসেধাজ্ঞা

(Suit for an injunction restraining acts of waste)

কজটাইটল

* * * * *

উক্ত বাদীর আবেদন এই যে

১। বিবাদী বাদীর অধীনে নিম্ন তফশিলে বাড়িতে মাসিক ভাড়ায় বসবাস করিতেছে। বাদী বিবাদীব মধ্যে যে ভাড়াচুক্তিপত্র বিগত ইং .... তাবিখে স্বাক্ষবিত হইয়াছে তাহার একটি প্রকরণে নির্দেশ আছে যে বিবাদী তফশিলবর্ণিত ভাড়াবাড়িতে কোনপ্রকার রূপান্তর সাধন করিতে পাবিবে না। তদসত্বেও বিবাদী তফশিলবর্ণিত বাড়ির উত্তরদিকের বারান্দায় যে টিনের ছাউনি ছিল তাহা বাদীকে না জানাইয়া ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। এজন্য বিবাদী বাদীর উপদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে।

২। বিবাদী ঘরের ছাদের ন্যায় সমান উচ্চ ছাদ নির্মাণেব জন্য এইরূপ অবৈধ ব্যবস্থা করিতেছে। বাড়ির বাইরের কোন অংশ পবিবর্তন করিতে হইলে পৌরসভার প্রাক অনুমোদন আবশ্যিক।

৩। বিবাদীকে অবৈধ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আসেধাজ্ঞা জারির প্রয়োজন।

৪। যেদিন বিগত ইং .... তারিখে প্রথম চাল ভাঙা হয় সেদিন নালিশের সৃষ্টি হয়।

বাদীর প্রার্থনা, তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির যাহাতে বিবাদী ক্ষতিসাধন না করিতে পারে সেজন্য প্রযোজনীয় আসেধাজ্ঞা প্রদানেব আজ্ঞা হয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ তামাদি আইন ১৯৬৩ এর অনুচ্ছেদ ৮৯ এর অনুচ্ছেদ অনুসারে বিনষ্ট করিতে বাধা দিবার জন্য প্রথম ক্ষতিসাধনের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে মামলা করিতে হইবে।

নিদর্শ — ৩০

নদীর স্বাভাবিক গতিপরিবর্তনের বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞার মামলা

(Suit for an injunction against the obstruction and diversion of water course)

কজটাইল

* * * * *

বাদীর নিবেদন

১। বাদী গত পনর বৎসর যাবৎ .... নামের কারখানার মালিক ও স্বত্বাধিকারী আছে। উক্ত কারখানার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া নোয়াই নদী স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

২। .... কারখানার বিবরণ ও পরিচয় নিম্ন তফসিলে প্রদত্ত হইল।

৩। বাদী কারখানায় জলের প্রয়োজন উক্ত নোয়াই নদী হইতে মিটাইতেছে।

৪। বিবাদী নোয়াই নদী হইতে অনতিদূরে একটি কারখানা সম্প্রতি গড়িয়া তুলিয়াছে।

৫। নবনির্মিত কারখানায় জলের প্রয়োজন হওয়ায় বিবাদী নোয়াই নদীর জল গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে খাল কাটিয়া নদীর জল তাহার কারখানার দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। ইহাতে বাদী প্রকৃতি প্রদত্ত নোয়াই নদীর জল হইতে বঞ্চিত হইবে।

৬। বিবাদী বিগত ইং .... তারিখ হইতে খননকার্য সূত্রপাত করিয়াছে।

৭। বাদী যাহাতে প্রকৃতি প্রদত্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আসেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন যাহাতে অবৈধভাবে বিবাদী নদীর গতিপথ করিতে না পারে।

৮। যেদিন প্রথম খননকার্যের সূত্রপাত হয় সেদিন হইতে নালিশের উৎপত্তি হইয়াছে।

৯। ক্ষেত্রাধিকার ও কোর্টফিস প্রদানের জন্য মামলার মূল্য .... টাকা ধার্য করা হইল।

বাদীর প্রার্থনা মাননীয় আদালত সমীপে

(i) অবৈধ খনন কার্য হইতে বিবাদীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আদেশাজ্ঞা জারি করিতে আজ্ঞা হয়;

(ii) মামলার ব্যয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ নদীর জলের গতিপথ ভিন্নমুখী করিবার কারণে বাদী ক্ষতিপূরণ পাইতে পাবে। মামলার সময়সীমা তিনবৎসর। অনুচ্ছেদ ৮৬, লিমিটেশন আইন ১৯৬৩।

সুদ (Interest)

নিদর্শ — ৩১

কেবল সুদের জন্য মকদ্দমা

(১) প্রতিবাদী বিগত ১১ই এপ্রিল, ১৯৯০ বাং ২৮শে চৈত্র, ১৩৯৬ তারিখের তমসুকদ্বারা বাদীর নিকট হইতে ২০,০০০ টাকা কর্জ লয়েন এই শর্তে যে উক্ত টাকা ৫ বৎসর পর পরিশোধ্য হইবে এবং উক্ত টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে সুদ প্রদেয় হইবে এবং কথিত সুদের টাকা ছয়মাস অন্তর প্রদেয় হইবে।

(২) প্রতিবাদী সুদ-খাতে কোন টাকা পরিশোধ করেন নাই।

বাদী প্রথম ১২ মাসের সুদের টাকা অর্থাৎ মোট ২৮০০ দাবী করিতেছেন।

প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য মকদ্দমা (Money suits)

নিদর্শ — ৩২

ধার-দেওয়া টাকা আদায়ের জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৬ তাং প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে চাহিবামাত্র পরিশোধ করার অঙ্গীকারে (অথবা এক বৎসর কালমধ্যে পরিশোধের অঙ্গীকারে) ২৫০০০ টাকা কর্জ লন এবং উহার উপর শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে সুদ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন (অথবা ২০শে জানুয়ারী ১৯৮৬ তাং হইতে ৩১শে ডিসেম্বার ১৯৮৯ তাং মধ্যে প্রতিবাদীর বাদীর নিকট হইতে বিভিন্ন কালবিন্দুতে

চাহিবামাত্র পরিশোধ করার এবং শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে সুদ দিবার অঙ্গীকারে টাকা কর্জ লয়েন।

গৃহীত কর্জের অনুপুঙ্খ বিবরণ

			টাকা
২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৬	....	....	২৫০০.০০
১লা জুন, ১৯৮৬	....	....	২৫০০.০০
১৫ই নভেম্বার, ১৯৮৬	....	....	৫০০.০০
১লা মার্চ, ১৯৮৭	....	....	৭৫০.০০
১লা অক্টোবার, ১৯৮৭	....	....	২৫০.০০
১লা এপ্রিল, ১৯৮৮	....	....	১০০০.০০
১৬ই ডিসেম্বার, ১৯৮৮	....	....	৫০০.০০
১৫ই অগাষ্ট, ১৯৮৯	....	....	১২০০০.০০
৩১শে ডিসেম্বার, ১৯৮৯	....	....	৫০০০.০০
		মোট	২৫,০০০.০০

(২) প্রতিবাদী পরিশোধ-খাতে কোন টাকা প্রদান করেন নাই (অথবা প্রতিবাদী নিম্নলিখিত প্রদান ব্যতিরেকে আর-কোন টাকা দেন নাই)।

টাকা প্রদানের অনুপুঙ্খ বিবরণ .... বাদী .... টাকা এবং তৎসহ মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদান-কাল পর্যন্ত সময়ের সুদ দাবি করিতেছেন।

বন্ধক (Mortgage)

নিদর্শ — ৩৩

বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ মকদ্দমা

(১) বাদী যে সম্পত্তির বন্ধক গ্রহীতা তাহা বিক্রয় করিতে চাওয়া হইতেছে।

(২) প্রাসঙ্গিক বন্ধক সম্বন্ধীয় অনুপুঙ্খ বিবরণ নিম্নে উল্লেখিত হইল :

(১) তারিখ : ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯

(২) বন্ধকদাতার নাম : শমীক চক্রবর্তী

(৩) বন্ধক গ্রহীতার নাম : সৌবিল দাস

(৪) যে টাকার জন্য বন্ধক দেওয়া হইয়াছে : ১,৫০,০০০

(৫) সুদের হার : শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা বাৎসরিক নিবৃত্তি সহ।

(৬) বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ : জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা থানা দমদম-এর অধীন মৌজা সুলতানপুর-এ জে. এল. নং১০, আর. এস নং ১৪৮ খতিয়ান ৬৭০ দাগ নং ২১১/৭৫৬ তহর নং .... বিশিষ্ট মোট ৩ বিঘা ৭ ছটাক জমি, যাহার সীমানা — পূর্বে শিয়ালদহ বনগ্রাম রেলপথ, পশ্চিমে দুর্গাশঙ্কর নিয়োগী সরণী, উত্তরে শ্রী অনির্বাণ বসু-র মালিকানাধীন ফল বাগান, দক্ষিণে শ্রীমতি সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন পদ্মদীঘি নাম্নী বিশাল দীঘি।

(৭) বর্তমানে যে টাকা বাকী আছে তাহার পবিমাণ ঃ

১,২০,০০০ যাহার বিস্তারিত বিবরণী অত্র বাদপত্রের সহিত সংযোজিত আছে।

(৩) কথিত শ্রী শমীক চক্রবর্তী . ... খ্রিষ্টাব্দে তিনটি পুত্র রাখিয়া লোকন্তরিত হন। তাঁহাদের বিবরণ এইরূপ —

[১] প্রথম পুত্র পুণ্যশ্লোক চক্রবর্তী, বর্তমান মকদ্দমার ১নং প্রতিবাদী হইতেছেন।

[২] দ্বিতীয় পুত্র তপান্ত চক্রবর্তী, বর্তমান মকদ্দমার ২নং প্রতিবাদী হইতেছেন।

[৩] তৃতীয় পুত্র তমোঘ্ন চক্রবর্তী।

পিতার মৃত্যুর কয়েকমাস পব পথ দুর্ঘটনায় আহত হইয়া তমোঘ্ন চক্রবর্তী মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র অশোক চক্রবর্তী-কে রাখিয়া যান। বর্তমান মকদ্দমায় অশোক চক্রবর্তী ৩নং প্রতিবাদী হইতেছেন।

[৪] উপরি-উক্ত বন্ধকের পব ১নং ও ২নং প্রতিবাদী অর্থাৎ পুণ্যশ্লোক চক্রবর্তী ও তপান্ত চক্রবর্তী কথিত সম্পত্তির একটি অংশ ৪নং প্রতিবাদীর নিকট বিক্রয় করেন এবং অন্য একটি অংশ ৫নং প্রতিবাদীর নিকট বন্ধক দেন।

[৫] .... তারিখে ৬নং প্রতিবাদী, ৩নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একটি সরল অর্থসংক্রান্ত আজ্ঞপ্তিব নির্বাহে, বন্ধকী সম্পত্তিতে ৩নং প্রতিবাদীব ১/৩ অংশের ১/২ অংশ খরিদ করেন।

[৬] ৭নং প্রতিবাদী .... তারিখের একটি খত-এব অধীনে মকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত জমির পূর্ব-বন্ধকগ্রহীতা, কিন্তু মকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত বাদীর বন্ধক ৭নং প্রতিবাদীর বন্ধকের বিরুদ্ধে পূর্বিতা প্রাপক হইতেছে এই কারণে যে মকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত বন্ধকের অধীনস্থ টাকা বন্ধকগ্রহীতা সৌবিল দাস মহাশয়েব নিকট রক্ষিত ছিল জনৈক প্রবুদ্ধশংকর ভট্টাচার্য-র ... . তারিখের পূর্ববর্তী বন্ধক পরিশোধার্থ এবং কথিত সৌবিল দাস .... তারিখে প্রবুদ্ধশঙ্কর ভট্টাচার্য-র কথিত বন্ধক পুনরুদ্ধার করেন।

[৭] বন্ধকগ্রহীতা সৌবিল দাস .... খ্রিষ্টাব্দে তিনটি পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্র ত্রয়ের নাম সুপ্রকাশ দাস (৬নং প্রতিবাদী) সুদীপ দাস ও সুশান্ত দাস। সুশান্ত ওরফে খোকা শৈশবেই মারা যায়। বিগত .... তারিখে সুদীপ

দাস অত্র মকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত বন্ধকের অধীন বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের অর্ধাংশ সম্পর্কে বাদীর অনুকূলে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদিত করিয়া দিয়াছেন।

বাদী দাবি করিতেছেন –

১,২০,০০০ টাকার ও তৎসহ মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ-এর প্রদান অথবা খেলাপ হইলে ২(৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সম্পত্তির বিক্রয়। আরও, যদ্যপি এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে, আজ্ঞপ্তির অধীন টাকা অপেক্ষা বিক্রয় লব্ধ টাকা কম হইতেছে তাহা হইলে বাদী এই স্বাধীনতা দাবি করিতেছেন যে বাকী টাকার জন্য ন্যায়প্রণালী সংহিতাব অর্ডার ৩৪, রুল ৬ মতে আজ্ঞপ্তির নিমিত্ত তিনি আবেদন করিতে পারিবেন।

মন্তব্য ঃ (১) ন্যায়প্রণালী সংহিতার পরিশিষ্ট-ক এর ৪৫নং নিদর্শ দেখুন। উহা সমজাতীয়।

(২) বন্ধকসম্বন্ধীয় আইনের বিশালত্ব ও জটিলতা অনস্বীকার্য। বর্তমান গ্রন্থে বন্ধক আইন সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নহে। পাঠক আর্জির খসড়া প্রণয়নের পূর্বে অবশ্য বন্ধকসম্বন্ধীয় আইন বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করিবেন।

কার্য সম্পাদন (work accomplished)

নিদর্শ — ৩৪

চুক্তি অনুসারে কার্যসম্পাদন করিতে অক্ষমতার দরুন আনীত মকদ্দমা

(১) বাদী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত সোনারপুর ডাকঘরের অধীন কামরাবাদ গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ভবন নির্মানের ঠিকাদার ছিলেন এবং প্রতিবাদী উক্ত নির্মানকার্য বিষয়ে অবর ঠিকাদাররূপে নিযুক্ত হন। প্রতিবাদী পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৮৩ (পশ্চিমবঙ্গের ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ আইন) মতে নিবন্ধিত একটি সমবায় সমিতি।

(২) বিগত ১৭ই পৌষ, ১৩৯৬ ইং ২রা জানুয়ারী ১৯৯০ তারিখে সম্পাদিত *লিখিত চুক্তিদ্বারা প্রতিবাদী বাদীর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ মালমশলা দ্বারা কথিত ইমারতের সর্ববিধ রং-এর কাজ করিতে* ও ৬ই চৈত্র, ১৩৯৬ ইং ১৯শে মার্চ, ১৯৯০ তারিখ-মধ্যে কার্য সম্পাদন করিতে অঙ্গীকার করে।

(৩) ১৬ই চৈত্র ১৩৯৬ ইং ৩০শে মার্চ ১৯৯০ তারিখ মধ্যে বাদীর উক্ত *সম্পূর্ণ করা ইমারত সোনারপুর শিক্ষা সংসদ-কে অর্পণ করার কথা ছিল এবং লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রতিবাদী-কে তাহা বিশেষ ভাবে জানান হইয়াছিল।*

(৪) প্রতিবাদী ৫ই চৈত্র, ১৩৯৬ ইং ১৯শে মার্চ, ১৯৯০ এর মধ্যে তাহার কার্য সম্পাদন করেন নাই।

অনুপুঙ্খ বিবরণ

[১] প্রতিবাদী দ্বাররক্ষকের কক্ষ, বৈদ্যুতিক মিটারেব কক্ষ, এবং বিদ্যার্থী আবাসের জানালা দরজায় রঙ করেন নাই।

[২] প্রতিবাদী যে সকল দরজা ও জানালার রঙ করিয়াছেন সেগুলিতে ব্যবহৃত রঙ নিরতিশয় নিম্ন মানের।

(৫) বাদীর নিম্নবর্ণিতরূপ ক্ষতি সংসাধিভ হইয়াছে ঃ

অতি উচ্চ পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া বাদীকে, প্রতিবাদী যে কাজ বাকী রাখিয়াছে তাহা করাইতে হইয়াছে এবং প্রতিবাদী যে-সকল দরজা ও জানালায় রঙ্ করিয়াছিল নিম্নমানের সেই রঙ্ তুলিয়া ফেলিয়া ঐ গুলিতে পুনশ্চ উচ্চ মানের রঙ্ লাগাইতে হইয়াছে। এই কার্য নিষ্পন্ন করিতে নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় হইয়াছে ঃ

১৬ জন কুশল শ্রমিকের ১১ দিনের পারিশ্রমিক .... টাকা (শ্রমিকপ্রতি প্রতিদিন ৬৫ হিঃ)

১৬ জন অকুশল শ্রমিকের ১১ দিনেব পারিশ্রমিক .... টাকা (শ্রমিকপ্রতি প্রতিদিন ৩০ হিঃ)

উচ্চ মানের বাসগ্রীন পেন্ট (............ লিটার) .... টাকা মোট .... টাকা . ... প্রদত্ত অগ্রিমবাদে প্রতিবাদীর প্রাপ্য টাকা বাদ .... টাকা মোট .... টাকা

বাদী .... টাকা এবং তৎসহ মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ৩৫

চুক্তির ভিত্তিতে সম্পাদিত কার্য বিষয়ক দাবি

(১) বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭ ইং ১৭ই মে, ১৯৯০ তারিখে সম্পাদিত লিখিত চুক্তি দ্বারা বাদী প্রতিবাদীর মুর্শিদাবাদ-জিলার সদর শহর বহরমপুরাস্থিত মাঝেরপাড়ায় অবস্থিত 'বৈশাখী' নামক বাড়ির সংলগ্ন আনুমানিক ২ বিঘা বাগানের বৃক্ষ ছেদন জঙ্গল পরিষ্কার আদি কার্য সম্পাদনান্তে ভূমিখণ্ডটিকে বাড়ি নির্মানের উপযোগী করিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন এবং প্রতিবাদী উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত রূপ অর্থ প্রদান করিতে অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বৃক্ষ ছেদন ....

বৃক্ষমূল উৎপাটন ....

জঙ্গল কাটা ও অপসারণ ....

(২) বাদী বিগত .... ৭ই জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৭ ইং ২২শে মে, ১৯৯০ তারিখে উপরি-উপ্ত কার্য সম্পাদন করেন এবং হিসাব অনুযায়ী তাঁহার সর্বমোট ৪৭০০ টাকা প্রাপ্য হয়। প্রতিবাদী উক্ত টাকা বা তাহার কোন অংশ প্রদান করেন নাই।

বাদী ৪৭০০ টাকা এবং তদুপরি মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ দাবি করিতেছেন।

মন্তব্য ঃ পাঠক, সুদ অধিনিয়ম, ১৯৭৮ [Interest Act, 1978] দেখিবেন। পূর্বতন, সুদ অধিনিয়ম, ১৮৩৯ স্থলে এই নূতন আইন বলবৎ করা হইয়াছে।

ভূস্বামী ও ভাড়াটিয়া (Landlord and tenant)

নিদর্শ — ৩৬

বাকি-পড়া ভাড়া আদায়ের জন্য মকদ্দমা

(১) বাদী ও প্রতিবাদী কর্তৃক নির্বাহিত .... তারিখের লিজ দলিল দ্বারা বাদী তাঁহার উত্তর ২৪ পরগণার দমদম থানার এলেকাভুক্ত কলিকাতা-৭০০ ০২৮ ডাকঘরের অধীন নলতায় অবস্থিত ৫-টি শয়ন কক্ষ, ২টি স্টোর-রুম, ২-টি কিচেন, ও ২টি টয়লেট সমন্বিত পাকাবাড়ি (যাহার চৌহদ্দি নিম্নে উল্লেখিত হইল) মাসিক ২০০০ দুই হাজার টাকা ভাড়ায় ৩ বৎসরের জন্য প্রতিবাদীর অনুকূলে লিজ দেন।

কথিত বাড়ি-র চৌহদ্দি

....

....

....

(২) উক্ত লিজ অনুসারে প্রতিবাদী .... তাং হইতে .... তাং অবধি অর্থাৎ পুরা তিনমাস উক্ত বাড়ি ভোগদখল করিয়াছেন কিন্তু উক্ত সময়ের জন্য-তাঁহার প্রদেয় ভাড়া প্রদান করেন নাই।

বাদী এইহেতু দাবি করিতেছেন ঃ

[১] ৩ মাসের ভাড়া-খাতে মোট ৬০০০ টাকা।

[২] মাসিক শতকরা একটাকা হিসাবে সুদ।

[৩] মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

নিদর্শ — ৩৭

বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভাড়াটিয়া স্বত্বের সমাপ্তি ঘটাইবার পর উৎসাদিত করার [= উচ্ছেদ করার] জন্য মকদ্দমা, মধ্যকালীন লাভের দাবি সহ (Suit for ejectment of determination of tenancy by notice, claiming simultaneously mesne profits)

(১) .... তারিখের মৌখিক চুক্তি অনুসারে প্রতিবাদী, বসবাস করার জন্য ব্যবহার করার উদ্দ্যেশ্যে বাদীর নিকট হইতে নিম্ন বর্নিত বাড়ি মাসিক ৭৫০ টাকায় ভাড়া নেন। তাঁহার ভাডাটিয়া স্বত্ব আরম্ভ হয় ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে।

কথিত বাড়িটির অনুপুঙ্খ বিবরণ

....

....

....

(২) বিগত . ... তারিখে, আগামী .. .. তারিখে বাড়িটি ছাডিয়া দিতে বলিয়া প্রতিবাদীকে নিবন্ধিত ডাকযোগে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় এবং এইরূপে যথাযথ ভাবে উক্ত ভাড়াটিয়া স্বত্বর পরিসমাপ্তি ঘটান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কথিত প্রতিবাদী ঐ বাড়ি ছাড়িয়া দেন নাই।

(৩) .... তারিখ হইতে প্রতিবাদী উক্ত বাড়িব ভাড়া বা তাহাব কোন অংশ-ও প্রদান কবেন নাই।

(৪) প্রতিবাদী-কে পশ্চিমবঙ্গ .... অধিনিয়মের ... . ধারামতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] কথিত বাড়ির পূর্ণদখল প্রাপ্তি।

[২] .... তারিখ হইতে .. .. তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

[৩] .... তারিখ হইতে মকদ্দমার তারিখ পর্যন্ত দখল করিয়া রাখা ও ব্যবহার করার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ মাসিক .... টাকা হিসাবে মোট .... টাকা, এবং দখল অর্পনের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য হিসাবমত যথাযথ ক্ষতিপূরণ।

নিদর্শ — ৩৮

লিজের স্থিতিকাল অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় উচ্ছেদের জন্য মকদ্দমা।

(১) বাদী .... তারিখে সম্পাদিত লিজ দলিল দ্বারা তাঁহার নিম্নবর্ণিত বাড়ি সাত বৎসরের জন্য প্রতিবাদীকে ভাড়া দেন।

বাড়ির বিবরণ

....

....

(২) গত .... তারিখে লিজের কালসীমা অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদী উক্ত বাড়ির দখল বাদীকে দেন নাই এবং এখনও তিনি বাড়ি-টি স্বীয় দখলে রাখিয়াছেন।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বর্তমানে বলবৎ-থাকা .... অধিনিয়মের .... ধারা অনুসারে বাদীকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] কথিত বাড়ি-র দখল।

[২] .... তারিখ হইতে মকদ্দমার তারিখ অবধি দখল করিয়া রাখা ও ব্যবহার করার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ মাসিক .... টাকা হিসাবে সর্বমোট .... টাকা, এবং তৎপর দখল অর্পণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য হিসাবমত যথাযথ ক্ষতিপূরণ।

মালপত্র বিক্রয় (Sale of Goods)

নিদর্শ — ৩৯

নমুনা অনুযায়ী মাল অর্পিত না-হওয়ার দরুন মকদ্দমা

(১) ৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৬ ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ তারিখে একটি লিখিত চুক্তি দ্বারা প্রতিবাদী, বাদীর নিকট ১০০ কুইন্টাল মসুর ডাল বিক্রয় করেন এবং ১৫ই ফাল্গুন ১৩৯৬ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী উক্ত মাল অর্পণ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েন।

(২) প্রতিবাদী কথিত চুক্তির পালনের অজুহাতে ২১শে ফাল্গুন ১৩৯৬ ইং ৬ই মার্চ, ১৯৯০ তারিখে ১০০ কুইণ্টাল মসূর ডাল অর্পণ করেন। উক্ত মাল নমুনার সহিত সামঞ্জস্যহীন ও নিম্ন মানের হওয়ায় বাদী উহা তৎক্ষণাৎ বাতিল করিয়া দেন।

প্রতিবাদী চুক্তিভঙ্গ করায় বাদী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন।

ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

লাভেব অ-প্রাপ্তি জনিত ক্ষতি — প্রতি কুইণ্টালে ১০০ টাক হিসাবে ১০০ কুইন্টালে, ১০,০০০ টাকা।

বাদী দাবি কবিতেছেন ১০০০০ টাকা এবং তৎসহ মকদ্দমাব তাবিখ হইতে প্রদানেব তাবিখ পর্যন্ত সময়েব সুদ।

নিদর্শ — ৪০

বিক্রীত ও অর্পিত মালের মূল্যের জন্য মকদ্দমা, যেখানে মূল্য পূর্বে স্থির করা হয় নাই

(১) ১৬ই ডিসেম্বাব ১৯৮৯ তাবিখে বাদী ও প্রতিবাদীব মধ্যে এই মর্মে মৌখিক চুক্তি সম্পাদিত হয যে বাদী প্রতিবাদীকে মালদহ জিলাব সামসী থানাব অন্তর্গত সামসী হাটে প্রতিবাদীব আদেশ মত তাঁহাব নিকট গম বিক্রয কবিবেন ও উহা তাঁহাকে অর্পণ কবিবেন এবং উক্ত মাল অর্পিত হইবাব পর ই প্রতিবাদী তাহাব মূল্য প্রদান কবিবেন এবং কখনও ঐরূপ না-কবা হইলে প্রতিবাদী ঐ টাকাব উপব শতকবা বার্ষিক দশটাকা হাবে সুদ দিবেন

(২) উপবি-উক্ত চুক্তিব ভিত্তিতে ১৬ই ডিসেম্বাব, ১৯৮৯, হইতে ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯০-এব মধ্যে বাদী প্রতিবাদীব লিখিত নির্দেশমত সময়ে সময়ে তাঁহাব নিকট গম বিক্রয করেন এবং বিক্রীত মাল তাঁহাকে অর্পণ করেন। এইরূপ বিক্রয ও অর্পণ সম্বন্ধীয অনুপুঙ্খ হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(৩) পক্ষগণ উক্ত মালের মূল্য স্থিব কবেন নাই কিন্তু যে-সময়ে মাল বিক্রীত ও অর্পিত হয তখনকাব বাজাব-দব অনুসাবে উক্ত মালেব মূল্য ও অন্যান্য খবচা সর্বসাকুল্যে ৯২,৭২২ টাকায দাঁড়ায। প্রতিবাদী মোট ৬০০০০ টাকা দিযাছেন। প্রতিবাদীব নিকট হইতে প্রাপ্য বাকী টাকা, তাহাব মোট প্রদত্ত টাকা, এবং বাদীব প্রাপ্য সুদ সম্বন্ধীয বিস্তাবিত হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল। উক্ত হিসাব অনুসারে বর্তমানে প্রতিবাদীব নিকট বাদীব ৪৩,৪০০ টাকা প্রাপ্য হইতেছে।

বাদী মোট ৪৩,৪০০ এবং তৎসহ মকদ্দমাব তাবিখ হইতে প্রদানেব তাবিখ পর্যন্ত সময়েব সুদ দাবি কবিতেছেন।

নিদর্শ — ৪১

প্রতিবাদী মাল কিনিয়া উহা না-লওয়ায় উক্ত মালের মূল্যের জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ৩বা মাঘ ১৩৯৬ ইং ১৭ই জানুযাবী, ১৯৯০, একটি লিখিত চুক্তি দ্বাবা প্রতিবাদী বাদীব নিকট হইতে একরূপ ১০০ ব্যাগ আলু খবিদ কবেন

যাহার প্রতিব্যাগে আলুর পরিমাণ ছিল ১ কুইন্ট্যাল, এবং যাহার মূল্য ছিল ২০০ টাকা।

(২) চুক্তি অনুযায়ী উক্ত মাল বিক্রীত হইবার ১০ দিনের মধ্যে উহার অর্পন গ্রহণ করার কথা ছিল কিন্তু ১০ দিন অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদী উক্ত মালের অর্পণ গ্রহণ করেন নাই, বা উহা মূল্য বা মূল্য-র কোন অংশ প্রদান করেন নাই।

বাদী দাবি করিতেছেন ২০,০০০ টাকা এবং মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদান করার তারিখ অবধি ঐ টাকার উপর সুদ।

নিদর্শ — ৪২

বিক্রীত মাল অর্পিত না হওয়ার দরুন ক্ষতিপূরণের জন্য মকদ্দমা

(১) ১লা মার্চ, ১৯৯০ বাং ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৬ তারিখে সম্পাদিত লিখিত চুক্তি দ্বারা প্রতিবাদী, বাদীর নিকট ১০০ কুইন্টাল ইক্ষুগুড় বিক্রয় করেন এবং ২০শে এপ্রিল, ১৯৯০ বাং ৬ই বৈশাখ ১৩৯৭ তারিখে উহা প্রতিবাদীর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম থানার অধীন বনগ্রামে অবস্থিত গুদামে অর্পণ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

(২) বাদী, প্রতিবাদীর গুদামে কথিত মালের মূল্য প্রদান করিতে চাহেন কিন্তু বাদী উক্ত মাল সরবরাহ করিতে অস্বীকার করেন।

প্রতিবাদীর ঐরূপ কার্য-র ফলে বাদীর মোট ২০,০০০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে (প্রতি কুইন্ট্যালে ২০০ টাকা হিসাবে মোট ২০০ কুইন্ট্যাল মালের জন্য)।

বাদী দাবি করিতেছেন ২০,০০০ টাকা এবং তৎসহ মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

অংশীদারী কারবার (Partnership)

নিদর্শ — ৪৩

বিগঠন ও হিসাবের জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৬ বাদী ও প্রতিবাদী স্টীল ফার্নিচার উৎপাদন কারবারে লিপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে একটি অংশীদারী সংস্থা গঠনের চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং স্থির হয় যে, উক্ত ব্যবসায় "সরকার ও মল্লিক" নামে পরিচালিত হইবে, বাদী উহার কাঁচামাল খরিদ, উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করিবেন এবং প্রতিবাদী সংস্থার তহবিলের ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ ও চিঠি পত্রাদির আদানপ্রদান

কার্য-র দায়িত্বে থাকিবেন। আরও স্থির হয় যে উক্ত সংস্থার তহবিল গঠনার্থ উভয়ে সমপরিমাণ অর্থ দিবেন এবং সংস্থার লাভ-লোকসানও সমবণ্টিত হইবে।

(২) কথিত অংশীদারী কারবার ৩১শে মার্চ, ১৯৯০ তারিখে পারস্পরিক মৌখিক চুক্তি দ্বারা ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] উক্ত অংশীদারী কারবারের হিসাব পরিগৃহীত হউক।

[২] একজন 'রিসিভার' নিয়োগ করা হউক।

নিদর্শ — ৪৪

ভাঙিয়া দেওয়ার অভিযোগে বিগঠনের জন্য কিংবা বিকল্পে ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য আনীত মকদ্দমা

(পূর্ববর্তী নিদর্শ-র ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ যে প্রকার লিখিত হইয়াছে, বর্তমান ক্ষেত্রেও ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ সেই-প্রকার লিখিতে হইবে)

(৩) কথিত অংশীদারী সংস্থায় লাভ অর্জিত হইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা না থাকায় সংস্থাটিকে চালু রাখা অর্থহীন হইতেছে।

বাদী দাবী করিতেছেন ঃ

[১] এই মর্মে ঘোষণা যে বিগত ৩১শে মার্চ, ১৯৯০ তারিখে অংশীদারী সংস্থা-টি ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথবা,

[২] বিকল্পে, আদালতের আজ্ঞপ্তি দ্বারা সংস্থাটির বিগঠন।

[৩] পূর্ববর্তী নিদর্শ র (১) ও (২)-এর ন্যায় লিখিতে হইবে।

[৪]

নিদর্শ — ৪৫

অংশীদারী কারবার ভাঙিয়া দেওয়ার ও হিসাবের জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৩ বাদী ও প্রতিবাদী দারুব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে একটি অংশীদারী সংস্থা বা পার্টনারশিপ ফার্ম গঠনের চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং স্থির হয় যে উক্ত কারবার 'শিকদার ও মাইতি' নামে পরিচালিত হইবে, বাদী উহার কাঁচামাল খরিদ, পরিশ্রমালয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিবেন এবং প্রতিবাদী সংস্থার তহবিলের ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ ও পত্রাদির আদানপ্রদান সম্বন্ধীয় কার্যাবলী-র দায়িত্বে থাকিবেন। আরও স্থির হয় যে উক্ত সংস্থার মূলধন উভয়ে সমপরিমাণে সরবরাহ করিবেন এবং লাভ লোকসানও সম-বণ্টিত হইবে।

(২) কথিত তারিখ হইতে কথিত শর্তাধীনে উক্ত অংশীদারী সংস্থা ব্যবস্থাপিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে যে কারবারে লাভ হইতেছে না। এইরূপ অ-কল্পিতপূর্ব পরিস্থিতিতে সংস্থার কারবার আর চালাইয়া যাওয়া যায় না।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] অংশনামা রহিতকরণ (Partnership dissolution)।

[২] হিসাব গ্রহণ।

[৩] 'রিসিভার' নিয়োগ।

নিদর্শ — ৪৬

অংশীদারী কারবার ভাঙিয়া দেওয়ার ও হিসাবের জন্য মকদ্দমা (আরও একপ্রকার)

(প্রথম অনুচ্ছেদ পূর্ববর্তী নিদর্শ-র প্রথম অনুচ্ছেদের ন্যায় লিখিতে হইবে)।

(২) অংশীদারীর ব্যাপারে প্রতিবাদী চরম অসততার সহিত কার্য করিয়াছেন। তিনি বিগত .... তারিখে সংস্থার তহবিল হইতে তাঁহার শ্যালক শ্রী ভাস্কর দত্তকে শতকবা বার্ষিক ৫ সুদে ১০,০০০ টাকা ধার দিয়াছেন এবং পরে ব্যবসায় পরিচালনার প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা বার্ষিক ১০ সুদে কর্জ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা চরম দুর্নীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১]

[২] (পূর্ববর্তী নিদর্শ-র মত লিখিতে হইবে)।

[৩]

(২)

চুক্তিভঙ্গ ব্যতীত অন্য অন্যায়কার্য (টর্ট) হইতে জাত মকদ্দমার বাদপত্র

নিদর্শ — ১

গ্রন্থের লেখস্বত্ব লঙ্ঘন করার জন্য আনীত মকদ্দমা

(১) বাদী 'কমার্শিয়াল এ্যাণ্ড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল' নামক ইংরাজী গ্রন্থের এবং উহার লেখ-স্বত্বর মালিক।

(২) গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

(৩) প্রতিবাদী বিগত ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাদীর সম্মতি না লইয়া উক্ত গ্রন্থখানির একখানি আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া এবং বিক্রয়ার্থ উহা বাজারে উপস্থাপন করিয়া উক্ত গ্রন্থে বাদীর লেখ-স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়াছেন।

(৪) উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বাদীর গ্রন্থের বিক্রয় বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাদী মোটামুটিভাবে হিসাব করিয়া দেখিযাছেন এই ক্ষতির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা)।

(৫) প্রতিবাদীর হেপাজতে উক্ত গ্রন্থের বহুসংখ্যক কপি রহিয়াছে। বিগত .... তারিখে নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরিত নোটিশ দিয়া বাদী প্রতিবাদীকে উহা তাহাকে দিতে বলেন কিন্তু প্রতিবাদী ঐরূপ করিতে অস্বীকার করেন।

(৬) প্রতিবাদী ঐ গ্রন্থের বিক্রয় অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন এবং আরও জানাইয়াছেন যে আবশ্যকতাবোধে গ্রন্থখানি পুনঃপ্রকাশ করিবেন এবং উহার বিক্রয় চালাইয়া যাইবেন।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] ক্ষতিপূরণবাবদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা)।

[২] প্রতিবাদীর দখলে কথিত গ্রন্থের যে কপিগুলি রহিয়াছে, প্রতিবাদী তাহা বাদীকে অর্পণ করুন এই মর্মে আদেশ।

[৩] প্রতিবাদীকে বা তাহার নিযুক্তকগণকে বা তাহার কোন কর্মচারী বা ভৃত্য-কে ঐরূপ লঙ্ঘন করিতে থাকা বা পুনরায় ঐরূপ লঙ্ঘন করা হইতে বিরত করিয়া আসেধাজ্ঞা (ইনজাংশন)।

বিরক্তিকর উপদ্রব (Nuisance)

নিদর্শ -- ২

ক্ষতিকর কারবার পরিচালনা করার দরুন মকদ্দমা

(১) বাদী দমদম থানার ও কলিকাতা ৭০০ ০২৮ ডাকঘরের অধীন সাউথ দমদম পৌর এলেকা মধ্যবর্তী .... নং কুমার পাড়া স্থিত প্রতিবাদীর মালিকানাধীন খোলা জমির উত্তরদিকে অবস্থিত .... নং বাটীর মালিক হইতেছেন এবং অতঃপর বর্ণিত সর্বসময়ে ঐরূপ ছিলেন।

(২) বিগত ১১ই বৈশাখ, সন ১৩৯৬ ইং ২৪শে এপ্রিল ১৯৮৯ প্রতিবাদী কথিত ভূমিখণ্ডের উপর একটি চামড়া পাকা করার কারখানা খুলিয়াছেন এবং প্রতিদিন

তাঁহার কারখানা সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে পশুচর্ম রৌদ্রে শুকাইতে দেন এবং তাহার ফলে দুর্বিসহ তীব্র দুর্গন্ধ বাদীর বসত্ বাটীতে পবিব্যাপ্ত হয় যাহাব ফলে বাদীর উক্ত বসত্বাটী অস্বাস্থ্যকর ও মনুষ্য বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িযাছে।

(৩) বাদী, উপরি-উক্তরূপ পবিস্থিতিতে তাঁহার উক্ত বসত্বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র মাসিক ৮০০.০০ (আটশত) টাকা ভাড়ায় ভাড়া লইয়া বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(৪) সন্নিকটে উপরি-উক্তরূপ ক্ষতিকর কারখানার বিদ্যমানতাহেতু বাদীব উক্ত বাটী কেহ উক্ত বাড়ী ভাড়া লইতেছেন না যাহার ফলে বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অদ্যাবধি যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার অনুপুঙ্খ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অনুপুঙ্খ বিবরণ

ভাড়া খাতে ক্ষতি, প্রতি মাসে .... ২,৪০০.০০ টাকা ৮০০ ০০ টাকা হিসাবে ৩ মাসের জন্য

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] বাদীর বাটীতে ক্ষতিকর ও দুর্বিসহ দুর্গন্ধ ছডাইযা দেওয়া হইতে প্রতিবাদীকে আটকাইয়া রাখার জন্য নিষেধক আসেধাজ্ঞা (prohibitory injunction)।

[২] ক্ষতিপূরণ খাতে ২,৪০০.০০ টাকা।

[৩] কথিত আসেধাজ্ঞা যখন প্রতিবাদী মান্য করিবেন সেই সময় অবধি মাসিক ৮০০ ০০ টাকা হিসাবে ভবিষৎ ক্ষতিপূরণ।

বিদ্বেষপ্রণোদিত অভিশংসন [= অভিযুক্তি]

নিদর্শ — ৩

বিদ্বেষপ্রণোদিত [= অহিতেচ্ছাসঞ্জাত, পৈশুন্য প্রণোদিত] অভিশংসন [= অভিযুক্তি] এবং প্রতারণাময় অবরুদ্ধকরণ-এর জন্য মকদ্দমা

(Suit for malicious prosecution and false imprisonment)

(১) বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ সন ইং ২৪শে মে, ১৯৮৯, প্রতিবাদী অন্যায়ভাবে বাদীকে চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগে তাহার জলপাইগুড়িব ২৭ নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত 'বৈশাখী' নামক বাটীতে গ্রেফতার করেন, রাত্রিতে আটক রাখেন এবং পরদিবস প্রাতে হাতে হাতকড়া লাগাইয়া জলপাইগুড়িব বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে উপস্থিত করান।

(২) ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ সন ইং ২৫শে মে ১৯৮৯ অপরাহ্নে বেল দিয়া কথিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের আদেশে বাদী মুক্তিলাভ করেন।

(৩) ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ সন, ইং, ২৯শে মে, ১৯৮৯ তারিখে কথিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কথিত চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে বাদীর বিচার করেন এবং নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় বন্দী মুক্তি পান।

(৪) প্রতিবাদী অহিতেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এবং কোন সঙ্গত বা সম্ভাব্য কারণ ব্যতিরেকে বাদীর বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগ আনয়ন করেন।

(৫) উপরি-উক্ত হেতু নিবন্ধন বাদী যৎপরোনাস্তি দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করেন এবং তাঁহার মর্যাদা বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট তিনি ছোট হইয়া যান, পরন্তু তিনি তাহার স্বাভাবিক ব্যবসায়ের কাজে যোগ দিতে না পারায় তাহার অর্থক্ষতি হয় এবং কথিত অভিযোগের ব্যাপারে আত্মপক্ষসমর্থনার্থ বিপুল ব্যয় ভার বহন করিতে হয়। বিশেষ ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিশেষ ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

	টাকা
একদিন ব্যবসায়ে যোগ দিতে না পারার জন্য ক্ষতি	৫০০.০০
পক্ষসমর্থনের জন্য জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শ্রী তিমিরবরণ সেনগুপ্ত মহাশয় কে ফি বাবদ প্রদত্ত হয়	৫,১০০.০০
পক্ষসমর্থনের জন্য কনিষ্ঠ অধিবক্তা শ্রী বিমলকান্তি রায় মহাশয় কে ফি বাবদ প্রদত্ত হয়	২,৫৫০.০০
সাক্ষীগণের যাতায়াত ভাড়া ও খাওয়া খরচ	৭৫০.০০
মোট	৮,৯০০.০০

বাদী দাবি করিতেছেন :

[১] বিনা কারণে আটক থাকার জন্য সাধারণ ক্ষতিপূরণ বাবদ — ১০,০০০.০০ টাকা

[২] বিদ্বেষ প্রণোদিত অভিযোগের [illegible] সাধারণ ক্ষতিপূরণ বাবদ — ১০,০০০.০০ টাকা

[৩] বিশেষ ক্ষতিপূরণ বাবদ — ৮,৯০০.০০ টাকা

মকদ্দমার [illegible] ২ হইতে প্রদানের [illegible]

নিদর্শ — ৪

অহিতেচ্ছাসঞ্জাত অভিযুক্তির জন্য আনীত মকদ্দমা

(১) বিগত ৪ঠা বৈশাখ ১৩৯৭ ইংরাজী ১৮ই এপ্রিল, ১৯৯০ প্রতিবাদী [= প্রত্যর্থী] এঁর সমক্ষে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে বাদী প্রতিবাদীর পত্নীকে প্রলোভিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

(২) উপরি-উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বাদীকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রগ্রহনপত্র (warrant i.e. a writ for arresting a person) দেওয়া হয় এবং তদ্দ্বারা বাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুদীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টাকাল আটক থাকার পর বাদী জামিনে ছাড়া পান।

(৩) বিগত ২২শে শ্রাবণ, ১৩৯৭ ইং ৮ই আগস্ট ১৯৯০ বাদীর বিচার হয় এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন।

(৪) প্রতিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগ আনয়ন করিয়া ছিলেন বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া এবং ঐরূপ অভিযোগ আনয়ণের আদৌ কোন সঙ্গত বা প্রমাণসাধ্য বা সম্ভাব্য হেতু বিদ্যমান ছিল না।

(৫) উপরি বর্ণিত ঘটনায় বাদীকে বিপুল দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত অন্য সকলের নিকট তিনি ছোট হইয়া গিয়াছেন। পরন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে তিনি একদিন তাহার ব্যবসায়-এ যোগদান করিতে পারেন নাই এবং মিথ্যা অভিযোগ হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যয় ভার বহন করিতে হইয়াছে।

বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

প্রতিরক্ষণের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শ্রীমতী প্রদীপ্তা রাহা কে প্রদত্ত ফী [= দেয়ক]	৫,০০০.০০ টাকা
প্রতিরক্ষণের নিমিত্ত কনিষ্ঠ অধিবক্তা শ্রী ঋদ্ধিপ্রতিম দাশগুপ্ত কে প্রদত্ত ফি . .	২,০৪০.০০ টাকা
সাক্ষীগণ কে আদালতে হাজির করানোর জন্য তাঁহাদিগকে প্রদত্ত ভ্রমণ-ভাতা ও খাওয়ার খরচ . .	. ৬৬০.০০ টাকা
স্বীয়কার্যে অনুপস্থিত থাকার দরুন অর্থক্ষতি	. ১০০.০০ টাকা
মোট.....	৭,৮০০.০০ টাকা

বাদী অতএব দাবি করিতেছেন ঃ

(১) মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণাভোগ এবং সুনামের ক্ষতির দরুন সাধারণ ক্ষতির পরিপূরনার্থে ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র।

(২) উপরে যে বিশেষ ক্ষতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঐ বিশেষ ক্ষতির পরিপূরণার্থ ৭৮০০ সাত হাজার আটশত টাকা মাত্র।

(৩) মামলার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত কালখণ্ডের জন্য সুদ।

টীকা : ন্যায়প্রণালী সংহিতার পরিশিষ্ট-ক' এর ৩১নং নিদর্শ এই প্রসঙ্গে দেখা কর্তব্য। পূর্বে, বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ন্যায়প্রণালী সংহিতা-বিধৃত যাবতীয় নিদর্শ বাংলাভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে।

জন্তু জানোয়ার (Animals)

নিদর্শ — ৫

প্রতিবাদীর কুকুর দংশন করায় ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা

(১) প্রতিবাদী তাঁহার বাঁকুড়া জিলার মেজিয়া থানা ও মেজিয়া ডাকঘরের অধীন কুসুমপুর গ্রামের বাড়িতে একটি কুকুর রাখিতেন এবং উক্ত কুকুর বিগত ২২শে আষাঢ় ১৩৯৬ সন ইং ৭ই জুলাই, ১৯৮৯ অপরাহ্নে বাদীকে আক্রমণ করে, দংশন করে এবং তাহার দেহের কয়েকস্থানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়া দেয় এই ঘটনার ফলে বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন

(২) কথিত কুকুরটি নির্বিশেষ হিংস্র প্রবৃত্তির ও ক্ষতিকর স্বভাববিশিষ্ট, এবং মানুষ দেখিলেই তাহাকে আক্রমণ করে ও কামড়ায় এবং প্রতিবাদী কুকুরটির ঐরূপ স্বভাব বিষয়ে অবহিত থাকিয়া উহাকে পুষিয়াছে

কুকুর-টি কর্তৃক সম্পাদিত ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

কুকুর-টি প্রথমে বাদীর বাম পায়ে দংশন করে এবং ঐরূপ দংশনের ফলে বাদী রাস্তার উপর পড়িয়া গেলে কুকুরটি তাহার দক্ষিণ উরুতে, দক্ষিণ হস্তের ঊর্ধ্বাংশে, ডান পা এর পাতায় দংশন করে ও দেহের বিভিন্ন স্থানে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়।

যে বিশেষ ক্ষতিপূরণের দাবি করা হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ :

দুইজন সাহায্যকারীসহ বাঁকুড়া সদরে চিকিৎসার জন্য যাতায়াতের জীপ ভাড়া ও অন্যান্য খরচ	১,০০০.০০ টাকা
দিনপ্রতি ১০০ টাকা হিসাবে মোট ১৫ দিনের চিকিৎসাব্যয়	১,৫০০.০০ টাকা
চিকিৎসার জন্য একমাসকাল ঘরে বসিয়া থাকিতে হওয়ায় দারুব্যবসায়ের যে ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে তন্নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ	৫,০০০.০০ টাকা
মোট	৭,৫০০.০০ টাকা

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

যে দেহগত কষ্টে ও অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে তন্নিমিত্ত সাধারণ ক্ষতিপূরণ বাবদ	৫,০০০.০০ টাকা
বিশেষ ক্ষতিপূরণ বাবদ	৭,৫০০.০০ টাকা
মোট	১২,৫০০.০০ টাকা

এবং তৎসহ মকদ্দমাব তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

নিদর্শ — ৬

প্রতিবাদীর মহিষ বাদীর ফসলের ক্ষতি করার দরুন মকদ্দমা

(১) বিগত ১০ই মাঘ, ১৩৯৬ সন ইং ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯০ বুধবার প্রতিবাদীর মালিকানাধীন এগারোটি মহিষ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিলার বারুইপুর থানার ও বারুইপুর ডাকঘরের অধীন নারাযণপুর গ্রামের নারায়ণপুর মৌজাস্থিত বাদীর মালিকানাধীন শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে ও উক্ত ক্ষেতে দণ্ডায়মান ধান্য ফসলের ক্ষতি সাধন করেন।

ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

সংশ্লিষ্ট ক্ষেতের পুরা ফসল মহিষগুলি বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রতি হেকটেয়ারে উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৫০০০.০০ টাকা হিসাবে মোট তিন হেকটেয়ারে উৎপন্ন ফসলের মূল্য ১৫০০০ টাকা হইতেছে।

(২) বাদী দাবি করিতেছেন ১৫০০০ টাকা এবং তৎসহ মকদ্দমার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

অভ্যাঘাত [= আক্রমণ] ও জামাকাপড়ে বা দেহে আঘাত (Assault and battery)

নিদর্শ — ৭

অভ্যাঘাত ও দেহে আঘাত করার জন্য মকদ্দমা

(১) গত ২রা ফাল্গুন, ১৩৯৬ সন ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ প্রতিবাদী বাদীর গৃহে বাদীকে আক্রমণ করেন এবং লাঠিদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করেন যাহার ফলে বাদীর জঙ্ঘাস্থি ভাঙিয়া যায়।

(২) ইহার ফলে বাদী সুদীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার পরিবহণ ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসাখাতে তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

বিশেষ ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

(১) ডাক্তাবি চিকিৎসাব ব্যয় :

(ক) অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ সৌবভ গুপ্ত মহোদয-কে প্রদত্ত ফি — টাকা

(খ) ডাঃ সৌবভ গুপ্ত মহাদয কে সাহায্য কবাব জন্য ডাঃ দেবাশিস অধিকাবী মহাশয-কে প্রদত্ত ফি — টাকা

(গ) নার্সিং হোমে তিনমাস থাকাব খবচ — টাকা

(ঘ) নিকপমা ফার্মাসী কে প্রদত্ত ওষুধ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতিব মূল্য — টাকা

মোট — টাকা

(২) তিনমাসকাল পবিবহণ ব্যবসায না কবিতে পাবায ক্ষতি — টাকা

বাদী দাবি কবিতেছেন ।

(১) হৃতমান কবাব ও দৈহিক যন্ত্রণা ও ব্যথাবেদনা সৃষ্টিব জন্য সাধাবণ ক্ষতিপূবণ বাবদ — টাকা

(২) বিশেষ ক্ষতিপূবণ বাবদ — টাকা

(৩) মকদ্দমাব তাবিখ হইতে প্রদানেব তাবিখ পর্যন্ত সমযেব সুদ।

প্রতারণা [= উপধি] (Fraud)

নিদর্শ — ৮

প্রতারণা দ্বাবা লব্ধ আজ্ঞপ্তি বাতিল (set aside) কবাব জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ২৯শে ভাদ্র ১৩৯৬ ইং ১৫ই সেপ্টেম্বাব ১৯৮৯ প্রতিবাদী আদালত হইতে বাদীব বিরুদ্ধে একটি এক তবফা [= এক পক্ষিক, একান্তিকা] আজ্ঞপ্তি (১৯৮৯ এব আজ্ঞপ্তি নং ১১০৭) প্রাপ্ত হন।

(২) প্রতিবাদী উক্ত আজ্ঞপ্তি প্রতাবণা দ্বাবা লাভ কবেন। কথিত প্রতাবণাব অনুপুঙ্খ বিববণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(ক) প্রতিবাদী তাঁহাব আর্জিতে বিবৃত কবেন যে বাদী বর্ধমান জিলাব কাটোযা মহকুমাব মঙ্গলকোট থানাব নূতনহাট ডাকঘবেব অধীন নূতনহাট গ্রামেব বাসিন্দা, এবং উক্ত ঠিকানায বাদীব বিরুদ্ধে আহ্বানপত্র (সামন) প্রদান কবান। বাদীকে নূতনহাট গ্রামে পাওযা যায নাই এই প্রতিবেদনসহ উক্ত আহ্বানপত্র ফেবৎ দেওযা হইলে প্রতিবাদী একটি শপথপত্র দ্বাবা সমর্থিত আবেদনপত্র পেশ কবেন যাহাতে

অভিকথিত হয় যে বাদী ইচ্ছাপূর্বক আহ্বানপত্র এড়াইয়া যাইতেছেন এবং প্রার্থনা করা হয় প্রতিস্থাপিত [= প্রতিকল্প] আহ্বানপত্রের জন্য এবং তিনি 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া উক্ত আহ্বানপত্র দিবার একটি আদেশ গ্রহণ করেন।

বাদী যে নূতনহাট গ্রামের বাসিন্দা এবং তিনি আহ্বানপত্র প্রদান এড়াইয়া যাইতেছেন প্রতিবাদীর এই বিবৃতি ছিল সর্বৈব মিথ্যা, এবং উহা যে মিথ্যা ছিল তাহা প্রতিবাদী সম্যক অবগত ছিলেন এবং বাদী যাহাতে মকদ্দমাটির কথা জানিতে না পারেন তন্নিমিত্ত তিনি ঐরূপ করেন এবং এইরূপে মকদ্দমাটি দায়ের করা বিষয়ে বাদীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়। বাদী মঙ্গলকোট থানার অধীন বলরামপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সেখানেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

(৩) উপরের অনুচ্ছেদ ২-এ যে প্রতারণার কথা বর্ণিত হইয়াছে বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ সন ইং ১১ই ডিসেম্বার, ১৯৮৯ বাদী তাহা জানিতে পারেন যখন তিনি নির্বাহের বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন অতপর তিনি মূল মকদ্দমার নথিপত্র পরিদর্শন করেন।

বাদী দাবি করিতেছেন, উক্ত আজ্ঞপ্তি বাতিল কৃত হউক।

বাণিজ্যিক চিহ্ন (Trade Mark)

নিদর্শ — ৯

বাদী উৎপাদিত মাল বলিয়া অন্য মাল বিক্রয় করায় মকদ্দমা

(১) বাদী বিগত চল্লিশ বৎসরের অধিককাল যাবৎ 'কৃষ্ণ লীলা' নামক ধূপকাঠি উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। গৃহে মনোরম সুগন্ধের পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টিকারী এবং পূজার উপচারের একটি বিশিষ্ট উপাদান উক্ত ধূপকাঠি অত্যন্ত উচ্চমানের এবং আকর্ষণীয় গুণমানের জন্য উহা প্রতিগৃহে আদৃত হইয়াছে। ধূপকাঠি প্রয়োজন হইলে ক্রেতাসাধারণ দোকানে গিয়া কেবল উক্ত কৃষ্ণলীলা ধূপকাঠিই চাহেন ও খরিদ করেন।

(২) প্রতিবাদী নদীয়া জেলার চাকদহ থানার ও চাকদহ ডাকঘরের অধীন চাকদহ-তে ধূপকাঠি উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

(৩) প্রতিবাদী, অন্যায়ভাবে, বাদীর উৎপাদিত নহে এরূপ ধূপকাঠি বাদীর উৎপাদিত ধূপকাঠি বলিয়া চালাইতেছেন। তিনি তাঁহার উৎপাদিত ধূপকাঠি 'কৃষ্ণ লাল' ধূপকাঠি নামে বিক্রয় করিতেছেন, যাহার ফলে ক্রেতা সাধারণ উহা বাদীর উৎপাদিত ধূপকাঠি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া খরিদ করিয়া প্রতারিত হইতেছেন এবং এইরূপ অন্যায্য কার্য সম্পাদনেব ফলে একধারে যেমন জনসাধারণের স্বার্থহানি ঘটিতেছে তেমনি বাদীর ব্যবসায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

(৪) এইরূপ অন্যায্য বিক্রয় সম্বন্ধীয় বিশদ বিববণ নিম্নে প্রদত্ত হইল : (এখানে বিশদ বিববণ দিতে হইবে)।

(৫) প্রতিবাদী যে ধূপকাঠি বাদীব উৎপাদিত ধূপকাঠি বলিয়া চালাইতেছেন তাহা অতি নিম্নমানেব এবং উহা বাদীব উৎপাদিত ধূপকাঠি বলিয়া বিক্রয় কবাব ফলে বাদীব উৎপাদিত মালেব খ্যাতি বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং ফলে বাদীব প্রভূত ব্যবসায়িক ক্ষতি সংসাধিত হইতেছে।

(৬) প্রতিবাদীব অভিপ্রায় হইল 'কৃষ্ণলাল' ধূপকাঠি নামে এরূপ ধূপকাঠি বিক্রয় কবা প্রকৃতপক্ষে যাহা বাদীব উৎপাদিত 'কৃষ্ণলীলা' ধূপকাঠি নহে অর্থাৎ বাদীর উৎপাদিত বলিয়া একপ মাল চালানো বাস্তবিকপক্ষে যাহা আদৌ বাদীব উৎপাদিত নহে।

বাদী দাবি কবিতেছেন :

[১] প্রতিবাদীকেও তাঁহাব নিযুক্তকগণকে বাদীব উৎপাদিত নহে একপ 'কৃষ্ণলাল' ধূপকাঠি বিক্রয় কবা বা বিক্রয় কবিতে চাওয়া হইতে নিবৃত্ত কবিযা আসেধাজ্ঞা,

[২] ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূবণ অথবা বিকল্পরূপে প্রতিবাদীব অর্জিত লাভেব হিসাব গ্রহণান্তে বাদীব প্রাপ্য অর্থ প্রদান।

নিদর্শ — ১০

বাদীর মাল বলিয়া অন্য মাল বিক্রয় করার জন্য মকদ্দমা (আরও একটি নিদর্শ)

(১) বাদী বিগত চল্লিশ বৎসবাধিক কাল যাবৎ 'বনমালা' নামেব চন্দন সাবান উৎপাদন ও বিক্রয় কবিযা আসিতেছেন। উক্ত সাবান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানেব এবং ক্রেতা সাধাবণেব সু-পবিচিত। ঐ সাবান ভাবতব্যাপী খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হইযাছে। ঐ একই নামে অন্য কোন সাবান উৎপাদিত বা বণ্টিত হয নাই।

(২) প্রতিবাদী পুবাতন মালদহে সাবান উৎপাদন ও বিপণন কাববাবে নিযুক্ত জনৈক ব্যবসাযী হইতেছেন।

(৩) প্রতিবাদী, অন্যাযভাবে, বাদী কর্তৃক উৎপাদিত বা বণ্টিত নহে একপ চন্দন সাবান বাদীব উৎপাদিত ও বণ্টিত চন্দনসাবান বলিযা বিক্রয কবিতেছেন। তিনি 'বনমালা' নামে চন্দন সাবান উৎপাদন ও বিক্রয কবিতেছেন যাহাব ফলে ক্রেতাসাধাবণ উহা বাদীব উৎপাদিত 'বনবালা' সাবান বলিযা বিশ্বাস কবিযা খবিদ কবিতেছেন। ফলে ক্রেতাসাধাবণ ও বাদী — সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন

(৪) অন্যায্য উৎপাদন, বণ্টন বা বিক্রয়েব অনুপুঙ্খ বিববণ নিম্নে দেওযা হইল :

(এখানে বিশদ বিববণ লিপিবদ্ধ করুন)

(৫) প্রতিবাদী কর্তৃক উৎপাদিত ও বিক্রীত সাবান অত্যন্ত নিম্নমানের এবং বাদীর উৎপাদিত জিনিষ বলিয়া উহা বিক্রয় করার ফলে বাদীর কারবারের সুনাম অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং বাদী বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রতিবাদী 'বনবালা' চন্দনসাবান নামে এরূপ সাবান বিক্রয় করিতেছেন যাহা আদৌ বাদীর উৎপাদন নহে।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] বাদীর উৎপাদিত নহে এরূপ ঐ 'বনবালা' চন্দনসাবান বিক্রয় করা হইতে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিয়া আসেধাজ্ঞা।

[২] ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,০০,০০০ টাকা। অন্যথায়, উক্ত কারবার হইতে প্রতিবাদী যে শুদ্ধ মুনাফা তুলিযাছেন, বাদীকে তাহা প্রদান।

নিদর্শ — ১১

বাদীর মাল বলিয়া অন্য মাল বিক্রয় করার জন্য মকদ্দমা

(আরও একটি নিদর্শ)

(১) বাদী বিগত ত্রিশ বৎসরাধিককালযাবৎ 'লীলাকমল' নামক দন্তমঞ্জন (গুল) উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। এই দন্তমঞ্জন উৎকৃষ্ট তামাক হইতে প্রস্তুত, দাঁতের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় হিতকর এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছে। এই নামে অন্য কোন দাঁতের মাজন বাজারে নাই।

(২) প্রতিবাদী উত্তর ২৪ পরগণা জিলার নৈহাটী-তে বসবাসকারী জনৈক ব্যবসায়ী এবং কয়েকপ্রকার দাঁতের মাজন উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

(৩) প্রতিবাদী বে-আইনীভাবে বাদীকর্তৃক উৎপাদিত নহে এরূপ দন্তমঞ্জন বাদীর উৎপাদিত দন্তমঞ্জন বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। যে দন্তমঞ্জন তিনি বিক্রয়ার্থ বাজারে ছাড়িয়াছেন তাহার নাম দিয়াছেন 'নীলকমল' এবং ইহার ফলে ক্রেতাসাধারণ উহা বাদীকর্তৃক উৎপাদিত দন্তমঞ্জন বলিয়া মনে করিয়া খরিদ করিতেছেন। ফলে, ক্রেতাসাধারণ ও বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

(৪) এইরূপ উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধীয় বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(এখানে অনুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন)

(৫) প্রতিবাদী যে মাজন বিক্রয় করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা অতি নিম্নমানের এবং উহা বাদীকর্তৃক উৎপাদিত মাল বলিয়া বিক্রয় করার ফলে বাদীর কারবারের সুনাম বিপর্যস্ত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বাদী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন।

(৬) প্রতিবাদী 'নীলকমল' দন্তমঞ্জন নামে একরূপ মাল বিক্রয় করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে বাদী কর্তৃক উৎপাদিত মাল নহে।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] প্রতিবাদীকে তাঁহার অন্যায্য কার্য হইতে নিবস্ত করিয়া নিষেধাজ্ঞা।

[২] ক্ষতিপূরণবাবদ ৫০,০০০ টাকা, কিংবা প্রতিবাদী তাঁহার অসঙ্গত কার্য হইতে যে শুদ্ধ লাভ অর্জন করিয়াছেন তাহা বাদীকে প্রদান।

নিদর্শ — ১২

বাণিজ্যিক চিহ্ন লঙ্ঘিত হওয়ায় মকদ্দমা

(১) বাদী বিগত অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ 'লীলাবতী কেশ তৈল' নামক অতি উচ্চমানের অভিজাত কেশ তৈল উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন এবং উহা সমগ্র ভারতে অসামান্য খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং সর্বত্র উহা নিয়মিত বিক্রিত হইতেছে এবং 'লীলাবতী কেশ তৈল' বলিলে ভারতীয় জনসাধারণ উহা বাদীর উৎপাদিত বলিয়া বুঝে।

(২) বিগত জুলাই ১৯৮৯-এর প্রারম্ভে প্রতিবাদী 'লীলাবতী কেশ তৈল' নামে এক প্রকার কেশ তৈল বাজারে ছাড়িয়াছেন এবং ঐ সময় হইতে উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। উহার মূল্য বাদী কর্তৃক উৎপাদিত ও বণ্টিত কেশ তৈল অপেক্ষা অনেক কম।

(৩) প্রতিবাদী যে কেবল 'লীলাবতী কেশ তৈল' এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই নহে, যে শিশিতে উক্ত তৈল বাজারে উপস্থাপন করা হইয়াছে সেই শিশির আকৃতি ও গঠন, বাদীকর্তৃক ব্যবহৃত শিশির আকৃতি ও গঠনের তুল্য, লেবেল-এর নক্সা ও তেলের রঙ-ও একই প্রকার। দেখিলে বাদীকর্তৃক উৎপাদিত তৈল বলিয়া ভ্রম হয়।

(এখানে বিশদ বিবরণ দিতে হইবে)

(৪) প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণকে প্রতারিত করা, তাঁহারা শুদ্ধ 'লীলাবতী কেশ তৈল' খরিদ করিতেছেন এই বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে উৎপাদন করিয়া নিম্নমানের কেশ তৈল তাঁহাদের নিকট বিক্রয় করা।

(৫) প্রতিবাদী নকল তৈল বাজারে উপস্থাপন করার সময় হইতে বাদীকর্তৃক উৎপাদিত মালের বিক্রয় বিস্ময়করবূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং বাদীর প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] বাদীর উৎপাদিত নহে এরূপ মাল বাদীর উৎপাদিত মাল বলিয়া বিক্রয় করা বা বিক্রয় করিতে চেষ্টিত হওয়া হইতে প্রতিবাদীকে, তাঁহার প্রতিনিধি বা নিযুক্তক ভৃত্য বা কর্মচারীবর্গকে নিবৃত্ত করিয়া আসেধাজ্ঞা।

[২] বাজারে উপস্থাপন করাব সময় হইতে প্রতিবাদী উক্ত মাল বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করিয়াছেন তাহার হিসাব গ্রহণ।

[৩] প্রতিবাদী উক্ত মাল বিক্রয় দ্বারা যে শুদ্ধলাভ অর্জন করিযাছেন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহা বাদীকে প্রদান।

মালপত্র আটক রাখা (Detention of Goods)

নিদর্শ — ১৩

মালপত্র আটকাইয়া রাখার জন্য মকদ্দমা

(১) বিগত ২০শে চৈত্র ১৩৯৬ ইং ৩বা এপ্রিল, ১৯৯০ প্রতিবাদী, বাদীর নিকট হইতে ২৫টি এয়ার মার্শাল বৈদ্যুতিক পাখা ভাড়া লন এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করিয়া যে প্রতিবাদী ঐগুলি ১৫ই আষাঢ় ১৩৯৭ ইং ৩০শে জুন, ১৯৯০ তারিখ পর্যন্ত ব্যবহাব কবিবেন এবং ১৬ই আষাঢ় ১৩৯৭ ইং ১লা জুলাই ১৯৯০ তারিখে ঐগুলি বাদীকে ফেরৎ দিবেন।

(২) প্রতিবাদী পাখাগুলি বাদীকে ফেবৎ দেন নাই এবং ঐগুলি আটকাইয়া রাখিয়াছেন যাহার ফলে বাদী ঐগুলি অন্য কাহাকেও ভাড়া দিতে সক্ষম হন নাই এবং অন্য-কে ভাড়া দিয়া তিনি যে অর্থ উপার্জন কবিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] কথিত ২৫টি বৈদ্যুতিক পাখার ফেবৎ-প্রাপ্তি, অন্যথায ঐগুলির মূল্য বাবদ ১২,৫০০ টাকা।

[২] পাখাগুলি আটকাইয়া বাখার দরুন ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩,০০০ টাকা।

সুখাধিকার (Easement)

নিদর্শ — ১৪

সুখাধিকার সম্বন্ধীয় মকদ্দমা

(১) দমদম ক্যান্টনমেন্টের ৩নং রেল গেট হইতে আরম্ভ হইয়া কবি মুকুন্দ দাস রোড নামক যে রাস্তাটি লক্ষীনারায়ণ রোড়ে গিয়া মিশিয়াছে তাহা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পথ হইতেছে।

(২) প্রতিবাদী, শ্রী সুবোধচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে উক্ত রাস্তার মধ্যস্থলে কনক্রীট্ ঢালাই এর কার্যে ব্যবহার্য পাথরের টুকরা (Stone chips) ঢালিয়া রাখেন যাহাতে ঐ পথে যাতায়াত করা বিঘ্নসংকুল হইয়া পড়ে।

(৩) বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭ ইং ১৮ মে, ১৯৯০ বাদী আইনসম্মতভাবে ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় কথিত পাথরের টুকরার উপর পড়িয়া যান, ফলে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে এবং ডান পায়ের হাড় ভাঙিয়া যায় ও তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বিপুল অর্থক্ষতি-র সম্মুখীন হইতে হয়।

দেহ-গত ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

....

....

বাদী দাবি করিতেছেন ৬০০০ টাকা এবং তৎসহ মকদ্দমার তারিখ হইতে টাকা প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

টীকা ঃ সুনীল কুমার মিত্র ঃ *দলিল লিখন*, ২য় সং, কমল ল হাউস, পৃঃ ৫৯৯-৬০৫ দ্রঃ।

অপরের সম্পত্তিতে অসঙ্গত হস্তক্ষেপ (Trespass to Goods)

নিদর্শ — ১৫

বাদীর ফসল কাটিয়া লওয়ার দরুন মকদ্দমা

(১) বাদী বর্ধমান জিলার মঙ্গলকোট থানার মঙ্গলকোট উন্নয়নের ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যানগর গ্রামে . . . . নং খতিয়ানের অধীন .... সংখ্যাযুক্ত পরস্পর লগ্ন প্লটসমূহের মালিক হইতেছেন।

(২) বাদী কথিত জমিতে বাঁধাকপি, ফুলকপির চাষ করেন।

(৩) বিগত ১২ই ডিসেম্বার, ১৯৯০, বাং ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ প্রতিবাদী অন্যায়ভাবে এবং বাদীর সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসল কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন।

(৪) প্রতিবাদীর ঐরূপ কার্যদ্বারা বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

ক্ষতির অনুপুঙ্খ বিবরণ

কথিত ফসলের আনুমানিক মূল্য	..................৮,০০০ টাকা
প্রতিবাদীর খরচা বাবদ .	..............১,৫০০০ টাকা
মোট ক্ষতি	৬,৫০০ টাকা

বাদী দাবি করিতেছেন ৬,৫০০ টাকা এবং তৎসহ মকদ্দমাব তাবিখ হইতে টাকা প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

নিদর্শ — ১৬

গৃহপালিত পশু-র ক্ষতি করার জন্য মকদ্দমা

(১) বাঁকুড়া জিলাব পঙ্খাজলঘাটি থানার এলেকাস্থিত উখডাডিহি গ্রামে বাদীর জমিতে চবিতে থাকা-কালে বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ইং ২০মে, ১৯৯০ প্রতিবাদী, বাদীর একটি মহিষ গুলি করিযা হত্যা করেন।

(২) কথিত মহিষ-টিব অর্থ মূল্য ছিল ৫০০০ টাকা এবং কথিত প্রাণীটিকে হত্যা কবার ফলে বাদীব ঐ পবিমাণ টাকাব ক্ষতি সংসাধিত হইযাছে।

ক্ষতিপূরণস্বরূপ বাদী ৫০০০ টাকা এবং তৎসহ ঐ টাকাব উপব মকদ্দমাব তাবিখ হইতে টাকা প্রদানেব তারিখ পর্যন্ত সমযেব সুদ দাবি কবিতেছেন।

নিদর্শ — ১৭

বৃক্ষসমূহ কর্তনপূর্বক কর্তিত উক্ত বৃক্ষসমূহ লইয়া যাইবার জন্য মকদ্দমা

(১) বাদীর ৪৫টি কাঁঠাল গাছ, ১০টি জামরুল গাছ, ১১টি আমগাছ ও ১টি বেলগাছ ছিল, যাহাব অনুপুঙ্খ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইযাছে,

(২) বিগত ৫ই, ৬ই ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭ ইং ২০, ২১ ও ২২ মে, ১৯৯০ প্রতিবাদী, বাদীর সম্মতি ব্যতিরেকে বৃক্ষসমূহ কর্তন করেন এবং কর্তিত বৃক্ষসমূহ লইযা যান

(৩) কথিত বৃক্ষসমূহেব মূল্য ৭০০০ টাকা।

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাদী দাবি কবিতেছেন ৭০০০ টাকা ও তৎসহ, উক্ত টাকাব উপব, মকদ্দমাব তাবিখ হইতে টাকা প্রদানেব তাবিখ পর্যন্ত সমযেব সুদ।

বৃক্ষসমূহের অনুপুঙ্খ বিবরণ

....

অনধিকার প্রবেশ (Trespass)

নিদর্শ — ১৮

অনধিকার প্রবেশকারীর বিরুদ্ধে দখল প্রাপ্তির মকদ্দমা

(১) উত্তব ২৪ পবগণা জিলাব নিমতা থানাব অধীন, উত্তব দমদম পৌরসভাব এলেকাভুক্ত ও কলিকাতা ৭০০ ০৪৯ ডাকঘরেব এলেকাভুক্ত প্রতাপগড়-এ কম বেশী

১০ কাঠা জমির উপর বাদীর একটি পাকা বাড়ি আছে। উক্ত স্থাবর সম্পত্তির সীমানা নিম্নলিখিতরূপ ঃ

উত্তরে —

দক্ষিণে —

পূর্বে —

পশ্চিমে —

(২) ১৬ই পৌষ ১৩৯৬ ইং ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখে বাদী উক্ত বাড়ির মালিক ছিলেন এবং অদ্যাবধি ঐরূপ আছেন।

(৩) কথিত তারিখে বাদীর সম্মতি না-লইয়া প্রতিবাদী অন্যায়ভাবে তালা ভাঙিয়া উক্ত বাড়ি-তে প্রবেশ করেন ও উহার দখল লন এবং ঐ সময় হইতে তিনি উক্ত বাড়ি-র দখলদার রূপে আছেন।

(৪) উপরিউক্ত-রূপ অনধিকার প্রবেশ করার ফলে বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

(৫) উক্ত বাড়ি-র ভাটক মূল্য (letting value) মাসিক ১,৫০০ টাকা হইতেছে।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

[১] উক্ত বাড়ি-র দখল।

[২] ১৬ই পৌষ ১৩৯৬ ইং ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ তাং হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ইং ১লা জুন, ১৯৯০ তাং (অত্র মকদ্দমা দায়ের করার তারিখ) পর্যন্ত কালখণ্ডের নিমিত্ত মাসিক ১৫০০ হিসাবে ক্ষতি ১৫০০ × ৫ = ৭৫০০ টাকা।

[৩] বাদীকে দখল অর্পণ না-করা পর্যন্ত মাসিক ১৫০০ হিসাবে চলিতে-থাকা ক্ষতির পূরণ।

মানহানি (Defamation)

নিদর্শ — ১৯

মানহানির জন্য মকদ্দমা

(১) বাদী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি ও একজন সু প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক।

(২) বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭ ইং ১১ মে, ১৯৯০, প্রতিবাদীর, বাদীর চিকিৎসাধীন কয়েকজন রোগীর নিকট এইরূপ মন্তব্য করেন ঃ "ডাঃ সুশান্ত সেনগুপ্ত চিকিৎসক হিসাবে মোটামুটি খুব খারাপ না হইলেও তাঁহার চরিত্র দোষ আছে এবং কোনও বাড়ির অভ্যন্তরে তাঁহাকে যাইতে দেওয়া বা মেয়েদের বা মহিলাদের কোন রোগের চিকিৎসায় তাহাকে নিয়োগ করা উচিৎ নয়।"

(৩) বাদীব চিকিৎসাধীন যে সকল বোগীব নিকট প্রতিবাদী ঐরূপ মন্তব্য কবিযাছেন তাঁহাদেব কয়েকজনের নাম ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল। সকলেব নাম বাদীব জানা নাই।

(১) শিবাজী দত্ত গুপ্ত, জযকৃষ্ণপুব, মিস্ত্রীপাড়া, থানা ও ডাকঘব ঃ চাকদহ, জিলা নদীযা।

(২) নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায, গ্রাম ও ডাকঘব ঃ পাযবাডাঙ্গা, জেলা নদীযা।

(৩) কুমাবী শর্মিলা দাস, প্রযত্নে শ্রীশেখব দাস, ৩৪, বিদ্যাবত্ন বোড, ডাকঘব ঃ বানাঘাট, জিলা নদীযা।

(৪) এইরূপ নিন্দা ও কুৎসা বটনা কবাব ফলে বাদীব সম্মান ও সুনামেব বিপর্যযকব ক্ষতি সংসাধিত হইযাছে এবং উপবি-উক্ত তিনজন বোগী / বোগিনী এবং তৎসহ আবও অনেক বোগী বা বোগিনী, যাঁহাদেব নাম বাদীব জানা নাই, পবামর্শ ও চিকিৎসাব জন্য বাদীকে ডাকা বন্ধ কবিযা দিযাছেন এবং ফলে চিকিৎসক হিসাবে বাদীব পেশাব প্রভূত ও অপবিমেয ক্ষতি সংসাধিত হইযাছে এবং তাঁহাব সাধাবণ চবিত্রেও দুর্বিসহ কলঙ্ক কালিমা লেপিত হইযাছে।

বাদী দাবি কবিতেছেন ১,০০,০০০ টাকা এবং তৎসহ উক্ত টাকাব উপব মকদ্দমাব তাবিখ হইতে টাকা প্রদানেব তাবিখ অবধি সমযেব সুদ।

নিদর্শ — ২০

মানহানির মকদ্দমা

(অন্য প্রকার)

(১) ১নং ও ২নং প্রতিবাদী 'সন্ধ্যামালতী' নামক বাংলা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকাব মুদ্রক ও প্রকাশক, এবং সম্পাদক হইতেছেন। পত্রিকাখানি পশ্চিমবঙ্গেব সর্বাধিক প্রচাবিত সান্ধ্য দৈনিক পত্র। নিযমিত ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয।

(২) বাদী পুরুলিযা জিলাব পুরুলিযা থানাব ও পুরুলিযা ডাকঘবেব অধীন বিদ্যানগব গ্রাম পঞ্চাযেতেব প্রধান হইতেছেন এবং ঐরূপে কর্মবত আছেন।

(৩) বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭, ইং ২০শে মে, ১৯৯০, তাবিখেব সংখ্যাব সম্পাদকীয নিবন্ধে প্রতিবাদীদ্বয বাদীব সম্পর্কে নিম্নলিখিত ক্ষতিকব ও নিবতিশয বিদ্বেষপবাযণ মন্তব্য কবেন ঃ "তিনি এক কথায শিক্ষাদীক্ষা হীন, ব্যক্তিত্ব হীন, অসৎ ও নির্বিবেক। সবকাবেব নিকট হইতে নানা প্রকল্পে প্রভূত পবিমাণ অর্থ নিযমিত গ্রাম পঞ্চাযেতেব হস্তগত হওযা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পঞ্চাযেত এলাকাব আদৌ কোন উন্নতি পবিলক্ষিত হইতেছে না। অন্যপক্ষে ধনেধান্যে তাঁহাব ব্যক্তিগত উজ্জ্বলতা ক্রমশঃই বর্ধিত হইতেছে আকাশস্পর্শী হইতেছে।

(৪) উপরি-উক্তরূপ মন্তব্য দ্বারা প্রতিবাদী সোজা কথায় বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে বাদীর সততা বলিয়া কিছু নাই এবং তিনি পঞ্চায়েতের তহবিল হইতে অর্থ আত্মসাৎ করতঃ বিত্তশালী হইয়াছেন। তাহা ছাড়া বাদীকে শিক্ষাদীক্ষা বিবর্জিত, ব্যক্তিত্বহীন এবং, এমন কি, বিবেকহীন বলা হইয়াছে।

(৫) উপরি-উক্তরূপ ঘটনায় বাদীর সুনাম ও সুখ্যাতি ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে, জনসাধারণের দৃষ্টি-তে তিনি ছোট হইয়া গিয়াছেন এবং চরম মর্যাদা হানির শিকার হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অসামান্য ও বিপর্যযকর ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে।

বাদী ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০,০০০ টাকা দাবি করিতেছেন।

সংলোভন (Seduction)

(মন্তব্য ঃ ইংরাজী 'Seduction' শব্দটির অর্থ হইল নিজের সহিত অসচ্চরিত্রতামূলক কার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য কোন রমণীকে প্রলুব্ধ করা, কোন রমণীকে চরিত্র ভ্রষ্ট করা বা তাঁহার সতীত্ব হানি করা বা প্রলোভন দেখাইয়া বা মোহিনীশক্তি সম্পন্ন কোন কার্য দ্বারা তাঁহাকে বিপথে চালনা করা।

নিদর্শ — ২১

প্রলোভিত করিয়া স্ত্রী-কে লইয়া যাইবার জন্য আনীত মকদ্দমা

(১) বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ইংরাজী ২১শে মে, ১৯৯০ তারিখে শ্রীমতী শম্পা ঘোষ ছিলেন বাদীর পত্নী এবং এখনও বাদীর সহিত তাঁহার পতি-পত্নী সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। প্রতিবাদী এই তথ্য সম্পর্কে পূর্বে অবহিত ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন।

(২) বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭ ইং ২১শে মে, ১৯৯০ কথিত শ্রীমতী শম্পা ঘোষ কোনপ্রকার উত্তেজনা, প্ররোচনা বা ক্রোধোদ্দীপন বা অন্য কোন হেতু ছাড়াই এবং বাদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে এবং তাঁহার অজ্ঞাতে বাদীর গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিবাদীর সহিত চলিয়া যান (*কিংবা, ক্ষেত্র বিশেষে এইরূপ লিখা যাইতে পারে* ঃ বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ইং ২১শে মে ১৯৯০ তারিখে বাদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বে-আইনীভাবে, বাদীর স্ত্রী শ্রীমতী শম্পা ঘোষ-কে প্রলোভন দ্বারা বাদীর গৃহ ও অভিভাবকত্ব হইতে অপসারিত করেন)।

(৩) অনুচ্ছেদ ২-এ বর্ণিত ঘটনার পর প্রতিবাদী নিতান্ত অন্যায়ভাবে এবং বাদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাদীর বিবাহিতা স্ত্রী শ্রীমতী শম্পা ঘোষ কে স্ব-গৃহে আটকাইয়া রাখিয়াছেন এবং বাদীর হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমতী শম্পা ঘোষ-কে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনার জন্য বাদীর সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

(৪) এইরূপে বাদী তাঁহার স্ত্রীর সাহচর্য, সহায়তা, যত্ন ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

সাধারণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে বাদী দাবি করিতেছেন ২৫০০০ টাকা এবং তৎসহ, উক্ত টাকার উপর মকদ্দমার তারিখ হইতে টাকা প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ।

টীকা ঃ স্ত্রীকে প্রলোভন দেখাইয়া কেহ লইয়া গেলে স্বামী তাঁহার স্ত্রীর যত্ন, সাহচর্য ও সহায়তা হারানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারেন। কী উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী উক্ত স্ত্রী-কে প্রলোভিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাঁহার স্বামী সুরক্ষা হইতে, তাহা আদৌ কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নহে এবং সাধারণতঃ আর্জিতে (বাদপত্রে) তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। তবে যেখানে ঐরূপ উল্লেখ করিলে ক্ষতিপূরণের অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেখানে ঐরূপ উল্লেখ করা আবশ্যক হইতে পারে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, কোন বিবাহিতা কন্যার পিতা তাঁহার কন্যাকে তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে উক্ত স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইয়া গেলে তাঁহাকেও পূর্বোক্তরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইতে পারে। অবিবাহিতা কন্যাকে প্রলোভিত করিয়া কোন ব্যক্তি লইয়া গেলে উক্ত কন্যার পিতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ মকদ্দমার ভিত্তি হইল কন্যার সেবা হারানো। কন্যা পিতার সহিত বসবাস করিতেছিলেন এবং কথিত কন্যার নিকট হইতে সেবাপ্রাপ্তির ন্যায়ানুগ অধিকার তাঁহার ছিল, — এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট, এবং প্রকৃতপক্ষে কি কি সেবা তিনি তাঁহার কন্যার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেছিলেন তাহা বলার দরকার নাই। আবার ধরুন, কোনক্ষেত্রে প্রতিবাদী কোন বিবাহিতা মহিলা-কে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যান নাই, পরন্তু উক্ত মহিলাই কোন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে তাঁহার স্বামীকে পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া গিয়াছেন এবং এই তথ্য সম্যকরূপে অবগত থাকিয়াও কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এরূপক্ষেত্রে, ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা আনীত হইতে পারে। কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে কোন বিবাহিতা মহিলা স্বামীর দুশ্চরিত্র বা অসদাচরণ (misconduct) কিংবা নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন স্বামী গৃহ পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া যান এবং প্রতিবাদী যদি তাঁহাকে মানবতার খাতিরে আশ্রয়দান করেন, অবশ্যই তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার মামলা দায়ের করা যাইবে না। স্বামীর বৈবাহিক অধিকারের বিরুদ্ধে যেহেতু ব্যভিচার একটি নালিশযোগ্য [= বাদযোগ্য] অন্যায় কর্ম, সেইহেতু ব্যভিচারের জন্য ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা আনীত হইতে পারে। ভারতে, বাদী খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হইলে স্বাভাবিক মকদ্দমা না করিয়া ভারতীয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯-এর (১৮৬৯-এর ৪ আইনের) ৩৪ ধারামতে দরখাস্ত করিয়া ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারেন। প্রতিবাদীদ্বয় আদালতে উপস্থিত না থাকিলেও আদালত ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ স্থির করিয়া দিতে পারেন। তবে, বাদী খ্রিষ্টান-না হইলে স্বাভাবিক মকদ্দমা দায়ের করিতে হয়। এই ধরনের মকদ্দমায় বাদীর ক্ষতি

কি পরিমাণ হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করার কোন উপায়-না থাকায় আদালত-ই স্বীয় বিবেচনামত ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ স্থির করিয়া দেন। এইরূপ স্থির করার ব্যাপারে আদালতের বিচার্য হইবে যে বাদীর মর্যাদাহানি বা অপমান কিসিতে হইয়াছে তাহা, এবং তাঁহার অনুভূতির তীব্রতা ও যথার্থ সামাজিক অবস্থা — কন্যার ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটার এক বৎসর-কাল মধ্যে এবং পত্নীর ক্ষেত্রে তিনবৎসর কাল মধ্যে মকদ্দমা দায়ের করিতে হয় (তামাদি আইন দেখুন)।

(৩)

অন্যান্য মকদ্দমার বাদপত্র বা কয়েকপ্রকার দরখাস্ত

বিবাহসম্বন্ধীয় দরখাস্ত

(Petition in Matrimonial Matters)

পূর্বকথা ঃ ভারতে বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষে প্রধানত নিম্নলিখিত অধিনিয়ম বা আইনগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(১) হিন্দুবিবাহ আইন, ১৯৫৫

(২) বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪

(৩) আনন্দ বিবাহ আইন, ১৯০৯

(৪) মুসলিম আইন ও মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯

(৫) ভারতীয় খ্রিষ্টান বিবাহ আইন, ১৮৭২

(৬) ভারতীয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯

(৭) পার্শী বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ আইন, ১৯৩৬।

হিন্দুবিবাহ আইন, ১৯৫৫ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে বিবাহ বিষয়ে যে-সকল প্রথাগত আইন চালু ছিল, তাহা হিন্দু বিবাহ আইন-এর অঙ্গীভূত হইয়াছে উপরি-উক্ত শ্রেণীভুক্ত লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবাহচ্ছেদ, নির্দেশিত পৃথগবাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিধানসমূহ কথিত আইনে বিধৃত রহিয়াছে, বিবাহ নিবন্ধের বিধানও এই আইনে দেওয়া হইয়াছে -- কথিত আইনের ৮ ধারা দ্রঃ।

'বিবাহ' বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি প্রকৃত পক্ষে সেই প্রকার বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন বিধান বিশেষ বিবাহ আইনে নাই, তথাপি কি প্রকারে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বিধিসম্মতভাবে সহবাস করিতে পারে তদ্বিষয়ক বিধানসমূহ এবং কি প্রকারে পূর্বে অনুষ্ঠিত বিবাহ নিবন্ধীকৃত হইতে পারে এবং এই আইনে বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ক বিধানসমূহ এই আইনে বিধৃত রহিয়াছে। এই

আইনমতে বিবাহচ্ছেদ ঘটানো অতি সহজ যদি ঐ বিবাহ এই আইনানুসারে নিবন্ধিত হইয়া থাকে।

সচরাচর 'আনন্দ' নামে অভিহিত শিখ-দের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠানের সিদ্ধতা সম্বন্ধীয় সন্দেহ নিরশনকল্পে আনন্দ বিবাহ আইন, ১৯০৯ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কথিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী নিষ্পন্ন বিবাহ অথবা উক্ত অনুষ্ঠান অনুসারে যে বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে যাইতেছে তাহা উক্ত আইনদ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। তবে, যেহেতু বর্তমানে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবর্তী সম্বন্ধ হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেইহেতু বর্তমানে কথিত আনন্দ বিবাহ আইনের কোন বাস্তব মূল্য নাই।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবর্তী বিবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় মুসলিম আইন ও মুসলিম বিবাহচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ দ্বারা। সাক্ষীগণের সমক্ষে স্বামী কর্তৃক 'তালাক' শব্দের উচ্চারণ দ্বারা সহজেই মুসলিম বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। উক্ত অধিনিয়ম দ্বারা মুসলিম আইন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। পুনশ্চ, এই আইন মুসলিম স্ত্রীকে কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে স্বামীর সহিত বিবাহচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার দিয়াছে।

ভারতীয় খ্রিষ্টান বিবাহ আইন ১৮৭২ এবং ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ভারতীয় খ্রিষ্টান ও যাঁহারা বিবাহেচ্ছু বা বিবাহ বিচ্ছেদ চাহেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্বোক্ত আইনমতে একজন ভারতীয় খ্রিষ্টান অন্য একজন ভারতীয় খ্রিষ্টানকে বিবাহ করিতে পারেন অথবা এরূপ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে যাঁহাদের একজন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী।

পার্শী বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পার্শী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবাহ ব্যাপারে পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের নিজস্ব প্রথা রীতি নিয়মকানুন ও অনুষ্ঠানাদি আছে যাহা ঐ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অবশ্য প্রতিপালনীয়।

হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫

(১৯৫৫-এর ২৫ আইন)

হিন্দু বিবাহের শর্তাবলী ঃ হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ এর ৫ ধারায় হিন্দু বিবাহের শর্তসমূহ বিবৃত আছে।

নিম্নলিখিত শর্তাবলী পরিপূরিত হইলে দুইজন হিন্দুর মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হইতে পারে, যথা —

(১) বিবাহকালে কোন পক্ষেরই স্বামী বা স্ত্রী জীবদ্দশায় নাই,

(২) বিবাহকালে কোন পক্ষ

(ক) মানসিক অস্বাভাবিকতার কারণে বৈধ সম্মতি প্রদান করিতে অক্ষম নহেন, কিংবা

(খ) বৈধসম্মতি দিতে সক্ষম হইলেও, এরূপ প্রকৃতির বা এরূপ সীমার মানসিক ব্যধিতে ভুগিতেছেন যে তিনি বিবাহ-অযোগ্য এবং সন্তান উৎপাদন-অযোগ্য; কিংবা

(গ) পুনঃপুনঃ মানসিক রোগ বা এপিলেপ্সি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন; কিংবা

(৩) বিবাহকালে বরের বয়স একুশ বৎসর এবং 'কনের' বয়স আঠারো বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

(৪) পক্ষগণ নিষিদ্ধ সম্পর্ক সীমার মধ্যে অবস্থিত নহেন, যদি-না, যে-প্রথা বা রীতিদ্বারা তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

(৫) পক্ষগণ পরস্পরের সপিণ্ড নহেন, যদি-না, যে প্রথা বা রীতিদ্বারা তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

বিবাহের যে-কোনপক্ষে প্রথাগত নিয়মকানুন ও অনুষ্ঠানসমূহ অনুসারে হিন্দুবিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে। ৭ ধারা অনুসারে যে স্থলে এইরূপ নিয়মকানুন ও অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে সপ্তপদী (অর্থাৎ পবিত্র অগ্নির সম্মুখে বর ও কনের যৌথভাবে সপ্তপদ অগ্রগমন) একটি, সেখানে সপ্তম পদক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ সম্পূর্ণ ও বাধ্যতামূলক হয়।

৮ ধারায় হিন্দুবিবাহ নিবন্ধিত করার বিধান দেওয়া আছে।

দাম্পত্যাধিকার পুনরুদ্ধার পুনঃপ্রতিষ্ঠা
(Restitution of Conjugal Rights)

বিবাহ হইতে যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সমূহ উদ্ভূত হয় তাহার মধ্যে একটি হইল একত্র বসবাসের অধিকার। যে স্থলে স্বামী বা স্ত্রী এই দাম্পত্য কর্তব্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন সেস্থলে ক্ষুব্ধপক্ষ আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত অধিকার বলবৎ করিতে পারেন। দাম্পত্যাধিকার পুনরুদ্ধার সম্বন্ধীয় আইন বিধৃত আছে হিন্দুবিবাহ আইনের ৯ ধারায়। ধারাটি এই :

(৯) *দাম্পত্যাধিকার পুনরুদ্ধার* : সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে যখনই স্বামী অথবা স্ত্রী যে কোন একজন অন্যজনের সাহচর্য পরিত্যাগ করেন তখনই ক্ষুব্ধ পক্ষ দাম্পত্যাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য জিলা আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন এবং এইরূপ দরখাস্তে যে বিবৃতি দেওয়া হয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে এবং আবেদনটি মঞ্জুর না করার যে কোন বিধিসম্মত কারণ নাই এবং সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া দাম্পত্যাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রার্থিত আজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা : সঙ্গ পরিত্যাগ করার সঙ্গত কোন কারণ আছে কিনা এই প্রশ্ন উঠিলে যে ব্যক্তি সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার উপর সঙ্গত কারণের প্রমাণ-ভার বর্তাইবে।

আদালত যদি দেখিতে পান যে দরখাস্তকারী তাঁহার নিজের অন্যায় কার্য-র সুবিধা লইতেছেন অথবা দরখাস্তকারী-র বিশ্বস্ততার অভাব আছে, তাহা হইলে

আদালত দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের আজ্ঞপ্তি মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইলেও নির্বাহকারী আদালত তাহা বলবৎ করেন না। আজ্ঞপ্তি-টি না মানা রক্ষণাবৃত্তির (maintenance) দাবিতে একটি চমৎকার প্রতিরক্ষণ। পক্ষগণ যে কার্যবাহে পক্ষরূপে ছিলেন সেই কার্যবাহে দাম্পত্যাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইবার পর এক বৎসর বা ততোধিক কাল পর্যন্ত বিবাহের পক্ষগণের মধ্যে দাম্পত্যাধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে যে-কোন পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের আজ্ঞপ্তি দ্বারা বিবাহ ভাঙিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত দিতে পারেন। ১৩(১-ক) ধারা দ্রঃ।

নির্দেশিত পৃথগ্বাস
(Judicial Separation)

বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ১৩(১) ধারায় উল্লেখিত কারণে ১০ ধারামতে স্বামী নির্দেশিত পৃথগ্বাস প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিতে পারেন। এবং, ১৩(১) এবং, তৎসহ, ১৩(২) ধারায় উল্লেখিত কারণে স্ত্রী-ও এইরূপ দরখাস্ত দিতে পারেন।

নির্দেশিত পৃথগ্বাসের আজ্ঞপ্তি দ্বারা বিবাহ-বন্ধন কোনও প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত বা বাতিল হয় না। নির্দেশিত পৃথগ্বাস চলিতে থাকার সময় বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন অপরাধ করা হইলে তন্নিমিত্ত নির্ধারিত দণ্ড হইতে পারে। নির্দেশিত পৃথগ্বাসের আজ্ঞপ্তি থাকা-কালে কোনও পক্ষ পুনরায বিবাহ করিতে পারেন না, বা, অগম্যাগমন করিতে পারেন না।

যে-কোন পক্ষ-র দরখাস্তর ভিত্তিতে এবং ন্যায়ানুগ ও সঙ্গত মনে করিলে আদালত পৃথগ্বাসের আজ্ঞপ্তি বাতিল (rescind) করিয়া দিতে পারেন।

বিবাহচ্ছেদ
(Divorce / Dissolution of Marriage)

শাস্ত্রীয় হিন্দু আইন অনুসারে বিবাহ ছিল একটি সংস্কার এবং বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া যাইত না। বর্তমানে, হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ অনুসারে বিবাহচ্ছেদ দ্বারা বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া সম্ভব। যে যে কারণে বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া যায়, উক্ত আইনের ১৩ ধারায় তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, কথিত কারণগুলি এই —

স্বামী ও স্ত্রী — উভয়ের ক্ষেত্রে যেগুলি কারণ হইতে পারে

(১) অগম্যাগমন বা ব্যাভিচার;

(২) পরিত্যাগ;

(৩) নিষ্ঠুরতা;

(৪) স্বধর্মত্যাগ (স্বধর্মত্যাগ করিতেছেন না, এরূপ স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(৫) মানসিক অসুস্থতা;

(৬) সন্ন্যাসগ্রহণ;

(৭) অনুমিত মৃত্যু (৭ বৎসর যাবাৎ, যাহার সম্পর্কে কিছু শোনা যায় নাই),

(৮) নির্দেশিত পৃথগ্‌বাসের আজ্ঞপ্তি-র পর এক বৎসর বা ততোধিক সময় সহবাস না করা;

(৯) দাম্পত্যাধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার আজ্ঞপ্তির পর এক বৎসব বা ততোধিক সময় দাম্পত্যাধিকাবের পুণঃপ্রতিষ্ঠা না করা।

কেবল স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে-গুলি কারণ হইতে পারে

(১) হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ চালু হইবার তারিখে (১৮ই মে, ১৯৫৫) স্বামীর একাধিক স্ত্রী ছিল — এরূপ ক্ষেত্রে যে-কোন স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ চাহিতে পারেন।

(২) বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর স্বামী নিম্নলিখিত যে-কোন দোষে দোষী হইযাছেন —

(অ) নারীধর্ষণ (কামলালসা চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীলোকেব উপর বলাৎকার)

(আ) পায়ুকাম (সমলিঙ্গে যৌনসংসর্গ)

(ই) পশ্বাচার (নৃশংস বর্বরতুল্য কামুকতা)।

(৩) স্বামীর বিরুদ্ধে ভরণপোষণেব আজ্ঞপ্তি বা আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং অতঃপর পক্ষগণের মধ্যে এক বৎসর বা ততোধিককাল সহবাস পুনরারম্ভ করা হয় নাই।

(৪) বয়স ১৫ বৎসর হইবার পূর্বেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তিনি ১৫ বৎসর হইলে এবং ১৮ বৎসর হইবাব পূর্বে উক্ত বিবাহ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কারণে বিবাহচ্ছেদের দরখাস্ত ঃ আইন স্বীকৃত পরিত্যাগের মধ্যে দুইটি উপাদান রহিয়াছে — (১) পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার তথ্য এবং (২) সহবাসে স্থায়ীভাবে পরিসমাপ্তি ঘটানোর অভিপ্রায় (*Animus Deserendi*)। সুতরাং পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কারণে স্বামী হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ এর ১৩(১) (খ) ধারামতে বিবাহচ্ছেদের দরখাস্ত করিলে, কেবল ইহা দেখাইলে চলিবে না যে স্ত্রী সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে ও স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আরও দেখাইতে হইবে যে, স্ত্রী, স্বামীর

সহিত সহবাসে স্থায়ীভাবে সমাপ্তি ঘটানোর অভিপ্রায়ে, গৃহত্যাগ করিয়াছেন [*এন. বি. রুক্মিনী* ব. *পি. এম. শ্রীনিবাস,* AIR 1984 Karn 131]।

বিবাদ-কারণ নির্ধারণ করিতে হয় আর্জি বিধৃত নিশ্চয়কথন (averments) হইতে, শপথপত্র (affidavit) বিধৃত নিশ্চয়কথন হইতে নহে [*এস নাগরাজ* ব. *গোবিন্দস্বামী,* AIR 1984 Mad 212]।

পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহচ্ছেদ (Divorce by mutual consent) : হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩-খ ধারামতে বিবাহের পক্ষগণ একত্রে এই মর্মে দরখাস্ত দিতে পারেন যে তাহারা এক বৎসর বা ততোধিককাল যাবৎ পৃথকভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহারা একত্রে বসবাসে সক্ষম হন নাই এবং তাঁহারা এইমর্মে স্বীকৃত হইয়াছেন যে তাঁহাদের বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া সঙ্গত।

বিবাহ বাতিলকরণ (Nullity of marriage) : কোন বিবাহ নিষ্ফল (void) বা নিষ্ফল যোগ্য (voidable) এই কারণ দর্শাইয়া বিবাহের যে-কোন পক্ষ বিবাহ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়া আজ্ঞপ্তি দিবার জন্য দরখাস্ত দিতে পারেন।

বিবাহ নিষ্ফল হইবে যদি —

(১) বিবাহ-কালে যে-কোন পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকিয়া থাকিলে;

(২) পক্ষগণ যদি নিষিদ্ধ সম্পর্ক বিশিষ্ট হইয়া থাকেন, যদি-না, পক্ষগণের প্রত্যেকে যে প্রথা বা রীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহাতে তাঁহাদেব মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব; কিংবা

(৩) পক্ষগণ পরস্পরের সপিণ্ড, যদি-না, পক্ষগণের প্রত্যেকে যে প্রথা বা রীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব (১১ ধারা দ্রঃ)।

যে কোন একটি পক্ষের ইচ্ছানুসারে বিবাহ নিষ্ফলযোগ্য হইতে পারে, যদি —

(১) অপরপক্ষের যৌনক্ষমতাহীনতার জন্য বিবাহ উপযুক্ত না হইয়া থাকে;

(২) অপর পক্ষ বিকৃত মস্তিষ্ক হন;

(৩) অপর পক্ষ এরূপ মানসিক অস্বাভাবিকতায় ভোগেন যাহাতে তিনি বিবাহের ও সন্তান উৎপাদনের অনুপযুক্ত হন;

(৪) অপর পক্ষ পৌনঃপুনিকভাবে মনোরোগ বা এপিলেপ্সি দ্বারা আক্রান্ত হন;

(৫) বলপ্রয়োগ বা প্রতারণাদ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষর সম্মতি পরিগৃহীত হইয়া থাকে;

(৬) অপরপক্ষ (স্ত্রী) বিবাহ-কালে তাঁহার স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা অন্তঃস্বত্বা থাকিয়া থাকেন।

(৫) ও (৬) প্রকরণমতে দরখাস্ত দিবার ব্যাপারে কতকগুলি শর্ত আছে। ঐ শর্ত সমূহ আরোপিত হইয়াছে ১২(২) ধারা দ্বারা। দরখাস্ত দাখিল করার পূর্বে উহা দেখিয়া লওয়া কর্তব্য।

পঠনীয় গ্রন্থ : সুনীলকুমার মিত্র : *ম্যারেজ এ্যাণ্ড ডাইভোর্স*

ইসলামিক আইন

নিদর্শ — ১

পুরুষত্বহীনতার [= যৌনসঙ্গমে শক্তিহীনতার] কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের মকদ্দমা

.... আদালতে

. . .. বাদী

.. .. প্রতিবাদী

(১) পক্ষগণ মুসলমান।

(২) বাদী বিগত ২৪শে ডিসেম্বার, ১৯৮৮ তারিখে প্রতিবাদীর সহিত বিবাহিত হন এবং উক্ত বিবাহের পর পক্ষগণ প্রতিবাদীর বাড়ি-তে ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৯ তারিখ অপরাহ্ণ পর্যন্ত একত্রে বসবাস করেন, এবং উক্ত অপরাহ্ণে বাদী তাহার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৩) কথিত বিবাহ-কালে প্রতিবাদী পুরুষত্বহীন এবং যৌনসঙ্গমে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন এবং এখনও ঐরূপ আছেন এবং ঐ কারণে যৌনমিলন দ্বারা উক্ত বিবাহ-কে পরমোৎকর্ষ দান করিতে (সম্পূর্ণতা দান করিতে, পূর্ণ নিষ্পাদিত করিতে) তিনি সর্বৈব অক্ষম।

(৪) বিগত ২৪শে ডিসেম্বার ১৯৮৮ তারিখে অর্থাৎ কথিত বিবাহ দিনে প্রতিবাদী যে পুরুষত্বহীন এবং তিনি যে যৌনসঙ্গমে অক্ষম তাহা বাদী অবগত ছিলেন না।

বাদী, প্রতিবাদীর সহিত তাহার বিবাহ ভঙ্গ [= বিবাহ বিচ্ছেদ] দাবি করিতেছেন।

স্বাঃ

সত্যাখ্যান

হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে বিবাহ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা

বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত

নিদর্শ — ২

. ... স্থিত .... আদালতে বিবাহ সম্বন্ধীয় অধিক্ষেত্র হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ১৩ ধারা বিষয়ে এবং

দরখাস্তকারিনী ....

বিষয়ে

এবং

প্রতিবাদী ....

বিষয়ে

এবং

সহ-প্রতিবাদী ....

বিষয়ে

.... (এখানে পূর্ণনাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে হইবে)-এর বিনীত দরখাস্ত

দরখাস্তকারিনীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) পক্ষগণ নাগরিকত্বে ভারতীয়।

(২) যে, পক্ষগণ সকল গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হিন্দু ছিলেন এবং বর্তমানেও ঐরূপ আছেন এবং তাঁহারা হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন ও আছেন।

(৩) যে, বিগত .... তারিখে .... স্থানে দরখাস্তকারিনীর সহিত প্রতিবাদী, শ্রী .... এর বিবাহ সম্পাদিত হয় এবং উক্ত বিবাহ নিষ্পন্ন হয় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়মবিধি অনুসরণ করিয়া (বিবাহ সম্বন্ধীয় নিবন্ধ পুস্তকের সংশ্লিষ্ট অংশের প্রতিলিপি অথবা যথাযথভাবে প্রমানীকৃত হলফনামার (Affidavit) প্রতিলিপি আদালতে দাখিল করিতে হইবে)।

(৪) যে, কথিত বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর দরখাস্তকাবিনী এবং প্রতিবাদী .... তারিখ অবধি .... স্থানে একত্রে, স্বামী-স্ত্রী রূপে, বসবাস করেন (এই স্থলে পৃথগ্‌বাসের হেতু বিবৃত করিতে হইবে)।

(৫) যে, কথিত বিবাহ হইতে নিম্নলিখিত সন্তানগণের জন্ম হইয়াছে ঃ (এখানে সন্তানবর্গের নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, বর্তমান বয়স (সংশ্লিষ্ট বৎসরের ১লা জানুয়ারী তারিখে অথবা যে-কোন তারিখে) এবং বালক না বালিকা তাহা এখানে উল্লেখ্য)।

(৬) যে .... তারিখ এবং .... তারিখ-এর মধ্যে বিভিন্ন সমিয়ে প্রতিবাদী বর্তমান দরখাস্তকারিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাহার তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া .... স্থানে .... এর সহিত ব্যভিচার [= অগম্যাগমন] করেন।

(৭) যে, ... তারিখে বর্তমান দরখাস্তকারিনী উক্ত বিষয় সর্বপ্রথম অবগত হয়েন।

(৮) যে, বর্তমান দরখাস্তকারিনী এইরূপ ব্যভিচার [= অগম্যাগমন] মার্জনা করেন নাই বা উপেক্ষা করেন নাই বা ঐরূপ দুষ্কর্মে সহায়ক হন নাই।

(৯) কথিত প্রতিবাদী শ্রী .... তারিখে শ্রীমতী .... কে বিবাহ করেন এবং শ্রীমতী .... বর্তমানে .... (স্থানে) বসবাস করিতেছেন।

কিংবা

যে, কথিত বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর কথিত প্রতিবাদী .... তারিখে বলাৎকার / পায়ুকাম / পশ্বাচার অপরাধ সম্পাদন করিয়াছে।

(১০) বর্তমান দরখাস্তের বিষয়বস্তু বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রভিত্তিক সহযোগিতা অথবা দেখিয়াও না-দেখার ব্যপার নাই।

(১১) যে, পক্ষগণের মধ্যে তাহাদের বিবাহ বিষয়ে পূর্বে কোন কার্যবাহ ছিল না।

(১২) যে, অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে .... স্থানে কথিত বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল। ...... স্থানে পক্ষগণ সর্বশেষ বসবাস করিয়াছেন।

বর্তমান আবেদনকারিনীর প্রার্থনা, মহামান্য আদালত আবেদনকারিনীর সহিত প্রতিবাদী শ্রী ... .. এর বিবাহ ভাঙিয়া দিয়া আজ্ঞপ্তি প্রদান করুন।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৩

বৈবাহিক অধিক্ষেত্র — বিবাহচ্ছেদের আর্জি

জিলা — দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আলিপুরস্থিত মহামহিম জিলা জজ মহোদয়ের আদালতে

বিবাহ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা নং ১৯৮৯ এর —

শ্রী .... পিতা প্রয়াত / শ্রী .... ঠিকানা ....

.... বাদী

বনাম

শ্রীমতী .... স্বামী .... (বাদীর নাম) .... ঠিকানা ....

.... প্রতিবাদী

বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪-এর ২৭ ধারার অধীন আবেদনপত্র বিষয়ে উপরি-উক্ত বাদীর (আবেদনকারীর) বিনীত নিবেদন।

যথাযত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনান্তে বাদী তাঁহার নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করিতেছেন :

(১) যে, ... (এখানে তথ্যসমূহ বিবৃত করিতে হইবে)।

(২) যে, অত্র মকদ্দমার পক্ষগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং জাতিগত ভাবে ভারতীয় এবং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রকারে অত্র মহামান্য আদালতের ক্ষেত্রাধিকার-মধ্যে ....তারিখে .... সময়ে কলিকাতা ও ২৪ পরগণার বিবাহ নিবন্ধক মহাশয়ের কার্যালয়ে বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪-এর ১৩

ধারামতে পক্ষগণের মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হয় এবং উক্ত বিবাহ নিবন্ধিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্তরূপে বিবাহ সম্পাদিত ও নিবন্ধভুক্ত হইবার অত্যল্পকাল মধ্যে প্রতিবাদীর আচরণের জন্য পক্ষগণ স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতে অক্ষম হন।

(৩) যে, বিবাহের স্বল্পকাল পর .... তারিখে বা তাহার সন্নিকটস্থ সময়ে .... (এখানে ঘটনার বা ঘটনাসমূহের আরও বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে)।

(৪) যে, ... (এখানে আরও ঘটনার বিবরণ উল্লেখিত হইতে পারে)।

(৫) যে, উপরে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, প্রতিবাদী আপনার বাদীর সহিত এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে যে বাদীর মনে এইরূপ সঙ্গত সন্দেহ উদ্রিক্ত হইয়াছে যে আপনার বাদীর পক্ষে কথিত প্রতিবাদীর সহিত একত্রে বসবাস করা বাদীর পক্ষে নৈতিক দিক দিয়া ক্ষতিকর ও আঘাতকর হইবে এবং কথিত নিষ্ঠুবতার ঘটনাসমূহ হইতে উদ্ভূত অপরাধ আপনার বাদী মার্জনা করেন নাই।

(৬) যে, ঘটনাপ্রবাহদ্বারা বাধ্য হইয়া এবং অনিবার্য পরিস্থিতি-তে আপনাব বাদী বর্তমান মকদ্দমা দায়ের করিতেছেন এবং এই মকদ্দমা দায়ের কবিতে কোন প্রকার বিলম্ব হয় নাই।

(৭) যে, ... তারিখ ও সমকাল হইতে প্রতিবাদী বাদীর সহিত নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছেন এবং সেইহেতু বিবাদ-কারণ [= বাদমূল, মামলার কারণ] সর্বপ্রথম উত্থিত হয় .... তারিখে, এবং তাহার পর হইতে উহা অবিরতভাবে চলিতেছে।

(৮) প্রতিবাদীর সহিত ষড়যন্ত্রাদিতে সহযোগিতা করতঃ বর্তমান আর্জি দায়ের করা বা আর্জির ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করা হইতেছে না।

(৯) যে, যেহেতু .... ঠিকানায় কথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যেহেতু প্রতিবাদী বর্তমানে .... ঠিকানায় বসবাস কবিতেছেন, সুতরাং, উভযস্থান অত্র মহামান্য আদালতের অধিক্ষেত্র মধ্যস্থ হওয়ায় অত্র মহামান্য আদালতের এই আর্জি গ্রহণ করার ও মামলার বিচার ও মীমাংসা করার ক্ষেত্রাধিকার আছে।

(১০) এতদ্‌সহ স্থির [= অটল] কোর্ট ফি ৫ টাকা প্রদত্ত হইল।

সুতরাং এক্ষণে আপনার বাদী নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থনা জানাইতেছেন ঃ

(ক) বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যস্থ বিবাহ বন্ধন ভাঙিয়া দিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের আজ্ঞপ্তি প্রদান করা হউক।

(খ) বাদীর খরচা যাহা হইয়াছে প্রতিবাদীকে তাহা প্রদান করার আদেশ দেওয়া হউক।

(গ) আইন ও ন্যায়নীতি অনুসারে আপানর বাদী অন্য যে উপশম বা নিবৃত্তি বা উপশম বা নিবৃত্তিসমূহ পাইবার অধিকারী তাহা প্রদান করা হউক।

এবং যাহার জন্য আপনার আবেদনকারী, কর্তব্য দ্বারা বাধ্য হইয়া সর্বদা সনির্বন্ধ মিনতি প্রকাশ করিবেন।

সত্যাখ্যান

(Verification)

আমি, শ্রী .... (বাদী) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে পূর্ববর্তী আর্জিতে বিধৃত বিবৃতিসমূহ আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং অদ্য .... খ্রীষ্টাব্দের .... মাসের ... ... তারিখে আদালত প্রাঙ্গণে আমি এই সত্যাখ্যানে স্বাক্ষরদান করিলাম।

. ...

বাদীর স্বাক্ষর

আমার কার্যালয়ে এই আর্জি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

... .. অধিবক্তা

(Advocate)

হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ৯ ধারামতে মকদ্দমা

নিদর্শ — ৪

দাম্পত্য অধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার [= পূর্বাবস্থায় আনয়নের] জন্য দরখাস্ত

. . . . জিলা আদালতে।

শ্রী কৌশিক দাশগুপ্ত, দরখাস্তকারী

২০১ নেতাজী সুভাষ রোড, ইংলিশবাজার,

মালদহ, জিলা মালদহ

. . . দরখাস্তকারী

বনাম

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দাশগুপ্ত, প্রতিবাদিনী

স্থায়ী ঠিকানা ঃ ২০১ নেতাজী সুভাষ রোড, ইংলিশবাজার,

মালদহ, জিলা মালদহ

বর্তমান ঠিকানা ঃ ১১/১ স্ট্র্যাণ্ডরোড, ইংলিশবাজার, মালদহ, জিলা মালদহ

দরখাস্তকারী শ্রী কৌশিক দাশগুপ্তর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) মালদহ জিলার ইংলিশবাজারে বিগত .... তারিখে পক্ষগণের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

(হিন্দু বিবাহ নিবন্ধপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অংশের অনুলিপি / হলফনামা (যেখানে যে প্রকার) এতদ্‌সহ দাখিলকৃত হইল)

(২) কথিত বিবাহের পূর্বে পক্ষাগণের অবস্থা ও বাসস্থান এবং বর্তমান দরখাস্ত দাখিল করার কালে তাহাদের অবস্থা ও বাসস্থান নিম্নলিখিতরূপ ছিল ঃ

	স্বামী		স্ত্রী	
	অবস্থা	বাসস্থান	অবস্থা	বাসস্থান
কথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে	অবিবাহিত হিন্দু	২০৭, নেতাজী সুভাষ রোড়, ইংলিশবাজার	অবিবাহিত হিন্দু	১১/১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, ইংলিশ বাজার, জিলা - মালদহ
বর্তমান দরখাস্ত জমা দিবার কালে	বিবাহিত হিন্দু	ঐ	বিবাহিত হিন্দু	ঐ

(৩) ... . তারিখে কথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর পক্ষগণ মালদহ জিলার ইংলিশবাজারের ২০৭, নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত দরখাস্তকারীর গৃহে স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বসবাস করেন। পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় এই বিবাহ হইতে কোন সন্তান জন্মে নাই।

(৪) বিগত তারিখে প্রতিবাদী কোন প্রকার সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে দরখাস্তকারীর সহিত সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেন এবং তাহার পিতৃগৃহে (১১/১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, ইংলিশ বাজার, মালদহ) গিয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

(এই অনুচ্ছেদে সকল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিতে হইবে)

(৫) বর্তমান দরখাস্ত মহামান্য আদালতের সম্মুখে উপস্থাপনে কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় বা অসঙ্গত বিলম্ব হয় নাই।

(৬) প্রতিবাদীর সহিত ষড়্‌যন্ত্রমূলক সহযোগিতা করিয়া বর্তমান দরখাস্ত উপস্থাপন করা হইতেছে না।

(৭) উপশম প্রদান না-করার কোন বৈধিক হেতু নাই।

(৮) কোনপক্ষ কর্তৃক কথিত বিবাহ বিষয়ে পূর্বে কোনপ্রকার মামলামকদ্দমা হয় নাই।

(৯) অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পক্ষগণ বিবাহিত হইয়াছেন, এবং সর্বশেষ স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করিয়াছেন।

(১০) আবশ্যক কোর্ট ফি প্রদান কবা হইল।

(১১) দরখাস্তকাবী প্রতিবাদিনীব বিরুদ্ধে, দাম্পত্যাধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার আজ্ঞপ্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

(স্বাঃ) শ্রীকৌশিক দাশগুপ্ত
দবখাস্তকাবী

সত্যাখ্যান

উপবি-উক্ত দবখাস্তকাবী হলফ কবিযা বিবৃত কবিতেছেন যে, বর্তমান দবখাস্ত-ব অনুচ্ছেদসমূহে যাহা বিবৃত হইযাছে তাহা আমাব জ্ঞানপ্রাপ্ত সমাচাব ও বিশ্বাসমতে সত্য।

(স্বাঃ) কৌশিক দাশগুপ্ত
স্বাক্ষবকাবী

এ সত্যাখ্যাত হইল।

(স্থানেব নাম)

তাবিখ ঃ

নিদর্শ — ৫

দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন

(Restitution of conjugal rights)

(১) বিগত ১৪ই অগ্রহাযণ ১৩৯৬ সন ইং ৩০শে নভেম্বাব, ১৯৮৯, প্রতিবাদিনীব সহিত বাদীব বিবাহ হয় এবং প্রতিবাদিনী এখনও তাঁহাব পত্নী হইতেছেন।

(২) বিগত ৮ই মাঘ, ১৩৯৬ সন ইং ২২শে জানুযাবী ১৯৯০, প্রতিবাদিনী বাদীকে পবিত্যাগ কবিযা তাঁহাব পিতৃগৃহে চলিযা গিযাছেন এবং বিধিসম্মত কাবণ ব্যতিবেকে বাদীব গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিতে অস্বীকাব কবিতেছেন।

বাদী দাবি কবিতেছেন, প্রতিবাদিনীকে বাদীব সহিত বসবাস কবিতে ও বাদীকে স্বাধীনভাবে দাম্পত্যাধিকাব প্রয়োগ কবিতে দিতে প্রতিবাদীনিকে নির্দেশ দিযা একটি আজ্ঞপ্তি প্রদান কবা হউক।

মন্তব্য ঃ এই শ্রেণীব মকদ্দমায আর্জিতে বিবাহ অভিকথিত হওযা আবশ্যক এবং যে-ক্ষেত্রে বিবাহ অস্বীকাব কবা হইতেছে সেখানে উহা কঠোব ভাবে (শৈথিল্যবর্জিত ভাবে) প্রমাণিত কবা আবশ্যক। প্রতিবাদিনী যে বাদীকে পবিত্যাগ কবিযা গিযাছেন তাহাও অভিকথিত হওযা অত্যন্ত প্রযোজনীয।

নিদর্শ — ৬

স্ত্রীর আত্মীয়বর্গের বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞার একটি প্রার্থনা সহ দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের জন্য মকদ্দমা

(১) ১নং প্রতিবাদী বাদীর স্ত্রী, ২নং প্রতিবাদী ১নং প্রতিবাদীর পিতা, ৩নং প্রতিবাদী ১নং প্রতিবাদীর মাতা এবং ৪নং প্রতিবাদী ১নং প্রতিবাদীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইতেছেন।

(২) বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬ সন ইং ৩০শে নভেম্বার, ১৯৮৯, ২নং, ৩নং ও ৪নং প্রতিবাদীগণ ১নং প্রতিবাদীকে তাঁহাদের বাড়ী-তে ডাকিয়া লইয়া যান।

সেই সময় হইতে ২নং, ৩নং ও ৪নং প্রতিবাদী ১নং প্রতিবাদীকে বাদীব নিকট ফিরিয়া আসিতে বাধা দিতেছেন এবং এক্ষণে ১নং প্রতিবাদীও বাদীর নিকট আসিতে অস্বীকার করিতেছেন।

বাদী দাবি করিতেছেন ঃ

(১) ১নং প্রতিবাদীকে বাদীর সহিত বসবাস কবিতে ও বাদীকে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাম্পত্যাধিকার প্রয়োগ করিতে দি.তে ১নং প্রতিবাদীকে নির্দেশদানকরতঃ আজ্ঞপ্তি।

(২) বাদীর গৃহে ১নং প্রতিবাদীকে আসিতে দিতে বাধা দেওয়া হইতে ২নং, ৩নং ও ৪নং প্রতিবা।গণকে নিরস্ত করিয়া আসেধাজ্ঞা।

নিদর্শ — ৭

পারস্পরিক ঐক্যমত্য দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত

.... আদালতে

বিবাহসম্বন্ধীয় মকদ্দমা নং ....

. . .. প্রথম দরখাস্তকারী

.... দ্বিতীয় দরখাস্তকারী

এর মধ্যে

হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ১৩-খ ধারামতে দরখাস্ত।

উপরি-উক্ত দরখাস্তকারীগণের বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) সর্ববিধ বিজ্ঞপ্তি ও পরওয়ানা প্রদানের জন্য দরখাস্তকারীগণের ঠিকানা নিম্নলিখিতরূপ —

ঠিকানা

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারা যথাক্রমে স্ত্রী ও স্বামী এবং তাহারা .... স্থানে বিগত .. . . তারিখে বিবাহিত হয়েন এবং উক্ত বিবাহ অদ্যাবধি বলবৎ

আছে। উক্ত বিবাহ হিন্দু মতে সম্পাদিত হয়। উক্ত বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের একটি কপি এতদসহ সংযোজিত হইল এবং 'ক' বর্ণদ্বারা চিহ্নিত হইল। কথিত বিবাহ হইতে কোন সন্তানাদি হয় নাই। প্রত্যেক আবেদনকারীর বয়স ২. বৎসরের অধিক।

(৩) প্রথম দরখাস্তকারী এবং দ্বিতীয় দরখাস্তকারী বিবাহিত হইবার পর মালদহ জিলার গাজোলে এবং অন্যত্র বসবাস করেন এবং সর্বশেষে উত্তর ২৪ পরগণা জিলার বারাসতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় বসবাস করেন এবং এইস্থানে বিগত ... . তারিখে তাহারা পৃথক হইয়া যান।

(৪) কথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার অল্পকাল মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে প্রথম দরখাস্তকারী এবং দ্বিতীয় দরখাস্তকারীর মধ্যে মানসিক গঠন, প্রকৃতি, মেজাজ, চরিত্র স্বভাব, অভ্যাস, রুচি, পছন্দ, চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গী, ভাব কল্পনা, ধারণা, বিবেচনা প্রভৃতি বিষয়ে দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান এবং এইহেতু উভয়ের একত্রে বসবাস করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘটে। প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হইতে থাকে উভয়ের মধ্যে এবং তাহাদের মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে থাকে। পরিশেষে বিগত .... তারিখে প্রচণ্ড ঝগড়া বিবাদ বাধিয়া যায় এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটার সম্ভাবনা স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপ ভয়াবহ অবনতি যাহাতে না-ঘটে এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের উপর তাহার প্রতিফলন যাহাতে না হইতে পারে তন্নিমিত্ত পক্ষগণ বর্তমান মহামান্য আদালতের অধিক্ষেত্রের ...... মধ্যে তারিখে পৃথগবাসের এবং কদাপি একত্র বাস না-করার সিদ্ধান্ত লয়েন এবং সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দরখাস্তকারীগণের চরিত্র, স্বভাব, মনোভঙ্গীর প্রভৃতির পার্থক্য এতই দুস্তর যে তাহাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক সৃষ্ট হইবার আদৌ কোন সম্ভবনা নাই।

(৫) প্রথম দরখাস্তকারী ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারীর আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণ দরখাস্তকারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ও বিরোধ দূরীভূত করার জন্য এবং বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত ও প্রয়াসী হন কিন্তু উভয়ের মধ্যে রুচি-প্রকৃতি চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদির পার্থক্য এতই বিশাল যে ঐরূপ করা অসম্ভব হয় এবং স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনে তাহাদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পরন্তু, বলপূর্বক তাহাদের একত্রে বসবাস করাইতে গেলে ভয়াবহ দৈহিক ও মানসিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হয়।

(৬) প্রথম দরখাস্তকারী বিবৃত করিতেছেন যে তিনি ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারী সম্পূর্ণরূপে ও সর্বকালের জন্য বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হইয়া গিয়াছেন এবং দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ পৃথকভাবে বসবাস করিতেছেন এবং তৎপূর্বে তাহারা এক বৎসরের অধিককাল যাবৎ একত্র বসবাস করেন নাই।

(৭) উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে প্রথম দরখাস্তকারী ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারী পরস্পর এই ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছেন এবং এই সমাপ্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দরখাস্তকারীগণের বিবাহ-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার আর কোন আবশ্যকতা নাই এবং তাহাদের মধ্যবর্তী বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৮) প্রথম দরখাস্তকারী ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারী উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে বিবৃত করিতেছেন যে দরখাস্তকারীগণের পারস্পরিক স্বার্থে তাহাদের মধ্যবর্তী বিবাহবন্ধন স্থির হওয়া বাঞ্ছনীয় ও অত্যাবশ্যক।

(৯) .... তারিখে বর্তমান দরখাস্ত করার বিবাদকারণ উপস্থিত হয় যখন প্রথম দরখাস্তকারী ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারী বিবাহিত হন এবং .... তারিখে যখন অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রথম দরখাস্তকারী ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারী চূড়ান্তরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাহারা সর্ব অর্থে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান।

(১০) .... এর অধীনে টাকার কোর্ট ফি প্রদত্ত হইল।

(১১) প্রথম দরখাস্তকারী ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারী উভয়ে বিবৃত করিতেছেন যে কথিত বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে বাধাবিঘ্ন কিছু নাই এবং সর্বদিক ও সংশ্লিষ্ট সর্ববিষয় নিরতিশয় যত্ন ও নিষ্ঠাসহকারে ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা বিবাহ বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান আবেদনপত্র দাখিল করার ব্যাপারে কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় বা অসঙ্গত বিলম্ব হয় নাই।

(১২) এইরূপ পরিস্থিতি-তে প্রথম ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারী প্রার্থনা করিতেছেন যে অত্র মাহামান্য আদালতের আজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণাপূর্বক প্রথম দরখাস্তকারী ও দ্বিতীয় দরখাস্তকারীয় মধ্যে .... তারিখে অনুষ্ঠিত বিবাহ ভাঙিয়া দেওয়া হউক এবং মহামহিম আদালত অন্য যে সকল উপশম বা প্রতিকার প্রদান সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন সেইপ্রকার উপশম বা প্রতিকার প্রদান করুন।

(১৩) প্রার্থিত বিচ্ছেদ ঘোষণা করতঃ আজ্ঞপ্তি প্রদান না করার কোন বৈধিক হেতু বিদ্যমান নাই।

প্রথম দরখাস্তকারী

দ্বিতীয় দরখাস্তকারী

সত্যাখ্যান

উপরে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা আমাদের জ্ঞান, প্রাপ্ত সমাচার ও বিশ্বাসমতে সত্য।

প্রথম দরখাস্তকারী

....

দ্বিতীয় দরখাস্তকারী

. ...

প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের

.. ..

অধিবক্তাগণ

তারিখ

টীকা ঃ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহচ্ছেদ — পক্ষগণের সম্মতি ব্যতিরেকে হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ (১৯৫৫-এর ২৫ আইন)-এর ১৩-খ ধারামতে দাখিলকৃত বিবাহ সম্বন্ধীয় আবেদনপত্র পরিত্যক্ত হইতে পাবে না। যেখানে ১৩-খ ধারামতে দাখিল-কৃত যুগ্ম আবেদনপত্র পরিত্যাগ করার ব্যাপারে একটি পক্ষ সম্মত হইতেছেন না, সেখানে অপর পক্ষ-র কোন অধিকার নাই সংশ্লিষ্ট দরখাস্ত পরিত্যাগ করার বা প্রত্যাহার করার। ১৩-খ ধাবাটি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যাহা প্রয়োজনীয় তাহা হইল এই যে. দবখাস্ত-টি দাখিল কবার সময় পক্ষগণকে বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত থাকিতে হইবে। ঐ সম্মতি যদি উভয়পক্ষের যুক্ত সম্মতি হয তাহা হইলে পক্ষদ্বযের যে কোন পক্ষের পক্ষে উক্ত দরখাস্ত বাতিল কবা সম্ভব হইবে না. এই কথা বলিয়া যে. যদিও পূর্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মতি প্রদত্ত হইয়াছিল, তথাপি কথিত পক্ষ এক্ষণে উহা প্রত্যাহার করিতে চাহেন। স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মতি প্রদানান্তে পরবর্তী সময়ে ঐ সম্মতি বাতিল বা প্রত্যাহার করা সম্ভব নহে। ঐরূপ অনুমতি যুগ্ম আবেদনপত্র-ব উদ্দেশ্য-কেই নিস্ফল করিয়া দেয়। যেখানে এরূপ পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ রহিয়াছে যে আবেদনপত্র জমা দিবার কালে স্বামী ও স্ত্রী এই মর্মে স্বীকৃত হইযাছিলেন যে বিবাহ ভাঙিযা দেওযা উচিৎ এবং যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য ১৩-খ ধারা অনুযায়ী যাহা যাহা করণীয় তাহা করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, সেখানে আদালত-কে বিবাহচ্ছেদেব আজ্ঞপ্তি দেওযা আবশ্যক। পরবর্তী কোন পর্যায়ে কোন পক্ষ বিবাহচ্ছেদ না চাহিলে ঐ তথ্য প্রাসঙ্গিক হইবে না। [*শ্রীমতী জয়শ্রী রমেশ লোঁধে ব. রমেশ ভিকাজি লোঁধে,* (AIR 1984 Bom 302]।

নিদর্শ — ৮

নির্দেশিত পৃথকবাসের দরখাস্ত

(Petition praying for decree of judicial separation)

. .... স্থিত জিলা জজ আদালতে বিবাহ সম্বন্ধী অধিক্ষেত্র হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫ এর ১০ ধারা বিষয়ে এবং শ্রীমতি কল্যাণী ঘোষ, স্বামী শ্রী নীলাঞ্জন ঘোষ, ঠিকানা ....

— বাদী

বনাম

শ্রী নীলাঞ্জন ঘোষ, পিতা শ্রী শুভ্রকান্তি ঘোষ, ঠিকানা

— প্রতিবাদী বিষয়ে

উপরি-উক্ত বাদীর গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ নিবেদন এই :

(১) সকল গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ও বর্তমানে অত্র কার্যবাহের পক্ষগণ হিন্দু ছিলেন ও আছেন এবং তাঁহারা হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন।

(২) .... তারিখে প্রতিবাদী শ্রী নীলাঞ্জন ঘোষ .... (স্থানে) প্রতিবাদিনী শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত-কে বিবাহ করেন এবং হিন্দু নিয়মবিধি অনুসারে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ নিবন্ধ পুস্তকের সংশ্লিষ্ট অংশের/হলফনামার প্রত্যায়িত (= তসদিককৃত, প্রমাণীকৃত) অবিকল প্রতিলিপি এতদ্‌সহ দাখিল করা হইল।

(৩) উপরি-উক্ত বিবাহের ফলে নিম্নলিখিত সন্তানগণ জন্মলাভ করে :

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	জন্মতারিখ	বয়স	পুরুষ/স্ত্রী
(১)	জ্যোতির্ময় ঘোষ			পুরুষ
(২)	অরুণময় ঘোষ			ঐ
(৩)	দীপা ঘোষ			স্ত্রী

(৪) উপরি-উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর .... তারিখ অবধি প্রতিবাদী শ্রী নীলাঞ্জন ঘোষ এবং বাদী শ্রীমতী কল্যানী ঘোষ স্বামী-স্ত্রী রূপে নদীয়া জিলার রাণাঘাটে বসবাস করেন এবং উক্ত তারিখ অপরাহ্নে তিনি সম্পূর্ণ বিনা কারণে বাদীর সংসর্গ সর্ব অর্থে পরিত্যাগ করেন এবং পৃথক ভাবে বাস করা আরম্ভ করেন।

(৫) উপরি-উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার অত্যল্পকাল পর হইতে কথিত প্রতিবাদী শ্রী নীলাঞ্জন ঘোষ বাদী শ্রীমতি কল্যাণী ঘোষের সহিত দুর্ব্যবহার করা আরম্ভ করেন, একাধিকবার অতীব রূঢ় ও নিষ্ঠুর আচরণ করেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করেন; কথিত প্রতিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেন এবং তাহাব সহিত এরূপ অ-মানসিক, নিষ্ঠুর ও দুর্বিসহ আচরণ করেন যাহাতে বাদীর মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে প্রতিবাদীর সহিত একত্রে বাস করা তাহার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে (নিষ্ঠুরতার প্রকৃত ঘটনাগুলি এখানে প্রাঞ্জলভাষায় উল্লেখ করিতে হইবে)।

(৬) বাদী প্রতিবাদীর উক্তরূপ কার্যাবলী কদাপি উপেক্ষা করেন নাই বা উক্তরূপ কার্যাবলীর কোনওটি সম্পাদনে কোনপ্রকার সহযোগিতা করেন নাই।

(৭) পক্ষগণের মধ্যে পূর্বে কোনও প্রকার মামলা-মকদ্দমা হয নাই এবং বর্তমান দরখাস্তের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কোনরূপ সহযোগিতাকর ষড়যন্ত্র নাই।

(৮) বাদী নিরতিশয় দ্রুততার সহিত আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং কোনও ভাবে কোনপ্রকার বিলম্ব করা হয় নাই (বিলম্ব কবা হইয়া থাকিলে ঐরূপ বিলম্ব হইবার কারণ প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ করিতে হইবে)।

(৯) অত্র দরখাস্ত গ্রহণের অধিক্ষেত্র বর্তমান আদালতের আছে, কারণ, কথিত বিবাহ অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পক্ষগণ অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী। পক্ষগণ সর্বশেষ অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাস করিয়াছেন।

এ-কারণ বাদী, বাদী ও প্রতিবাদীর বিষয়ে নির্দেশিত পৃথগ্‌বাসের (judicial separation) আজ্ঞপ্তি প্রদানের প্রার্থনা জানাইতেছেন।

সত্যাখ্যান

....

নিদর্শ — ৯

ভারতীয় বিবাহচ্ছেদ আইনের ২২ ধারামতে স্ত্রী কর্তৃক অগম্যাগমনহেতু স্বামীর বিরুদ্ধে নির্দেশিত গৃথগ্‌বাসের আদেশের জন্য দরখাস্ত

(Petition of wife under section 22 of Indian Divorce Act for judicial separation from her husband on the ground of adultery).

কলিকাতা হাইকোর্ট

বিশাখা মজুমদার .... দরখাস্তকারিনী

বনাম

উজ্জ্বল মজুমদার .... উত্তরদাতা (প্রতিবাদী)

মহামান্য প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার সহায়ক বিচারপতিমণ্ডলী সমীপে —

.... (স্থানে) বসবাসকারিনী বিশাখা মজুমদার, স্বামী শ্রী উজ্জ্বল মজুমদার-এর বিনীত নিবেদন এই :

(১) বর্তমান দরখাস্তের পক্ষগণ খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন ও বর্তমানে আছেন।

(২) বিগত খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৪ তারিখে উত্তরদাতা (প্রতিবাদী) শ্রী উজ্জ্বল মজুমদারের সহিত আবেদনকারিনী বিশাখা মজুমদারের বিবাহ আইন মাফিক সম্পাদিত হয় .... ঠিকানায়। কথিত উত্তরদাতা ও দরখাস্তকারিনী অতঃপর স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। অদ্যাবধি উক্ত বিবাহ অটুট আছেন।

(৩) উক্ত বিবাহ সম্পাদিত হইবার ফলে উক্ত উত্তরদাতার ঔরসে এবং বর্তমান দরখাস্তকারিনীর গর্ভে দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

(৪) কথিত পুত্র কন্যাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(এখানে পুত্র-কন্যাগণের নাম, জন্মতারিখ ও বর্তমান বয়স উল্লেখ্য)

(৫) মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরে অবস্থানকালে .... খ্রিষ্টাব্দের . ... মাস হইতে .... মাসের মধ্যে উত্তরদাতা তাঁহার ছাত্রী শ্রীমতী দেবযানী চৌধুরীর সহিত নিন্দনীয় সম্পর্ক গড়িয়া তুলেন এবং অসংখ্যবার অগম্যাগমন অপরাধ সম্পাদন করেন। এবং উত্তরদাতা এইরূপ করেন দরখাস্তকারিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং বারংবার প্রবল আপত্তি করা সত্ত্বেও (এখানে অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে হইবে)।

(৬) উত্তরদাতা কর্তৃক কৃত এই অগম্যাগমন অপরাধ দরখাস্তকারিনী মার্জনা বা উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং কদাপি তিনি তাহা করেন নাই।

(৭) বর্তমান দরখাস্তকারিনী এবং উত্তরদাতার মধ্যে বর্তমান মকদ্দমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রাদিতে সহযোগিতাকর সম্পর্ক বিদ্যমান নাই এবং কথিত অপরাধের ব্যাপারে চক্ষু বুজিয়া থাকার সম্পর্ক নাই।

আবেদনকারিনীর বিনীত প্রার্থনা, বর্তমান মহামান্য আদালত উপরি-উক্ত অগম্যাগমন অপরাধ সম্পাদনের কারণে কথিত উত্তরদাতা ও বর্তমান দরখাস্তকারিনীর বিষয়ে নির্দেশিত পৃথগ্‌বাসের আজ্ঞপ্তি প্রদান করুন।

(স্বাঃ) বিশাখা মজুমদার

সত্যাখ্যান

....

নিদর্শ — ১০

ভারতীয় বিবাহচ্ছেদ আইনের ১৮ ও ১৯ ধারামতে বিবাহ বাতিল বলিয়া আজ্ঞপ্তি দিবার নিমিত্ত দরখাস্ত

(Petition for decree of Nullity of Marriage under sections 18 and 19 of Indian Divorce Act).

কলিকাতা হাইকোর্ট

সুনন্দা মণ্ডল .... বাদী

জেম্‌স নির্মলেন্দু মণ্ডল .... উত্তরবাদী

মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার সহযোগী বিচারকমণ্ডলী সমীপে —

বাদী শ্রীমতী সুনন্দা মণ্ডল, স্বামী জেমস্ নির্মলেন্দু মণ্ডল, পেশা গৃহকর্ম ঠিকানা : গ্রাম সূর্যপুর, ডাকঘর বারুইপুর, জিলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বর্তমান কার্যবাহের পক্ষগণ ধর্মে ও বিশ্বাসে খৃষ্টান ছিলেন এবং বর্তমানেও ঐরূপ আছেন।

(২) .... সালের .... তারিখে বর্তমান দরখাস্তকারিনী কুমারী (অবিবাহিতা) থাকাকলে এবং যখন তাহার বয়স মাত্র .... বৎসর, এরূপ সময়ে প্রতিবাদীর সহিত পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় (অত্যন্ত ভান-পূর্ণভাবে) একপ্রকারের মিথ্যা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং তথ্যভিত্তিক ভাবে কিন্তু নিতান্ত বে-আইনীভাবে প্রতিবাদীর সহিত বিবাহিত বলিয়া পরিচিত হয়েন।

(৩) উপরি-উক্ত তথাকথিত বিবাহের অনুষ্ঠানকালে প্রতিবাদী আনুমানিক ২৫ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত যুবক ছিলেন।

(৪) উক্ত তথাকথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর বর্তমান দরখাস্তকারিনী ও প্রতিবাদী যথাক্রমে ইংলিশ বাজার, বনগ্রাম, পুরুলিয়া এবং কালিম্পং-এ স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্র বসবাস করেন এবং সর্বশেষ তাহারা ঐরূপে বসবাস করেন পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় বালুরঘাটে।

(৫) কথিত মিথ্যা বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর প্রতিবাদী কদাপি দরখাস্তকারিনীর সহিত যৌন সঙ্গম করেন নাই।

(৬) কথিত মিথ্যা বিবাহকালে প্রতিবাদী পুরুষত্বহীনতার [= যৌনসঙ্গমের শক্তিহীনতার] কারণে বিধিসম্মতভাবে বিবাহচুক্তিতে আবদ্ধ হইবার অনুপযুক্ত ছিলেন এবং এখনও ঐ প্রকার আছেন।

(৭) বর্তমান কার্যবাহের বিষয়েব ব্যাপারে পক্ষগণের মধ্যে কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রাদিতে সহযোগিতাকর সম্পর্ক নাই অথবা উপেক্ষা করার বা দেখিয়াও না-দেখার সম্পর্ক নাই।

এমতাবস্থায় দরখাস্তকারিনীর প্রার্থনা মহামান্য আদালত উক্ত তথাকথিত বিবাহ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করুন।

(স্বাঃ) সুনন্দা মণ্ডল

সত্যাখ্যান

....

মন্তব্য ঃ অন্যান্য কারণেও বিবাহ বাতিল করার দরখাস্ত দাখিল-কৃত হইতে পারে। ঐ কারণসমূহের মধ্যে রহিয়াছে স্বামীর পুরুষাঙ্গের [= লিঙ্গের] গঠনগত ত্রুটি, পাগলামী, জড়বুদ্ধি [= ডাহা মুর্খতা, জড়ধীতা], নিষিদ্ধ মাত্রা (prohibited degree) প্রভৃতি।

নিদর্শ — ১১

ভারতীয় বিবাহচ্ছেদ আইনের ২৭ ধারামতে রক্ষনাদেশের [= নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আদেশের] জন্য দরখাস্ত

কলিকাতা হাইকোর্টে

শ্রীমতী চিত্রলেখা বিশ্বাস .... দরখাস্তকারিনী

শ্রী জেমস্ চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস .... প্রতিবাদী মহামান্য প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার সহযোগী বিচারপতিবৃন্দ সমীপে —

ইহা গ্রামশালিখা ডাকঘর

গ্রামশালিখা জিলা

মুর্শিদাবাদ নিবাসিনী

শ্রীমতী চিত্রলেখা বিশ্বাস

স্বামী শ্রী জেমস্ চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস-এর বিনীত দরখাস্ত হইতেছে।

দরখাস্তকারিনীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) পক্ষগণ খ্রিষ্টাধর্মাবলম্বী।

(২) বিগত .... সনের .... জ্যৈষ্ঠ খ্রিষ্টীয় নিয়মনীতি ও আইন অনুসারে বর্তমান দরখাস্তকারিনীর সহিত প্রতিবাদীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর .... বৎসরকাল দরখাস্তকাবিনী ও প্রতিবাদী স্ত্রী ও স্বামী রূপে গ্রামশালিখায় একত্রে বসবাস করেন এবং অতঃপর .... বৎসরকাল বহরমপুরে বসবাস করেন।

(৪) উপরি-উক্ত বিবাহ হইতে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। কন্যাটি কনিষ্ঠা এবং বর্তমানে দরখাস্তকারিনীর সহিত আছে।

(৫) উক্ত সন্তানবর্গের বিশেষ বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ ঃ

ক্রম	নাম	জন্ম তারিখ	বর্তমান বয়স
১।			
২।			
৩।			

(৬) বিগত .... মাসের আনুমানিক .... তারিখে কোনপ্রকার সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে প্রতিবাদী বর্তমান দরখাস্তকারিনীকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র চলিয়া যান এবং তদবধি বর্তমান দরখাস্তকারিণীর সহিত সংশ্রব বা সম্পর্ক না-রাখিয়া পৃথকভাবে অন্যত্র বসবাস করিতেছেন। প্রতিবাদীর এইপ্রকার আচরণের কোন সঙ্গত বা ন্যায্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(৭) বর্তমান দরখাস্তকারিনীর স্বামী অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐভাবে দরখাস্তকারিনীকে পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া যাইবার পর দরখাস্তকারিনী অপরিসীম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়িয়া যান; বর্তমানে দরখাস্তকারিনী স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা যে সামান্য পরিমাণ অর্থোপার্জন করিতেছেন তদ্দ্বারা কোনওক্রমে যৎসামান্য সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। (এখানে উক্ত সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)।

(৮) স্বভাবের দিক দিয়া প্রতিবাদী নিরতিশয় অসংযমী ও অমিতব্যয়ী। স্বীয় আর্থিক ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া তিনি অর্থব্যয় করেন এবং তাহার অপচয়কর স্বভাবের জন্য এবং অসংযতভাবে অত্যধিক অর্থ ব্যয় করার জন্য তিনি ধারকর্জের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কর্জরূপে গৃহীত অর্থ পরিশোধে অক্ষম হন।

বর্তমানে আবেদনকারিনী সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছেন, কথিত .... তারিখের পর তদ্‌কর্তৃক অর্জিত বিত্তসম্পত্তি উক্ত প্রতিবাদীর বা তাহার উত্তমর্ণগণের বা তাঁহাদের অধীনে দাবি-কারী ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রদান করা হউক।

সত্যাখ্যান

....

নিদর্শ — ১২

নিষ্ফল বিবাহ বাতিল করার জন্য পত্নীর দরখাস্ত

(Wife's petition for annulment of void marriage)

.... জিলা জজ মহোদয়ের আদালতে। বিবাহ সম্বন্ধীয় দরখাস্ত নং ....

শ্রীমতী শর্মিলা দত্ত .... দরখাস্তকাবী (Petitioner)

বনাম

(১) শ্রী অভিজিৎ দত্ত

(২) শ্রীমতী ছন্দবানী দত্ত

.... প্রতিপক্ষ (Respondents)

উপরি-লিখিত দরখাস্তকারী নিম্নরূপ বিবৃত করিতেছেন ঃ

(১) পক্ষগণ নাগরিকতাসূত্রে ভারতীয় ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

(২) বিগত .... তারিখে মালদহ জিলার ইংলিশ বাজারের মকদুমপুরে আবেদনকারী ও ১নং প্রতিপক্ষের মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হয়।

(৩) কথিত বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর আবেদনকারী ও ১নং প্রতিবাদী, মালদহ জিলার সদর শহর ইংলিশবাজারের ১২৩৭ নং স্ট্র্যাণ্ড রোড্ স্থিত ১নং প্রতিবাদীর গৃহে .... তারিখ অবধি স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেন।

(৪) .... তারিখে বা তাহার সন্নিকটবর্তী কোনও একটি তারিখে ২নং প্রতিবাদীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১নং প্রতিবাদীর গৃহে আগমন করেন ও বলেন যে তাঁহার ভগ্নী ২নং প্রতিবাদীর সহিত ১নং প্রতিবাদীর বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে কিন্তু তিনি অর্থাৎ ১নং প্রতিবাদী কথিত ২নং প্রতিবাদীকে গ্রহণ করেন নাই, বা করিতেছেন না পরন্তু তাঁহার সম্পর্কে নিষ্ঠুরতাপূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

(৫) বিমূঢ়তা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই সংবাদ অবগত হইবার পর বর্তমান আবেদনকারী নিরতিশয় শোকার্ত হইয়া পড়েন এবং ২নং প্রতিবাদীর ভ্রাতার ঐ দাবি সত্য কিনা তাহা তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার মাতুল-কে অনুরোধ করেন।

(৬) তদন্তে ২নং প্রতিবাদীর ভ্রাতা .... এর নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে ১নং প্রতিবাদীর সহিত যে ২নং প্রতিবাদীর বিবাহ হইয়াছিল তাহা সর্বৈব সত্য।

(৭) .... তারিখে বা সমকালে বর্তমান আবেদনকারী ১নং প্রতিবাদীকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার সহিত ২নং প্রতিবাদী বিবাহ হইয়াছিল কি-না। এই প্রশ্নে ১নং প্রতিবাদী কিছু সময় মৌন থাকেন এবং পরে যে উত্তর দেন তাহা প্রশ্নের সহিত সম্পর্কহীন ও অসংলগ্ন ও প্রলাপতুল্য। ইহাতে আবেদনকারী বিশ্বাস করেন যে, ২নং প্রতিবাদীর ভ্রাতা যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা যথার্থ। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিগত .... তারিখে আবদেনকারী নিদারুন হতাশায় ১নং প্রতিবাদীর গৃহ পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় পিতৃগৃহে চলিয়া আসেন এবং বর্তমানে তথায় বসবাস করিতেছেন।

(৮) যেহেতু কথিত বিবাহ .... (স্থানে) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেইহেতু বর্তমান মহামান্য আদালতের অত্র দরখাস্ত স্বীকারও গ্রহণ করার ক্ষেত্রাধিকার আছে।

(৯) উল্লিখিত পরিস্থিতি বর্তমান আবেদনকারীর সনির্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা :

১। আবেদনকারীর সহিত ১নং প্রতিবাদীর বিবাহ বাতিল বলিয়া বিঘোষিত হউক।

২। আবেদনকারী-কে খোরপোষের জন্য স্থায়ী ভাতা প্রদানের আদেশ দেওয়া হউক।

৩। বিবৃত পরিস্থিতি-তে আরও যে যে প্রতিকার বা উপশম আবেদনকারী ন্যায়তঃ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বা প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা প্রদানের ন্যায়ানুগ আদেশ প্রদত্ত হউক।

(স্বাঃ শর্মিলা দত্ত)

আবেদনকারী

সত্যাখ্যান

আমি উপরি-উক্ত শ্রীমতি শর্মিলা দত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে বর্তমান দরখাস্তের ১নং অনুচ্ছেদ হইতে ৮নং অনুচ্ছেদে (উভয় অনুচ্ছেদ সহ) যাহা বিধৃত হইয়াছে আমার জ্ঞানমতে তাহা সত্য।

আমার স্বাক্ষরের পর অদ্য .... তারিখে সত্যাখ্যাত হইল।

(স্বাঃ) শর্মিলা দত্ত

আবেদনকারী

তারিখ ....

নিদর্শ — ১৩

পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যুক্ত আবেদনপত্র

আলিপুরস্থিত মহামান্য জিলা জজ মহোদয়ের আদালতে। বৈবাহিক দরখাস্ত নং ....

১। শ্রী কুনাল সেনগুপ্ত, পিতা প্রয়াত সত্যজিৎ সেনগুপ্ত,

ঠিকানা ....

২। শ্রীমতী বিশাখা সেনগুপ্ত স্বামী শ্রী কুনাল সেনগুপ্ত,

ঠিকানা ....

দরখাস্তকারীগন

হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ১৩-খ ধারার অধীন দরখাস্ত

দরখাস্তকারীগণেব বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) বিগত ১৪ই বৈশাখ ১৩৯৭ ইং ২৮শে এপ্রিল ১৯৯০ আবেদনকারীগণ হিন্দু বিবাহের রীতিনিয়ম অনুসারে দাম্পত্য সম্পর্কদ্বারা আবদ্ধ হন। বিবাহের প্রমাণপত্র এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল।

(২) কথিত বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর আবেদনকারীগণ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলপী থানার অধীন কুলপী-তে ছয়মাস কাল একত্রে বসবাস করেন।

(৩) কথিত বিবাহ দ্বারা দরখাস্তকারীগণের কোন সন্তান জন্মে নাই।

(৪) উপরি-উক্ত ছয়মাসকাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই দরখাস্তকারীগণের মধ্যে মনোমালিন্য ও মীমাংসার অযোগ্য ঝগড়া-বিবাদ শুরু হইয়া যায় এবং .... তারিখে প্রচণ্ড ঝগড়া হওয়ার অব্যবহিত পর হইতে দরখাস্তকারীগণ পৃথকভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

(৫) উপরি-উক্ত ঘটনার পর হইতে দরখাস্তকারীগণ বিগত বৎসরাধিককাল যাবৎ পৃথকভাবে বসবাস করিতেছেন।

(৬) কথিত মনোমালিন্য অপসারণ পূর্বক দরখাস্তকারীগণের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য ইতোমধ্যে নানাবিধ প্রচেষ্টা পরিচালিত হইয়াছে, কিন্তু উক্তরূপ যাবতীয় প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

(৭) উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারীগণ তাঁহাদের মধ্যবর্তী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

অতএব এক্ষণে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে, আবেদনকারীগনের মধ্যবর্তী বিবাহবন্ধন বিবাহ বিচ্ছেদের আজ্ঞপ্তি [= ডিক্রি] দ্বারা ভাঙিয়া দেওয়া হউক এবং খোরপোশের জন্য স্ত্রীর অনুকূলে মাসিক এক হাজার টাকার স্থায়ী ভাতা দিবার আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হউক।

১। (স্বাঃ)

২। (স্বাঃ)

তারিখ দরখাস্তকারীগণ

সত্যাখ্যান

আমবা শ্রী কুনাল সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী বিশাখা সেনগুপ্ত এতদ্বাবা ঘোষণা করিতেছি যে ১ হইতে ৭ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ সমূহে যাহা বিবৃত হইযাছে তাহা আমাদের জ্ঞানমতে সত্য।

স্থানে .... তারিখে সত্যাখ্যাত হইল

(স্বাঃ, অধিবক্তা)

১। (স্বাঃ)

২। (স্বাঃ)

নিদর্শ — ১৪

বাতিলকরণযোগ্য বিবাহ বাতিল করিয়া আজ্ঞপ্তি (ডিক্রি) প্রদানের নিমিত্ত স্বামীর দরখাস্ত

.... জিলা জজ আদালতে। .... খ্রিষ্টাব্দের . ... সংখ্যাযুক্ত বিবাহ সম্বন্ধীয় দরখাস্ত

.... দরখাস্তকারী

বনাম

. ... উত্তরবাদী

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের হিন্দুবিবাহ আইনের ১২(১)(ঘ) ধারামতে দরখাস্ত দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ বলবৎ-কৃত হওয়ার পর, বিগত .... তারিখে .... স্থানে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পক্ষগণের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

(২) বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে পক্ষগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বতর্মানে তাঁহারা ঐরূপই আছেন। নিম্নে তাঁহাদের ঠিকানা উল্লেখিত হইল ঃ

(৩) কথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পর উত্তরবাদী বর্তমান দরখাস্তকারীর সহিত বাস করিবার জন্য নববধুরূপে তাঁহার গৃহে আগমন করেন। কয়েকদিনের মধ্যে-ই দরখাস্তকারী উপলব্ধি করেন যে উত্তরবাদী শারীরিক দিক দিয়া অসুস্থ এবং বারংবার তাঁহার বমন উদ্রেক হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় দরখাস্তকারী স্থানীয় মহিলা চিকিৎসক ডাঃ . ... কে গৃহে ডাকিয়া আনেন তাঁহাকে দিয়া উত্তরবাদীকে পরীক্ষা করান। উক্ত মহিলা চিকিৎসক অনুমান করেন প্রতিবাদী অন্তঃস্বত্ত্বা এবং তাঁহার গর্ভে তিন-চার মাসের শিশু রহিয়াছে। উক্ত মহিলা চিকিৎসক একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়া রোগিনী-কে (উত্তরবাদীকে) পরীক্ষা করাইতে পরামর্শ দেন। তৎপর দিবস, অর্থাৎ .... তারিখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ .... কে দিয়া রোগিনী-কে পরীক্ষা করাইলে উক্ত চিকিৎসক যে অভিমত প্রদান করেন তদ্বারা কথিত মহিলা চিকিৎসকের অনুমান ও অভিমত দৃঢ়ীকৃত হয়।

(৪) দরখাস্তকারী অতঃপর উত্তরবাদীকে তাঁহাব পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেন।

(৫) বিগত .... তারিখে প্রতিবাদী .... (স্থানে) স্থিত মাতৃমঙ্গল শিশু প্রতিষ্ঠানে ৮ টি পূর্ণতাপ্রাপ্ত কন্যা সন্তান প্রসব করেন।

(৬) উত্তরাবাদী ও দরখাস্তকারীর সহবাসের ফলে উক্ত শিশুর জন্ম হয় নাই।

(৭) উত্তরবাদী অন্তঃসত্ত্বা এই তথ্য অবগত হইবার পব দরখাস্তকারী উত্তরবাদীর সহিত কোনপ্রকার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন নাই।

(৮) কথিত বিবাহ সম্পাদিত হইবার এক বৎসরকালমধ্যে অত্র দরখাস্ত দাখিলকৃত হইল।

(৯) কথিত বিবাহ ..... স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই দরখাস্ত গ্রহণ করিবার ন্যায়ানুগ ক্ষেত্রাধিকার অত্র মহামান্য আদালতের আছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা, উক্ত বিবাহ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়া আজ্ঞপ্তি দেওয়া হউক।

সত্যাখ্যান

উপরি-লিখিত দরখাস্তকারী বিবৃত করিতেছেন যে অনুচ্ছেদ .... হইতে . ...-এ যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। অদ্য ....

তারিখে সকাল ৮ ঘটিকায় অধিবক্তা শ্রী .... এর কার্যালয়ে এই দরখাস্ত সত্যাখ্যাত হইল।

দরখাস্তকারী

আমার কার্যালয়ে প্রস্তুত করা হইল

অধিবক্তা

নিদর্শ — ১৫

সমবায় সমিতি (Co-operative Societies)

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিয়ামক, ...

মহোদয়ের সমক্ষে

বিবাদ মকদ্দমা নং : ১৯৮৭-৮৮'এর

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৮৩ (১৯৮৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪৫ আইন) -এর ৯৫-৯৬ ধারামতে আনীত বিবাদ বিষয়ে

এবং

.... সমবায় সমিতি লিমিটেড্, ডাকঘর .... জিলা .... প্রতিনিধি (ডেলিগেট) এবং অধিকর্তা পর্ষদেব সদস্য নির্বাচনের অনুষ্ঠান বিষয়ে

এবং

শ্রী .... পিতা শ্রী .... . . ঠিকানা ..... বিষয়ে

. ... বাদী

বনাম

১। . ... সমবায় সমিতি লিমিটেড, ঠিকানা .. .... উহার সভাপতি শ্রী .... ঠিকানা ... .. এঁর মাধ্যমে

২।

৩।

.... প্রতিবাদীবৃন্দ

উপরি-উক্ত বাদী নিম্নলিখিতরূপ বিবৃত করিতেছেন :

(১) ....

(২) ....

(৩) ....

(৪) বিগত .... তারিখে এবং উক্ত তারিখ হইতে বিবাদ কারণ উদ্ভূত হয় যখন ....

(৫) বাদী নির্দেশিত হইলে তাহার নিকট যে সকল মূল দস্তাবেজ ও নথি আছে তাহা প্রকাশ করিবেন।

(৬) পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি নিয়মাবলী, ১৯৮৭-এর ১৭২ নিয়মানুসারে .... টাকার কোর্ট ফি কোর্ট ফি স্ট্যাম্প প্রদত্ত হইল।

(৭) বাদী নিম্নলিখিত উপশম / প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছেন ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

সত্যাখ্যান

আমি, শ্রী .... বাদী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরের বিবৃতি সমূহ আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং অদ্য .... খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের .... তারিখে পশ্চিম দিনাজপুর জিলার বালুরঘাটে অত্র সত্যখ্যানে সহি করিলাম।

(স্বাঃ)

তারিখ ঃ

টীকা

সমবা‍‍‍ সমিতি সমূহ বিষয়ক বিবাদের নিষ্পত্তি পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৮৩-এর ৯৫-৯৬ ধারামতে হইয়া থাকে। কথিত ৯৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে বিবাদ নিবন্ধকের ি কট দায়ের করিতে হইবে। কাহারা সমবায় সমিতি সম্বন্ধীয় বিবাদের পক্ষ হইতে পারেন তাহা উক্ত ধারায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত ধারার (২)-উপধারায় বলা হইয়াছে যে, টাকাপয়সা আদায় করা সংক্রান্ত বিবাদ ব্যতিরেকে অন্য প্রকারের বিবাদ, উহা দায়ের করার কারণ ঘটার দিন হইতে দুই মাসের মধ্যে দায়েয় করিতে হইবে। (৩) উপধারায় বলা হইয়াছে যে এই ধারায় বা চালু অন্য আইনে যাহাই বিবৃত থাকুক না কেন, (২)-উপধারায় উল্লেখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নিবন্ধক যে-কোন বিবাদ গ্রহণ করিতে পারেন যদি বাদী নিবন্ধক-কে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে কথিত সময়সীমার মধ্যে বিবাদ দায়ের করিতে না পারার পশ্চাতে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। এইরূপে গৃহীত বিবাদ তামাদি হইবে না। কি প্রণালীতে বিবাদের নিষ্পত্তি করা হইবে, তাহা বিবৃত হইয়াছে ৯৬ ধারায়। উক্ত ধারার (৩) উপধারায় বিবাদের যে-কোন পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে আন্তরস্থিক আদেশ (Interlocutory Order) দিবার বিধান প্রদত্ত আছে। এতদ্বিষয়ে, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি নিয়মাবলী, ১৯৮৭-এর ১০১, ১৭১-১৮১ নিয়মসমূহ দেখা যাইতে পারে। প্রসঙ্গত, ন্যায়পীঠ (Tribunal), উত্তরবিচার (Appeal)

ও পুণর্বিলোকন ও সংশোধন (Review and Revision) সম্বন্ধীয় ১৩৫-১৩৭ ধারাসমূহ এবং ২২৭-২৩০ নিয়মসমূহ দেখিতে হইবে। পঠনীয় গ্রন্থ : সুনীল কুমার মিত্র : *কো-অপারেটিভ্ ল ইন্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল,* কমল ল হাউস, কলিকাতা-১।

ভাগ [= বাটোয়ারা]

(Partition)

নিদর্শ — ১৬

যৌথ হিন্দু পরিবারের সম্পত্তির বাটোয়ারার জন্য আনীত মকদ্দমা

(১) বাদী এবং প্রতিবাদীগণ যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য হইতেছেন এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নে প্রদত্ত বংশতালিকা [= কুলুজি, বংশ পরিচয়বাহী তালিকা] হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

(২) এই দলিলের নিম্নে প্রদত্ত ক-অনুসূচীতে* যে-সম্পত্তির অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আছে তাহা কথিত যৌথ হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি হইতেছে এবং পক্ষগণ উক্ত সম্পত্তির দখলদার আছেন।

(অথবা, অনুসূচী-'ক' এ যে সম্পত্তির বিবরণ বিধৃত আছে তাহা বাদীর দখলে আছে, অনুসূচী-'খ' এ যে সম্পত্তির বিবরণ বিধৃত আছে তাহা ১নং প্রতিবাদীর দখলে আছে এবং অনুসূচী-'গ' এ যে সম্পত্তির বিবরণ বিধৃত আছে তাহা ২নং প্রতিবাদীর দখলে আছে।)

(৩) কথিত অনুসূচীত্রয়ে মোট যে সম্পত্তির বিবরণ বিধৃত আছে, তাহাতে বাদীর অংশ ....।

(৪) ১নং প্রতিবাদী, বাদীর পিতা হইতেছেন এবং তিনিই কথিত যৌথ পরিবারের কর্তা বা ব্যবস্থাপক।

(৫) কথিত ১নং প্রতিবাদী বাদীর ও পরিবারের অন্য সকলের নিদারুণ দুর্ভাগ্যবশতঃ অসচ্চরিত্রতার শিকার হইয়াছেন এবং নীতিবিগর্হিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

(৬) বাজারে তাহার প্রভূত দেনা হইয়াছে এবং উক্ত দেনা পরিশোধের তাগিদে প্রায়শঃই তিনি পারিবারিক সম্পত্তির অংশ হস্তান্তর করিতেছেন। আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, স্বল্পকালমধ্যে সমগ্র সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

(৭) ১নং প্রতিবাদী যে সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন এবং বন্ধক দিয়াছেন বা অন্যভাবে দায়যুক্ত করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(৮) উপরি-উক্ত হেতু নিবন্ধন বাদী দাবি করিতেছেন যে উক্ত পারিবারিক সম্পত্তির যে অংশ তাহার প্রাপ্য উক্তসম্পত্তি হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে অর্পণ করা হউক।

নিদর্শ — ১৭

(ঐ, অন্যপ্রকার)

(১) প্রতিবাদীগণ যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য হইতেছেন।

(২) বাদপত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত সম্পত্তি কথিত যৌথ পরিবারের যৌথ সম্পত্তির অংশ হইতেছে এবং প্রাতিবাদীগণ উক্ত সম্পত্তির দখলদার ছিলেন ও আছেন।

(৩) বাদপত্রের নিম্নে যৌথ সম্পত্তির যে তালিকা প্রদত্ত আছে তাহাতে উল্লেখিত বাড়িগুলির মধ্যে ১নং বাড়ি-টি বরাবরই বাদী ও তাহার পিতার দখলে ছিল, এবং বাদী স্বোপার্জিত অর্থ হইতে ১,৬৫,০০০ টাকা (এক লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টাকা) ব্যয়ে উক্ত বাড়িটিকে দ্বিতল করিয়াছে।

(৪) বাদী কথিত সম্পত্তির বাটোয়ারা দাবি করিতেছেন এবং উক্ত সম্পত্তির তাহার প্রাপ্য ১/৪ অংশের দখল দাবি করিতেছেন।

(বিঃ দ্রঃ বাদী নিম্নলিখিত দাবি করিতে পারেন : (১) ১নং বাড়ি-টি বাদীর অংশে আবন্টন করা হউক। (২) ১নং বাড়ির দো-তলা নির্মানে মালমশলা ইত্যাদি খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা যৌথ সম্পত্তির অংশ হিসাবে না-ধরার ঘোষণা করা হউক। (৩) ১নং বাড়ি-টি যদি বাদীর অনুকূলে আবন্টন করা না-হয়, তাহা হইলে দ্বিতল নির্মানে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা বাদীকে অর্পণ করার আদেশ দেওয়া হউক)।

নিদর্শ — ১৮

বিনির্দিষ্ট উপশম আইন (Specific Relief Act)-এর ৬-ধারামতে দখলপ্রাপ্তির মকদ্দমা

(১) বাদী ১০ই বৈশাখ, ১৩৯৬ সন, ইং ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৯ তারিখ পর্যন্ত নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তির দখলদার ছিলেন।

স্থাবর সম্পত্তির অনুপুঙ্খ বিবরণ

(২) বিগত ১০ই বৈশাখ, সন্ ১৩৯৬, প্রতিবাদী, বাদীর নিকট হইতে, বাদীর সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে উক্ত দখল গ্রহণ করেন।

বাদী কথিত সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার দাবি করিতেছেন।

নিদর্শ — ১৯

যৌথভাবে দখলপ্রাপ্তির জন্য মকদ্দমা

(১) পক্ষগণের পিতা, সাদিকার আলম রশিদ, নিম্নে বিশদরূপে বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

(২) কথিত সাদিকার আলম রশিদ ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন, রাখিয়া যান বর্তমান মকদ্দমার বাদী, তাহার কন্যাকে এবং বর্তমান মকদ্দমার প্রতিবাদী, তাহার পুত্র-কে। বাদী ও প্রতিবাদী উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী ও উত্তরাধিকারী হইতেছেন।

(৩) কথিত সাদিকার আলম রশিদ-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পর প্রতিবাদী কথিত সম্পত্তির পুরা দখল লয়েন এবং ঐ সময় হইতে অদ্যাবধি উক্ত সম্পত্তির পুরা দখলদার আছেন।

(৪) বাদী উক্ত সম্পত্তির যৌথ দখল দাবি করিতেছেন কারণ বাদী আইনতঃ উক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাইবার অধিকারিনী।

নিবন্ধন (Registration)

নিদর্শ — ২০

নিবন্ধন করিতে বাধ্য করার জন্য মকদ্দমা

(১) ১২ই সেপ্টেম্বার, ১৯৮৮, প্রতিবাদী, বাদীর অনুকূলে একটি বন্ধক দলিল নির্বাহিত করেন যাহা এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল।

(২) ২৮শে সেপ্টেম্বার, ১৯৮৮, বাদী উক্ত দস্তাবেজ মঙ্গলকোটের অবর-নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করিলে কথিত অবর-নিবন্ধক উহা নিবন্ধভুক্ত করিতে অস্বীকার করেন যেহেতু প্রতিবাদী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হয়েন নাই।

(৩) বাদী বর্ধমানের জিলা নিবন্ধকের নিকট উত্তরবিচার প্রার্থী হন, কিন্তু উক্ত আধিকারিকও ৪ঠা নভেম্বার, ১৯৮৮ তারিখে স্বাক্ষরিত তাঁহার আদেশ দ্বারা উহা নিবন্ধন করিতে আদেশ বা নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেন।

বাদী উক্ত দস্তাবেজ যাহাতে নিবন্ধন করা হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় আজ্ঞপ্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

অভিভাবকত্ব (Guardianship)

নিদর্শ — ২১

অভিভাবক নিয়োগের নিমিত্ত দরখাস্ত

মহামান্য .... জিলা জজ মহোদয়ের আদালতে।

দেওয়ানী বিবিধ কেস নং ....

শ্রীমান .... (নাবালক), বয়স .... পিতা ৺.......... সাকিন .... সম্পর্কে

শ্রী .... দরখাস্তকারী ইহা অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের ১০ ধারার অধীন দরখাস্ত হইতেছে।

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য অধিনিয়ম, ১৮৯০-এর ১০ ধারা বিধৃত বিধানসমূহতে শ্রী .... এর বিণীত বিবৃতি নিম্নলিখিতরূপ ঃ

(১) নাম, পুরুষ বা স্ত্রী, ধর্ম, জন্ম তারিখ এবং নাবালকের সাধারণ বসবাসস্থান।

শ্রীমান .... স্থানে বসবাসকারী প্রয়াত . ... এর পুত্র হইতেছে, যে .... তারিখে জন্মগ্রহণ করে এবং সে অত্র আদালতের অধিক্ষেত্র মধ্যে .... স্থানে বসবাস করিতেছে'

(২) যেখানে সংশ্লিষ্ট শিশু নাবালিকা, সেখানে সে বিবাহিতা কি-না এবং বিবাহিতা হইলে তাহার স্বামীর নাম ও বয়স সংশ্লিষ্ট শিশু পুরুষ হইতেছে।

(৩) নাবালকের কোন সম্পত্তি থাকিলে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি, অবস্থিতি ও আনুমানিক মূল্য।

সংশ্লিষ্ট নাবালকের দখলে যে স্থাবর সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আছে একটি পাকাবাড়ি (নিম্নে প্রদত্ত অনুসূচী ক'এ যাহার অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে) এবং অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রহিয়াছে ডাকঘরে ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাহার পিতৃদেব কর্তৃক রক্ষিত টাকা (যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত অনুসূচী খ'এ প্রদত্ত হইয়াছে); কথিত সম্পত্তির মোট আনুমানিক মূল্য .... টাকা হইতেছে, এবং উহা অত্র আদালতের অধিক্ষেত্র-র মধ্যে বিদ্যমান আছে।

(৪) নাবালক যে-ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে আছে এবং তাহার সম্পত্তি যাহার দখলে আছে তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

কথিত বাড়ি-টি ভাড়াটিয়ার দখলে আছে এবং টাকা পয়সা উপরে উল্লেখিত ডাকঘরে ও ব্যাঙ্কসমূহে রক্ষিত আছে এবং কথিত নাবালক বর্তমান দরখাস্তকারীর সহিত তাঁহার .... স্থিত বাটীতে বসবাস করিতেছে।

(৫) নাবালকের নিকট আত্মীয় কে কে আছেন এবং তাঁহারা কোথায় থাকেন।

বর্তমান দরখাস্তকারী সহ কথিত নাবালকের নিকট আত্মীয়বর্গের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

[১]

[২]

(৬) যেখানে নাবালকের বা তাহার সম্পত্তির বা উভয়ের অভিভাবক এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন যিনি নাবালক যে আইনের অধীন সেই আইনমতে নিয়োগ করিতে সক্ষম বা নিয়োগ করিতে সক্ষম বলিয়া দাবি করিতেছেন।

কথিত নাবালকের পিতা, প্রয়াত .... তারিখে একটি উইল [= শেষ ইচ্ছাপত্র, ইষ্টিপত্র] সম্পাদনপূর্বক লোকান্তরিত হন যদ্বারা তিনি .... কে উক্ত নাবালকের ও তাহার সম্পত্তির অভিভাবকরূপে নিয়োগ করিয়াছেন।

(৭) কথিত নাবালকের বা তাহার সম্পত্তির বা উভয়ের অভিভাবকত্ব বিষয়ে অত্র আদালতে কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন দরখাস্ত পূর্বে কখনও করা হইয়াছে কি-না, এবং ঐরূপ করা হইয়া থাকিলে কখন্ ঐরূপ করা হইযাছে, কোন্ আদালতে ঐরূপ করা হইয়াছে এবং তাহার ফলাফল কি হইয়াছে।

৫ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণে উল্লোখত শ্রী / শ্রীমতী বিগত তারিখে কথিত নাবালকের ও তাহার সম্পত্তিব অভিভাবক / অভিভাবিকা রূপে নিযুক্তির জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত কবেন যাহা বিবিধ বিষয নং .. . রূপে নিবন্ধিত হয়, কিন্তু অত্র আদালতের বাহির বর্তমান দরখাস্তকাবী বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করায় উহা প্রত্যাহৃত হয়।

(৮) বর্তমান দরখাস্ত নাবালকের অথবা তাহার সম্পত্তির অথবা উভয়েব অভিভাবকরূপে নিযুক্তির জন্য বা অভিভাবকরূপে বিঘোষিত হওযাব নিমিত্ত কি-না।

বর্তমান দরখাস্ত, দরখাস্তকারীকে, কথিত নাবালকের এবং তাহার সম্পত্তির অভিভাবকরূপে ঘোষণা করার জন্য।

(৯) যেস্থলে অভিভাবকরূপে নিযুক্তির নিমিত্ত দরখাস্ত করা হইতেছে, সেস্থলে প্রস্তাবিত অভিভাবকের অর্হতা [= যোগ্যতা, গুণ]।

বর্তমান দরখাস্তকারী কথিত নাবালকের অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইবার ব্যাপারে সর্বতোভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নাবালকের স্বার্থের পরিপন্থী কোনও স্বার্থ তাঁহার নাই এবং অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকার মধ্যে তাঁহার নিজের প্রচুর পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও বিত্তসম্পত্তি আছে এবং তিনি পূর্বে উল্লেখিত উইল (বা শেষ ইচ্ছাপত্র বা ইষ্টিপত্র) দ্বারা কথিত নাবালকের অভিভাবকরূপে নিযুক্ত আছেন।

(১০) যে-স্থলে কোনও ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে ঘোষণা করার জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে, যে-স্থলে কি কি কারণে ঐরূপ দাবি করা হইতেছে।

(এখানে কারণ সমূহ উল্লেখ করুন)

(১১) কি কারণে এই দরখাস্ত করা আবশ্যক হইয়াছে।

এই দরখাস্ত করার কারণ —

[১] অনুসূচী ক'এ প্রদর্শিত নাবালকের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।

[২] নাবালকের মৃত পিতার নামে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বর্তমানে যে টাকা পয়সা আছে তাহা তুলিয়া লওয়া ও পুনশ্চ লগ্নী করা বা বিনিয়োগ করা।

এক্ষণে মহামান্য আদালত সন্নিকটে বর্তমান দরখাস্তকারীর বিণীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহাকে নাবালকের ও তাহার সম্পত্তির অভিভাবকরূপে ঘোষণা করা হউক।

তারিখ : .... (স্বাঃ) দরখাস্তকারী

সত্যাখ্যান
(Verification)

প্রস্তাবিত অভিভাবক যে অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তদ্বিষয়ক ঘোষণা।

আমি, বর্তমান দরখাস্তকারী শ্রী .... এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি উপরি-উক্ত নাবালকের ও তাহার সম্পত্তির অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক এবং ঐরূপে নিযুক্ত হইলে আমি নাবালকের ও তাহার সম্পত্তির অভিভাবক হিসাবে আমার কর্তব্য সততা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত সম্পাদন করিব।

(স্বাঃ) দরখাস্তকারী

উপরি-উক্ত ঘোষণার সাক্ষী :

(১)

(২)

(স্বাক্ষর, পুরা নাম ও ঠিকানা প্রদেয়)

নিদর্শ — ২২
নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তরিত করার অনুমতি প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত

.... জেলার মহামান্য জিলাজজ মহোদয়ের আদালতে।

দেওয়ানী বিবিধ মকদ্দমা নং ....

সৌরভ ষড়ঙ্গী (নাবালক), পিতা রাহুল ষড়ঙ্গী সাকিন .... বয়স .... এর সম্পর্কে

শ্রী ....

দরখাস্তকারী

ইহা অভিভাবক ও প্রতিপাল্য অধিনিয়মের ২৮ ও ২৯ ধারার অধীন (অথবা হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইনের ৮ ধারার অধীন) দরখাস্ত হইতেছে।

উপরি-লিখিত দরখাস্তকারী শ্রী .... এর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) বিগত .... তারিখে নির্বাহিত শেষ ইচ্ছাপত্র দ্বারা প্রয়াত শ্রী .... বর্তমান দরখাস্তকারীকে তাঁহার নাবালক পুত্র শ্রীমান .... এর এবং তাহার সম্পত্তির অভিভাবক নিয়োগ করেন। কথিত নাবালকের সম্পত্তিসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বর্তমান দরখাস্তের সংলাগ-এ বিশদরূপে দেওয়া হইয়াছে।

(২) কথিত নাবালকের বয়স বর্তমানে ১৭ (সতের) হইতেছে এবং সে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক পরিগৃহীত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বর্তমানে কলিকাতাস্থিত .... কলেজে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠরত আছে।

(৩) কথিত নাবালক যাহাতে তাহার শিক্ষা চালাইয়া যাইতে পারে তাহাব সু ব্যবস্থা করা উক্ত নাবালকের স্বার্থে অত্যাবশ্যক এবং এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে তাহাব ... ... টাকার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

(৪) কথিত নাবালকের অনুকূলে ব্যয় করা যায় এরূপ নগদ টাকা বর্তমানে বর্তমান দরখাস্তকারীর হস্তে নাই এবং এইরূপ পরিস্থিতি-তে উক্ত নাবালকের উচ্চশিংক্ষা গ্রহ'। যাহাতে কোনও প্রকারে বিঘ্নিত না হয় তন্নিমিত্ত অত্র দরখাস্ত-র সহিত সংযোজিত সংলাগ-ক'এ ক্রমিক সংখ্যা ৩-এর পার্শ্বে উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি-টি বিক্রয় করিয়া দেওয়া উক্ত নাবালকের স্বার্থে প্রবলভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ পরিস্থিতি-তে বর্তমান দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, অত্র দরখাস্তর সহিত যোজিত, সংলাগ ক-এ, ক্রমিক সংখ্যা ৩ এর পার্শ্বে উল্লেখিত, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিয়া ঐরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ কথিত নাবালকের স্বার্থে তাহার উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার বা ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করা হউক।

(স্বাঃ) দরখাস্তকারী

তাং .. ..

নিদর্শ — ২৩

অক্ষম/যোগ্যতাহীন অভিভাবক-কে অপসারণ করার নিমিত্ত দরখাস্ত

.... জেলার মহামান্য জিলাজজ মহোদয়ের আদালতে।

বিবিধ আবেদন পত্র নং ....

দেওয়ানী বিবিধ দরখাস্ত নং .... নিবাসী .... এঁর .... বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্র শ্রীমান .... সম্পর্কে

ক খ .... অভিভাবক

গ ঘ .... দরখাস্তকারী

ইহা অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের ৩৯ ধারার অধীন দরখাস্ত হইতেছে।

বর্তমান দরখাস্তকারীর সবিনয় নিবেদন এই ঃ

(১) অত্র মহামান্য আদালতের .... তারিখের আদেশ বলে উপরিউক্ত ক-খ কথিত নাবালকের ও তাহার সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত হন।

(২) ঐরূপে নিযুক্তির কাল হইতে কথিত ক খ-এর স্বাস্থ্য আদৌ ভাল যাইতেছে না এবং তিনি নিরতিশয় দুর্বল, অকর্মন্য ও প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। এবং তাহার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে, আদালত-নিযুক্ত অভিভাবক হিসাবে তাঁহার যাহা যাহা কর্তব্য তাহা প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন এবং ঐরূপ কৃত্য বর্তমানে আর পালন করিতেছেন না।

(৩) ন্যায়পরতার স্বার্থে এক্ষণে উক্ত ক খ কে কথিত নাবালকের অভিভাবকের পদ হইতে অপসারিত করা এবং তাঁহার স্থলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা নিরতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

উপরি-উক্ত পরিস্থিতি-তে বর্তমান দরখাস্তকারীর সনির্বন্ধ ও বিণীত প্রার্থনা, অত্র মহামান্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক ক খ-কে তাহার পদ হইতে অপসারণ পূর্বক অন্য কোন যোগ্য বা উপযুক্ত ও সক্ষম ব্যক্তি-কে উক্ত নাবালকের অভিভাবক রূপে নিয়োগ করা হউক যাহাতে কথিত নাবালকের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

তারিখ ঃ ২৭শে বৈশাখ, ১৩৯৭ — গ ঘ

১১ই মে, ১৯৯০ — দরখাস্তকারী

মধ্যস্থতা (Arbitration)

ভূমিকা ঃ মধ্যস্থতা আইন ১৯৪০ নিরসন করিয়া ১৯৯৬ সালে নূতন আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার নাম মধ্যস্থতা ও সালীসী আইন ১৯৯৬ (The Arbitration and Conciliation Act, 1996)।

নিদর্শ — ২৪

মধ্যস্থ / মীমাংসক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত

জেলা . ...

.... আদালত সমীপে

মকদ্দমা নং .... সাল ....

বিষয় ঃ মধ্যস্থতা ও সালীসী আইন ১৯৯৬ এর ৮ ধারামতে পক্ষগণকে মীমাংসকের নিকট প্রেরণ সংক্রান্ত আবেদন

এবং বিষয় ঃ

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

.... বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

.... বিবাদী

বাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদী এক চুক্তির শর্তাধীনে বিবাদীকে একটি দ্বিতল বাটী নির্মানের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। বাদীও বিবাদীর মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হইবে তাহা মধ্যস্থার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবে — এইরূপ শর্ত আছে উক্ত বাটি নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে।

(২) বিবাদীর কাজ সন্তোষজনক নয় বলিয়া বাদী বিলের টাকা প্রদানে অসম্মত আছে।

(৩) এমতাবস্থায় উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে বিষয়টি মীমাংসকের নিকট প্রেরণ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ২৫

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৯-ধারা অনুসারে দখল লইবার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন প্রার্থনা

জেলা ....

.... আদালত সমীপে

বিষয় ঃ আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৯ ধারার অধীনে অন্তর্বর্তী দখলের জন্য আবেদন

বিষয় ঃ শ্রী ... ... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার / দরখাস্তকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বিবাদী

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) নিম্ন তফশিলে বর্ণিত মালপত্রে আবেদনকারীর লিয়েন আছে; বিবাদী এখনও মালের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করে নাই; সুতরাং আবেদনকারী এখনও সম্পূর্ণ মূল্য পায় নাই।

(২) আবেদনকারীকে মালের সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিবার পূর্বেই বিবাদী মালগুলি বিক্রয় করিবার ভয় দেখাইতেছে।

(৩) বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি মধ্যস্থতা চলিতেছে।

(৪) মধ্যস্থতা চলাকালীন বিবাদী মালগুলি বিক্রয় করিলে আবেদনকারী সবিশেষ অসুবিধায় পড়িবে।

(৫) বিষয়টি মহামান্য আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত বিধায় প্রয়োজনীয় আদেশদান করিতে আজ্ঞা হয়।

এই অবস্থায় আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে বিবাদী বা তাঁহার কর্মচারী বা তাঁহার নিযুক্তক তফশিলে বর্ণিত মালগুলি যেন হস্তান্তর না করিতে পারে। এই মর্মে আদেশদানের জন্য মহামান্য আদালতের নিকট প্রার্থনা জানানো যাইতেছে মালের তফশিল।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ২৬

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৯ ধারামতে নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ

জেলা ....

.... আদালত সমীপে

দেওয়ানী বিবিধ মকদ্দমা নং .... সাল।

বিষয় ঃ নাবালক শ্রী .... পিতা ৺ .... নিবাস .... পক্ষে পরমাত্মীয় (Next friend) শ্রী .... পিতা ....

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে —

(১) উপরিউক্ত নাবালক শ্রী .... এর পিতা স্বর্গত .... উক্ত নাবালকের গৃহ সংলগ্ন বিবাদীর বাগান জমি জামিন স্বরূপ রাখিয়া বিবাদী .... হাজার টাকা উক্ত নাবালকের পিতার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) উক্ত নাবালকের পিতা ৺ .... ইং .... তারিখে উক্ত বাগানের জামিন সংক্রান্ত বিষয় মধ্যস্থতার কার্যবাহ চলাকালীন ইহলোক ত্যাগ করেন।

(৩) নাবালকের বর্তমান বয়স .... বৎসর যেহেতু উক্ত নাবালক ইং .... তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

(৪) মধ্যস্থতার কার্যবাহ সচল রাখিবার উদ্দেশ্যে আদালত মাধ্যমে উক্ত নাবালকের জন্য অভিভাবক নিয়োগের প্রয়োজন।

(৫) মহামান্য আদালতের ঐ আদেশদানের ক্ষেত্রাধিকার আছে।

এমতাবস্থায় মহামান্য আদালতের নিকট প্রার্থনা, উক্ত মধ্যস্থতার কার্যবাহ সক্রিয় রাখিবার উদ্দেশ্যে উক্ত নাবালকের জন্য অভিভাবক নিয়োগের আদেশ হয়।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ২৭

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৯ ধারার বিধানমতে এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ ৪০ এর বিধানানুসারে রিসিভার নিয়োগের জন্য আবেদন

জেলা . ...

মহামান্য .... আদালত সমীপে

দেওয়ানী বিবিধ মকদ্দমা নং .... সাল .. . .

বিষয় : আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৯ ধারার বিধানমতে এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৪০ আদেশের বিধানানুসারে রিসিভার নিয়োগ সংক্রান্ত

এবং

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .. .. . দাবিদার / আবেদনকারী ....

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বিবাদী

দাবিদার আবেদনকারীর নিবেদন এই যে

(১) দাবিদার এবং বিবাদী একত্রে এক অংশীদারী জুতা বিক্রয়ের কারবারে নিযুক্ত ছিল। সম্প্রতি উক্ত দোকান বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু দোকান ঘরটি বিবাদীর দখলে আছে। বিবাদী হৃদ রোগে ভুগিতেছে।

(২) অংশীদারী দলিলে পক্ষদ্বয়ের মধ্যের বিবাদ মধ্যস্থের নিকট প্রেরণের নির্দেশ আছে। অত্র আবেদনপত্র সহ অংশনামা দলিলের একটি অনুলিপি সংযুক্ত হইল।

(৩) অংশনামায় মধ্যস্থতার যে বিধান আছে তাহাতে কারবারের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অমীমাংসিত বিবাদ বিসংবাদ শ্রী .... নিকট মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীর আশংকা এই যে উক্ত দোকানে যে সকল মালপত্র আছে তাহা আবেদনকারীর অবর্তমানে বিবাদী আত্মসাৎ করিতে পারে।

(৫) আবেদনকারীর নিবেদন এই যে বিবাদী যাহাতে উক্ত দোকানের মালপত্র আত্মসাৎ না করিতে পারে সেজন্য উক্ত দোকান ও মালপত্রের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়। উক্ত রিসিভার দোকানের উক্ত মালপত্র বিক্রয় করিলে আবেদনকারীর আশংকা দূরীভূত হইবে।

(৬) মহামান্য আদালত রিসিভার নিয়োগে ক্ষমতাযুক্ত। এই অবস্থায় আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে উক্ত অংশীদারী দোকানেব মালপত্র বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে একজন রিসিভার নিয়োগের আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ২৮

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১১ ধারামতে মীমাংসক নিয়োগের জন্য মুখ্য বিচারপতির নিকট আবেদন

মহাধর্মাধিকবণ .. ..

দেওয়ানী অধিক্ষেত্র (Civil jurisdiction)

বিবিধ আবেদন নং .... সাল ....

বিষয় ঃ আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১১ ধারামতে মীমাংসক নিয়োগ

এবং

শ্রী ..... . পিতা . .... নিবাস .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .. . ...

বিবাদী

কলিকাতা মহাধর্মাধিকরণ এর মহামান্য মুখ্য বিচারপতি এবং সহযোগী বিচারপতিগণ

সমীপেষু —

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) আবেদনকারী এবং বিবাদী একটি নির্মাণ ব্যবসায়ের অংশীদাররূপে তাঁহাদের পারস্পরিক বিবাদ ও মতপার্থক্য দূরীকরণের জন্য এক মধ্যস্থতা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করেন।

অত্রসহ মধ্যস্থতা সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের একটি অনুলিপি সংযুক্ত হইল।

(২) পক্ষগণের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের উৎপত্তি হইলে আবেদনকারী নিবন্ধিত ডাকযোগে ইং .... তারিখে আবেদনকারীর দ্বারা নিযুক্ত মধ্যস্থ শ্রী .... অ্যাডভোকেটের নামোল্লেখে বিবাদীকে তাঁহার মধ্যস্থের নিয়োগ করিতে অনুরোধ করেন।

(৩) বিবাদী ইং .... তারিখে আবেদনকারীর উক্ত চিঠি যথারীতি প্রাপ্ত হইলেও চিঠি পাইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন মীমাংসক নিয়োগ করেন নাই।

(৪) আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে আবেদনকারীর মীমাংসকের সহিত কাজ করিবার জন্য বিবাদীর পক্ষে একজন মীমাংসক নিয়োগের প্রয়োজন আছে।

এমতাবস্থায় ধর্মাবতারের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে বিবাদীর জন্য একজন মীমাংসক নিয়োগের আদেশ হয়। এবং এই মহানুভবতার জন্য আবেদনকারীর একান্ত প্রার্থনা।

....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(একটি শপথপত্র পৃথকভাবে সত্যাখ্যান করিতে হইবে)।

নিদর্শ — ২৯

১৯৯৬ সালের আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন-এর ১২-ধারার বিধানানুসারে মীমাংসক নিয়োগে আপত্তি করিয়া আবেদন

আরবিট্রাল ট্রাইবুন্যাল সমীপে —

বিষয় : ব্রীজ নির্মাণ সংক্রান্ত মধ্যস্থতার কার্যবাহ।

মহাশয় : আবেদনকারী এবং শ্রী .... এর মধ্যে মধ্যস্থতার কার্যবাহে আপনি .... তারিখে মীমাংসক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আপনার নিয়োগের পর আবেদনকারী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশংকা করিতেছে যে এই কার্যবাহে নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হইতে পারে। (অথবা, মীমাংসক হিসাবে এইক্ষেত্রে যে প্রায়োগিক জ্ঞান প্রয়োজন তাহা আপনার না থাকিবার কারণে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না এইরূপ বিবেচনা করিয়া) এমতাবস্থায় আবেদনকারী আপনাকে এই মর্মে অনুরোধ করিতেছে যে আপনি উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন কিনা সে বিষয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিশ্বস্ত ....

নিদর্শ — ৩০

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬-এর ১৪ ও ১৫ ধারার অধীনে মীমাংসক পরিবর্তনের আবেদন

জেলা ... .

.... আদালত সমীপে

বিবিধ মধ্যস্থতার মকদ্দমা নং .... সাল ....

বিষয় ঃ আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১৪ ও ১৫ ধারায় মীমাংসক পবিবর্তনের আবেদন

এবং

বিষয় ঃ মধ্যস্থতার কার্যবাহ নিম্নলিখিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার (আবেদনকারী)

বনাম

শ্রী .... পিতা / মাতা .... নিবাস ....

বিবাদী

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) আবেদনকারী এবং বিবাদীর মধ্যে গৃহসংলগ্ন বাড়ীর সীমারেখা সম্পর্কে যে বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মীমাংসার জন্য শ্রী .... মীমাংসক নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২) এখন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে উক্ত শ্রী .... আইনতঃ ও কার্যতঃ তাঁহার কার্য পরিচালনা করিতে অক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহার কার্য পরিচালনা করিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটাইতেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার দায়িত্বভার হইতে অবসর লইয়াছেন। এমতাবস্থায় উক্ত মীমাংসকের প্রাধিকার গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(৩) উক্ত প্রাধিকার রহিতকরণের জন্য মহামান্য আদালতের সিদ্ধান্ত আবশ্যক।

(৪) মহামান্য আদালতের বিষয়টি শুনিবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রাধিকার আছে।

এমতাবস্থায় আবেদনকারীর প্রার্থনা এই যে মহামান্য আদালত মীমাংসকের প্রাধিকার রহিতকরণের আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

দ্রষ্টব্য ঃ আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬, এর ১৪, ১৫, ১৬ ইত্যাদি ধারায় ম্যানডেট (mandate) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে প্রাধিকার (authority) অর্থে, অন্য কোন অর্থে নহে।

নিদর্শ — ৩১

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১৬ ধারার বিধানাধীনে মীমাংসকের ক্ষেত্রাধিকার এবং মধ্যস্থতা সংক্রান্ত চুক্তির বৈধতা সম্পর্কে মীমাংসকের নিকট আবেদন

মহামান্য মীমাংসক ট্রাইবুনাল সমীপে

বিষয় ঃ মধ্যস্থতার কার্যবাহ

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

(রিসপনডেন্ট) উত্তরবাদী/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস

দাবিদার

মহাশয়,

(১) উপরিউক্ত কার্যবাহে আপনি মীমাংসক নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২) মধ্যস্থত৷ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে এবং আপনার ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে সংগত আপত্তির অবকাশ আছে।

(৩) আবেদনকারীর আত্মপক্ষ সমর্থন সহ এই আপত্তি উত্থাপিত হইল।

এমতাবস্থায় আবেদনকারীর অনুরোধ এই যে আপনার যোগ্যতা এবং মীমাংসা সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের বৈধতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কার্যবাহ অগ্রসর হইতে আজ্ঞা হয়।

তাং .... আপনার বিশ্বস্ত

স্থান ....

নিদর্শ — ৩২

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ২৩ ধারার বিধানধীনে দাবির এজাহার

ন্যায়পীঠ মীমাংসক সমীপে —

বিষয় ঃ মধ্যস্থতার কার্যবাহ

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

উত্তরবাদী

পরিভাষা ঃ (Tribunal = ন্যায়পীঠ)

দাবির বিবরণ ঃ

দাবিদারের নিবেদন এই যে

(১) দাবিদার একজন কন্‌স্ট্রাকশন কনট্রাকটর এবং উত্তরবাদী একজন প্রমোটার।

(২) ইং তাং .... একটি চুক্তিপত্র দাবিদার ও উত্তরবাদী একযোগে সম্পাদন করে। উক্ত চুক্তিপত্র দ্বারা উত্তরবাদী দাবিদারকে আনুমানিক .... টাকা ব্যয়ে একটি বহুতল বাড়ি নির্মানের জন্য নিয়োগ করে। উক্ত চুক্তিপত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তিপত্রের বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য মীমাংসক নিয়োগের নির্দেশ আছে।

(৩) চুক্তিপত্রে এইরূপ নির্দেশ আছে যে ঠিকাদার বাড়ী নির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রিক চুক্তি হিসাবে মালমশলা, শ্রমিক নিয়োগ ও তদারকির দায়িত্ব লইবে এবং কাজের অগ্রগতি অনুসারে ঠিকাদারকে উত্তরবাদী দফায় দফায় বিলের টাকা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে দাবিদার .... টাকার একটি বিল .... তারিখে .... নিম্নলিখিত খাতে যাহা ব্যয়িত হইয়াছে — উত্তরবাদীর নিকট যথারীতি জমা দেয় —

(ক) মালমশলা বাবদ .... টাকা

(খ) মজুরীবাবদ .... টাকা

(গ) তদারকি বাবদ .... টাকা

মোট .... টাকার বিল।

(৫) যদিও বিল গ্রহণ করিবার পনের দিনের মধ্যে বিলের .... টাকা উত্তরবাদী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে চুক্তিতে আবদ্ধ, তথাপি উত্তরবাদী ঐ টাকা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক পরিশোধ করিতে অবহেলা করিয়াছে এবং অক্ষম হইয়াছে।

(৬) দাবিদার উক্ত টাকা এতদ্বারা দাবি করিতেছে। প্রকাশ থাকে যে বিলের টাকা পরিশোধে বিলম্ব ঘটায় বাৎসরিক শতকরা .... টাকা সুদ প্রদান করিবার নির্দেশদান করিতে আজ্ঞা হয়।

দাবিদারের স্বাক্ষর

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৩৩

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ২৩ ধারার বিধানাধীনে প্রদত্ত আর্জির বিরুদ্ধ জবাব

— ন্যায়পীঠ মীমাংসক সমীপে

বিষয় ঃ মধ্যস্থতার কার্যবাহ

পক্ষদ্বয়

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদারের দাবির প্রতিবাদে প্রতিবাদীর জবাব। প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) দাবির এক ও দুই প্যারাগ্রাফে লিখিত বক্তব্য বহুলাংশে সত্য।

(২) দাবির তিন নং প্যারাগ্রাফে লিখিত আর্জি সম্পর্কে প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে চুক্তির শর্তানুসারে দাবিদারকে উচ্চমানের মালপত্র এবং সুদক্ষ শ্রমিক যোগান দিবার চুক্তি ছিল এবং কাজের উপর যথাযোগ্য তদারকি করিবার দায়িত্ব ছিল।

(৩) প্রতিবাদী এই মর্মে নিশ্চিত হইয়াছে যে এ পর্যন্ত যে সকল মালপত্র যোগান দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নমানের, কারিগরের কাজ বহুতল বাড়ি নির্মাণের অনুপযুক্ত এবং কাজের উপর কোনপ্রকার তদারকি ছিল না।

(৪) ৩ নং প্যারাগ্রাফে যে অভিযোগ করা হইয়াছে যে বিল অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হয় নাই তাহা ঠিক নহে; প্রতিবাদী প্রথম পক্ষকে কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ঐ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করেন; বাদী উক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিতে একান্তভাবে অবহেলা করিয়াছে এবং ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে নাই।

(৫) চুক্তির শর্তানুসারে বাদী প্রয়োজনীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিয়া দিলে প্রতিবাদী দাবিদারের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে বিলম্ব করিবে না।

প্রতিবাদী আমার উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিয়াছে প্রতিবাদীর স্বাক্ষর

....

সাক্ষীর স্বাক্ষর

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৩৪

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ২৭ ধারার বিধানাধীনে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আদালতের সহযোগিতা

.... মহামান্য আদালত সমীপে

বিবিধ মধ্যস্থতা কেস নং .... সাল ....

বিষয় ঃ সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন ১৯৯৬ এর ২৭ ধারার বিধানানুসারে আবেদন এবং মধ্যস্থতার বিষয়ে

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

প্রতিবাদী

আবেদনকারীর নিবেদন এই যে

(১) উপরিউক্ত মধ্যস্থতার কার্যবাহে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আবেদনকারী আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। যে সকল তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) দাবিদারের নাম ও ঠিকানা ঃ শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

(খ) প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা ঃ শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

(গ) মীমাংসকের নাম ও ঠিকানা ঃ শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

(২) যে টাকা ঋণ দান করা হইয়াছে তাহা উদ্ধার সংক্রান্ত দাবি।

(৩) মীমাংসক সম্মতি প্রদানের নিদর্শন স্বরূপ আবেদনপত্রে প্রতি স্বাক্ষর করিয়াছে।

(৪) যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

শ্রী .... পিতা ...... নিবাস ....

যে বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে ....

(৫) মহামান্য আদালতের এই আবেদন শুনিবার ক্ষেত্রাধিকার আছে।

প্রত্যর্থপত্র (প্রমিসরি নোট) সম্পাদন সংক্রান্ত সাক্ষ্য এবং প্রতিবাদীর স্বাক্ষর সনাক্তকরণের। নিদর্শন স্বরূপ একাধিক চিঠিপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত হইল। এই অবস্থায় আবেদনকারীর নিবেদন এই যে মীমাংসক ন্যায়পীঠে সরাসরি সাক্ষ্য প্রদানের আদেশদান করিতে আজ্ঞা হয়। এবং ইহাই আবেদনকারীর একান্ত প্রার্থনা।

নিদর্শ — ৩৫

আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৩৩ ধারার বিধানাধীনে রোয়েদাদ সংশোধন, রোয়েদাদ ব্যাখ্যা এবং অতিরিক্ত রোয়েদাদের জন্য আবেদন

.... মীমাংসক ট্রাইবুনাল সমীপে

বিষয় ঃ মধ্যস্থতার কার্যবাহে রোয়েদাদ

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

প্রতিবাদী

আবেদনকারীর নিবেদন এই যে —

(১) উক্ত ন্যায়পীঠ ইং .... তারিখে যে রোয়েদাদ প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি ধরা পড়িয়াছে।

(ক) হিসাবের ভুল, যেমন ....

(খ) টাইপ ইত্যাদির ভুল, যেমন ....

(২) রোয়েদাদের অন্তর্গত নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

(৩) মধ্যস্থতার কার্যবাহে লিখিত নিম্নলিখিত দাবি সম্পর্কে রোয়েদাদে কোন উল্লেখ নাই।

(৪) এই আবেদন সংক্রান্ত নোটিশ যথারীতি .... তারিখে অপরপক্ষকে প্রদান করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায় মধ্যস্থতার ন্যায়পীঠের নিকট এই মর্মে অনুরোধ করা যাইতেছে যে

(ক) উক্ত ১নং প্যারাগ্রাফের সংশোধন করিতে

(খ) ২নং প্যারাগ্রাফের বর্ণিত বিশ্লেষণ প্রদান করিতে

(গ) ৩নং প্যাবাগ্রাফে উল্লেখিত অতিরিক্ত রোয়েদাদ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

স্বাক্ষর

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৩৬

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৩৪ ধারার বিধানাধীনে রোয়েদাদ নাকচ করিবার জন্য আবেদন

.... মহামান্য আদালত সমীপে

বিবিধ মধ্যস্থতার মকদ্দমা নং .... সাল ....

বিষয় ঃ আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৩৪ ধারার বিধানাধীনে রোয়েদাদ নাকচ করিবার আবেদন।

এবং

মীমাংসকের রোয়েদাদ তাং ....

এবং

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

প্রতিবাদী/আবেদনকারী

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার/অপরপক্ষ

(১) অত্র আবেদনে বর্ণিত পক্ষদ্বয়ের সম্পর্কে ইং .... তারিখে নির্দিষ্ট মীমাংসকের কার্যবাহে একটি রোয়েদাদ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত রোয়েদাদের একটি অনুলিপি আবেদনপত্র সহ সংযুক্ত হইল।

(২) নিম্নলিখিত কারণে উক্ত মধ্যস্থতা সংক্রান্ত রোয়েদাদ নাকচ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ক) উক্ত রোয়েদাদ একতরফা শুনানীতে প্রদান করা হয়। অসুস্থতার কারণে আবেদনকারী আদালতে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। অত্রসহ চিকিৎসকের একটি শংসাপত্র প্রদত্ত হইল। অথবা

মীমাংসক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারীকে যথাযথ নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। অথবা মধ্যস্থতার কার্যবাহ সংক্রান্ত নোটিশ আবেদনকারীকে প্রদান করা হয় নাই। অথবা

মীমাংসক নিয়োগের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় উক্ত রোয়েদাদ অথবা মধ্যস্থতার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নহে অথবা রোয়েদাদ ক্ষেত্রাধিকার বহির্ভূত হইয়াছে। অথবা

মধ্যস্থতা সংক্রান্ত কার্যবাহ বা রোয়েদাদ পক্ষদ্বয়ের চুক্তির শর্তানুযায়ী হয় নাই।

(যে ত্রুটির উল্লেখ করা হইবে তাহার বিবরণ প্রতিক্ষেত্রে প্রদান করিতে হইবে)।

(৩) মহামান্য আদালতের প্রয়োজনীয় আদেশদানের ক্ষেত্রাধিকার আছে।

প্রয়োজনীয় শপথপত্র সংযুক্ত হইল। এমতাবস্থায় আবেদনকারীর নিবেদন এই যে বিদগ্ধ আদালত যেন ইং .... তারিখে মীমাংসক দ্বারা প্রদত্ত রোয়েদাদ নাকচ করিতে আদেশ দান করেন।

সাক্ষী ঃ স্বাক্ষর

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৩৭

আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৩৭(১) ধারার বিধানানুসারে আপীল

মহামান্য .... আদালত সমীপে

প্রথম বিবিধ আপীল নং .... সাল ....

বিষয় ঃ

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

প্রতিবাদী/আপীলকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার/প্রতিপক্ষ

মূল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

.... তারিখের মীমাংসক শ্রী .. .. এর দ্বারা মধ্যস্থতার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া নিম্নলিখিত হেতুবাদে আপীলকারী অত্র দেওয়ানী মামলা রুজু করিলেন --

হেতুসমূহ

(ক) [illegible] নিম্নআদালত অন্তর্বর্তী আদেশদান করিতে অস্বীকার করেন।

(খ) মীমাংসক অবৈধভাবে আদেশদান করা সত্ত্বেও বিদগ্ধ নিম্ন আদালত মীমাংসকের রোয়েদাদ নাকচ করিবার আদেশদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

অথবা

মাননীয় নিম্নআদালত অবৈধভাবে রোয়েদাদ নাকচ করিয়াছেন। এবং সে কারণে ইং .... যে রায়দান করা হইয়াছে তাহা আইনের দৃষ্টিতে দুষ্ট এবং উহা গ্রাহ্য হইবে না।

নিদর্শ — ৩৮

আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৩৭(২) ধারার বিধানাধীনে আপীল

মহামান্য .... আদালত সমীপে

প্রথম বিবিধ আপীল নং .... সাল ....

বিষয় ঃ

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... আপীলকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... প্রতিপক্ষ

মূল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

মীমাংসক শ্রী .... ইং .... তারিখে মধ্যস্থতার কার্যবাহে যে রোয়েদাদ দান করিযাছেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এবং সংক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী নিম্নলিখিত হেতুবাদে এই দেওয়ানী মামলা দায়ের করিলেন —

হেতুসমূহ

(১) আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১৬ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার এবং (৩) উপধারার শর্তাবলী বিজ্ঞ ন্যায়পীঠের গ্রহণ করা উচিত হয় নাই।

অথবা

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১৭ ধারার বিধানানুসারে মীমাংসক ন্যায়পীঠের কোন অন্তর্বর্তী সুবিধা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

অথবা

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১৭ ধারার বিধানাধীনে যে সুবিধার প্রার্থনা করা হইয়াছিল তাহা ন্যায়পীঠের দ্বারা নাকচ করা উচিত হয় নাই।

নিদর্শ — ৩৯

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৪১ ধারার বিধানাধীনে শোধাক্ষম কার্যবাহের বিচারকের নিকট শোধাক্ষম পক্ষের বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তির দ্বারা আবেদন

কলকাতা হাইকোর্ট সমীপে

শোধাক্ষম সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার

বিষয় নং .... সাল ....

বিষয় ঃ আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৪১ ধারার বিধানাধীনে প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্য যথারীতি আবেদন

এবং

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার/আবেদনকারী

বনাম

সরকারী স্বত্বনিয়োগী, হাইকোর্ট, কলকাতা

বিষয় ঃ শোধাক্ষম শ্রী .... এর সম্পত্তি সম্পর্কে মাননীয় শ্রী .... প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় আদালতে তাঁহার সহযোগী বিচারপতিগণ

উক্ত আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে —

(১) আবেদনকারী এবং শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে আবেদনকারী শ্রী .... এর প্রয়োজনে এবং চাহিদামত খেলার উপকরণ যোগান দিতে স্বীকৃত হয় এবং মাল যোগান অন্তে শ্রী .... আবেদনকারীকে দাম প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। চুক্তিপত্রে এই মর্মে বিধান আছে যে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তিপত্রের কোন শর্ত সম্পর্কে মতবিরোধ হইলে মতবিরোধের বিষয়টি অ্যাডভোকেট শ্রী .... এর নিকট মীমাংসিক হিসাবে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে ব্যবসায়ের লেনদেন কার্য চলা-কালে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইলে তাহা মীমাংসকের নিকট প্রেরিত হয়।

(৩) ইতিমধ্যে শ্রী .... শোধাক্ষমরূপে ঘোষিত হয় এবং তাঁহার সম্পত্তি সরকারী স্বত্বনিয়োগীতে ন্যস্ত হয় যিনি বর্তমান মামলায় বিবাদী হইতেছেন।

(৪) বিবাদী সরকারী অ্যাসাইনী চুক্তি শর্ত পালনে অস্বীকার করেন এবং আবেদনকারীকে আদালতের নির্দেশ গ্রহণ করিতে উপদেশ দান করেন।

(৫) বিষয়টি মীমাংসকের নিকট প্রেরিত হওয়া কর্তব্য।

এমতাবস্থায় আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে মহামান্য আদালত মধ্যস্থতার চুক্তিপত্রেব বিধান অনুসারে এমন নির্দেশদান করুন যাহাতে বিষয়টি মীমাংসকের নিকট প্রেরিত হয়।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৪০

আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৪৫ ধারার বিধানানুসারে কোন বৈদেশিক রোয়েদাদ মধ্যস্থতার বিষয়ভুক্ত করিবার আবেদন

.... হাইকোর্ট সমীপে

অসাধারণ অধিক্ষেত্র

বিষয় নং .... সাল ....

বিষয় : কোন বৈদেশিক রোয়েদাদ মধ্যস্থতার বিষয়ভুক্ত করিবার আবেদন

এবং

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

দাবিদার/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বিবাদী

প্রতি

মহামান্য শ্রী ...... প্রধান বিচারপতি

এবং .... হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি মহোদয়গণ

উপরিউক্ত আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৪৪ ধারার বিষয় সংক্রান্ত মতবিরোধ মধ্যস্থার মারফত নিষ্পত্তি হইবে এই চুক্তি পক্ষদ্বয় করিয়াছিল।

(২) উক্ত আইনের প্রথম সারণীর কনভেনশনভুক্ত হইবার কারণে এই বিষয়টি মীমাংসকের নিকট প্রেরিতব্য। বিষয়টি বৈধ এবং কার্যকরী আছে। এবং উহা সম্পাদন করা সম্ভব। এমতাবস্থায় আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে মহামান্য বিচারপতি যেন উক্ত বিষয়টি চুক্তির শর্তানুসারে মীমাংসকের নিকট প্রেরণ করিবার নির্দেশ দান করেন।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৪১

জেনিভা কনভেনশনের অন্তর্গত কোন বৈদেশিক রোয়েদাদ মীমাংসকের নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৫৪ ধারার বিধানাধীনে আবেদন

.... হাইকোর্ট সমীপে

অসাধারণ অধিক্ষেত্র

বিষয় নং .... সাল ....

বিষয় ঃ জেনিভা কনভেনশন এর অন্তর্ভুক্ত কোন রোয়েদাদ মীমাংসকের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৫৪ ধারার বিধানাধীনে আবেদন

এবং

শ্রী .... পিতা .... নিবাস

দাবিদার/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বিবাদী

প্রতি

মাননীয় শ্রী .... প্রধান বিচারপতি

এবং .... হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি মহোদয়গণ উপরিউক্ত আবেদনকারীর সবিনয় নিবদেন এই যে

(১) পক্ষদ্বয় এই মর্মে চুক্তি করে যে সকল বিবাদের বিষয়ে জেনিভা কনভেনশন রোয়েদাদ প্রযোজ্য সেইসকল বিবাদের বিষয় মীমাংসকের নিকট প্রেরিত হইবে।

(২) আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৫৩ ধারার বিধান অনুসারে এই বিষয় বৈধ।

(৩) ৫৪ ধারার বিধানানুসারে বিষয়টি মীমাংসকেব নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) চুক্তিপত্র এই আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত হইল।

এমতাবস্থায় আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে মহামান্য বিচারপতি যেন উক্ত বিষয়টি আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ৫৪ ধারার বিধানানুসারে মীমাংসকের নিকট প্রেরণ করিবার নির্দেশ দান করেন।

সত্যাখ্যান

জমি হস্তান্তর

নিদর্শ — ১

ক্রেতার দ্বারা জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের দাবি

মোকাম .... আদালত

দে. ম. নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... জাতি .... পেশা .... সাং .... থানা .... জেলা .... বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা ... . নিবাস .... থানা .... জেলা . ... জাতি .... পেশা .... বিবাদী

বাদীব নিবেদন এই যে

১। নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বাধিকাবী হইতেছেন বিবাদী। বিবাদী ... . তারিখে বাদীর সহিত এক লিখিত চুক্তিতে এই মর্মে আবদ্ধ হইয়াছেন যে বিবাদী মোট মূল্য . .. . টাকার বিনিময়ে তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বাদীকে .. .. তারিখের মধ্যে বিক্রয় কোবালা দলিল সম্পাদন ও রেজিসট্রী কবিযা দিয়া হস্তান্তর করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে বিবাদী বাদীর নিকট হইতে ... . টাকা চুক্তির তারিখে বায়না বাবদ গ্রহণ করেন।

২। বাদী সর্বদা বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ সর্বদা প্রদান কবিতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও বিবাদী উক্ত চুক্তিব শর্ত পালনে টালবাহনা করিতেছে। এমতাবস্থায় বাদী রেজিসট্রী ডাকযোগে বিবাদীকে চুক্তির শর্ত পালনের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করেন।

৩। উক্ত নোটিশে বিবাদীকে এই মর্মে অনুরোধ কবা হইয়াছে যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে যেন বিবাদী চুক্তির শর্তানুসাবে বাদীব অনুকূলে কোবালা দলিল সম্পাদিত ও রেজিসট্রী করিযা বাধিত করেন। ইং .... তারিখে নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও বিবাদী নোটিশের অনুরোধ রক্ষা কল্পে কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ কবেন নাই।

৪। বাদী ... . তারিখেব চুক্তির শর্তানুসারে বিনির্দিষ্ট চুক্তিপালনের সুযোগ লাভের অধিকারী।

৫। এই মামলার বাদমূলের (Cause of action) প্রথম সৃষ্টি হয় ইং .... . তারিখে যে দিন চুক্তিপত্রানুসারে চুক্তি সম্পাদনেব দিন নির্দিষ্ট ছিল এবং পরবর্তীকালে .... গ্রামে .... থানার অধীনে অবস্থান কালে বিবাদী যে

দিন বাদীর দ্বারা প্রেরিত নোটিশ লাভ করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে পনের দিন অন্তে।

৬। আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের উদ্দেশ্যে এবং রসুমের (Court fees) প্রয়োজনে মামলার মূল্য .... টাকা ধরা হইল; এবং মূল্যানুসারে রসুম .... টাকা প্রদান করা হইল।

সুতরাং বাদীর প্রার্থনা এই যে

(১) বিবাদী যেন তফশিলবর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোবালা দলিলখানি বাদীর অনুকূলে সম্পাদন ও রেজিসট্রী করেন; ক্রয়মূল্য বাবাদ বক্রী টাকা গ্রহণ করিয়া বিবাদী দলিলখানি রেজিসট্রী করিবেন।

(২) আদালত দলিলখানি রেজিসট্রী করিয়া দিবার জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা স্থির করিয়া দিবেন। বিবাদী উক্ত সময় সীমার মধ্যে কোবলা দলিল খানি রেজিসট্রী না করিলে, উক্ত দলিলখানি দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-২১ এর অন্তর্গত বিধি ৩৪(৫) এবং বিধি ৬(এ) এর বিধান অনুসারে সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হইবে।

(৩) মামলার সকল প্রকার ব্যয়ভার বিবাদীকে প্রদানের নির্দেশদান

অথবা

(৪) মহামান্য আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী অন্য যেভাবে যে যে বৈধ প্রতিকার পাইতে পারেন তাহাতে ডিক্রীদান করিতে আজ্ঞা হয়।

উক্ত সম্পত্তির তপশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ২

বিক্রেতার দ্বারা জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের দাবি

মোকাম .... আদালত

দে. ম. নং .... সাল ....

শ্রী .... ইত্যাদি

বাদী

শ্রী .... ইত্যাদি

বিবাদী

বাদীর নিবেদন এই যে

১। পক্ষগণ নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ইং .... তারিখে সম্পাদিত একখানি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন।

২। উক্ত চুক্তি মূলে বাদী বিক্রেতা তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে এবং বিবাদী ক্রেতা তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করিতে স্বীকৃত হন। চুক্তির শর্তানুসারে বাদী বিক্রেতা বিবাদীর নিকট হইতে বায়না বাবদ .... টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন।

৩। বিবাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণের বক্রী টাকা প্রদানে কোবালা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করাইবার কোন প্রকার তৎপরতা গ্রহণ না করায় বাদী বিবাদীকে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে কোবলাখানি রেজিস্ট্রী করাইবার জন্য নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশ ইং .... তারিখের মধ্যে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

৪। বিবাদী যথারীতি ইং .... তারিখে নোটিশখানি প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু অদ্যাবধি ক্রয় সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

৫। বাদী স্বীয় তরফে উক্তি চুক্তির শর্ত সর্বদা মান্য করিতে নিয়ত আগ্রহী ও ইচ্ছুক।

৬। অত্র মামলার বাদমূল ইং .... তারিখে .... স্থানে সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা সামান্য অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

৭। মামলার মূল্য ক্ষেত্রাধিকার ও রসুমের প্রয়োজনে .... টাকা ধার্য করা হইল; উহাই বিক্রীত সম্পত্তির ক্রয় মূল্য হইতেছে।

অতএব বাদী এতদ্দ্বারা দাবি করিতেছে যে

(ক) তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের প্রেক্ষিতে বিবাদী যেন বাদীকে .... টাকা প্রদানে বাধ্য হয়; এই মর্মে ডিক্রী প্রদান।

(খ) বিকল্পে, বিবাদী যেন বাদীকে .... টাকা খেসারত স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হয়; এই মর্মে ডিক্রী প্রদান।

(গ) সম্যক আদালত-ব্যয় বিবাদীকে বহন করিতে হইবে; এই মর্মে ডিক্রী বা আজ্ঞপ্তি।

তফসিল

জেলা .... থানা .... মৌজা .... এর অন্তর্গত খং নং .... দাগ নং .... এ কম বেশি .... শতক বাস্তু জমি। জে, এল নং .... রে, সং .... তৌজি নং ....

চৌহদ্দি উত্তরে ....

পূর্বে .... দক্ষিণে ....

পশ্চিমে ....

উক্ত সম্পত্তি .... পৌরসভার অন্তর্গত .... নং ওয়ার্ডভুক্ত .... নং হোলডিং রূপে চিহ্নিত আছে। উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক পৌর কর বর্তমানে .... টাকা নির্দিষ্ট আছে।

সত্যপাঠ

অত্র লিখিত আরজির সকল বিবরণ ও তথা সত্য জানিয়া এবং আমি স্বয়ং আরজিখানি পাঠ করিয়া উহার মর্ম অবগত হইয়া উক্ত আরজিতে .... স্থানে বসিয়া সহি সম্পাদন করিলাম। ইতি তাং ....

টীকা ঃ চুক্তির শর্তপালন সংক্রান্ত মামলায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শর্তপালনের নোটিশ প্রদান অবশ্য কর্তব্য (AIR 1971 Mys 217)।

নিদর্শ — ৩

সম্পত্তির স্বত্বে ত্রুটির কারণে ক্রয়মূল্য প্রত্যপর্ণের জন্য মামলা

.... আদালত সমীপে

অর্থকরী মামলা নং .... সাল ....

বাদী ঃ শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বনাম

বিবাদী ঃ শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

ক্ষতিপূরণসহ পনের টাকা পুনরুদ্ধারের মামলা মূল্য .... টাকা।

উপরিউক্ত বাদীর নিবেদন এই যে

১। বিবাদী নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বাধিকারীরূপে উক্ত সম্পত্তি .... টাকা পণগ্রহণে বাদীকে বিক্রয় করেন। ইং .... তারিখে উক্ত কোবালা দলিল সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হয়।

২। উক্ত সম্পত্তি বিবাদীর স্বত্বাধীনে থাকাকালীন সরকার বাহাদুর জনস্বার্থে উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করেন।

৩। খরিদকালে বাদীর পক্ষে বিষয়টি জানা সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ বিবাদীও বাদীকে এ বিষয়ে কোন প্রকার তথ্য উদঘাটন করেন নাই। বিবাদীর বক্তব্য, নির্দিষ্ট সময়ে বিবাদীর বিষয়টি জানা ছিল না।

৪। এমতাবস্থায় বাদী নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনপ্রকার স্বত্ব দাবি করিতে পারেন না।

৫। বিক্রয় কোবালাটি নিবন্ধীকরণের সময় ইং .... তারিখে .... গ্রামে নিবন্ধিত হয় এবং বাদমূলের সৃষ্টি হয়।

৬। আদালতের ক্ষেত্রাধিকার এবং রসুমের জন্য মামলার মূল্য .... টাকা ধার্য করা হইল এবং রসুম মারফৎ উহা প্রদত্ত হইল।

অত্র বাদীর প্রার্থনা এই যে

১। বিবাদী যেন বাদীকে .... টাকা মূল্য ও খেসারৎ স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

২। বিবাদী যেন মামলার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন।

নিদর্শ — ৪

খেসারত সহ বায়নার টাকা প্রত্যাপর্ণের মামলা

.... আদালত সমীপে

অর্থ মামলা নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

.... বাদী।

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি . ... পেশা ... .

.... বিবাদী।

খেসারত সহ বায়নার টাকা ফেরতের মামলা মূল্য ঃ

বাদীর নিবেদন এই যে

১। অর্থের জরুরী প্রয়োজনে বিবাদী বাদীর নিকট এই মর্মে বিবৃত করে যে বিবাদীর নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বিক্রয়যোগ্য মালিকানা স্বত্ব বিদ্যমান। বিবাদী উক্ত সম্পত্তি বাদীর নিকট ... . টাকা পণে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে নিম্ন তফশিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বাদীর অনুকূলে বিক্রয়ের জন্য একখানি বায়না পত্র ইং .... তারিখে বাদী প্রতিবাদীর দ্বারা সম্পাদিত

হয় এবং বিবাদী তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তিতে অগ্রিম .... টাকা বাদীর নিকট হইতে বায়না স্বরূপ গ্রহণ করেন।

২। বায়নাপত্রখানি অত্র সহ দাখিলকরা হইল এবং উহা অত্র আরজির অংশবিশেষরূপে গণ্য হইবে।

৩। বিবাদীর বিবৃতিতে আস্থা স্থাপন করিয়া বাদী উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং এক প্রকার সরল বিশ্বাসে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে।

৪। বাদী তাহার তরফে সকল প্রকার দায়িত্ব পালনে এখনও আগ্রহী।

৫। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইং .... তারিখে বাদী জানিতে পারে যে নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বিবাদীর কোন প্রকার বিক্রয়যোগ্য স্বত্ব নাই এবং মিথ্যা বিবৃতিদান (false representation) করিয়া বিবাদী বায়না বাবদ .... টাকা গ্রহণ করিয়াছে।

৬। বিবাদীর পক্ষে উক্ত বায়নানামার চুক্তি পালন করা অসম্ভব এবং উক্ত বায়নাপত্র একটি বাতিল দস্তাবেজ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

৭। এরূপ পরিস্থিতিতে বাদীর তরফে অবশিষ্ট পণের টাকা প্রদানের কোন কারণ থাকিতে পারে না অথবা উক্ত লেনদেন সম্পূর্ণ করিবার কোন প্রকার আবেদন থাকিতে পারে না।

৮। এরূপ পরিস্থিতিতে বাদী বায়না বাবদ প্রদত্ত .... টাকা ও তদসহ খেসারত স্বরূপ উক্ত বায়নার টাকার উপর শতকরা ১৮ টাকা বার্ষিক সুদ প্রত্যার্পণের দাবি করিতে পারে। বাদী একুনে মোট ... . টাকা বিবাদীর নিকট দাবি করিতেছে।

৯। এই আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত জিলা .... থানা .... এর অন্তর্ভুক্ত মৌজা .... তে .. .. তারিখে এই মামলার উদ্ভব হয় যখন বাদী বিবাদীকে বায়না বাবদ .... টাকা প্রদান করে।

১০। আদালতের ক্ষেত্রাধিকার নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং রসুম প্রদানের জন্য মামলা মূল্য .... টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং সমহারে উহার উপর রসুম প্রদান করা হইয়াছে।

বাদীর অতএব প্রার্থনা এই যে

(ক) বায়নামাখানি বাতিল ঘোষণা করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) .... টাকা বাদীর অনুকূলে ডিক্রী প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) মামলার ব্যয় বিবাদীকে বহন করিবার নির্দেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ৫

বায়নার টাকা প্রত্যর্পণ বিকল্পে বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালন

মোকাম .... আদালত

অর্থ সংক্রান্ত মামলা নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা ....
জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা ....
জাতি .... পেশা ....

বিবাদী

১। নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তি ... ... টাকা পণে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বিবাদী .... তারিখে বাদীর নিকট হইতে পণের আংশিক .... টাকা অগ্রিম ও বায়না স্বরূপ গ্রহণে একখানি বায়নাপত্র বাদীর সহিত একযোগে সহিসম্পাদন করেন। উক্ত বায়নাপত্রে, অন্যান্যর মধ্যে, এই মর্মে নির্দিষ্ট ছিল যে কোবালাখানি .... তারিখের মধ্যে সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হইবে এবং ঐ সময়ে পণের অবশিষ্ট টাকা বিক্রেতাকে বিবাদীকে প্রদান করা হইবে। বাদী সরল বিশ্বাসে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

২। বাদী বিবাদীকে একাধিকবার পণের অবশিষ্ট টাকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন যথাক্রমে .... তারিখে ...., তারিখে এবং .... তারিখে। এবং তদ্‌সহ প্রস্তাবিত কোবালা দলিল সম্পাদন ও রেজিসট্রী করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিবাদী অবশিষ্ট পণের টাকা অদ্যাবধি গ্রহণ করেন নাই অথবা বাদীর অনুকূলে কোবালা দলিলখানি সম্পাদন ও রেজিসট্রী করেন নাই।

৩। অতঃপর বাদী বিবাদীকে রেজিসট্রী ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করেন এই মর্মে যে বিবাদী যেন ইং .... তারিখের মধ্যে বাদীর নিকট হইতে পণের অবশিষ্ট টাকা গ্রহণ করেন এবং কোবালা দলিলখানি বাদীর অনুকূলে সম্পাদন ও রেজিসট্রী করেন। বিবাদী ইং .... উক্ত নোটিশ লাভ করেন; কিন্তু তাঁহার করণীয় চুক্তির শর্ত তিনি পালন করেন নাই। এমতাবস্থায় বিবাদীকে বিনির্দিষ্ট চুক্তিপালন করিতে বাধ্য করিবার জন্য বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন।

৪। অনুসন্ধানের পর বাদী জানিতে পারিয়াছেন যে তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বিবাদীর বাজারে গ্রহণযোগ্য স্বত্ব নাই। বিক্রয় সম্পূর্ণ হইলেও বাদী তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে স্বত্ব দখল, অধিকার লাভ করিত না।

অথবা

অনুসন্ধানের পর বাদী জানিতে পারিয়াছে যে তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিবাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির দখলে আছে; ফলে, বিক্রয়ের পরে বিবাদী তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বাদীকে নিষ্কণ্টক দখলদান করিতে পারিবে না। এই পরিস্থিতিতে বাদী বায়না বাবদ প্রদত্ত .... টাকা ফেরত পাইবার জন্য আবেদন করিতেছে।

৫। যদি অবশ্য বিবাদী কোবালাদলিলখানি সম্পাদন ও রেজিসট্রী করিয়া দিতে সম্মত থাকেন তবে বাদী উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে পণের অবশিষ্ট টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন এবং বাদী বাড়তি রসুম প্রদান করিবেন, বিবাদী বিক্রয়ের বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের কারণে।

৬। এই মামলার উৎপত্তি হয় ইং .. .. তারিখে (বায়নার টাকা প্রদানের তারিখ) এই আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত .... স্থানে।

৭। আদালতের ক্ষেত্রাধিকার এবং রসুমের জন্য মামলার মূল্য ধরা হইয়াছে .... টাকা।

অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে

(ক) বিবাদীর বিরুদ্ধে .... টাকার আজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) মামলার সমগ্র ব্যয়ভার বিবাদীকে বহন করিবার আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৬

নিলামমূল্য প্রত্যর্পণের মামলা

.... আদালত

.... সাল ....

বাদী : শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জাতি .... পেশা ....

বনাম

বিবাদী : শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জাতি .... পেশা ....

বাদীর নিবেদন এই যে

১। বিবাদী .... জেলাস্থ .... আদালতের .... সালের .... নং অপর শ্রেণীর মামলায় (other class suits)। ডিক্রীর দেনদার ছিল।

২। কোন এক শ্রী .... বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত মামলাজাত ডিক্রীজনিত পাওনা পরিশোধ না করায় .... সালের .... নং এক সম্পাদন কার্যবাহের সূচনা করে।

৩। ইং .... তারিখে বিবাদীর নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত সম্পাদন কার্যবাহে নিলামে আদালত মাধ্যমে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয় এবং বাদী .... টাকা প্রদানে নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তি .... তারিখে খরিদ করে।

৪। কোন এক শ্রী .... উক্ত আদালতে বিবাদীর বিরুদ্ধে .... সালের .... নং হানি মামলা রুজু করে এই মর্মে যে উক্ত ইং .... তারিখের নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় বাতিল এই কারণে যে ডিক্রীর দেনদারের তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে কোন প্রকার বিক্রয়যোগ্য স্বত্ব ছিল না।

৫। বাদী বিবাদীর নিকট হইতে .... টাকা পুনরুদ্ধার করিতে হকদার এই *কারণে যে উক্ত টাকা বাদীকে নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করিতে বিবাদীকে* প্রদান করিতে হইয়াছিল।

৬। মামলাটি ইং .... তারিখে এই আদালতের ক্ষেত্রাধিকারে উদ্ভূত হয়।

অতএব বাদী প্রার্থনা করে যে

১। বাদীকে .... টাকা প্রদান করিতে হয়।

২। মামলার সমগ্র ব্যয় বিবাদীকে বহন করিতে নির্দেশদান করিতে আজ্ঞা হয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৭

বকেয়া ক্রয়মূল্য সংক্রান্ত মামলা

মোকাম .... আদালত

অর্থকরী মামলা নং .... সাল ....

টাকার জন্য মকদ্দমা

দাবি .... টাকা

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জাতি .... পেশা ....

বিবাদী

বাদীর নিবেদন এই যে

১। বাদী বিবাদীকে নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি কমবেশী .... শতক একখানি কোবালামূলে .... টাকায় বিক্রয় করেন। দলিলখানি যথারীতি সম্পাদিত হয় .... রেজিসট্রী অফিসে .... সালের .... নং দলিলরূপে নিবন্ধীকৃত হয় ইং .... তারিখে।

২। কোবালা দলিলখানি রেজিসট্রীর দিনে ইং .... তারিখে বিবাদী অর্থাৎ ক্রেতা বাদীকে অর্থাৎ বিক্রেতাকে ক্রয়মূল্যের অংশবিশেষ .... টাকা প্রদান করেন; অবশিষ্ট .... টাকা পরের দিন .... তারিখে প্রদানের প্রতিশ্রুতিদান করেন।

৩। বিবাদী নির্দিষ্ট দিনে এমন কি অদ্যবধি পণের বকেয়া টাকা বাদীর পুনঃপুন অনুরোধ সত্ত্বেও প্রদান করে নাই।

৪। বাদী বিবাদীর নিকট হইতে বকেয়া .... টাকা আদায় করিবার হকদার; এবং তদসহ বিবাদীকে শতকরা .... টাকা হার সুদে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

৫। ইং .... তারিখে যখন বাদী কোবালা দলিলে স্বাক্ষর করে এবং নিবন্ধনের দ্বারা বিক্রয়কার্য সম্পূর্ণ করে তখন মামলার উৎপত্তি হয়। দলিলখানি .... রেজিসট্রী অফিসে নিবন্ধিত হয় এবং উহা অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

৬। ক্ষেত্রাধিকার এবং সমহারে রসুমের উদ্দেশ্যে মামলার মূল্য .... টাকা ধার্য হইল।

অতঃপর বাদী নিম্নলিখিত দাবি করিতেছে —

(ক) .... টাকার আজ্ঞপ্তি।

(খ) মামলার ব্যয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৮

চুক্তির শর্ত খেলাপের জন্য খেসারতের দাবি

মোকাম .... আদালত

অর্থকরী মকদ্দমা না .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জাতি .... পেশা

বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। নিম্ন তফশিল বর্ণিত জেলা .... থানা .... এর অন্তর্গত .... মৌজাস্থ .... নং খতিয়ান ভুক্ত .... নং দাগে কমবেশী .... শতক বাস্তু জমি বিবাদী খরিদ করিতে এবং বাদী বিক্রয় করিতে এক চুক্তিতে আবদ্ধ। এই বিক্রয় সংক্রান্ত বায়নাপত্র ইং .... তারিখে .... টাকা ক্রয়মূল্য স্থিরীকৃতে সম্পাদিত হয়।

২। ইং .... তারিখে বায়নাপত্রটি সম্পাদন অন্তে বিবাদী বাদীকে বায়না হিসাবে .... টাকা অগ্রিম প্রদান করেন এবং বিবাদী অধিকন্তু প্রতিজ্ঞা করেন

যে বক্রী পণের টাকা উক্ত তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন এবং উক্ত সময়ে ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি সম্পূর্ণ করিবেন।

৩। **যেক্ষেত্রে সময় চুক্তির মূল ঃ** বিবাদী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণের বক্রী টাকা প্রদান করে নাই এবং ক্রয়কার্যও সম্পূর্ণ করে নাই; ফলে, বাদী উক্ত চুক্তির সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

যেক্ষেত্রে সময় চুক্তির মূল নয় ঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাদী পণের অবশিষ্ট টাকা প্রদানে ক্রয়কার্য সম্পূর্ণ করে নাই। ফলে, বাদী ইং .... তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে বিবাদীকে একমাসের সময়দান করিয়া এই মর্মে নোটিশ প্রদান করে যে বিবাদী যেন নোটিশ লাভ করিবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত ক্রয়কার্য সম্পূর্ণ করে। বিবাদী ইং .... তারিখে উক্ত নোটিশ লাভ করে। উক্ত নোটিশ দ্বারা বিবাদীকে জানানো হয় যে বিবাদী নির্দিষ্ট একমাসের মধ্যে উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে ক্রয়কার্য সম্পূর্ণ না করিলে, বাদী বুঝিবে যে উক্ত চুক্তি শেষ হইয়াছে। উক্ত নোটিশে বিবৃত অনুরোধ বিবাদী রক্ষা করে নাই।

৪। বিবাদীর দ্বারা চুক্তির শর্ত পালিত না হওয়ায় বাদীর ক্ষতি সাধন হইয়াছে।

৫। এই আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত মামলার উৎপত্তি হয় ইং .... তারিখে যে দিন তিন মাসের মেয়াদ শেষ হয়।

৬। ক্ষেত্রাধিকার এবং সমহারে রসুমের জন্য মামলার মূল্য .... টাকা স্থিরকরা হইয়াছে (ইহা খেসারতের পরিমাণ)।

বাদী খেসারতের জন্য .... টাকার ডিক্রী প্রার্থনা করে।

তফসিল

* * * * *

নিদর্শ — ৯

স্বত্ব খাসদখলের জন্য মামলা

মোকাম .... আদালত

স্বত্বসংক্রান্ত মকদ্দমা নং .... সাল ....

বাদী ঃ শ্রী .... পিতা শ্রী .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বনাম

বিবাদী ঃ শ্রী .... পিতা শ্রী .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বাদীর আবেদন এই যে

১। বিবাদী কৃষি প্রজা স্বত্ববিশিষ্ট .... একর জমার জমি .... জমায় দখলীকার ছিল; উক্ত জমার জমি জেলা .... থানা .... মৌজা .... এ অবস্থিত।

২। নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি .... টাকা পণগ্রহণে বিবাদী বাদীকে নিবন্ধীকৃত এক কোবালা মূলে বিক্রয় করে। নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি মামলার বিষয় হইতেছে।

৩। বিক্রয়ের সময় বিবাদী প্রস্তাব করে যে নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি পুনঃ সমর্পণপত্র দ্বারা হস্তান্তরিত হইবে; এজন্য বিবাদীকে .... তারিখের মধ্যে উক্ত .... টাকা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। বাদী ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়।

৪। বাদী সর্ব্বদা রাজি থাকিলেও বিবাদী তাহার অধিকার কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হয় নাই।

৫। যেহেতু পুনঃসমর্পণপত্রের প্রস্তাব ছিল, সেজন্য বিবাদী প্রস্তাব করে যে পুনঃসমর্পণপত্র সম্পাদনের তারিখ পর্যন্ত বিবাদী নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে দখল রাখিবে। বাদী তাহাতে সম্মত জ্ঞাপন করে।

৬। বিবাদী তাহার অধিকার কার্যকরী করিতে অক্ষম হওয়ায় বাদী ইং .... তারিখে রেজিসট্রী ডাকযোগে বিবাদীকে লিখিত নোটিশ জারি করে এই মর্মে যে যে তারিখে বিবাদী নোটিশ লাভ করিবে সেই তারিখ হইতে দশদিনের জন্য বিবাদী পুনঃসমর্পণপত্র সংক্রান্ত অধিকার কার্যকরী করিতে পারিবে। বিবাদী ইং .... তারিখে নোটিশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিবাদী এই সুযোগ গ্রহণ করে নাই।

৭। উক্ত নোটিশে বিবাদীকে এই মর্মে সাবধান করা হয় যে দশদিন অন্তে উক্ত প্রস্তাব রহিত করা হইবে এবং অনতিবিলম্বে বিবাদীকে তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে খাসদখল দান করিতে হইবে। বিবাদী নোটিশের নির্দেশ মান্য করে নাই এবং মকদ্দমাভুক্ত সম্পত্তি খালি করে নাই।

৮। তফশিলভুক্ত সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব স্বীকারে বাদী উহাতে খাসদখল লাভ করিতে অধিকারী।

৯। মামলার প্রথম উৎপত্তি হয় ইং .... তারিখে যখন বাদী উক্ত সম্পত্তি খরিদ করে এবং পরবর্তীকালে ইং .... তারিখে নোটিশ লাভের দশদিন অন্তে।

১০। ক্ষেত্রাধিকার এবং রসুমের জন্য মামলার মূল্য .... টাকা বাদী প্রার্থনা করে।

(ক) উক্ত সম্পত্তিতে খাসদখল (খ) মামলার ব্যয়।

তফশিল

* * * * *

নিদর্শ — ১০

খাসদখলের মকদ্দমা

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব সংক্রান্ত মামলা নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ... . থানা ....
জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা ....
জেলা .... জাতি .... পেশা . ...

বিবাদী

১। বিবাদী নিম্নের 'ক'-তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বাধিকারী। উক্ত সম্পত্তির মালিক, স্বত্বাধিকারী ও দখলকার থাকাকালে বিবাদী উক্ত সম্পত্তি হইতে কম বেশী .... কাঠা সম্পত্তি .... টাকায় বাদীকে বিক্রয় করে। উক্ত কোবালা দলিল ইং .... তারিখে .... রেজিসট্রী অফিসে নিবন্ধিত হয়। বিক্রীত সম্পত্তি 'খ' তফশিলে পৃথকভাবে বর্ণিত হইল।

২। জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাদীকে অন্যত্র বসবাস করিতে হয়। তবে, মধ্যে মধ্যে 'খ' তফশিল ভুক্ত সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য উক্ত সম্পত্তিতে যাতায়াত করেন। বাদী ইং .... তারিখে মামলাভুক্ত সম্পত্তিতে শেষবারের মত পরিদর্শন করেন। উক্ত সময়ে বাদী ইহা নিশ্চয়ভাবে জানিতে পারেন যে বিবাদী খ-তফশিলভুক্ত সম্পত্তি হইতে উত্তর দক্ষিণে .... ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে .... ফুট মোট .... বর্গফুট জমি বাদীর জমি হইতে অবৈধভাবে দখল করিয়াছে। উক্ত বাদীর বেদখলী সম্পত্তি অত্র মামলার বিষয়ভুক্ত জমি হইতেছে। উক্ত বেদখলী সম্পত্তির একটি নকসা অত্র আর্জির সহিত সংযুক্ত করা হইল। উহা আর্জির একাংশরূপে গণ্য হইবে। বিবাদী বাদীর উক্ত সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল করিয়া পাকা প্রাচীর নির্মাণ করিতেছে।

৩। বিবাদীকে উক্ত অবৈধ কাজ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করা হয় এবং বাদীর জমি বাদীকে ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। বিবাদী বাদীর অনুরোধে কর্ণপাত করে না। বেদখলী সম্পত্তি নিম্নের 'গ' তফশিলে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। বাদী 'গ' তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বাধিকারী।

৫। বিবাদের সূত্রপাত হয় ইং .... তারিখে যখন বিবাদী বাদীকে 'গ' তফশিলভুক্ত সম্পত্তি হইতে পাকা প্রাচীর নির্মাণ দ্বারা বেদখল করিতে সচেষ্ট হয়।

৬। ক্ষেত্রাধিকার রসুমের জন্য মকদ্দমার মূল্য .... টাকা ধার্য করা হইল এবং উহার উপর সমহারে রসুম প্রদান করা হইল।

বাদীর প্রার্থনা এই যে

(i) 'গ' তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে পাকা প্রাচীর ধ্বংস করিয়া বাদীর অনুকূলে ডিক্রী প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। (ii) মামলার সকল ব্যয় বিবাদীকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

'ক' তফশিল　　'খ' তফশিল,　　'গ' তফশিল

* * * * *　　* * * * *　　* * * * *

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ১১

স্পেসিফিক রিলিফ আইনে দখল পুনরুদ্ধার

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মকদ্দমা নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা ... . জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী ইং .... তারিখে নিবন্ধিত কোবালা দলিল মূলে নিম্নতফশিল বর্ণিত জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইতেছে।

২। বাদী তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে খোলার ছাউনিযুক্ত পাকা ঘর নির্মাণ করিয়া উহাতে লোহার যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করে। ঐ কারখানার উপার্জন হইতে বাদী তাহার জীবিকা অর্জন করে।

৩। নিম্নতফশিল বর্ণিত জমির উত্তর দিকে বিবাদীর বিশাল বাগানবাড়ি। বিবাদীর বাগানবাড়ি প্রাচীর দ্বারা সুবেষ্টিত। ইং .... তারিখে এবং তাহার পূর্বে

একাধিকবার বাদীর তফশিলবর্ণিত কারখানাটি খারিজ করিবার প্রস্তাব করে। বাদী বিবাদীর প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

৪। হঠাৎ ইং .... তারিখে বিবাদী ২৫/৩০ জন লোক সহ বাদীর কারখানায় প্রবেশ করে। বাদী এবং তাহার তিনজন কর্মচারীকে বেদম প্রহার করিয়া তফশিল বর্ণিত কারখানা হইতে বিতাড়িত করে। বিবাদীর লোকজন কারখানাটি ভাঙিয়া চুরিয়া নিশ্চিহ্ন করে। এবং তফশিল বর্ণিত স্থানটি বলপ্রয়োগে দখল করে। এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা বাদীর ছিল না।

৫। বিবাদীর সহিত আগত মানুষজনের নাম / ঠিকানা বাদীর অজানা। তাহারা বহিরাগত।

৬। এমতাবস্থায় বাদী তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির দখলে পুনরুদ্ধারের হকদার। এবং বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের (Specific Relief Act 1963) -৬ ধারার বিধানাধীনে বাদী তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিবার যোগ্য এবং ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী। তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে বাদীকে বেদখল করিবার কোন অধিকার বিবাদীর নাই।

৭। ক্ষেত্রাধিকারের জন্য তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য .... টাকা ধার্য হইল এবং স্পেসিফিক রিলিফ আইনের ৬-ধারার বিধানাধীনে তফশিলবর্ণিত সম্পত্তিতে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির মূল্যের উপর যে রসুম প্রদান করা হইয়াছে তাহার অর্ধেক রসুম প্রদান করা হইল। বাদী তাহার সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতির মূল্য .... টাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এবং সমহারে উক্ত দাবির উপর রসুম প্রদান করা হইল। আদালত ক্ষয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অধিকতর বিবেচনা করিলে বাদী অতিরিক্ত রসুম প্রদান করিতে বাধ্য রহিল।

৮। এই মকদ্দমার উৎপত্তি হয় ইং .... তারিখের বেলা .... ঘটিকায় যখন বিবাদী লোকজন সহ বাদীর তফশিল বর্ণিত জমিতে নির্মিত কারখানাঘর ভাঙিয়া চুরমার করে এবং বাদী ও তাহার কর্মচারীগণকে বিতাড়িত করিয়া বাদীকে তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে বেদখল করে।

এমতাবস্থায় বাদীর প্রার্থনা এই যে

(ক) বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৬-ধারার বিধানানুসারে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীর দখল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

(খ) ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে মহামান্য আদালত যেন কমিশনার নিয়োগ করেন। বিবাদী যাহাতে আদালত নির্দ্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় ডিক্রী প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

(গ) মকদ্দমার সকল প্রকার ব্যয়ের জন্য আজ্ঞপ্তি।

(ঘ) বাদী অন্যান্য যে সকল ত্রাণলাভের হকদার সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আদেশ।

জমির তফশিল

* * * * *

অন্যান্য সম্পত্তির তফশিল

* * * * *

নিদর্শ — ১২

দখলীস্বত্বের দখল লাভের মামলা

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মামলা নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী নিম্ন তফশিল বর্ণিত জমি দীর্ঘ চৌদ্দবৎসর ধরিয়া বিনা বিবাদে এককভাবে চাষ আবাদের দ্বারা ইং .... সাল হইতে ভোগদখলীকার আছে।

২। নিজের সম্পত্তি হিসাবে নিম্ন তফশিলভুক্ত সম্পত্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্বিবাদে ভোগদখল করিয়া বাদীর তফশিলভুক্ত সম্পত্তিতে দখলীস্বত্ব কায়েম হইয়াছে। বিবাদীর নির্মাণ তফশিলভুক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার স্বত্ব নাই।

৩। নিম্নতফশিলভুক্ত জমি মামলার বিষয় হইতেছে এবং অতঃপর উহা মামলা-জমিরূপে বর্ণিত হইবে।

৪। বিবাদী ইং .... তারিখে মামলা-জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে এবং উহাতে চাষের জন্য লাঙল দ্বারা কর্ষণ করে। এইরূপে অন্যায়ভাবে বিবাদী বাদীকে মামলা-জমি হইতে বেদখল ও উৎখাত করিয়াছে।

৫। বাদী নিম্নতফশিল বর্ণিত মামলা-জমিতে খাসদখল পুনরুদ্ধার করিতে হকদার।

৬। তফশিলভুক্ত সম্পত্তি অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত। এই মামলার উৎপত্তি হয় ইং .... তারিখে যেদিন মামলা-জমি হইতে বলপ্রয়োগে উৎখাত করা হয়।

৭। ক্ষেত্রাধিকার এবং রসুমের জন্য মামলার মূল্য .... টাকা ধার্য হইল এবং .... টাকা রসুম প্রদত্ত হইল।

এ কারণে বাদী ডিক্রী ও জাজমেনটের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে

(i) মামলা-জমিতে খাসদখল জন্য,

(ii) মামলার ব্যয়ের জন্য।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : বাদী বার বৎসরের অধিককাল কোন জমি জবরদখল (adversely possess) করিলে তাঁহার উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্বাগম হয় এবং লিমিটেশন আইন ১৯৬৩-এর অনুচ্ছেদ ৬৪-এর বিধান অনুসারে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদের জন্য মামলা করিতে পারেন। বার বৎসরের কম সময় দখল করিলে স্পেসিফিক রিলিফ আইন ১৯৬৩ এর ৬-ধারার মতে ছয়মাসের মধ্যে মামলা করিতে হইবে।

নিদর্শ — ১৩

বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনে দখলের মামলা

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মামলা নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... সাকিন .... থানা ....
জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... সাকিন .... থানা ....
জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। জেলা .... থানা .... মৌজা .... এর সামিল .... নং খং ভুক্ত .... নং দাগে বাদী কমবেশী .... শতক কৃষি জমি চাষাবাদের দ্বারা ভোগদখলীকার আছে। নিম্নতফশিলে উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ পৃথকভাবে প্রদত্ত হইল।

২। নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তি এই মামলার বিষয় হইতেছে এবং অতঃপর উহা মামলা-সম্পত্তিরূপে পরিচিত হইবে।

৩। বিবাদী ইং .... তারিখে বাদীকে মামলা-সম্পত্তি হইতে বেদখল করে এবং উক্ত সময় হইতে বিবাদী তফশিলভুক্ত সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করিয়া আছে।

৪। ইং .... তারিখ হইতে, যেদিন বাদী তফশিলভুক্ত সম্পত্তি হইতে উৎখাত হয়, অত্র মামলার বাদমূল সৃষ্টি হয়।

৫। অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে মামলা-সম্পত্তি অবস্থিত।

৬। ক্ষেত্রাধিকারের উদ্দেশ্যে এবং রসমু প্রদানের জন্য মামলার মূল্য .... টাকা স্থির হইল; এবং ... . টাকা রসুম প্রদান করা হইল।

(i) মামলা-সম্পত্তিতে খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য,

(ii) মামলার সকল প্রকার ব্যয় পরিশোধের জন্য।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ ১। সরকারের বিরুদ্ধে এই ধরনের মামলা চলিবে না। (স্পেসিফিক রিলিফ আইন ১৯৬৩ এর ৬(২)(বি) ধারা দ্রষ্টব্য। কিন্তু সরকার ৬-ধারার বিধানানুসারে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ মামলা আনয়ন করিতে পারে। তবে, বিধিসম্মত সংস্থা (Statutory body) দ্বারা প্রণীত নিয়মে দখলীচ্যুত করা হইলে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৬-ধারায় মামলা করা চলিবে (AIR 1971 Raj 84)।

২। বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৬-ধারায় মকদ্দমা করিবার সময়সীমা দখলচ্যুত হইবার দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে স্থিরীকৃত আছে (৬(২)(এ) দেখুন)।

৩। দখল পুনরুদ্ধার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ত্রাণ লাভ করা যাইবে না। এবং তাহাও লাভ করা যাইবে সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে কোনপ্রকার বিচার না করিয়া (AIR 1934 All 541)।

৪। মামলা বিষয়ের মূল্যে যে রসুম প্রদান করিতে হয় এক্ষেত্রে তাহার অর্ধেক রসুম প্রদান করিতে হইবে (কোর্ট ফিস আইন, সারণি-১, অনুচ্ছেদ-২)।

৫। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদের মামলায় বাদীর যদি সম্পত্তিতে পূর্ব দখল প্রমাণিত হয় তবে বেদখল হইবার ছয়মাসের পরেও মামলা করা যাইবে (AIR 1970 SC 846)।

৬। বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৬-ধারার মামলায় বাদীকে সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রমাণ করিবার বাধ্যবাধকতা নাই। ছয় মাস অন্তে মামলা করা হইলে বিবাদী সম্পত্তিতে স্বত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে। এক্ষেত্রে বাদীকে শ্রেয়তর স্বত্ব প্রমাণ করিতে হইবে (AIR 1968 SC 1165)।

৭। আংশিকভাবে বেদখল হইলেও দখলের মামলা চলিতে পারে (ILR 5 Mad 250)।

নিদর্শ — ১৪

স্থাবর সম্পত্তি যৌথ মালিকানার জন্য নালিশ

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মামলা নং .... সাল ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .. .. জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতি .... পেশা ....

বিবাদী

বাদীর বক্তব্য এই যে

১। বাদী এবং বিবাদী সহোদর ভাই; পিতা ....। বাদী ও বিবাদীর পিতা .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

২। বাদী ও বিবাদীর পিতা জেলা .... থানা .... এর অন্তর্গত .... শহরে একখানি দ্বিতল বাড়ীর মালিক ও স্বত্বাধিকারী থাকাকালে ইং .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। নিম্ন তফসিলে উক্ত বসতবাটির সম্পর্কে সবিশেষ বর্ণিত হইল।

৩। বিবাদী পিতার সহিত উক্ত বসতবাটিতে একত্রে বসবাস করিত। এবং কর্মোপলক্ষে বাদীকে পৃথক ভাবে কলিকাতায় বসবাস করিতে হইত। বাদী বিবাদীর

পিতার মৃত্যুর পর বিবাদী তফশিল বর্ণিত বসতবাটীতে সম্পূর্ণ এককভাবে দখল গ্রহণ করেন।

৪। পিতার মৃত্যুতে নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদী ও বিবাদী যৌথভাবে ভোগ দখলের অধিকারী। বাদী বিবাদীকে উক্ত বসতবাটি যৌথভাবে দখল করিবার জন্য অনুরোধ করে; কিন্তু বিবাদী বাদীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

৫। এই মামলার সৃষ্টি হয় ইং .... তারিখে যখন বিবাদী বাদীর তফশিল বর্ণিত বসত বাটিতে যৌথ ভোগদখলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

অতঃপর বাদীর প্রার্থনা এই যে

(i) নিম্ন তফশিল বর্ণিত বসতবাটিতে বাদীর অংশানুসারে যৌথ দখল দান করিতে আজ্ঞা হয়;

(ii) মামলার ব্যয় সংক্রান্ত ডিক্রী প্রদান।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১) তামাদি আইন ১৯৬৩ এর ৬৪ এবং ৬৫ অনুচ্ছেদ : — কোন সম্পত্তিতে কেবলমাত্র দখল লইলেই জবর দখল হয় না (hostile possession); প্রকাশ্যে উক্ত সম্পত্তিতে যে প্রতিকূল স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে ইহাও দেখাইতে হইবে (AIR 1976 Cal 55; AIR 1984 SC 930, AIR 1991 Cal 132)। প্রকাশ্য প্রতিকূল স্বত্ব সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য প্রদান করা সম্ভব হয় নাই, মামলা আরম্ভ হইবার বার বৎসর পূর্বে। এক্ষেত্রে বিবাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে; কেবলমাত্র পনর / ষোল বৎসর দখলে থাকার কারণে এইরূপ অনুমিত হয় না যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে বিতাড়িত করা হইয়াছে ইতিপূর্বে। এসব জবরদখলের সওয়াল কার্যকরী হইবে না (AIR 1988 Bom 348)। শরিকের বিরুদ্ধে প্রতিকূল দখল অনুমিত হইবে না যদি-না প্রকাশ্য প্রতিকূল স্বত্ব সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রদান করা যায় (AIR 1971 SC 1337)।

(২) স্বত্ব স্থিরীকৃত করিতে দুইটি প্রকৃত উপাদান প্রয়োজন,

(i) বাস্তব দখল (Corpus Possidendi — Physical Possession)

(ii) দখলের অভিপ্রায় (Animus Possidendi — intention to exclude the adversary from possession)।

দখল যেন অবিচ্ছিন্নতা ও প্রচারে যথেষ্ট হয়। সংবিধিবদ্ধ সময়কালের পরেও সম্পত্তি দখল করিলে সম্পত্তিতে স্বত্বাগম হয় না (AIR 1992 Kant 270)।

(৩) জমিতে স্বত্ব সংক্রান্ত দখলের মামলা বিনির্দিষ্ট ত্রাণ অধিনিয়মের অন্তর্গত ৬-ধারার অধীনের মামলার পার্থক্য আছে। স্বত্বের কারণে ৬-ধারার মামলায় বাধা সৃষ্টি করা চলিবে না। জমির মালিকের বিরুদ্ধেও ৬-ধারার বিধানানুসারে জমিতে রহিবার কারণে মামলা চলিতে পারে যদি দখলীকার উক্ত জমিতে বৈধ উপায়ে নহে অন্য উপায়ে উক্ত জমিতে দখল লইয়া থাকে। (AIR 1970 Bom 405)। দখল হইতে স্বত্ব সংক্রান্ত অনুমান (Presumption) তখনই সম্ভব যখন অপর পক্ষ স্বত্ব প্রমাণের জন্য অপর কোন নথিপত্র প্রকাশ করতেও অক্ষম (AIR 1968 SC 1165)।

নিদর্শ — ১৫

জবরদখলী স্বত্ব স্বীকার ও আসেধাজ্ঞা

.... আদালত

স্বত্ব মকদ্দমা নং .... সাল ... .

বাদী

বনাম

বিবাদী

বাদীর বক্তব্য এই যে

১। প্রধান বিবাদী নং ৩ এবং ৪ এবং দর্শনার্থ বিবাদী নং ৫ এবং ৬ কখ নামে অপর ব্যক্তির সংগে জেলা .... থানা .... মৌজা .... এর অন্তর্গত .... একর .... শতক জমিতে যাহা 'ক' তফশিলে বর্ণিত হইয়াছে, রেকর্ডভুক্ত মালিক ছিল।

২। বিবাদী নং ৩ এবং বিবাদী নং ৪ এর প্রত্যেকের উক্ত সম্পত্তিতে $^{১}/_{৪}$ অংশ শেয়ার ছিল, বিবাদী নং ৫ এবং বিবাদী নং ৬ এর প্রত্যেকের $^{১}/_{৮}$ অংশ ছিল এবং তৃতীয় কখ এর $^{১}/_{৪}$ অংশ ছিল।

৩। সাম্প্রতিক জমি জরিপের ফলে প্রণীত পরচায় নিম্ন তফশিল ভুক্ত সম্পত্তি উপরি উক্ত হারে ৩নং, ৪নং, ৫নং এবং ৬নং ও কখ বিবাদীর নামে রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে।

৪। নিম্নের ক-তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তি দুইভাগে বিভক্ত — প্লট নং .... এবং প্লট নং ....।

৫। ক তফশিলে বর্ণিত জমির লাগোয়া .... মৌজায় বাদীর .... শতক জমি ছিল। বাদী স্বীয় উক্ত জমি সহ নিম্ন 'ক' তফশিলে বর্ণিত সমস্ত জমি জমা ইং .... তারিখ হইতে কোনপ্রকার বাধা-বিপত্তি লাভ না করিয়া লাগাতার প্রকৃত মালিকের জ্ঞাতসারে ভোগদখল করিয়া আসিতেছে।

৬। ইং .... তারিখ হইতে সরকারী পরচায় নিম্ন ক তফশিল বর্ণিত সম্পত্তির সম্পর্কে বাদীকে প্রতিকূল দখলকার বা জবর দখলকাররূপে স্বীকার করিয়া বাদীর নাম রেকর্ড করিয়াছে। বাদী ক-তফশিলের .... নং প্লটের জমির দখল একবৎসরকাল পূর্বে শ্রী .... কে হস্তান্তর করিয়াছে এবং উক্ত ব্যক্তি .... প্লটের জমি বিনা বাধায় ভোগদখল করিতেছে। নিম্ন ক তফশিলে বর্ণিত .... নং প্লট বাদী যথারীতি ইং .... তারিখ হইতে দখল করিয়া আসিতেছে। .... প্লটস্থ জমি খ তফশিলে বিশেষভাবে লিখিত হইল। খ-তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তি মামলার বিষয়।

৭। রেকর্ডে বর্ণিত কোন প্রতিবাদী বা অপরকেহ ইং .... তারিখ মামলার সম্পত্তি দখল করে না। প্রধান বিবাদীগণ ইং .... তারিখে একবার বাদীকে মামলার সম্পত্তি হইতে উৎখাত করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। অনুসন্ধানের পর বাদী জানিতে পারিয়াছে যে দর্শনার্থ বিবাদী নং ৫ এবং ৬ খ তফশিলভুক্ত মামলার সম্পত্তি প্রধান বিবাদী ১নং ও ২নং কে বিক্রয় করিয়াছে।

৮। উক্ত শরিক বিবাদী কখ তাঁহার একমাত্র কন্যা ওয়ারিশ রাখিয়া ইং .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন; ফলে, কখ বিবাদীর অংশ তাঁহার কন্যাতে বর্তায়। দর্শনার্থ বিবাদী নং ৫ এবং ৬ এর মামলার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কোন প্রকার অধিকার ছিল না। যেহেতু তাহাদিগের ও অন্যান্য শবিকদিগের মামলার সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব ছিল না; ঐ স্বত্ব বার বৎসরের অধিকাল পূর্বে প্রতিকূল দখলের কারণে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

৯। উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে মামলার সম্পত্তিতে বাদী বার বৎসরের অধিকাল প্রতিকূল দখলের দ্বারা উত্তম স্বত্বের অধিকারী হইয়াছে।

বাদীর প্রার্থনা

(i) বাদী মামলার সম্পত্তিতে উত্তম স্বত্ব স্বার্থ ও অধিকার লাভ করিয়াছে — এই মর্মে ঘোষণা।

(ii) মামলার সম্পত্তি যাহাতে বিবাদীপক্ষ দখল না করিতে পারে সেজন্য আসেধাজ্ঞা।

ক তফশিল

* * * * *

খ তফশিল মামলার সম্পত্তি

* * * * *

অগ্রক্রয় (Pre-emption)

পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৫ (West Bengal Land Reforms Act 1955) এর ৮-ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।

ধারা ৮। শরিক বা সংলগ্ন প্রজার ক্রয় করার অধিকার (Right of purchaser by co-sharer or contiguous tenant)ঃ (১) রায়তের জোতের কোন অংশ বা ভাগ উক্ত জোত জমার শরিক ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট যদি বিক্রয় করা হয় তবে ঐ জোতের শরিক রায়ত ধারা-৫ এর অন্তর্গত (৫)-নং উপধারা নোটিশ জারির পর তিনমাসের মধ্যে, অথবা উক্ত জোত জমার সংলগ্ন যে কোন রায়ত বিক্রয় তারিখ হইতে চারমাসের মধ্যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র মুনসেফের সমীপে উক্ত জোতের ভাগ বা অংশ তাহার নিকট ১৪(এম) ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরের জন্য পণের টাকা (Consideration money) এবং তদসহ্ উক্ত টাকার দশ শতাংশ অর্থ জমা দিয়া আবেদন করিতে পারেন।

তবে যদি উক্ত বিক্রীত জমির বর্গাদার, শরিক এবং জমি সংলগ্ন রায়ত সকলেই উক্ত হস্তান্তরের জন্য আবেদন করেন, তবে বর্গাদারের আবেদন ক্রয়ের অগ্রাধিকার লাভ করিবে এবং এরূপ পরিস্থিতিতে অবশিষ্ট অপর সকলের দ্বারা প্রদত্ত জমার টাকা প্রত্যর্পিত হইবে;

তবে অতিরিক্ত অনুবিধি এই যে যদি বর্গাদার ঐরূপ হস্তান্তরের জন্য আবেদন না করেন কিন্তু শরিকদার এবং বিক্রীত জমি সংলগ্ন রায়ত উভয়েই ঐরূপ হস্তান্তর লাভ করিবার জন্য আবেদন করেন, তবে শরিক এই হস্তান্তর পাইবার অধিকারী হইবেন এবং সেক্ষেত্রে পরবর্তী জনের জমা দেওয়া টাকা প্রত্যর্পিত হইবে।

যদি বিক্রীত জমি সংলগ্ন একাধিক রায়ত উক্ত হস্তান্তর গ্রহণ করার জন্য দাবি করেন তবে যে রায়তের জমির সাধারণ সীমা উক্ত বিক্রীত জমির সংগে সর্বাধিক হইবে সেই রায়তই হস্তান্তর গ্রহণের অগ্রাধিকার লাভ করিবেন।

(২) এই ধারার কোন বিষয়ই প্রযোজ্য হইবে না —

(এ) বিনিময়ে বা বাটোয়ারার মাধ্যমে হস্তান্তরে; বা

(বি) উইলে বা দান বা হিবা-বিল-এওয়াজ এর মাধ্যমে হস্তান্তরে; বা

(সি) ধারা-৭এ উল্লেখিত বন্ধকে; বা

(ডি) কোন ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক লাভ সংরক্ষণ না করিয়া দাতব্য বা ধর্মীয় বা উভয় উদ্দেশ্যে রচিত হস্তান্তরে; বা

(ই) এই হস্তান্তর গ্রহণের পরেও যদি বর্গাদারের জমির পরিমাণ এক একর বা ০.৪০৪৭ হেকটরের অধিক না হয় তবে সেই বর্গাদারকে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে।

ব্যাখ্যাঃ অধ্যায় ২বি এর প্রেক্ষিতে ৮, ৯ ও ২০ ধারায় প্রদত্ত আদেশ এবং অন্যান্য বিষয় আরোপিত হইবে।

৩। ১৯৭২ সালের পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইনের ৭নং ধারার আরম্ভকালে রাজস্ব আধিকারিকের কাছে বিচারাধীন প্রতিটি দরখাস্ত এই ধারাটি বলবৎ হওয়ার পর, যে অঞ্চলের ক্ষেত্রাধিকার মুনসেফের কাছে হস্তান্তরিত ও তাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবে এবং হস্তান্তরের পর প্রত্যেকটি দরখাস্ত যে স্তর হইতে হস্তান্তরিত সেই স্তর হইতে এই আইনের বিধান সমূহ পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন ১৯৭২ এর মাধ্যমে যেভাবে সংশোধিত সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

এই ৮-ধারার বিধানে দেখিতেছি, কোন জোত / হোলডিং এর অংশ বিশেষ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হইলে উক্ত জোতের বর্গাদার অথবা শরিক হস্তান্তরের নোটিশ জারি হওয়ার **তিনমাসের মধ্যে** অগ্রক্রয়ের আবেদন কবিতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষে পার্শ্ববর্তী ভূমির মালিকও এই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন। তাঁহার ক্ষেত্রে আবেদনের সময় সীমা একমাস বেশী অর্থাৎ **চারমাস**। বর্গাদার কিংবা জমির শরিক বা পার্শ্ববর্তী ভূমির মালিকের সময়সীমা নির্ধারণে কিছু জটিলতা আছে। ভূমিসংস্কার আইনের ৫-ধারায় বিধৃত আছে যে হস্তান্তরের সময় হস্তান্তরকারীরা প্রত্যেক শরিককে নোটিশ প্রদান করিবেন। সেজন্য, ঐ নোটিশ লাভ করিবার পর তিনমাস সময়সীমা স্থির হইবে। যদি হস্তান্তরের সময় নোটিশ প্রদান না করা হয় অথবা যে সরকারী সংস্থার উপর নোটিশ জারি করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা আছে, সেই সংস্থা যদি নোটিশ জারি না করেন তখন কি হইবে? লক্ষণীয়, আইন প্রণেতা কেমন করিয়া আইনের অনিশ্চয়তা দীর্ঘায়িত করিতে কুণ্ঠবোধ করেন না। আদালত এই সকল প্রশাসনিক জটিলতা হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, যেদিন শরিক প্রথম হস্তান্তর সম্পর্কে জানিতে পারিবেন, সেদিন হইতে তিন মাসের মধ্যে অগ্রক্রয়ের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

বর্গাদার ও পার্শ্ববর্তী ভূমির মালিক সম্পত্তি হস্তান্তরের তারিখ হইতে সময়সীমা গণনা করিবেন। সম্পত্তি হস্তান্তরের তারিখ কোনটি? যেদিন দলিল নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধক দ্বারা গৃহীত হয় সেই দিন হইতে কি সময় গণনা করিতে হইবে? মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ রেজিসট্রেশন আইন ১৯০৮ এর ৬১ ধারার বিধানানুসারে কোন দলিলের নিবন্ধন কার্য যেদিন সম্পূর্ণ হয় সেইদিন হইতে সময় সীমা গণনা করিতে হইবে (82 CWN 184; (1977)2 Cal LJ 480)। তিনমাস বা চার মাস সময় সীমা গণনা করিতে হস্তান্তরের দিনটি বাদ দিতে হইবে (AIR 1977 Cal 174)। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে তামাদি আইনে নির্দিষ্ট সময় সীমার সুযোগ এখানে লাভ করা যাইবে না (1975)। Cal LJ 494। সুতরাং তামাদি আইন ১৯৬৩ এর ১৩৭ অনুচ্ছেদের নির্দেশ এরূপক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে না। অগ্রক্রয়ের নালিশের ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর ভূমিসংস্কার আইনে বর্ণিত সীমা (ধারা ১৪ এম) অতিরিক্ত ভূমি নাই এবং অগ্রক্রয় অধিকার লাভ করিলে তাহা সীমা অতিক্রম করিবে না এইরূপ বক্তব্য বিধৃত করিতে হইবে।

অগ্রক্রয়াধিকার
(Pre-emption)

নির্দর্শ — ১
অগ্রক্রয়ের আবেদন

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

মিস্‌কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী ও বিবাদী সুন্নী আইন দ্বারা পরিচালিত। মুসলিম আইনের সুফা (Shuffa) বা অগ্রক্রয় (Pre-emption) নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

২। ইং .... তারিখে একখানি নিবন্ধিত কোবালা দ্বারা মহম্মদ .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... ৩নং বিবাদীকে নিম্ন 'ক' তফশিল বর্ণিত থানা .... মৌজাস্থ .... একর জমি .... টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া উক্ত সম্পত্তি হইতে নিঃস্বত্ববান হন। উক্ত বিক্রয় যথার্থ এবং বৈধ।

৩। .... জেলার অন্তর্গত .... থানার অধীন .... মৌজায় .... নং খতিয়ানে নিম্ন 'ক' তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তির লাগোয়া .... শতক জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইতেছে বাদী। বাদী শরিয়তের বিধানানুসারে এক্ষেত্রে শফি-ই-জার (Shafi-i-jar) রূপে স্বীকৃত হইতেছেন। সুতরাং বাদী অগ্রক্রয়ের হকদার।

৪। বাদী ইং .... তারিখে জানিতে পারে যে উক্ত মহম্মদ .... বিবাদীর অনুকূলে নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে এই বিক্রয় সংবাদ জানিবামাত্র ঐদিনেই বাদী তাহার তলাব-ই-মোয়াশিবাত (talab-i-mowashibat) অধিকার প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

৫। পরের দিন সকালে বাদী তাহার তলাব-ই-মোয়াশিবাত অধিকার সম্পর্কে প্রকাশ্যে সত্যাপন (affirm) করে এবং বিবাদীকে ও বিশেষভাবে আহূত সাক্ষিগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার দাবি সম্পর্কে উল্লেখ করে। এইরূপে বাদী শরিয়তের নির্দেশ তলাব-ই-ঈশহাদ (talab-i-ishhad) পালন করেন।

৬। মামলার উৎপত্তি হয় ইং .... তারিখে যে দিন বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়।

৭। ক্ষেত্রাধিকার ও রসুমের জন্য মামলার মূল্যমান .... টাকা ধার্য হইল। এবং উহার উপর সমহারে রসুম প্রদান করা হইয়াছে।

অতএব বাদী প্রার্থনা করে যে

(i) নিম্ন 'ক' তফশিলে বর্ণিত জমি .... টাকা পণ প্রদানে বাদীর দখলে প্রদানের নিমিত্ত ডিক্রী

(ii) মামলার ব্যয় সংক্রান্ত ডিক্রী।

ক তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ ১। এফ. মুল্লা রচিত প্রিনসিপল্স্ অব্ মহামেডান ল, অধ্যায় ১৩।

২। অগ্রক্রয় বিষয়ে শিয়া নিয়ম ও সুন্নী নিয়ম এ কিছু পার্থক্য আছে। নৈকট্যের কারণে শিয়া নিয়মে সম্পত্তি ক্রয়ের অগ্রাধিকার লাভ হয় না।

৩। জমিতে পাট্টার স্বত্ব হস্তান্তরের অগ্রক্রয়াধিকার পাওয়া যায় না (AIR 1968 SC 540)।

৪। ক্রীত সম্পত্তিতে উন্নতি করার জন্য ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি অগ্রক্রয়াধিকারের ভিত্তিতে হস্তান্তরিত হইলেও কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না (AIR 1971 Cal 169)।

নিদর্শ — ২

মুসলিম আইনে অগ্রক্রয়াধিকারের মামলা

(শিয়া আইন — শরিকী সম্পত্তি)

.... আদালত

মিস কেস নং .... সাল .. ..

শ্রী .... পিতা ... .

বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। ইং .... তারিখে .... রেজিসট্রী অফিসের .... নং নিবন্ধিত কোবালা মূলে মহম্মদ .... পিতা .... বিবাদীকে জেলা .... থানা .... মৌজা এর অন্তর্গত .... নং খতিয়ানভুক্ত .... নং দাগে .... শতক জমি .... টাকা পণগ্রহণে বিবাদীকে বিক্রয় করে। উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হইল। উক্ত বিক্রয় যথার্থ ও বৈধ।

২। বাদী উক্ত মহম্মদ .... এর .... মৌজাস্থ উক্ত খতিয়ান ভুক্ত জমির $^1/_2$ অংশ সম্পত্তিতে একমাত্র শরিক এবং শরিয়ৎমতে শফি-ই-শরিক। বাদী অগ্রক্রয়ের দাবি করিতেও পারে।

৩। বিক্রেতা মহম্মদ .... এবং বাদী উভয়ে শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হইতেছেন এবং তাঁহারা শিয়া শরিয়ৎদ্বারা পরিচালিত (অথবা, বিক্রেতা মহম্মদ .... সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বাদী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁহারা উভয়ে শিয়া শরিয়ৎ বিধত অগ্রক্রয়াধিকার দ্বারা পরিচালিত)। (অথবা, উক্ত বিক্রেতা মহম্মদ .... শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বাদী সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁহারা উভয়ে শিয়া শরিয়ৎ বিধৃত অগ্রক্রয় সংক্রান্ত নিয়মদ্বারা পরিচালিত।

বাদীর প্রার্থনা এই যে

(i) নিম্ন তফশিলে বর্ণিত জমি .... টাকা পণপ্রদানে বাদীকে দখল প্রদানের জন্য ডিক্রী

(ii) মামলার ব্যয় সংক্রান্ত ডিক্রী।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ মুসলিম আইনে শফি (Shafi) এমন এক ব্যক্তি যিনি অগ্রক্রয়ের অধিকারী। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত **তিনশ্রেণীর** ব্যক্তি অগ্রক্রয় (Pre-emption) করিতে পারেন ঃ —

(i) সম্পত্তির শরিক — শফি-ই-শরিক। (ii) দায়মুক্ততা এবং আনুষঙ্গিক বস্তুতে অংশগ্রহণকারী যেমন পথাধিকার ও জলের অধিকার — শফি-ই-খালাত (iii) পার্শ্ববর্তী সম্পত্তির মালিক-শফি-ই-জার।

নিদর্শ — ৩

অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনে অগ্রক্রয়াধিকার

.... আদালত

মিস কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

পশ্চিমবংগ অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৪৯-এর ২৪ ধারামতে অগ্রক্রয়ের মামলা।

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী এবং অপর এক ব্যক্তি শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... জেলা .. . . থানা .... মৌজা .... এর অন্তর্ভুক্ত অকৃষি প্রজাস্বত্বের .... শতক অকৃষি জমিতে যৌথভাবে মালিক। উক্ত সম্পত্তি নিম্নের ক-তফশিলে বিশদভাবে বর্ণিত হইল। উক্ত সম্পত্তিতে বাদী ২/৩ অংশের মালিক এবং উক্ত অপর ব্যক্তি ১/৩ অংশের মালিক।

২। উ ্ত অপর ব্যক্তি শ্রী ... . তাঁহার ১/৩ অংশ জমি বিবাদীকে .... টাকা পণ গ্রহণে ইং .... তারিখে এক নিবন্ধিত কোবালা সম্পাদন করিয়া বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়াছেন।

৩। উক্ত বিক্রীত জমির বিবরণ নিম্নের খ-তফশিলে বর্ণিত হইল।

৪। অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৪৯-এর ২৩(৪) ধারার বিধানের নির্দেশানুসারে বাদীর উপর নোটিশ জারি করা হয় নাই। ইং .... তারিখে শ্রী ... . মাধ্যমে বাদী উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে জানিতে পারে। (অথবা, বাদী ২৩-ধারার বিধানাধীনে নোটিশ প্রা . হইয়া উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে জানিতে পারে)।

৫। ক-তফশিলে বর্ণিত অ-কৃষি জোতের শরিক বিধায় বাদী খ-তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তি অগ্রক্রয়ের অধিকারী।

৬। ইং .... তারিখে ... . নং চালানে পণের .... টাকা এবং তদসহ শতকরা পাঁচ টাকা হারে .... টাকা একুনে .... টাকা আইনের বিধানানুসারে আদালতে জমা দিয়াছে।

৭। অত্র মামলার বন্ধমূল ইং .... তারিখে সৃষ্টি হইয়াছে যেদিন খ তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় হয়। এবং অত্র আবেদন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করা হইয়াছে।

(অথবা বাদী উক্ত বিক্রয়ের সম্পর্কে ইং .... তারিখে জানিতে পারে এবং ঐ দিন হইতে মামলার উৎপত্তি হইয়াছে। এই মামলা অত্র আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত)।

বাদীর প্রার্থনা এই যে

(i) বাদীকে খ-তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর ডিক্রী

(ii) মামলার ব্যয়ের ডিক্রী।

ক-তফশিল

* * * * *

খ-তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। পশ্চিমবংগ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের ২৩ ও ১৪ ধারা দ্রষ্টব্য।

২। বিশেষ তামাদি ব্যবস্থা — ২৩ ধারার বিধানাধীনে নোটিশ জারি করিবার তারিখ হইতে চারমাস নোটিশ জারি করা না হইলে, বাদমূলের সৃষ্টি হইবে সেদিন হইতে যেদিন শরিক জানিতে পারিবেন যে শরিকী সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে।

৩। ঘর সহ অকৃষি জমির ক্ষেত্রে নন এ্যাগরিকালচারাল টেন্যানসি আইন ১৯৪৯ এর ২৪ ধারার বিধান কার্যকরী হইবে (67 CWN 599)।

৪। আবেদনের সময় টাকা জমা না দিলেও আবেদন খারিজ হইবে না; ২৪-ধারায় টাকা জমা পূর্বিতা শর্ত করা যায় নাই (*Plaints* by A.B. Majumder, p. 316)।

নিদর্শ — ৪

অগ্রক্রয়ের আবেদন

জেলা ....

.... আদালত

মিস কেস নং .... সাল ....

.... বাদী/আবেদনকারী

বনাম

.... বিবাদী/ ক্রেতা (১)

.... মোকাবিলা বিবাদী/বিক্রেতা (২)

অগ্রক্রয়ের আবেদন

১। অত্র আদালতের এলাকাধীন জেলা .... থানা .... মৌজার .... নং খতিয়ানে ভূমি নিম্ন ক-তফশিলে বর্ণিত .... শতক জমি আবেদনকারী ও বিক্রেতা যৌথভাবে মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইতেছে। এবং উভয়ের নাম এল. আর খতিয়ান ভুক্ত হইয়াছে।

২। দরখাস্তকারী নালিশী সম্পত্তিতে পৈত্রিক ও ওয়ারিশ সূত্রে প্রতিপক্ষ বিক্রেতাসহ যৌথভাবে মালিক ও দখলকার আছে। প্রতিপক্ষক্রেতা নালিশী সম্পত্তিতে কোন শরিক নহে। নালিশী সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পত্তি সহ বাদী আবেদনকারী ও বিবাদী বিক্রেতা তফশিল বর্ণিত শরিকী সম্পত্তিতে এজমালে ভোগদখলীকার আছে। উহা কোনদিন বণ্টন হয় নাই কিংবা ভূমির জমা পৃথক হয় নাই।

৩। নালিশী ভূমিসহ অন্যান্য সম্পত্তি এজমালিতে খাজনা প্রদান ও ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। বিগত ইং .... তারিখে আবেদনকারী .... নিবাসী শ্রী .... পিতা .... এর নিকট প্রথম জানিতে পারে যে ক্রেতা প্রতিপক্ষ বিক্রেতা প্রতিপক্ষর নিকট হইতে নালিশী সম্পত্তি খরিদ করিয়াছে। অতঃপর আবেদনকারী দলিলের নকল সংগ্রহ করিয়া বিগত ইং .... তারিখে নিশ্চিৎরূপে অবগত হইয়াছে যে ২নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষ হইতে বিগত ইং .... তারিখে সাফকোবালা মূলে নালিশী সম্পত্তি খরিদ্দার প্রতিপক্ষ মবলগে .... টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছে। দরখাস্তকারী ইতিপূর্বে উক্ত খরিদ সম্পর্কে কিছুই জানে না। প্রতিপক্ষ ক্রেতা নিম্ন তফশিলভুক্ত জমির কোন অংশে দখল লইতে পারে নাই। আবেদনকারী উক্ত সম্পত্তিতে শরিক; কিন্তু তাহাকে উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে কোন নোটিশ প্রদান করা হয় নাই

৪। ক্রেতা ও বিক্রেতা পারস্পরিক যোগাযোগ পূর্বদফায় বর্ণিত অত্র মজহর শরিককে কোন নোটিশ প্রদান না করিয়া বিক্রয় গোপন রাখিয়াছে। ভূমি সংস্কার আইনের বিধানে মজহরকে শরিকী সম্পত্তি বিক্রয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইলে বাদী তফশিলভুক্ত সম্পত্তিতে মোকাবিলা প্রতিপক্ষের অংশ খরিদ করিতেন।

৫। খরিদ্দার প্রতিপক্ষ অত্র সম্পত্তি সম্পর্কে অপরিচিত ও তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ আগন্তুক ক্রেতা হইতেছে। এই মজহর নালিশী সম্পত্তিতে ওয়ারিশ সূত্রে শরিক রায়ত হইতেছে। সেকারণ এই মজহর নালিশী সম্পত্তি অগ্রক্রয়ের অধিকারী। অভিকথিত কোবালা পণ .... টাকা এবং শতকরা দশ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ .... টাকা মবলগে .... টাকা বিগত ইং .... তারিখে

.... নং চালানে বিক্রয় সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে আদালতে দাখিল করা হইয়াছে।

৬। নালিশের কারণ আদালতের এলাকায় .... থানার অন্তর্গত .... মৌজার বিগত ইং .... শোনার ও নাবাল প্রান্তে .... তারিখে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হইবার তারিখ হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

৭। মজহরের সিলিং বহির্ভূত অতিরিক্ত ভূমি নাই। তিনি শরিক প্রজা।

৮। মজহর বিক্রেতার নিম্ন তফশিলভুক্ত ভূমির অংশ অগ্রক্রয় করিলেও পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ এর বিধানে মজহরের মোট সম্পত্তি সিলিং সীমা অতিক্রম করিবে না।

এমতাবস্থায় আবেদনকারী প্রার্থনা করে যে ঃ—

(i) মজহরের আবেদন মঞ্জুর করিয়া বিগত ইং .... তারিখের দলের ও অত্র আবেদনের তফশিলে বর্ণিত সম্পত্তির অংশবিশেষ সম্পর্কে মজহর অনুকূলে ও তরফছানী প্রতিকূলে এক অগ্রক্রয়ের আজ্ঞপ্তি দিতে আজ্ঞা হয়।

(ii) অগ্রক্রয়কারী হিসাবে মজহরকে তফশিল লিখিত সম্পত্তিতে আদালত যোগে দখল দান করিতে আজ্ঞা হয়।

(iii) আদালতের ন্যায় বিচারে মজহর অন্য যেভাবে যে যে বৈধ প্রতিকার পাইতে পারে তাহা ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়।

(iv) মামলার ব্যয় সম্পর্কে মজহরের অনুকূলে ডিক্রী দানে বাধিত করিতে আজ্ঞা হয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৫

শরিকী সম্পত্তি অগ্রক্রয়ের মামলা

মোকাম .... আদালত

মিস কেস নং .... সাল ....

.... মজহর/আবেদনকারী

বনাম

.... তরফছানি / ক্রেতা

.... মোকাবিলা তরফছানি / বিক্রেতা

পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইনের ৮ ধারামতে আবেদন

মজহরের আবেদন এই যে

১। জেলা .... থানা .... মৌজা .... এর অধীন .... নং খতিয়ানে মজহর/আবেদনকারী এবং তরফছানি বিক্রেতা এজমালে .... শতক কৃষি জমি মালিক ও স্বত্বাধিকারী। নিম্ন তফশিলে উক্ত সম্পত্তির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

২। মজহর আবেদনকী তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির ৩/৪ অংশের মালিক এবং তরফছানি বিক্রেতা ১/৪ অংশের স্বত্বাধিকারী।

৩। মোকাবিলা তরফছানি বিক্রেতা বিগত ইং .... তারিখে নিম্ন তফশিলে বর্ণিত তাঁহার সম্পত্তির অংশ বিশেষ তরফছানি ক্রেতাকে .... টাকা মূল্যে নিবন্ধিত কোবালামূলে বিক্রয় করেন। উক্ত কোবালা .... রেজিসট্রী অফিসে .... নং দলিলরূপে ইং .... তারিখে নিবন্ধিত হয়।

৪। উক্ত ক্রেতা/তরফছানি তফসিলবর্ণিত জোতের শরিকদার নহে এবং উক্ত সম্পত্তির পার্শ্ববর্তীও তাঁহার কোন সম্পত্তি নাই। তিনি উক্ত মৌজায় আগন্তুকমাত্র।

৫। আবেদনকারী মজহর নিম্ন তফশিল বর্ণিত শরিকী সম্পত্তি অগ্রক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিগত ইং .... তারিখে . ... নং চালানে ক্রয়মূল্য বাবদ .... টাকা এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শতকরা দশটাকা হারে একুনে .... টাকা মবলগে .... টাকা জমা দিয়াছেন।

৬। মজহর বিগত ইং .... তারিখে পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ এর ৫(৫) ধারার বিধানানুসারে উক্ত বিক্রয়ের নোটিশ লাভ করিয়াছে। এই আবেদন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করা হইল।

৭। যে তারিখে ক্রেতা তরফছানির অনুকূলে কোবালা দলিল রেজিসট্রী সেই তারিখে নালিশের কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

মজহরের প্রার্থনা এই যে

(i) আরজির কথিতমতে ও কারণে যাহাতে আবেদনকারী নালিশী সম্পত্তি অগ্রক্রয়াধিকার মূলে স্বত্বদখল পাইতে পারেন তাহার আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

(ii) অত্র মকদ্দমা চলাকালে যাহাতে তরফছানি ক্রেতা নালিশী সম্পত্তি তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট বিক্রয় করিতে না পারেন বা নালিশী সম্পত্তি কোনপ্রকার রূপান্তর সাধন না করিতে পারেন বা কোনপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি না করিতে পারেন সেকারণ প্রাথমিকস্তরে অস্থায়ী এবং বিচার অন্তে স্থায়ী আসেধাজ্ঞা (injunction) আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

(iii) আদালতের সমুদয় ব্যয় দরখাস্তকারী মজহরের অনুকূলে এবং তরফছানি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ডিক্রী দান করিতে আজ্ঞা হয়।

(iv) আইন ও ইকুইটি (ন্যায় বিচার) মতে মজহর অন্যান্য যে যে ত্রাণ পাইতে পারেন তাহা লাভের আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ (১) মোকাম ঃ জুনিয়র জুডিসিয়াল অফিসার (মুনসেফ)

(২) তামাদি ঃ (i) শরিকের ক্ষেত্রে নোটিশজারির তারিখ হইতে (W.B. L. R Act 1955, S. 5)।

(ii) নোটিশ জারি করা না হইলে — লিমিটেশন আইন, ১৯৬৩ এর ১৩৭ ধারা প্রযোজ্য (55 CWN 501)।

(iii) পার্শ্ববর্তী রায়তের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের তারিখ হইতে চারমাস।

লিমিটেশন আইন ১৯৩৩ কার্যকরী হইবার পর পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ এর ৮-ধারায় আবেদন করা হইলে তামাদি আইনের ৫-ধারার সুবিধা আবেদনকারী লাভ করিতে পারেন যদি মহজহর দেখাইতে পারেন যে তাঁহার পক্ষে চারমাসের মধ্যে আবেদন করা সম্ভব ছিল না। এরূপক্ষেত্রে বিলম্ব মুকুব হইতে পারে (AIR 1982 Cal 6; AIR 1976 SC 105)।

(৩) অগ্র-ক্রয়অধিকারের তারিখের উদ্ভব হয় কোবালা নিবন্ধীকরণের তারিখে (ধারা ৬১, নিবন্ধন আইন ১৯০৮), কোবালা সম্পাদনের তারিখ নয় (44 CWN 802; 53 CWN 107)।

(৪) *সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হইয়াছে, কিন্তু পৃথক জোত (Holding) সৃষ্টি হয় নাই* — এরূপক্ষেত্রে অগ্র-ক্রয় এর অধিকার দাবি করা যাইতে পারে (AIR 1951 Cal 499)।

(৫) ক্রেতা-তরফছানি ক্রীত সম্পত্তির উন্নতি বিধানের ব্যয় এর জন্য দাবি করিতে পারেন না (AIR 1971 Cal 169)।

(৬) প্রথমে অগ্রক্রয়ের আবেদন করা হয় শরিক হিসাবে। পরবর্তীকালে সংশোধনী আবেদন করা হয় নৈকট্যের কারণে এরূপক্ষেত্রে তামাদির অজুহাতে সংশোধনী আবেদন অগ্রাহ্য করা চলিবে না। কারণ, অগ্রক্রয়ের দাবি প্রারম্ভিক আবেদন এবং সংশোধনী আবেদন অপরিবর্তিত থাকিতেছে (AIR 1978 Cal 482)।

৭। অগ্র-ক্রয়ের অধিকারে প্রতিবন্ধকতা (estoppel) থাকিতে পারে। বিক্রেতা শরিককে নোটিশ প্রদান না করিলেও বিক্রয় অবৈধ হইবে না (AIR 1991 SC 1055)।

৮। কৃষকের বাস্তুভিটা অ-কৃষি হইলে কৃষি জমিরূপে গণ্য হইবে। এবং প.ব. ভূমি সংস্কার আইনের ৫-ধারায় শরিককে নোটিশ প্রদান না করিলে শরিক ৮-ধারায় অগ্র-ক্রয় করিতে মামলা করিতে পারেন (AIR 1989 SC 931)।

৯। অগ্র-ক্রয়ের অধিকার দুর্বল। এবং এসটোপেল বা প্রতিবন্ধকতা দ্বারা ইহা নস্যাৎ করা যায়। মনে রাখিতে হইবে অগ্রক্রয়ের অধিকারের উৎপত্তি হইয়াছে মুসলিম শরিয়তে; হিন্দুশাস্ত্রে ইহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই মুসলিম আইনে ইহা স্বীকৃত যে অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রতিবন্ধকতা ও সম্মতির (estoppel ও acquiescence) দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে (AIR 1991 SC 1055)।

ডিক্রী জারী
(Execution of Decrees)

যদিও সকল ডিক্রী বা আজ্ঞপ্তি জারি যোগ্য নহে, তথাপি দেওয়ানী মকদ্দমায় ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিকারযুক্ত ডিক্রী যেমন খাস দখলের ডিক্রী, টাকার ডিক্রী, সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রী, অগ্রক্রয়ের মামলা সংক্রান্ত ডিক্রী, স্থায়ী আসেধাজ্ঞা:, ডিক্রী লাভ করা যায়। মামলায় ডিক্রী লাভ করিলেই হইল না। প্রয়োজনে ডিক্রী জারি করাইতে হইবে। এখানে বাদীকে অনেক বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। ডিক্রী জারি করিতে মহামান্য আদালতকে দেনদার পক্ষের আবেদন, আপত্তি, শ্রবণ করিতে হয়।

ডিক্রী জারির আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম ব্যবহার করিতে হয়। ডিক্রী জারি দেওয়ার জন্য তামাদি আইনের বিধান অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ডিক্রী স্বাক্ষরিত হইবার তারিখ হইতে **দুই বৎসরের মধ্যে** উহা জারি দেওয়া হইলে দেনদারকে কোন নোটিশ দিতে হয় না। ডিক্রী স্বাক্ষরিত হইবার তারিখ হইতে বার বৎসরের মধ্যে ডিক্রী জারির আবেদন দাখিল করা আবশ্যক। অন্যথা তামাদি আইনে প্রতিবন্ধকতা আসিবে। অবশ্য, স্থায়ী আসেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ডিক্রী জারিতে কোন সময় সীমা নাই।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-২১ এ ডিক্রী জারি সম্পর্কে বিধান আছে। প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিধি এখানে মুদ্রিত হইল।

আদেশ ঃ ২১

বিধি ১০। জারীর আবেদনপত্র (Application for execution) **ঃ** যখন কোন আজ্ঞপ্তি ধারক ব্যক্তি আজ্ঞপ্তি জারী করিতে চাহেন তখন তিনি আজ্ঞপ্তি প্রদায়ক আদালত কিংবা উক্ত আদালত *কর্তৃক এতদুদ্দেশে নিযুক্ত আধিকারিকের নিকট* (কেহ

থাকিলে) অথবা ইতোপূর্বে ইহাতে বর্ণিত বিধান অনুসারে কথিত আজ্ঞপ্তি অন্য আদালতে প্রেরিত হইয়া থাকিলে উক্ত আদালতের বা উহার উপযুক্ত আধিকারিকের নিকট আবেদন করিবেন।

বিধি ১১। মৌখিক আবেদন (Oral application) **:** (১) টাকা পরিশোধের জন্য আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে আজ্ঞপ্তি প্রদানের সময়েই আজ্ঞপ্তি ধারকের মৌখিক আবেদনক্রমে রায়ের দেনাদার নির্ণীত (= ঋণী) আদালত প্রাঙ্গনে উপস্থিত থাকিলে কোন পরোয়ানা প্রস্তুত করিবার পূর্বে নির্ণীত ঋণীকে গ্রেফতারক্রমে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞপ্তি জারীর আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) লিখিত আবেদনপত্র (Written application) উপরিউক্ত (১) উপনিয়মে যাহা বর্ণিত আছে তাহা ব্যতিরেকে আজ্ঞপ্তি জারীর জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র লিখিত হইতে হইবে, এবং আবেদনকারী কিংবা মকদ্দমার ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত বলিয়া আদালতের পরিতুষ্টির মধ্যে প্রমাণিত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সত্যতা প্রতিপাদনকৃত হইতে হইবে এবং সারণীবদ্ধভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহাতে বিধৃত থাকিতে হইবে, যথা —

(ক) মকদ্দমার সংখ্যা; (খ) পক্ষগণের নাম; (গ) আজ্ঞপ্তির তারিখ; (ঘ) আজ্ঞপ্তিটি সম্বন্ধে কোন আপীল দায়ের করা হইয়াছে কি-না; (ঙ) আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইবার পর বিরোধ সম্বন্ধিত ব্যাপারে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ বা অন্যবিধ সমন্বয় সাধিত হইয়াছে কি-না এবং উহার বিদ্যমানতার ক্ষেত্রে উহার পরিমাণ; (চ) আজ্ঞপ্তি জারীর জন্য পূর্বে কোন আবেদন করা হইয়াছে কি-না এবং হইয়া থাকিলে ঐরূপ আবেদনের তারিখ ও ফলাফল; (ছ) আজ্ঞপ্তির উপর সুদ থাকিয়া থাকিলে তাহা সহ প্রাপ্য টাকার পরিমাণ অথবা ইহার দ্বারা মঞ্জুরীকৃত অন্য কোন প্রতিকারের সহিত যে আজ্ঞপ্তি জারি করা হইবে তাহার তারিখের পূর্বে বা পরে কোন পাল্টা আজ্ঞপ্তি (Cross decree) প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ; (জ) প্রদত্ত খরচের (যদি থাকে) পরিমাণ; (ঝ) যাঁহার বিরুদ্ধে আজ্ঞপ্তি জারি করা হইবে তাঁহার নাম; এবং (ঞ) নিম্নোক্ত যে প্রণালীতে আদালতের সাহায্য আবশ্যক (এক) সুস্পষ্টভাবে আজ্ঞপ্তিকৃত কোন সম্পত্তি অর্জনের দ্বারা; (দুই) কোন সম্পত্তি এবং নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ব্যতীত নিলাম বিক্রয় দ্বারা; (তিন) কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা কারাগারে আটক দ্বারা; (চার) রিসিভার নিয়োগ দ্বারা; (পাঁচ) মঞ্জুরীকৃত প্রতিকারের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োজনীয় অন্য কোনও ভাবে।

(৩) উপরিউক্ত (২) উপনিয়ম অনুসারে যে আদালতে আবেদন করা হইবে সেই আদালত আবেদনকারীর নিকট আজ্ঞপ্তির একটি প্রত্যায়িত প্রতিলিপি (নকল) দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারেন। ইহা ছাড়া, আদেশ-২১ এ জারী সংক্রান্ত আবেদনের বিভিন্ন বিধান লিপিবদ্ধ আছে; যেমন, বিধি-১১ক গ্রেপ্তারী পরওয়ানার কারণ দাখিল। বিধি-১২ রায়ের দেনাদারের (নির্ণীত ঋণীর) দখলে না থাকা অস্থাবর

সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আবেদন। বিধি-১৩ স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আবেদনপত্রে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ। বিধি-১৪ কতিপয় ক্ষেত্রে সমাহর্তার নিবন্ধগ্রন্থের প্রমাণিত অংশবিশেষ চাহিবার ক্ষমতা। বিধি-১৫ যৌথ আজ্ঞপ্তি ধারক কর্তৃক জারীর (বা নির্বাহের) আবেদন। বিধি-১৬ আজ্ঞপ্তির হস্তান্তর গ্রহীতা কর্তৃক জারীর আবেদনপত্র।

এখানে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করিয়া ডিক্রী জারীর অনুমোদিত দরখাস্ত সংযুক্ত করিলাম।

ফরম — ৬

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার

আদেশ-২১, বিধি-১১ অনুসারে ডিক্রী জারীর জন্য প্রার্থনা।

জেলা ....। আমি শ্রী .... ডিক্রীদার, ডিক্রী জারীর জন্য নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিতেছি।

১	২	২(i)	৩	৪	৫
আদালতের নাম ও মকদ্দমা নং	বাদী	বিবাদী	রায়ের তারিখ	রায়েব বিরুদ্ধে কোন পুনঃ বিচার হইয়া থাকিলে	টাকা প্রদান করা হইলে তারিখ সহ উল্লেখ

৬	৭	৮	৯
পূর্বে জারী হইলে নিষ্পত্তি সহ ফলাফল	সুদসহ পাওনা টাকার পরিমান; পাল্টা ডিক্রী (Cross decree) থাকিলে তাহার বিবরণ	খরচ পাওনা হইয়া থাকিলে	কাহার বিরুদ্ধে জারী হইবে

১০
আদালতের নিকট কি ধরণের প্রতিকার প্রার্থনা করা হইল *

(স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের এবং বিক্রয়ের জন্য যখন সাহায্য লওয়া যায়)ঃ আমার প্রার্থনা মোট মূলধনের টাকা .. .. (ইহার সহিত সাম্প্রতিক মূলধন প্রদানের উপর সুদ এবং এই জারী লইবার খরচ; ক্রোকের দ্বারা এবং সংলাগকৃত ফর্দতে বর্ণিত বিবাদীর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করা হউক এবং আমাকে প্রদান করা হউক। (প্রসংগত বলিতে হয়, সম্পত্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হইবে; দাইকের / দেনদারের স্বত্ব এবং সম্পত্তি আবদ্ধ কি মুক্ত তাহা লিখিতে হইবে।)

*(যখন ক্রোক এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য অনুনয় করা হইয়াছে): আমার প্রার্থনা যে মোট মূলধন এর অর্থ .... টাকা। ইহার সহিত সাম্প্রতিক মূলধন প্রদানের উপর সুদ এবং এই জারী লইবার খরচ ক্রোকের দ্বারা এবং সংলাগকৃত ফর্দতে বর্ণিত বিবাদীর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করা হউক এবং আমাকে প্রদান করা হউক। ফরমটি পূর্ণ করিয়া পৃথকভাবে লিখিতে হইবে, যে সকল প্রার্থনা করিতে হইবে সে সম্পর্কে লিখিতে হইবে; প্রার্থনা অবস্থানুসারে বিভিন্ন বকমের হইতে পারে। ডিক্রী সংক্রান্ত নানাবিধ মামলার দুই-তিনটি আবেদন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নিদর্শ — ১

প্রতারণার কারণে আজ্ঞপ্তি বাতিলকরণ

(Suit for setting aside a decree on grounds of fraud)

মোকাম .... আদালত

মিসি কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

বাদীর নিবেদন এই যে

১। বিবাদী একজন চতুর টাউট শ্রেণীর মানুষ। বিবাদী বিগত ইং .... তারিখে .... স্থানে একতরফা ভাবে .... আদালত হইতে .... সালের .... নং মিস কেস মূলে এক বিনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদনের (Specific performance of contract) ডিক্রী বাদীর বিরুদ্ধে লাভ করে।

২। বিবাদী .... সালের .... নং খানি মামলায় উক্ত ডিক্রী জারীর জন্য আবেদন করেন। বাদী বিগত ইং ... . তারিখে আদালতের পিওন মারফৎ সমন লাভ করেন।

৩। বিবাদী ইং .... সালের .... ছানি মামলায় শঠতার দ্বারা সমন চাপিয়া কৌশলে ডিক্রী লাভ করে। বাদী কোন সমন লাভ করে নাই; আদালতের কোন পেয়াদা বাদীর বাসগৃহে গমন করে নাই। আদালতের পিওনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সমনপৃষ্ঠে সমন গৃহীত হয় নাই এরূপ অভিকথিত হয় (alleged)।

৫। উক্ত মামলার বিষয়ে বাদীর কোন ধারণা ছিল না এবং ডিক্রীর কথা-ত উঠিতেই পারে না। জারী সংক্রান্ত উক্ত ছানি মামলার নোটিশ বিগত ইং .... তারিখে লাভ করিয়া বাদী মামলার সম্পর্কে অবগত হন। বাদী অত্র সহ সংযুক্ত ইনফরমেশন খিলাপ মারফৎ উক্ত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি জানিতে পারেন।

৬। মামলাটি প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত।

৭। মামলার বাদমূলের কারণ সৃষ্টি হয় যেদিন ডিক্রী ঘোষিত হয় ইং .... তারিখে; এবং পরবর্তীকালে জারী সংক্রান্ত ছানি মামলার নোটিশ লাভের ইং .... তারিখে।

৮। ক্ষেত্রাধিকার এবং রসুমের জন্য মামলার মূল্য মানে .... টাকা স্থির হইল (ডিক্রীর মূল্য অনুসন্ধান সাপেক্ষ) এবং সমহারে রসুম প্রদান করা হইয়াছে। বাদীর প্রার্থনা এই যে —

(i) ছানি মামলা নং .... সাল .... আদালত .... প্রত্যাখ্যান অন্ত রায় ও ডিক্রী প্রদান।

(ii) মামলার রায়।

সত্যপাঠ

টীকা ঃ

(১) কোন মামলায় যদি এই প্রার্থনা করা হয় যে ডিক্রী অবৈধ এবং বাদীর ওপর প্রযোজ্য নহে এবং অপর কোন ত্রাণ প্রার্থনা করা হয় না তবে কোর্ট-ফিস নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হইবে সারণি-২ এর অন্তর্গত অনুচ্ছেদ-১৭(iii) অনুসারে। কিন্তু যেক্ষেত্রে কোন মামলায় ডিক্রী রদ করিতে প্রার্থনা করা হয় এবং তদ্‌সহ অনুবর্তী উপশম (Consequential relief) যথা দখল, আসেধাজ্ঞা প্রার্থনা করা হয় সেখানে সমহারে রসুম প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে মামলায় ডিক্রী সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় সে মামলায় পক্ষ না হইলে বাদীকে ডিক্রী রদ করিবার জন্য প্রার্থনা যোগ করিতে হয় না।

(৩) যখন কোন বাদী প্রতারণামূলক ডিক্রীর বিরুদ্ধে বিনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৩৪ ধারার বিধানে যে নিষেধ আছে তাহা এড়াইতে চাহেন তখন বাদী অন্তবর্তী উপশম প্রার্থনা করিতে বাধ্য।

(i) ডিক্রী রদ রহিত করিতে

(ii) ডিক্রীদার যাহাতে ডিক্রীধারীর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে পারে সেজন্য স্থায়ী আসেধাজ্ঞা।

(৪) সমনজারী করিতে প্রতারণার কারণে ডিক্রী রদ করিতে চাহিলে প্রতারণার সবিশেষ বর্ণনা দিতে হইবে (AIR 1977 NOC 344 Ori)। প্রতারণার পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে। যত কড়াই সাধারণ অভিযোগ হউক না কেন, তথ্য ব্যতিরেকে ইহা যথেষ্ট নয় (AIR 1974 Cal 393)। একমাত্র মিথ্যা সাক্ষ্য দানের কারণে (On ground of perjured evidence) প্রতারণার দ্বারা প্রাপ্ত ডিক্রী রহিত হইবে না (AIR 1974 Cal 393)।

Section 34 of The Specific Relief Act 1963. — Discretion of court as to declaration of status or rights : Any person entitled to any legal character, or to any right as to any property, may institute a suit against any person denying, or interested to deny, his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any other relief :

Provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so.

Explanation : A trustee of property is a 'person interested to deny' a title adverse to the title of someone who is not in existence, and for whom, if in existence, he would be a trustee.

নিদর্শ — ২

সম্মতি ডিক্রী রহিত বা সংশোধন মামলা

(Suit for setting aside a consent decree or for amendment therein)

জেলা ....

মোকাম ....

মিস কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

১। বাদীরূপে বিবাদী .... সালের .... নং এস.সি.সি মামলা এই বাদীর বিরুদ্ধে অত্র আদালতে ফাইল করিয়াছে। .... সালের উক্ত এস.সি.সি মামলায় বাদী যথারীতি হাজিরা দান করে এবং ঐ মামলার বাদীর দাবি অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করে।

২। উক্ত মামলার চূড়ান্ত শুনানীর দিন বিগত ইং .... তারিখে ধার্য ছিল। নিম্নলিখিত শর্তে পক্ষগণ দাবি সম্পর্কে মীমাংসার উপনীত হয় —

(i) বাদীর মামলা .... টাকার ডিক্রী হইবে;

(ii) বিবাদী .... সালের জানুয়ারী মাস হইতে ডিক্রীর টাকা তিন সমান অংশে তিন মাসে পরিশোধ করিবেন; কোন দফা সময় মত পরিশোধ করিতে খেলাপ হইলে ডিক্রী মাসিক সমস্ত টাকা একত্রে তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করিতে হইবে।

২ক। বিগত ইং .... তারিখে বাদী বিবাদীকে সোলেনামাটি লিখাইবার অনুরোধ করেন। বিবাদীর নিকট সোলেনামাটি পাইয়া বাদী ও তাঁহার উকিল উহাতে স্বাক্ষর যুক্ত করেন। অনুরূপে বিবাদী ও তাঁহার উকিল উক্ত সোলেনামায় স্বাক্ষর যুক্ত করেন। উক্ত সোলেনামা বিবাদীকে আদালতে জমা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বিবাদী যখন ওই সোলেনামা আদালতে জমা দেন, তখন বাদী তাঁহার সংগে উপস্থিত ছিলেন না।

৩। বিগত ইং .... তারিখে বাদী উক্ত ডিক্রীর একখানি জাবেদা নকল (Certified copy) তুলিয়া দেখেন যে বিগত ইং .... তারিখের মীমাংসার শর্ত অবৈধভাবে পরিবর্তন করা (Tamper) হইয়াছে এবং ডিক্রীর পরিমাণ তিন শত টাকার পরিবর্তে চার শত টাকা করা হইয়াছে এবং পরিশোধের ও সময় রকমফের করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনমাসের পরিবর্তে চার মাস সময় দেখানো হইয়াছে।

৪। বিবাদী উক্ত প্রতারণামূলক জাল সোলেনামা মূলে বিগত ইং .... তারিখে চার শত টাকার একটি সম্মতি ডিক্রী লাভ করিয়াছে।

৫। বাদী উক্ত সম্মতি ডিক্রীর পরিবর্তে উপরের ২-প্যারাতে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ডিক্রী অথবা প্রয়োজনীয় সংশোধনী ডিক্রী লাভের অধিকারী।

৬। এই মামলার উদ্ভব হয় বিগত ইং .... তারিখে যেদিন সম্মতি আজ্ঞপ্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তৎপরে ইং .... তারিখে যেদিন বাদী জাবেদা নকল মূলে জানিতে পারে যে সম্মতির শর্তাবলী অবৈধভাবে ট্যামপার করা হইয়াছে।

৭। ক্ষেত্রাধিকার ও রসুমের জন্য মামলার মূল্যমান ৪০০ টাকা হইবে এবং উহার উপর সমহারে রসুম প্রদান করা হইল।

অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে

(ক) .... সালের এস.সি.সি স্যুট নং .... দ্বারা প্রদত্ত সম্মতি আজ্ঞপ্তি রদ ও রহিত করিতে রায় ও আজ্ঞপ্তি প্রদান;

(খ) বিকল্পে, বাদপত্রের ২নং প্যারাগ্রাফে বর্ণিত শর্তানুসারে প্রণীত সোলেনামা অনুযায়ী ডিক্রী সংশোধন

(গ) মামলার সমগ্র ব্যয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৩

প্রতারণাহেতু ডিক্রী রহিতকরণের মামলা
(Suit for setting aside a decree on the ground of fraud)

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

মিস কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। মামলা নং .... সাল .... বিবাদী .... আদালতের .... তারিখের রায়ে বাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী লাভ করে।

২। বিবাদী বাদীর সহিত প্রতারণা করিয়া উক্ত ডিক্রী লাভ করে। প্রতারণা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হইল

* * * * *

৩। উক্ত প্রতারণার কারণে বাদী আইনসংগতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারে নাই এবং মামলায় হার স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

৪। .... সালের ডিক্রী জারীর কার্যবাহ নং .... এর অধীনে বাদীর উপর বিগত ইং .... তারিখে নোটিশ হইলে বাদী উক্ত মামলার কেস রেকর্ড পরিদর্শনান্তে উক্ত প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন।

৫। প্রতারণার সাহায্যে ডিক্রী লাভের বিষয় জানিতে পারিবার তারিখ হইতে বাদমূলের সৃষ্টি হয়।

৬। ক্ষেত্রাধিকার ও রসুমের জন্য মামলার মূল্যমান .... টাকা হইল; এবং উহার উপর রসুম প্রদান করা হইল।

বাদীর দাবি

(ক) .... আদালতের মামলা নং .... সাল .... মূলে প্রাপ্ত ডিক্রী রহিতকরণ

(খ) মামলার সমগ্র ব্যয়

(গ) অন্য বা অতিরিক্ত ত্রাণ যাহা বাদী পাইতে পারে।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ নাবালককে প্রতারণার সাহায্যে সাবালক সাজাইয়া ডিক্রী লাভ করিলে উহা অবৈধযোগ্য এবং ডিক্রী রহিতের মামলা গ্রহণযোগ্য (AIR 1975 All 463)।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয়াংশ

হেতুভাষণের নিদর্শন

[প্রতিবাদীর জবাব — লিখিত বিবৃতি]

পূর্বকথা ঃ লিখিত বিবৃতির খসড়া কি প্রকারে প্রনয়ণ করিতে হয় তদ্বিষয়ে পূর্বে (প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হইয়াছে। আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ এমন কতকগুলি কৈফিয়ত বা জবাব বা ওজর আছে যাহা নিরতিশয় সাধারণ চরিত্র বিশিষ্ট -- যেমন. অস্বীকৃত, অধিক্ষেত্র বা তামাদি সম্বন্ধীয় ওজর। পরন্তু, বিশেষ মকদ্দমায় বিশেষ ধরনের ওজর উথাপিত হইতে পারে। নিম্নে লিখিত বিবৃতির কিছু নিদর্শ পরিবেশিত হইল।

অস্বীকৃতি

নিদর্শ — ১

নির্বাহের অ-স্বীকৃতি

প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে তিনি বাদীর নিকট হইতে ১৫০০ পনেরোশত টাকা বা অন্য কোন পরিমাণ অর্থ কর্জ লইয়াছিলেন অথবা তিনি মামলার অধীনস্থ খত [= তমসুক] নির্বাহ করিয়াছিলেন।

নিদর্শ — ২

প্রথার অস্বীকৃতি

প্রতিবাদী অস্বীকার করিয়াছেন যে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে ১৮ বৎসরের কম বযসেব তরুণীদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

নিদর্শ — ৩

প্রতিদানের [= প্রতিলাভের, প্রতিমূল্যর] অস্বীকৃতি

প্রতিবাদী স্বীকার করিতেছেন যে তিনি মামলার অধীন খত নির্বাহ করিয়াছিলেন কিন্তু আর্জির [= বাদপত্রের] তৃতীয় অনুচ্ছেদে উক্ত খতের প্রতিদানপ্রাপ্তির যে অভিযোগ আনীত হইয়াছে তাহা তিনি অস্বীকার করিতেছেন।

নিদর্শ — ৪

অস্বীকৃতি

আর্জির চতুর্থ অনুচ্ছেদে তিনি যে কথা বলিয়াছেন বলিয়া যে অভিযোগ আনয়ণ করা হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

নিদর্শ — ৫

প্রজাস্বত্বর অস্বীকৃতি

আর্জির অনুচ্ছেদ ১-এ প্রতিবাদী মেয়াদী বন্দোবস্তর অধীনে মামলার অধীনস্থ বাড়ির দখল লইয়াছিলেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

নিদর্শ —ঃ ৬

যথাযথ নির্বাহ ও প্রত্যায়ণের অস্বীকৃতি

প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছেন যে অভিযোগে বর্ণিত দানপত্র যথাযথভাবে নির্বাহিত বা প্রত্যায়িত হইয়াছিল।

লিখিত বিবৃতির নিদর্শ

নিদর্শ — ৭

চুক্তিভিত্তিক মকদ্দমার জবাব

বিষয় ঃ হিসাব প্রদানের জন্য আনীত মকদ্দমার জবাব

.... আদালতে।

মকদ্দমা নং ....

সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় .... বাদী

বনাম

শৌভিক সামন্ত .... প্রতিবাদী

উপরি-উক্ত প্রতিবাদীর লিখিত বিবৃতি

(১) আর্জির প্রথম অনুচ্ছেদে অভিযোগ [= নালিশ] করা হইয়াছে যে প্রতিবাদী প্রয়াত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহার নিযুক্তকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতিবাদী ইহা স্বীকার করেন।

(২) আর্জির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে প্রতিবাদী ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভাড়া আদায় আরম্ভ করেন। প্রতিবাদী ইহা দৃঢ়তাব সহিত অস্বীকার করেন। কথিত ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের মৌখিক আদেশানুসারে (নির্দেশানুসারে) প্রতিবাদী ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বার হইতে ভাড়া আদায় আরম্ভ করেন এবং ঐ সময় হইতে অদ্যাবধি ঐরূপ করিয়া আসিতেছেন।

(৩) আর্জির অনুচ্ছেদ ৩-এ বলা হইয়াছে যে কথিত ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় উইল-না করিয়া মারা যান কিন্তু এইকথা সত্য বলিয়া প্রতিবাদী স্বীকার করেন না, তবে প্রতিবাদী ইহা স্বীকার করেন যে বাদী তাহার পুত্র হইতেছেন, এবং পরিপালনাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে প্রয়াত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় .... তারিখযুক্ত একখানি উইল [= ইচ্ছাপত্র, ইষ্টিপত্র] রাখিয়া গিয়াছেন এবং তদ্বারা তিনি তাঁহার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পদসম্পত্তি তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায়-কে দান করিয়া গিয়াছেন, এবং এই কারণে বাদী কথিত ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিরূপে মকদ্দমা করিতে পারেন না।

(৪) আর্জির অনুচ্ছেদ ৪-এ বিবৃত হইয়াছে যে প্রতিবাদী তাহার দ্বারা আদায়ীকৃত অর্থের হিসাব প্রদান করেন নাই। প্রতিবাদী এই অভিযোগ অস্বীকার করিতেছেন। প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে, প্রতিবাদী .... তারিখ অবধি প্রতি ৩ মাস অন্তর ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়-কে প্রতিবাদী কর্তৃক আদায়ীকৃত অর্থের পূর্ণ ও নির্ভুল হিসাব প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিবাদী কর্তৃক তাহাকে প্রদেয় অর্থ প্রতিবাদী যথারীতি প্রদান করিয়াছেন।

(৫) আর্জির অনুচ্ছেদ ৫-এ বলা হইয়াছে যে বাদী, প্রতিবাদী-কে তদ্‌কর্তৃক আদায়ীকৃত অর্থের হিসাব প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও অসদুদ্দেশ্যেপ্রণোদিত। প্রতিবাদী দৃঢ়তা সহকারে এই অভিযোগ অস্বীকার করিতেছেন। .... তারিখের পর আদায়ীকৃত অর্থের সম্পূর্ণ ও অনুপুঙ্খ হিসাব ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের বৈধিক প্রতিনিধিকে দিতে প্রতিবাদী সর্বদাই প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন।

(স্বাঃ)

শৌভিক সামন্ত

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী শৌভিক সামন্ত, পিতা শ্রী নীলাঞ্জন সামন্ত, ৪৪ বৎসর সমুদ্রগড়, ডাকঘর সমুদ্রগড় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরি-উক্ত লিখিত বিবৃতির ১, ২,

৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে বিধৃত বিষয়বস্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসমতে সত্য। ৩ অনুচ্ছেদে বিধৃত বিষয়বস্তু সং কর্তৃক প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে সত্যাখ্যাত হইল এবং উহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

স্বাঃ সাবর্ণী দাস (স্বাঃ)

অধিবক্তা শৌভিক সামন্ত

নিদর্শ — ৮

প্রতিবাদীর মহিষ কর্তৃক বাদীর ফসলের ক্ষতিসাধন বিষয়ক মকদ্দমার জবাব

(১) বাদীর জমি জনসাধারণের ব্যবহার্য এলাকার অন্যতম প্রধান রাস্তার উপর অবস্থিত।

(২) প্রতিবাদীর ভৃত্য যখন জনসাধারণের ব্যবহার্য উক্ত রাস্তা দিয়া বিধিসম্মতভাবে প্রতিবাদীর মহিষগুলিকে লইয়া যাইতেছিল তখন অকস্মাৎ মহিষগুলি বাদীর জমিতে ঢুকিয়া পড়ে, প্রতিবাদীর বা তাঁহার ভৃত্য-র কোন প্রকার অবহেলার দরুণ ঐরূপ ঘটে নাই।

নিদর্শ — ৯

লেখাস্বত্ব লঙ্ঘন করার অভিযোগে আনীত মকদ্দমার জবাব

(ন্যায়প্রণালী সংহিতার পবিশিষ্ট ক-এর ৮নং নিদর্শ)

(১) বাদী গ্রন্থকার নহেন।

(২) গ্রন্থখানি নিবন্ধন করা হয় নাই।

(৩) প্রতিবাদী লেখ-স্বত্ব লঙ্ঘন করেন নাই।

নিদর্শ — ১০

বাণিজ্যিক চিহ্ন লঙ্ঘন সম্বন্ধীয় মকদ্দমার জবাব

(ন্যায়প্রণালী সংহিতার পরিশিষ্ট ক-এর ৯নং নিদর্শ)

'১) অভিকথিত বাণিজ্যিক চিহ্ন বাদীর নহে।

(২) অভিকথিত বাণিজ্যিক চিহ্ন, বাণিজ্যিক চিহ্ন নহে।

(৩) প্রতিবাদী কোন বাণিজ্যিক চিহ্ন লঙ্ঘন করেন নাই।

আপীলের খোলাসা
(Memo of Appeal)

নিদর্শ — ১১

আপীলের আবেদনপত্র

কলিকাতা হাইকোর্টে

ইাঁহার আদিম দেওয়ানী অধিক্ষেত্র হইতে আপীলে

আপীল নং .... মকদ্দমা নং ....

শ্রী শিবাজী রায়চৌধুরী, আপীলকারী এবং (বাদী) অথবা (প্রতিবাদী)

বনাম

শ্রী শুভ মুখোপাধ্যায়, উত্তরবাদী এবং (প্রতিবাদী) অথবা (বাদী)

উপরি লিখিত আপীলকারী [= উত্তরবিচারপ্রার্থী]

অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কারণে উপরি-উক্ত মকদ্দমায় বিগত .... তারিখে মহামান্য বিচারপতি .... কর্তৃক প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতেছেন।

(১) (এখানে আপীল করার কারণ বিবৃত করিতে হইবে)।

(২) (..... ....)

(৩) (... ... .)

আপীল নং .... (পৃষ্ঠাঙ্কনরূপে)

মকদ্দমা নং ১৯৮৮-৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ... .

.... আপীলকারী (Appellant)

বনাম

.... উত্তরবাদী (Respondent)

পুনরীক্ষণ
(Revision)

নিদর্শ — ১২

পুনরীক্ষণের আবেদনপত্র

(ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১১৫ ধারা দ্রঃ)

.... খ্রিষ্টাব্দের .... নং মকদ্দমায়, যাহার ধার্যকৃত মূল্য .... (স্থানের) মহামহিম মুনসিফের .... তারিখের আজ্ঞপ্তি প্রতিপাদণ করিয়া .... তারিখে ....

এর মহামান্য জিলাজজ মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে ন্যায়প্রণালী সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫ আইন)-এর ১১৫ ধারামতে পুনরীক্ষণের দরখাস্ত।

সনির্বন্ধ নিবেদন এই :

(১) উপরি-উক্ত মকদ্দমা .... আইনের .... ধারামতে আনীত হইয়াছিল এবং আবেদনকারী উক্ত মকদ্দমায় বাদী ছিলেন।

(২) উক্ত মকদ্দমায় মুন্সিফ ডিক্রি [= আজ্ঞপ্তি] প্রদান করেন কিন্তু উত্তরবিচারে মহামান্য জিলাজজ মহোদয় মাননীয় মুন্সিফের ডিক্রির প্রতিপাপণ করেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট আইনানুসারে মাননীয় মুন্সিফের ডিক্রি আপীলযোগ্য নহে, সুতরাং মহামান্য জিলাজজ মহোদয়ের ঐরূপ ডিক্রি দিবার কোন অধিক্ষেত্র ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আবেদনকারী এই প্রার্থনা করিতেছেন যে বর্তমান মহামহিম আদালত উক্ত মকদ্দমার নথি আনাইয়া পরীক্ষা করত; মহামান্য জিলাজজের উক্ত ডিক্রি বাতিল করণ এবং মাননীয় মুন্সিফের ডিক্রি পুনরুদ্ধার করুন এবং সর্বস্তরে তাহাকে খরচ দিবার বিনির্ণয় প্রদান করুন।

হিসাব সংক্রান্ত বিষয়

নিদর্শ — ১

হিসাব নিযুক্তকের জবাব

জেলা ....

.... আদালত সমীপে

মামলা নং ....। .... সাল

.... বাদী

.... প্রতিবাদী

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) ইহা নালিশযোগ্য মামলা নহে এবং ইহা পূর্ববিচারিত নীতি এবং স্বীকৃতির বাধা নীতি (Estoppel ও *Res judicata*) দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহে।

(২) এই আদালতের উক্ত প্রকার মামলা শুনানীর এক্তিয়ার নাই।

(৩) সময়-সীমার কারণে এই মামলা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৪) উপরিউক্ত বক্তব্য ও অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করিতেছে।

(৫) বাদী আর্জিতে .... সম্পর্কে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে প্রতিবাদী তাহা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করিতেছে।

(৬) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে সে আদৌ হিসাব রক্ষণের দলভুক্ত নহে এবং ইহাও অস্বীকার করিতেছে যে সে বাদীর স্বারা নিযুক্তক নিযুক্ত হইয়াছে।

(৭) বাদী কোন প্রকার নিবৃত্তিলাভের যোগ্য নহে এবং ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ মামলা খারিজ হইবার যোগ্য।

সত্যপাঠ

আমি .... নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতিবাদী

এতদ্বারা অংগীকার করিতেছি যে উপরিউক্ত জবাবে যে সকল বক্তব্য রাখিয়াছি তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

এই সত্যপাঠ .... আদালত চত্বরে .... সালের .... মাসের .... তারিখে স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর প্রতিবাদী

নিদর্শ — ২

অর্থপ্রদানে দায়ী হইবার অস্বীকৃতি

জেলা ....

.... আদালত সমীপে

মামলা নং .... ইং .... সাল ....

.... বাদী

.... প্রতিবাদী

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদীর আর্জি আদৌ গ্রহণীয় নহে ঃ কারণ, ইহাতে নালিশযোগ্য বিষয় সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহা পূর্ববিচারিত বিষয় হিসাবে বর্তমান বিচারযোগ্য নহে (Principle of *res judicata*) এবং ইহা বাদ বন্ধ নীতির (Principle of estoppel) আওতাভুক্ত করায় বাদীর ভিন্নপ্রকার বক্তব্য গ্রহণীয় নহে।

(২) মহামান্য আদালতের এই মামলা শুনানী করিবার ক্ষেত্রাধিকার নাই।

(৩) সময় তামাদির কারণে মামলাটি নালিশের অযোগ্য হইয়াছে।

(৪) আর্জিতে .... সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে।

(৫) উপরিউক্ত কোন বক্তব্যকে কোন প্রকার প্রতিহত না করিয়া প্রতিবাদী বাদীর দ্বারা উত্থিত অভিযোগগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করিতেছে।

(৬) প্রতিবাদী তাহার এজেন্সী সংক্রান্ত সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ বাদীকে .... তারিখে প্রদান করিয়াছে।

(৭) উক্ত হিসাবে .... টাকা উদ্বৃত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ উদ্বৃত্ত টাকা ডাকযোগে .... তারিখে বাদীকে প্রেরণ করা হয়; ঐ টাকা বাদী .... তারিখে যথাযথ লাভ করিয়াছে। টাকা গ্রহণের সময় বাদী কোন প্রকার আপত্তি করে নাই।

(৮) এরূপ পরিস্থিতিতে বাদী কোন প্রকার উপশম লাভ করিবার যোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং মামলাটি ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছি যে অত্র জবাবের লিখিত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞানমতে সত্য। অত্র সত্যপাঠে উকিলবাবুর সেরেস্তায় বসিয়া শ্রী .... উকিল মহাশয়ের সম্মুখে সহি সম্পাদন করিলাম।

ইং তাং ....

প্রতিবাদীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩

হিসাব না-দাখিল করিবার অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব

জেলা ....

. ... আদালত সমীপে

মামলা নং ....। সাল ... .

বাদী ....

প্রতিবাদী ....

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) হইতে (৫) প্যারাগ্রাফ পূর্বের ন্যায়।

(৬) প্রতিবাদী ইহা অস্বীকার করে যে প্রতিবাদী প্রয়োজনীয় হিসাব পরীক্ষার জন্য দাখিল করে নাই।

(৭) প্রতিবাদী বাদীকে .... তারিখে হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তাব করে কিন্তু বাদী উহা পরীক্ষা করিতে অস্বীকার করে, উপরন্তু শরিক হিসাবে বাদীর যে অর্থ প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা অধিকতর অর্থ দাবি করে।

(৮) পূর্বে জানিতে পারিলে প্রতিবাদী বাদীকে সর্বদা হিসাব প্রদর্শন করাইতে সম্মত আছে।

(৯) বাদীর কোন প্রকার দাবি নাই এবং মামলা ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ৪

পাওনা অস্বীকারে বিবাদীর পাল্টা দাবি

জেলা ....

.... আদালত সমীপে।

মামলং নং .... । ইং .... সাল ....

বাদী ....

বিবাদী ....

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) ইহা নালিশযোগ্য মামলা নহে এবং ইহা পূর্বে বিচারিত নীতি এবং স্বীকৃতির বাধা নীতি (Estoppel and *Res judicata*) দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহে।

(২) এই আদালতের উক্ত প্রকার মামলা শুনানীর এক্তিয়ার নাই।

(৩) বাদীর মামলা তামাদি দোষে বারিত (forbidden)।

(৪) উপরিউক্ত বক্তব্য ও অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিবাদী বাদীর অভিযোগের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত বক্তব্য ও দাবি পেশ করিতেছে।

(৫) বাদী আর্জিতে . ... সম্পর্কে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে বিবাদী তাহা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করিতেছে।

(৬) এতদ্বারা বিবাদী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছে যে আর্জির .... নং প্যারাগ্রাফে বাদী যে টাকা পাইবার দাবি করিয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

(৭) বিবাদীর বক্তব্য এই যে .... তারিখে পক্ষগণের মধ্যে যে একরার নামা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে শর্ত আছে যে কোন পক্ষের টাকা পাওনা হইলে অপরপক্ষ তাহা পরিশোধ করিবে।

(৮) হিসাব নিকাশের পর এইরূপ দৃষ্ট হয় যে বিবাদী .... টাকা বাদীর নিকট পাইবে। বিবাদী পালটা দাবি রূপে (set off) উহা বাদীর নিকট দাবি করিতেছে।

সত্যপাঠ

উকিলের স্বাক্ষর প্রতিবাদীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৫

হিসাব-নিকাশে প্রতারণা অস্বীকারের জবাব

জেলা ....

.... আদালত সমীপে। .... তাং

মামলা নং ....। .... সাল

বাদী ....

বিবাদী ....

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) প্যারা হইতে (৫) প্যারা পূর্বের ন্যায় হইবে।

(৬) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে হিসাব রক্ষা করিতে বিবাদী কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বিবাদী উপরন্তু অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীকে তঞ্চকতাপূর্ণ হিসাবে পেশ করিয়াছে।

(৭) প্রতারণার অভিযোগ দুরভিসন্ধিমূলক; কারণ, প্রতারণা সম্পর্কিত কোন প্রকার বিবরণ প্রদান করিতে বাদী সক্ষম হয় নাই।

(৮) ব্যয় প্রদানের আদেশ সহকারে মামলা খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ৬

নিযুক্তি অস্বীকারের লিখিত জবাব

জেলা ....

.... আদালতের সমীপে

মামলা নং ....। .... সাল

বাদী ....

প্রতিবাদী ....

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

পূর্বের ন্যায় (১) হইতে (৫) প্যারা লিখিতে হইবে।

(৬) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদী আদৌ বাদীকে আর্জির .... নং প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত নিযুক্তরূপে নিয়োগ করিয়াছিল।

(৭) প্রতিবাদী এই মর্মে উল্লেখ করিতেছে যে প্রতিবাদী বাদীকে মাসিক .... টাকা বেতনে কর্মচারীরূপে নিয়োগ করিয়াছিল। বাদী রেভিনিউ স্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করিয়া মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়াছে।

(৮) বাদী কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে প্রতিবাদীর অর্থ তছরুপ করিবার কারণে প্রতিবাদী বাদীকে কর্ম হইতে চ্যুত করে।

(৯) ব্যয় প্রদানের আদেশ সহকারে মামলা খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৭

ঋণ অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব

জেলা ....

.... আদালত সমীপে

মামলা নং ....। .... সাল

বাদী ....

প্রতিবাদী ... .

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) প্যারা হইতে (৫) নং প্যারা পূর্বের ন্যায়।

(৬) আর্জিতে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে প্রতিবাদী তাহা সর্বৈব অস্বীকার করে। বাদী ও প্রতিবাদী নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যৌথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রতি তিন মাসের জন্য একজনের উপর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত থাকে। এবং হিসাবে উভয়ে স্বাক্ষরযুক্ত করে।

(৭) বাদী শেষবারে তফশিল তথাকথিত বর্ণিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে; ঐ সময়ের জন্য বাদী যে হিসাব প্রণয়ন করে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে বাদী .... টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছে; বাদী ঐ অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ অবলুপ্তিকরণের জন্য প্রতিবাদীকে আবেদন করে, কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

(৮) প্রতিবাদী বাদীকে প্রতিবাদীর দ্বারা রক্ষিত হিসাব প্রদর্শন করাইতে সর্বদা প্রস্তুত।

(৯) ব্যয় প্রদানেব আদেশ সহ মামলা খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৮

সাবালকত্ব অস্বীকারে লিখিত জবাব

জেলা ....

.... আদালতের সমীপে

মামলা নং ....। .... সাল

বাদী ....

প্রতিবাদী ....

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) হইতে (৫) প্যারা পূর্ব্বের ন্যায়।

(৬) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদী বর্তমান সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং বাদী তাহার যে বয়সের উল্লেখ করিয়াছে তাহা যথার্থ নহে। জন্ম সংক্রান্ত শংসাপত্র বাদীর জন্ম তারিখ .... উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এখন হইতে এক বৎসর পরে বাদী সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(৭) মামলার বিষয় উপেক্ষণীয়রূপে নগন্য ও বিবক্তি উদ্রেককারী। ইহার বিধিসংগত কোন যৌক্তিকতা নাই।

(৮) ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....	....
ব্যবহারজীবীর স্বাক্ষব	প্রতিবাদীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৯

ঋণ ও দাদন অস্বীকারে লিখিত জবাব

জেলা ....

.... আদালত সমীপে।

মকদ্দমা নং ....। .... সাল।

বাদী ....

প্রতিবাদী ....

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

প্যারা (১) হইতে প্যারা (৫) পূর্বের ন্যায় —

(৬) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বাদী .... তারিখে সম্পাদিত প্রত্যর্থপত্র (প্রমিসরি নোট) গ্রহণান্তে বিবাদীকে .... টাকা ঋণ এবং দাদন হিসাবে প্রদান করিয়াছিল।

(৭) বিবাদী বাদীর নিকট হইতে যে অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সুদসহ বাদীকে পরিশোধ করিয়াছে ইং .... তারিখে।

(৮) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদী উক্ত .... টাকা অপর কোন উদ্দেশ্যে বিবাদীকে প্রদান করিয়াছিল। এবং বাদী বিবাদীর নিকট হইতে অপর কোন অর্থ পাইবে না।

(৯) মামলার ব্যয় প্রদান সহ মামলা খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ১০

অনুজ্ঞাপত্রের বিদ্যমানতা অস্বীকারে জবাব

জেলা ... .

.... আদালত সমীপে

মামলা নং ....। .... সাল

বাদী ....

প্রতিবাদী ....

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

প্যাবা (১) হইতে প্যারা (৫) পূর্বের ন্যায়।

(৬) প্রতিবাদী আর্জিতে লিখিত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে এই কাবণে যে অনুজ্ঞাপত্রে মেয়াদকাল . ... তারিখে শেষ হইয়াছে।

(৭) প্রতিবাদী উক্ত অনুজ্ঞাপত্র পুনর্নবীকবণে এই কারণে অস্বীকার করে যে বাদী যে ধরনের ম াপত্র যোগান দিয়াছে তাহা আধুনিক ক্রেতার রুচি ও চাহিদানুরূপ নহে।

(৮) মামলাটি আইনের দৃষ্টিতে নগন্য বিরক্তিকর এবং উপেক্ষণীয়।

(৯) মামলাটি ব্যয় প্রদানের আদেশসহ খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ১১

প্রাপ্তিস্বীকার অস্বীকারে লিখিত জবাব

জেলা ....

.... আদালত সমীপে।

মামলা নং ....। .... সাল

বাদী ....

প্রতিবাদী ....

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বাদীর দ্বারা আর্জিতে বর্ণিত বিষয় মামলায় গ্রহণীয় নহে, কারণ উহাতে নালিশযোগ্য কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। উপরন্তু উহা বাদ বন্ধ, স্বত্বত্যাগ, এবং পূর্ব বিচারিত নীতি দ্বারা (Principles of estoppel waiver and *res judicata*) আদালতে পুনরায় বিচার্য হইতে পারে না।

(২) এই মকদ্দমা আদালতের ক্ষেত্রাধিকার বর্হিভূত।

(৩) মামলাটি তামাদি আইনে বারিত (forbidden)।

(৪) উপরিউক্ত বক্তব্য ও অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন না করিয়া বাদীর দ্বারা আর্জিতে লিখিত অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিবাদী নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করিতেছে।

(৫) বাদী তাহার আর্জিতে প্রতিবাদীর দ্বারা ঋণ সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখিয়াছে প্রতিবাদী তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে।

অথবা

প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদী আদৌ লিখিতভাবে তামাদি ঋণ পরিশোধ করিবার স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে।

অথবা

প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর দ্বারা আর্জিতে বর্ণিত প্রতিবাদীর স্বার্থ রক্ষার্থে বাদী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য করিয়াছে।

(৬) প্রতিবাদীর নিকট বাদীর সকল প্রকার দাবি প্রতিবাদী অস্বীকার করে।

(৭) মামলাটি নগণ্য ও বিরক্তি উৎপাদনকারী এবং আইনে গ্রহণীয় নহে।

(৮) মামলাটি ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ অগ্রাহ্য করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....	....
ব্যবহারজীবীর স্বাক্ষর	প্রতিবাদীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ১২

পরিপালন সংক্রান্ত মামলার জবাব

মামলা নং ....। সাল ....

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) ৺ .... তাঁহার সম্পাদিত উইলে বাদী এবং অপরের জন্য সম্পত্তি প্রদানের নির্দেশ দান করিয়াছে। উইলে ইহাও নির্দেশ আছে যে প্রথমেই উইলকর্তার সম্পত্তি হইতে উইলকর্তার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহার পরে উইলে নির্দেশিত বিশেষ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) ঋণ পরিশোধের পর, বিশেষ উত্তর দায় (legacy) সম্পন্ন করিবার পর, এবং পরিপালন ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে বাদীসহ উইলে উল্লেখিত অন্যান্য সকলকে সম্পূর্ণরূপে দান করা সম্ভব না-হইতে পারে।

(৩) এমতাবস্থায় বাদীসহ অন্যান্য সকলকে সম্পত্তি দানের যে উল্লেখ উইলে করা হইয়াছে তাহা আনুপাতিক হারে হ্রাস করিতে হইবে।

(৪) ঋণ, বিশেষ বিশেষ দান এবং পরিপালন সংক্রান্ত ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ —

ঋণ ....

বিশেষ বিশেষ দান ....

পরিপালন ব্যয় ....

(৫) অন্যান্য দান সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ......

(৬) সমগ্র সম্পদ হইতে সংগ্রীত মূল্য কার্য .... টাকা।

(৭) বাদী সহ অন্যান্য সকলের প্রাপ্য দানের পরিমাণ মহামান্য আদালতকে নির্ধারণ করিতে প্রার্থনা জানান হইতেছে।

সত্যপাঠ

....

আইনজীবীর স্বাক্ষর পরিপালনের স্বাক্ষর

নিদর্শ — ১৩

নির্বাহকের লিখিত জবাব

নির্বাহকের নিবেদন এই যে —

(১) যদিও উইলকর্তা তাঁহার শেষ উইলে বাদীকে .... শেয়ার বিশেষ দানরূপে প্রদানের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তিনি শেয়ারগুলি হস্তান্তর অন্তে লব্ধ টাকা ... ... ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট আমানত হিসাবে জমা রাখিয়াছেন।

(২) এমতাবস্থায় স্বর্গত .... দ্বারা সম্পাদিত উক্ত উইলের নির্দেশানুসারে বাদীকে কত টাকা প্রদান করিতে হইবে মহামান্য আদালতকে সে বিষয়ে আদেশ দান করিতে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

নিদর্শ — ১৪

ইসলামীয় বিধানানুসারে পরিপালনের জবাব

মামলার শিরোনাম

প্রতিবাদী পরিপালকের নিবেদন এই যে

(১) মৃত .... এর সম্পত্তিতে যে বাদীর শরিয়ৎ অনুসারে অংশ আছে তাহা পরিপালক অস্বীকার করিতেছে।

(২) উক্ত মৃতের সম্পত্তিতে এক নং বাদী সহ এবং দুই নং বাদীর সহ কোন শরিয়তী হিস্সা (share) নাই। বাদীদ্বয় কেবলমাত্র অবশিষ্ট উত্তরদায়ের হিসসা পাইতে পারে যদি শরিয়তে নির্দেশিত হিসসাদার আদালত নির্ণীত হিসসা লাভ করিবার পর সম্পত্তির অবশিষ্ট কিছু থাকে। প্রকাশ থাকে যে অবশিষ্ট উত্তরদায়ের কোন নির্দিষ্ট হিসসা নাই।

(৩) প্রকাশ থাকে যে .. .. নং বাদী উক্ত মৃত ব্যক্তির দুর সম্পর্কের আত্মীয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তাঁহার কোন অংশ নাই।

(৪) মামলাটি নগন্য ও বিরক্তিকর এবং নালিশযোগ্য কোন কারণ নাই।

(৫) ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

দত্তক সংক্রান্ত মামলার জবাব

নিদর্শ — ১৫

দত্তকপুত্রের লিখিত জবাব

মামলার শিরোনাম

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) প্রতিবাদী আর্জির অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে।

(২) প্রতিবাদী এই মর্মে পরিষ্কার অস্বীকার করিতেছে যে বাদী .... এর উত্তরাধিকারী এবং বৈধ প্রতিনিধি।

(৩) প্রতিবাদী এই মর্মে ঘোষণা করিতেছে যে দত্তকগ্রহণের তারিখে তাহার বয়স ১৪ বৎসর ০৩ মাস ছিল, আর্জিতে লিখিত ১৭ বৎসর নহে।

(৪) প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে তাহার সহিত দত্তক গ্রহীত্রী মাতার বয়সের পার্থক্য প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট বয়সের পার্থক্য হইতে অনেক বেশী।

(৫) মামলাটি নগণ্য, বিরক্তিকর এবং উপেক্ষণীয়।

(৬) ব্যয়প্রদানের আদেশ সহ মামলাটি বাতিল করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....

আইনজীবির স্বাক্ষর প্রতিবাদীর স্বাক্ষর

ব্যবহারজীবী

নিদর্শ — ১৬

পেশাগত অবহেলা অস্বীকারে জবাব

মামলার শিরোনাম

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) প্রতিবাদী এই মর্মে স্বীকার করে যে বাদী আর্জিতে বর্ণিত কারণে প্রতিবাদীকে আপীল মেমোর্যান্ডাম প্রণয়নান্তে দাখিল করিবার জন্য নিয়োগ করে।

(২) প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছে যে বাদী প্রতিবাদীকে তাহার উন্নতি ফিস ও অন্যান্য ব্যয় প্রদান করিয়াছে; তবে, ইহা সত্য যে বাদী উক্ত টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিল; এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছিল যে মামলার নথিপত্র প্রদানের **দুই দিনের মধ্যে** প্রতিবাদীকে ফিস ও মামলার জন্য প্রাথমিক ব্যয়জনিত সমগ্র অর্থ প্রদান করিবে।

(৩) উক্ত ঘটনার পরে বাদী প্রতিবাদীর সহিত সাক্ষাৎ করে নাই; প্রতিবাদী অনুসন্ধানের পর জানিতে পারে যে বাদী তাহার পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছে এবং তাহার বর্তমান ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই।

(৪) প্রতিবাদী অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদীকে পেশাগত অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) প্রতিবাদী এই মর্মে অভিযোগ করিতেছে যে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের কারণে প্রতিবাদীর সুনামে ও বিশ্বাসযোগ্যতার হানি হইয়াছে এবং সেই কারণে প্রতিবাদী খেসারত স্বরূপ .... টাকা বাদীর নিকট প্রতি দাবি (counter claim) করিতেছে।

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ১৭

টাকা প্রত্যাহরণ অস্বীকারে জবাব

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) প্রতিবাদী এতদ্বারা স্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদী বাদীর ব্যবহারজীবীরূপে .... সালের .... নং আপীল মামলায় .... আদালতে নিযুক্ত ছিল। বাদী উক্ত মামলায় প্রতিবাদী ছিল। উক্ত আপীল মামলা উভয়পক্ষের শুনানীর পর খারিজ হয়।

(২) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদী বাদীর দ্বারা আদালতে আমানতী টাকা তুলিয়া লইয়াছে। বাদীর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।

(৩) প্রতিবাদী অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছে যে মামলার নথিপত্রে উক্ত জমা সম্পর্কে কোন প্রকার স্বীকৃতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

(৪) প্রতিবাদী বাদীকে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আদালতে আবেদন করিতে উপদেশ দান করিয়াছিল। বাদী প্রতিবাদীর উপদেশ উপেক্ষা করে এবং আদালতে অনুরূপ আবেদন করে নাই।

(৫) এমতাবস্থায় মামলা খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....

প্রতিবাদীর স্বাক্ষর

নিযুক্তক

নিদর্শ — ১৮

দায়িত্ব অস্বীকারে নিযুক্তকের জবাব

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদী বাদীর পাওনা টাকা প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে অথবা অবহেলা করিয়াছে।

(২) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদীর অবহেলার জন্য বাদীর কোন প্রকার ক্ষতি হইয়াছে।

(৩) প্রতিবাদী সর্বদা বাদীর লিখিত বা মৌখিক উপদেশানুসারে কার্য করিয়াছে।

(৪) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদী আদৌ বাদীর বাড়িতে বাদীর অনুমতি ব্যতীত ভাড়াটিয়া ঢুকাইয়াছে।

(৫) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে প্রতিবাদীর দ্বারা বাদীর বাড়ির প্রথমতলে গৃহীত ভাড়াটিয়া অন্যান্য ভাড়াটিয়াদিগের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে।

নিদর্শ — ১৯

নিযুক্তক দ্বারা গোপন কমিশন প্রাপ্তি অস্বীকারে লিখিত জবাব

প্রতিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) প্রতিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর অধীনে নিযুক্তকরূপে কর্মরত কালে প্রতিবাদী গোপনে কোন প্রকার কমিশন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছে।

(২) প্রতিবাদী এই মর্মে প্রকাশ করিতেছে যে নিযুক্তি সংক্রান্ত লিখিত চুক্তিপত্রে এইরূপ পরিষ্কার লিখিত আছে যে বাদীব ব্যবসায় সংক্রান্ত নহে এমন ব্যাপারে প্রতিবাদীর কার্য করিবার স্বাধীনতা আছে।

(৩) এমতাবস্থায় প্রতিবাদী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে বাদীর ব্যবসায় সংক্রান্ত নহে এমন ব্যবসায় হইতে প্রতিবাদী যে অর্থ উপার্জন করিয়াছে তাহা কোনপ্রকারে গোপন লাভের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

(৪) সুতরাং বাদীর উক্ত মামলা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিরক্তিকর এবং আইনে আদৌ গ্রাহ্য নহে।

(৫) ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ২০

চুক্তি শর্ত ভংগ করিয়া সুবিধাপ্রাপ্তি অস্বীকারে নিযুক্তকের লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর সহিত নিযুক্তি সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত ভংগ করিয়া কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে।

(২) বাদীর সহিত বিবাদীর নিযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে বাদীর ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয় নহে এমন বিষয় সংক্রান্ত কারবারের মালিকের নিযুক্তকরূপে কর্ম করিবার স্বাধীনতা বিবাদীর আছে। অথবা, বিবাদীর অন্যপ্রকাব ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করিবার স্বাধীনতা আছে।

(৩) বিবাদী যে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে তাহা এমন ব্যবসায় হইতে গৃহীত হইয়াছে যাহাতে বাদীর কোনপ্রকার অধিকার নাই অথবা বাদী ঐ প্রকারে ব্যবসায়ে আদৌ লিপ্ত নহে।

(৪) স্থানান্তরের জন্য বাদীর মাল গাড়ীতে থাকাকালে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়াছে; ইহার জন্য বিবাদী দায়ী নহে।

নিদর্শ — ২১

ক্রেতার জামিনদারের দায়িত্ব অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী আদৌ বাদীর ডেল ক্রেডিয়ার এজেন্টরূপে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছে।

(২) বিবাদী বাদীর মালপত্র বাদীর দ্বারা চিহ্নিত খরিদ্দারকে হস্তান্তর করিয়াছে এবং সেজন্য বিবাদী কমিশন লাভ করিয়াছে। খরিদ্দার সাব্যস্ত করিতে বিবাদীর কোন প্রকার ভূমিকা নাই।

(৩) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে খরিদ্দারকে মাল বিক্রয় করিবার কারণে বাদীর যে টাকা পাওনা হয় তাহার জন্য বিবাদী জামিন স্বরূপ থাকিবে।

(৪) আর্জিতে বর্ণিত অপরাপর অভিযোগ বিবাদী এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে।

(৫) মামলাটি নাকচ করিতে আজ্ঞা হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবংগ সরকার প্রকাশিত সরকারী কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা গ্রন্থে Del credere এর অর্থ **ক্রেতার জামিন** লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে ইংরাজী অর্থ করা হইয়াছে এইরূপ ঃ

an agent who becomes surety for the solvency of persons to whom he sells.

H. C. Black এর Dictionary-তে Del credere সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্য আছে ঃ — An agreement by which a **factor**, when he sells goods on credit, for an additional commission (called a **del credere** commission), guarantees the solvency of the purchaser and his performance of the contract. Such a factor is called a *del credere* agent. He is a mere surety, liable to his principal only in case the purchaser makes default .....

Factor শব্দটির ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ঃ A commercial agent employed by a principal to sell merchandise consigned to him for that purpose, for and on behalf of the principal but usually in his own name, being entrusted with the possession and control of the goods, and being remunerated by a commission, command called factor.

M. C. Dutt রচিত *Contract* আইনপুস্তক Del credere agent সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য আছে ঃ A del credere agent is one who for an extra

remuneration undertakes the liability to guarantee the due performance of the contract by the buyer. By reason of his charging a del credere commission he assumes responsibility for the solvency and performance of their contract by the vendees and thus indemnifies his employer against loss. He, therefore, gives an additional security to the seller, but that does not shift the responsibility of payment from the buyer to the seller. A commission del credere is the premium or price given by the principal to the agent for guarantee, it presupposes a guarantee. .... A del credere agent, like any other agent, is to sell according to the instructions of his principal, to make such contract as he is authorised to make for his principal and he is bound, as soon as he receives the money, to hand it over to the principal. He is distinguished from other agents simply in this that he guarantees that those persons to whom he sells shall perform the contracts which he makes with them.

নিদর্শ — ২২

নিযুক্তকদ্বারা ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা অস্বীকারে নিয়োগকর্তার লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী আদৌ তাহার নিযুক্তককে (অর্থাৎ বাদীকে) বিবাদীর ব্যবসায়ের জন্য অর্থ ঋণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

(২) বিবাদী তাহার নিযুক্তককে (অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বাদীকে) বিবাদীর তরফে মাল ক্রয় করিয়া বিবাদীকে সরাসরি বিল প্রেরণ করিবার লিখিত নির্দেশ দান করিয়াছিল।

(৩) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদী বিবাদীর নিযুক্তকরূপে অর্থ ঋণ করিয়া বিবাদীর জন্য মাল খরিদ করিয়াছে এই কারণে যে বিবাদী বাদীকে যে যে শর্তে নিযুক্তক নিয়োগ করিয়াছে সেই শর্তাবলীর দ্বারা ঐ প্রকার খরিদ স্বীকৃত হয় না।

(৪) মামলাটি তুচ্ছ ও নগন্য এবং উহা খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ২৩

নিযুক্তককে নিযুক্তি অস্বীকারে জবাব

শিরোনাম

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) হইতে (৫) প্যারা একনম্বর জবাবের ন্যায়।

(৬) বিবাদী অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী আদৌ বাদীকে বিবাদীর নিযুক্তকরূপে নিয়োগ করিয়াছে।

(৭) মাসিক বেতনে বাদী বিবাদীর কর্মচারী রূপে সর্বদা কার্য করিয়াছে। বাদী তাহার মাসিক বেতন বৃদ্ধির দাবি করিলে বিবাদী বাদীর উক্ত বেতন বৃদ্ধির আবেদন অগ্রাহ্য করে। ফলে, বাদী এক মাসের অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করিয়া কাজে ইস্তফা দান করে।

(৮) মামলাটি ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....	....
ব্যবহারজীবীর স্বাক্ষর	বিবাদীর স্বাক্ষর

নিলামদার

নিদর্শ — ২৪

বিক্রেতার ক্ষতি অস্বীকারে নিলামের জবাব

মামলার শিরোনাম

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদীর নিলামদারের অবহেলার জন্য বাদী কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

(২) বাদীর যে মাল নিলামে বিক্রয় হইয়াছে তাহার মূল্য বাবদ বাদীর লিখিত উপদেশক্রমে বিবাদী নিলাম খরিদ্দারের নিকট হইতে বাদীর বরাবর স্বাক্ষর যুক্ত ক্রসড্ চেক/রেখিত চেক গ্রহণ করিয়াছে এবং বাদীকে উক্ত রেখিত চেক হস্তান্তর করিয়াছে।

(৩) এমতাবস্থায় বিবাদীর বক্তব্য এই যে যদি উক্ত রেখিত চেক ব্যাঙ্কে অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, তবে বাদী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের প্রচলিত বিধানানুসারে আদালতে প্রয়োজনীয় মামলা দায়ের করিতে পারে। বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার মামলা উক্ত কারণে দায়ের করা চলে না।

(৪) বিবাদীকে অহেতুক হয়রান করিবার কারণে বিবাদী বাদীর নিকট .... টাকা খেসারত দাবি করিতেছে।

(৫) এই প্রকার মামলা আদালত-প্রক্রিয়ার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। সুবিচার ও আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ২৫

কমিশন অপ্রদান অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদী কমিশন বাবদ কোন অর্থ পাইবে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী .... তারিখে কমিশন বাবদ পাওনা অর্থ গ্রহণ করিয়াছে এবং যথারীতি একখানি প্রাপ্তি স্বীকার সংক্রান্ত রসিদ প্দান করিয়াছে।

(৩) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর কমিশন নিলামে বিক্রীত মালের মূল্য বাবদ প্রদত্ত চেক ক্যাশ হইবার পর প্রদেয় হইবে।

(৪) মামলাটিতে বিচার্য কোন বিষয় নাই; ব্যয় প্রদানের আদেশ সহকারে মামলাটি খারিজ কবিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....

ব্যবহারজীবীর স্বাক্ষর   বিবাদীর স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ নিলামদারের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ —

Auctioneer is an agent who is employed to sell at a public auction (Halsbury's *Laws of England*, 3rd ed., Vol., 1., p. 162)

The auctioneer is an agent of the vendor until the sale is complete by the acceptance of the highest bid. In the absence of special circumstance, he is also impliedly the agent of both the vendor and the purchaser to sign the contract for sale or memorandum thereof. This implied authority cannot be revoked after the conclusion of the bidding either by the vendor or by the purchaser (Halsbury's *Laws of England*, 2nd ed., Vol. 1, p. 99).

An auction purchaser is one who is declared to be the purchaser at an auction sale. Where the immovable property is sold in execution of a decree and such sale has become absolute, the property shall be deemed to have vested in the purchase from the time when the sale becomes absolute (S. 65, CPC 1908)

In private auction sale when the light bid is accepted and the deposit is received by the auctioneer, the bidder must be deemed to be the purchaser (AIR 1963 Mys 210).

গচ্ছিত ফেরত (বেইলমেন্ট্)

সাধারণভাবে বেইলমেনট (Bailment) অর্থে জামিন বলা হইয়া থাকে। আইনীভাষায় বেইলমেনট শব্দ বিশেষ অর্থ বহন করে : A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailor. The person to whom they are delivered is called the bailee (Indian Contract Act 1872, S. 148). A bailee is required to take as much care of the goods bailed as a man of ordinary prudence would otherwise he will be responsible for the loss (Indian Contract Act 1872, Ss. 148 to 181).

বেইলমেন্ট সংক্রান্ত আইনী উপরিউক্ত বিধান পাঠে আমরা জানিতে পারি, উক্ত আইনী বিধান লঙ্ঘনে নানা প্রকার স্বার্থ সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে। ফলে মামলার উৎপত্তি। যে কোন জামিনদারের দায়িত্ব থাকে। বেইলমেনটের দায়িত্ব চুক্তি আইনে সবিশেষ বর্ণিত আছে। চুক্তি আইনের বিধানানুসারে আর্জি ও জবাব তৈয়ারী করিতে হইবে।

নিদর্শ — ২৬

ক্ষতির পরিমাণ অস্বীকারে গচ্ছিত রক্ষকের (বেলীর) লিখিত জবাব

কজ টাইটেল

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার কবিতেছে যে আজ্ঞতে রক্ষিত গচ্ছিত মাল বৃষ্টির ফলে কিছু পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

(২) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর অভিযোগ মাফিক .... টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

(৩) বাদী প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে বিবাদী তাহা পূরণ করিতে সম্মত আছে।

(৪) প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ান্তে মামলার নিষ্পত্তি করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....	....
ব্যবহারজীবীর স্বাক্ষর	বিবাদীর স্বাক্ষর

পরিভাষা : (Bailee - গচ্ছিত রক্ষক)

নিদর্শ — ২৭

বিচ্যুতি অনুদ্ঘাটন অস্বীকার গচ্ছিতকারীর (বেলর) জবাব
কজ টাইটেল

(Bailor — গচ্ছিতকারী)

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী গচ্ছিত মালের অবস্থা প্রকাশ করে নাই।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে গচ্ছিত রক্ষকের অবহেলা ও অসাবধানতার জন্য মালের অভিযুক্ত ক্ষতিসাধন হইতে পারে; তাহার জন্য বিবাদীকে আদৌ দোষী করা চলে না।

(৩) অবাঞ্ছিত ও অসত্য মামলা দায়েব করিবার কারণে বাদীকে মামলার ব্যয় বহন করিবার নির্দেশ সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....	....
ব্যবহারজীবীর স্বাক্ষর	বিবাদীর স্বাক্ষর

ব্যাঙ্ক

নিদর্শ — ২৮

চেকমূলে প্রাপ্তব্য টাকা অপ্রদান সংক্রান্ত নির্দেশদান অস্বীকারে ব্যাঙ্কের লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর নিকট হইতে .... তারিখে স্বাক্ষরযুক্ত বিয়ারার চেকখানি বাতিল করিবার নির্দেশ লাভ করিয়াছিল।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে ব্যাঙ্কের প্রচলিত রীতি অনুসারে টাকা প্রদানে নিষেধ সংক্রান্ত কোন প্রকার নির্দেশ চট-জলদি লিখিতভাবে করিতে হইবে।

(৩) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্যে কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছে।

(৪) মামলাটি অকিঞ্চিৎকর; বিবাদীকে হয়রান করিবার উদ্দেশ্যে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

(৫) বাদীকে ব্যয়ভার প্রদান করিবার আদেশ-সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....

সাক্ষী বিবাদীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২৯

চেকমূলে পাওনা টাকা প্রদানে অস্বীকার সংক্রান্ত লিখিত জবাব

কজ টাইটেল

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে তথাকথিত বিয়ারার চেক মূলে পাওনা টাকা অপর্যাপ্ত তহবিলের-এর কারণে বাতিল করা হইয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে উক্ত চেকেব টাকা প্রদান করা হয় নাই এই কারণে যে চেক স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর অফিসে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সহিত গরমিল হইতেছে এবং উক্ত চেকে ৩১/০৪/৯৯ তারিখ প্রদত্ত আছে যদিও এপ্রিল মাসে ৩১ তারিখ হয় না।

(৩) প্রকাশ থাকে যে উক্ত ভ্রান্তি অপনোদনের পর চেকখানি ব্যাঙ্ক কাউনটারে টাকা প্রদানের জন্য জমা দেওয়া হয় নাই।

(৪) মামলাটি অকিঞ্চিৎকর বিধায় ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

বিবাদীর স্বাক্ষর

বেনামী হস্তান্তর

Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 দ্বারা বেনামি হস্তান্তর আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এখন বেনামে সম্পত্তি হস্তান্তর শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে বিবেচিত। তিন বৎসর পর্যন্ত জেল এবং/অথবা জরিমানা হইতে পারে।

আদালত বেনামি সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করিতে পারিবে না। এবং সরকার বেনামী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ভারতে দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়মকানুনে বেনামি হস্তান্তর আইন সিদ্ধ ছিল। যৌথ পরিবারের সকল ব্যক্তির নামে সম্পত্তি ক্রয় না করিয়া জ্যেষ্ঠের নামে খরিদ করা হইত। মিতক্ষরা ও দায়ভাগ ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও দায়ভাগের অন্তর্গত যৌথপরিবারে জ্যেষ্ঠের নামে সম্পত্তি রাখা হইত। অন্যের নামেও সম্পত্তি থাকিতে বাধা ছিল না। অবশ্য উভয় ব্যবস্থায় মহিলাদিগের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করা হয় নাই। এখন বেনামী হস্তান্তর আইনের বিষয় নহে।

বিল অব একসচেনজ বা হুণ্ডি

হুণ্ডি সম্পর্কে একাধিক আইনে ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। ইহা একপ্রকার নিদর্শন পত্র। কোন ব্যক্তিকে কোনপ্রকাবে শর্ত যুক্ত না করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ থাকে। ইহাকে অনেক সময় ড্রাফট ও বলা হইয়া থাকে।

A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person or to the bearer of the instrument (Negotiable Instruments Act 1981, S. 5).

A bill of exchange is sometimes called a draft. bill of exchange includes a hundi and a cheque [Limitation Act 1963, S 2(c)].

A bill of exchange means a bill of exchange as defined in the Negotiable Instruments Act 1981 and includes also a hundi and any other document entitling or purporting to entitle any person whether named therem or not, to payment by any other person or to draw upon any other person for any sum of money [Indian Stamp Act 1899, S. 2(2)].

নিদর্শ — ৩০

হুণ্ডি গ্রহণ অস্বীকারে লিখিত জবাব

মামলার তথ্য

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত বিল অব একসচেনজ বিবাদীর দ্বারা গ্রহণের জন্য আদৌ বিবাদীর নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে উক্ত পরিস্থিতিতে বিবাদীর দ্বারা হুণ্ডি গ্রহণে প্রশ্নই উঠে না।

(৩) অপ্রয়োজনীয় মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৩১

ক্রিয়াজনিত পণের টাকা প্রদানে অস্বীকার করিয়া জবাব

বিবাদীর বক্তব্য এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বৈধ আর্জিতে লিখিত হুণ্ডির জন্য পণ প্রদানের নির্দেশ আছে।

(২) একশত কিলোগ্রাম প্রথম শ্রেণীর দার্জিলিং চা খরিদ করিবার কারণে হুণ্ডি প্রদান করা হইয়াছিল। বিলের তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে নমুনা মাফিক উক্ত চা যোগান দিবার চুক্তি ছিল।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী নমুনা মাফিক উক্ত চা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগান দিতে পারে নাই।

তমসুক (বনড্)

বনড্ এক প্রকার লিখিত প্রতিশ্রুতি। ভারতীয় স্ট্যাম্প আইনের ২(৫) ধারায় বনড্ বা খতের সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে। উক্ত সংজ্ঞানুসারে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কোন লেখ্য বা দলিল বন্ড্ রূপে পরিগণিত হইবে ঃ

(ক) ইহা পরিশোধের দায় বা বাধ্য-বাধকতা সৃষ্টি করিবে;

(খ) লেখক ব্যতীত অপর কোন সাক্ষী উহা তমদিক বা প্রত্যায়ন (attest) করিবেন;

(গ) উহার বাহক বা তাঁহার আদেশে অন্য কেহ উহার প্রাপক হইবেন না;

(ঘ) যাহা প্রদেয় হইবে তাহা শস্য বা অন্যবিধ কৃষিজাত দ্রব্য বা নগদ অর্থ হইতে পারে কিন্তু কখনই উহা অনির্ধারিত খেসারত (Liquidated damages) হইবেনা।

ভারতীয় তামাদি আইন ১৯৬৩ এর (Indian Limitation Act 1963) ২(ডি) ধারায় বনডের সংজ্ঞা প্রদান করা আছে। বনড হইল এমন লেখ্য (document) যাহার মধ্যে রহিয়াছে যে কোন দলিল যদ্বারা কোন ব্যক্তি এই শর্তে অন্য ব্যক্তিকে টাকা প্রদান করিতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদিত হইলে বা

না হইলে উক্ত দায়িত্ব বা দায় বাতিল বা রদ হইবে। অন্ততঃ একজন সাক্ষী নির্বাহিকের সম্মুখে সহি করিয়া বনড প্রত্যায়ন করেন।

A bond is an instrument under seal, usually a deed poll, whereby one person binds himself to another for the payment of a specified sum of money either immediately or at affixed future date. The person who so binds himself is called the obligor and the person to whom he is bound the obligee; and the instrument itself is sometimes called an obligation (Halsbury's *Laws of England*. 3rd ed., Vol. 3, p. 329).

নিদর্শ — ৩২

বাণিজ্যিক গোপনীয়তা সংক্রান্ত লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে বিশেষভাবে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর বাণিজ্যিক গোপনীয়তা ফাঁস করিয়া দিয়াছে। আর্জিতে বর্ণিত বাদীর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে কর্মে নিয়োগের চুক্তির শর্তানুসারে বিবাদী প্রতিবৎসর ২০০ দুইশত টাকা বর্ধিতহারে বেতন পাইবে এবং ত্রিশ দিনের বেতন বোনাস স্বরূপ পাইবে।

(৩) প্রথম বৎসর চাকারীর মেয়াদ শেষ হইলে বিবাদী বৎসরান্তে বাদীর নিকট দুই শত টাকার বেতন বৃদ্ধি এবং ত্রিশ দিনের বেতন বোনাস হিসাবে দাবি করে। বাদী উক্ত প্রদান করিতে অস্বীকার করে।

(৪) বাদী নিয়োগের শর্ত অমান্য কবায়, বাদীর কর্ম হইতে বিবাদী .... তারিখে ইস্তফা দান করে।

(৫) এই পরিস্থিতিতে বাদী মিথ্যা অভিযোগ করিযা মামলা দায়ের করিয়াছে।

(৬) মামলাটির সুবিচার অন্তে বিবাদীর পাওনা টাকা প্রদানের আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৩৩

বাদীর ক্ষতি অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বাদীর কর্মচারী হিসাবে বিবাদী যে অসৎকাজ করিয়াছে, কর্মে অবহেলা করিয়াছে — বাদীর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন।

(২) বাদীর নির্দেশানুসারে আর্জিতে বর্ণিত অর্থ বিবাদী .... ব্যাঙ্কে বাদীর .... নং অ্যাকাউনটে জমা দিয়াছে। বাদীর নির্দেশানুসারে বিবাদী ঐ কাজ করিয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী বিবাদীকে বাদীর মক্কেলের বিশেষ নথিপত্রে বেআইনীভাবে পরিবর্তনের নির্দেশদান করিলে বিবাদী বাদীর ঐ নির্দেশ অমান্য করে।

(৪) মামলাটি তুচ্ছ ও অলীক। উহা খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শনপত্র রহিতকরণ

নিদর্শ — ৩৪

বিক্রয় কোবালা সম্পাদনে মিথ্যাচার অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিক্রয় কোবলাখানি মিথ্যার আশ্রয় করিয়া অবৈধভাবে সম্পাদন করিয়াছে। বিবাদী আইন মোতাবেক রচিত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত কোবালা দলিল সম্পাদন করিয়াছে।

(২) বাদীর বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিযোগ্য কোন বিষয় নাই।

(৩) মামলাটি অকিঞ্চিৎকর এবং গ্রহণযোগ্য নহে; ব্যয় প্রদানের আদেশ মামলাটি বাতিল করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

....	....
সাক্ষী	বিবাদীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩৫

ইচ্ছাপত্র নাকচ অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করে যে আর্জিতে লিখিত 'কারণানুসারে দ্বারা .... তারিখে সম্পাদিত উইলখানি রহিত হইতে পারে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী .... স্থানের স্থায়ী অধিবাসী; উইলকর্তা বাদীর পিতার প্রতি বাদী কোনপ্রকার কর্তব্য পালন করেন নাই। বাদী সম্যকভাবে জানেন যে বাদীর পিতাকে বিবাদী যথাযথ সেবা যত্ন ও পরিচর্যা করেন।

(৩) বাদী সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে উইলকর্তা বাদীর পিতা তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বিবাদীকে অর্পণ করিবেন। এবং উইলকর্তার এই ইচ্ছাকে বাদী কখনও অস্বীকার করেন নাই।

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে অধুনা মৃত উইলকর্তা স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় চিকিৎসকের উপস্থিতিতে উইলখানি সম্পাদন করিয়াছেন।

(৫) বাদীর দ্বারা উইলখানি নাকচ করিবার প্রার্থনা বাতিল করিতে আজ্ঞা হয়।

দাবি

নিদর্শ — ৩৬

দৈবদুর্বিপাক হেতু বহনকারী দ্বারা দায়িত্ব অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করে যে বিবাদী বাদীর যে মাল বহন করিয়াছে সেই মালের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য বিবাদী আদৌ দায়ী আছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর মালপত্র বহনকালে বিবাদী বাদীর মালপত্র বৃষ্টির জল হইতে সুরক্ষা কবণার্থে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে বৃষ্টি এমন ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল এবং ঝড় এমন প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল যে ঐ দৈবদুর্বিপাক হইতে মালপত্র রক্ষা করা অসম্ভব ছিল।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর ক্ষতি দৈবদুর্বিপাকে (Act of God) ঘটিয়াছে এবং এজন্য বিবাদীর কোনপ্রকার দায়িতা নাই।

(৪) প্রকাশ থাকে যে বাদী সংবাদপত্র মাধ্যমে মাল বহনকালে উক্ত দৈবদুর্বিপাকজনিত ঝড় বৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত আছে।

(৫) বাদীর দাবি নাকচ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৩৭

ত্রুটিপূর্ণ মাল বহনে বহনকারী দায়িত্ব অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বাদী মাল কম হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছে, বিবাদী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

(২) প্রকাশ থাকে যে বাদী মালের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বিবাদীকে অবহিত করে নাই। বিবাদী না জানিয়া ত্রুটিযুক্ত মাল গ্রহণ করিবার দায়িত্ব লইয়াছিল।

(৩) প্রকাশ থাকে যে মাল বহন করিবার কালে পচা মাল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। অবশিষ্ট মাল পচনের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিবাদী পচা মালগুলি ফেলিয়া দেয়। বাদীর স্বার্থ রক্ষার্থে বিবাদীকে এই কাজ করিতে হইয়াছে।

(৪) বিবাদী তাহার দায়িত্ব সুষ্টুভাবে পালন করা সত্ত্বেও বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দ্বারা হয়রান করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

(৫) বাদী মালের অবস্থা গোপন করিয়া অবৈধ কাজ করিয়াছে। এজন্য বিবাদী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতেছে।

(৬) ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ বিবাদীর স্বার্থ রক্ষার্থে আদেশদানের জন্য বিবাদী প্রার্থনা জানাইতেছে।

জিম্মা বা চার্জ

নিদর্শ — ৩৮

বিবাদীর নহে এমন স্থাবর সম্পত্তি জিম্মা রাখিবার অভিপ্রায় অস্বীকার করিয়া বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী আদৌ বাদীর নিকট স্বীকার করে নাই যে আর্জিতে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী বিবাদী স্বয়ং।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে উক্ত স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতেছে বিবাদীর স্ত্রী শ্রীমতী ....। তিনি তাঁহার উক্ত সম্পত্তি চার্জ রাখিবার অভিপ্রায় কখনো প্রকাশ করেন নাই। বিবাদীর ঋণের জন্য বিবাদীর স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখিবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

(৩) উক্ত স্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক মূল্য ব্যাঙ্কের সমর্থিত মূল্যের সাপেক্ষে নির্ণয় করিবার জন্য বাদীর অধীনস্থ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রমাণ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে অন্যায়ভাবে এই প্রকার দাবি করা হয় যে উক্ত টাইটল দলিল জমা রাখিয়া একুইটেবল মরগীজ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(৪) বাদীর দাবি দূর কল্পনামূলক এবং অলীক। উহা ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

* * * * *

প্রাথমিক ডিক্রী অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) আর্জির সারণিতে যে স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ আছে সেই স্থাবর সম্পত্তি যে চার্জ রাখা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

(২) আর্জিতে যে ডিক্রী এবং রায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। উক্ত আপীল এই কারণে করা হইয়াছে যে আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তির মালিক বিবাদী নহে এবং উক্ত সম্পত্তির মালিকের স্বত্বাগম দলিল জমা রাখিয়া উক্ত সম্পত্তি বন্ধক বা চার্জ রাখিবার কোন প্রকার অভিপ্রায় ছিল না। বাদী প্রতারণা করিয়া উক্ত দলিল স্বীয় হেপাজতে রাখিয়াছে। উচ্চ আদালতে আপীল এখনও বিচারাধীন আছে।

(৩) এমতাবস্থায় বাদী কোন প্রাথমিক পর্যায়ে ডিক্রী লাভ করিতে পারিবে না। তাহার এই দাবি সর্বৈব অগ্রাহ্য হইবে।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ৪০

সম্পত্তির সমগ্র অংশ চার্জযুক্ত অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীব নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার কবিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত বণ্টননামা দলিলে বিবাদীর যে স্থাবর সম্পত্তি চিহ্নিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ অংশ চার্জযুক্ত করা হইয়াছে।

(২) বিবাদীর নিবেদন এই যে বিবাদীর দখলীভুক্ত উদ্বৃত্ত জমি মায গৃহাদিতে চার্জ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(৩) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাদী ঋণ পরিশোধের সময়কাল এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে স্বীকৃত হইযাছে।

সত্যপাঠ

* * * * *

চুক্তি

নিদর্শ — ৪১

চুক্তি ভংগ অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী চুক্তিভংগের অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে। কাজের অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে এবং কাজ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এই মর্মে বাদীর অভিযোগ বিবাদী সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী চুক্তির শর্তানুসারে বিবাদীর শ্রমিকদিগকে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) বিবাদীর আরও বক্তব্য এই যে প্রতিবেশীদিগের চাপে তাহার কর্মীগণ মধ্যে মধ্যে কাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে; কারণ বয়লার নির্মাণে শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়।

(৪) বিবাদী এই ঘটনা বাদীর গোচরে আনয়ন করে; কিন্তু বাদী পরিস্থিতি কার্যোপযোগী করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় বিবাদী বাধ্য হইয়া বাদীকে নোটিশ প্রদান করিয়া কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতেছে যে বিবাদীর কর্মীদিগকে শাসাইবার ফলে তাহারা কাজ বন্ধ করিতে অস্বীকৃত হয়।

(৫) এই কারণে বাদীর যে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা বিবাদী অস্বীকার করে।

(৬) মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ৪২

চুক্তির ব্যাপারে প্রতারণা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী আদৌ বাদীর সহিত প্রতারণা করিয়াছিল।

(২) *বিবাদী বাদীর নিকট এই মর্মে প্রকাশ করিয়াছিল যে পুরাতন মেশিনটি* সচল অবস্থায় ছিল না; এবং আনুমানিক .... টাকা ব্যয় করিয়া মেশিনটির কোন কোন অংশের পরিবর্তন করিলে মেশিনটি কার্যকরী হইবে। বাদী উহা করেন নাই; বরং এককভাবে অবৈধ পথে চুক্তিটি বাতিল করিয়াছেন।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে অগ্রিম প্রদত্ত টাকা মেশিনটি সারাই করিতে ব্যয় হইয়াছে।

(৪) বাদীর দাবি করিবার কিছুই নাই

কোম্পানী ও করপোরেশন

নিদর্শ — ৪৩

দায়িতা অস্বীকারে বিবাদী কোম্পানীর জবাব.

বিবাদীর বক্তব্য এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করে যে বাদী বিবাদী কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর। এবং উক্ত ডাইরেক্টর কোম্পানীর আইন বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

(২) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাদী যখন তখন অফিসে অনুপস্থিত থাকেন; সে কারণে, বাদী তাহার কাজ যথাযথ পালন করিতে সক্ষম হয় না। ফলে কোম্পানীর প্রভূত পাওনা অর্থ অনাদায়ী রহিয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বর্তমান পবিস্থিতিতে বাদীব কোনপ্রকার ফিল লাভ করিবার অধিকার নাই।

(৪) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করে যে বাদীর বিবাদীব নিকটে কোন টাকা পাওনা আছে।

নিদর্শ — ৪৪

বৃত্তি প্রত্যর্পণের দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে বক্তব্য রাখিতেছে যে যদিও বিবাদী শৈক্ষরূপে (Apprentice) লিখিতভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল তথাপি বিবাদী সহবাস্তুকারের দায়িত্ব পালন করিতেছিল। সহবাস্তুকারের বেতন প্রদানের কোন প্রকার অভিপ্রায় কর্তৃপক্ষের ছিল না।

(২) বাদী এই মর্মে স্বীকার করিয়াছিল যে দুই বৎসর কর্ম করিবার পর বিবাদীকে সহ বাস্তুকারীরূপে স্বীকৃতিদান করা হইবে এবং যথারীতি বিবাদীর বেতন তখন পুনরায় স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) বৃত্তিজাত অর্থ প্রত্যর্পণ করিবার কোন প্রকার দায়িত্ব বিবাদীর নাই; কারণ *বিবাদী কোম্পানীতে যথারীতি কার্য সম্পাদন করিয়াছে।*

নিদর্শ — ৪৫

মিথ্যা বর্ণনা এবং প্রতারণা করিয়া বিবাদীকে শেয়ার গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিবার জন্য বিবাদীর ক্ষতিপূরণ ও পালটা দাবি সংক্রান্ত লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীকে প্ররোচিত করায় বিবাদী উক্ত শেয়ারগুলি কোম্পানীর .... তারিখের প্রসপেক্টাসের বিবরণে বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কোম্পানী বিবাদী সহ জনসাধারণকে শেয়ার খরিদ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রসপেকটাস জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিল।

(২) উক্ত প্রসপেকটাস অন্যান্য বিবরণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(৩) উক্ত বিবরণগুলির প্রত্যেকটি নিম্নলিখিত কারণে অসত্য।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(৪) বাদী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রসপেকটাসে সন্নিবেশিত না করিয়া স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে অত্যাবশ্যক তথ্য গোপন করিয়াছে; অর্থাৎ

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(৫) বিবাদী উক্ত প্রসপেকটাসের বিবরণ ও তথ্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া বাদী কোম্পানীতে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করিয়া নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করে।

(৬) বাদী মিথ্যাচারে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বিবৃতি দান করিয়াছে।

(৭) প্রসপেকটাসের বিবৃতি মিথ্যা জানিবামাত্র বিবাদী .... তারিখে লিখিতভাবে বাদীকে শেয়ার হোলডার রেজিসটার বহি হইতে বিবাদীর নাম কাটিয়া দিতে অনুরোধ করে এবং বিবাদীর টাকা ফেরত দিতে অনুরোধ জানায়।

(৮) বিবাদী পালটা দাবি করিতেছে যে

(ক) বাদী ও বিবাদীর চুক্তি অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করা হউক।

(খ) বাদীদ্বারা রক্ষিত শেয়ার রেজিসটার বহি হইতে বিবাদীর নাম কাটিয়া দিয়া রেজিসটার বহি সংশোধন করা হউক।

(গ) বিবাদী প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে বাদীকে বাধ্য করা হউক।

(ঘ) ক্ষতিপূরণ করিতে বাদীকে বাধ্য করা হউক।

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ৪৬

অর্থ প্রদানের দায়িতা অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদীর নিকট বিবাদীর অর্থ প্রদানের দায়িতা বিবাদী অস্বীকার করে।

(২) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাদীর দ্বারা মামলা দায়ের করিবার পর বিবাদী .... তারিখে বাদীর সম্পূর্ণ পাওনা .... টাকা বাদীকে প্রদান করিয়া বাদীর নিকট হইতে রসিদ গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত রসিদের একটি অনুলিপি অত্র সহ সংযুক্ত হইল।

(৩) এমতাবস্থায় মামলাটির নিষ্পত্তির আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৪৭

কোন সাহিত্যকর্মের লেখাস্বত্ব লঙ্ঘন অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী 'নারীর মর্যদা" পুস্তকের লেখস্বত্ব আদৌ লঙ্ঘন করিয়াছে।

(২) বিবাদীর নিবেদন এই যে বিবাদীর **নারী নির্যাতন** নামক সাহিত্য কর্ম বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে লিখিত হইয়াছে এবং নারীর মর্যাদা নামক পুস্তকখানি ১৯৫৭ সালে লিখিত হয় এবং ইহাতে বর্তমান সমস্যার উল্লেখ নাই। তদ্সত্ত্বেও বিবাদী তাহার সাহিত্যকর্ম নারী নির্যাতন পুস্তকখানি বাদীকে দেখাইয়াছিল। বাদী বিবাদীর পুস্তকখানি পাঠে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে বিবাদীর পুস্তকখানি সম্পূর্ণ পৃথক।

(৩) বাদীর নালিশ করিবার হেতু বিবাদী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছে। এমতাবস্থায় বাদী কোনপ্রকার আসেধাজ্ঞা (*Injunction*) লাভ করিতে পারে না।

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ৪৮

বাদীর অন্যায়ভাবে নিলম্বন অস্বীকারে নিয়োগকর্তার লিখিত জবাব

(নিলম্বন = Suspension)

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদীর যে এই মুহূর্তে নালিশযোগ্য কোন হেতু আছে তাহা বিবাদী সম্পূর্ণ অস্বীকার করে; কারণ, বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগে বর্ণিত দুশ্চরিত সংক্রান্ত অনুসন্ধান এখনও অমীমাংসিত আছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি এখন অভাবনীয় এবং ইহা খাবিজ করা উচিত।

সত্যপাঠ

মানহানি

নিদর্শ — ৪৯

শুদ্ধ মন্তব্যের দায়িতা অস্বীকারে বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদির নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর একজন ঔষধেব বিক্রেতা, এবং বিক্রয়েব জন্য নূতন কোন ঔষধ বাজারে আসিলে বিবাদী তাহাব ল্যাবরেটবীতে উক্ত ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করে।

(২) বিবাদী সদ্য প্রস্তুত ঔষধ সম্পর্কে প্রাপ্ত বিববণ একটি মাসিক প্রচারপত্র মাধ্যমে প্রকাশ করে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে উক্ত প্রচারপত্রে *লিখিত বিবরণ নূতন ঔষধটি* সংক্রান্ত শুদ্ধ মন্তব্য (fair comments)।

(৪) মামলাটি নিছক দুরকল্পী মাত্র এবং খারিজযোগ্য।

নিদর্শ — ৫০

দায়িতা অস্বীকারে বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

[illegible] বাদীর নূতন আগমন হেতু বাদীর বাক্যলাপ সম্পর্কে শুদ্ধ

(২) এমতাবস্থায় বিবাদী অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর মানহানি করিবার আদৌ কোন প্রকার অভিপ্রায় বিবাদীর আছে।

(৩) মামলাটি বিরক্তিজনক এবং খারিজযোগ্য।

নিদর্শ — ৫১

দায়িতা অস্বীকারে বিবাদীর লিখিত জবাব (অন্যপ্রকার)

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদীর খ্যাতিকে ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া আর্জিতে যে অভিযোগ করা হইয়াছে বিবাদী তাহা অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদী সংগতকারণে বিশ্বাস করে যে বাদী সম্পর্কে ঐগুলি শুদ্ধ মন্তব্য এবং তাহা প্রকাশ করিবার যৌক্তিকতা আছে।

নিদর্শ — ৫২

লিখিত কুৎসার দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব (লাইবেল)

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদীর আর্জিতে বর্ণিত বিবাদী দ্বারা লিখিত বা প্রকাশিত শব্দগুলরি যে অর্থ করা হইয়াছে তাহা বিবাদী সর্বতোভাবে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে।

(২) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে উক্ত কথাগুলি বাদীকে উদ্দেশ্য করিযা ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৩) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদী কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

(৪) বিবাদীর নিবেদন এই যে বিবাদীর উক্ত শব্দগুলি ব্যবহারে যৌক্তিকতা আছে।

(৫) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর দাবি দূবকল্পী এবং খারিজযোগ্য।

নিদর্শ — ৫৩

অপমান-বচনজনিত খেসারতের দাবি অস্বীকারে লিখিত জবাব (স্লানভরে)

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদীর বিরুদ্ধে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা মূলতঃ ও বস্তুতঃ সত্য এবং ঐ শব্দগুলি ব্যবহারের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে।

(২) আর্জিতে শব্দগুলির যে প্রকার অর্থ করা হইয়াছে বিবাদী শব্দগুলি সে অর্থে ব্যবহার করে নাই।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে শব্দগুলি শুদ্ধ মন্তব্য রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বাদীকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় নাই।

নিরোধ

নিদর্শ — ৫৪

আটক রাখা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করে যে বিবাদী অন্যায়ভাবে বাদীর টি. ভি. সেট আটক রাখিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী টি ভি সেটটি কার্যোপযোগী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে; উহার বদল বা কোন অংশের বদলের দায়িত্ব বিবাদী গ্রহণ করে নাই।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে যদৃচ্ছামত ব্যবহার করিবার জন্য টি. ভি. সেটটির কয়েকটি মূল্যবান অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; ঐগুলির পরিবর্তনের প্রয়োজন।

(৪) সেজন্য বিবাদী বাদীর নিকট অংশগুলির মূল্য বাবদ ৩০০০ টাকা দাবি করিয়াছিল। বাদী ঐ টাকা প্রদান করে নাই।

(৫) সাত দিনের মধ্যে বিবাদী টি. ভি. সেটটি বাদীকে ফেরত দিবে যদি বাদী বিবাদীকে মজুরী সহ ৩২০০ টাকা প্রদান করে।

প্রতিমা (Deity)

নিদর্শ — ৫৫

সেবাইত অপসারণ অস্বীকারে লিখিত জবাব

(১) বিবাদী আর্জিতে বর্ণিত বিবাদীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগগুলি অস্বীকার করিতেছে। ঠাকুরের সেবা ও পূজা যথারীতি নিয়মিত সম্পন্ন হয়।

(২) ঠাকুরের প্রতিনিধিরূপে বাদীর অধিকার বিবাদী অস্বীকার করে। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগ বিদ্বেষ প্রসূত এবং কোন স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সমর্থন করে না।

সুখাধিকার (Easement)

নিদর্শ — ৫৬

সুখাধিকার গ্রহণ অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকাব করিতেছে যে বাদী বিবাদীর ভূমিতে কোনপ্রকার সুখাধিকার গ্রহণ করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে আর্জিতে বর্ণিত বিবাদীর ভূমি কৃষি জমি হইতেছে। ঐ জমিতে নিয়মিত কৃষিকাজ করিয়া বিবাদী জীবিকা অর্জন করে। একারণে উক্ত কৃষি জমিতে সুখাধিকার গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

(৩) ফসল যাহাতে গরু মহিষে বিনষ্ট না করে সেজন্য জমির চারিদিকে তার-কাঁটার বেড়া দেওয়া আছে।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ৫৭

সুখাধিখার গ্রহণ অস্বীকারে লিখিত জবাব (অন্যপ্রকার)

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বাদী বিবাদীর স্থান হইতে আলো-বাতাসের অধিকার অর্জন করিয়াছে এবং উক্ত আলো-বাতাসের আগমনে বিবাদী বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাড়ী নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়মানুসাবে বিবাদী বাড়ী নির্মাণ করিয়াছে এবং বাদীর দিকে আলো বাতাসের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে।

(৩) বিবাদী অধিকন্তু বক্তব্য রাখিতেছে যে বিবাদীর বর্তমান বাড়ীতে আর একটি তল নির্মাণের জন্য বাড়ীব প্ল্যান পৌরসভা হইতে অনুমোদন করান হইয়াছে। এমতাবস্থায় মামলার কোন অবকাশ নাই।

নির্বাহক ও পরিপালক

নিদর্শ — ৫৮

উত্তরদায় গ্রাহক দ্বারা দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী বাদীকে কোনপ্রকার অর্থ প্রদানের দায়িতা অস্বীকার করে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী কোনপ্রকার সাক্ষ্য এই মর্মে প্রদান করিতে পারে নাই যে মৃত .... এর কোন টাকা পাওনা ছিল।

(৩) মামলাটি বিরক্তিজনক দূরকল্পী এবং বাতিলযোগ্য। ব্যয়প্রদানের আদেশ সহ মামলাটি যেন খারিজ করা হয়।

নিদর্শ — ৫৯

অনধিকারী নির্বাহক (Executor *de son tort*) দ্বারা দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

(১) আর্জিতে বর্ণিত দায়িতা বিবাদী সম্পূর্ণ অস্বীকার ।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি দায়ের করিবার পর বিবাদী বাদীকে হিসাব বুঝাইয়া দিয়াছে এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত দায়িতা বাবদ অর্থ কাটিয়া বাখিযা খাজনা ও ভাড়া বাবদ সংগৃহীত অর্থ ইং .... তারিখে বুঝাইয়া দিয়াছে।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ৬০

আর্জিতে লিখিত দাবি অস্বীকারে নিয়োগকর্তার লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী আর্জিতে লিখিত অভিযোগ অস্বীকার করে।

(২) বিবাদী আর্জিতে লিখিত অভিযোগ প্রমাণ করিতে বাদীকে আহ্বান জানাইতেছে।

প্রতারণা (Fraud)

নিদর্শ — ৬১

ডিক্রী লাভে প্রতারণার আশ্রয় অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) সমন চাপিয়া রাখিয়া প্রতারণা করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদী আজ্ঞপ্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া আর্জিতে যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা বিবাদী সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

(২) বেলিফের রিপোর্ট হইতে ইহা পরিষ্কার যে উক্ত সমন যথারীতি জারি করা হইয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর নিকট যে .... টাকা দাবি করা হইয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গত: বিবাদী কখনই উক্ত টাকা বাদীর নিকট হইতে লাভ করে নাই।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ৬২

কোবালা খারিজ করিবার অধিকার অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর অনুকূলে বিক্রয় কোবালাদ্বারা আর্জিতে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে। বিবাদীর বক্তব্য এই যে উক্ত কোবালা দলিল খারিজ করিবার কোন বৈধ অধিকার বাদীর নাই।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তি ন্যায্য মূল্যে খারিজ করিয়াছে; ফলে উক্ত খরিদা স্বত্ব নির্ব্যূঢ় ও অকাট্য হইয়াছে।

(৩) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বিবাদী কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রত্যাভূতি (Guarantee)

নিদর্শ — ৬৩

প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা দ্বারা দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী আদৌ প্রতিভূর কাজ করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী শ্রী .... কে বাদীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছে মাত্র। ইহাতে তাহার কোন দায়িতা নাই।

(৩) বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর কোন নালিশ থাকিতে পারে না।

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৬৪

প্রত্যাভূতির চুক্তিতে দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) চুক্তিসম্পাদনকালের ঘটনা সকল যাহা আর্জিতে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিবাদী স্বীকার করে

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদীর অজ্ঞাতসারে এবং বিবাদীর সম্মতি ব্যতিরেকে বাদী চুক্তির শর্তাবলীতে রূপান্তর ঘটায়; ফলে জামিনদার রূপে বিবাদীর কোন দায়িত্ব থাকে না।

(৩) বাদীর এমতাবস্থায় বিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশের কোন বিষয় নাই।

ভাড়া (Hire)

নিদর্শ — ৬৫

আসবাবপত্রের ক্ষতি অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী স্বীকার করে যে বিবাদী বাদীর নিকট হইতে কিছু কিছু ফার্নিচার ভাড়ায় গ্রহণ করিয়াছিল।

(২) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে তাহার হেপাজতে থাকাকালে ঐ সকল ফার্নিচারের কোন প্রকার ক্ষতি হইয়াছিল।

(৩) ঐ সকল ফার্নিচারের ভাড়া বিবাদী রসিদ গ্রহণে যথারীতি প্রদান করিয়াছে এবং কোন ভাড়া বকেয়া নাই।

সত্যাখ্যান

* * * * *

ভাড়া খরিদ (Hire-Purchase)

নিদর্শ — ৬৬

কিশতির টাকা প্রদানে অক্ষমতা অস্বীকারে কিশতিবন্দী ক্রেতার লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী ট্রাক খরিদের জন্য মাত্র এক মাসের ভাড়া দেরীতে পরের মাসে প্রদান করিয়াছে।

(২) অদ্যাবধি ভাড়ার সমস্ত টাকা প্রদান করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় বাদী ট্রাক দখল করিতে পারে না। ইহা বিবাদীর বক্তব্য।

(৩) বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর কোন নালিশ থাকিতে পারে না।

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি বিরক্তিজনক এবং বিবাদীকে হয়রান করিবার উদ্দেশ্যে মামলাটি করা হইয়াছে।

উত্তরাধিকার (Heir)

নিদর্শ — ৬৭

মৃতের ঋণ সংক্রান্ত দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে ৺ ……………… মহাশয় মৃত্যুর পূর্বে কোনপ্রকার ঋণ রাখিয়া গিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে ৺ ……………… মৃত্যুর পূর্বে সুদ সহ বাদীর সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়াছে।

(৩) মৃত ৺ …………… স্বহস্তে তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন যে ইং ……… তারিখে বাদীকে ……….. টাকা প্রদানে তিনি ঋণ মুক্ত হইয়াছেন।

হুনডি

নিদর্শ — ৬৮

হুনডি মূলে টাকা প্রদানের দায়িতা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) এই মামলা দায়ের করিবার পর হুনডিমূলে বাদীকে বিবাদীর যাহা কিছু প্রদেয় ছিল বিবাদী তাহা পরিশোধ করিয়াছে এবং বাদী প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছে।

(২) এমতাবস্থায় বাদীর বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলার কোন বিষয় নাই।

ক্ষতিনিষ্কৃতি (Indemnity)

নিদর্শ — ৬৯

ক্ষতি নিষ্কৃতির দায়িতা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী ইতিপূর্বে অধমর্ণের সহিত বাদীর পাওনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিবাদীর সম্মতি ব্যতীত এবং বিবাদীর অজান্তে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

(২) এমতাবস্থায় বিবাদীর বক্তব্য এই যে ক্ষতি নিষ্কৃতি চুক্তিপত্রানুসারে বিবাদীর আর কোনপ্রকার দায়িত্তা নাই এবং ঐ চুক্তিপত্র প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

(৩) মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

স্বার্থবিহীন ব্যবহার (Interpleader)

নিদর্শ — ৭০

বাদীর মামলা করিবার অধিকার অস্বীকারে প্রথম বিবাদীর জবাব

প্রথম বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) প্রথম বিবাদী স্বীকাব করিতেছে যে বাদী বিবাদীব প্রতিনিধিরূপে বিবাদীর পিয়ানোটি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(২) প্রথম বিবাদীর বিশ্বাস করিবার যথাযথ কারণ আছে যে দ্বিতীয় বিবাদীর যোগসাজসে বাদী এই মামলাটি সৃষ্টি করিয়াছে।

(৩) প্রথম বিবাদী বাদীর স্বার্থবিহীন ব্যবহার জনিত মামলা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা অস্বীকার করিতেছে।

(৪) মামলাটি বিরক্তিকর ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৭১

বাদীর বক্তব্য অস্বীকারে প্রথম বিবাদীর জবাব

বিবাদীব নিবেদন

(১) প্রথম বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী বিশেষভাবে জানিয়াছে যে বাদীর মামলার বিষয় স্বার্থ জড়িত আছে।

(২) প্রথম বিবাদীব বক্তব্য এই যে মামলাটি দ্বিতীয় বিবাদীর সহিত যোগসাজসে বাদী দায়ের করিয়াছে। উদ্দেশ্যে, প্রথম বিবাদীর দাবিকে অস্বীকার করা বা স্বীকার করিতে বিলম্ব করা।

(৩) প্রথম বিবাদীর মতে মামলাটি ফাটকামূলক এবং খারিজযোগ্য।

বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটিয়া

নিদর্শ — ৭২

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়ার লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে বর্ণিত বাড়ীর মালিক বাদীর অধীনে বিবাদী একজন ভাড়াটিয়া হইতেছে।

(২) বাড়ী খালি না করিয়া বাড়ীটি মেরামত করা যাইবে না — বাদীর এই বক্তব্য বিবাদী অস্বীকার করিতেছে।

(৩) বাড়ীটির নির্মানকার্য বা সংস্কারের জন্য বাড়ীটি খালি করা প্রয়োজন বাদীর এই অজুহাত বিবাদী সর্বতোভাবে অস্বীকার করিতেছে।

(৪) মামলাটি অভিসন্ধিমূলক বলিয়া খারিজ করিতে বিবাদীর প্রার্থনা।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৭৩

বাদীর স্বীয় প্রয়োজনে বাড়ীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারে বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে বর্ণিত বাড়ীতে বাদীর অধীনে বিবাদী একজন ভাড়াটিয়া।

(২) বাদী নিজস্ব অপব বাড়ীতে পরিবারবর্গসহ বসবাস করিতেছে।

(৩) মামলার বিষয়ীভুক্ত বাড়ী বাদীর বসবাসের জন্য প্রয়োজন — এই বক্তব্য সবৈব মিথ্যা।

(৪) বাদীর মিথ্যা বক্তব্য অস্বীকারে মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৭৪

ভাড়া প্রদানে অক্ষমতার অভিযোগ অস্বীকারে ভাড়াটিয়ার জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী বাদীকে মামলায় অন্তর্গত ভাড়া-বাড়ীর মালিক রূপে স্বীকার করে না; এবং সেকারণ, বাদী কোনমতে উক্ত বাড়ীর ভাড়া পাইবার হকদার নহে।

(২) বাড়ীভাড়া মাসিক ৯০০ টাকা স্থিরীকৃত আছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সবৈব মিথ্যা।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী .... মাসের ভাড়া বাদীর নিযুক্তক শ্রী .... কে প্রদান করা হইয়াছে; অবশ্য কোন রসিদ প্রদান করা হয় নাই।

(৪) বিবাদীর কোন ভাড়াই বাকি নাই।

(৫) মামলাটি প্রারম্ভিক পর্যায়ে খারিজযোগ্য।

নিদর্শ — ৭৫

ভাড়া-বাড়ী অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে এই অভিযোগ অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী মামলার অন্তর্ভুক্ত বাড়ীতে বাদীর অধীনে ভাড়াটিয়া। ভাড়াবাড়ীটি বসবাস এবং ব্যবসায় এই উভয়বিধি কাজের জন্য গৃহীত হইয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মুদীর কারবার চালাইতে তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে চাল, ডাল, মশলাপাতি প্রভৃতি দ্রব্য খরিদ্দারের প্রয়োজনে মজুত করিতে হয়।

(৩) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী কোন প্রকার মাল চোরাই চালান বা অবৈধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে আর্জিতে বর্ণিত অভিযোগ বিদ্বেষপূর্ণ, বিরক্তিকর হেতু ব্যয় প্রদানের আদেশ সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৭৬

ভাড়া-বাড়ি নীতি বিগর্হিত কাজে ব্যবহার হয় না বলিয়া লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী একজন খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী; এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে তিনি সংগীতে শিক্ষা দান করেন।

(২) ভাড়াবাড়ীটি কখনই পতিতালয় বা শুঁড়িখানারূপে ব্যবহার করা হয় না।

(৩) বিবাদী তাঁহার কাজের জন্য প্রতিবেশীদের নিকট হইতে উৎসাহ ও প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন। প্রতিবেশীগণ কখনও তাঁহার কাজে আপত্তি করেন নাই।

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে অভিযোগগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

নিদর্শ — ৭৭

ভাড়া-বাড়ীর ক্ষতি-সাধন অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলার অন্তর্গত ভাড়াবাড়ী বিবাদী চুক্তির মেয়াদ অন্তে খালি করিয়া দিয়াছে ইং .... তারিখে।

(২) ভাড়াবাড়ীটি ভোগদখল কালে বিবাদী বাড়ীর চতুপার্শ্বস্থ দেওয়ালের ভগ্নদশা সম্পর্কে বাদীকে জানাইয়াছে এবং প্রয়োজনে মেরামত করিয়াছে।

(৩) বাদীর উক্ত সম্পত্তিতে বিবাদী কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন করে নাই। বাদীর অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।

(৪) বিবাদীর নিবেদন এই যে মিথ্যা মামলাটি সূচনাতেই খারিজ করা হউক।

নিদর্শ — ৭৮

ক্ষতি অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাদী আর্জিতে বর্ণিত বাড়ী ভাড়া দিবার সময় বিলক্ষণ অবগত ছিল যে বিবাদী ভাড়াটিয়া হিসাবে উক্ত ভাড়াবাড়ী বসবাস করিবার জন্য এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হইবে।

(২) বিবাদী এ মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে ভাড়াবাড়ীর কোন অংশে বিবাদী ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

(৩) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাড়ীটি ভাড়া লইবার সময়ে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য বিবাদী প্রয়োজনীয় মেরামতি কার্য নিয়মিত করিয়া থাকে।

নিদর্শ — ৭৯

উপদ্রব ও উৎপাত অস্বীকারে বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বাদীর আর্জিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা বিবাদী অস্বীকার করে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী একজন চিকিৎসক এবং কাজের তাগিদে তাহাকে অধিক রাত্রে চেম্বার হইতে বাড়ী ফিরিতে হয়। সেজন্য প্রতিবেশীদিগের

কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই। এবং ঐ প্রকার অসুবিধার উল্লেখে যে কোন প্রতিবেশী বিবাদীর নিকট অভিযোগ করেন নাই।

(৩) এমতাবস্থায় বাদীর কোন প্রকার মামলার কারণ নাই।

(৪) মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৮০

স্বীয় বসতবাটী অস্বীকার করিয়া বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করিতেছে যে মামলার বিষয়ভুক্ত বাড়ীর ভাড়াটিয়া হইতেছে বিবাদী।

(২) বিবাদীর যে নিজস্ব বসবাসের গৃহ আছে বাদীর দ্বারা আর্জিতে এই তথ্য পরিবেশন সর্বৈব মিথ্যা। বিবাদীর নিজস্ব কোন গৃহ নাই অথবা ভবিষ্যতে এইরূপ গৃহ নির্মাণের সম্ভাবনা বা পরিকল্পনা নাই।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদীর পুত্র একজন ব্যবহারজীবি; উক্ত পুত্র একটি ফ্লাট খরিদ করিয়া সেখানে সপরিবারে বসবাস করিতেছে।

নিদর্শ — ৮১

ভাড়াটিয়া ভাড়া-বাড়ী বৎসরের অধিকাংশ সময় তালা চাবি দিয়া রাখে এই অভিযোগ অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী একজন প্রতিনির্ধি বিক্রেতা। বিবাদীকে স্বীয় কর্মে অনেক সময় শহরের বাহিরে থাকিতে হয়।

(২) ভাড়াবাড়ী যে বৎসরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে বাদীর এই বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা। বিবাদী এতদ্বারা বাদীর উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ৮২

ভাড়া-বাড়ী ছাড়িবার দায়িতা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) মামলার অন্তর্ভুক্তি ভাড়াবাড়ীতে বিবাদী একজন ভাড়াটিয়া।

(২) বাদীর অনুমতি ব্যতীত বিবাদী ভাড়া বাড়ীর অংশ বিশেষ ভাড়া দিয়াছে — বাদীর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদীর ইনজিনিয়ার পুত্র বরোদাতে কর্মে নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিবার কারণে বিবাদীর উক্ত পুত্র ভাড়াবাড়ীর প্রথমতলে স্বল্পকালের জন্য বসবাস করিতেছে।

(৪) বাড়ী ছাড়িবার বৈধ কোন নোটিশ বিবাদী পায় নাই।

নিদর্শ — ৮৩

ভাড়া বাড়ী ত্যাগ করিবার দায়িতা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী মামলার অন্তর্ভুক্ত ভাড়াবাড়ীর ভাড়াটিয়া।

(২) বিবাদী অস্বীকার করে যে বিবাদী প্রতিবেশীদিগের উদ্রেকের কোন কারণ হইয়াছে অথবা ভাড়াবাড়ীর কোন ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে ভাড়া চুক্তির শর্তানুসারে ভাড়াবাড়ীর মেরামতি কার্য বাদীর করণীয়। বাদী তাহা করেন নাই।

(৪) ইং ……… তারিখের নিবন্ধিত পত্র মারফত বিবাদী বাদীকে বাড়ীর সংস্কারকার্য সম্পন্ন করিবার নির্দেশ দান করিয়াছিল। তদসত্ত্বেও বাদী উক্ত সংস্কার কার্য সম্পন্ন করে নাই।

(৫) বাড়ী খালি করিবার যথাযোগ্য নোটিশ বিবাদী পায় নাই।

নিদর্শ — ৮৪

বাড়ীর মালিকানা অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) মামলার বিষয়ভুক্ত ভাড়া বাড়ীতে বিবাদী একজন ভাড়াটিয়া।

(২) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করে যে বাদী মামলার বিষয়ভুক্ত ভাড়াবাড়ীর মালিক।

(৩) ভাড়াবাড়ী ত্যাগ করিবার যথাযথ নোটিশ বিবাদী লাভ করে নাই।

(৪) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে মামলার বিষয়ভুক্ত ভাড়াবাড়ী সংস্কার সাধনের জন্য খালি করিবার প্রয়োজন আছে।

সত্যপাঠ

নিদর্শ — ৮৫

ভাড়াবাড়ী ত্যাগ করিবার দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী বাদীর অধীনে ভাড়াটিয়া ইহা বিবাদী স্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বাদী মামলার বিষয়ভুক্ত ভাড়াবাড়ীর মালিক।

(৩) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর ব্যবহারের জন্য ভাড়া বাড়ীটি প্রয়োজন।

(৪) ভাড়াবাড়ী ত্যাগ করিবার নোটিশ যথাযথ হয় নাই।

নিদর্শ — ৮৬

ভাড়া প্রদানে খেলাপ অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীব অধীনে একজন ভাড়াটিয়া।

(২) বিবাদী অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী ভাড়া প্রদানে কখনও খেলাপ করিয়াছে এবং বাদীর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী ইং .... সালের .... মাস হইতে ভাড়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় বিবাদী নিয়মিত রেনট্ কনট্রোলারের নিকট ভাড়া জমা দিয়া আসিতেছে।

(৪) ভাড়া বাড়ী ত্যাগ করিবার নোটিশ প্রদানের যৌক্তিকতা নাই।

নিদর্শ — ৮৭

নোটিশের যৌক্তিকতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) আর্জিতে বর্ণিত ভাড়াবাড়ীতে বাদীর অধীনে বিবাদী একজন ভাড়াটিয়া।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে চুক্তির শর্তানুসারে বিবাদীর স্থানান্তরে বদলী হইলে বিবাদীকে ভাড়াবাড়ী ত্যাগ করিবার নোটিশ প্রদান করা যাইবে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে ভাড়াবাড়ী ত্যাগ করিবার নোটিশ রহিত করিয়া নিবন্ধিত চিঠি দ্বারা ইং .... তারিখে বিবাদী বাদীকে জানাইয়াছে। বাদী তাহা ইং .... তারিখে গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) বাদীর দ্বারা প্রেরিত নোটিশের যৌক্তিকতা বিবাদী অস্বীকার করিতেছে।

লীজ সংক্রান্ত

নিদর্শ — ৮৮

দায়িতা অস্বীকারে জবাব

.... আদালত সমীপে

টাইটল মামলা নং .... সাল ....

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী আর্জিতে বর্ণিত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে।

(২) লীজের শর্তানুসারে ভাড়া বাড়ীর সংস্কার সাধনের দায়িত্ব বিবাদী পাট্টাদাতার নহে যেহেতু পাট্টা গ্রহীতা বাদীর অবহেলায় বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে, পাট্টাগ্রহীতা দ্বারা সিমেন্ট নির্মিত বহু টব ছাদে রাখিবার জন্য ছাদের ক্ষতি হইয়াছে।

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর এই নালিশ বিরক্তিকর ও অবৈধ।

(৫) বাদী এই মামলার দ্বারা কোন প্রকার সুবিধালাভ করিতে পারে না।

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী .... এখানে বিবাদীরূপে এই প্রকার সত্যাখ্যান করিতেছি যে উক্ত লিখিত জবাবে যে বক্তব্য পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা আমার জ্ঞানমত সত্য।

এই সত্যাখ্যান ইং .... তারিখে আমার অ্যাডভোকেটের চেমবারে আমি স্বাক্ষর করিলাম।

....

বিবাদীর স্বাক্ষর

চিরস্থায়ী আসেধাজ্ঞা

নিদর্শ — ৮৯

অস্তিমান অধিকার অস্বীকারে লিখিত জবাব

.... আদালত সমীপে

স্বত্বাগম মামলা নং .... সাল ....

বিবাদীর লিখিত জবাব —

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বাদীর আর্জিতে কোন নালিশের বিষয় নাই।

(২) বিবাদী অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর কোন প্রকার অস্তিমান অধিকার বিঘ্নিত হইয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি সম্পূর্ণ পৃথক। নালিশের বিষয় পৃথক হইবার কারণে ভিন্ন ভিন্ন মামলায় বিচার হইবার প্রয়োজন।

(৪) এই মামলায় বাদী কোনপ্রকার সুযোগ লাভ করিতে পারে না।

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী .... এই মামলার বিবাদীরূপে এতদ্বারা সত্যাখ্যান করিতেছি যে উক্ত জবাবে যে বক্তব্য রাখিয়াছি তাহা আমার জ্ঞানমতে সত্য ।

আমি এই সত্যাখ্যান ইং .... সালের অন্তর্গত .... মাসের .... তারিখে আমার ব্যবহারজীবির চেমবারে বসিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিলাম।

....

স্বাক্ষর

অনুজ্ঞা

নিদর্শ — ৯০

ভাড়া সংক্রান্ত অনুজ্ঞা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) মামলার বিষয়ান্তর্গত ভাড়া-বাড়িটি বিবাদীর দখলে আছে।

(২) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর অধীনে অনুজ্ঞাধারী।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী বাদীর অধীনে মামলার অন্তর্ভুক্ত ভাড়াবাড়ীতে মাসিক .... টাকা ভাড়ায় বসবাস করিতেছে। বিবাদী নিয়মিত বাদীকে ভাড়া দিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাদী কখনও কোন ভাড়ার রসিদ প্রদান করে নাই এই অজুহাতে যে পৌর কর্তৃপক্ষের নজরে আসিলে বাড়ীর বাৎসরিক মূল্য অনেক বাড়িয়া যাইতে পারে।

(৪) বিবাদী ইং .... তারিখে .... মাসের ভাড়া বাবদ .... টাকা ডাকযোগে বাদীকে প্রেরণ করিয়াছে। ঐ ভাড়ার টাকা ফেরত আসে নাই বা কোন রসিদ ও আসে নাই।

নিদর্শ — ৯১

অনুজ্ঞার অধীনে ভাড়াটিয়া অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর অধীনে অনুজ্ঞাপত্র দ্বারা জমি দখলে রাখিয়াছে।

(২) বিবাদীব বক্তব্য এই যে আর্জিতে জমিতে বিবাদী ভাড়াটিয়া হিসাবে অবস্থান করিতেছে; এবং সেকারণে বিবাদী বাদীকে নিয়মিত ভাড়া প্রদান করিতেছে যদিও বাদী সেজন্য কোন প্রকাব রসিদ প্রদান কবে নাই।

নিদর্শ — ৯২

অনুজ্ঞা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী পশ্চিমবংগ সোসাইটি নিবন্ধন আইনের বিধানানুসারে একটি নিবন্ধিত সংস্থা।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে ইহা একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা। এই সংস্থা একটি দাতব্য চিকিৎসালয এবং প্রতিবন্ধীদিগেব জীবিকা অর্জনের একটি সংস্থা পরিচালনেব জন্য যাত্রা অনুষ্ঠান মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করে।

(৩) বিবাদী বাদীর নিকট নিয়মিতভাবে এই অংগীকার করিয়াছে যে বাদী যখন জমিটি বিক্রয কবিবে তখন বিবাদী উক্ত জমি হইতে টিনের বেড়া তুলিয়া লইবে।

ভরণপোষণ

নিদর্শ — ৯৩

ভরণপোষণের দায়িত্ব অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করিতেছে যে বাদী তাহার বিবাহিতা স্ত্রী হইতেছে এবং দুই নম্বর বাদী তাহাব পুত্র হইতেছে।

(২) বিবাদী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছে যে সে কখনও বাদীর প্রতি নির্দয় আচরণ করিয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে এক নং বাদী কলহ পবায়ণা মহিলা এবং সামান্যতম কারণের অজুহাতে বিবাদীর সহিত বিবাদের উদ্দেশ্যে অগ্রণীভূমিকা গ্রহণ করে এবং যখন তখন পিত্রালয়ে গমন করে। এবং সম্প্রতি পুত্রসহ বাদী পিত্রালয়ে গমন পূর্বক এই মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছে।

(৪) বিবাদী তাহার শাস্ত্রসম্মত বিবাহিতা স্ত্রী বাদীকে স্বীয় আবাসে লইয়া আসিতে আগ্রহী এবং যখনই বাদী আসিতে চাহিবে তখনই বিবাদী বাদীকে আনয়ণ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

সত্যাখ্যান

মুসলিম আইনে ভরণপোষণ

নিদর্শ — ৯৪

কোনপ্রকার সাহায্য প্রদানের দায়িতা অস্বীকারে মুসলিম স্বামীর লিখিত জবাব

বিবাদীব নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার কবিতেছে যে বিবাদী বাদীকে তালাক দিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর ইচ্ছানুসারে বিবাদী তালাক দিয়াছে; চুক্তির শর্ত এইরূপ ছিল যে বাদী তাহার সকলপ্রকার দাবি ত্যাগ কবিবে এবং ইদ্দত সময়কাল পর্যন্ত বিবাদী বাদীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) ইদ্দত সময়কাল ব্যতীত অন্য সময়েব ভরণপোষণের দায়িত্ব বিবাদী অস্বীকার করিতেছে।

বিবাহ

নিদর্শ — ৯৫

ভারতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন — খ্রীষ্টান অভিযোগ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী বিবাহ স্বীকার করিতেছে।

(২) বাদীর প্রতি নির্দয় আচরণের অভিযোগ বিবাদী অস্বীকার করিতেছে।

অথবা

বিবাদী ব্যাভিচারের অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ লাভ করিতে পারে না।

বিবাহ (খ্রীষ্টান)

নিদর্শ — ৯৬

ব্যাভিচার অস্বীকারে পত্নীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে বর্ণিত বিবাহ সংক্রান্ত বিবরণ বিবাদী স্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী-সহ প্রতিবাদীর সহিত ব্যাভিচারে লিপ্ত আছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি দূরভিসন্ধিমূলক এবং বিরক্তিকর।

নিদর্শ — ৯৭

বিবাহ (পারসী আইন)

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে বর্ণিত পক্ষদ্বয়ের বিবাহ সংক্রান্ত বিবরণ বিবাদী স্বীকার করিতেছে।

(২) বাদী আর্জিতে বিবাদী সম্পর্কে যে অভিযোগ করিয়াছে বিবাদী তাহা সম্পূর্ণ করিতেছে।

(৩) বাদীর দাবি অগণ্য এবং মামলাযোগ্য নহে।

মনিব ও কর্মচারী

যে ব্যক্তি বেতন প্রদানের শর্তে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কোন কর্মে নিয়োগ করে সে ব্যক্তি মনিব এবং বেতনলাভের বিনিময়ে যে ব্যক্তি কর্ম করে তাহাকে কর্মচারী বলে। মনিব কাজের সীমা নির্ধারণ করে (Prescribes to the workman the end of his work)। কার্য পরিচালনার ক্ষমতা মনিবের (Retains the power of controlling)।

নিদর্শ — ৯৮

বেতন প্রদানের দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর নিবেদন এই যে আর্জিতে লিখিত সময়কালে বাদী বিবাদীর কোন প্রকার কাজে নিযুক্ত ছিল না এবং ঐ সময়কালের জন্য বাদী কোন প্রকার বেতন পাইতে পারে না।

(২) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাদী ইং .... তাবিখে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে এবং কর্মে পুনরায় যোগদানের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

(৩) আইনের বিধানানুসারে বিবাদী বাদীকে গ্রাচ্যুইটি (আনুতোষিক ইত্যাদি) আইন মোতাবেক প্রদান করিয়াছে।

(৪) বাদীকে পুনরায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের দায়িতা বিবাদী অস্বীকার করিতেছে।

নাবালক

নিদর্শ — ৯৯

নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তর অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব

বিবাদীব নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকাব করিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তি বিবাদী বিক্রয় করিয়াছে।

(২) বিবাদীব বক্তব্য এই যে .... আদালত ... . তারিখেব .... নং আদেশ দ্বারা বিবাদীকে নাবালকেব প্রামাণীকৃত অভিভাবকরূপে নিয়োগ করিয়াছে এবং নাবালকের স্বার্থে নাবালকের যে কোন সম্পত্তি অভিভাবক উক্ত আদেশবলে হস্তান্তর কবিতে পারে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী নাবালকের সম্পত্তি কমদামে বিক্রয় করে নাই।

অর্থ সংক্রান্ত মামলা

নিদর্শ — ১০০

অর্থ প্রদানের দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী বিবাদীকে কোন প্রকার অর্থ ঋণ হিসাবে বা অগ্রীম হিসাবে প্রদান করে নাই।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী বাদীর অধীনে স্টেনোগ্রাফাররূপে নিযুক্ত ছিল এবং ,বাদীর নিকট হইতে বিবাদী তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ কাজের বিনিময়ে ছয়মাস কাল অর্থ গ্রহণ করিয়াছে।

(৩) বিবাদীর নিবেদন এই যে অনিয়মিত বেতন প্রদানের কারণে বাদীর অধীনে চাকরী বিবাদী ছাড়িয়া দিয়াছে। এবং সেকারণে বাদী বিদ্বেষপরায়ণবশঃ বিবাদীর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করিয়াছে।

(৪) এই মামলা সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

(৫) মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

(৬) বিবাদীকে অহেতুক হয়রান করিবার কারণে এবং এই মামলার ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য করায় বিবাদীকে সাকুল্যে .... টাকা খেসারৎরূপে বাদীকে প্রদান কবিতে মহামান্য আদালতের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে।

নিদর্শ — ১০১

অতিরিক্ত অর্থপ্রদান অস্বীকারে বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) আর্জিতে বর্ণিত মালপত্রগুলি প্রাপ্তি বিবাদী এতদ্বারা স্বীকার করিতেছে।

(২) বাদীর দাবি অনুসারে উক্ত মালগুলিব মূল্য ... . টাকা; বিবাদী ইহা এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে। উক্তমালগুলির বর্তমান বাজার দর ... . টাকা মাত্র। বিবাদী বাজার দর অনুসারে মালগুলির মূল্য উক্ত .... টাকা বাদীকে প্রদান করিয়াছে।

(৩) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বাদী বিবাদীর নিকট কোনপ্রকার অর্থ পাইবে এবং বিবাদী বাদীর নিকট কোন টাকার জন্য ঋণী আছে।

নিদর্শ — ১০২

অতিরিক্ত অর্থ প্রদান অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর চাহিদানুসারে বিবাদী বাদীকে আসবাবপত্র ইং .... তারিখে যোগান দিয়াছে।

(২) বিবাদী ইহা স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী চুক্তির শর্তানুসারে উক্ত মালের মূল্য বাবদ .... টাকা লাভ করিয়াছে।

(৩) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বাদী বিবাদীকে মূল্য বাবদ অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করিয়াছে, তথ্যসংক্রান্ত ভ্রান্তিবশতঃ বাদী উক্ত দাবী করিয়াছে। বাদীর আর কোন দাবি নাই।

নিদর্শ — ১০৩

মালগুলিকে পরিকল্পনা ও নমুনানুসারে নির্মিত ইহা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী ইহা স্বীকার করিতেছে যে বিবাদীর বাদীকে উল্লিখিত পরিকল্পনা ও নমুনানুসারে .... মাল নির্মানের ফরমাস প্রদান করিয়াছিল।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী যে মাল যোগান দিয়াছে তাহা প্রদত্ত পরিকল্পনা ও নমুনানুসারে নির্মিত হয় নাই; ফলে ঐ মালপত্র নির্দেশানুসারে পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন না করিলে বিবাদীর কোন প্রয়োজনে আসিবে না। এই মর্মে বিবাদী বাদীকে জানাইয়া দিয়াছে।

(৩) বাদী এখনও পর্যন্ত মালগুলি কার্যোপযোগী করিয়া বিবাদীকে যোগান দেয় নাই। সেকারণে, বাদী কোন প্রকার অর্থ দাবি করিতে পারে না।

নিদর্শ — ১০৪

নিকৃষ্ট কারিগরী দক্ষতার কারণে দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এতদ্বারা স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীকে .... টাকা হারে .... কাজের জন্য কাজগুলি সুসম্পন্ন করিবার শর্তে চুক্তি করিয়াছিল।

(২) বিবাদীর নিবেদন এই যে কাজটির অধিকাংশ তাচ্ছিল্য সহকারে করা হইয়াছে এবং উহা বিবাদীর কোন প্রয়োজনে থাকিবে না।

(৩) বাদী কাজগুলির ত্রুটি সংশোধন করে নাই যদিও উহা সংশোধন করিতে স্বীকার করিয়াছিল।

(৪) মামলাটির কোন যৌক্তিকতা নাই।

নিদর্শ — ১০৫

কোন টাকা প্রদানের দায়িতা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাদী বিবাদীকে পুরাতন মোটর গাড়ি নং .... খানি .... টাকায় খরিদ করিতে প্ররোচিত করে এই মর্মে যে চার কিস্তিতে গাড়ির মূল্য পরিশোধ করা চলিবে এবং গাড়ির আভ্যন্তরীণ এমন কোন ক্রটি বিচ্যুতি নাই যাহাতে গাড়িখানি চলাচলে অপরাগ হয়।

(২) বিবাদী গাড়িখানার নানাপ্রকার ক্রটিবিচ্যুতির জন্য ব্যবহার করিতে পারে নাই এবং গাড়িখানি চলাচলের উপযুক্ত নহে।

(৩) বিবাদী বাদীকে বাদীর ব্যয়ে গাড়িখানি মেরামত করিতে অনুরোধ করে অন্যথা বিবাদীর অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া গাড়িখানি ফেরত লইতে অনুরোধ করে।

(৪) বাদী উক্ত উভয়প্রকার সুযোগের কোনটি ব্যবহার না করায় কোন প্রকার দাবি করিতে পারে না।

নিদর্শ — ১০৬

দায়িতার পরিমাণ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী ইহা স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর নিকট হইতে একখানি বচনপত্র (প্রমিসরি নোট) সম্পাদন করিয়া ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বচনপত্রখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং বিবাদী ইংরাজী ভাষা জানেন না বা বোঝেন না।

(৩) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে এবং উক্ত ঋণ এক বৎসরেব মধ্যে পরিশোধিত হইবে।

(৪) মামলাটির কোন যৌক্তিকতা নাই।

নিদর্শ — ১০৭

দায়িতা অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদী বিবাদীর নিকট হইতে .... টাকা পাইবার হকদার।

(২) বাদী এই মর্মে চুক্তি করিয়াছিল যে বাদী বিবাদীকে সেগুনকাঠ নির্মিত আসবাবপত্রের যোগান দিবে; কিন্তু যে আসবাবপত্র বাদী যোগান দিয়াছে তাহার অনেকগুলি সেগুনকাঠ দিয়া নির্মিত নহে।

(৩) বিবাদী বাদীকে সেগুনকাঠে নির্মিত নয় আসবাবপত্রগুলি ফেরত লইয়া সেগুনকাঠের আসবাবপত্র যোগান দিতে অনুরোধ জানায় কিন্তু তাহা করে নাই।

নিদর্শ — ১০৮

দায়িতা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে লিখিত বাদীর তথাকথিত দাবি বিবাদী সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী বিবাদীকে .... পরিমাণ নিম্নভূমি বিক্রয় করিয়াছিল এই শর্তে যে বিক্রয়ের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উক্ত নিম্নভূমি মাটি দ্বারা পূর্ণ ও ভরাট করিবে।

(৩) বাদী চুক্তির শর্তানুসারে উক্ত কার্য সম্পন্ন করে নাই; বিবাদী লিখিত নোটিশ করা শর্তেও বাদী উক্ত কাজ করে নাই। এমতাবস্থায় বিবাদী .... টাকা ব্যয়ে উক্ত জমি ভরাটের কার্য সম্পন্ন করিয়াছে। উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ বাদীর দাবির সমপরিমাণ হইতেছে।

(৪) বাদী এমতাবস্থায় কোন প্রকার টাকা বিবাদীর নিকট হইতে লাভ করিবার হকদার নহে।

(৫) মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

বন্ধক

নিদর্শ — ১০৯

পুনঃসমর্পণ বিষয়ে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী অগ্রিম প্রদত্ত টাকা বিবাদীকে পরিশোধ করিয়াছে।

(২) পুনঃ সমর্পণপত্র দলিলের ব্যয় বাবদ বিবাদী বাদীকে .... টাকা জমা দিবার নির্দেশ দিয়াছিল।

(৩) বিবাদীর নির্দেশমত বাদী টাকা প্রদান না করায় পুনঃসমর্পণপত্র সম্পাদন করা সম্ভব হয় নাই।

(৪) মামলাটি বিরক্তিকর এবং অর্থহীন ও মামলাব ব্যয় প্রদান করিবার আদেশ সহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ১১০

বন্ধকী সম্পত্তি সহকারের অঙ্গীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বন্ধকী পাওনার অদ্যাবধি হিসাব করা হয় নাই।

(২) বিবাদীব বক্তব্য এই যে বন্ধকী সম্পত্তি যথাযত সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হইয়াছে।

(৩) এমতাবস্থায় মামলার পবিস্থিতি এখনও সৃষ্টি হয় নাই।

(৪) মামলাটি খারিজ করিতে আবেদন জানান যাইতেছে।

নিদর্শ — ১১১

ঋণের টাকা পরিশোধ স্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীব নিবেদন এই যে বিবাদী বাদীকে ইতিপূর্বে বন্ধকী টাকা ইং .... তারিখে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়াছে। এবং প্রাপ্তি স্বীকারে বাদী রসিদ প্রদান করিয়াছে।

অথবা

বিবাদী বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ইতিপূর্বে মামলা দায়ের করিয়াছে। মামলা নং .. .. আদালতের নাম .. ..

(২) এমতাবস্থায় মামলার কোন কারণ / হেতু নাই।

নিদর্শ — ১১২

প্রতিভূতির অপর্যাপ্ততা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বাদী আর্জিতে অভিযোগ করিয়াছে যে প্রতিভূতির পরিমাণ পর্যাপ্ত হয় নাই। বিবাদী ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে ঋণের জন্য যে সম্পত্তি বন্ধক রাখা হইয়াছে তাহার বাজার মূল্য ঋণের টাকার তিনগুণ হইবে।

(৩) মামলাটি বিরক্তিজনক।

নিদর্শ — ১১৩

প্রভার-ঘোষণা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বন্ধকী সম্পত্তি বিষয়ে বাদীব উক্ত সম্পত্তিতে প্রভার ঘোষণালাভ করিবার অধিকার আছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে যে দলিলগুলি একুইটেবল মরগীজ সৃষ্টির জন্য বাদীকে প্রদান করা হইয়াছে তাহা বিবাদীর নিজস্ব সম্পত্তি নহে, দলিল দস্তাবেজ প্রেরণ সংক্রান্ত চিঠি দ্বারা সম্পত্তিতে চার্জ গঠন করিবার কোন প্রকার অভিপ্রায় সূচিত করে না।

(৩) মামলাটি দূরকল্পী এবং বিরক্তিজনক।

জীবনযাপনের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ

নিদর্শ — ১১৪

সমগ্র চাহিদা পূরণের দাবি অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী নং ২ এতদ্বারা অস্বীকার কবিতেছে যে বাদী যে মাল বিবাদী নং ১কে যোগান দিয়াছে তাহার মূল্য বাবদ .... টাকা পাইবে। মালগুলি ১নং বিবাদীর জীবনযাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(২) ২নং বিবাদীর বক্তব্য এই যে ১নং বিবাদী শপথ করিয়া বলে নাই যে বাদী প্রেরিত মালগুলি ২নং বিবাদী লাভ করিয়াছে এবং ঐগুলি বিবাদীর জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ঐগুলি তাহার পদমর্যাদা মাফিক হইয়াছে।

(৩) মামলাটি ফাটকামূলক।

নিদর্শ — ১১৫

স্বামীর দায়িতা অস্বীকারে জবাব

১নং বিবাদীর নিবেদন

(১) ১নং বিবাদীর বক্তব্য এই যে ২নং বিবাদী ইতিপূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিয়াছে এবং তাহার পুত্র ও নিজের জন্য খোরপোষ দাবি করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে ২নং বিবাদীর নিকট হইতে কোন শপথনামা না পাওয়া পর্যন্ত বাদীর দাবি কষ্টকল্পিত মাত্র; উহা আদৌ বিবেচনাধীন নহে।

প্রমিসরি নোট

নিদর্শ — ১১৬

মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা প্রমিসরি নোট সংগ্রহের অভিযোগ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর নিবেদন এই যে বাদী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে .... তারিখে বচনপত্রখানি সজ্ঞানে এবং বচনপত্রের মর্ম অবগত হইয়াছিল।

(২) বিবাদী এই মমে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর নিকট হইতে মিথ্যা বর্ণনা, পীড়ন অথবা তথ্যের প্রমাদ দ্বারা বচনপত্র খানি সংগ্রহ করিয়াছিল।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি বিরক্তি উৎপাদনকারী এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হইয়াছে।

চেক

নিদর্শ — ১১৭

চেকের টাকা প্রদান বন্ধ করিবার কারণ দর্শাইয়া বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী যে সকল মালপত্র যোগান দিয়াছে তাহা ত্রুটিযুক্ত। সেকারণে বাদীর অনুকূলে যে চেক ইসু করা হইযাছিল তাহা টাকা প্রদান না করিতে পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দান করা হইয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে লিখিতভাবে জানান সত্ত্বেও বাদী জিনিসগুলির ত্রুটি মুক্ত করিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে এমতাবস্থায় বাদী বিবাদীর হেপাজত হইতে যে কোন সময়ে মালগুলি ফেরত হইতে পারে।

(৪) আর্জিতে বর্ণিত অভিযোগ সংক্রান্ত কোন প্রকার দায়িতা গ্রহণ করিতে বিবাদী অস্বীকার করিতেছে।

নিদর্শ — ১১৮

অগ্রাহ্য চেকের দায়িতা অস্বীকারে লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী চেকটি বৈধ সময়কালের মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা দেয় নাই; সেজন্য চেকটি অস্বীকৃত হইয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদীর অ্যাকাউনটে ব্যাঙ্কে চেকটিকে সম্পাদিত করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা ছিল।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি নিহীত বিরক্তিজনক এই কারণে যে বিবাদীকে না জানাইয়া মামলাটি করা হইয়াছে।

(৪) অভিযোগের দায়িতা বিবাদী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছে।

লোককণ্টক

[দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারায় লোককণ্টক বা ন্যুইস্যানস-এর সংজ্ঞা প্রদান করা আছে নিম্নলিখিত রূপ] ঃ

ধারা ৯১। লোককণ্টক বা সর্বসাধারণের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্য অবৈধ কার্য — (১) লোককণ্টক বা সর্বসাধারণের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বা ঐরূপ প্রভাব সৃষ্টি করিতে এরূপ অন্য অবৈধ কার্য-এর ক্ষেত্রে কোন ঘোষণা বা আসেধাজ্ঞার জন্য কিংবা মকদ্দমাটির পারিপার্শ্বিকতায় যাহা যথাযথ হইতে পারে এরূপ কোন উপশম প্রাপ্তির জন্য মকদ্দমা দায়ের করা যায় —

(ক) মহা-অধিবক্তা কর্তৃক, অথবা

(খ) আদালতের অনুমতিক্রমে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ লোক-কণ্টক বা অন্য অবৈধ কার্য দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিবর্গের কোন বিশেষ ক্ষতি না হইয়া থাকিলেও।

(২) এই ধারার কোন কিছু, ইহার বিধান সমূহের সহিত সম্পর্কহীনভাবে বিদ্যমান থাকা মকদ্দমার অধিকার-কে সীমিত করে বা অন্যপ্রকারে প্রভাবিত করে বলিয়া ধরা যাইবে না।

নিদর্শ — ১১৯

প্রতিবন্ধকতা অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে .... সাধারণের জন্য ব্যবহৃত রাস্তায় বিবাদী বাড়ি নির্মাণের মালমশলা রাখিয়া চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) বাড়ি নির্মাণের মাল মশলা যোগানদার উক্ত রাস্তার পাশে রাখিবার অব্যবহিত পরেই বিবাদী ঐ মাল নিজ জমিতে লইয়া গিয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে স্থানীয় পৌরসভার অনুমতি ক্রমে বিবাদী রাস্তার ধারে অল্প সময়ের জন্য ঐ মাল রাখিয়াছিল।

(৪) এমতাবস্থায় পৌবসভাকে পক্ষভুক্ত না করিয়া মামলা চলিতে পারে মা।

নিদর্শ — ১২০

দূষণ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে মহিষের মলদ্বারা দূষণ সৃষ্টি করিয়া লোক কণ্টক কবা হইয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে পৌরসভাব স্বাস্থ্যোপকবণ পরিদর্শক (স্যানিটারি ইন্‌স্‌পেকটর) সম্প্রতি খাটালটি পবিদর্শন কবিয়াছেন এবং সেখানে লোক কণ্টক অবস্থা নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

(৩) মামলাটি বিরক্তিকর।

নিদর্শ — ১২১

লোককণ্টক অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে বর্ণিত প্রতিবন্ধকতা ও লোককণ্টকতার অভিযোগ সবৈব মিথ্যা; বিবাদী সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে।

(২) বাদীর বাড়ী ব্যবহারে কোনপ্রকার লোক কণ্টকতার সৃষ্টি করা হয় নাই।

(৩) বাদীর অসুবিধা সংক্রান্ত নানাপ্রকার অভিযোগ নিছক কল্পনা মাত্র।

(৪) মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

বণ্টন

নিদর্শ — ১২২

অভিযোগ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে আর্জিতে বর্ণিত যৌথ সম্পত্তিতে বাদীর অংশ আছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী বাদীকে উক্ত সম্পত্তি আপোষ বণ্টনের প্রস্তাব দান করিয়াছিল কিন্তু বাদী উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই।

নিদর্শ — ১২৩

অভিযোগ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এতদ্বারা স্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত যৌথ সম্পত্তিতে বাদীব অংশ আছে।

(২) বিবাদী নির্দিষ্ট সময় অন্তর উক্ত যৌথ সম্পত্তি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ বাদীকে প্রদান করিয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সংস্কার ও আদায়ের ব্যয় বাদে বাদীর অংশ মোতাবেক উদ্বৃত্ত অর্থ বাদীকে যথাযথ প্রদান করিয়াছে।

(৩) উপরিলিখিত বিষয় ব্যতীত আর্জিতে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে মিথ্যা এবং বিবাদী এতদ্বারা ঐগুলি অস্বীকার কবিতেছে।

নিদর্শ — ১২৪

অবৈধ অর্থ আত্মসাৎ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে বর্ণিত যৌথ তহবিল হইতে অর্থ আত্মসাৎ-এর অভিযোগ বিবাদী এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে যৌথসম্পত্তির হিসাব তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা রক্ষিত হয় এবং পক্ষগণ ইচ্ছামত ঐ হিসাব পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

(৩) বাদী তাহার প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অধিকতর অর্থ দাবি করায় বিবাদী তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করে।

নিদর্শ — ১২৫

অভিযোগ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তির অর্ধাংশ বাদীর প্রাপ্য ইহা বিবাদী স্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদীর নিবেদন এই যে বিবাদী বাদীকে হিসাবসহ বাদীর অংশ মোতাবেক টাকা প্রেরণ করিয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে গ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন হওয়ার কারণে বর্গাদার অনেক কম ফসল দিতেছে। ফসলের পরিমা-, এ-ং কম আসিতেছে যে যে সকল কর্মচারী যৌথ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেব দায়িত্বে আছে তাহাদের বেতন প্রদান ঐ জমির আয় হইতে সম্ভব হইতেছে না।

(৪) আর্জিতে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, উপরিউক্ত বক্তব্য ব্যতীত অন্যান্য অভিযোগগুলি বিবাদী এতদ্বাবা অস্বীকার করিতেছে।

অংশীদারী কারবার

নিদর্শ — ১২৬

বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে —

(১) বিবাদী এতদ্বা-: স্বীকার করিতেছে যে বাদী .... অংশীদারী কারবার হইতে অবসরগ্রহণের নোটিশ প্রদান করিয়াছে।

(২) বিবাদী অবশ্য এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদী উক্ত অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধনের আদেশ লাভ করিতে পারে।

(৩) বিবাদীব বক্তব্য এই যে অংশীদারী কারবার নামার শর্তানুসারে অবসরগ্রহণকারী অংশীদার স্বীয় পুত্রকে অংশীদাররূপে নিয়োগ করিতে পারে; যদি অবসরগ্রহণকারী অংশীদার কাহাকেও তাঁহাব স্থলে নিয়োগ না করেন তাহা হইলে অন্যান্য অংশীদারগণ অপরকোন ব্যক্তিকে অবসরগ্রহণকারী অংশীদারের স্থলে অংশীদাররূপে নিয়োগ করিতে পারেন।

অথবা

বিবাদীর বক্তব্য এই যে অংশীদারীকারবাবনামার চুক্তির শর্তানুসারে কোন অংশীদার কারবার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অন্যান্য এক বা একাধিক অংশীদার এককভাবে বা যৌথভাবে কারবারটি চালাইয়া যাইতে পারিবে।

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী .... সালে তাহার প্রাপ্য লভ্যাংশ অপেক্ষা .... টাকা অধিক গ্রহণ করিয়াছে এবং বাদী ঊদ্ধর্তপত্র (ব্যালান্স্ সীট) লাভলোকসানের হিসাব ও বাণিজ্যিক হিসাবে স্বাক্ষর করেন নাই।

(৫) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী পূর্বে জানাইয়া হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারেন।

(৬) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি বিরক্তিকর।

নিদর্শ — ১২৭

গোপন লাভ প্রাপ্তি অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী ইং .... তারিখ হইতে ইং .... তারিখ পর্যন্ত কারবারে যোগদান করিতে পারে নাই।

(২) বিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর অনুপস্থিতি কালে বিবাদী কোন প্রকার গোপন লভ্যাংশ লাভ করে নাই।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে কারবারের সকল প্রকার পাওনা আদায় করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে বাদীর উপর; উক্ত আদায়ের হিসাব দাখিল করিবার দায়িত্ব বাদীর; বাদী কারবার হইতে অনুপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে অথবা কারবারে যোগদান করিবার অব্যবহিত পরে হিসাব নিকাশ দাখিল করে নাই।

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর নালিশ জানাইবার আদালত গ্রাহ্য কোন বিষয় নাই। মামলাটি বিচারের অযোগ্য।

নিদর্শ — ১২৮

মামলার যৌক্তিকতা অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

.... আদালত সমীপে

টাইটল মামলা নং .... তাং ....

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে মামলার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে; বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে এই মামলা অংশীদারী আইনের বিধান অনুসারে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

(২) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিনাশপ্রাপ্ত অংশীদারী কারবারে তাহার কোন দায়িতা আছে; কারণ, কারবারের সম্পদ দায়িতা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট

অথবা

রিসিভার নিয়োগের কোন কারণ দর্শান হয় নাই।

(৩) বাদী এমতাবস্থায় কোন প্রকার উপশম লাভ করিতে পারে না।

সত্যাখ্যান

আমি বিবাদী শ্রী .... এতদ্বারা সত্যাখ্যান করিতেছি যে উপরি লিখিত জবাব আমার জ্ঞানমতে সত্য। এই সত্যাখ্যান অদ্য ইং .... তারিখে আমার ব্যবহারজীবীর অফিসে স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর

দখল

নিদর্শ — ১২৯

বিবাদীর লিখিত জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) মামলার অন্তর্ভুক্ত জমি বিবাদীর দখলে আছে ইহা বিবাদী স্বীকার করিতেছে।

(২) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীকে দখলচ্যুত করিয়া উক্ত জমি জবরদখল করিয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী বিবাদীকে উক্ত মামলার অন্তর্ভুক্ত জমি দুই বৎসরের জন্য অনুজ্ঞাধারীরূপে দখল করিবার অধিকার পরোক্ষভাবে দান করিয়াছিল; উক্ত দুই বৎসর সময়কাল এমন শেষ হয় নাই।

(৪) এমতাবস্থায় মামলার কোন কারণ নাই।

নিদর্শ — ১৩০

সীমা লঙ্ঘন অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর জমি কোন অংশ অবৈধভাবে দখল করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী উক্ত জমি ক্রয় করিবার পূর্ব হইতে উক্ত জমির অংশবিশেষ বিবাদী ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

(৩) উক্ত জমি ক্রয় করিবার পূর্বে বাদীর উচিৎ জমি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অবহিত হওয়া

(৪) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মামলাটি কল্পিত বিধায় ঐ বিষয়ে মামলা চলিতে পারে না।

অগ্রক্রয়াধিকার

নিদর্শ — ১৩১

কোন সুন্নী মুসলিম বিবাদীর অগ্রক্রয়াধিকার অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী তাহার জমির একাংশ অপব বিবাদীকে বিক্রয় করিয়াছে; বিবাদীব এখনও একখণ্ড জমি আছে, যাহা বাদীব জমির সংলগ্ন হইতেছে।

(২) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে উক্ত পরিস্থিতিতে বাদীব কোন প্রকার অগ্রক্রয়াধিকার আছে।

(৩) আর্জিতে বর্ণিত সমগ্র সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয নাই।

(৪) এরূপ অবস্থায় মামলাটির কোনপ্রকার যৌক্তিকতা নাই।

নিদর্শ — ১৩২

অগ্রক্রয়াধিকার অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তির অংশবিশেষ বিক্রয় করিবার পূর্বে উহা বাদীকে .... টাকা মূল্যে খরিদ করিবার জন্য প্রস্তাব দান করিয়াছিল এবং বাদীকে ১৫ দিন সময় দিয়াছিল।

(২) বাদী উক্ত প্রস্তাবে কোন প্রকার উত্তরদান করে নাই। বাদীর নীরবতার কারণে বিবাদীকে কন্যার বিবাহের জন্য অর্থের জরুরী প্রয়োজন বিধায় উক্ত সম্পত্তি বাদী ভিন্ন অপব ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

(৩) বাদীর মামলা করিবার কোন কারণ নাই।

(৪) এমতাবস্থায় মামলাটির জন্য কোনপ্রকার শুনানীর প্রয়োজন নাই। মামলাটি খারিজ করতে প্রার্থনা জানান যাইতেছে।

সত্যাখ্যান

নিদর্শ — ১৩৩

পণ্য বিক্রয়

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদী কে .... পরিমাণ পণ্য যোগান দিবাব জন্য ফরমাস দিয়াছিল।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে চুক্তিব শর্তানুসারে পণ্য সরবরাহের জন্য ফরমাসের তারিখ হইতে সাতদিনের মধ্যে উক্ত পণ্য সরবরাহ করিতে হইবে, বাদী নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে পণ্য সরবরাহ করিতে পাবে নাই। ফলে, বিবাদীকে খোলা বাজার হইতে উক্ত পণ্য ক্রয় কবিতে হইয়াছে।

(৩) এমতাবস্থায় বিবাদী বাদীর অভিযোগ অনুসারে খেসারত প্রদান করিতে অস্বীকার করিতেছে।

নিদর্শ — ১৩৪

চুক্তির যথানির্দিষ্ট পালন অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

(১) বিবাদীব বক্তব্য এই যে বিবাদী মালিকেব নিযুক্তক হিসাবে বাদীকে উক্ত পণ্য বিক্রয়েব প্রস্তাব কবিযাছিল, বাদী বিবাদীব অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

(২) ইতিমধ্যে মালিক বিবাদীর প্রতিনিধিত্ব কবিবাব ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটাইলে উক্ত বিষয়ে বাদীকে ওয়াকিবহাল কবা যায়।

(৩) বিবাদী তাহার দায়িতা অস্বীকার করিতেছে।

নিদর্শ — ১৩৫

পণ্য পৃথকীকরণ অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর স্টক হইতে .... পণ্য ক্রয় করিতে চুক্তি করিয়াছিল।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে কিছু কিছু পণ্য ওজন করা হইয়াছিল কিন্তু সেগুলি পৃথক করা হয় নাই।

(৩) বিবাদী অস্বীকার করিতেছে যে পণ্যগুলি বিবাদীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

নিদর্শ — ১৩৬

পণ্যগুলি নমুনাসারী নহে — ইহা অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করিতেছে যে বাদী প্রেরিত নমুনানুসারে বিভিন্ন প্রকার পণ্য সরবরাহের জন্য ফরমাস দিয়াছিল।

(২) বিবাদী এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে যে পণ্যগুলি নমুনানুসারী ছিল না।

(৩) পণ্যের মূল্য প্রদানে অনিচ্ছার কারণে বাদী কাল্পনিক অভিসন্ধিমূলক অভিযোগ আনয়ণ করিয়াছে।

নিদর্শ — ১৩৭

বিক্রেতার মাল বিক্রয়ের অধিকার নাই — ইহা অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিক্রেতার পণ্যগুলি বিক্রয় করিবার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া বিবাদী পণ্যগুলি খরিদ করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী সরল বিশ্বাসে পণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধান্তে প্রধান বাদীর উপস্থিতিতে পণ্যগুলি ক্রয় করিয়াছিল, এই বিক্রয়ে প্রধান বাদী কোনপ্রকার আপত্তি করে নাই বরং মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

নিদর্শ — ১৩৮

অর্থপ্রদানের দায়িতা অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর বক্তব্য এই যে

(১) বিবাদী এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত মেশিনটি দশ দিনের মধ্যে কর্মোপযোগী কবিবার ও নির্দিষ্ট দিনে পারিশ্রমিক প্রদানের চুক্তি করিয়াছিল বাদীর সংগে। অবশ্য, ইহা চুক্তি ছিল যে উক্ত নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে মেশিনটি চালু করিতে হইবে।

(২) বিবাদী চুক্তি অনুসারে অর্থপ্রদান করে নাই এই কারণে যে উক্ত দিনে বাদী মেশিনটি চালু করিতে পারে নাই এমনকি মেশিনের বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত করিতেও পারে নাই।

নিদর্শ — ১৩৯

পণ্যের নিম্ন মান অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

বিবাদীর নিবেদন

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী যে পণ্য যোগান দিয়াছে তাহা নিম্নমানের। আর্জিতে বর্ণিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(২) বাদী .... পেটেন্ট্ নামের পণ্য যোগান দিবার ফরমায় দিয়াছিল এবং বিবাদী উক্ত পণ্যই যোগান দিয়াছে।

(৩) এমতাবস্থায় বিবাদী সর্বপ্রকার দায়িতা অস্বীকার করিতেছে।

নিদর্শ — ১৪০

খেসারত প্রদানের দায়িতা অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত পণ্য বাদীকে যোগান দিবার চুক্তি বিবাদী বাদীর সহিত সম্পন্ন করিয়াছিল।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে মাল সরবরাহ করিবার সময় বাদী মূল্য প্রদান করিবে এইরূপ চুক্তি ছিল।

(৩) প্রথম পর্যায়ে মাল সরবরাহকালে বাদী মূল্য প্রদান করিতে অক্ষম হওয়ায় বিবাদী পরবর্তী পণ্য যোগান দেয় নাই।

(৪) বাদী আর্জিতে যে সকল ক্ষয় ক্ষতির উল্লেখ করিয়াছে তাহা বিবাদী সর্বৈব অস্বীকার করিতেছে।

নিদর্শ — ১৪১

চুক্তি অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

(১) আর্জিতে বর্ণিত তথাকথিত চুক্তির বিষয় বিবাদী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছে। বস্তুত পক্ষদ্বয়ের দ্বারা কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই।

(২) এইমাত্র চুক্তি হয় যে বাদীর উকিল একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিবে এবং বিবাদীর উকিল উহা অনুমোদন করিবে, কিন্তু ঐ প্রকার চুক্তিপত্র প্রণীত বা অনুমোদিত হয় নাই।

(৩) বাদীর মামলা করিবার কোন কারণ নাই।

নিদর্শ — ১৪২

উত্তম স্বত্ব অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহাতে বাদীকে পণ্যের উত্তম স্বত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করিবার অংগীকার যুক্ত ছিল। .... তারিখের চিহ্ন দ্বারা বিবাদী বাদীকে এই বিষয়ে সচেতন করা সত্ত্বেও বাদী পণ্যের স্বত্ব সম্পর্কে বিবাদীকে নিশ্চিত করিতে পারে নাই। ফলে উক্ত পণ্য খরিদ করিতে পারে নাই।

(২) এমতাবস্থায় বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদীর নালিশের কোন কারণ নাই।

জমি বিক্রয়

নিদর্শ — ১৪৩

ক্রয়ের দায়িতা অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর সহিত আর্জিতে বর্ণিত জমি ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছিল। চুক্তিতে জমির মূল্য .... টাকা স্থিরীকৃত হয় এবং শর্তানুসারে ইং .... তারিখে বায়না বাবদ বাদীকে বিবাদী ... ... টাকা প্রদান করে।

(২) তল্লাস ও অনুসন্ধানের ফলে বিবাদী জানিতে পারে উক্ত জমিতে বাদীর কোন স্বত্ব নাই।

(৩) উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বিবাদী নিম্নলিখিত দাবিগুলি করিতেছে—

(ক) জমি বিক্রয় সংক্রান্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তি অবৈধ ঘোষণা করা হউক।

(খ) বিবাদী বাদীকে বায়না বাবদ যে .... টাকা প্রদান করিয়াছিল বাদী যেন তাহা বিবাদীকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

(গ) মামলার ব্যয় ও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দান করা হউক।

নিদর্শ — ১৪৪

তথাকথিত ত্রুটির জন্য দাবি অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে শ্রী .... এর নিকট সম্পত্তি বন্ধক জনিত .... টাকা যথেষ্ট নয়; উক্ত ব্যক্তি তাহার সমগ্র দাবি পূরণ স্বরূপ উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

(২) বিবাদী বাদীকে ইং .... তারিখে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

(৩) বাদী বিবাদীকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত টাকা বিবাদী বন্ধকী ঋণের জামিন স্বরূপ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে।

নিদর্শ — ১৪৫

সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার প্রতিজ্ঞা অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী এই মর্মে স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী বাদীর নিকট হইতে ...... টাকা একটি প্রত্যর্থপত্র (প্রমিসরি নোট) সম্পাদন করিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।

(২) বিবাদী এতদ্বারা ইহা অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদী তাহার সম্পত্তি জামিনস্বরূপ বন্ধক রাখিবার কোনপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

নিদর্শ — ১৪৬

বাদীর বায়নার টাকা প্রত্যর্পণের দাবি অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী এতদ্বারা স্বীকার করিতেছে যে বিবাদী ইং .... তারিখে .... টাকা পণের বিনিময়ে আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তি বাদীকে বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছিল।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বাদী ইহা জানিত যে সম্পত্তিটি স্বত্বগম দলিলের জামিনে বন্ধক ছিল, এবং বাদী ঋণের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য বিবাদীকে উক্ত টাকা অগ্রিম প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল যাহাতে বিবাদী স্বত্বগম দলিলখানি পুনরায় লাভ করিতে পারে এবং বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারে।

(৩) বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই কারণ বাদী পণের মূল্যাংশ স্বরূপ উক্ত বন্ধকী ঋণের টাকা প্রদান করিতে অস্বীকার করে।

(৪) বিবাদী এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে যে বাদী বায়না বাবদ প্রদত্ত অর্থ এমতাবস্থায় ফেরত পাইতে পারে।

নিদর্শ — ১৪৭

চুক্তির কার্যকারিতা অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী বাদীর নিকট হইতে আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছে।

(২) বিবাদী ইহা অস্বীকার করিতেছে যে জমিটি বিক্রয়ের সংগে জমি সংক্রান্ত বিশেষ শর্ত পালনের জন্য হস্তান্তরিত হইয়াছে।

(৩) বিবাদীর বক্তব্য এই যে উক্ত তথাকথিত শর্ত এখন কার্যকরী হইতে পারে না।

নিদর্শ — ১৪৮

চুক্তির যথা নির্দিষ্ট শর্তপালন অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী বাদীর সহিত আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করিবার এক চুক্তি করে। অসত্য তথ্য পরিবেশনদ্বারা বাদী বিবাদীকে অল্পমূল্যে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী এত অল্প মূল্যে সম্পত্তি হস্তান্তরে সম্মত হইত না যদি না বাদী মিথ্যা তথ্য পরিবেশনদ্বারা বিপথগামী করিত।

(৩) এমতাবস্থায় বিবাদী চুক্তির যথা নির্দিষ্ট শর্তপালন অস্বীকার করিতেছে।

অপমান বচন (স্লানডার)

অপমান বচন বা Slander সম্পর্কে Black's *Law Dictionary*-তে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য : The speaking of base and defamatory words tending to prejudice another is his reputation, office, trade, business, or means of livelihood. oral defamation; the speaking of false and malicious words concerning another, whereby injury results to his reputation.The essential elements of slander are : (a) false and defamatory statement concerning another, (b) an unprivileged communication, (c) fault amounting at least to neqligence on the part of the publisher and (d) either actionability of the statement irrespective of harm or the existence of special harm .... 'Libel' and 'Slander' are both methods of defamation. the former being expressed by Print, Writing. Picture or Signs, the latter by oral expressions or transitory gestures ....

নিদর্শ — ১৪৯

ক্ষতিমূল্যের দায়িতা অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদীর নিবেদন এই যে বিবাদী বাদীর ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে .... তারিখে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা নিরপেক্ষ এবং যুক্তিযুক্ত মন্তব্য।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী যখন উক্ত মন্তব্য করিয়াছিল তখন বাদীর খরিদ্দারগণ উপস্থিত ছিল এবং তাহারা উক্ত বক্তব্য সমর্থন করে।

(৩) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদীর মন্তব্যের কারণে বাদীর কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

নিদর্শ — ১৫০

ধর্মস্ব (রিলিজিয়াস এনডাউমেনট)

অব্যবস্থার অভিযোগ অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী .... থানার অন্তর্গত ... . গ্রামে অবস্থিত .... মন্দিরের সেবাইত/ম্যানেজার হইতেছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে হিন্দুশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিবাদী নিষ্ঠাসহকারে ঠাকুরের নিয়মিত সেবা-পূজা অর্চনা করিয়া আসিতেছে। এবং বিবাদীর সেবা কার্যে সকলে সন্তুষ্ট।

(৩) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার কবিতেছে যে বাদী উক্ত বিগ্রহ বিষয়ে স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে মামলা করিবার অধিকারী। এবং বিবাদী আর্জিতে বর্ণিত বাদীর সর্বপ্রকার দাবি অস্বীকার করিতেছে।

টর্ট (প্রাণী)

নিদর্শ — ১৫১

ক্ষতি অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদীর কুকুব আদৌ হিংস্র নহে। এবং আর্জিতে বর্ণিত বাদীর অভিযোগ সবৈব মিথ্যা।

(২) বিবাদীর একটি মূল্যবান ফুলের বাগান আছে।

(৩) বাদী ইং .... তারিখে উক্ত ফুল বাগানের লোহার গেট খুলিয়া গোপনে বাগানে প্রবেশ করে। কুকুরটি তখন বাগানে ছিল এবং বিবাদীকে আক্রমণ করে।

(৪) এমতাবস্থায় বাদী কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে না, কারণ বাদী স্বয়ং উক্ত আক্রমণের কারণ।

নিদর্শ — ১৫২

ক্ষতির জন্য দায়িতা অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী স্বীকার করিতেছে যে সন্নিকটস্থ মাঠে নিয়মিত চরাইবার জন্য গরুগুলি বিবাদী লইয়া যায়।

(২) ইং .... তারিখে বাদীর ভৃত্য গরুগুলিকে উৎপীড়ণ করে, গরুগুলি ভয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় বাড়ীর অংগণে প্রবেশ করে।

(৩) এমতাবস্থায় গরুগুলি বাদীর কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে তাহার জন্য বিবাদী আদৌ দায়ী হইতে পারে না।

টর্ট — কপিরাইট (লেখ-স্বত্ব)

নিদর্শ — ১৫৩

কপিরাইট লঙ্ঘন অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী এতদ্বারা অস্বীকার করিতেছে যে বাদী .... পুস্তকের লেখক। উক্ত পুস্তকের লেখক .... ইহা বিবাদী জানে। উক্ত পুস্তকের লেখক ইং .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। এমতাবস্থায় আর্জির বিবরণ মিথ্যা।

(২) বাদী বর্তমানে বা অতীতে কখনও উক্ত গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী থাকে নাই। উক্ত গ্রন্থখানি ইং .... সালে .... দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকের লেখক এক বৈধ চুক্তিপত্র মাধ্যমে উক্ত .... কে বইখানির স্বত্ব হস্তান্তর করে।

(৩) এমতাবস্থায় বিবাদী কোনপ্রকার বাদীর গ্রন্থ স্বত্ব লঙ্ঘন করে নাই।

(ট্রেসপাস) অনধিকার প্রবেশ — মালপত্র

নিদর্শ — ১৫৪

অনধিকার প্রবেশ অস্বীকারে জবাব

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে বর্ণিত মালপত্র বিবাদী স্থানান্তরিত করিয়াছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে বিবাদী ইং .... তারিখের রাত্রে তাহার কর্মস্থল .... ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিল। ঐ মর্মে ফ্যাকটরীর ম্যানেজারের নিকট হইতে একটি তমসিক অত্রসহ সংযুক্ত হইল।

(৩) মিথ্যা ও অলীক অভিযোগের দ্বারা বাদী বিবাদীর সুনাম ও বিশ্বাস যোগ্যতার হানি করিয়াছে। সেজন্য বিবাদী বাদীর নিকট .... টাকা প্রতিদাবি করিতেছে।

টর্ট — পেটেন্ট্ বা কৃতিস্বত্ব

নিদর্শ — ১৫৫

কৃতিস্বত্ব লঙ্ঘন অস্বীকারে জবাব

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) কৃতিস্বত্ব নং .... বিষয় সংক্রান্ত তথাকথিত আবিষ্কার লিখিত তারিখে নূতন ২২ কারণ, উক্ত বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই সাধারণভাবে ধারণা ছিল, উক্ত বিষয় পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং উক্ত বিষয় পূর্বেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) ঐ তথাকথিত আবিষ্কারের দ্বারা কোন নূতনত্ব সৃষ্টি করা হয় নাই।

(৩) যেহেতু উক্ত তথাকথিত সৃষ্টির মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই সেজন্য ভারতীয় পেটেনট ও ডিজাইন আইনের বিধানানুসাবে ঐ তথাকথিত আবিষ্কারের ফলে বিশেষ সুবিধালাভের অবকাশ নাই।

(৪) ঐ কৃতিস্বত্বের বিবরণ আবিস্কার সম্পর্কে কোন নূতন তথ্য পরিবেশন করিতে পারে নাই।

(৫) উক্ত কৃতিস্বত্ব মিথ্যাচাবেব দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

(৬) বিবাদীর বিরুদ্ধ বাদীর কোন নালিশ থাকিতে পারে না।

পণ্য চিহ্ন (ট্রেডমার্ক)

নিদর্শ — ১৫৬

পণ্য চিহ্ন লঙ্ঘন অস্বীকারে জবাব

.... আদালত সমীপে

টাইটল স্যুট নং .... সাল ....

বিবাদীর নিবেদন এই যে

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে আর্জিতে কোন প্রকার মামলার বিষয় লিখিত আছে।

(২) বিবাদীর বক্তব্য এই যে আর্জিতে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত নগণ্য, বিরক্তিজনক।

(৩) বিবাদী ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে যে বিবাদীর দ্বারা প্রস্তুত জিনিস বিবাদী কখনও বাদীর দ্বারা প্রস্তুত জিনিসরূপে বাজারে ছাড়িয়াছে।

(৪) বাদী কোন প্রকার সুবিধা লাভের যোগ্য নহে।

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী .... বিবাদীরূপে এতদ্বারা সত্যাখ্যান করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য।

আমার উকিলের চেমবারে অদ্য ইং . ... তারিখে এই সত্যাখ্যান স্বাক্ষর যুক্ত করিলাম।

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ১৫৭

নিয়ম লঙ্ঘন অস্বীকারে বিবাদীর জবাব

(১) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকার করিতেছে যে বাদীর ছুরি, কাঁচি বা তালা একমাত্র বাদীই নির্মাণ করিতে পারে।

(২) বিবাদী এই মর্মে অস্বীকারে করিতেছে যে তাহার দ্বারা নির্মিত ছুরি, কাঁচি বা তালা বাদীর দ্বারা নির্মিত অনুরূপ দ্রব্যগুলিব অনুকবণে নির্মিত: এবং ইহাও অস্বীকার করিতেছে যে ক্রেতাসাধারণকে বিপথে চালিত করিয়া বাদীর দ্রব্য খরিদ করিতেছে এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি কবা হইযাছে।

(৩) বাদীর মামলা দূরকল্পী এবং বিরক্তিকর; ব্যয় প্রদানের নির্দেশসহ মামলাটি খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথমাংশ

বিবিধ আবেদনপত্র

[অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ভারতীয় উন্মাদগ্রস্ততা আইন, উত্তরাধিকার আইন, ন্যায়প্রণালী সংহিতা প্রভৃতি ভিত্তিক আবেদনপত্র সমূহ]

নিদর্শ — ১

নাবালকের অভিভাবকত্ব প্রাপ্তির দরখাস্ত

(অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের ১০ ধারা দ্রঃ)

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ আইনের অধীন মকদ্দমা নং

১৮৯০-এর অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন সম্পর্কে

এবং

(স্থানে) বসবাসকারী

নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ সম্পর্কে।

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন-এর ১০ ধারার অধীন দরখাস্ত।

বর্তমান আবেদনকারী শ্রী অর্জুন মণ্ডল, পিতা শ্রী পীতাম্বর মণ্ডল সাং পাযরাডাঙ্গা ডাকঘর রানাঘাট, জিলা নদীয়া-এর বিনীত নিবেদন এই

(ক) নাবালকের নাম, স্ত্রী বা পুরুষ, জন্মতারিখ, সচরাচর কোথায় বসবাস করে,

(খ) নাবালিকার ক্ষেত্রে, সে বিবাহিতা কি-না এবং বিবাহিত হইলে তাহার স্বামীর নাম ও বয়স,

(গ) নাবালকের সম্পত্তি কিছু থাকিলে তাহার প্রকৃতি, অবস্থিতি এবং আনুমানিক মূল্য,

(ঘ) নাবালক যাহার নিরাপদ রক্ষণে আছে অথবা তাহার সম্পত্তি যাহার দখলভুক্ত আছে তাহার নাম ও বাসস্থান,

(ঙ) নাবালকের নিকট আত্মীয় কে কে আছেন এবং তাহারা কোথায় বসবাস করেন,

(চ) এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক নাবালকের বা তাহার সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা যে ব্যক্তি, উক্ত নাবালক যে আইনের অধীন সেই আইনমতে ঐরূপ নিয়োগ করিতে সমর্থ বা সমর্থ বলিয়া দাবি করেন;

(ছ) উক্ত নাবালকের বা তাহার সম্পত্তির বা উভয়ের অভিভাবকত্ব বিষয়ে এই আদালতে বা অন্য কোন আদালতে কোন দরখাস্ত করা হইয়াছে কি-না এবং ঐরূপ করা হইয়া থাকিলে কখন্ ঐ দরখাস্ত করা হইয়াছে, কোন্ আদালতে উহা করা হইয়াছে এবং উহার ফল কি হইয়াছে;

(জ) উক্ত দরখাস্ত উক্ত নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ সংক্রান্ত বা অভিভাবকের নাম ঘোষণা সংক্রান্ত বা তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপক নিয়োগ সংক্রান্ত বা উভয়প্রকার নিয়োগ সংক্রান্ত কি-না;

(ঝ) যেখানে দরখাস্তটি অভিভাবক নিয়োগের জন্য, সেখানে প্রস্তাবিত অভিভাবকের গুণ;

(ঞ) যেখানে দরখাস্ত-টি কোন ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে ঘোষণা করার জন্য, সেখানে কি কারণে বা কি যুক্তিতে তিনি ঐ দাবি পেশ করিতেছেন;

(ত) বর্তমান দরখাস্ত কি কারণে করা হইতেছে;

(থ) নির্ধারিত অন্যান্য বিশেষ বিবরণ, অথবা দরখাস্তখানির প্রকৃতির ভিত্তিতে আরও যে বিবরণ বিবৃত করা আবশ্যক।

সত্যাখ্যান

আমি, শ্রী অর্জুন মণ্ডল পিং শ্রী পীতাম্বর মণ্ডল, সাকিন (ইত্যাদি) ঘোষণা করিতেছি যে আমি উপরি-উক্ত নাবালকের অভিভাবক হিসাবে ও তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপক হিসাবে কার্য করিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত আছি।

প্রত্যায়ণকারী সাক্ষী (Attesting witness)

[বি. দ্রঃ সত্যাখ্যান সম্বন্ধীয় নিয়মের জন্য ন্যায়প্রণালী সংহিতার [= দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার] অর্ডার ৬, রুল ১৫ দেখিতে হইবে। দরখাস্ত-র সহিত অবশ্যই একটি নিরপেক্ষ হলফনামা থাকা আবশ্যক।]

টীকা ঃ

অভিভাবকত্ব সম্বন্ধীয় (যাচনপত্র সমূহ)

(Petitions in guardianship matters)

নাবালক [= অপ্রাপ্তবয়স্ক, উনবয়স্ক]। হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956)-এর ৪(ক) ধারামতে

"নাবালক" বলিতে বুঝায় এরূপ ব্যক্তি-কে যাহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ (Guardians and Wards Act, 1890)-এর ৪(১) ধারা অনুসারে "নাবালক" বলিতে বুঝায় এরূপ ব্যক্তিকে যিনি ভারতীয় সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ (Indian Majority Act, 1875)-এর বিধান সমূহের অধীনে সাবালক হয় নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে। ভারতীয় সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫-এর ৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক নাবালক, যাহার দেহ বা সম্পত্তি বা উভয়ের জন্য, তাহার বয়স ১৮ বৎসর হইবার পূর্বে, আদালত অভিভাবক (মামলার জন্য অভিভাবক ব্যতীত) নিযুক্ত করিয়াছেন বা ঐরূপ নিযুক্তি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হইবার পর সে সাবালক হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে, তৎপূর্বে নহে।

উপরি-উক্ত তথ্যাবলী হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে কোন ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না-হওয়া অবধি সে নাবালক, কিন্তু তাহার দেহ বা সম্পত্তি বা উভয়ের নিমিত্ত আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাহার বয়স ২১ না হওয়া পর্যন্ত সে থাকে নাবালক।

অভিভাবক (Guardian)। অভিভাবক বলিতে বুঝায় এরূপ ব্যক্তিকে যিনি কোন নাবালকের দেহের বা সম্পত্তির বা উভয়ের ব্যাপারে যত্নবান থাকেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অভিভাবক বলিয়া গণ্য হন।

(১) স্বাভাবিক অভিভাবক (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের হিন্দু নাবালকত্ব এবং অভিভাবকত্ব আইনের ৬ এবং ৭ ধারায় উল্লেখিত),

(২) উইলগত অভিভাবক (৯ ধারা দ্রঃ);

(৩) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক;

(৪) যে-কোন প্রতিপাল্য আদালত (Court of Wards) সম্বন্ধীয় যে-কোন আইনদ্বারা বা উহার অধীনে অভিভাবক রূপে কার্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে-কোন ব্যক্তি।

এই স্থলে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কেবল অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০-এর বিধানসমূহের অধীনে নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা যায়। হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ ইহার পরিপূরক মাত্র। নাবালকত্ব এবং অভিভাবকত্ব সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় হিন্দু আইন ১৯৫৬-এর আইন (অর্থাৎ অধিনিয়ম) দ্বারা অপসৃত হইয়াছে।

অভিভাবক নিয়োগ (Appointment of Guardian)। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০-এর ৭ ধারা আদালত-কে এই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে যে, যেখানে আদালত সন্তুষ্ট হইবেন যে উহা নাবালকের কল্যানের জন্য যেখানে আদালত —

(ক) তাহার দেহ বা সম্পত্তি বা উভয়ের জন্য অভিভাবক নিয়োগ করিয়া অথবা,
(খ) কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ অভিভাবক রূপে ঘোষণা করিয়া আদেশ দিতে পারেন।

যেখানে কোন উইল বা অন্য দলিল (instrument) দ্বারা কোন অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন, কিংবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন সেইখানে, ঐ অভিভাবকের ক্ষমতার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন অভিভাবক নিয়োগ করা বা ঘোষণা করা যাইবে না।

নিদর্শ — ২

উন্মাদগ্রস্ত [= অসহ্যরকম বুদ্ধিহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল] ব্যক্তিকে

পরিচর্যার উদ্দেশ্যে গ্রহণের জন্য আদেশের নিমিত্ত দরখাস্ত

মহামহিম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট্/জিলা জজ/মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট্/১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ আইন মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট্ মহোদয় সমীপে —

ভারতীয় উন্মাদ গ্রস্ততা আইন, ১৯১২-এর ৫ ধারামতে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া কথিত শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, পিতা ৺ শশাঙ্কশেখর দাস সাং সোনারপুর জিলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা সম্পর্কে।

বর্তমান দরখাস্তকারী শ্রী ললিত মোহন দাস পিতা ৺ সুখেন্দু বিকাশ দাস সাং সোনারপুর, ডাকঘর সোনারপুর, জিলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) বর্তমান দরখাস্তকারী আমার বয়স আনুমানিক ৫৫ বৎসর হইতেছে।

(২) বাঁকুড়া জিলার শালতোড়া গ্রামে (ডাকঘর ঃ শালতোড়া) অবস্থিত মানসিক হাসপাতালে অবস্থানকারী শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস (পিতা ৺ শশাঙ্কশেখর দাস)-কে গ্রহণ করার জন্য বর্তমান দরখাস্তকারী আদেশ প্রার্থী হইয়াছেন।

(৩) বর্তমান আবেদনকারী আমি সর্বশেষ বিগত ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৯, বাঁকুড়া জিলার শালতোড়া মানসিক হাসপাতালে (পূর্বনাম ঃ শালতোড়া উন্মাদ আশ্রম) গিয়া শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস-কে দেখিয়াছি।

(৪) বর্তমান দরখাস্তকারী আমি উক্ত শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাসের কাকা হইতেছি।

যে পরিস্থিতিতে বর্তমান দরখাস্ত জমা দেওয়া হইতেছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ঃ

(দরখাস্তকারী যদি উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয় না হন, তাহা হইল এইরূপ লিখিতে হইবে ঃ দরখাস্তকারী কথিত শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাসের আত্মীয় নহেন। যে পরিস্থিতিতে উক্ত শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাসের কোন আত্মীয় এই দরখাস্ত উপস্থাপন করিতেছেন না তাহা এই ঃ)

(৫) বর্তমান দরখাস্তের সহিত যে ডাক্তারি প্রমাণপত্র (Medical certificate) জমা দেওয়া যাইতেছে তাহাতে যাঁহার স্বাক্ষর দান করিয়াছেন তাঁহারা হইলেনঃ (নামগুলি এখানে লিখিতে হইবে)।

(৬) .... এর নিকট কথিত শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাসের মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয় তদন্তের জন্য আবেদন বিগত .... তারিখে করা হইয়াছে এবং উক্ত আবদনপত্রের উপর যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণিত প্রতিলিপি (certified copy) এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল। (অথবা এইরূপ লিখিতে হইবেঃ বর্তমান দরখাস্ত দাখিল কবার পূর্বে কথিত শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাসের মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয় তদন্তেব জন্য কোন আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয় নাই)।

(৭) কথিত শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস সম্বন্ধীয় অনুপুঙ্খ বিবরণ বাহী বিবৃতি এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল।

বর্তমান দরখাস্তকাবীব বিনীত প্রার্থনা, উপবে প্রদত্ত বিবৃতিব প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গ্রহণাদেশ অর্পিত হউক।

তাবিখ

ললিত মোহন দাস
দরখাস্তকারী

সত্যাখ্যান

.... অনুচ্ছেদ সমূহে বিধৃত বিবৃতি আমার জ্ঞানমতে সত্য; এবং অন্য বিবৃতিসমূহ প্রাপ্তসমাচাব এবং আমাব বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ

সংলাপ ঃ উপরে উল্লেখিত অনুপুঙ্খ বিবরণী-বাহী বিবৃতি। কথিত শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস সম্পর্কে অনুপুঙ্খ বিবরণী-বাহী বিবৃতি এই ঃ

রোগীর পূর্ণ নাম —

পুরুষ বা স্ত্রী —

বয়স —

বিবাহিত/অ-বিবাহিত/বিধবা/মৃতদাব —

পূর্বেকার পেশা —

জাতি ও ধর্ম —

দরখাস্ত করাব সময়ে বাসস্থান —

রোগীর যে সকল নিকট আত্মীয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম —

মানসিক ব্যাধিব ইহা প্রথম আক্রমণ কি-না —

মানসিক রোগে প্রথম আক্রান্ত হইবার সময়ে বয়স —

মানসিক রোগে আক্রান্ত হইবার অনুমিত কারণ —

রোগী মৃগীবোগে [= ভ্রামর রোগে, সন্ন্যাস রোগে] আক্রান্ত কিনা —

রোগী আত্মহত্যার প্রবণতাযুক্ত কিনা —

রোগী কোন প্রকারের যক্ষারোগে আক্রান্ত বলিয়া জানা আছে কিনা —

অন্য ব্যক্তির পক্ষে বিপদজনক কিনা এবং কি প্রকারে --

কোন নিকট আত্মীয় (যথাযথ সম্পর্ক বিবৃত করিতে হইবে) বিকৃতমস্তিষ্ক আছে কিনা —

রোগী মদ্যপানে আসক্ত কিনা, অথবা আফিম্, গাঁজা, চরস, ভাঙ্, কোকেন বা অন্য কোন মাদক বা উত্তেজক দ্রব্যে আসক্ত কিনা —

(উপরি-উক্ত বিবৃতির কোন বিবরণ জানা না-থাকিলে ঐ তথ্য বিবৃত করিতে হইব)।

নিদর্শ — ৩

উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অভিভাবক ও তাহার স্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত

.... এর মহামান্য জিলা জজ মহোদয়ের আদালতে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ আইনের অধীন .... নং মকদ্দমা।

আবেদনকারী ঃ

শ্রী বিকাশ সান্যাল, পিতা শ্রী সুব্রত সান্যাল, ইন্দ্রলোক হাউসিং এস্টেট, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলিকাতা - ৭০০ ০২৮।

ভারতীয় উন্মাদ গ্রস্ততা আইন (১৯১২-এর ৪ আইন)

এবং

উন্মাদগ্রস্ত নির্মাল্য রায় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু তদন্ত সম্পাদন এবং তাহার জন্য অভিভাবক নিয়োগ এবং তাহার স্থাবর সম্পত্তির জন্য ব্যবস্থাপক নিয়োগ বিষয়ে —

বর্তমান আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) কথিত শ্রী নির্মাল্য রায় ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়া হিন্দু এবং তাহার বর্তমান বয়স .... বৎসর এবং তাহার জন্ম তারিখ .... হইতেছে।

(২) কথিত শ্রী নির্মাল্য রায় তাহার মামা বর্তমান আবেদনকারীর সহিত উত্তর ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দমদম কান্টনমেন্ট-এ (ডাকঘর ঃ কলিকাতা - ৭০০ ০২৮) বসবাস করিতেছে এবং তাহারই যত্নে ও রক্ষানাবেক্ষণে আছে।

(৩) কথিত শ্রী নির্মাল্য রায়-এর নিম্নলিখিত নিকট আত্মীয়গণ জীবিত আছেন, যথা ঃ

নাম .... ঠিকানা .... সম্পর্ক

(১)

(২)

(৩)

(৪) কিয়ৎকালপূর্ব হইতে, আনুমানিক .... তারিখ বা সমকাল হইতে কথিত শ্রী নির্মাল্য রায়-এর মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বর্তমানে সে পুরাপুরি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহারই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তাহার নিজেব ও তাহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। নিজের প্রয়োজনীয় যত্নাদি লওয়াও এখন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার যথার্থ মানসিক অবস্থা সম্বন্ধীয় দুইখানি ডাক্তাবি প্রমাণপত্র এতদ্‌সহ সংযোজিত হইল।

(৫) কথিত শ্রী নির্মাল্য বায়-এর সম্পত্তির একটি বিস্তারিত তালিকা, প্রত্যেক সম্পত্তির প্রকৃতি, বিবরণ, মূল্য এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে সচরাচর যে আয় অর্জিত হইয়া থাকে তাহা নিম্নে প্রদত্ত অনুসূচী-তে প্রদত্ত/বিবৃত হইল।

(৬) বর্তমান দরখাস্ত দ্বারা দরখাস্তকারী যে নিযুক্তির প্রার্থনা জানাইতেছেন তাহা শ্রী নির্মাল্য রায়ের ব্যক্তিগত যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজনে এবং তাহার সম্পদ সম্পত্তির সুরক্ষার প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক।

কথিত পরিস্থিতিতে বর্তমান আবেদনকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, মহামান্য আদালতের তবফ্ হইতে কথিত শ্রী নির্মাল্য রায়-এর মানসিক অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধিৎস-ভিত্তিক তদন্ত সম্পাদনের আদেশ প্রদান করা হউক এবং বর্তমান দরখাস্তকারীকে তাহার অভিভাবক এবং তাহাব সম্পত্তির ব্যবস্থাপক (Manager) নিয়োগ করা হউক।

সত্যাখ্যান

(স্বাক্ষর)

অনুসূচী

নিদর্শ — ৪

উইলের প্রোবেটের জন্য দরখাস্ত

(১) সল্টলেক সিটি-নিবাসী মৃত কৌশিক রায় বিগত ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর লোকান্তরিত হন এবং মৃত্যুর পূর্বে ৭ই জুলাই, ১৯৮৮ তারিখে তিনি তাহার শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল সম্পাদন করেন যদ্দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমান দরখাস্তকারীকে একমাত্র নির্বাহক নিয়োগ করেন।

(২) কথিত কৌশিক রায়-এর মৃত্যুকালে উক্ত ইচ্ছাপত্র, ইষ্টিপত্র বা উইল ছিল পূর্ণাঙ্গ ও অপ্রত্যাহৃত এবং সম্পাদনকালে উহা যে অবস্থায় ছিল কৌশিক রায়ের

মৃত্যুকালেও উহা সেই একই অবস্থায় ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রয়াত কৌশিক রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পর উক্ত কৌশিক রায়ের শেষ ইচ্ছাপত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে এবং শ্রমসাপেক্ষ ও কালক্ষয়ী অনুসন্ধানের দ্বারাও উহা পাওয়া যায় নাই।

(৩) প্রয়াত কৌশিক রায় তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাহার অনুরোধে শ্রী তিমির হরণ সেনগুপ্ত, সলিসিটর মহোদয় উক্ত ইষ্টিপত্রের একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং তিনি উহা মূল ইষ্টিপত্রের সহিত মিলাইয়া নিশ্চিত হয়েন যে প্রতিলিপিখানি নির্ভুল আছে।

(৪) বর্তমান আবেদনকারী এতদ্‌সহ সংযোজিত কাগজে উক্ত শেষ ইষ্টিপত্র সম্যক বিধৃত আছে বলিয়া দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করেন কারণ উহা মূল ইচ্ছাপত্রের কথিতরূপ প্রতিলিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং উহাতে নির্বাহকরূপে বর্তমান দরখাস্তকারীর নাম উল্লেখিত আছে।

(৫) বর্তমান দরখাস্তকারীর হস্তে যে পরিসম্পদ আসিবার সম্ভাবনা আছে তাহাব পরিমাণ ৩,৫০,০০০ টাকা, যাহার হিসাব বর্তমান দরখাস্তের সহিত দাখিলকৃত শপথপত্রের/হলফনামার সহিত অনুসূচী ক-রূপে সংযোজিত আছে। কথিত ইচ্ছাপত্র সম্পাদনকারীর দায়িতার পরিমাণ ৭৫,০০০ টাকা, যাহার হিসাব কথিত শপথপত্রের সহিত অনুসূচী খ-রূপে যোজিত আছে।

এক্ষণে, বর্তমান দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা, কথিত ইচ্ছাপত্রের প্রতিলিপির প্রোবেট (ইচ্ছাপত্র প্রমাণক) তাহাকে প্রদান করা হউক ততদিনের জন্য যতদিন-না মূল ইচ্ছাপত্র বা তাহার প্রামাণিক প্রতিলিপি (authenticated copy) মহামান্য আদালতের সমক্ষে উপস্থাপিত হয়।

নিদর্শ — ৫

সম্পত্তি ও পাওনার পরিপালনাদেশ (লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন) পাইবার জন্য দরখাস্ত

মহামহিম জিলা জজ (বা ডেলিগেট্) এর আদালত .... স্থানে বসবাসকারী প্রয়াত .... এঁর সম্পত্তি বিষয়ে-১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩৯ আইন মতে শ্রী .... এর মূল দরখাস্ত নং ....

ভারতীয় উত্তবাধিকার আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩৯ আইন) অনুসারে পরিপালনাদেশ (লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন) পাইবার নিমিত্ত প ফ এর দরখাস্ত।

দরখাস্তকারীর নিবেদন এই ঃ

(১) উপরি-উক্ত মৃত ক খ (অতঃপর অত্র দরখাস্ত মধ্যে মৃত ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখিত) অত্র মহামান্য আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে .... স্থানে বিগত .... তারিখে আনুমানিক .... ঘটিকায় মৃত্যুমুখে পতিত হন; কথিত

স্থানটি তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান ছিল (অথবা কথিত স্থানটি তাহার অস্থায়ী বাসস্থান ছিল এবং তাহার স্থায়ী বাসস্থান ছিল .... তে, যে-স্থান অত্র মহামান্য-আদালতের অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, অথবা এই আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে তিনি তাহার স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যাহা এতদ্‌সহ দাখিলকৃত পরিসম্পদ সম্বন্ধীয় শপথপত্রের সংলাপ ক-এ বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে)।

(২) কথিত মৃতব্যক্তি কোন উইল না রাখিয়া মারা যান। তিনি কোন উইল রাখিয়া গিয়াছেন কিনা তাহা নির্ধারণেব জন্য বর্তমান দরখাস্তকারী কালক্ষয়ীও শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা কবেন কিন্তু তাঁহার রাখিয়া-যাওয়া কোন উইলের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই;

(৩) কথিত মৃত ব্যক্তি দয়াভাগে-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হিন্দু ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তিনি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনানুসারে (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আইনানুসারে) তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে বা বিধিসম্মত প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে রাখিয়া যান।

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৪) দরখাস্তকারী মৃতব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া তাহার সম্পত্তির .... অংশ পাইবার অধিকাবী এবং তিনি মৃত ব্যক্তির স্থাবব সম্পত্তি বিষয়ে পরিপালনাদেশ দাবি করিতেছেন।

(৫) দরখাস্তকারী এতদ্‌সহ দাখিলকৃত মূল্যায়ণ সম্বন্ধীয় শপথপত্রের সংলাপ ক-এ মৃতব্যক্তি মৃত্যুকালে যে সম্পদ সম্পত্তি ও পাওনা রাখিয়া গিয়াছেন বা মৃত্যুকালে যাহা তাহার প্রাপ্য ছিল তাহার পূর্ণ বিববণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; পরন্তু উক্ত সম্পদ সম্পত্তি বর্তমান দরখাস্তকারীর হস্তে আসিয়াছে বা আসিতে পারে, এবং দবখাস্তকারী যতটা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে কথিত সংলাপ ক-এ যে সম্পদ-সম্পত্তির বিববণ দেওয়া হইয়াছে তদ্ব্যতীত মৃত ব্যক্তি অন্য কোন সম্পদ-সম্পত্তি বা পাওনা রাখিয়া যান নাই। এবং দরখাস্তকারী এতদ্বাবা ঘোষণা করিতেছেন যে ভবিষ্যতে যদি অন্য কোন সম্পত্তির হদিশ পাওয়া যায় তাহা হইলে বর্তমান দরখাস্তকারী প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কোর্ট ফি প্রদান করিতে বাধ্য রহিলেন।

(৬) অন্য কোন জিলা আদালতে বা ডেলিগেট সন্নিকটে বা কোন হাইকোর্টে মৃতব্যক্তির শেষ ইচ্ছাপত্রের কোন প্রোবেটের [= ইষ্টিপ্রমাণকের, ইচ্ছাপত্র প্রমাণকের] জন্য বা পরিপালনাদেশ বা লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের জন্য কোন দরখাস্ত করা হয় নাই।

(৭) বর্তমান দরখাস্তকারী কথিত মৃত ব্যক্তির সম্পদ সম্পত্তি ও পাওনার ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব লইবার, উহার পূর্ণ ও নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করার, পরিপালনাদেশ দিবার ৬(ছয়) মাসের মধ্যে তাহা মহামান্য আদালতে প্রদর্শন করার এবং কথিত তারিখের ১(এক) বৎসরের মধ্যে উহার নির্ভুল হিসাব অত্র মহামান্য আদালতে দাখিল করার ভার লইতে ইচ্ছুক।

(৮) সদুদ্দেশ্যে আন্তরিকতা সহকারে বর্তমান দরখাস্ত করা হইল।

দরখাস্তকারীর প্রার্থনা :

(ক) দরখাস্তকারীর অনুকূলে পরিপালনাদেশ দেওয়া হউক যাহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ থাকিবে;

(খ) অন্য যে সকল উপশম প্রদায়ক সুবিধা মহামান্য আদালত দেওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা দেওয়া হউক।

সত্যাখ্যান

আমি, শ্রী .... উপরিলিখিত দরখাস্তকারী এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি ও কহিতেছি যে .... অনুচ্ছেদে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং বাকি অনুচ্ছেদ সমূহে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত সমাচার ও আমার বিশ্বাসমতে সত্য। অতএব মহামান্য আদালতের নিকট আমার বিনীত নিবেদন।

অদ্য .... তারিখে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় এই সত্যাখ্যান সহি যুক্ত করিলাম।

আমার কার্যালয়ে প্রণীত হইল

দরখাস্তকারীর অধিবক্তা

নিদর্শ — ৬

ইচ্ছাপত্র (উইল) সংযোজিত করিয়া প্রোবেট/পরিপালনাদেশ (লেটার অব্ এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন)-এর জন্য দরখাস্ত

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট্ (অথবা ডিস্ট্রিক্ট জজ)-এর আদালত

জেলা ....

মৃত কখ-এর উইল সংক্রান্ত ১৯২৫-এর ৩৯ আইন-এর অধীন মূল দরখাস্ত নং ....

দরখাস্তকারী .... প ফ, পিতা .... চ ছ, জাতি কায়স্থ, পেশা জমিজমা সাকিন .... এর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) কথিত ক খ (অতঃপর অত্র দরখাস্ত মধ্যে 'মৃতব্যক্তি' বলিয়া উল্লেখিত) হিন্দু ছিলেন এবং সেই কাবণে তিনি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬-এর ৩০ আইন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন; তিনি .. .. তারিখে অপরাহ্ন .... ঘটিকায় অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে .... স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন;

কথিত স্থানই ছিল তাহার স্থায়ী বাসস্থান। (অথবা এইরূপ লিখিতে হইবে ঃ কথিত স্থানে তিনি অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন এবং তাঁহার স্থায়ী বাস্থান ছিল অত্র আদালতের অধিক্ষেত্র মধ্যস্থ . ... স্থানে; অথবা লিখিতে হইবে ঃ তিনি অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; এই তথ্য এতদ্‌সহ দাখিল-কৃত পরিসম্পদ সম্বন্ধীয় শপথপত্র হইতে সুস্পষ্ট হইবে)।

(২) মৃতব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে এবং . ... তারিখে মৃতব্যক্তি বাংলাভাষায় তাঁহার শেষ ইষ্টিপত্র বা উইল প্রনয়ণ ও প্রকাশ করেন এবং উক্ত ইষ্টিপত্র দ্বারা তিনি বর্তমান দরখাস্তকারীকে একমাত্র নির্বাহক (sole executor) রূপে নিযুক্ত করেন।

(৩) কথিত ইষ্টিপত্র অন্যতম প্রত্যায়ণকারী সাক্ষী শ্রী .... এর শপথপত্র বর্তমান দরখাস্তর সহিত সংযোজিত আছে এবং উক্ত শপথপত্র বা হলফনামা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে উহা মৃতব্যক্তি কর্তৃক অন্যান্য সাক্ষীগণের সমক্ষে যথাযথভাবে নির্বাহিত হইয়াছিল; উক্ত সাক্ষীগণের নাম কথিত শপথপত্রের নিম্নদেশে লিখিত আছে।

(৪) বর্তমান দরখাস্তকারী এবং প ফ একই ব্যক্তি, নির্বাহক হিসাবে যাহার নাম কথিত ইষ্টিপত্রে লিখিত আছে এবং সেই কারণে তিনি উহার প্রোবেট পাইবার যোগ্য (অথবা, যেহেতু কথিত মৃতব্যক্তি তাঁহাব ইষ্টিপত্রের কোন নির্বাহক নিয়োগ করিয়া যান নাই, সেইহেতু বর্তমান দরখাস্তকারী তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিধায় এবং মৃতব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তির অংশের অন্যতম প্রাপক হওয়ায় তাঁহার সম্পত্তি বিষয়ে পরিপালনাদেশ (লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন) পাইবার যোগ্য এবং বর্তমান আবেদনকারী উহা দাবি করিতেছেন।

(৫) বর্তমান আবেদনকারী এতদ্‌সহ দাখিল কৃত মূল্যায়ণ সম্বন্ধীয় শপথপত্রের সংলাগ-ক' এ মৃত্যুকালে মৃতব্যক্তির যে সম্পদ সম্পত্তি ও পাওনা ছিল তাহার নির্ভুল, যথাযথ, প্রকৃত ও অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন এবং উক্ত সম্পদ সম্পত্তি ও পাওনা বর্তমান দরখাস্তকারীর হস্তে আসিয়াছে বা আসিবার সম্ভাবনা আছে এবং বর্তমান দরখাস্তকারী যতখানি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা যাহা তাহার

অবগতির মধ্যে আছে তাহাতে অনুমিত হয় যে কথিত শপথপত্রের সংলাগ-ক'এ মৃতব্যক্তির সম্পদ সম্পত্তির বা পাওনার যে বিবরণ বিধৃত আছে তদ্ব্যতীত মৃতব্যক্তির অন্য কোন সম্পদ সম্পত্তি বা পাওনা নাই। বর্তমান দরখাস্তকারী এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে ভবিষ্যতে কদাপি মৃতব্যক্তির অন্য কোন সম্পত্তি আবিষ্কৃত হইলে দরখাস্তকারী তন্নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি প্রদান করিতে বাধ্য রহিলেন।

(৬) উইলের ইষ্টিপ্রমাণক (প্রোবেট) বা পরিপালনাদেশ (লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন) প্রদান করা হইলে বর্তমান দরখাস্তকারীর হস্তে যে পরিসম্পদ আসিতে পারে তাহার মোট মূল্য .... টাকা অতিক্রম করিবে না।

(৭) মৃতব্যক্তি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং ফলে তিনি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ দ্বারা (১৯৫৬-এর ৩০ আইন দ্বারা) নিয়ন্ত্রিত ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তিনি নিম্নলিখিত স্বজনবর্গ-কে রাখিয়া যান এবং তিনি উইল না করিয়া মারা গেলে তাঁহারাই তাঁহার উত্তরাধিকার হইতেন ঃ

মৃতব্যক্তির স্বজনবর্গের অনুপুঙ্খ বিবরণ

নাম	ঠিকানা	বয়স	মৃতব্যক্তির সহিত সম্পর্ক	মন্তব্য (কিছু থাকলে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

(৮) কথিত উইলের ইষ্টিপ্রমাণকের বা প্রোবেটের জন্য বা পরিপালনাদেশ বা লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের জন্য অন্য কোন আদালতে দরখাস্ত করা হয় নাই।

(৯) কথিত স্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কোন আদালতে কোন মকদ্দম' বা অন্যবিধ বৈধিক কার্যবাহ বিচারাধীন নাই।

(১০) বর্তমান দরখাস্তকারী কথিত মৃত .... এর সম্পদ সম্পত্তি ও পাওনার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিতে, এবং দরখাস্তকারীকে উইলের প্রোবেট (ইষ্টিপ্রমাণক) বা লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন (পরিপালনাদেশ) দিবার ছয় মাসের মধ্যে অত্র আদালতে উক্ত সম্পদ সম্পত্তি ও পাওনার নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা দাখিল করিতে বা প্রদর্শন করিতে এবং কথিত তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কথিত সম্পদ সম্পত্তি ও পাওনার নির্ভুল হিসাব দাখিল করিতে সম্মত আছেন ঃ

(১১) সদুদ্দেশ্য আন্তরিকতা সহকারে অত্র দরখাস্ত করা যাইতেছে।

বর্তমান আবেদনকারীর বিনীত প্রার্থনা :

(ক) বর্তমান আবেদনকারীর অনুকূলে কথিত উইলের প্রোবেট (বা কথিত সম্পত্তির বা পাওনার পরিপালনাদেশ বা লেটার অব এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন) প্রদান করা হউক;

(খ) মহামান্য আদালত অন্য যে প্রকার উপশম প্রদান করিতে চাহেন, তাহা প্রদত্ত হউক।

আমার কার্যালয়ে প্রণীত হইল
স্বাঃ
(দরখাস্তকারীর অধিবক্তা)

দরখাস্তকারীর সত্যাখ্যান

আমি .... উপরিউক্ত দরখাস্তকারী এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি ও কহিতেছি যে, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ অনুচ্ছেদে বিধৃত বিবৃতিসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং ১০ এবং ১১ অনুচ্ছেদ-বিধৃত বিবৃতিগুলি প্রাপ্ত সমাচারের ভিত্তিতে যাহা আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং মহামান্য আদালত সমক্ষে আমার বিনীত নিবেদন :

অদ্য .... খ্রিস্টাব্দের .... মাসের .. .. তারিখে অত্র সত্যাখ্যানে আমি সহি করিলাম।

প্রত্যায়ণকারীর সাক্ষীর ঘোষণা।

আমি . ..., উপরের দরখাস্তে উল্লেখিত মৃতব্যক্তির সর্বশেষ উইলের অন্যতম সাক্ষী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি ও কহিতেছি যে .... তারিখে যখন মৃতব্যক্তি উক্ত উইল সম্পাদন করেন তখন আমি ঐ স্থানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলাম। উক্ত উইল 'ক'-চিহ্নিত হইয়াছে এবং .. .. এর দাখিলকৃত শপথপত্রের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে।

নিদর্শ — ৭

নির্বাহের জন্য আজ্ঞপ্তি হস্তান্তরের দরখাস্ত

(৩৯ ধারা দ্রঃ)

(১) দরখাস্তকারী [= আবেদক] ১৯৮৭-এর ৭১৩ নং মকদ্দমায় অত্র মহামান্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আজ্ঞপ্তির ধারক।

(২) বিপরীত পক্ষ, অর্থাৎ যাহার বিরুদ্ধে উক্ত আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে .... আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে

.... স্থানে বসবাস করেন/ব্যবসায় পরিচালনা করেন/লাভের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কর্মরত আছেন।

(অথবা এইরূপ লিখিতে হইবেঃ যাহার বিরুদ্ধে কথিত আজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইয়াছে সেই বিপরীত পক্ষর এই আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোন সম্পত্তি নাই, কিন্তু .... স্থিত .... আদালতের অধিক্ষেত্র-র মধ্যে তাহার সম্পত্তি আছে)

(অথবা এইরূপ লিখিতে হইবেঃ কথিত আজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আদালতের অধিক্ষেত্র-র বাহিরে অবস্থিত এবং .... স্থিত .... আদালতেব অধিক্ষেত্রর মধ্যে অবস্থিত সম্পত্তির বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।)

(অথবা এইরূপ লিখিতে হইবেঃ কথিত আজ্ঞপ্তির যে নির্ণীত ঋণীর [= ডিক্রির দেনদারের বিরুদ্ধে দেওয়া হইয়াছে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে এবং আদালতের .... খ্রিষ্টাব্দের .... নং ডিক্রীর নির্বাহে বিক্রীত হইতে যাইতেছে এবং বর্তমান দরখাস্তকারী উক্ত বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে তাহার প্রাপ্য টাকার প্রদান দাবি করিতেছেন।)

সুতরাং, বর্তমান দরখাস্তকারীর প্রার্থনা, কথিত আজ্ঞপ্তির নির্বাহের জন্য উহা .... স্থিত .... আদালতে প্রেরণ করা হউক।

নিদর্শ — ৮

ন্যায়প্রণালী সংহিতা-র ৪৭ ধারামতে নির্ণীত ঋণীর (Judgment-debtor) আপত্তি

(নির্ণীত ঋণীর বৈধিক প্রতিনিধি) আপত্তিকর বনাম (..................... আজ্ঞপ্তির ধারক) বিপরীত পক্ষ ন্যায়প্রণালী সংহিতার [= দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার] ৪৭ ধারামতে আপত্তি।

নির্বাহের আবেদন পত্র বিষয়ে আপত্তিকারী নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন ঃ

(১) নির্বাহ সম্বন্ধীয় বর্তমান আবেদন পত্রখানি অবধিবাধিত (barred by limitation) হইয়া গিয়াছে [= তামাদি হইয়া গিয়াছে]।

(২) আজ্ঞপ্তিধারী (decree-holder) অতিরিক্ত যে সুদ দাবি করিয়াছেন, কথিত আজ্ঞপ্তিতে তাহা দিবার কথা বলা নাই।

(৩) ক্রোক-করা সম্পত্তির একাংশ (এখানে উহার বিবরণ দিতে হইবে) আপত্তিকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নির্ণীত ঋণীর (Judgment-debtor) নহে। উক্ত সম্পত্তি ক্রোক হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

আপত্তিকারীর বিনীত প্রার্থনা, উপরিউক্ত আপত্তিসমূহ স্বীকৃত হউক।

নিদর্শ — ৯

ন্যায়প্রণালী সংহিতার ৯৫ ধারামতে আবেদনপত্র

(১) বাদী ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জুলাই ১৯৮৮-এর ২২০৭ নং মকদ্দমায় প্রতিবাদী বর্তমান আবেদকেব সম্পত্তি রায় হওয়ার পূর্বে ক্রোক করার আদেশের জন্য আবেদন করেন এবং তাঁহার প্রার্থিত আদেশপ্রাপ্ত হন।

(২) পর্যাপ্ত কারণের ভিত্তিতে কথিত আবেদন করা হয় নাই। আবেদক কথিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে যাইতেছেন এবং তাহার অন্য কোন সম্পত্তি নাই বলিয়া ঐ আবেদনপত্রে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহা ছিল সর্বৈব মিথ্যা।

(৩) কথিত সম্পত্তি হস্তান্তর করার আদৌ কোন অভিপ্রায় বা ইচ্ছা বর্তমান আবেদকের ছিল না এবং তখন তাহার তিন লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিশাল সম্পত্তি ছিল এবং বর্তমানেও তাহা আছে।

(ক্ষেত্র বিশেষে ২ ও ৩ অনুচ্ছেদেব স্থলে নিম্নলিখিতরূপ লিখা যাইতে পারে ঃ)

(২) ২২শে ডিসেম্বাব, ১৯৮৮ তাবিখে মহামান্য আদালত কর্তৃক কথিত মকদ্দমা বাতিল করা হইয়াছে কারণ আদালত সুনিশ্চিত হইয়াছেন যে, যে খতের উপর ঐ মকদ্দমা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা জাল [= কূটকৃত কূট লেখিত]।

(৩) খতটি ছিল জাল এব, বাদীর মকদ্দমা দায়ের কবাব কোন সঙ্গত বা মানিয়া লওয়াব যোগ্য হেতু ছিল না।)

আবেদকেব প্রার্থনা . কথিত ক্রোক কবণ দ্বারা তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাব জন্য ক্ষতিপূরণ খাতে অবিলম্বে তাহাকে ২০০০ টাকা প্রদান কবাব আদেশ দেওয়া হউক।

নিদর্শ — ১০

ন্যায়প্রণালী সংহিতার ১৪৪ ধারামতে আবেদনপত্র

(১) ১০ই অগস্ট, ১৯৮৮ তারিখে বিপরীত পক্ষ অত্র মহামান্য আদালত হইতে আবেদকেব বিরুদ্ধে এই আবেদনপত্রেব সহিত সংযোজিত অনুসূচী-ক'এ উল্লেখিত বাড়ির, অনুসূচী খ-এ উল্লেখিত অস্থাবব সম্পত্তির এবং অনুসূচী-গ'এ বিশদভাবে বর্ণিত গবাদি পশুব দখলের জন্য এবং মধ্যকালীন লাভ এবং মকদ্দমার খরচের জন্য আদালত হইতে আজ্ঞাপ্ত প্রাপ্ত হন, যাহা ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭৭২নং আজ্ঞপ্তি হইতেছে।

(২) কথিত আজ্ঞপ্তির নির্বাহের দ্বারা বিপরীত পক্ষ ২৮শে ডিসেম্বার, ১৯৮৮ তারিখে কথিত বাড়ির এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ কথিত অস্থাবর সম্পত্তি ও গবাদি পশুর দখল-স্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

(৩) ১১ই মে, ১৯৮৯ তারিখে আবেদক মধ্যকালীন লাভ খাতে ৭,৯১৩ টাকা এবং খরচ খাতে ১৯১৭ টাকা উক্ত আজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে আদালতে জমা দেন।

(৪) অত্র আদালতের উক্ত আজ্ঞপ্তি ২১শে জুলাই, ১৯৮৯ মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রথম আপিল নং .... এ বাতিল-কৃত হইয়া যায়।

(৫) সংশ্লিষ্ট সব কিছু পূর্বাবস্থায় আনয়ণের জন্য আবেদক নিম্নলিখিতরূপ দাবি করিতেছেন ঃ

(ক) অনুসূচী-ক' এ উল্লেখিত বাড়ি দখলদান;

(খ) এই আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত অনুসূচী ঘ-এ প্রদত্ত হিসাব অনুসারে কথিত বাড়ির মধ্যকালীন লাভ খাতে .... টাকা;

(গ) অনুসূচী খ এবং অনুসূচী গ-এ উল্লেখিত অস্থাবর সম্পত্তি ও গবাদি পশু প্রত্যর্পণ অথবা কথিত অনুসূচীতে প্রদত্ত বিশদ বিবরণ অনুসারে তাহার মূল্য বাবদ ৭৩৭৯ টাকা;

(ঘ) অত্র আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত অনুসূচী ঙ-এ প্রদত্ত হিসাবানুসারে কথিত অস্থাবর সম্পত্তি ও গবাদি পশু-র ব্যবহার করা হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ খাতে .... টাকা;

(ঙ) ১০ই মে, ১৯৮৯ তারিখ হইতে আদায়ের তারিখ অবধি শতকরা বার্ষিক ১৪ টাকা হারে সুদ-সহ ৯৮৩০ টাকা।

নিদর্শ — ১১

মামলার মুলতুবির জন্য আবেদন

[Application for stay of suits — S. 10 of C.P.C.]

মকদ্দমা নং .... সাল

বিবাদীর আবেদন এই যে

১। নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদী স্বত্ব ও খাস দখল পাইবার উদ্দেশ্যে এই মকদ্দমা করিয়াছে।

২। কোন এক কখ .... পিতা .... নিবাস .... বাদীর অনুকূলে বিগত ইং .... তারিখে একখানি দানপত্র দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করায় বাদী উক্ত অভিকথিত দলিলের বলে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব দাবি করিতেছেন।

৩। উক্ত দানপত্রে দলিল প্রতারণামূলক এবং উহা কখনও উক্ত কখ দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। উক্ত কখ এর একমাত্র উত্তরাধিকার রূপে কেবলমাত্র বিবাদীর তফসিল বর্ণিত এবং উক্ত দানপত্র দলিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে স্বত্ব অধিকার ও মালিকানা আছে। কখ বিগত ইং .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

৪। অত্র বিবাদী বাদীরূপে .... সালের .... নং টি মামলা .... আদালতে দায়ের করিয়াছে উক্ত দানপত্র প্রতারণামূলক বলিয়া ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে। কারণ, উক্ত কখ উক্তদান পত্র দলিল কখনই বাদীর অনুকূলে সম্পাদন করেন নাই।

৫। অত্র মামলার বিচার্য বিষয় উক্ত স্বত্ব সংক্রান্ত মকদ্দমা নং .... সাল .... এর বিচার্য বিষয়ের সংগে সবিশেষ এক প্রকার।

৬। বাদী এখানে যে মকদ্দমার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মুলতুবি না থাকিলে বিবাদীকে উক্ত স্বত্ব মকদ্দমা বিগত ইং .... তারিখে .... আদালতে ফাইল করিয়াছে। তাহা লইয়া সংকটের সৃষ্টি হইতে পারে ঃ একই পক্ষের একই বিষয়ে দুই আদালতে মামলা চলিলে পরস্পর বিরোধীমূলক সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হইতে পারে।

৭। ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিবাদী বাদীরূপে যে স্বত্ব মকদ্দমা ফাইল করিয়াছে তাহার শুনানী ও সিদ্ধান্ত প্রথমে হইবে যাহাতে অত্র মামলার বাদীর উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাইবে।

৮। স্বত্ব মকদ্দমা নং .... সাল .... এর নিষ্পত্তি না হইলে এই মামলা মুলতুবী রাখিবার জন্য আবেদন করা যাইতেছে। এমতে মহামান্য আদালতের নিকট প্রার্থনা এই যে স্বত্ব মকদ্দমা নং .... সাল .... এর শুনানী ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত বর্তমানের স্বত্ব মকদ্দমা নং .... সাল .... এর শুনানী মুলতুবী রাখিতে আজ্ঞা হয়।

তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

অত্র লেখিত আবেদনপত্রের সমস্ত বিবরণ সত্য। আমি ইহা পড়িয়া শুনিয়া মর্ম অবগত হইয়া এই আবেদনপত্রে সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি ইং তাং

....

স্বাক্ষর

টীকা ঃ ১। যেসকল ক্ষেত্রে ১০-ধারা প্রকৃতপক্ষে প্রযোজ্য নহে সেক্ষেত্রেও আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে স্বীয় সহজাত ক্ষমতাবলে কোন মামলার শুনানী স্থগিত রাখিতে পারেন (AIR 1978 Del 221; দে. প্র. স. ধারা-১৫১)।

২। দে. প্র. স. র ১০ ধারা প্রয়োজনের কিছু অভীক্ষা (Test) আছে। যেমন, আগেকার মামলার নিষ্পত্তির ফলে যদি উহা পরের মামলা পূর্ব বিচারিত (*Res judicata*) রূপে অস্বীকৃত হয় তবে ১০-ধারা প্রযুক্ত হইবে (AIR 1992 P & H 217; AIR 1992 Mad 363)।

৩। দুই মামলার বিষয় অভিন্ন (Identical) হইতে হইবে (AIR 1985 Cal 154)।

নিদর্শ — ১২

মামলা হস্তান্তরের আবেদন

[Application for transfer of suit — S. 24 of C.P.C.]

মিস কেস নং .... সাল ....

বিবাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী .... আদালতে .... সালের .... নং স্বত্ব মকদ্দমা দা'য়ের করিয়াছে। মামলাটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। বাদী এই আদালতে উকিলের পেশায় নিযুক্ত এবং স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

২। বিবাদী এই আদালতের সংগে যুক্ত একাধিক উকিলকে তাহার মামলাটি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করে; কিন্তু প্রত্যেকেই বিভিন্ন অজুহাতে মামলাটির দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অনেকে বাদীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত উকিলের বিরুদ্ধে কেহই এখানে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না।

৩। এই মামলায় আইনের জটিল বিষয় সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে; এরূপ আশংকা করিবার কারণ আছে এই আদালতে বিবাদী কোন যোগ্য উকিলের সাহায্যে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবে না।

৪। বিবাদীর সাক্ষীগণ আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের বাহিরে অবস্থান করেন। বিবাদী সাক্ষীগণকে সময় মত হাজিরা দিতে সক্ষম হইতে নাও পারেন। সাক্ষীদিগকে হাজির করাও বিবাদীর পক্ষে ব্যয়বহুল।

৫। বাদীর .... গ্রামে আবাসস্থল আছে। এবং বাদীর সাক্ষীরাও উক্ত .... গ্রামে বসবাস করে।

৬। পক্ষগণের সুবিধার জন্য এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত মামলা .... স্থ .... আদালতে .... বিচারকের নিকট যেন নথিভুক্ত করা হয়।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত যেন নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেন —

(i) .... নং স্বত্ব মামলা .... আদালত হইতে .... আদালতে স্থানান্তরিত হইবে।

(ii) অন্যান্য যথাযোগ্য আদেশ।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি : উচ্চ আদালত অথবা জেলা বিচারকের দ্বারা মামলা অবিলম্বে হস্তান্তরিত করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি অপ্রয়োজনীয় পক্ষদের হাজির হওয়ার জন্য হস্তান্তরিত আদালতের বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে (AIR 1989 Kant 207)।

২। হস্তান্তরের জন্য বিবেচনা : বাদীর ন্যায পীঠ পছন্দ থাকিলেও মামলা হস্তান্তরিত করিবার ক্ষেত্রে বিচারের উদ্দেশ্যই প্রধান। কর্ণাটকে সাক্ষ্য সহজপ্রাপ্য। মুম্বাইতে মামলার কার্যধারা চলিতে পারে না (AIR 1990 SC 113)।

৩। অগ্রাধিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ : মামলা হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত। অগ্রাধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ। প্রতিবেদন একান্তভাবে দাবি করা হইলে ঐটি সাধারণতঃ অপক্ষপাতিত্ব অভিযোগ ও বিচারকের পক্ষপাতিত্ব শূন্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে ও এটিতে আদেশের সঠিকতা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে না (AIR 1992 SC 1133)।

৪। সর্বোচ্চ আদালতে হস্তান্তর : সর্বোচ্চ আদালতের একটি এজলাসে পক্ষপাতদুষ্টতা না থাকিলে অথবা অপর ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকিলে মামলা একটি এজলাস হইতে অপর এজলাসে হস্তান্তরিত হইবে না। সওয়াল জবাবের শেষে মৌখিক সিদ্ধান্তের অভিব্যক্তি হস্তান্তরকরণের কারণ নয় (AIR 1989 SC 1433)।

৫। দাবি ন্যাযপীঠের মামলা হস্তান্তর : মোটর দুর্ঘটনার দাবির ন্যায়পীঠে মামলা চলাকালীন সেই মামলার হস্তান্তর হয় দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২৩ ধারা মতে অথবা সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (AIR 1989 Mad 350)।

৬। অধিকার ক্ষেত্রহীন আদালতের মামলা উপযুক্ত অধিকার ক্ষেত্রের আদালতে হস্তান্তরিত হয়।

৭। বৈবাহিক সম্পর্ক মামলার হস্তান্তর : স্ত্রী ডিব্রুগড়ে ও স্বামী দিল্লীতে মামলা করেন। দুইটি মামলাতে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এক। দিল্লীর মামলা ডিব্রুগড়ে হস্তান্তরিত হয় (AIR 1991 SC 1104)। স্ত্রী 'ক' স্থানে চাকুরীরতা ও একটি সন্তান আছে। স্বামী 'খ' স্থানে চাকুরীরত। স্বামী 'গ' স্থানে বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করেন। মামলা 'ক' স্থানের আদালতে স্থানান্তরিত হয় (AIR 1990 Mad 330)।

দরিদ্র স্ত্রীর প্রার্থনায় বৈবাহিক মামলা একটি আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তরিত হয় (AIR 1990 Kant 146)।

স্বামীর দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের মামলায় স্ত্রী তাহার ভয়ের মানসিকতা ও জীবনের বিপদের আশঙ্কার উপর ভিত্তি করিয়া দরখাস্ত করিলে আদালত স্ত্রীর জীবনের জন্য শপথ পত্রের দ্বারা স্বামীর দেয় প্রত্যাভূতি উপেক্ষা করিয়া তাহার পিতৃকূলের স্থানের আদালতেই মামলা হস্তান্তর করেন (AIR 1990 Kant 273)।

৮। ২২ ধারায় মামলা হস্তান্তর : পক্ষগণের সুবিধার মাত্রা (Balance of convenience) পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; মামলা দায়ের করিবার পূর্বিতা এরূপক্ষেত্রে অপ্রাসংগিক (AIR 1983 Bom 486)।

৯। মামলা স্থানান্তরকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হইল পারস্পরিক সুবিধা (AIR 1977 Mad 27)।

নির্দশ — ১৩

পূর্তিব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আবেদন

[Application for award of compensatory costs under S. 35A of C.P. Code]

(i) **বাদীর দ্বারা আবেদন :**

১। বিবাদী তাহার জবাবের .... নং প্যারাতে .... মর্মে যে বক্তব্য রাখিয়াছে তাহা মিথ্যা; বিবাদী তাহা জানে।

২। বিবাদীর দ্বারা পরিবেশিত প্রতিরক্ষণ (defence) আদালত মিথ্যা গণ্য করে এবং গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে।

(অথবা বিবাদী তাহার প্রতিরক্ষণ সংক্রান্ত বক্তব্য অস্বীকার করে)।

এমতাবস্থায় বাদীর প্রার্থনা এই যে বিবাদী যেন বাদীকে পূর্তিব্যয় হিসাবে সংগত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

(ii) **বিবাদীর দ্বারা আবেদন :**

জবাবে মূল বক্তব্যের পরে নিম্নলিখিত প্যারা সংযুক্ত হইবে :—

(১) আরজির .... নং প্যারাতে বাদীর দাবি মিথ্যা : ইহা বাদি স্বয়ং অবগত আছে। পরবর্তীকালে বাদী তাহার দাবি লিখিতভাবে পরিত্যাগ করে।

(২) মাননীয় আদালত বাদীর উক্ত দাবি মিথ্যা গণ্য করে। এমতাবস্থায় বিবাদী বিশেষ পূর্তিব্যয় দাবী করিতেছে।

নির্দশ — ১৪

জারির জন্য ডিক্রী স্থানান্তরকরণ

[Application for of decree for execution to another Court]

(দে. প্র. স. ১৯০৮ এর ৩৯-ধারা)

জেলা ....

মোকাম ... ... আদালত

স্বত্ব জারি মকদ্দমা নং .... সাল ....

শ্রী .... ডিক্রীধাবী আবেদনকারী

শ্রী ... . দায়িক প্রতিপক্ষ

দে. প্র. স. ১৯০৮ এর ৩১ ধারাব বিধানাধীনে ডিক্রী স্থানান্তর।

আবেদনকারীর বক্তব্য এই যে

১। আবেদনকারী এই আদালতের .... সালের .... নং স্বত্ব মকদ্দমায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আজ্ঞপ্তি লাভ করিয়াছে।

২। এই আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে প্রতিপক্ষের উক্ত ডিক্রী জারি করিবার জন্য সম্পত্তি নাই; কিন্তু .... ক্ষেত্রে অবস্থিত আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পত্তি আছে।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা এই যে

উপরিবর্ণিত ডিক্রী জারির উদ্দেশ্যে .... আদালতে স্থানান্তরিত করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

* * * * *

আমার নির্দেশে মুদ্রিত হইল

ব্যবহারজীবী

টীকা : ১। ডিক্রীর অংশ বিশেষ জারীর জন্য স্থানান্তর করা যাইবে না (AIR 1935 Cal 118; 38 CWN 1053)।

২। আদালত ৩৯(২) ধারার বিধান অনুসারে স্বেচ্ছায় (*Suo motu*) কোনো ডিক্রী অধীনস্থ অপর আদালতে জারীর জন্য প্রেরণ করিতে পারেন (AIR 1953 SC 65)। দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এর ৩৯(২) ধারার বিধান নিম্নলিখিত রূপ ঃ

যে আদালত উক্ত আজ্ঞপ্তি দিয়াছেন সেই আদালত স্বীয় মর্জি (*Suo motu*) নির্বাহের জন্য (execution) উহা উপযুক্ত অধিক্ষেত্র বিশিষ্ট অধস্তন কোন আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন।

৩৯(২) ধারায় ডিক্রী প্রেরণের জন্য বিশেষ ফরম ব্যবহারের প্রয়োজন নাই (*Ibid*)। করণিক ভুলের জন্য (clerical error) কোন আবেদন পত্র নাকচ হইবে না। (AIR 1937 All 397)।

৩। নির্বাহ সংক্রান্ত কার্যবাহ চলাকালীন ডিক্রীধারীর মৃত্যু হইলে ওয়ারিশদিগকে অনুকল্প আবেদন (Substitution application) আদেশ ২২, বিধি-১২ এর বিধানের জন্য করিবার প্রয়োজন নাই (AIR 1991 All 214)।

৪। আদালতের আদেশ (Order) আজ্ঞপ্তি রূপে নির্বাহযোগ্য (1994 CLJ 500)।

৫। বাতিল বিবেচিত হইবার কারণে আদালত ডিক্রী নির্বাহ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। পরবর্তীকালে আইনের পরিবর্তনের জন্য অথবা পরবর্তী ঘটনার কারণে ডিক্রীধারী নির্বাহের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন (AIR 1991 Ori 36)।

৬। পযাপ্ত অধিক্ষেত্রযুক্ত আদালতে আজ্ঞপ্তি হস্তান্তর। 'পর্যাপ্ত অধিক্ষেত্র' অর্থে কেবলমাত্র অর্থকরী অধিক্ষেত্র বুঝিতে হইবে, এবং বিষয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার নহে (AIR 1992 All 332)।

৭। আসেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ডিক্রী নির্বাহযোগ্য নহে। তবে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার (১৯০৮) ১৫১ ধারায়, অথবা ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের সাহায্যে অথবা পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাহায্যে আসেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ডিক্রীতে বাধা সৃষ্টি করা যাইতে পারে (AIR 1993 AP 103)।

৮। আদেশ প্রয়োগ (Application to orders) ঃ আদালতের আদেশ প্রয়োগ বিষয়ে দে. প্র. স. ১৯০৮ এর ৩৬ ধারায় নিম্নলিখিত নির্দেশ আছে ঃ —

আজ্ঞপ্তির নির্বাহ সম্বন্ধীয় এই সংহিতার বিধানসমূহ (কোন আজ্ঞপ্তির অধীনে টাকা প্রদান সম্বন্ধীয় বিধানসমূহ সহ), যতদূর তাহারা প্রযোজ্য হইতে পারে, আদেশের নির্বাহে প্রযোজ্য বলিয়া ধরা হইবে (কোন আদেশের অধীনে টাকা প্রদান সহ)।

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এর আজ্ঞপ্তি নির্বাহ সংক্রান্ত পদ্ধতি ২১-আদেশে লিখিত আছে। ২১-আদেশের পদ্ধতি আদালতের আদেশ (Orders) নির্বাহ করিতে প্রযুক্ত হইবে (S. Nandi, *C.P.C.*, p. 128)।

নিদর্শ — ১৫

বিজ্ঞপ্তি জারি না করিয়া আদালতের অনুমোদনক্রমে আবেদন
[Application for leave of the Court for bringing a suit without serving Notice under sec. 80(2) of C.P. Code]

জেলা . ...

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মকদ্দমা নং .. .. সাল . ...

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী . ... বিবাদী

আদালতের অনুমতির জন্য দে. প্র. স. ১৯০৮ এর ৮০(২) ধারায় আবেদন

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী .... অঞ্চলের শাখা ডাকঘরের শাখা পোষ্টমাস্টার হইতেছে।

২। বিবাদী কেন্দ্রীয় সবকারের অধীন . ... সাবডিভিসনের পোস্ট অফিস পরিদর্শক বিগত ইং .... তারিখে বাদী যে পদে অধিষ্ঠিত আছে সেই পদের জন্য ইং .... তারিখের মধ্যে প্রদেয় প্রার্থীর আবেদন আহ্বান করিয়াছে। ইহা অবৈধ এবং অধিক্ষেত্র বহির্ভূত।

৩। বাদীর এই মর্মে খবর আছে যে বিবাদী ইং . ... সালের ইং .... মাসেব মধ্যে উক্ত পদে নূতন নিয়োগ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৪। বাদীর বৈধ অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে বাদী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে আগ্রহী; এই ধবনের নিয়োগ বন্ধ করিতে আসেধাজ্ঞা লাভের জন্য মকদ্দমা করিবে বাদী। এই ত্রাণ জরুরী এবং অনতিবিলম্বে প্রদেয়।

বাদী প্রার্থনা জানাইতেছে যে বিষয়ের গুরুত্ব হেতু এবং তাৎক্ষণিক ত্রাণ লাভের জন্য দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিত ১৯০৮ এর-৮০(১) ধারায় বিজ্ঞপ্তি না প্রদান করিবার অনুমতি যেন বাদীকে দেওয়া হয়।

সত্যপাঠ

আমি শ্রী .... এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছি তাহা আমার জ্ঞানমতে সত্য। এই সত্যাখ্যান আমি ইং .... তারিখে আমার কৌশলীর চেমবারে .... এ বসিয়া স্বাক্ষর করিলাম।

....

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ১৬

লোক কণ্টকের জন্য মামলা করিতে আদালতের অনুমতি

[Application for leave of the Court for bringing in suit by two or more persons against public nuisance or other wrongful acts]

জেলা ....

মিস কেস নং .... সাল ....

১। শ্রী .... ২। শ্রী .... ৩। শ্রী ....

.... বাদী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ....

বিবাদী

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯১(১)(বি) ধারার অধীনে মামলা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আবেদন

বাদীগণের আবেদন এই যে

১। বাদীগণ ২নং বিবাদী এবং পশ্চিমবংগ সরকারকে বাধা দিতে এই মামলায় আগ্রহী এই কারণে যে বিবাদী যেন স্থানীয় জনসাধারণের লোক কণ্টক সৃষ্টি করিতে বিরত হয়।

এই আদালতে মামলা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে আবেদনকারী প্রার্থনা জানাইতেছে।

সত্যপাঠ

শ্রী .... ১নং বাদী এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবৃতি আমার জ্ঞানমতে সত্য; এবং আমি এই সত্যাখ্যান ইং .... তারিখে .... এ স্বাক্ষর করিলাম।

নিদর্শ — ১৭

সার্বজনিক দাক্ষিণ্য বিষয়ে মামলা করিবার অনুমতি

[Application for leave of the Court for bringing a suit by two or more persons regarding Public Charities]

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

মকদ্দমা নং .... সাল ....

১। শ্রী .... ২। শ্রী .... ৩। শ্রী ....

বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বিবাদী

৯২(১) ধারার বিধানাধীনে অনুমতির জন্য আবেদন

বাদীগণের আবেদন এই যে

১। .... ট্রাস্ট এর একমাত্র ট্রাস্টী শ্রী .... এর বিরুদ্ধে বাদীগণ একটি মামলা করিতে অভিলাষী।

২। এই মামলা রুজু করিতে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন।

৩। আবেদনকাবীদিগের বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

এমতাবস্থায় বাদীগণ মামলা করিবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। অদ্য তারিখে উক্ত মামলার আরজী পৃথকভাবে এই আদালতে নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ৯২-ধাবায় লোকন্যাসের বিরুদ্ধে মামলা এবং আদেশ-১, বিধি-৮ এর অধীনে প্রতিনিধিরূপে মামলা এক ব্যাপাব নয়। ৯২-ধারায় মামলা করিতে আদালতের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। কিন্তু দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অধীনস্থ আদেশ-১, বিধি-৮ এর অধীনে অনুমতি লাভ মামলা করিবার পরেও হইতে পারে। ইংগিতে আদালতের অনুমতি লাভ করা গিযাছে এইরূপ বিবেচনা করিবার কোন ক্ষেত্র নাই (AIR 1994 Mad 43)।

আদালতের অনুমতি, বিজ্ঞপ্তি। আদালতের অনুমতি দেওয়ার সময় প্রস্তাবিত প্রতিবাদীগিদের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী প্রয়োজনীয় নয় (AIR 1989 All 194)।

৯২-ধারামতে মামলা করিবার জন্য অনুমতি প্রদানেব পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দান করিবার প্রয়োজন নাই ও সেজন্য বিজ্ঞপ্তির অভাবে মামলা খারাপ বলিয়া অভিহিত হইবে না; কিন্তু সাধীনতা নিয়ম অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত (AIR 1991 SC 221)।

৯২-ধারার মামলা হইল প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা। জনগণের এক বা দুই ব্যক্তি মামলা চালাইতে পারেন। সুতরাং পক্ষগণ ছাড়াও অন্য ব্যক্তির আদালতে মামলায় প্রার্থনা করিবার বাধা নাই (AIR 1990 SC 444)। ন্যাস উত্তরপ্রদেশে স্থাপিত। ন্যাস

সম্পত্তির অংশ বিশেষ মধ্য প্রদেশের কোন আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার ঐ আদালতে অধিক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না (AIR 1990 MP 287)।

নিদর্শ — ১৮

অপ্রতুল কারণে ক্রোকের জন্য ক্ষতিপূরণ চাহিয়া আবেদন

[Application for compensation for obtaining attachment on insufficient ground under section 95 of the Civil Procedure Code, 1908]

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

মিস কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... প্রতিপক্ষ

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৫-ধারার ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন

আবেদনকারীর বক্তব্য এই যে

১। প্রতিপক্ষ বাদীরূপে এই আদালতে .... সালের .... নং মনিস্যুট দায়ের করে; এবং এই আদালতে বিগত ইং .... তারিখে আবেদন করিয়া আবেদনকারীর সম্পত্তির উপর ক্রোকাদেশ একতরফাভাবে ইং .... তারিখে লাভ করে।

২। প্রতিপক্ষ তাহার ক্রোকসংক্রান্ত আবেদনপত্রে এই মর্মে অভিযোগ করে যে আবেদনকারী তাহার সমস্ত সম্পত্তি প্রতিপক্ষের ডিক্রীজারিতে বাধা দান করিবার জন্য অথবা বিলম্ব ঘটাইবার জন্য হস্তান্তর করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই প্রকার বিবৃতি সর্বৈব মিথ্যা। এবং প্রতিপক্ষ তাহার আবেদনের স্বপক্ষে যে হলফনামা (যদি প্রদত্ত হইয়া থাকে) দিয়াছে তাহাও সর্বৈব মিথ্যা। এবং বাদীর দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৫(১)(বি) ধারায় টাকার জন্য মামলা করিবার কোন সম্ভাব্য কারণ নাই।

৩। আবেদনকারী তাহার সামান্য সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে মনস্থ করে নাই; সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের কথাই ওঠে না। প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে বিব্রত করিতে, তাহার সুনামে আঘাত হানিতে এবং তাহাকে অপব্যয় করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে অপ্রতুল কারণে উক্ত আবেদন করে।

৪। রায়দানের পূর্বে উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিবার কোন কারণ না থাকায় আবেদনকারীর আবেদনক্রমে পরবর্তীকালে আদালত আবেদনকারীর সমস্ত সম্পত্তি হইতে ক্রোকাদেশ রহিত করে।

৫। ন্যায়সংগত কারণ থাকিলেও আবেদনকারীর সম্পত্তি ক্রোক করায় আবেদনকারীর প্রভূত ক্ষতি সাধন হইয়াছে। (ক্ষতির প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করা যাইতে পারে)। ক্ষতির পরিমাণ .... টাকা।

আবেদনকারী এমতাবস্থায় প্রার্থনা করিতেছে যে .... টাকা ক্ষতিপূরণ অথবা আদালতের বিচারে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় তেমন ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

টীকা : ১। অপ্রতুল কারণ অর্থে যথেষ্ট ও সম্ভাব্য কাবণের অভাব বুঝিতে হইবে (AIR 1953 MB 90)।

২। অবমাননা এবং/অথবা সুনামে ক্ষতি ৯৫ ধারায় ব্যবহৃত ক্ষতি শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইবে (AIR 1953 Mad 552; AIR 1953 MB 247)।

৩। ক্ষতিপূরণ যে অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা হইয়াছে তাহা ৯৫ ধারার অন্তর্গত ১-প্রকরণের অন্তর্গত (এ) ও (বি) উপপ্রকরণে বিবৃত আছে।

৪। ক্ষতিপূরণেব পবিমাণ ১০০০ টাকার অধিক হইবে না।

৫। ক্রোকেব আদেশ বহিত না হইলেও ৯৫-ধারায় আবেদন কবা চলিবে (1939 MWN 1084)।

৬। বিশেষ খেসারৎ অথবা সাধাবণভাবে খেসারতেব আদেশ হইতে পারে (AIR 190‿ Raj 177)।

দেওযানী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৯০৮ এব ৯৫-ধারায অ-পর্যাপ্ত বা অপ্রতুল কারণে গ্রেপ্তাব, ক্রোক বা আসেধাজ্ঞা (Compensation for obtaining arrest, attachment or injunction on insufficient grounds) সম্পর্কে নির্দেশ দান কবা আছে।

The word 'injury' denotes any harm whatever illergally caused to any person in body, mind eputation or property (Indian Penal Code 1860; Sec. 44)

নিদর্শ — ১৯

অন্যায়ভাবে আসেধাজ্ঞা লাভের জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন

[Application for computaiton for obtaining injuction wrongfully]

জেলা ....

মোকাম . আদালত

মিস কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... প্রতিপক্ষ

দে. প্র. স. র ৯৫ ধারায় ক্ষতিপূরণ লাভের আবেদন

আবেদনকারীর নিবেদন এই যে

১। প্রতিপক্ষ বাদীরূপে .... সালের .... নং স্বত্ব মামলা অত্র আদালতে বিগত ইং .... তারিখে আবেদনকারীকে .... বিরত করিতে আসেধাজ্ঞার জন্য ঐ মামলা দায়ের করে; মিথ্যা যুক্তি এবং প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া প্রতিপক্ষ একতরফা অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা লাভ করে।

২। আবেদনকারী পরবর্তীকাল উক্ত মামলায় উপস্থিত থাকিয়া উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আসেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যথেষ্ট কারণ দর্শায়।

৩। উভয় পক্ষের বক্তব্য বিগত ইং .... তারিখে শুনিবার পর প্রতিপক্ষের মামলা খারিজ হয় এবং প্রমাণিত হয় উক্ত মামলা দায়ের করিবার প্রকৃত কোন কারণ ছিল না।

৪। আবেদনকারীকে অহেতুক মামলার ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে এবং উক্ত মামলার ও আসেধাজ্ঞার দ্বারা আবেদনকারীর সুনামের হানি হইয়াছে।

এমতাবস্থায় আবেদনকারীর প্রার্থনা

(i) ১০০০ টাকা অথবা যেমন বিবেচিত হয় সেই পরিমাণ অর্থের ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। মামলাটি শুনানীর পর, পূর্বে নহে, আবেদন করিতে হইবে (AIR 1923 Mad 352)। উক্ত অধিকার সৃষ্টি হইবে আসেধাজ্ঞার আদেশ খারিজ হইবার পর (AIR 1971 Mys 178)।

২। ভ্রান্ত আসেধাজ্ঞার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিতে হইলে আবেদনকারীকে প্রতিপক্ষের বিদ্বেষ (malice) এবং প্রতিপক্ষ যে সম্ভাব্য কারণ ব্যতিরেকে এইরূপ করিয়াছে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে (AIR 1978 Cal 259)।

৩। কোন মামলায় দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৪ ধারার বিধান অনুসারে গ্রেপ্তার, ক্রোক বা অস্থায়ী আসেধাজ্ঞা কার্যকরী করা হইলে ৯৫ ধারা প্রয়োগের জন্য আবেদন করা যাইবে।

৪। চুক্তিবর্হির্ভূত অন্যায়ের কারণে (Tortious liability) যে সকল ব্যক্তি জড়িত থাকিবে তাহারা সকলে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদাণ করিতে বাধ্য হইবে। যেমন, কাহারও মালের উপর ডিক্রী জারি করিবার আদেশ না থাকিলেও যদি ভুলক্রমে ডিক্রী জারি করা হয় এবং ঐ মাল ক্রোক করা হয় তবে টর্টের ন্যায় দায়িতার জন্য ক্ষতিপূরণ দান কবিতে হইবে (AIR 1974 Mys 24)।

নিদর্শ — ২০

আদালতের আদেশ পুনর্বিচারের জন্য আবেদন

[Application for review of Cou_t's order under section 114 of C.P. Code]

বাদীর নিবেদন এই যে

১। বিগত ইং .... তারিখে .... সালের উক্ত .... নং স্বত্ব মামলায় বাদীর আবেদনক্রমে মাননীয় আদালত নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান কবেন —

* * * * *

২। উক্ত আদেশে সহজাত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় এবং স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে উহাতে এটি আসিয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে ধর্মাবতার উক্ত আদেশ পুনর্বিচার কবিতে ইচ্ছা কবিতে পারেন।

অতএব প্রার্থনা করা যাইতেছে যে

(i) প্রয়োজনে পক্ষগণকে পুনরায় শুনিয়া বিগত ইং .... আদেশ আদালত যেন পুনর্বিবেচনা করেন।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। অান্তবর্তীকালীন আদেশ (Interlocutory orders) এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববিচারিতরূপে বিবেচিত হইবে না (A B Majumder, *Plaints* p. 469)।

২। ১১৪ ধারা স্বীয় মর্জিতে (*Suo motu*) আদালত ক হইবে আদেশ পুনর্বিচারের সঠিক ক্ষমতা প্রদান করে না (AIR 1967 Bom 355· AIR 1978 Mad 221)।

নিদর্শ — ২১

কালসীমা বৃদ্ধির আবেদন

[Application for enlargement of time u/s 148 of C.P.C.]

জেলা ....

অর্থকরী মামলা নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী উক্ত মামলা বিগত ইং .... তারিখে অপ্রতুল রসুম সহযোগে ফাইল করে। আদালতে বাদীকে ইং .. .. তারিখের মধ্যে ঘাটতি রসুম প্রদান করিতে নির্দেশদান করে।

২। অসুস্থতার কারণে বাদী বসুমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায় নির্ধারিত দিনের মধ্যে ঘাটতি রসুম প্রদান করিতে পারে নাই।

এমতাবস্থায় বাদীর প্রার্থনা এই যে

(i) ইং .... তারিখ হইতে এক সপ্তাহের জন্য ঘাটতি রসুম প্রদানের সময় সীমা বর্ধিত করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। যেক্ষেত্রে সময় সীমা আদালতের দ্বারা নির্ধারিত হয় সেখানে ১৪৮ ধারার বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু যেখানে আইনে সময় সীমা নির্দিষ্ট থাকে, যেখানে আদালত সময় সীমা পরিবর্তন করিতে পারে না।

নিদর্শ — ২২

ক্যাভিয়াটের জন্য আবেদন

[Application for Caveat; S. 148A of Civil Procedure Code 1908]

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

মনি সুট নং .... সাল ....

শ্রী কখ নং .... সাল .... বিষয়

মণি সুট .... পিতা . ...

বনাম

শ্রী পফ পিতা ....

এবং বিষয়ে

শ্রী পফ পিতা ....

ক্যাভিয়েটর আবেদনকারী

আবেদনকারীর আবেদন এই যে

১। উক্ত কখ উক্ত মনি সুট ফাইল করিয়াছে আবেদনকারী পফ এর বিরুদ্ধে এবং ঐ মামলা এখনও বিচারাধীন। আবেদনকারী এখনও সমন লাভ করে নাই।

২। আবেদনকারী শ্রী পফ জানিতে পারিয়াছে যে উক্ত বাদী শ্রী কখ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত আদেশ ৩৮ বিধি-৫ এর বিধান অনুসারে আবেদনকারীর সম্পত্তি রায়দানের পূর্বে ক্রোক করিবার জন্য আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

৩। ঐ প্রকার শুনানীতে আবেদনকারীর উপস্থিত থাকিবার অধিকার আছে।

৪। এই কারণে আবেদনকারী কেভিয়েট ফাইল করিতেছে কেভিয়েটের আবেদনকারীর সম্পত্তি সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ-৩৮, বিধি-৫ মতে কোনপ্রকার আবেদনে কেভিয়েটের আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান না করিয়া এবং বক্তব্য রাখিবার সুযোগ না দিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলিবে না।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। ফিস বর্তমানে ১০ টাকা পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কোর্টফিস আইন ১৯৭০, সিডিউল-২ আইটেম নং ১১

২। কেভিয়েটের আবেদনে যে দাবি কেভিয়েট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত তাহার নাম, নম্বর প্রভৃতি, কেভিয়েট আবেদনকারীর আবেদন করিবার যোগ্যতা ও অধিকার সম্পর্কে বিবৃত করিতে হইবে। AIR 1978 Cal 492।

৩। কেভিয়েটরকে কোন মামলার অপরিহার্য বা প্রভাবিত পক্ষ (necessary or affected party) হইতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। কোন মামলায় কোনো কেভিয়েটরের উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিলে তিনি কেভিয়েট করিতে পারেন [AIHC 3243 (AP)]।

৪। কোন পক্ষ কেভিয়েটরকে নোটিশ করিলেও আদালত কেভিয়েটরকে নোটিশ করিবে (AIR 1981 AP 246)।

৫। কেভিয়েটরকে নোটিশ প্রদান না করিয়া আদেশ দান করিলে উক্ত আদেশ অবৈধ (illegal) হইবে কিন্তু বাতিল (nullity) হইবে না (AIR 1983 AP 443)।

৬। আপীল, নির্বাহ. দে. প্র. স. র. অধীন অন্যান্য আপীল, অপর কোন আইনে আবেদন ও আপীলের ক্ষেত্রে ১৪৮ এ ধারায় কেভিয়েট ফাইল করা যাইবে।

৭। কেভিয়েট উপেক্ষা করিয়া আদেশদান করিলে আদালত ঐ একতরফা আদেশ খারিজ করিবে (90 CWN 288)।

নিদর্শ — ২৩

ডিক্রী সংশোধনের আবেদন

[Application for amendment of a decree under section 152 of C. P. C. 1908]

জেলা .. ..

মোকাম .... আদালত

মকদ্দমা নং .... সাল ....

শ্রী .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... প্রতিপক্ষ

আবেদনকারীর আবেদন এই যে

১। অত্র আদালতের বিগত ইং .... তারিখে প্রদত্ত রায় দ্বারা উক্ত মামলার ডিক্রী হয়। আদালত বিগত ইং .... তারিখে উক্ত ডিক্রী তৈয়ারী করেন এবং স্বাক্ষরযুক্ত করেন।

করণিক ভুল সংক্রান্ত ঃ ২। আরজি-৪ তফশিলের এক হইতে তিন আইটেমে বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব সম্পর্কে রায়ে স্বীকৃত হইয়াছে; ডিক্রীতে দুই নম্বর আইটেমে সম্পত্তি সম্পর্কে অসাবধানতাবশতঃ ভুলবর্ণনা করা হইয়াছে, যেমন .. ..

আংশিক ভুল সংক্রান্ত ঃ মামলার ব্যয় বাবদ বাদীকে উকিলের ফিস সহ .... টাকা প্রদানের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট .... নং প্রজ্ঞাপন ইং .... তাং দ্বারা উকিলের ফিস .... টাকা ধার্য করিয়াছেন। উকিলের ফিসে আংশিক ত্রুটি হইয়াছে যেমন .... টাকার .... টাকা হইবে।

হঠাৎ ভুল সংক্রান্ত ঃ উক্ত মামলার বিচারের রায়ে .... টাকার ডিক্রী প্রদান করা হয়; কিন্তু ভুলক্রমে ডিক্রীতে .... টাকা লিখিত হইয়াছে।

বিলুপ্তি সংক্রান্ত ঃ উপরিউক্ত মামলার বিচারে মামলা ব্যয় বাবদ বাদীকে .... টাকা প্রদানের নির্দেশ আছে। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ উক্ত টাকা প্রদানের নির্দেশ সম্পর্কে উল্লেখ কবা হয় নাই।

এমাতবস্থায় প্রার্থনা এই যে

মামলা রায়েব সংগে সংগতি রাখিয়া ডিক্রী সংশোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ ১। মামলার রায়েব সহিত ডিক্রীতে পার্থক্য দৃষ্ট হইলে আদালত সহজাত ক্ষমতাবলে উহা সংশোধন কবিতে পাবে (AIR 1967 SC 1440)।

২। ১৫২ ধাবায় আবেদন কবিবাব জন্য কোন সময সীমা নাই (AIR 1953 All 485, AIR 1958 MP 307)।

৩। ১৫২ ধাবায আপোষ আজ্ঞপ্তি সংশোধন হইতে পাবে (AIR 1953 Ajmer 1)।

৪। অংশীদাবী কাববাবেব অবসানেব মামলায আদেশ ২০, বিধি ১৫ এবং অ্যাপেনডিকস-ডি, ফবম-২১ অনুসাবে প্রাথমিক ডিক্রীতে পক্ষগণেব পৃথক অংশ সম্পর্কে উল্লেখ কবা হয নাই। এই ভুল দেওযানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এব ১৫১ ও ১৫২ ধারাব বিধান অনুসাবে সংশোধন কবা যাইবে (AIR 1977 Mad 140)।

৫। বিনির্দিষ্ট বিক্রয়েব ডিক্রীতে বিক্রযকার্য সম্পূর্ণ কবিবাব দিন স্থি কবা হয় নাই। ডিক্রী সংশোধন করা যাইবে (AIR 1976 AP 50)।

৬। বাদী দখল পাইবাব যোগ্য কিনা এই বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত বাদীব পক্ষে ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিচাবেব বাযে এবং ডিক্রীতে ভুলক্রমে উল্লেখিত হয় নাই। এই অনুল্লেখ ১৫২ ধাবায় সংশোধন কবা যাইবে (AIR 1975 Kant 107)।

৭। যেক্ষেত্রে কবণিককৃত ভ্রান্তি এবং গাণিতিক ভ্রান্তি আর্জিতে এবং পরিণামে ডিক্রীতে দৃষ্ট হয় তাহা যেকোন সময়ে এমনকি চূড়ান্ত ডিক্রীর পরেও সংশোধন করা যাইতে পারে। কিন্তু যেক্ষেত্রে সম্পত্তি সনাক্তকরণে ভুল হইবে সেখানে ১৫২ ধারার সুবিধা গ্রহণ কবা চলিবে না (AIR 1963 SC 1879; AIR 1974 AP 201)।

৮। মামলার রায়ে করণিককৃতক ভুলের সংশোধন। আদিম আদালতের (Trial Court) ডিক্রী আপীল আদালত সমর্থন করে। এরূপ অবস্থায় ভুল সংশোধন করিবে আপীল আদালত (AIR 1979 Pat 5)।

বিশেষ অনুমতির জন্য আবেদনপত্র পক্ষগণের আপোষরফার উপর ভিত্তি করিয়া সুপ্রীমকোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এরূপক্ষেত্রে হাইকোর্ট স্বীয় রায়ের অনাবধানজনিত ভুল ইত্যাদি সংশোধন করিতে পারে [(1990)2 CHN 360].

৯। কোন পুনর্বিচার আপীল ব্যতীত, রায়, আজ্ঞপ্তি বা আদেশ কণরিককৃত ভ্রান্তি বা গাণিতিক ভ্রান্তি থাকিলে অথবা অনাবধানজনিত সামান্য কোন স্খলন বা বিচ্যুতির কারণে কোন ভুল অনুপ্রবিষ্ট হইলে আদালত স্বয়ং বা পক্ষের আবেদনে সংশোধন করিতে পারেন [(1994)4 SCC 368]।

নিদর্শ — ২৪

১৫৩ ধারায় ত্রুটি সংশোধনের আবেদন

[Petition for amending defects in proceedings under section 153 of C.P.C. 1908]

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

টাকা মামলা নং .... সাল . .. ..

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী বিবাদী

উক্ত বাদীর বক্তব্য এই যে

১। বিগত ইং .... তারিখে উক্ত বিবাদী একখানি হ্যানডনোটে স্বাক্ষর করিয়া বাদীর নিকট হইতে .... টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত টাকা আদায় করিতে বাদী উক্ত মামলা ফাইল করিয়াছে।

২। বিবাদীকে যে সমন করা হয় তাহার রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বিবাদী মামলা দায়ের করিবার .... দিন পূর্বে .... স্থানে বিগত ইং [illegible] ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] করিবার সময় বাদী বিবাদীর মৃত্যু ঘটনা সম্পর্কে [illegible] সংক্রান্ত রিপোর্ট হইতে বাদী বিবাদীর মৃত্যু সম্পর্কে [illegible] তারিখে প্রথম জানিতে পারে।

৪। অদ্য তাবিখে পৃথকভাবে আদালতে স্বত্ববিবাদীব পবিবর্তে তাহার বৈধ ওয়াবিশ / প্রতিনিধিকে পক্ষযুক্ত কবিতে আবেদন কবা হইযাছে।

৫। অনুকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনেব পবও তামাদি আইনেব সময সীমাব মধ্যে মামলা থাকিবে।

এমতাবস্থায প্রার্থনা এই যে

বাদীকে উক্ত মামলাব ত্রুটি দূব কবিতে আদেশ দান কবা হয। এবং অনুকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনেব দ্বাবা উক্ত মৃত বিবাদীব বৈধ ওযাবিশী প্রতিনিধিকে মামলায় পক্ষভুক্ত কবিবাব অনুমতিদানে বাধিত কবা হয।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ দেওযানী প্রক্রিযা সংহিতাব ১৫৩ ধাবায আদালতকে সংশোধন কবিবাব সাধাবণ ক্ষমতা প্রদান কবা হইযাছে। আদালত যে-কোন সময এবং খবচ সম্বন্ধে বা অন্য বিষযে আদালত যে প্রকাব উপযুক্ত মনে কবেন সেই প্রকাব শর্তাধীনে কোন মকদ্দমাব যে কোন কার্যবাহেব ত্রুটি বা ভ্রান্তি সংশোধন কবিতে পাবেন, এবং এইরূপ কার্যবাহ দ্বাবা উত্থাপিত বা এইরূপ কার্যবাহেব উপব নির্ভবশীল প্রকৃত প্রশ্ন বা বিচার্য বিসয নির্ধাবণেব উদ্দেশ্যে প্রযোজনীয যাবতীয সংশোধন কবিবেন (AIR 1976 AP 65)।

নিদর্শ — ২৫

বহুর তরফে মামলা কবিবার আবেদন

[Application under Or. 1, r. 8 of C.P.C.]

জেলা

মোকাম আদালত

স্বত্ব মামলা নং সাল

আ — ১, বি ৮ দি প্র স

শ্রী (১) (২) (৩) আবেদনকাবী

আবেদনকাবীব বক্তব্য এই যে

১। জেলাব অন্তর্গত থানাব অধীন

গ্রামে আবেদনকাবী সম্প্রদাযেব ব্যক্তি হইতেছে। এবং এই গ্রামে উক্ত সম্প্রদাযেব লাব বসবাস কবে।

২। বাদীগণ উক্ত .... গ্রামের উক্ত .... সম্প্রদায়ের তরফে সম্প্রদায়ের সকলের সাধারণ অধিকাব রক্ষাকল্পে সকল ব্যক্তির তরফে মামলা দায়ের করিতে সিদ্ধান্ত লইয়াছে। (সাধাবণ অধিকার সম্পর্কে বিবৃত করিতে হইবে)।

৩। প্রয়োজনীয় অনুমতি দানেব জন্য আবেদনকারীগণ এতদ্বারা প্রার্থনা জানাইতেছে।

টীকা : ১। আ ১, বি ৮ এ বাদী এবং প্রতিবাদী প্রতিনিধি হিসাবে মামলা করিতে পাবে (AIR 1935 Mad 542)।

২। আরজিতে বাদীব প্রতিনিধিত্বমূলক আবেদন সম্পর্কে এবং আদালতেব অনুমতি সম্পর্কে উল্লেখ থাকিবে (AIR 1925 Nag 183)।

৩। কেবলমাত্র একই স্বার্থ সম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধিত্ব কবা যাইবে।

৪। সম্প্রদাযেব সম্পত্তি বলপূর্বক দখল ও অপসাবণেব জন্য সম্প্রদাযেব একজন সদস্য মামলা দাযেব কবিতে পাবেন (AIR 1990 SC 396)।

নিদর্শ — ২৬

মামলায় পক্ষভুক্তির জন্য আবেদন

[Ap,)lication of instrment in a suit under Or. 1, r. 10 of C.P.C.]

জেলা

স্বত্ব মামলা নং সাল

শ্রী বাদী, শ্রী বিবাদী, শ্রী আবেদনকাবী

আদেশ ১, বিধি ১০, তদ প্র স অনুসারে সহবিবাদী হিসাবে আবেদন

আবেদনকাবীব বক্তব্য এই যে

১। বাদী উক্ত বন্ধকী মামলা দাযেব কবিযাছে। বাদীব প্রার্থনা

২। উক্ত বন্ধকী সম্পত্তিতে আবেদনকাবীব স্বার্থ আছে এবং আবেদনকাবীব উপব উক্ত বন্ধকেব কার্যকাবীতা সম্পর্কে আবেদনকাবী সংপ্রশ্ন (challenge) কবিতে চায।

৩। মামলার অবস্থানুসাবে আবেদনকাবীকে মামলায় সহবাদীরূপে হস্তক্ষেপ কবিতে দেওযা উচিত।

৪। এই আবেদনেব স্বপক্ষে একটি শপথপত্র সংযুক্ত হইল।

এমতাবস্থায় আদালত সমীপে আবেদনকারীর প্রার্থনা এই যে আবেদনকারীকে সহবিবাদীরূপে উক্ত মামলায় অংশ গ্রহণ করিতে অনুমতিদান করিত আজ্ঞা হয় এবং বাদীকে সেই মর্মে নির্দেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ আ.১, বি. ১০ অনুসারে আদালত স্বেচ্ছায় মামলার যে কোন পর্যায়ে পক্ষভুক্ত করিতে পারেন; অথবা, কোন ব্যক্তির আবেদন অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

হস্তক্ষেপকারী ব্যক্তি (Intervenors) তৃতীয় ব্যক্তি মূল মামলার পক্ষ নন; তাঁহারা স্বার্থ দাবি করেন মামলায় পরবর্তীকালে পক্ষভুক্ত হন।

নিদর্শ — ২৭

বাদী হিসাবে সংযুক্তি করণের আবেদন

[Application for addition or substitution of plaintiff, Or 1, r. 10(1) & 10(2)]

জেলা ....

স্বত্ব মামলা নং .... আদালত

শ্রী .... বাদী বনাম শ্রী .... বিবাদী; শ্রী ... ... আবেদনকারী

আবেদনকারীর নিবেদন এই যে

১। বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র আদালতে উক্ত মামলা দায়ের করিয়াছে নিম্নলিখিত ত্রাণলাভের উদ্দেশ্যে

* * * * * * * * * *

(বিবরণ)

বাদী হিসাবে পক্ষভুক্তির জন্য ঃ

২। আবেদনকারী মামলাভুক্ত সম্পত্তিতে উক্ত বাদীর একজন শরিক। বাদী আবেদনকারীকে সহবাদীরূপে পক্ষভুক্ত না করিয়া সম্পূর্ণ ত্রাণ পাইতে পারে না।

৩। বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে আবেদনকারীকে সহবাদীরূপে মামলায় পক্ষভুক্ত করা প্রয়োজন।

বাদী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে :

২। উক্ত বাদী আবেদনকারীর নিযুক্তক মাত্র। উক্ত মামলা প্রকৃত ভুলক্রমে মালিকের পরিবর্তে নিযুক্তকের নাম বাদীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। আবেদনকারী মামলাবদ্ধ সম্পত্তির প্রকৃত মালিক এমতাবস্থায় নিযুক্তকের পরিবর্তে আবেদনকাবীর নাম বাদী হিসাবে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় আদালতের নিশ্চট প্রার্থনা এই যে

সংযুক্তির ক্ষেত্রে : আবেদনকারীকে সহবাদীরূপে সংযুক্তিকরণের জন্য আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে : বর্তমান বাদীব পরিবর্তে আবেদনকাবীকে বাদীরূপে গণ্য করিবার আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

৪। আবেদনের স্বপক্ষে একটি শপথনামা দাখিলকবা হইল।

টীকা : ১। ভাডাটিযাব বিরুদ্ধে উচ্ছেদেব মামলায় উপ ভাড়াটিযা একজন প্রযোজনীয পক্ষ (AIR 1992 Raj 75)।

২। দবখাস্তকারী বাদীব সংগে কিছু অধিকার দাবি কবিলে এবং বাদীব আপত্তি না থাকিলে তিনি সমবাদীরূপে যুক্ত হইতে পাবেন। অন্যথা, তাঁহাকে পৃথক মামলা কবিতে হইবে (AIR 1990 NOC 83 Punj)।

৩। পক্ষযুক্ত কবাব ব্যাপাবে বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন।

৪ পক্ষকে যোগ করিতে হইলে মামলাব বিষয়বস্তুতে তাঁহাব প্রত্যক্ষ স্বার্থ থাকা উচিত এবং তিনি ব্যতীত মামলার দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত ও যথেষ্ট রূপে নিষ্পত্তি হইতে পাবে না (AIR 1989 Ker 167)।

নিদর্শ — ২৮

সমনজারি বিষয়ে আদালতের ঘোষণার জন্য আবেদন

[Petition for declaration by the Court that summon has been served — Or. 5, r. 19A, C.P.C.]

জেলা ... .

.... স্থ জেলা জজের আদালত

বিবাহ সংক্রান্ত মামলা নং ... . সাল ... ...

শ্রী ... . আবেদনকারী বনাম শ্রী ... . উত্তরবাদী

আবেদনকারীব আবেদন এই যে

১। উক্ত মামলায় আবেদনকারী সমন জারি করিবার উদ্দেশ্যে যুগপৎ আদালতের মাধ্যমে ডাকযোগে এবং ব্যক্তিগতভাবে ডাকযোগে সমন প্রেরণ করেন। ব্যক্তিগত ভাবে প্রেরিত সমন উত্তরবাদীর ভ্রাতা যিনি উত্তরবাদীর সহিত একত্রে বসবাস করেন ফেরৎ রসিদে স্বাক্ষর করিয়া গ্রহণ করেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে প্রেরিত সমন ঠিকভাবে জারি হইয়াছে।

২। উপরন্তু প্রতিপক্ষকে নিবন্ধিত ডাকযোগে ফেরৎ রসিদসহ সমন উত্তরবাদীর উপর জারি করিবার জন্য প্রেরিত হয়। উত্তরবাদী যেখানে বসবাস করেন সেখানেই উক্ত সমন প্রেরণ করা হইয়াছে।

ফেরৎ রসিদ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই যদিও যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়াছে। প্রতীয়মান হয় যে ফেরৎ রসিদ হারাইয়া গিয়াছে অথবা অস্থানে চাপা পড়িয়াছে। এবং সেজন্য উহা আদালতে ত্রিশ দিনেও পৌঁছায় নাই।

৩। এমতাবস্থায় সমন উত্তরবাদীর উপর যথাযথ জারি করা হইয়াছে -- এই মর্মে আদালত ঘোষণা করিবে

অতএব প্রার্থনা এই যে ঃ

মাননীয় আদালত যেন দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার আদেশ ৫, বিধি ১৯ক(২) অনুসারে এই মর্মে ঘোষণা করে যে উত্তরবাদীকে সমন যথাযথ জারি করা হইয়াছে এবং মামলা যথারীতি অগ্রসর হইবে।

সত্যপাঠ

আমি বাদী / আবেদনকারী এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে বর্ণিত বিবৃতি আমার জ্ঞানমতে সত্য। উপানুচ্ছেদ (৩)-প্যারাতে লিখিত বিবৃতি এই আদালতে আমার আইনবলে সৃষ্ট নিবেদন।

ইং সালের তারিখে স্ব র হাতে সত্যাখ্যাত।

স্বাক্ষর

টীকা ঃ ত্রিশ দিনের মধ্যে ফেরৎ রসিদ না পাওয়ার জন্য আদালত ঘোষণার দ্বারা একতরফা বিচারিক কার্যবাহে অগ্রসর হইতে পারেন। নিয়ম মাফিক ঘোষণা না করিলেও একতরফা ডিক্রী নস্যাৎ করা যাইবে না (AIR 1979 Raj 108)।

সমনের সহিত আরজির প্রতিলিপি প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যথা, সমন যথাযথ জারি হইয়াছে বিবেচিত হইবে না। (AIR 1992 P & H 101)।

নিদর্শ — ২৯

অনুকল্প সমনজারির জন্য আবেদন

[Application for substituted service under Or. 5 r. 20 of C.P.C. 1908]

আবেদনকাবীব বক্তব্য এই যে

১। এতাবৎকাল আদালতেব মাধ্যমে বাদী বিবাদীকে সমনজাবী কবিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কবিযাছে, কিন্তু কোন ফল হয নাই।

২। যে স্থানে সমন প্রেবিত হয বিবাদী সেইখানে সাধাবণতঃ বসবাস কবেন। এমন বিশ্বাস কবিবাব কাবণ আছে যে সমন গ্রহণ এডাইবাব জন্য বিবাদী নানা প্রকাব অসাধু উপায অবলম্বন কবিতেছে।

৩। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি শপথনামা পত্র আবেদনপত্রেব সহিত সংযুক্ত হইল।

এমতাবস্থায আদালতেব সমীপে প্রার্থনা এই যে

আদালতেব বিবেচনানুসাবে বিবাদীকে অনুকল্প সমন (Substituted summons) জাবি কবিবাব নির্দেশ দান কবিতে আজ্ঞা হয।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ আবেদনপত্রেব সহিত একটি শপথপত্র সংযুক্ত কবিতে হইবে। বিবাদী যে সমন গ্রহণ কবিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এডাইযা চলিতেছে সে সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কাবণ উল্লেখে শপথ লইতে হইবে (A B Majumder *Plaints* p 480)

নিদর্শ — ৩০

অনুপঙ্খ বিবরণের জন্য আবেদন

[Application for particulars under Or. 6, r. 5 of C.P.C. 1908]

(ক) **বাদীব দ্বাবা আবেদন ঃ**

১। উক্ত মামলায বিবাদী হাজিবা দিযাছে এবং বিগত ইং তাবিখে লিখিত জবাব দাখিল কবিযাছে।

২। উক্ত লিখিত জবাবের .... নং প্যারাতে বিবাদী এক চুক্তিপত্রের উল্লেখ করিয়াছে; কিন্তু উহার অনুপুঙ্খ বিবরণ জবাবে প্রদান করা হয় নাই।

এমতাবস্থায় আদালত সমীপে বাদীর প্রার্থনা এই যে বিবাদীকে এই মর্মে নির্দেশ দান করা হউক যাহাতে বিবাদী উক্ত চুক্তিপত্র সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দানে বাধ্য হয়।

(i) চুক্তিপত্র মৌখিক অথবা লিখিত কিনা; কখন চুক্তিপত্রটি সম্পাদিত হয় এবং যে পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় সেই পক্ষগণের নাম ও ঠিকানা।

(ii) উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তাবলী।

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৩১

নিযুক্তকদ্বারা আরজি সত্যাখ্যানের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

[Application for permission to verify a plaint through an agent under Or. 6 rr. 14 & 15 of C.P.C.]

মামলার বিবরণ ....

* * * * *

উপরিউক্ত বাদীর নিবেদন এই যে

১। বাদী তাহার গ্রামের বাড়িতে .... স্থানে বসবাস করে এবং আরজি স্বাক্ষর করিতে এবং সত্যাখ্যান করিতে অক্ষম।

২। শ্রী . ... পিতা .... নিবাস . ... জেলা .... বাদীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্তক হইতেছে। নিযুক্তক উক্ত মামলার বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছে। উক্ত নিযুক্তক শ্রী .... ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারনামা বলে এই মামলা আনয়ন করিবার অধিকারী এবং ইহার হেতুভাষণ স্বাক্ষর ও সত্যাখ্যান করিতে পারে। অতএব আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে

উক্ত নিযুক্তক শ্রী . . .. কে বাদীর তরফে উক্ত মামলায় আদালতে বাদীর পক্ষে করণীয় কাজ করিবার আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

উপরিউক্ত বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য; আমি এই সত্যাখ্যান ইং . ... তারিখে .... স্থানে বসিয়া স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩২

হেতুভাষণের অংশবিশেষ বর্জনের আবেদন

[Application for striking out pleadings under Order 6, rule 16 of C.P.C. 1908]

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

মকদ্দমা নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী। বনাম শ্রী .... বিবাদী

বিবাদীর বক্তব্য এই যে

১। বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত মামলা এই আদালতে দায়ের করিয়া; মামলাটি বিচারাধীন।

২। বাদী আরজির ৩নং প্যারাতে এমন কুৎসিৎ এবং অপ্রাসংগিক বক্তব্য রাখিযাছে যাহা এই মামলার উদ্দেশ্যে কোন প্রযোজন নাই।

৩। বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগগুলি মামলার নিষ্পত্তি করিতে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। এবং উহা বিবাদীর নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর ও বিহ্বলজনক।

এমতাবস্থায আদালত সমীপে বিবাদীর প্রার্থনা এই যে আরজির তিন প্যারাতে বর্ণিত কুরুচিপূর্ণ কথন বর্জনের আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

টীকা ঃ আরজি এবং জবাব হইতে কুৎসিৎ কথন বর্জনের আবেদন করা যাইতে পারে। এই ধরণের আবেদন মামলার যেকোন স্তরে করা যাইতে পারে; আদালত স্বীয় মর্জিতে এই ধরণের বর্জনের নির্দেশদান করিতে পারে (AIR 1955 SC 610, AIR 1995 Raj 123)।

নিদর্শ — ৩৩

আরজি সংশোধনের আবেদন

[Application for amendment of plaint under Or. 6, r. 17 of C.P.C. 1908)

মামলার কজ টাইটেল

* * * * *

বাদীর আবেদন এই যে

১। উক্ত মামলা ইং ... . তারিখে প্রাথমিক শুনানী এবং বিচার্য বিষয় স্থিরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

২। অনবধানতাবশতঃ আরিজর দুই নং প্যারাতে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। উক্ত প্যারাতে তৃতীয় লাইনে ভুলক্রমে .... এর পরিবর্তে .... লিখিত হইয়াছে।

৩। উক্ত ভুল দূরীকরণের জন্য বাদী নিম্নলিখিতভাবে আরজি সংশোধন করিতে ইচ্ছুক।

৪। প্রস্তাবিত সংশোধন গৃহীত হইলে মামলার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইবে না।

অতএব মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে

ন্যায়বিচারের স্বার্থে আর্জির নিম্নলিখিত সংশোধন গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।

প্রার্থিত সংশোধন ঃ আরজীর দুই নং প্যারার অন্তর্গত তৃতীয় লাইনের .... কথাগুলির পরিবর্তে .... এই কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৩৪

খেলাপ জনিত খারিজ মামলা পুনরানয়নের আবেদন

[Application for restoration of a suit dismissed for default under Or. 9, r. 9 of CPC 1908]

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

মিস কেস নং .... সাল ... .

শ্রী .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... প্রতিপক্ষ

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এর আদেশ-৯, বিধি-৯ অধীনে অত্র আদালতের .... সালের .... নং স্বত্ব-মামলা খারিজের আদেশ বাতিল করিয়া উক্ত মামলা পুনরানয়নের জন্য আবেদন

উক্ত আবেদনকারীর বক্তব্য এই যে

১। অত্র আদালতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আবেদনকারী .... সালের .... নং স্বত্ব মামলা দায়ের করিয়া যত্ন সহকারে উক্ত মামলা চালাইতেছিল।

২। চূড়ান্ত শুনানীর জন্য .... সালের উক্ত .... নং মামলার দিন ধার্য ছিল ইং .... তারিখ।

৩। আবেদনকারী .... জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ইং .... তারিখ হইতে ইং .... তারিখ পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিল এবং সেহেতু উক্ত মামলার শুনানীর জন্য নির্ধারিত দিনে আবেদনকারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

৪। আবেদনকারীর ইং .... তারিখে আদালতে অনুপস্থিতি ইচ্ছাকৃত নয়। উক্ত তারিখে উক্ত স্বত্ব মামলা যখন শুনানীর জন্য ডাকা হয় তখন আবেদনকারী অসুস্থতার কারণে গৃহবন্দী।

৫। উক্ত মামলা খারিজ হওয়ায় বাদী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে উক্ত খারিজের আদেশ রহিত কবিয়া . ... সালের .... নং স্বত্ব মামলা পুনরানয়নের ও নম্বর যুক্ত করিতে আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

টীকা ঃ ১। যেক্ষেত্রে মামলা, আদেশ ১৭, বিধি-৩ অথবা আদেশ-১১, বিধি-২১ এ খারিজ করা হয় অথবা আদেশ-৭ বিধি ১১তে যদি আরজি খাবিজ করা হয় তবে এই ধরণের আবেদন চলিবে না।

২। আদেশ-৪১, বিধি-১৭ অথবা ১৮ অনুসারে যখন কোন আপীল খেলাপের জন্য খরিজ করা হয়, তখন এই নিয়ম (আ. ৯ বি. ৯) চলিবে না; আদেশ ৪১, বিধি-১৯ এর বিধানাধীনে আপীল পুনরানয়নের জন্য আবেদন করিতে হয়।

৩। হিন্দু বিবাহ আইনের ১০-ধারার আবেদন খেলাপের কারণে খারিজ হয় এবং পুনরায়নের সম্ভব হয় নাই। ঐ একই কাবণে পরবর্তীকালে ১৩ ধারায় আবেদন করা চলিবে না (AIR 1978 Punj 150)।

নিদর্শ — ৩৫

দস্তাবেজ অধিকারের জন্য

[Application for discovery of documents under Or. 11 r. 14 of C.P.C.]

বাদীব নিবেদন

১। বিবাদী তাহার জবাবের নং .... প্যারাতে অভিযোগ করিয়াছে যে ....

২। মামলার নিষ্পত্তির জন্য এবং ব্যয় সংকোচনের জন্য উক্ত অভিযোগ সংক্রান্ত দস্তাবেজ আবিষ্কারের প্রয়োজন আছে।

৩। **শপথপত্র সংযুক্ত হইল ঃ** বাদী মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা করে যে জবাবের .... নং প্যারাতে যে অভিযোগ করা আছে সেই সংক্রান্ত দস্তাবেজ শপথান্তে আবিষ্কারের জন্য বিবাদীকে আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

টীকা ঃ ১। শপথপত্র দ্বারা মামলার অপরপক্ষ তাহার ক্ষমতার মধ্যে যে সকল দস্তাবেজ আছে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য (AIR 1962 Cal 325)।

২। মামলার বিবাদ সংক্রান্ত কোন বিনির্দিষ্ট দস্তাবেজ বাদীর নিকট নাই। এরূপক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না (AIR 1991 Del 211)।

৩। গোপনীয়তার কারণে কোন দস্তাবেজ বা চিঠিপত্র প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা গ্রাহ্য করা হইবে না (AIR 1992 Guj 138)।

নিদর্শ — ৩৬

রেকর্ড তলবের জন্য আবেদন

[Application for summoning a record under Or. 13, r. 10 of C.P.C.]

কজ টাইটেল

* * * * *

বাদীর আবেদন এই যে

১। বিবাদী উক্ত মামলায় জবাব ফাইল করিয়াছে। জবাবে বিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব দখল অধিকার অস্বীকার করিয়াছে।

২। ইতিপূর্বে .... স্ব .... আদালতে .... সালের .... নং স্বত্ব মামলায় বিবাদী তাহার জবাবে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব স্বার্থে অধিকার স্বীকার করিয়াছে।

৩। বিবাদী .... সালের উক্ত .... নং স্বত্ব মামলায় বিগত ইং .... তারিখে যে জবাব ফাইল করিয়াছে বাদী তাহার একটি প্রমাণিত প্রতিলিপি / জাবেদা নকল (Certified Copy) অত্রসহ ফাইল করিতেছে।

৪। উক্ত জবাবের বক্তব্য বাদী প্রমাণ করিতে আগ্রহী। এজন্য উক্ত মামলার মূল নথিপত্র আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় রেকর্ডের বিবরণ; স্বত্ব মামলাং নং .... সাল .... মোকাম .. .. আদালত। .... বাদী .... বিবাদী। মামলার নিষ্পত্তির তারিখ ....। উক্ত রেকর্ড .... জেলার সদর রেকর্ডরুমে রক্ষিত আছে।

৫। এই আবেদনের পক্ষে একটি শপথপত্র অত্র সহ সংযুক্ত হইল।

এমতাবস্থায় বাদীর মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে

উক্ত স্বত্ব মামলা নং .... সাল .... এর জবাব অংশ সহ অন্যান্য মূল রেকর্ডপত্র বর্তমান মামালব জন্য তলব কবিতে আজ্ঞা হয়।

টীকা : যে আদালত হইতে দস্তাবেজ ইত্যাদি প্রেরিত হয় সেই আদালতকে যে দেওয়ানী আদালত হইতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অন্য আদালতও হইতে পারে। তবে আদালত হইতেই হইবে।

শপথপত্রে সন্তোষজনকভাবে কারণ দর্শাইতে না পারিলে আবেদন গ্রাহ্য হইবে না (AIR 1931 Lah 119)।

নিদর্শ — ৩৭

সাক্ষী তলবের জন্য আবেদন

[Application for summoning witness under Or. 16, r. 1 of C.P.C.]

কজ টাইটল

* * * * *

বিবাদী এই মর্মে উপস্থাপিত করিতেছে যে

উক্ত মামলায় বিবাদীর বক্তব্য প্রমাণ করিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে বিবাদীর প্রার্থনা এই যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সমন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়। ইং তাং ....

সমন করিবার জন্য সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা

১। .. .. ২। ইত্যাদি।

নিদর্শ — ৩৮

অনুপস্থিত সাক্ষীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেন্ট জারি করিবার আবেদন

[Application for issue of warrant of arrest against absentee witness under Or. 16, r. 10 of C.P.C.]

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

* * * * *

বিবাদীর নিবেদন এই যে

১। শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... পোষ্ট অফিস .... থানা .... জেলা .... আবেদনকারীর তরফে একজন সাক্ষী হইতেছে এবং সেজন্য অত্র আদালতের মাধ্যমে উক্ত সাক্ষীকে সমন করা হইয়াছিল।

২। সমন যথারীতি জারি হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সাক্ষী বিগত ইং .... তারিখে আদালতে হাজির হয় নাই। গরহাজিরার জন্য কোন প্রকার বৈধ কারণও উক্ত সাক্ষী উপস্থাপিত করে নাই।

৩। উক্ত অনুপস্থিত সাক্ষী বিবাদীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। বাদীর দাবি সংক্রান্ত বিবাদীর বিরোধের মীমাংসা উক্ত সাক্ষীর সাহায্যে ফলপ্রসূ হইবে।

৪। আবেদনের পক্ষে একটি শপথপত্র অত্র সহ যুক্ত হইল।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে বিবাদীর প্রার্থনা এই যে এই মামলার পরবর্তী শুনানী দিনে উক্ত সাক্ষী শ্রী .... কে আদালতে হাজির করিবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারির আদেশদান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ বল প্রয়োগ করিতে হইলে আদেশ ১৬, বিধি ১০(২) এর শর্ত প্রথমে পূরণ করিতে হইবে।

নিদর্শ — ৩৯

প্রমাণপত্রের জন্য আবেদন

[Application under Or. 21, r. 2(2) of C.P.C.]

শীর্ষ বিবরণী

* * * * *

ডিক্রীর দেনদার আবেদনকারীর নিবেদন এই যে

১। অত্র আদালতের .... সালের .... নং অর্থকরী মামলায় আবেদনকারী ডিক্রীর দেনদার।

২। উক্ত ডিক্রীধারী নির্বাহ মামলা ফাইল করিবার পর দেনদার আবেদনকারী ডিক্রীধারীকে বিগত ইং .... তারিখে ডিক্রীর পাওনা আংশিক পরিশোধের জন্য .... টাকা ডিক্রীধারীর স্বাক্ষরযুক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের বিনিময়ে প্রদান করিয়াছে।

অতএব মাননীয় আদালত সমীপে আবেদনকারীর প্রার্থনা এই যে

বিগত ইং .. .. তারিখে ডিক্রীধারীকে যে আংশিক .... টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে তাহা প্রয়োজনীয় রেজিস্টার বহিতে রেকর্ড লিখিবার জন্য এবং প্রমাণপত্র প্রদানের জন্য আদেশদান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। আদালতের বাহিরে ডিক্রীর শর্ত পূরণ করা হইলে অথবা আপোষে ডিক্রীধারীর সন্তুষ্টি বিধান করা হইলে আদেশ-২১, বিধি-২এর বিধান প্রযোজ্য হইবে (AIR 1978 SC 118)।

২। এই বিধির বিধান কেবলমাত্র অর্থের ডিক্রীতে প্রযোজ্য হইবে না, সকল প্রকার ডিক্রীতে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে (AIR 1952 All 814. 1928 Cal 715। বিপরীত AIR 1951 Mad 853; AIR 1958 AP 705)।

নিদর্শ — ৪০

মৃতবাদীর স্থলে ওয়ারিশ অনুকল্পের আবেদন

[Application for substitution of heirs, legal representatives of deceased plaintiff under Or. 22, r. 3 of CPC in case of death of one of several *plaintiffs or sole plaintiff]*

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

* * * * *

আবেদনকারীর সর্নিবন্ধ নিবেদন এই যে

১। জেলা .... থানা .... গ্রাম .... নিবাসী ৺ কখ পিতা .... অত্র আদালতে .... সালের .... নং মিস কেস ফাইল করেন। উক্ত মামলায় কখ একমাত্র বাদী ছিলেন।

২। উক্ত বাদী কখ বিগত ইং .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র ওয়ারিশ তাঁহার বিধবা পত্নী অত্র আবেদনের আবেদনকারিনী হইতেছেন। আবেদনকারিনীর উক্ত মামলা চালাইবার অধিকার আছে। উক্ত কখ কোন প্রকার মরণোত্তর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই।

৩। উক্ত মৃত কখ এর পরিবর্তে আবেদনকারিনীকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছে।

প্রার্থিত অনুকল্প ঃ সালের স্বত্ব মামলা নং .... এ মৃত বাদী কখ এর পরিবর্তে তদীয় বিধবা পত্নী শ্রীমতী .... কে বাদিনীরূপে স্বীকৃতি দান।

৪। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আবেদন করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে আবেদনকারিণীকে উক্ত মামলায় মৃত কখ এর পরিবর্তে বাদিনীরূপে স্বীকৃতি দান করিতে আজ্ঞা হয়।

টীকা ঃ ১। আ. ২২, বি. ৩ প্রয়োগের শর্ত এই যে বৈধ প্রতিনিধির মামলা করিবার অধিকার যেন বৈধ প্রতিনিধিতে বর্তায় (AIR 1936 Pat 123); এই নিয়ম আপীলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (AIR 1935 All 640)।

২। অনুকল্পের (Substitution) সময় সীমা তামাদি আইন ১৯৬৩ এর ১২০ অনুচ্ছেদ অনুসারে ৯০ দিন যথেষ্ট কারণ থাকিলে তামাদি আইন ১৯৬৩ এর ৫-ধারায় আবেদন করা যাইতে পারে।

৩। এই আদেশের অধীনে আদালত স্বীয় মর্জিতে অগ্রসর হইতে পারেন না।

৪। বৈধ প্রতিনিধির নাম যদি ইতিপূর্বেই রেকর্ডভুক্ত থাকে তবে অনুকল্পের প্রয়োজন হয় না (AIR 1943 Nag 13)। কিন্তু বিষয়টি আদালতের গোচরে আনয়ন করিতে হইবে।

৫। মৃত ব্যক্তি যে কোন প্রকার মরণোত্তর বিশেষভাবে লিখিত (যেমন, উইল ইত্যাদি) ব্যবস্থা করিয়া যান নাই সে বিষয়ে আবেদনে উল্লেখ থাকিবে। এবং আবেদনকারী আবেদনের যোগ্য (*Sui Juris*) (A.B. Majumder, *Plaints*, p. 490)।

নিদর্শ — ৪১

মৃত বিবাদীর স্থলে বৈধ প্রতিনিধি অনুকল্পের আবেদন

[Application of substitution of legal representatives of the decreased defendant under Or. 22, r. 4 of C.P.C.]

১। বিবাদী বিগত ইং .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

২। বিবাদী নিম্নলিখিত বৈধ প্রতিনিধি রাখিয়া মারা গিয়াছেন।

(i)
(ii) প্রতিনিধিদিগের নাম ও ঠিকানা।

৩। আবেদনকারী বাদী মৃত বিবাদীর পরিবর্তে উক্ত স্বত্ব দখলী মামলায় উক্ত প্রতিনিধিদ্গিকে পক্ষভুক্ত করিতে ইচ্ছুক।

৪। আবেদনটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দাখিলকরা হইল।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে বাদীর প্রার্থনা এই যে উক্ত মামলায় .... উক্ত প্রতিনিধিদ্বয়কে অনুকল্প বিবাদীরূপে স্বীকার করিবার জন্য আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৪২

মামলার অবসান খারিজের জন্য আবেদন

[Application for setting aside an abatement under Or. 22, r. 5 of CPC in case of death of defendant]

বাদীর বক্তব্য এই যে

১। উপরিউক্ত মামলায় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ইং .... তারিখ ধার্য আছে।

২। উক্ত মামলার বিবাদী ৺ .... বিগত ইং .... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। বিবাদীর উত্তরাধিকারকে আইন মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে পক্ষভুক্ত করা হয় নাই। ফলে, উক্ত মামলার অবসান ঘটে বিগত ইং .... তারিখে।

৩। উক্ত বিবাদীর ৺ .... এর মৃত্যু সম্পর্কে আবেদনকারী অবগত ছিল না; এবং সে কারণে মৃত বিবাদীর পরিবর্তে তাহার ওয়ারিশকে অনুকল্প ব্যবস্থা মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পক্ষভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

৪। এই আবেদনের সমর্থনে একটি শপথপত্র সংযুক্ত করিলাম।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা এই যে উক্ত অবসান খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়। উক্ত মৃত বিবাদীর পরিবর্তে তাহার একমাত্র পুত্র শ্রী .... নিবাস .... পোঃ

.... জেলা .... কে অনুকল্প বিবাদীরূপে গ্রহণ কবিবার জন্য অদ্য তারিখে অত্র আদালতে পৃথকভাবে আবেদন করা হইয়াছে।

সত্যপাঠ

* * * * *

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৪৩

মামলা চলাকালে স্বত্ব হস্তান্তরে অনুকল্পের জন্য আবেদন

[Application for substitution on assignment / creation and / or devolution of interest during pendency of suit under Or. 22, r. 10 of C.P.C.]

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

* * * * *

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী উক্ত স্বত্ব মকদ্দমা দ্বারা আর্জিতে বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব নির্ধারণ অন্তে উক্ত সম্পত্তিতে বাদীকে খাস দখলের ডিক্রী লাভের জন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছে।

২। বিবাদী বিগত ইং .... তাবিখে একখানি বিক্রয় কোবালা সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়া উক্ত সম্পত্তিতে বিবাদীর যে স্বত্ব স্বামীত্ব হক হকিয়ৎ ছিল তাহা এই মামলা চলাকালেই কখ এর অনুকূলে হস্তান্তর করিয়া নিঃস্বত্ববান হইয়াছে এবং উক্ত কখ কে নালিশী সম্পত্তিতে দখল দান কবিয়াছে।

৩। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীর কোন স্বার্থ নাই।

৪। বিবাদীর পরিবর্তে উক্ত কখ কে অত্র মামলায় অনুকল্পিত করিতে হইবে। উক্ত কখ এর নাম-ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ —

শ্রী কখ .... পিতা .... নিবাস .... পোঃ .... থানা .... জেলা .... জাতিয়তা .... পেশা ....

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই যে

বিবাদীর পরিবর্তে উক্ত কখ এর নাম অনুকল্পিত করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ ১। মামলা চলাকালে এই নিয়মের অধীনে যে কোন সময় আবেদন করা যাইতে পারে (AIR 1930 Cal 267) কিন্তু চূড়ান্ত ডিক্রী প্রদানের পর এই প্রকার মামলা করা চলিবে না (AIR 1931 Cal 51)। তবে আবেদন করিতে বিলম্ব করিলে অথবা করিতে ক্রটি বিচ্যুতি ঘটিলে বা অবহেলা করিলে এই নিয়মের অধীনে অনুমতি প্রদান করিতে আদালত অস্বীকার করিতে পারে (AIR 1933 Cal 696)।

২। এই নিয়মে নূতন পক্ষ মামলায় অংশ গ্রহণ করে, নূতন পক্ষ সংযুক্ত হয় না (42 CWN 1183)।

৩। এই নিয়ম আপীল ও দ্বিতীয় আপীলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে (A. B. Majumder — *Plaints*, p. 494)।

৪। এই নিয়ম প্রয়োগের জন্য কোন বিষয়বস্তুর স্বার্থ যেন হস্তান্তরিত হয় বা সৃষ্টি হয় বা প্রতিসংক্রমিত হয় (devolved) (AIR 1930 Cal 113)।

নিদর্শ — ৪৪

মামলা প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশ্যে আবেদন

[Application for withdrawal of a suit under Or. 23, r. 1 of CPC 1908]

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মকদ্দমা নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী বনাম শ্রী .... বিবাদী

বাদী-আবেদনকারীর নিবেদন এই যে

১। বাদী অত্র আদালতে উক্ত মামলা দায়ের করিয়াছে। অনবধানবশতঃ আর্জিতে কিছু কিছু যথাবিধি ক্রটি (formal defects) আসিয়া পড়িয়াছে, যেমন —

(i) মামলার বিষয়বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণে ভুল হইয়াছে

(ii) মামলায় পক্ষভুক্তিতে অপসংযোগ (misjoinder) ঘটিয়াছে।

(iii) মামলায় বিবাদের কারণ যথাযথ উদঘাটিত হয় নি ইত্যাদি।

২। আরজিতে উপরিউক্ত ক্রটির জন্য (formal defects) মামলাটি খারিজ হইবার সম্ভাবনা।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে বাদী আবেদনকারীকে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিবার জন্য আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয় এই শর্তে যে বাদী যেন ঐ একই কারণে মামলা করিতে পারে।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা : ১। আ. ২৩, বি ১ এর বিধান প্রবেটের কার্যবাহে প্রযোজ্য হইবে না (49 CWN 636)।

২। পুনরায় নূতন করিয়া মামলা করিবার অনুমতি না প্রার্থনা করিয়া কেবলমাত্র মামলা প্রত্যাহার করিবার আবেদন করিলে, আদালত স্ববিবেকে কাজ করিতে পারিবে না (AIR 1957 Cal 57; 60 CWN 400; 97 CLJ 193)। মামলা প্রত্যাহার করিবার অধিকার অসীম নহে। আদালতের কার্যবাহ অপব্যবহারের উদ্দেশ্যে অথবা প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই অধিকার প্রয়োগ করা চলিবে না (AIR 1995 Mad 42)।

২। মামলা চলাকালীন যেকোন সময়ে মামলা/আপীল তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে, তবে, রায় প্রদানের পূর্বে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে (AIR 1931 Cal 336)। আপীল আদালতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

৩। আদালতের আদেশ না হইলে কোন মামলা প্রত্যাহারের আবেদনপত্র তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে (AIR 1958 Bom 28, AIR 1923 Mad 246)।

৪। ওকালতনামা মূলে অধিকার প্রাপ্ত হইলে উকিল মক্কেলের তরফে মামলা প্রত্যাহার করিবার জন্য আবেদন করিতে পারেন (14 IC 190, A. B. Majumder, *Plaints*, p. 496)।

যে মামলায় একাধিক বাদী আছে সেখানে অপর সকল বাদীর সম্মতি ব্যতীত একজন বাদী উক্ত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করিতে পারিবেন না (AIR 1956 Mad 115; AIR 1943 Cal 437)।

৫। মামলা প্রত্যাহার এবং নূতন মামলা করিবার অনুমতি। কোন ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহারের মামলা করা হইল এবং তৎসহ একই কারণে নূতন মামলা করিবার আবেদন করা হইল। এরূপ ক্ষেত্রে আদালতকে উভয় আবেদন মঞ্জুর করিতে হইবে অথবা উভয় আবেদন অগ্রাহ্য করিতে হইবে; কেবলমাত্র মামলা প্রত্যাহারের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া একই বিষয়ে নূতন মামলা করিবার আবেদন অগ্রাহ্য করা চলিবে না। আদালতকে অথবা উভয় আবেদন অগ্রাহ্য করিতে হইবে আবেদন মঞ্জুর করিতে হইবে উভয় (AIR 1959 Raj 53, AIR 1970 Mys 155; AIR 1971 Mad 477; AIR 1975 Kant 101; AIR 1977 Raj 131; AIR 1974 Bom 39; AIR 1951 Mad 715)। মামলা প্রত্যাহারের আবেদন এবং উক্ত একই বিবাদের বিষয়ে নূতন করিয়া মামলা করিবার আবেদনে আদালত কেবলমাত্র মামলা প্রত্যাহারের আবেদনে অনুমতি দান করে। এরূপ ক্ষেত্রে একই বিবাদের বিষয়ে নূতন করিয়া মামলা করিবার আবেদন অনুমোদিত (Presumed) হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ এরূপক্ষেত্রে আবেদনের একটি অংশ অনুমোদিত এবং অপর অংশ অননুমোদিত হইয়াছে এমন হইতে পারে না (AIR 1982 Cal 17)।

৬। যথাবিধি ত্রুটি (formal defect) অর্থে সেই সকল ত্রুটি বুঝিতে হইবে যাহা মামলার গুণাগুণ সম্পর্কিত নয়; কিন্তু যে ত্রুটির ফলে মামলার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা (AIR 1986 Ori 1; 1995 AIHC 2379 (HP)।

নিদর্শ — ৪৫

কমিশনে সাক্ষী পরীক্ষার আবেদন

[Application for commission of a witness on commission under Or. 26, r. 2 of C.P.C. 1908]

* * * * *

বাদী এই মর্মে উপস্থাপিত করিতেছে যে

১। জেলা .... পোঃ .... থানা ... . নিবাস .... এর স্থায়ী বাসিন্দা শ্রীমতী .... স্বামী .... বাদীর উক্ত মামলায় আমার সাক্ষী হইতেছেন। তিনি পরদানসীন মহিলা বিধায় সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না

অথবা

জেলা .... পো ঃ .... থানা .... গ্রাম .. .. নিবাসী শ্রী .... পিতা .... উক্ত মামলায় আমার সাক্ষী হইতেছে। তিনি অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের বাহিরে উক্ত গ্রামে বসবাস করেন

অথবা

বাদীর সাক্ষী শ্রী .... পিতা .... গ্রাম .... নিবাসী। শ্রী .... পিতা .... উক্ত মামালায আমার সাক্ষী হইতেছে। তিনি অত্র আদালতের অধিক্ষেত্রের বাহিরে উক্ত গ্রামে বসবাস করেন

অথবা

বাদীর সাক্ষী শ্রী .... পিতা .... গ্রাম .... জেলা .... প্রচণ্ড জ্বরে বিগত ইং .... তারিখ হইতে শয্যাশায়ী থাকায় মামলার দিন ইং .... তারিখে আমার সাক্ষী আদালতে হাজির হইতে পারেন নাই। এবং চূড়ান্ত শুনানীদিনে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আদালতে হাজির হইতে পারিবে না।

২। উক্ত সাক্ষী বাদীর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী যিনি বিবাদের বিষয় প্রমাণ করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন। (এখানে লিখিতে হইবে, কেন সাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ, সাক্ষী কোন্ বিষয় প্রমাণ করিতে সক্ষম ইত্যাদি)।

৩। এমতাবস্থায় সাক্ষীর সাক্ষ্য কমিশনে সাক্ষীর বাড়িতে গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। আবেদনের স্বপক্ষে একটি শপথনামা অত্র আবেদনপত্র সহ যুক্ত হইল।

৫। রিট কমিশন নির্বাহ করিতে .... ঘণ্টা সময় লাগিবে এবং ব্যয় .... টাকার মত।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে সাক্ষী শ্রী .... কে তাঁহার নিবাস .... স্থানে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সাক্ষ্য রেকর্ড করিবার উদ্দেশ্যে একজন কমিশনার নিয়োগ করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

* * * * *

টীকা : ১। দে. প. স. র ১৩২ ধারায় পরদানসীন মহিলার কমিশন করা যাইবে (AIR 1951 Mad 311; AIR 1942 Cal 143)।

২। ডাক্তারী শংসাপত্রসহ বার্ধক্য ও অসুস্থতাব জন্য কমিশনের জন্য আবেদন করা হয়। আদালতের সন্তুষ্টি বার্ধক্য অসুস্থতা সম্পর্কে রেকর্ড করিতে হইবে। এসকল বিষয়ে রেকর্ড না করিয়া আদেশ দান করিলে উক্ত আদেশ অবৈধ বিবেচিত হইবে। পুনরীক্ষণে (in revision) আদালত উক্ত আবেদন শুনিবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন (AIR 1994 Cal 228)।

৩। আ. ২৬, বি ২ অনুসারে বাদী (AIR 1935 Pat 220) বিবাদী সহ (AIR 1955 Mad 210) যেকোন ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য কমিশন করা যাইতে পারে তবে, এব্যাপারে ভিন্নমতও লক্ষ্য করা যায়।

৪। যে ব্যক্তিকে কমিশনে পরীক্ষা করিতে হইবে তাঁহাকে কমিশন ব্যয় বহন করিতে হইবে না। আইনে যেখানে এই অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তখন সে অধিকারে কোন প্রকার সীমা সৃষ্টি করা আইনসংগত নহে বা যথাযথ নহে (AIR 1973 Pat 155)।

৫। স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য আদালত একতরফা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে (AIR 1959 AP 170)। আদালত কমিশনারকে পরীক্ষা করিতে পারে আবার নাও পারে (68 CWN 1043; AIR 1965 Cal 199)।

৬। আবেদনপত্রের সংগে শপথপত্র প্রদান করা হইল না; অন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করা হইল না — আবেদন গ্রাহ্য হইবে না (AIR 1978 Pat (NOC) 57)।

নিদর্শ — ৪৬

স্থানীয় অনুসন্ধানে কমিশনের জন্য আবেদন

[Application for issue of a Commission for local investigation under Or. 26, r. 9 of C.P.C. 1908]

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

* * * * *

বাদীর বক্তব্য এই যে

১। নালিশী সম্পত্তি থানা .... মৌজা .... এর অধীন খং নং .... দাগ নং .... এ অবস্থিত। ইহা বাদীর মালিকানায় আছে। এবং 'গ' তফশিলে বর্ণিত বিবাদের জমি যাহা আর্জিতে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে বিবাদীর হোলডিং এর পার্শ্ববর্তী হইতেছে না। জবাবে বিবাদী ঐরূপ মিথ্যাবর্ণনা দিয়াছে।

২। আরজির 'গ' তফসিলে বর্ণিত বিতর্কিত জমি কমিশনার দ্বারা মাপাইবার প্রয়োজন আছে এবং মৌজা ম্যাপের সাহায্যে চিহ্নিত করণ প্রয়োজন আছে। বিতর্কিত সম্পত্তির এবিয়া সম্পর্কেও বিবাদ আছে।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে

নিম্নলিখিত নির্দেশসহ কমিশনারের নিয়োগদানে আজ্ঞা হয়।

১। কমিশনারকে বিতর্কিত জমি মাপিতে হইবে, অবস্থান নকশা নির্মাণ করিতে হইবে এবং জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

২। বাদী ও বিবাদীর সম্পত্তি কমিশনারকে মাপিতে হইবে, এবং ইহাও জানাইতে কাহার জমি বিতর্কিত সম্পত্তির লাগোয়া হইতেছে, বিতর্কিত জমি বাদীর দানপত্রভুক্ত কিনা।

নিদর্শ — ৪৭

নাবালক বিবাদীর জন্য নালিশী-অভিভাবক নিয়োগের আবেদন

[Application for appointment of a guardian *ad litem* for minor defendants under Or. 32, r. 3 of C.P.C. of 1908]

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

* * * * *

নালিশী অভিভাবক নিয়োগের যাচনপত্র

১। উক্ত মামলায় ২নং ও ৩নং বিবাদী নাবালক।

২। উক্ত নাবালকদ্বয়কে উহাদের স্বাভাবিক অভিভাবক উহাদের পিতার মাধ্যমে যথাযথ সমন জারি করা হইয়াছে।

৩। আদালত নিযুক্ত কোন অভিভাবক উক্ত নাবালকদ্বয়ের নাই।

৪। নাবালক বিবাদীদ্বয়ের স্বাভাবিক অভিভাবক পিতার সহিত নাবালকদ্বয়ের স্বার্থের সংঘাত আছে।

৫। নাবালক বিবাদীদ্বয়ের মাতা শ্রীমতী .... এর নালিশী সম্পত্তি বিষয়ে কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই।

৬। উক্ত নাবালক বিবাদীদ্বয়ের তাহাদের মাতা শ্রীমতী .... আদালত নিযুক্ত যোগ্য অভিভাবিকা হইতে পারেন।

৭। অত্র যাচনপত্রসহ একটি শপথপত্র সংযুক্ত হইল।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা জানান যাইতেছে যে

উক্ত শ্রীমতী .... কে বিবাদী নাবালকদ্বয়ের পক্ষে আদালত মনোনীত অভিভাবিকা নিযোগ করিতে আজ্ঞা হয়।

টীকা : ১। নালিশী অভিভাবক সময়সীমা অতিক্রম করিলেও নিয়োগ করা যাইবে (AIR 1978 P & H 100; AIR 1984 Punj 183)।

২। বোবা কালার জনাও নালিশী অভিভাবক (Guardian *ad litem*) নিযুক্ত হইতে পাবে (AIR 1954 Mad 810)।

৩। নাবালকের বিরুদ্ধে মামলা আদালত নিযুক্ত অভিভাবক অভিভাবকের কাজে করিতে অস্বীকার করে। আদালত অনুকল্প অভিভাবকের ব্যবস্থা করিল না। নাবালকের বিরুদ্ধে ডিক্রী অবৈধ (AIR 1986 Bom 89)।

৪। নাবালকের সহিত মাতা পিতার বিরুদ্ধ স্বার্থ থাকিতে পারে (AIR 1944 PC 14)।

৫। অভিভাবক নিয়োগের যাচনপত্র সহ একটি শপথপত্র দাখিল করিতে হইবে। শপথপত্রে নাবালকত্ব সম্পর্কে বক্তব্য থাকিবে; প্রস্তাবিত অভিভাবক সম্পর্কে বক্তব্য থাকিবে; ব্যক্তির অভিভাবক হইবার যোগ্যতা সম্পর্কেও বক্তব্য থাকিবে। তবে এই ধরণের শপথের অবিদ্যমানতা ডিক্রীকে নাকচ করিবে না (ILR 2 Cal 73)।

নিদর্শ — ৪৮

বন্ধক সংক্রান্ত প্রাথমিক ডিক্রী চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে আবেদন

[Application for having a preliminary mortgage decree absolute under Or. 34, r. 3 C.P.C.]

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

বাদীর আবেদন এই যে

১। বিগত ইং .... তারিখে বাদীকে উক্ত মামলায় বন্ধকী সম্পত্তিতে প্রাথমিক ডিক্রী লাভ করে।

•২। উক্ত আজ্ঞপ্তির নির্দেশে বিবাদীকে ইং .... তারিখের মধ্যে বাদীকে তাহার আজ্ঞপ্তিজনিত পাওনা পরিশোধের নির্দেশ ছিল।

৩। আজ্ঞপ্তি জনিত পাওনা পরিশোধ না হওয়ায় বিবাদীর সন্তুষ্টি হয় নাই; এবং উক্ত আজ্ঞপ্তি নির্বাহ করিতে হইবে।

৪। অত্র যাচনপত্রের (application) সহিত একটি শপথপত্র সংযুক্ত হইল।

অতএব মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে প্রাথমিক আজ্ঞপ্তিকে চূড়ান্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

চূড়ান্ত আজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বে নিষ্ক্রয় সমাপ্তি (foreclosure) সংক্রান্ত মামলায় বিবাদীকে অবশ্যই নোটিশ দিতে হইবে (AIR 1964 Tri 60, AIR 1959 All 251)।

নিদর্শ — ৪৯

রায়ের পূর্বে ক্রোকের আবেদন

[Application for attachment before under Or. 38, r. 1 of C.P.C. 1908]

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত মনিসুট ফাইল করিয়াছে বিগত ইং .... তারিখে। বাদীর ডিক্রী লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

২। বিবাদীর নিম্ন তফশিলে বর্ণিত একমাত্র সম্পত্তি হইতেছে।

৩। উক্ত মনিসুট বিষয়ে সমন লাভ করিবার পর বিবাদী তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। বিগত ইং .... তারিখে জেলা .... থানা ... ... গ্রাম নিবাসী শ্রী .... পিতা .... এর সহিত নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিবাদী বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছে।

৪। বিবাদীর তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি ব্যতীত স্থাবর বা অস্থাবর অন্য কোন সম্পত্তি নাই।

যাচনপত্রের স্বপক্ষে একটি শপথপত্র সংযুক্ত হইল।

এক্ষণে মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে

(i) আদালত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবাদী যেন আদালতের বিবেচনামত সিকিউরিটি জমা রাখিতে বাধ্য হয়।

(ii) আদালতের উক্ত নির্দেশ মান্য করিতে না পারিলে, বিবাদীর নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি আদালতের নির্দেশ চান শর্ত সাপেক্ষে ক্রোক করা হয় যাহাতে বিবাদী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে না পারে।

সম্পত্তির তফশিল

* * * * *

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ ১। বিবাদী যে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য সচেষ্ট তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে; কেবলমাত্র অভিযোগে কাজ হইবে না (AIR 1934 Cal 694; AIR 1953 MB 90)।

২। কিস্তিতে ডিক্রী মূলে ঋণ পরিশোধের জন্য যে ডিক্রী হয় তাহার পরেও রায়ের পূর্বে প্রদত্ত ক্রোকের আদেশ বলবৎ থাকে (AIR 1977 Mad 339)।

৩। ৫৬ ধারামতে আদেশ ৩৮ বিধি ৯এর বিধানে একজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করা ও দেওয়ানি কয়েদখানায় আটক রাখা যেতে পারে না (AIR 1991 Del 129)।

৪। মীমাংসকের সম্মুখে দাবি আছে। এই নালিশযোগ্য দাবি একটি সম্পত্তি ও আসক্তিযোগ্য (attachable) (AIR 1989 Ori 182)।

বাদী তাঁহার দৃষ্টতা মামলা নিশ্চয় প্রমাণ করিবেন ও কিছু নির্দিষ্ট সাক্ষ্য দিবেন যাহা বিচারের রায়ের পূর্বের আসক্তিকরণ (attachment) জারীর অবস্থার স্থায়িত্বকে দেখাইবার জন্য অনিশ্চিৎ অভিযোগ হইতে পৃথক (AIR 1980 Del 80)।

নিদর্শ — ৫০

রিসীভার নিয়োগের আবেদন

[Application for appointment of a receiver under Or. 40, r. 1 of C.P.C.]

শীর্ষ বিবরণী (cause title)

* * * * *

বাদীর আবেদন এই যে

১। বাদী ও বিবাদীগণের মধ্যে উপরি লিখিত বাটোয়ারা মামলা অত্র আদালতে বিচারের জন্য মুলতুবী আছে। উহা স্বত্ব মামলা নং .... সাল ....

২। বাদী উপরিউক্ত ২নং বিবাদীর নিকট হইতে বিগত ইং .... তারিখে .... রেজিসট্রী অফিসে নিবন্ধিত .... সালের .... নং দলিলমূলে উচিত মূল্যে খরিদ কবিয়া উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব দখলীকার রূপে ভোগ দখলীকার আছে। খরিদা সম্পত্তি সম্পর্কে মূল মামলার (নং .... সাল ....) খ তফসিলে সবিশেষ বর্ণিত আছে।

৩। উক্ত সম্পত্তি হোলডিং এর অন্যান্য সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সীমানাযুক্ত; মূল মামলার আরজিতে এই সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ আছে।

৪। সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত উক্ত সম্পত্তিতে বাদীর পূর্ণ দখল আছে। ৩নং বিবাদী শ্রী .... ব্যতীত অপর জন বিবাদী বাদীর উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব দখল স্বীকার করে। এবং তাহারা যৌথভাবে ঐ মর্মে লিখিত জবাব দান করিয়াছে।

৫। ৩নং বিবাদী শ্রী .... উক্ত সম্পত্তিতে বাদীর দখল অস্বীকার করিতেছে। বাদী উক্ত মামলা দায়ের করিয়া বাটোয়ারা•মাধ্যমে ত্রাণের আবেদন করিয়াছে।

৬। ৩নং বিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে অনুচিত হস্তক্ষেপ করিবার কারণে আংশকা করিতেছে যে বাদী নালিশী সম্পত্তিতে চাষ আবাদ আরম্ভ করিলে উক্ত বিবাদী চাষ আবাদে হস্তক্ষেপ করিবে, শান্তি নষ্ট করিবে এবং বাদী যাহাতে চাষ করিতে না পারে সেজন্য নানা প্রকার বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে। এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, চাষ আবাদ না করিবার ফলে বাদীর সমূহ আর্থিক ক্ষতি হইবে। অনতিবিলম্বে চাষ আবাদের কাজের সূচনা করিতে হইবে।

৭। এমতাবস্থায় নালিশী সম্পত্তি চাষ আবাদ করিতে হইলে উক্ত সম্পত্তি হইতে ফসল তুলিতে হইলে আদালত দ্বারা অনতিবিলম্বে উক্ত সম্পত্তিতে রিসীভার নিয়োগ করিতে হইবে। ৩নং বিবাদীর দাবি যে ঐ ব্যক্তি নালিশী সম্পত্তি দখল করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা নালিশী সম্মত্তিতে রিসীভার নিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

শপথ

আমি শ্রী .... বর্তমান বয়স .... পিতা .... জাতিয়তা ভারতীয়, পেশা কৃষক। নিবাস .... থানা .... জেলা .... এতদ্বারা যথারীতি ঘোষণা করিতেছি যে

(ক) আমি উক্ত .... সালের .... নং স্বত্ব মামলার বাদী হইতেছি। আমি মামলার সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত আছি। আমি এই হলফনামা শপৎ করিতে যোগ্য। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(খ) অত্র যাচনপত্রের ১-প্যারা হইতে ৭-প্যারা পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়সমগ্র আমার জ্ঞানমতে সত্য।

উক্ত বাদী শ্রী .... এই হলফনামা শপৎগ্রহণকারী কমিশনারের সম্মুখে ঘোষণা করিবেন।

* * * * *

ঘোষণাকারীর স্বাক্ষর

ঘোষণাকারীকে আমি

সনাক্ত করিলাম

* * * * *

উকিল

টীকা ঃ ১। স্বীয় মর্জিতে আদালত রিসীভার নিয়োগ করিতে পারেন (AIR 1952 Nag 253; AIR 1959 Mys 35)।

২। যে সম্পত্তি আদালতের অধিক্ষেত্রের বাহিরে অবস্থিত সেই সম্পত্তিতে রিসীভার নিয়োগ করা যাইবে (AIR 1953 Cal 610; AIR 1967 Ker 118)।

নির্বাহী আদালত (Executing Court) স্থাবর সম্পত্তিতে দখল লইবার জন্য ডিক্রী জারী করিতে রিসীভার নিয়োগ করিতে পারেন।

৩। রিসীভার নিয়োগের প্রথম যাচনপত্র খারিজ হইলেও নূতন কারণ দর্শাইয়া দ্বিতীয়বার রিসীভার নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাইতে পারে।

৪। সাধারণতঃ চলতি অংশীদারীকারবারের জন্য রিসীভাব নিয়োগেব আবেদন গৃহীত হইবে না (AIR 1981 Raj 160)।

৫। রিসীভারকে কোন সম্পত্তিতে দখল লইতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে ফৌজদারী অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হইতে হইবে [1993 Cal Cr LR (Cal) 411]।

৬। মামলার কোন পক্ষকে রিসীভার নিয়োগ করা যাইতে পারে (AIR 1956 Trav-Co 205; AIR 1989 Ori 129)। কোন চলতি ব্যবসায়ে আগন্তককে সাধারণতঃ রিসীভার নিযুক্ত করা হইবে না (AIR 1976 J & K 37)।

৮। **রিসীভারের ক্ষমতা ঃ** আদালত প্রয়োজনে রিসীভার নিয়োগ করেন কোন বিশেষ সম্পত্তিতে আদালতের তরফে পরিচালনা করিবার জন্য। আদালত স্বীয়

মর্জিতে রিসীভার নিয়োগ করিতে পারেন অথবা বিবদমান যে কোন পক্ষের আবেদনে সন্তুষ্ট হইয়া রিসীভার নিয়োগ করিতে পারেন।

রিসীভার কোন তৃতীয় পক্ষকে তাহার সম্পত্তি হইতে চ্যুত করিতে পারেন না (AIR 1955 MB 199)। বিবদমান পক্ষগণের কাহারও সম্পত্তিতে দখলের অধিকার না থাকিলে রিসীভারের উক্ত অধিকার থাকিতে পারে না (AIR 1953 Ori 51)। আদালতের অনুমতিক্রমে রিসিভার পক্ষদ্বয়ের দাবির মিটমাট করিতে পারেন (AIR 1946 Cal 304)। রিসীভারকে প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি বিবেচনা করা হয়। ১৪৬ ধারা বা আদেশ ২২ বি ১০ এর নির্দেশানুসারে প্রকৃত মালিক যে মামলা বা বিচারিক কার্যবাহের সূচনা করে রিসীভার তাহা চালাইয়া যাইতে পারেন (1995 AHC 586 AP)। কোন কোম্পানী বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রিসীভার আদালতে আবেদন করিতে পারে (AIR 1956 SC 1707)। আদালত রিসীভারের দখলী সম্পত্তি হইতে পুলিশের সাহায্যে অনুপ্রবেশকারীকে বহিষ্কার করিতে পারেন (AIR 1985 NOC 222 Pat)। আদালত আ. ৪১ বিধি-১ অনুসারে রিসীভারকে সকল প্রকার ক্ষমতা প্রদান করিবেন না। সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য আদালত রিসীভারকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিবেন (AIR 1978 All 189)।

নিদর্শ — ৫১

অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য আবেদন

[Application for production of additional evidence under Or. 41, r. 27 of C.P.C.]

মাননীয় .... আদালত সমীপে

স্বত্ব আপিল নং .... সাল ....

শ্রী .... আপীলকারী

বনাম

শ্রী .... উত্তরবাদী

আপিলকারীর নিবেদন এই যে

১। .... আদালতের .... সালের .... নং স্বত্ব মামলার রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীলকারী করিয়াছে এবং উক্ত আপিল এই আদালতে শুনানীর জন্য মুলতবী আছে।

২। উক্ত ট্রায়াল কোর্টে .... সালের .... নং মামলাটি চলাকালে বাদী একখানি অনিবন্ধিত অংশীদারী কারবারনামা যাহা সাক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য

পরোক্ষ সমর্থকরূপে উক্ত মামলায় ফাইল করিয়াছিল। আদালত উক্ত দস্তাবেজ সাক্ষ্যে গ্রহণ করিতে অস্বীকার এবং উহা অনুচিত কারণে বাতিল করে।

৩। অনৈতিকভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় বাদী উক্ত মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় মাননীয় আপীল আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে উক্ত দলিল মূলে অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

টীকা ঃ ১। অতিরিক্ত সাক্ষ্য অর্থে বুঝিতে হইবে প্রথম আদালতে কিছু কিছু সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে (AIR 1957 Cal 59)।

২। আপিল আদালত তখনই অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে যদি উহা প্রথম আদালতে ফাইল করা হইয়া থাকে এবং প্রথম আদালত উহা অনিযমিতভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছে (AIR 1935 Assam 110; AIR 1924 Cal 578)। বাদী অনিচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত সাক্ষী প্রথম আদালতে উপস্থিত করাইতে পাবে নাই, অতিরিক্ত সাক্ষী আপিল আদালতে গৃহীত হইতে পারে (AIR 1949 All 173)। নিম্ন আদালত অন্যায়ভাবে সাক্ষীগ্রহণ করায় আপীল আদালত সন্তোষজনকভাবে বায দান করিতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাক্ষী গৃহীত হইতে পারে (AIR 1940 Mad 707)।

৪। নিম্ন আদালতে সন্তোষজনকভাবে সাক্ষী গ্রহণ করা হয নাই বলিয়া আপীল আদালতে অতিরিক্ত সাক্ষী গৃহীত হইবার কারণ থাকিতে পারে না (AIR 1931 PC 143; AIR 1977 Cal 3)।

৯। মূল দলিল না হইলে বা অপ্রমাণিত দলিল হইলে উহা আপিল আদালতে গৃহীত হইবে না (AIR 1978 Cal 332)।

নিদর্শ — ৫২

অভাবী ব্যক্তিকে আপিল করিতে অনুমতি দানের জন্য আবেদন

[Application for permission to prefer an appeal as an indigent person under Or. 44, r. 1 of C.P.C.]

জেলা . ...

মোকাম ... . জেলা আদালত

বিবিধ বিচারিক মামলা নং . . . সাল . . . .

শ্রী . ... আবেদনকারী / আপিলকারী

বনাম

শ্রী .... উত্তরবাদী

আবেদনকারীর নিবেদন এই যে

আবেদনকারী অভাবী ব্যক্তি হিসাবে .... সালের .... নং স্বত্ব মামলা .... স্থানে অবস্থিত .... আদালতে ফাইল করিয়াছিল। উভয়পক্ষের শুনানীর পর মামলাটি খারিজ হয়। আবেদনকারী উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করিতে অধিকারী; এবং উক্ত মামলার রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপিল করিতে আবেদনকারী আগ্রহী।

২। আবেদনকারী একজন অভাবী ব্যক্তি; মেমো অব আপিলে প্রয়োজনীয় কোর্ট ফিস প্রদান করিবার আর্থিক ক্ষমতা আবেদনকারীর নাই।

৩। আবেদনকারী এই আপিলের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া কাহারও সহিত কোন প্রকার চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয় নাই। এবং অত্র আবেদন দাখিল করিবার পূর্বে দুই মাসের মধ্যে আবেদনকারী তাহার কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে নাই। এক্ষেত্রে প্রতারণার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না যেহেতু তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে বাদী কোন প্রতারণামূলক কাজ করে নাই বা প্রতারণার আশ্রয় লয় নাই সেজন্য প্রতারণার কথা উঠিতে পারে না। যেহেতু বাদীর অপর কোন সম্পত্তি নাই সেজন্য অভাবী ব্যক্তি হিসাবে আবেদন করিবার উদ্দেশ্যে দুইমাস বা ততোধিক কাল পূর্বে সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

৪। স্থাবর অস্থাবর যে সকল সম্পত্তিতে আবেদনকারী মালিক ও স্বত্বাধিকারী তাহার মূল্য সর্বসাকুল্যে আনুমানিক .... টাকা। নিম্নের তফশিলে উক্ত সম্পত্তির বিবরণ প্রদান করা হইল।

৫। আবেদনকারী আপিল স্মারক, নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রীর জাবেদা নকল অত্র আবেদনপত্র সহ দাখিল করিবে।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে আবেদনকারীর প্রার্থনা এই যে আবেদনকারীকে অভাবী ব্যক্তি হিসাবে আপিল স্মারক জমা দিবার জন্য আদেশ দান করিতে আজ্ঞা হয়।

মোটর ভেইকিলস্ আইন ১৯৮৮

নিদর্শ — ১

মোটর দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন

[Application for compensation under S. 166 of M.V. Act 1988 (Rule 329 of the West Bengal Motor Vehicles Rules 1989]

.... মোটর ভেইকিলস এ্যাকসিডেন্টস ক্লেম ট্রাইবুন্যাল .... (মোটর গাড়ি আইন ১৯৮৮ এর ১৬৫(১) ধারায় গঠিত)

আমি শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... মোটরগাড়ির দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এতদ্বারা দুর্ঘটনা জনিত আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিতেছি। প্রয়োজনীয় আঘাত ও গাড়ির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল

অথবা

আমি শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... এতদ্বারা বৈধ প্রতিনিধি / নিযুক্তক রূপে শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... এর মোটর গাড়িতে দুর্ঘটনা জনিত আঘাত / মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতেছি।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল

১। আহত বা মৃত ব্যক্তির নাম পিতা / স্বামী / মাতার নাম

২। আহত / মৃত ব্যক্তি ঠিকানা

৩। আহত / মৃত ব্যক্তির বয়স

৪। আহত / মৃত ব্যক্তির পেশা

৫। আহত / মৃত ব্যক্তির নিয়োগকর্তা (যদি কেহ থাকে)

৬। আহত / মৃত ব্যক্তির মাসিক আয়

৭। আহত / মৃত ব্যক্তি কোন আয়কর দিয়া থাকেন কিন না; আয়কর প্রদান করিলে, আযকরের পরিমাণ (নথিসহযোগে বক্তব্য রাখিতে হইবে)।

৮। দুর্ঘটনার স্থান, তারিখ ও সময়

৯। যে থানার অধীনে দুর্ঘটনা হইয়াছে সেই থানার নাম; যে থানায় দুর্ঘটনা নিবন্ধিত হইয়াছে সেই থানার নাম

১০। যে ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইতেছে তিনি কি দুর্ঘটনাকারী গাড়িতে ভ্রমণরত ছিলেন? যদি তাই হয় তবে গাড়িটির যাত্রা সূচনার স্থানের নাম এবং গন্তব্যস্থলের নাম লিখিতে হইবে।

১১। আঘাতের প্রকৃতি; আঘাতের স্থায়ীত্ব

১২। আহত / মৃত ব্যক্তিকে যে চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

১৩। চিকিৎসাধীন কালে এবং উক্ত চিকিৎসাজনিত কোন ব্যয় হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ (রসিদ সহযোগে প্রমাণ সাপেক্ষ)।

১৪। আঘাতের প্রকৃতি এবং আঘাতের ফলে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে কিনা; স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বিবরণ।

১৫। যে গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটে সেই গাড়ির নিবন্ধিত নম্বর; কি ধরনের গাড়ি

১৬। গাড়ির মালিকের নাম ও ঠিকানা

১৭। নাম, পলিসি নম্বর, বীমা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য, বীমা কোম্পানীর ঠিকানা

১৮। মালিকের কাছে / বীমা কোম্পানীর কাছে কেমন করিয়া দাবি জানান হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে ঐ দাবির পরিণতি কি?

১৯। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা

২০। মৃতের সহিত সম্পর্ক

২১। সম্পত্তিতে মৃতের স্বত্ব

২২। প্রার্থিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

২৩। দাবির নিষ্পত্তি করিতে অন্যান্য যে সকল তথ্য ও সংবাদের প্রয়োজন

অথবা

মোটর ভেইকিলস আইন ১৯৮৮ এর ১৪০ ধারার বিধান অনুসারে আমি ক্ষতিপূরণের দাবি করিতেছি।

অথবা

উক্ত আইনের বিধানানুসারে এবং ভ্রমের কারণে সৃষ্ট অধিকার বলে আমি ক্ষতিপূরণ দাবি করি

শপথ

আমি শ্রী .... বর্তমান বয়স . ... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... এতদ্দারা বিধিসম্মতভাবে (solemnly) ঘোষণা করিতেছি যে উপরিবর্ণিত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং উক্ত দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে দাবি ফাইল করা হইয়াছে তাহা অন্য কোন আদালতে বিচারের জন্য মুলতুবি নাই।

* * * * *

স্বাক্ষর

টীকা ঃ ১। উক্ত ফরম পশ্চিমবংগ মোটর ভেইকিলস রুল ১৯৮৯ হইতে গৃহীত।

২। মোটর ভেইকিলস আইন ১৯৮৮ এর ১৬৬ ধারার বিধান অনুসারে আবেদন ফাইল করিবার সময়সীমা দুর্ঘটনা ঘটিবার তারিখ হইতে ছয় মাস। উক্ত

আবেদন ছয়মাসের মধ্যে ফাইল না কবিবাব যুক্তিযুক্ত কাবণ দর্শাইতে পারিলে আবেদন করিবার জন্য ১২ মাস পর্যন্ত সময় পাওয়া যাইবে (লিমিটেশন আইন ১৯৬৩ এর ৫-ধারা দ্রষ্টব্য)। (AIR 1969 Raj 316)। ১৬৬(৩) উপধাবা এম. ভি অ্যামেডমেনট অ্যাক্ট ১৯৯৪ দ্বারা নিরসিত হইয়াছে। এখন তামাদি নাই। বিলম্ব মুকুব করা না হইলে আপিল করা চলিবে (AIR 1969 Mad 316)।

৩। মোটর ভেইকিলস আইন ১৯৮৮ এব অধীনে ১৪০ ধারায় নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে; পশ্চিমবংগে দুশ টাকার কোর্টফিস প্রদান কবিতে হইবে (মোটব অ্যাকসিডেনট ক্লেইমস ট্রাইবুন্যাল রুলস ৩২১ অনুসারে)। উক্ত রুলের ৩২৯ অনুসারে নিম্নলিখিত হাবে ক্ষতিপূবণেব আবেদনে দিতে হইবে।

৫০০০ টাকা পর্যন্ত . ১০ টাক

৫০০০ টাকা হইতে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত দাবিব ১/৪%

৫০,০০০ টাকা হইতে ১,০০০,০০ টাকা পর্যন্ত দাবিব ১/২%

১০০০,০০ টাকাব অধিক হইলে দাবিব ১%।

৪। আবেদন কবিবাব অধিকাব (i) আহত ব্যক্তি (ii) দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে, মৃতের বৈধ প্রতিনিধি (AIR 1970 Mys 67)। উত্তরাধিকারে উক্ত দাবি বর্তায় (AIR 1969 Cal 394)। পশ্চিমবংগে বৈধ প্রতিনিধি বলিতে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ২ ধারাব অন্তর্গত (১১) প্রকরণে যেরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা আছে সেরূপ বুঝিতে হইবে। দে প্র স ১৯০৮ এব ২(১১) ধারায় বৈধ / বৈধিক প্রতিনিধি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে : —

বৈধিক প্রতিনিধি বলিতে এরূপ বুঝায় যিনি আইনমতে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিব প্রতিনিধিত্বকাবী, এবং যেকোন ব্যক্তি যিনি মৃত ব্যক্তিব সম্পত্তিতে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করেন তিনি ইহাব অন্তর্ভুক্ত এবং যেখানে কোন প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ লইয়া মকদ্দমা দায়ের করেন বা ঐভাবে তাহাব বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়েব কবা হয়, সেখানে ঐভাবে মকদ্দমা দায়েবকারী পক্ষ বা যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐরূপ মকদ্দমা দায়েব কবা হয়, তাঁহার মৃত্যু হইলে যে-ব্যক্তিব উপব বর্তায় (= যাহাব নিকট ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয) সেই ব্যক্তিকে। [বৈধিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত উক্ত নিয়ম পশ্চিবংগ সবকাব, স্বরাষ্ট্র দপ্তব প্রজ্ঞাপন নং ৬৩৬৭ তাং ৫/৯/৬১ দ্রষ্টব্য।]

অথবা

(iii) আহত ব্যক্তি বা বৈধিক প্রতিনিধি দ্বারা প্রাধিকৃত কোন নিযুক্তক (agent) এই আবেদন করিতে পাবেন। হিন্দু অবিভক্ত পবিবাবেব কর্তা হিসাবে কোন বৈধিক প্রতিনিধিও আবেদন করিতে পারেন (AIR 1970 Pat 172)।

১৬৬ ধারাব কার্যবাহে যে ব্যক্তিব বীমা কবা হইয়াছে তিনি একজন অপরিহার্য পক্ষ (Necessary Party)। (AIR 1969 AP 390)।

৫। মোটর ভেইকিলস আইন ১৯৮৮ এর ১৪০ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত নথিগুলি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(ক) দুর্ঘটনার বিবরণসহ একটি প্রতিবেদন (খ) ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (গ) আঘাত সংক্রান্ত শংসাপত্র (ঘ) আঘাতে মৃত্যু হইলে পোষ্ট মরটেম রিপোর্ট অথবা মৃত্যুর শংসাপত্র (ঙ) রিজিওন্যাল ট্রানসপোরট অথরিটির নিকট হইতে গাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত শংসাপত্র এবং বীমাসংক্রান্ত তথ্যাদি। COMPC নির্ধারিত ফরমে এই সকল বিবরণ প্রেরণ করিতে হইবে (পশ্চিমবংগ মোটর ভেইকিলস রুলস ১৯৮৯ এর ৩৩০ নিয়ম প্রযোজ্য)।

৬। কোন দাবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কালে ট্রাইবুন্যাল সাক্ষ্য আইনের ৩-ধারামতে আদালতরূপে বিবেচিত হইবে। গাড়ির চালকের দোষ অথবা নির্দোষ প্রমাণ করিতে ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত ট্রাইবুন্যালকে বাধ্য করিবে না (AIR 1970 Punj 137)। ট্রাইবুন্যালে কমিশনে সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করিতে পারে। (AIR 1970 Mad 259)।

৭। কার্যবাহ মুলতুবী থাকাকালে অনুকল্পের (Substitution) প্রয়োজন হইলে আদালত অনুকল্পের আদেশদান করিতে পারে (AIR 1969 Cal 394)।

৮। ক্ষতিপূরণ লাভ করা যায় মোটর ভেইকিলস আইন ১৯৮৮ এর বিধান অনুসারে এবং ভ্রমনীতি হইতে উদ্ভূত অধিকার বলে। ভ্রম (fault) শব্দের অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Fault certainly does not necessarily involve deliberate misconduct or recklessness or intention to drive in a manner inconsistent with proper standards of driving. Nor does the fault necessarily involve moral blame. Thus there is fault if an inexperienced or a naturally poor driver, while restraining every nerve to the right thing, falls below the standard of a competent and careful driver. Fault involves failure; a falling below the care or skill of a competent and experienced driver, in relation to the manner of the driving and to the relevant circumstances of the case. A fault in that sense, even though it might be slight, even though it be temporary lapse, even though normally no danger would have arisen from it, is sufficient. The fault need not be the sole cause of the dangerous situation. It is enoguh if it is, looked at sensibly, a cause, such a fault will often be sufficiently proved as an inference from the very facts of the situation [*R.* v. *Gosney* (1971) 3All ER 220 reproduced in Law Lexicon, 4th Vol.]

In Black's Law Dictionary fault *inter alia*, is defined as negligence.

ফরম — ১

নিদর্শ — ২

সোলেশিয়াম তহবিল হইতে খেসারত প্রদানের জন্য আবেদন

[Application for grant of solatium from Solatium Fund by the victim of hit-and-run motor accident]

আমি শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... মোটরগাড়ির দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে আহত হওয়ায় এতদ্বারা খেসারত প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি। যে আঘাত আমি পাইয়াছি তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল

অথবা

আমি শ্রী .... পিতা / মাতা ... . নিবাস .... থানা .... জেলা এতদ্বারা .... মোটরগাড়িতে দুর্ঘটনায় ইহলোক ত্যাগ করায় / আঘাত পাওয়ায় তাঁহার বৈধিক প্রতিনিধি / নিযুক্তক রূপে খেসাবত প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। নাম, পিতার নাম, বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে স্বামীর নাম

২। আহত / মৃত ব্যক্তির ঠিকানা

৩। বর্তমান বয়স; জন্মতারিখ

৪। আহত / মৃত ব্যক্তির লিংগ

৫। দুর্ঘটনার স্থান, তারিখ ও সময়

৬। আহত / মৃত ব্যক্তির পেশা

৭। আঘাতের প্রকৃতি

৮। যে থানার অধীনে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বা যে থানায় দুর্ঘটনা সম্পর্কে ডায়রী করা হইয়াছে সেই থানার নাম।

৯। যে চিকিৎসক উক্ত আহত / মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা কবিয়াছেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

১০। দাবিদারের নাম ও ঠিকানা।

১১। মৃতের সহিত সম্পর্ক।

১২। দাবি মিটমাট করিবার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ

আমি শ্রী .... এতদ্বারা হলফ করিয়া বলিতেছি যে উপরিবর্ণিত তথ্য ও বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

দাবিদারের স্বাক্ষর

ফরম — ২

মোটর ভেইকিলস আইনের অধীনে হিট্-ও-রান জনিত দুর্ঘটনার কারণে আমার দাবির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে ইং .... তারিখে .... স্থানে .... বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ধন্যবাদের সহিত .... টাকা খেসারত স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। উক্ত দুর্ঘটনার কারণে আমার আর কোন প্রকার দাবি রহিল না।

প্রাপকের স্বাক্ষর

টীকা ঃ ১। ভারত সকার হিট-ও-রান দুর্ঘটনার কারণে খেসারত দিবার জন্য ১৯৪৯ সোলোশিয়াম স্কীম প্রচলন করিয়াছে।

২। আবেদনের সময়সীমা দুর্ঘটনার তারিখ হইতে ছয়মাস। ১নং ফরমে আবেদন করিতে হইবে। সংগে দুই নম্বর ফরম পূরণ করিয়া জমা দিতে হইবে। ইহার সংগে ৫নং ফরমও জমা দিতে হইবে ক্লেমস এনকোয়ারী অফিসারের কাছে।

৩। ক্লেমস সেটলমেনট কমিশনার দাবি অনুমোদন করিবেন; সাধারণতঃ ১৫ দিনেব মধ্যে এই দাবি অনুমোদন করিতে হয়।

৪। অনুমোদন নির্দিষ্ট বীমা অফিসকে জানাইতে হইবে।

লিখিত আপত্তি
(Written objections)

মামলা প্রসংগে যেমন কোন পক্ষ আদালতে আবেদন করিতে পারে, তেমনি অপর পক্ষ ঐ আবেদনের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিও করিতে পারে। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন অবস্থায় এই আবেদন ও আপত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, কমিশন, স্থানীয় তদন্ত ও পরিদর্শন বিষয়ে যেমন আবেদন করা হইয়া থাকে তেমনি লিখিত আপত্তিও জানান যায়; আবার, সাম্প্রতিক কালে গঠিত বিভিন্ন বিচারিক ফোরাম ট্রাইবুনালে যেমন লিখিতভাবে আবেদন করা হয় তেমনি প্রতিবাদে লিখিত আপত্তি জানান হয়। অর্থাৎ আবেদন ও আপত্তি আরজী ও জবাবের মত দুই পক্ষের বক্তব্যের মত।

দেওয়ানী আদালতে আবেদন ও আপত্তি সাধারণতঃ একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে, কোন মামলার অংশ বিশেষ রূপে বাহ্যত দৃশ্যমান হয়। আবেদনের সহিত শপথনামা থাকিলে আপত্তিতে শপথ থাকা বাঞ্ছনীয়।

নিদর্শ — ১
আসেধাজ্ঞা আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

দেওয়ানী মকদ্দমা নং .... সাল ....

শ্রী .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... প্রতিপক্ষ

১। উক্ত মামলায় বিগত ইং .... তারিখে আবেদনকারী এক বিশেষ আবেদনক্রমে প্রতিপক্ষের নিম্ন তফশিলে নির্মাণরত বাদীর নির্মাণ কার্য স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছে।

২। আবেদনকারীর আসেধাজ্ঞার জন্য এই আবেদন উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবাদীকে হয়রান করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে।

৩। প্রতিপক্ষ উক্ত দুরভিসন্ধিপূর্ণ আবেদনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। প্রতিপক্ষ সরকারী কর্মচারী, কর্মস্থল হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া বাড়ির নির্মাণ কার্য চালাইয়া যাইতেছে। বাড়ীটি সমাপ্তির পথে। প্রায় আশি শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আগামী মাসেই বর্ষাকালের সূচনা হইবে বর্ষার সূচনাতে অসমাপ্ত বাড়ির সমূহ ক্ষতি হইবে।

৪। মূল মামলায় আবেদনকারীর জয়ী হইবার সম্ভাবনা না থাকার কারণে আবেদনকারী প্রতিপক্ষকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করিতেছে।

৫। প্রতিপক্ষ গৃহ নির্মাণের সমগ্র মাল মশলা বহুপূর্বে খারিজ করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে কাজ বন্ধ করলে প্রতিপক্ষ সমূহ আর্থিক ক্ষতিতে পড়িবে।

অতএব মাননীয় আদালত সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই যে

আবেদনকারী বাদীর আসেধাজ্ঞার আবেদন নাকচ করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী .... অত্র মকদ্দমার বিবাদী প্রতিপক্ষ হইতেছি এবং অত্র আপত্তির যাবতীয় অবগত হইয়া স্বাক্ষর করিলাম।

* * *

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২

স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মামলা নং ... . তারিখ ....

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতিয়তা .... পেশা ....

.... বাদী

বনাম

শ্রী .... পিতা .. .. নিবাস .... থানা .... জেলা .... জাতিয়তা .... পেশা ....

বিবাদী

বিবাদীর নিবেদন এই যে

১। উক্ত স্বত্বমামলা আদালতে বিচারাধীন। ইতিমধ্যে বিগত ইং .... তারিখে বাদী এক আবেদন দ্বারা মামলাটিকে দীর্ঘায়িত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে বাদীর মামলায় জয়ী হইবার সম্ভাবনা নাই এবং বিবাদীর আর্থিক দুর্দশার কারণে মামলাটি দীর্ঘস্থায়ী করিয়া বিবাদীর ন্যায় স্বার্থকে পর্যুদস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

২। বিবাদী বাদীর কোন সম্পত্তি ভোগ দখল করে না। বিবাদী তাহার নিজ স্বত্ব দখলী সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে বাদী কখনই স্থানীয় অনুসন্ধানের আবেদন করিতে পারে না। সুতরাং উক্ত আবেদন নাকচ হইতে বাধ্য। বাদী বর্তমান মামলায় বেআইনীভাবে অনুসন্ধান না করিয়া নূতন মামলার সৃষ্টি করিতে পারে।

৩। বাদীপক্ষ মকদ্দমার বিচারকার্য বিলম্ব করিবার জন্য অবসট্রাকসান ও ডিলেটার ট্যাকটিকসের পথ ধরিয়াছে; সুতবাং উহা নাকচ হইতে বাধ্য।

৪। বর্তমান মামলার উক্ত আবেদনের কোন কারণ না থাকায় উক্ত আবেদন প্রারম্ভেই অচল।

৫। বাদী আবেদনের বিভিন্ন দফায় যে উক্তি করিয়াছে তাহা সঠিক নহে। বাদী ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়া আদালতকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেছে। বাদী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব ঘটনার উল্লেখে মকদ্দমার বিচারকার্য বিলম্ব করিবার অসদুদ্দেশ্যে এবং বিবাদীকে হয়রানী করিবার জন্য স্থানীয় অনুসন্ধানের আবেদন করিয়াছে।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে

বাদীর বিগত ইং .... সত্যপাঠ তারিখের আবেদন খারিজ করিতে আজ্ঞা হয়।

আমি শ্রী .... অত্র প্রতিবাদ পত্রের বিষয় অবগত হইয়া স্বাক্ষর করিলাম।

নিদর্শ — ৩

রিসীভার নিযুক্তির আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি

জেলা ....

মোকাম .... আদালত

স্বত্ব মামলা নং .... সাল .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বাদী শ্রী .... বিবাদী

বিবাদীর নিবেদন এই যে

১। উক্ত মামলায় বাদী বিগত ইং .... তারিখে এক আবেদন মাধ্যমে আর্জিতে বর্ণিত বিবাদীর জবরদখলী সম্পত্তিতে রিসিভার নিয়োগের আবেদন করিয়াছে।

২। এই আবেদন ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তিকর। বাদীর উক্ত মকদ্দমায় জয়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধায় মামলাটিকে বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বেআইনীভাবে রিসীভার নিয়োগের আবেদন জানাইয়াছে। আইনতঃ উক্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য নহে। নালিশী সম্পত্তি বিবাদীর যখন ভোগদখলে আছে তখন রিসীভারের উক্ত সম্পত্তি বিষয় করণীয় কিছু নাই।

৩। রিসীভার নিয়োগের কারণ উল্লেখ না করায় বাদীর উক্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য নহে। এমতাবস্থায় হুজুরাদালতে প্রার্থনা বাদীর উক্ত মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

সত্যপাঠ

* * * * *

নিদর্শ — ৪

অগ্রক্রয়ের আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি

জেলা ....

.... আদালত

মিস কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... বাদী

বনাম

শ্রী .... বিবাদী

১। বাদীর অগ্রক্রয়ের আবেদন আইনতঃ অচল।

২। মামলা পক্ষদুষ্ট।

৩। মামলা তামাদি দোষে বারিত।

৪। বাদীর আবেদন তামাদি দোষে দুষ্ট। কারণ, তিনমাসের মধ্যে আবেদন করা হয় নাই।

৫। আবেদনকারী আবেদনপত্রের বিভিন্ন প্যারাতে যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

৬। বিবাদী বিগত ইং .... তারিখে বাদীর ভ্রাতা শ্রী .... এর নিকট হইতে .... রেজিসট্রি অফিসের .... নং দলিলমূলে সম্পত্তি খরিদকালে বাদী উপস্থিত ছিল এবং উক্ত কোবালা দলিলে বাদী সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করে। বিবাদীকে হয়রান করিবার জন্য এই নিছক আবেদন করিয়াছে।

এমতাবস্থায় মাননীয় আদালত সমীপে প্রার্থনা এই যে

বাদীর আবেদন নাকচ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিদর্শ — ৫

ক্ষতিপূরণের আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি

জেলা ....

মোকাম .... কনজিউমার ফোরাম

কেস নং .... সাল ....

শ্রী .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... প্রতিপক্ষ

প্রতিপক্ষের নিবেদন এই যে

১। আবেদনকারী প্রতিপক্ষের দোকানে মাসে মাসে বেতন পাইবার শর্তে দোকানে নিযুক্ত ছিল।

২। আবেদনকারী আবেদনের ৩, ৪, ৫ প্যারাতে যে সকল বিবরণ দিয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা। আবেদনকারী প্রতিপক্ষের দোকানে গত .... জানুয়ারী হইতে মাত্র তিন মাস কাজ করিয়াছে। তিন মাসের পুরা বেতন দেওয়া হইয়াছে। আবেদনকারীর সহিত কোন প্রকার লিখিত চুক্তি হয় নাই।

৩। এত ছোট সংস্থায় প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি প্রদানের কোন প্রশ্নই উঠে না।

৪। আবেদনকারীর অভিযোগ মিথ্যা।

এবং এই মকদ্দমা কনজিউমার ফোরাম আসিতে পারে না; কারণ আবেদনকারী কনজিউমার প্রটেকশন আইনের বিধানে ভোক্তা নহে;

এমতাবস্থায় আবেদনটি বাতিল করিতে আজ্ঞা হয়।

চতুর্থ খণ্ড

দ্বিতীয়াংশ

বিবিধ আবেদনপত্র

[শিল্প আইন/শ্রম আইনভিত্তিক আবেদনপত্র সমূহ]

(১) **শিল্প আইন কি?** — বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদনমূলক কর্মে রত শ্রমিকগণের কাজের পরিবেশ এবং শ্রমিক ও তাঁহাদের নিয়োগকারীগণের সম্পর্ক আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ক বিধিনিয়ম সমূহ-কে বলা হয় শিল্প আইন/শ্রম আইন। শিল্প সম্বন্ধীয় বিধান সমূহের কতকগুলি উদ্দেশ্য হইল শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, তাঁহাদের নিরাপত্তার সু-ব্যবস্থা করা ও তাঁহাদের সার্বিক ও সর্বতোমুখী ক্রমোন্নতি সংসাধন, নিয়োগকারী ও শ্রমিক কর্মচারীগণের মধ্যে মধুর ও প্রীতিপ্রদ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন অবাঞ্ছনীয় বিরোধের উদ্ভব হইলে দ্রুততার সহিত ও সামান্য ব্যয়ে উহার মীমাংসাসাধন করিয়া শিল্প ক্ষেত্রে শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করা। যে সকল আইন উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সংক্রান্ত, সেই সকল আইনকে একত্রে শিল্প আইন বা শ্রম আইন আখ্যা দেওয়া হয়।

(২) **ভারতে প্রচলিত শিল্প আইন/শ্রম আইন** — শিল্প আইন বা শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এইরূপ অধিনিয়ম বা আইন ভারতে অনেকগুলি বিদ্যমান, যেমন --

(১) শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ (The Workmen's Compensation Act, 1923).

(২) শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (The Industrial Disputes Act, 1947)

(৩) সর্বনিম্ন মজুরি আইন, ১৯৪৮ (The Minimum Wages Act, 1948).

(৪) মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬ (The Payment of Wages Act. 1936).

(৫) ভবিষ্য নিধি আইন, ১৯৫২ (Provident Funds Act, 1952)

(৬) অধিবৃত্তি প্রদান আইন, ১৯৬৫ (The Payment of Bonus Act, 1965).

(৭) শ্রমিক সংঘ আইন, ১৯২৬ (The Trade Unions Act, 1926)

(৮) মাতৃত্বের সুবিধা সম্বন্ধীয় আইন সমূহ (The Maternity Benefit Acts).

(৯) কর্মচারী রাজ্য বিমা আইন, ১৯৪৮ (The Employees' State Insurance Act, 1948).

(১০) ভারতীয় কারখানা আইন, ১৯৪৮ (The Indian Factories Act, 1948).

(১১) ভারতীয় খনি আইন, ১৯৫২ (The Indian Mines Act, 1952).

(১২) আবাদ শ্রমিক আইন, ১৯৫১ (The Plantation Labour Act, 1951).

(১৩) ডক শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৪৮ [The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948] প্রভৃতি।

(৩) **শ্রম আইন প্রনয়ণের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা** — শ্রমিকদের অবস্থার সর্বতোমুখী উন্নতি সংসাধনের মহৎ উদ্দেশ্য-কে সম্মুখে রাখিয়া শ্রম আইনসমূহ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইনসমূহ যেমন একদিকে নিয়োগ কর্তাগণের উপর অর্পণ করিয়াছে কতকগুলি গুরু দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা, তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে কতকগুলি শ্রম আদালতের, ন্যায়পীঠের ও প্রাধিকারীর। ক্ষুন্ন ক্ষুব্ধ শ্রমিকবৃন্দ অথবা তাঁহাদের পক্ষাবলম্বনকারী শ্রমিক সংঘ সমূহ অথবা আইনানুযায়ী প্রাধিকার প্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি ঐ-সকল আদালত, ন্যায়পীঠ বা প্রাধিকারীর দ্বারস্থ হইতে পারেন স্বল্প ব্যয়ে এবং দ্রুত প্রতিকার লাভের জন্য। সাধারণ দেওয়ানী আদালতের সহায়তা লইতে হইলে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় বা যে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়, এই আদালত, ন্যায়পীঠ বা কর্তৃপক্ষের নিকট সেরূপ অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয় না বা অধিক সময়ও লাগে না বিচারিক সিদ্ধান্ত পাইতে। কথিত বিশেষ আইনগুলিতে সাধারণতঃ কোন্ নিদর্শে আবেদন করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত আছে। সংশোধন আবশ্যক হইলে সাধারণ নীতিনিয়মসমূহ ব্যবহার্য হয়।

নিদর্শ — ১

শ্রমিক-কে ক্ষতিপূরণ দানের জন্য শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ অনুযায়ী আবেদনপত্র

মহামহিম শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার মহোদয় সমীপে :

.... আবেদনকারী

বনাম

.... বিপরীত পক্ষ

নিবেদন এই :

(১) আবেদনকারী বিগত .... তারিখে বিপরীত পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত

হন এবং ঐরূপ কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে এবং ঐরূপ নিযুক্ত হইতে উদ্ভূদ দুর্ঘটনায় ব্যক্তিগত দৈহিক আঘাত প্রাপ্ত হন।

ঐরূপ আঘাত প্রাপ্তির হেতু নিম্নলিখিতরূপ (এখানে সহজ সরল ভাষায় আঘাত প্রাপ্তির কারণ সংক্ষেপে বিবৃতি করিতে হইবে):

(২) আবেদনকারী নিম্নবর্ণিত আঘাতসমূহ প্রাপ্ত হন:

(৩) আবেদনকারী মাসিক মজুরি টাকা ধার্য ছিল।

(৪) আবেদনকারী বয়স ১৫ বৎসরের উর্দ্ধে/নিম্নে।

(৫) তারিখে দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইয়াছে/যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইয়াছে/ নিম্নলিখিত হেতু নিবন্ধন যথাকালে দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা সম্ভব হয় নাই।

(৬) আবেদনকারী নিম্নলিখিত অর্থ পাইবার অধিকারী:

(ক) তারিখ হইতে তারিখ পর্যন্ত অর্ধমাসের জন্য টাকা মাত্র।

(খ) থোক্ টাকা মাত্র।

(৭) চুক্তি সম্পাদন দ্বারা মীমাংসা সম্পাদনের নিমিত্ত আবেদনকারী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ পরিগৃহীত হইয়াছে যথা:

কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে বিবাদের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নসমূহের সুমীমাংসা করা যে সম্ভব নহে তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে:

এইরূপ পরিস্থিতি-তে মহাশয়ের নিকট বিনীত অনুরোধ এই যে বিবাদের অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর সুমীমাংসা সম্পাদন করা হউক:

(১) শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের অর্থের মধ্যে আবেদনকারী 'শ্রমিক' বলিয়া গণ্য হইবেন কি-না,

(২) বিবৃত দুর্ঘটনা আবেদনকারী কর্মে নিযুক্তি হইতে অথবা ঐ কর্মে নিযুক্ত বা লিপ্ত থাকার সময় কথিত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে কি-না,

(৩) ক্ষতিপূরণবাবদ যে অর্থ দাবি করা হইয়াছে তাহা বা তাহার কোন অংশ ন্যায়ত আবেদনকারীর প্রাপ্য কি-না

(৪) বিপরীত পক্ষ উক্ত অর্থ দিতে বাধ্য কি-না।

(৫) *(অন্য কোন দাবি বা বক্তব্য থাকিলে তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিতে হইবে)।*

তারিখ: আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২

ক্ষতিপূরণবাবদ প্রদেয় অর্থ জমা দিবার আদেশ প্রদানের জন্য শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩-এর অধীনে কৃত আবেদনপত্র

মহামহিম শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার মহোদয় সমীপে —

.... আবেদনকারী

বনাম

.... বিপরীত পক্ষ

মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) শ্রী .... পিতা .... সাকিন .... বিগত .. .. তারিখে বিপরীত পক্ষ কর্তৃক শ্রমিকরূপে কর্মে নিযুক্ত হয়েন; বিগত . ... তারিখে তিনি উক্ত নিযুক্তি হইতে এবং উক্তরূপে নিযুক্ত থাকাকালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতব দৈহিক আঘাত প্রাপ্ত হয়েন যাহার ফলশ্রুতি-তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কথিত আঘাত প্রাপ্তির কারণ ছিল নিম্নলিখিত রূপ (এখানে আঘাতপ্রাপ্তির যথার্থ কারণ সহজ অথচ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিতে হইবে)ঃ

(২) আবেদনকারিনী কথিত মৃত শ্রমিকের .... এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন।

(৩) কথিত মৃত শ্রমিকের মাসিক মজুরি ছিল . ... টাকা মাত্র।

(৪) মৃত্যুকালে কথিত প্রয়াত শ্রমিকেব বয়স ছিল ১৫ বৎসরের উর্দ্ধ/নিম্নে।

(৫) ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের .... মাসের . .. . তারিখে দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইয়াছে। যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত কারণে যথাসময়ে দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই (দুর্ঘটনার বিজ্ঞপ্তি কি কারণে যথাকালে দেওয়া হয় নাই তাহা এখানে সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করিতে হইবে)ঃ

(৬) মৃত্যুর পূর্বে মৃত শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বাবদ .... টাকা পাইয়াছিলেন।

(৭) আবেদনকারিনী এই কারণে হোক .... টাকা পাইবার অধিকারিনী।

এইরূপ পরিস্থিতিতে মহোদয়ের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ ও প্রার্থনা এই যে আবেদনকারিনী কথিত ক্ষতিপূরণ অথবা আইনানুসারে ক্ষতিপূরণবাবদ অন্য কোন অর্থ আবেদনকারিনীর প্রাপ্য হইলে তাহা প্রদানের বিনির্ণয়, রোয়েদাদ বা আদেশ প্রদান করতঃ আবেদনকারিনী-কে রক্ষা করুন।

তারিখ ঃ আবেদনকারিনীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের শিল্পবিরোধ আইনের (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আইনের) ৩৩ ধারামতে অনুমতি প্রদানের আবেদনপত্র

সমন্বয়সাধক আধিকারিক/পর্ষদ/ন্যায়পীঠ সমীপে —

বিষয় ঃ রেফারেন্স নং

আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

উপরিলিখিত আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(সর্বাগ্রে এখানে মামলার যাবতীয় প্রাসঙ্গিক ও সমসূত্র এবং প্রাসঙ্গিক অবস্থাসমূহ এবং বিশেষতঃ যে কারণে অনুমতি প্রার্থনা করা হইতেছে তাহা বিবৃত করিতে হইবে)

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে আবেদনকারীর বিনীত প্রার্থনা এই যে অন্যান্য কার্য সম্পাদনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হউক ঃ

(এখানে সংশ্লিষ্ট আইনের ৩৩ ধারার (ক) অথবা (খ) প্রকরণ মতে গৃহীত নির্দিষ্ট ব্যবস্থাসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে)

তারিখ ঃ আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সত্যাখ্যানের তারিখ ঃ সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর

স্থান ঃ

নিদর্শ — ৪

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের শিল্পবিরোধ আইনের ৩৩-ক ধারামতে কৃত অভিযোগ

ক (পূর্ণনাম বিবরণ ও ঠিকানা) - অভিযোগকারী/অভিযোগকারীবৃন্দ

খ (পূর্ণনাম, বিবরণ ও ঠিকানা) - বিপরীত পক্ষ/পক্ষগণ

অভিযোগকারী/অভিযোগকারীবৃন্দ এতদ্বারা এই অভিযোগ দায়ের করিতেছেন যে, নিম্নে প্রদত্ত বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইবে যে বিপরীত পক্ষ/পক্ষগণ শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭-এর ১৪ আইন)-এর ৩৩ ক ধারা বিধৃত বিধানসমূহ স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন ঃ

(কি প্রকারে কথিত বিধানসমূহ লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং কি হেতু নিবন্ধন ব্যবস্থাপকগণের কার্যে বা আদেশে আপত্তি করা হইতেছে তাহা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইবে)।

এইরূপ পরিস্থিতিতে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীবৃন্দ প্রার্থনা করিতেছেন যে মহামান্য ন্যায়পীঠ উপরিউক্ত অভিযোগসমূহ বিচারপূর্বক ন্যায়ানুগ আদেশাদি প্রদান করুন।

শিল্প বিরোধ (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী, ১৯৪৭-এর ৫১-ক নিয়ম অনুযায়ী আবশ্যক, অভিযোগের এবং তাহার সহিত সংলগ্ন দস্তাবেজ সমূহের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিলিপি এই আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত হইল।

তারিখ ঃ আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি

সত্যাখ্যান

আমি এতদ্দ্বারা নিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে .... অনুচ্ছেদে/অনুচ্ছেদসমূহ যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং .... অনুচ্ছেদে/অনুচ্ছেদসমূহে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা করা হইয়াছে প্রাপ্ত সমাচারের ভিত্তিতে যাহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি/অদ্য .... স্থানে .... তারিখে আমি এই সত্যাখ্যান সহিযুক্ত করিলাম।

সত্যাখ্যানকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি

নিদর্শ — ৫

সর্বনিম্ন মজুরি আইন, ১৯৪৮-এর ২০ ধারার (২) উপধারামতে কর্মচারী কর্তৃক কৃত দরখাস্ত

.... এলেকার জন্য ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের সর্বনিম্ন মজুরি আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রাধিকারীর আদালত সমীপে —

দরখাস্ত (= আবেদনপত্র) নং ....

(১)

(২)

(৩)

— দরখাস্তকারীগণ

শ্রী .... (আইন ব্যবসায়ী)/নিবন্ধিত ট্রেড্ ইউনিয়ন "....................." এর যথাযথরূপে প্রাধিকৃত আধিকারিক [ঠিকানা ঃ ....] এঁর মাধ্যমে।

বনাম

(১)

(২)

(৩)

— প্রতিপক্ষগণ (Opponents)

উপরিলিখিত দরখাস্তকারীগণের বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) যে .... (ঘটনার বিবরণ এইখানে সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)

(২) যে .... সর্বনিম্ন মজুরি-র হার অপেক্ষা কম হারে বর্তমান দরখাস্তকারীগণকে বেতন প্রদান করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীগণের বাঞ্ছিত উপশমের অর্থমূল্য .... টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

এক্ষণে, দরখাস্তকারীগণের সনির্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা এই যে, উপরিউক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের সর্বনিম্ন মজুরি আইনের ২৮(৩) ধারামতে নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ প্রদান করা হউক —

(১) আইনানুসারে যে টাকা প্রদেয় এবং প্রকৃতপক্ষে যে টাকা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে পরিমাণ টাকার ব্যবধান আছে অবিলম্বে তাহা প্রদান;

(২) উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও .... টাকা প্রদান। প্রয়োজনবোধে এই দরখাস্তকারীগণ যাহাতে এই দরখাস্ত সংশোধন করিতে পারেন তাহার অনুমতি প্রদান করা হউক।

কর্মচারীগণের/আইন ব্যবসায়ীর/নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন-এর যথাযথরূপে প্রাধিকৃত আধিকারিক-এর স্বাক্ষর/টিপসহি

তারিখ ঃ

নিদর্শ — ৬

সর্বনিম্ন মজুরি আইন, ১৯৪৮-এর ২০ ধারার (২)-উপধারা-র অধীন প্রাধিকারীর (= অধিকারীর, কর্তৃপক্ষের) অনুমতিসহ কর্মরত কোন পরিদর্শকের বা ব্যক্তির আবেদনপত্র

.... এলেকার জন্য সর্বনিম্ন মজুরি আইন, ১৯৪৮-এর অধীনে নিযুক্ত প্রাধিকারীর আদালতে।

আবেদনপত্র নং ঃ ....

শ্রী ....

ঠিকানা ঃ ....

— আবেদনকারী

বনাম

শ্রী ....

ঠিকানা ঃ ....

— প্রতিপক্ষ

উপরিলিখিত আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) যে

(২) যে

উপরিলিখিত প্রতিপক্ষ যদিও আইনমতে সরকার নির্ধারিত হারে সর্বনিম্ন বেতন দিতে বাধ্য, তথাপি উক্ত প্রতিপক্ষ নিম্নলিখিত কর্মচারীবৃন্দকে উক্ত হার অপেক্ষা কম হারে মজুরি প্রদান করিয়াছেন ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

উক্ত কর্মচারীগণের বাঞ্ছিত উপশমের অর্থ মূল্য .... টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

মহাশয়ের নিকট আবেদনকারীবর্গের প্রার্থনা এই যে, সর্বনিম্ন বেতন আইন, ১৯৪৮-এর ২০ ধারার (৩) উপধারামতে নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ প্রদান করা হউক—

(১) সরকার নির্ণীত সর্বনিম্ন যে হাবে মজুরি প্রদেয় সেই হারে যত টাকা মজুরি হিসাবে প্রদান করা বিধেয় ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ টাকা প্রদান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যত টাকার ব্যবধান বা পার্থক্য আছে দ্রুততার সহিত তাহা প্রদান;

(২) ক্ষতিপূরণ বাবদ .... টাকা প্রদান। — পরিশেষে, প্রয়োজন বা আবশ্যকতা বোধে আবেদনকারী যাহাতে অত্র আবেদনপত্র পরিবর্জন পরিবর্ধন বা সংযোজন দ্বারা সংশোধন করিতে পারেন তাহা অনুমতি প্রদান করিতে প্রার্থনা জানানো যাইতেছে।

তারিখ ঃ স্বাক্ষর

সত্যাখ্যান

আবেদনকারী পরম নিষ্ঠার সহিত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে উপরে যাহা যাহা কথিত হইল তাহা তাঁহার জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সত্য। অদ্য .... খ্রীষ্টাব্দের .... মাসের ... . তারিখে এই সত্যাখ্যান স্বাক্ষরিত হইল।

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৭

মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬ (১৯৩৬-এর ৪ আইন)-এর ১৫(২) ধারামতে ব্যক্তিগত আবেদনপত্র

.... এলেকার জন্য মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এব অধীনে নিযুক্ত প্রাধিকারীর আদালতে।

আবেদনপত্র নং . ...

শ্রী ....

— আবেদনকারী

(আইন পেষাধারীর মাধ্যমে/নিবন্ধিত ট্রেড্ ইউনিয়ন-এর অধিকারিকের মাধ্যমে)

শ্রী ....

— প্রতিপক্ষ (Opposite party)

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) শ্রী .... শিল্প প্রতিষ্ঠান/রেলওয়ে/ফ্যাক্টরি-তে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতেছেন।

(২) আবেদনকারীর আবাসস্থলের ঠিকানা ঃ

(৩) বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আবেদনকারীর ঠিকানা ঃ

(৪) মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এর ৩ ধারামতে বিপরীত পক্ষ মজুরি প্রদান করিবার জন্য দায়ী।

(৫) বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বিপরীত পক্ষের ঠিকানা নিম্নলিখিতরূপ ঃ

(৬) নিম্নলিখিত মজুরি-কালের জন্য আবেদনকারীকে তাঁহাব মজুরি প্রদান করা হয় নাই ঃ

(এখানে নির্দিষ্ট তারিখসমূহ উল্লেখ্য)

(অথবা)

নিম্নলিখিত মজুরিকালের মজুরিখাতে প্রদেয় .... টাকা হইতে বে-আইনীভাবে মোট .... টাকা কাটিয়া লওয়া হইয়াছেঃ

(অন্য কোন দাবি পেশ করা আবশ্যক হইলে বা অন্য কোন বক্তব্য থাকিলে বা কোনপ্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক হইলে তাহা এখানে সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)।

(৭) আবেদনকারীর বাঞ্ছিত উপশমের অর্থমূল্য .... টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

(৮) আবেদনকারীর প্রার্থনা, মজুরি প্রদান অধিনিয়ম, ১৯৩৬-এর ১৫ ধারার (৩) উপধারামতে নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ প্রদান করা হউক —

(১) নির্ধারিত বিলম্বিত মজুরি কিংবা প্রাধিকারী আরও কম বা বেশী পরিমাণ টাকা প্রদেয় বলিয়া বিবেচনা করিলে উক্ত পরিমাণ টাকা;

(অথবা)

অবৈধভাবে যে টাকা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা প্রদান;

(২) ক্ষতিপূরণ বাবদ .... টাকা প্রদান।

সত্যাখ্যান

আবেদনকারী এতদ্বারা নিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে এই আবেদনপত্র বিধৃত তথ্য সম্বন্ধীয় বিবৃতি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে নির্ভুল ও সত্য।

নিযুক্ত ব্যক্তির/উকিলের/নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের যথাযথরূপে প্রাধিকৃত আধিকারিকের স্বাক্ষর/টিপসহি।

নিদর্শ — ৮

মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এর ১৫(২) ও ১৬ ধারামতে সমষ্টিগত আবেদনপত্র

.... এলেকার জন্য বেতনপ্রদান আইন, ১৯৩৬ (১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ আইন) অনুসারে নিযুক্ত প্রাধিকারীর আদালতে।

আবেদনপত্র নং ....

শ্রী .... ইত্যাদি।

— আবেদনকারীগণ

(উকিল/নিবন্ধিত ট্রেড্ ইউনিয়নের আধিকারিক মহোদয়ের মাধ্যমে)

বনাম

শ্রী ....

— বিপরীত পক্ষ

(১) আবেদনকারীরগণের বিনীত নিবেদন এই ঃ

এতদ্‌সহ সংযোজিত অনুসূচীতে যে আবেদনকারীগণের নাম লিপিবদ্ধ আছে তাহারা সকলেই শিল্প প্রতিষ্ঠান/রেলওয়ে/ফ্যাক্টরি (পবিশ্রমালয়)-তে নিযুক্ত আছেন।

(২) বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি দেওয়ার জন্য আবেদনকারীগণের ঠিকানা সমূহ নিম্নলিখিত রূপ ঃ

(এখানে ঠিকানাসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)

(৩) উপরিলিখিত বিপরীত পক্ষ মজুবি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এর ৩ ধারামতে মজুরি প্রদানের জন্য দায়ী।

(৪) বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি দেওয়ার জন্য উক্ত বিপবীত পক্ষের ঠিকানা নিম্নলিখিত-রূপ ঃ

(এখানে ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)

(৫) নিম্নলিখিত মজুবি-কালেব জন্য আবেদনকারীগণেব মজুরি প্রদান করা হয় নাই।

(৬) আবেদনকারীগণেব বাঞ্ছিত উপশমের অর্থমূল্য . .. . টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে'

(৭) আবেদনকারীগণের প্রার্থনা, কথিত আইনের ১৫ ধারাব (৩) উপধাবা মতে নিম্নলিখিত রূপ নির্দেশ প্রদান করা হউক ঃ

(১) আবেদনকারীগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য বিলম্বিত মজুরি প্রদান অথবা তাহার কম বা বেশি পরিমাণ টাকা যাহা প্রাপ্য ও প্রদেয় বলিয়া প্রাধিকারী বিবেচনা করেন তাহা প্রদান;

(২) ক্ষতিপূরণ বাবদ . ... টাকা প্রদান।

সত্যাখ্যান

আবেদনকারীগণ পরম নিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে বর্তমান আবেদনপত্র বিধৃত তথ্যাবলীর বিবৃতি তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যথার্থ, নির্ভুল, সত্য।

আবেদনকারীগণের/উকিলের/নিবদ্ধীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের বেলা উক্ত ট্রেড্ ইউনিয়নের যথাযথরূপে প্রাথিকৃত আধিকারিকের স্বাক্ষর/

টিপসহি

অনুসূচী

আবেদনকারীগণের নাম

(১)

(২)

(৩)

নিদর্শ — ৯

মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬ (১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ আইন)-এর ১৫(২) ও ১৬ ধারামতে পরিদর্শক কর্তৃক অথবা প্রাধিকারী কর্তৃক কার্য সম্পাদন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত বা প্রাধিকৃত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত আবেদনপত্র

.... এলেকার জন্য মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এর অধীনে নিযুক্ত প্রাধিকারীর আদালতে।

আবেদনপত্র সংখ্যা ঃ

শ্রী .... মজুরি প্রদান আইনমতে নিযুক্ত পরিদর্শক/১৫ ধারার (২) উপধারার অধীনে কার্য করিতে প্রাধিকারীর নিকট হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত/প্রাধিকৃত ব্যক্তি

— আবেদনকারী

বনাম

শ্রী ....

— বিপরীত পক্ষ

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) উপরিউক্ত বিপরীত পক্ষ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের মজুরি প্রদানের জন্য আইনানুসারে দায়ী ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(২) বিজ্ঞপ্তি-আদি প্রদানের জন্য উপরিউক্ত বিপরীত পক্ষের ঠিকানা নিম্নলিখিত রূপ ঃ

(এখানে ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)

(৩) নিম্নলিখিত মজুরিকালের নিমিত্ত কথিত ব্যক্তিবর্গকে প্রদেয় মজুরি প্রদান করা হয় নাই। প্রদেয় মজুরি .... টাকা হইতে অবৈধভাবে .... টাকা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে।

(৪) আবেদনকারীর বাঞ্ছিত উপশমের অর্থমূল্য .... টাকা বলিয়া আবেদনকারী কর্তৃক অনুমিত হইয়াছে।

(৫) আবেদনকারীর প্রার্থনা, কথিত মজুরি প্রদান আইনের ১৫(৩) ধারামতে নিম্নলিখিত রূপ নির্দেশ জারি করা হউক —

(১) অনুমিত বিলম্বিত মজুরি প্রদান কিংবা উহার কম বা বেশী পরিমাণ টাকা, যাহা প্রাধিকারী প্রদেয় বলিয়া বিবেচনা করিবেন;

(অথবা)

অবৈধভাবে কাটিয়া রাখা টাকা প্রদান।

(২) ক্ষতিপূরণ বাবদ .... টাকা প্রদান।

সত্যাখ্যান

আবেদনকারী এতদ্বারা নিষ্ঠার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে বর্তমান আবেদনপত্র বিধৃত তথ্য সমূহের বিবৃতি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যথার্থ, নির্ভুল, সত্য।

স্থান ঃ স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

নিদর্শ — ১০

মাতৃত্বের সুবিধা দাবির নিদর্শ

আমি, শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দাশগুপ্তা, স্বামী শ্রী সর্বার্থ দাশগুপ্ত, সাং সোদপুর, জিলা উত্তর ২৪ পরগণা, এতদ্বারা আগামী .... তারিখ হইতে মাতৃত্বের সুবিধা দাবি করিতেছি। আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমি উক্ত তারিখ হইতে পারিশ্রমিক উপার্জনার্থ কার্য করা হইতে বিরত হইয়াছি/বিরত হইব।

বর্তমান/পূর্বতন নিয়োগকারী ঃ

বিভাগ, শিফ্ট্, কাজের প্রকৃতি ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

বিমা নং ঃ

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর বা টিপসহি

নিদর্শ — ১১

প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গের সুবিধা সম্বন্ধীয় দাবি

ইহা .... কর্তৃক .... রূপে নিযুক্ত .... এঁর পুত্র/বিধবা/কন্যা .... নিবাসী প্রয়াত .... এঁর (বিমা নং ....) মৃত্যু হইতে উদ্ভূত দাবি হইতেছে।

আমি/আমরা, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ, প্রয়াত বিমাকৃত ব্যক্তির, যাঁহার বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে, প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণ হইতেছি এবং আমরা, এতদ্দ্বারা তাহার মৃত্যু হেতু, প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গেব সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত বিনীত আবেদন করিতেছি।

প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গেব স্বরূপ	জন্ম তাবিখ অথবা বয়স	মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক	স্ত্রী অথবা পুরুষ	পতি পত্নী সংক্রান্ত মর্যাদা (বৈবাহিক মর্যাদা)	নাবালকেব ক্ষেত্রে অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬

আমি/আমরা যতদূর অবগত আছি, উপরিলিখিত ব্যক্তিবর্গই একমাত্র প্রতিপাল্য ব্যক্তি, কথিত বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে যাঁহারা 'প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গের সুবিধা' (Dependants' benefit) পাইবার যোগ্যতাসম্পন্ন।

আমি/আমরা এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর বর্তমান ঠিকানা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

এতদ্বারা সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে উপবে যে সকল ঘোষণা কবা হইয়াছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

প্রত্যাযণকাবী স্বাক্ষব ঃ

প্রাধিকাবীব নামমুদ্রা পদবী ঃ

(মন্তব্য ঃ সবকাবেব বাজস্ব সংক্রান্ত, বিচাবিত বা শাসনিক বিভাগেব আধিকাবিক, পৌব কমিশনাব, শ্রমিক ক্ষতিপূবণ কমিশনাব, গ্রাম পঞ্চাযেত প্রধান অথবা উপযুক্ত আঞ্চলিক কার্যালয কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন প্রাধিকাবী এই সার্টিফিকেট দিতে পাবেন)।

নিদর্শ — ১২

স্থায়ীভাবে বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুণ প্রাপ্য সুবিধার দাবি

আমি, শ্রী (বিমা নং) এব পুত্র/স্ত্রী/কন্যা হইতেছি। অধুনা আমি চিকিৎসা পর্ষদ (মেডিক্যাল বোর্ড)/উত্তববিচাব ন্যাযপীঠ (আপীল ট্রাইবুনাল) কর্তৃক স্থাযীভাবে বিকলাঙ্গ (পঙ্গু) বলিযা বিঘোসিত হইযাছি। এইরূপ পবিস্থিতি তে আমি এতদ্বাবা হইতে কালখণ্ডেব জন্য 'স্থাযী বিকলাঙ্গতাব সুবিধা' (permanent disablement benefit) দাবি কবিতেছি। এবং ঐ বাবদ আমাব প্রাপ্য অর্থ 'মানি অর্ডাব' যোগে আমাব নিকট প্রেবণ কবিতে সনির্বন্ধ অনুবোধ জানাইতেছি। স্থানীয কাযালয হইতে আমাকে নগদে দিতে সনির্বন্ধ অনুবোধ জানাইতেছি।

তাবিখ ঃ স্বাক্ষব বা টিপসহি

বতমান ঠিকানা ঃ

স্থাযী ঠিকানা ঃ

ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগেব ঠিকানা ঃ

নিদর্শ — ১৩

অসুস্থ বা অস্থায়ীভাবে দৈহিক দিক দিয়া কার্য সম্পাদনে অক্ষম হওয়ার দরুণ প্রাপ্য সুবিধার দাবি

আমি, শ্রী/শ্রীমতী পিতা/স্বামী বিমা নং

. এতদ্বাবা ঘোষণা কবিতেছি যে অসুস্থতা/অস্থাযী দৈহিক অক্ষমতাব

কারণে আমি আপনার নিকট প্রেরিত শেষ/প্রথম সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে কার্যে যোগদান করিতে বা কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হই নাই। এইরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমার প্রাপ্য সুবিধা আমি এতদ্বারা দাবি করিতেছি। আমার প্রাপ্য অর্থ আমার নিকট 'মানি অর্ডার' যোগে প্রেরণ করা হউক। স্থানীয় কার্যালয় হইতে নগদে আমাকে প্রদান করা হউক, ইহাই প্রার্থনা।

তারিখ ঃ স্বাক্ষর বা টিপসহি

স্থানীয় কার্যালয় ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

নিদর্শ — ১৪

অসুস্থতা/অস্থায়ীভাবে কার্যসম্পাদনে অক্ষম হওয়ার দরুণ প্রাপ্য সুবিধা সম্বন্ধীয় দাবি

আমি .... পিতা/স্বামী .... বিমা নং .... এতদ্বারা বিবৃত করিতেছি যে আমি .... তাং, প্রাতঃ/অপরাহ্ন .... হইতে অসুস্থ/অস্থায়ীভাবে কার্য সম্পাদনে অক্ষম বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং .... তাং, প্রাতঃ/অপরাহ্ন .... হইতে আমি আমার করণীয় কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হই নাই।

এক্ষণে আমি .... তাং, প্রাতঃ/অপরাহ্ন হইতে আর নিজেকে অসুস্থ/অস্থায়ীভাবে কার্য সম্পাদনে অক্ষম বলিয়া দাবি করিনা।

অসুস্থতা হেতু বা অস্থায়ীভাবে কার্য সম্পাদন করিতে অপারগ হওয়ার জন্য আমি যে সুবিধা পাইবার অধিকারী তাহা আমি এতদ্বারা দাবি করিতেছি। আমার প্রার্থনা, আমার প্রাপ্য টাকা 'মানি অর্ডার' যোগে আমার নিকট প্রেরণ করা হউক/স্থানীয় কার্যালয় হইতে নগদ আমাকে দিবার সুব্যবস্থা করা হউক।

তারিখ ঃ স্বাক্ষর/টিপসহি

স্থানীয় অফিস ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

চতুর্থ খণ্ড

তৃতীয় অংশ

মানসিক স্বাস্থ্য

নির্দর্শ — ১

মেনটাল হেলথ আইন ১৯৮৭ এর ৫৪(৩) ধারার বিধানাধীনে মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তির শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অভিভাবক নিয়োগের আবেদন

জেলা আদালত সমীপে

বিবিধ বিচারিক কেস নং সাল

বিষয়ে —

অভিভাবক নিয়োগের জন্য মেনটাল হেলথ আইন ১৯৮৭ এর ৫৪(৩) ধারার বিধানাধীনে আবেদন

এবং বিষয়ে —

শ্রী দেশ পিতা/মাতা নিবাস

এবং বিষয়ে —

শ্রী বিদেশ পিতা/মাতা নিবাস

আবেদনকারী

আবেদনকারীর যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই যে

(১) উক্ত শ্রী দেশ, বয়স বৎসর, একজন ভারতীয় পুরুষ, শ্রীদেশ মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তি, নিম্নতফসিল বর্ণিত তাহার স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অক্ষম

সম্পত্তির তফসিল

* * * * *

(২) শ্রী দেশের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ আবশ্যক।

(৩) উক্ত মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তির শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত করা হয় নাই।

(৪) আবেদনকারী উক্ত শ্রী দেশের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং আবেদনকারী উক্ত শ্রী দেশের অভিভাবকরূপে কাজ করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেকে উপস্থাপিত করিতেছে।

এমতাবস্থায় আবেদনকারী প্রার্থনা জানাইতেছে যে আবেদনকারীকে যেন উক্ত শ্রী দেশের শরীর ও সম্পত্তির জন্য অভিভাবক নিয়োগ করা হয়। এবং প্রয়োজনে আনুষংগিক অন্যান্য আদেশদানের প্রার্থনা করা হইতেছে।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ২

তথাকথিত মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তির সম্পর্কে বিচারিক তদন্তের জন্য (Judicial inquisition) মেনটাল হেলথ অ্যাকট ১৯৮৭ এর-৫০ ধারার বিধানাধীনে আবেদন

.. .. জেলা বিচারাপতির সমীপে

বিবিধ বিচারিক কেস নং .... সাল ....

বিষয়ে —

মেনটাল হেলথ অ্যাকট ১৯৮৭ এর ৫০-ধারাব বিধানাধীনে বিচারিক তদন্তের জন্য (Judicial Inquisition) আবেদন।

এবং বিষয়ে

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ... ... এবং বিষয়ে

শ্রী .. .. পিতা .... নিবাস ....

আবেদনকারী

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) শ্রী বিরল, বয়স বর্তমান .. .. বৎসর, ভারতীয় নিবাস .... সাল .... হইতে নানাপ্রকার জন্মগত মানসিক ব্যধি ও স্কিটজোফ্রেনিয়া রোগে ভুগিতেছে এবং এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে উক্ত শ্রী বিরল মনরোগী হইতেছে।

(২) উক্ত শ্রী বিরল বারাসাতস্থ নিম্নতফসিলবর্ণিত বহু স্থাবর সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইতেছে।

তফসিল

* * * * *

(৩) উক্ত শ্রী বিরলের মামা আবেদনকারী শ্রী অবণী উক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছে।

এমতাবস্থায় আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে শ্রী বিরলের প্রকৃত মানসিকরোগ নির্ণয়ের জন্য বিচারিক তদন্তের আদেশদান করিতে আজ্ঞা হয়। এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য আদেশদান করিতে প্রার্থনা করা হইতেছে।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নির্দর্শ — ৩

পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেইকিলস্ রুলস, ১৯৮৯ এর ৩৩০-নিয়ম অনুসারে ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য আবেদনপত্র

ফরম — এ

এম. জে. সি. নং ২০০০

মোটর অ্যাকসিডেনটেস ক্লেমস ট্রাইবুনাল সমীপে—

বিজ্ঞ বিচারপতি .... সমীপে

.... আদালত।

আমি শ্রী .... শ্রী .... এর পুত্র/কন্যা/স্ত্রী/বিধবা স্ত্রী হইতেছি। আমি স্বয়ং এবং .... এবং আমার .... শ্রী .... এর

স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে অথবা যথাবিহিত প্রাধিকৃত নিযুক্তকরূপে এতদ্বারা বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে মোটব গাড়িতে দুর্ঘটনার কারণে আমার .. .. এর মৃত্যু হেতু ক্ষতিপূরণ দাবি করিতেছি। আমাদের সকলের নিবাস .... মোটরগাড়ি, মৃত ব্যক্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

(১) মৃত ব্যক্তির নাম, পিতার নাম ... .

(২) মৃত ব্যক্তির ঠিকানা ....

(৩) মৃত ব্যক্তিব বয়স .. ..

(৪) মৃত ব্যক্তির পেশা ....

(৫) মৃত ব্যক্তির নিয়োগকর্তা থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা ....

(৬) মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় ....

(৭) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইতেছে সে ব্যক্তি কি আয়কর প্রদান করে?

(৮) দুর্ঘটনার দিন ক্ষণ ও স্থান ....

(৯) যে থানাব ক্ষেত্রাধিকারে দুর্ঘটনা ঘটিযাছিল বা দুর্ঘটনা নিবন্ধিত হইয়াছে সে থানার নাম ও ঠিকানা ....

(১০) যে ব্যক্তির বিষয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইতেছে সেই ব্যক্তি কি দুর্ঘটনায় পতিত মটরগাড়িতে ছিল? যদি তাহা হয়, তবে যেস্থান হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছিল সেই স্থানের নাম এবং গন্তব্যস্থলের নাম ....

(১১) যে এক বা একাধিক আঘাত লাভ করিয়াছে তাহার বিবরণ এবং ঐ আঘাতের লাগাতার পরিণাম ....

(১২) মৃত ব্যক্তিকে যে চিকিৎসক দেখাশুনা করিয়া ছিল সেই চিকিৎসকের নাম ও ঠিকানা ....

(১৩) চিকিৎসাধীনকালে, এবং ঐ সংক্রান্ত কোন ব্যয় হইয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ (ভাউচার সহ দাবি রাখিতে হইবে) ....

(১৪) আঘাতের রকম এবং ইহা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ কি না ....

(১৫) দুর্ঘটনায় পতিত গাড়ির নিবন্ধিত নম্বর এবং কি ধরনের গাড়ি ....

(১৬) দুর্ঘটনায় পতিত গাড়ির মালিকের নাম ও ঠিকানা ....

(১৭) গাড়ীর বীমা সংক্রান্ত সকল তথ্য যথা — নাম, পলিসি নম্বর, বীমাকারীর ঠিকানা ইত্যাদি।

(১৮) মালিক বীমাকারীর নিকট কোন দাবি করা হইয়াছে কি না। করা হইয়া থাকিলে তাহার পরিণতি।

(১৯) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

(২০) মৃতের সহিত সম্পর্ক।

(২১) মৃতের সম্পত্তিতে স্বত্ব।

(২২) ক্ষতিপূরণের জন্য যে টাকা দাবি করা হইয়াছে।

(২৩) দাবি মিটাইতে আর যে সকল সংবাদের প্রয়োজন তাহার বিবরণ।

উক্ত আইনের বিধানাধীনে এবং এম. ভি. আইনের ১৬৬ ধারার বিধানের অন্তর্গত ভ্রম-নীতির-সন্ধ্যাতীত অধিকার বলে আমি ক্ষতিপূরণের দাবি করিতেছি।

সত্যাখ্যান

মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত আমি শ্রী .... বিধিসম্মতভাবে এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত তথ্য আমার জ্ঞানমতে সত্য ও যথার্থ এবং অপর কোন আদালতে এই বিষয়ে কোন দাবি ফাইল করা হয় নাই বা মুলতবী নাই।

নিদর্শ — ৪

ভাড়াটিয়ার দ্বারা ন্যায্য ভাড়ার আবেদন

.... রেনট কনট্রোলার সমীপে

কেস নং .... সাল ....

বিষয়ে —

.... নং প্রেমিসের ন্যায্য ভাড়া নির্ণয়ের আবেদন

এবং বিষয়ে —

শ্রী .... পিতা .... নিবাস

ভাড়াটিয়া/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা/মাতা .... নিবাস ....

বাড়ীওয়ালা/প্রতিবাদী

উপরিলিখিত আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) আবেদনকারী নিম্ন তফসিল বর্ণিত বাড়ীতে বাড়ীওয়ালার অধীনে মাসিক .... টাকা ভাড়ায় একজন মাসিক ভাড়াটিয়া। উক্ত ভাড়া প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রদেয়।

(২) আবেদনকারী যে বাড়ীতে ভাড়া আছে সেই বাড়ীর ভাড়া এই অঞ্চলে অনুরূপ সুযোগ সুবিধা বিশিষ্ট বাড়ীর ভাড়া অপেক্ষা বহুলাংশে বেশি।

(৩) এমতাবস্থায় ভাড়াটিয়া নিম্ন তফসিল বর্ণিত যে বাড়িতে ভাড়া আছে সেই বাড়ির ন্যায্য ভাড়া আইনের বিধানানুসারে স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন।

এইরূপ পরিস্থিতিতে মহামান্য আদালতের নিকট নিম্নতফসিল বর্ণিত বাড়ীর ন্যায্য ভাড়া স্থির করিতে আদেশদান করিতে প্রার্থনা করা হইতেছে।

বাড়ীর তফসিল

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা বারাসাত, বারাসাত পৌরসভার অধীন ২(দুই) নং ওয়ার্ডে হরিঘোষ রোডস্থ . ... হোলডিং এর দ্বিতল বাড়ীর ... . বর্গফুট বিশিষ্ট প্রথম তল।

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী .... বিধিসম্মতভাবে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য ও যথার্থ এবং অপর কোন আদালতে এই বিষয়ে কোন মামলা ফাইল করি নাই বা মুলতবী নাই। আমার উকিল শ্রী .... এর চেমবারে তাঁহার উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করলাম। ইং . ... আমার সম্মুখে শ্রী .... স্বাক্ষর করিয়াছে।

স্বাক্ষর .... স্বাক্ষর ....

নিদর্শ — ৫

ন্যায্যভাড়া স্থিরীকরণে বাড়ীওয়ালার আবেদন

বারাসাতস্থ ভাড়া নিয়ামক সমীপে —

কেস নং .... সাল ....

বিষয়ে —

ন্যায্যভাড়া স্থিরীকরণে বাড়িওয়ালার আবেদন

এবং বিষয়ে

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বাড়িওয়ালা/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

ভাড়াটিয়া/প্রতিবাদী

উপরিলিখিত আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) নিম্নতফসিল বর্ণিত বাড়ীর মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইতেছে আবেদনকারী। উক্ত দ্বিতীলবাড়ির প্রথমতল প্রতিবাদী মালিক .. .. টাকা ভাড়ায় ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করিতেছে এবং প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভাড়াদিয়া আসিতেছে।

(২) ঐ ভাড়া প্রায় আট বৎসর পূর্বে স্থিরীকৃত হয় যখন বাজারের অবস্থা নিস্তেজ ছিল। সেকারণে ভাড়ার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট কম। এই অঞ্চলে অনুরূপ সুযোগ সুবিধা যুক্ত বাড়ীর ভাড়া অনেক বেশি।

(৩) সেকারেণ আইনের বিধানানুসাবে নিম্নতফসিল বর্ণিত বাড়ীর যে অংশ ভাড়াটিয়া ভাড়ায় বসবাস করিতেছে সে অংশের ন্যায্য ভাড়া স্থিরীকৃত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

তফসিল সম্পত্তির পরিচয়

* * * * *

এমতাবস্থায় আবেদনকারী মহামান্য আদালতের নিকট উক্ত ভাড়াবাড়ির ন্যায্য ভাড়া স্থিরীকরণের প্রার্থনা জানাইতেছে।

সত্যাখ্যান

* * * * *

নিদর্শ — ৬

উচ্ছেদের মামলায় ভাড়া নির্ধারণে ভাড়াটিয়ার আবেদন

.... আদালত সমীপে

উচ্ছেদ মামলা নং .... সাল ....

বিষয়ে —

ভাড়া নির্ধারণে ভাড়াটিয়ার আবেদন

এবং বিষয়ে —

শ্রী .... মাতা .... নিবাস

বনাম

ভাড়াটিয়া/আবেদনকারী

শ্রী .... মাতা .... নিবাস

বাড়িওয়ালা/প্রতিবাদী

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে এই আদালতে . . .. নং উচ্ছেদের মামলা করিয়াছে এই কারণে যে ভাড়াটিয়া শর্ত খেলাপ করিয়াছে এবং বাড়িওয়ালর ভাড়া বাড়িতে যুক্তিসংগত প্রয়োজন (reasonable requirement) আছে। ভাড়াটিয়া যে বাড়ি ভাড়ায় দখল করিয়া আছে তাহা নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হইল।

(২) বাড়ার শর্ত খেলাপ সম্পর্কে বাড়ীওয়ালার অভিযোগ গ্রাহ্য নহে এই কারণে যে আবেদনকারী নিয়মিত প্রতিমাসে .... টাকা করিয়া ভাড়া প্রদান করিতেছে এবং ভাড়াপ্রদান জনিত রসিদও গ্রহণ করিয়াছে। এবং বকেয়া ভাডা প্রকৃত ভাড়া অপেক্ষা অনেক কম।

(৩) বিবাদের বিষয় সঠিক নিরূপণের জন্য বাড়ির সঠিক ভাড়া সম্পর্কে হইতে হইবে।

বাড়ির তফসিল

* * * * *

এমতাবস্থায় মহামান্য আদালতের নিকট আবেদনকারী ভাড়াবাড়ির প্রকৃত ভাড়া স্থিরীকরণের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে।

নোটিস ঃ যুক্তিসংগত প্রয়োজন বা reasonable requirement অর্থে ঃ What is reasonable requirement is a question of fact and depends upon the circumstances of each case. But it connotes something more than desire and much less than absolute necessity: the landlord must have a genuine need for the premises the court is to consider in the facts and circumstances of the case if the landlord really requires it.

It is necessary for the tenant to prove that he is acting honestly and that it is not a device to disposses the tenant (*কৃষ্ণবাঈ* ব. *এন, রামচন্দন* AIR 1983 SC 1213, 1217)।

নিদর্শ — ৭

অত্যাবশ্যক পরিসেবা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ভাড়াটিয়ার আবেদন

.... ভাড়া নিয়ন্ত্রক সমীপে —

বিবিধ কেস নং .... সাল ....

বিষয়ে —

ভাড়াবাড়ির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন অথবা অত্যাবশ্যক পরিসেবা সংরক্ষণের জন্য আবেদন

এবং বিষয়ে —

শ্রী .... ৺ পিতা .... নিবাস ....

ভাড়াটিয়া/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী . ... পিতা .... নিবাস ....

বাড়িওয়ালা/প্রতিবাদী

আবেদনকারীর সবিনয় নিবেদন এই যে —

(১) আবেদনকারী প্রতিবাদীর অধীনে নিম্ন তফসিল বর্ণিত বাড়িতে মালিক ভাড়াটিয়ারূপে বসবাস করিতেছে।

(২) ভাড়াবাড়ির ছাদ বিপদজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আগামী বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ঘরে পড়িবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে।

অথবা

ভাড়াবাড়িতে জলসরবরাহ/বিদ্যুৎ ব্যবস্থা/ময়লাদি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে।

(৩) বাড়িভাড়ার শর্তাবলীতে ভাড়াটিয়ার দ্বারা বাড়ি সংস্কারের কোন বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ নাই।

ভাড়া বাড়ির তফসিল

* * * * *

এমতাবস্থায় আবেদনকারী মহামান্য আদালতের নিকট উক্ত ভাড়াবাড়ির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য নির্ধারিত নোটিশ দ্বারা আদেশদান করিতে প্রার্থনা জানাইতেছে যাহাতে অত্যাবশ্যক পরিসেবা কোন প্রকারে বিঘ্নিত না হয়।

নিদর্শ — ৮

ভাড়াবাড়ির অত্যাবশ্যক পরিসেবা সংরক্ষণ অথবা সংস্কার স্বয়ং সম্পন্ন করিবার জন্য ভাড়াটিয়ার আবেদন

.... এর বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রক সমীপে—

বিবিধ কেস নং .... সাল ....

বিষয়ে —

ভাড়াটিয়া স্বয়ং অত্যাবশ্যক পরিসেবা সংরক্ষণ বা সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে আবেদন

এবং বিষয়ে

শ্রী .... পিতা .... নিবাস . ...

ভাড়াটিয়া/আবেদনকারী

বনাম

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ....

বাড়িওয়ালা/প্রতিবাদী

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) আবেদনকারী তফসিল বর্ণিত বাড়িতে মাসিক ভাড়ায় প্রতিবাদীর অধীনে ভাড়াটিয়া হইতেছে।

তফসিল

* * * * *

(২) নির্ধারিত ফরমে প্রতিবাদীকে ভাড়াবাড়িটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অত্যাবশ্যক পরিসেবা সংরক্ষণের জন্য নোটিশ করা হইয়াছিল।

(৩) উক্ত নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে অবহেলা করিয়াছে।

(৪) আবেদনকারী অত্রসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন সংরক্ষণজনিত ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দাখিল করিল।

(৫) অনতিবিলম্বে ভাড়াবাড়িটি সংস্কারসাধন না করিলে উক্ত বাড়ীতে বসবাস করা সম্ভব হইবে না; এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা না গ্রহণ করিলে উক্ত বাড়িতে বসবাস করা বিপদজ্জনক হইবে।

এমতাবস্থায় আবেদনকারী মহামান্য আদালতের নিকট এমন আদেশদানের প্রার্থনা জানাইতেছে যে যাহাতে আবেদনকারী স্বয়ং ভাড়াবাড়িটি সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে এবং অত্যাবশ্যক পরিসেবা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে। উপরিউক্ত

আনুমাণিক ব্যয় অনুসারে যাহাতে আবেদনকারী খরচ করিতে পারে সেজন্য আবেদনকারী মহামান্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। বাড়িভাড়া হইতে আবেদনকারী যাহাতে উক্ত ব্যয়ের অর্থ কাটিয়া লইতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় আদেশের প্রার্থনা জানাইতেছে।

নিদর্শ — ৯

রেলওয়ে আইন ১৯৮৯ এর ১৬-ধারার বিধানাধীনে ক্ষতিপূরণ, লোকসান, ধ্বংস, বিনষ্ট ইত্যাদি অথবা গবাদি পশু বা মালপত্র ডেলিভারী না দেওয়ার জন্য আবেদন (রেলওয়ে ক্লেমস ট্রাইবুন্যাল, প্রেসিডিওর ১৯৮০) নিয়মাবলীর রুল ১৯) এর ৫নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)

অংশ — ১

কজ টাইটল

অংশ — ২

ক্রমিক নং	নিদর্শণপত্রের বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১		
২		
৩		
৪		
৫		

ট্রাইবুনাল অফিসে ব্যবহারের জন্য
ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনের তারিখ — আবেদনকারীর
অথবা ফাইলিং-এর তারিখ — স্বাক্ষর
নিবন্ধকের স্বাক্ষর

অংশ — ৩

শ্রী .... আবেদনকারী .... বিচারালয়
শ্রী .... প্রতিবাদী ....
(১) আবেদনকারীর বিবরণ নাম ও ঠিকানা ....

(২) প্রতিবাদীর বিবরণ .... নাম ও ঠিকানা ....

(৩) দাবির মূল্য; দেয়ক সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য

(৪) যে ব্যাঙ্ক হইতে ড্রাফট কাটা হইয়াছে সেই ব্যাঙ্কের নাম ও ঠিকানা। ডিমানড ড্রাফট নং এবং যে ব্রানচ হইতে ড্রাফটের টাকা পাওয়া যাইবে।

(ক) ইনডিয়ান পোসটাল অর্ডারের নম্বর ....

(খ) যে পোষ্ট অফিস হইতে উক্ত পোসটাল অর্ডার ইসু করা হইয়াছে সেই পোষ্ট অফিসের নাম

(গ) পোস্টাল অর্ডার ইস্যু, করিবার তারিখ

(ঘ) যে পোষ্ট অফিসে ঐ টাকা পাওয়া যাইবে।

(৫) প্রেবিত মালের (Consignment) পূর্ণ বিবরণ —

বুকিং এর তারিখ	পারসেল ও ওয়েবিলেব বেল বসিদ		প্রেরিত মালের বিবরণ	
.... হইতে .... পর্যন্ত				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
প্রেরিত মালের মূল্য			অন্যান্য তথ্য	

(৬) ভারতীয় বেলওয়ে আইনেব ৭৮বি ধারার বিধানাধীনে যে তাবিখে রেল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে।

(৭) বিষয় সংক্রান্ত তথ্য

সময়ের সংগে সংগতি রাখিয়া তথ্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হইবে, প্রতি প্যারাতে একটি তথ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে হইবে।

যে ধরনের ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ ক্ষতিপূরণ চাইবার কারণ

(৮) যে বিষয়ে বর্তমান আবেদন করা হইয়াছে

(৯) বিচারালয়ের ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে তথ্য সহসমর্থণ

(১০) দলিলাদির তালিকা (১) ...... (২) ..... (৩) . ....

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী . ... পিতা ... . বর্তমান রায় . ... নিবাস .... এতদ্বারা সত্যাখান কবিতেছি যে

উপরিনিহীত লিখিত প্যারাগ্রাফেব বিষয় আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানমত সত্য। এবং প্যারা .... হইতে .... আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং আমি কোন অত্যাবশ্যক তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৯

ট্রেন দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য রেলওয়ে আইনের ১৬ ধারার বিধানাধীনে আবেদন

[ক্লেইমস ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৮৯ এর ৫নং নিয়ম দ্রষ্টব্য]

ফরম — ২

অংশ — ১

কেসের টাইটেল

অংশ — ২

ইনডেকস

ক্রমিক নং	সংযুক্ত দলিলাদির বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.		
২.		
৩.		

ট্রাইবুনাল অফিসে ব্যবহারের জন্য

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
বিলের তারিখ ....
ডাকযোগে প্রাপ্তি তারিখ ....
রেজিসট্রেশন নং ....
নিবন্ধকের স্বাক্ষর

অংশ — ৩

রেলওয়ে ক্লেইমস ট্রাইবুনাল

... . প্রতি

আমি শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... রেলওয়ে দুর্ঘটনায় আহত হইয়া ক্ষতিপূরণ দাবি করিতেছি।

অথবা

আমি শ্রী . ... পিতা .... নিবাস .... ৺ .... এর আশ্রিত (dependant) হিসাবে উক্ত তিনি নিম্নবর্ণিত রেল দুর্ঘটনায় ইহলোক ত্যাগ করিলে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতেছি।

মৃত/আহত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল —

(১) নিহত/আহত ব্যক্তির নাম, পিতার/স্বামীর নাম

(২) আহত/নিহত ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা

(৩) আহত/নিহত ব্যক্তির বয়স

(৪) আহত/নিহত ব্যক্তির পেশা

(৫) নিয়োগকর্তার নাম ও ঠিকানা

(৬) দুর্ঘটনার স্থল, তারিখ সহ দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ট্রেনের নাম দিতে হইবে

(৭) কোন শ্রেণীর যাত্রী এবং সম্ভব হইলে পাশ নং বা টিকেট নং

(৮) চিকিৎসকেব শংসাপত্রসহ আঘাতের প্রকার

(৯) যদি কেহ থাকে তবে যে ডাক্তাব আহত ব্যক্তির চিকিৎসা কবিয়াছিল তাহার নাম ও ঠিকানা এবং যে সময়কাল চিকিৎসাধীন ছিল সেই সময়কাল

(১০) কাজে অক্ষমতাব প্রকার

(১১) দুর্ঘটনাব জন্য কাজের ক্ষতি সংক্রান্ত বিবরণ

(১২) অপর কোন কতৃপক্ষের নিকট কোন প্রকার দাবি কবা হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে, ঐ সংক্রান্ত বিববণ

(১৩) আবেদনকারীর নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

(১৪) যদি থাকে, আবেদনকারীব স্থানীয় ঠিকানা

(১৫) মৃত/আহত ব্যক্তিব সহিত সম্পর্ক

(১৬) ক্ষতিপূরণের দাবির পবিমাণ

(১৭) দুর্ঘটনা ঘটাবাব পব হইতে এক বৎসবেব মধ্যে দাবিব আবেদন না করিলে বিলম্বের কাবণ

(১৮) অন্যান্য তথ্য ও লিখিত সাক্ষ্য যাহার দ্বারা বিষয়টিব নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে।

(১৯) আবেদনপত্রের সহিত যে সকল দলিল সংযুক্তি করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ।

আমি শ্রী ……… এতদ্বারা হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে

(ক) উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য

(খ) এই আবেদনপত্রে বর্ণিত আঘাত/মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ অপরকোন স্থানে দাবি করি নাই বা পাই নাই।

তাং আবেদনকারীর স্বাক্ষর

স্থান অথবা বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ ছাপ

বাম বৃদ্ধঙ্গুষ্ঠের টিপ ছাপ লওয়া হইয়া থাকিলে সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী .... পিতা .... বর্তমান বয়স .... নিবাস .... এতদ্বারা সত্যাখ্যান করিতেছি যে প্যারা .... হইতে .... প্যারার বিষয়বস্তু আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানমতে সত্য এবং প্যারা .... হইতে প্যারার বিষয়বস্তু আমার আইনের উপদেশ ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন আবশ্যকীয় তথা গোপন করি নাই।

তাং ....

স্থান .... আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(রেলওয়ে ক্লেইমস ট্রাইবুনাল নিবন্ধক সমীপে)

নিদর্শ — ১০

মালের ভাড়া প্রত্যর্পণের দাবি বিষয়ে ১৬ ধারার বিধানাধীনে আবেদন

গো-মহিষাদি স্থানান্তরের জন্য জমা দেওয়া ভাড়া প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আবেদন ব্যবহার্য্য

[রেলওয়ে ক্লেইমস ট্রাইবুনাল (পদ্ধতি) নিয়মাবলী ১৯৮৯ (ফরম — ৩)]

অংশ — ১

কজ টাইটল

অংশ — ২

ইনডেকস

ক্রমিক নং সংযুক্ত দলিলাদির বিবরণ পৃষ্ঠা নং

১....... ....

২. ....

৩. ....

ট্রাইবুনাল অফিসের জন্য

....

আবেদনকারীর স্বাক্ষরের জন্য

অংশ — ৩

রেলওয়ে ক্লেইমস ট্রাইবুনাল সমীপে —

.... আদালত/বিচাবক

শ্রী .... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী . . .. প্রতিবাদী

(১) আবেদনকারীব বিবরণ নাম ও ঠিকানা

(২) প্রতিবাদীর বিবরণ

(৩) দাবির মূল্য এবং আবেদন সংক্রান্ত দেয়কের সম্পূর্ণ বিবরণ

(ক) দাবির মূল্য

(খ) আবেদন সংক্রান্ত দেয়ক (fees)

(৪) আবেদন সংক্রান্ত দেয়কের জন্য প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোসটাল অর্ডার বিষয়ক তথ্য

(ক) ব্যাঙ্কের নাম ও ঠিকানা

(খ) ডিমানড ড্রাফট নং ... . এবং যে শাখায় দেয় অথবা পোসটাল অর্ডারের নম্বর

(গ) প্রদত্ত পোষ্ট অফিসের নাম

(ঘ) পোসটাল অর্ডার ইস্যু কবিবার তারিখ

(ঙ) যে অফিসে প্রদেয়

(৫) ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিবরণ

(ক) ভাড়া প্রত্যাপর্ণের দাবি

বুকিং তাং	রেল রসিদ বা ওয়েবিল	স্টেশন থেকে পর্যন্ত	মালেব বিববণ	প্রদত্ত ভাড়া	প্রত্যার্পণ দাবির পরিমাণ	রসিদ ক্রেডিট কার্ডে বা প্রকারে প্রদান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ভাড়া প্রত্যর্পণের দাবি বা ডেলিভারি তারিখ	ট্রেন নং	শ্রেণীতে ভ্রমণ	প্রকৃত যে শ্রেণীতে ভ্রমণ	টিকিট ইত্যাদি	প্রদত্ত ভাড়া	দাবিকৃত ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৬) মালের ভাড়া প্রত্যর্পণের দাবির উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেলওয়ে আইন ১৯৮৯-এর ১০৬ ধারার বিধানাধীনে রেলকর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত নোটিশের তারিখ।

(৭) (ক) মামলার বিষয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ (খ) কি ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করা হইয়াছে (গ) ক্ষতিপূরণ প্রমাণের কারণ।

(৮) যে বিষয় পূর্বে আদালতে ফাইল করা হয় নাই অথবা অন্য আদালতে যে বিষয় মুলতবি আছে।

(৯) তথ্যের বিবরণ যাহার দ্বারা বিচারালয়ের ক্ষেত্র বিচার নির্ণীত হয়

(১০) দলিলের সারণি

(১) .... (২) .... (৩) .... (৪) ....

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী .... পিতা .... বর্তমান বয়স ... . নিবাস .... এতদ্বারা সত্যাখ্যান করিতেছি যে প্যারা .... হইতে .... বিষয় আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানে সত্য এবং প্যারা .... হইতে .... পর্যন্ত আইনের উপদেশ অনুসারে লব্ধ জ্ঞানমতে বা জ্ঞানমতে সত্য এবং আমি কোন আবশ্যকীয় তথ্য গোপন করি নাই।

তাং .... আবেদনকারীর স্বাক্ষর

স্থান .... ঠিকানা

.... বিচারালয় রেলওয়ে ক্লেইমস ট্রাইবুনাল নিবন্ধক সমীপে

চতুর্থ খণ্ড

চতুর্থ অংশ

জনস্বার্থ সংক্রান্ত মকদ্দমা

জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিচারিক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিচার ব্যবস্থায় এক বিশেষ সংযোজন। জনস্বার্থরক্ষা করিতে যে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহা জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলারূপে পরিচিত। ইহা চুক্তি সঞ্জাত অধিকার সংক্রান্ত কোন প্রকার মামলা নহে। এই সহজলভ্য বিচার ব্যবস্থার (access justice systems) উদ্ভব হইয়াছে বিত্তহীন বিচার প্রার্থীর স্বার্থে। পরবর্তীকালে ইহার পরিধি বিস্তৃততর হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯-ক আর্টিকেলে নির্দেশ আছে : রাজ্য বৈধিক ব্যবস্থার ব্যবহার যাহাতে সমসুযোগের ভিত্তিতে ন্যায় বিচারের সুবন্দোবস্ত করে, তাহা সুনিশ্চিত করিবেন এবং, বিশেষতঃ আর্থিক বা অন্যান্য অক্ষমতার কারণে কোন নাগরিক যাহাতে ন্যায় বিচার লাভ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হন তাহা নিশ্চিত করিতে যথোপযোগী বিধি প্রণয়ন বা প্রকল্পের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে বিনা খরচ বৈধিক সহায়তার ব্যবস্থা করিবেন। ধনী ও বিত্তবানের একচেটিয়া অধিকার হইতে বিচার ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার উদ্ভব হয়। Judges transfer case এ মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট মন্তব্য করেন যে জনসাধারণের যে কোন জনহিতৈষীরূপে (*Pro bono publico*) কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর বিধিসংগত অধিকার রক্ষার্থে বা সংবিধানের লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে ২২৬ আর্টিকেলের বিধানানুসারে হাইকোর্টে এবং কেবলমাত্র সংবিধানিক মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে আর্টিকেল ৩২ এর বিধানানুসারে সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করা যাইবে। সমাজের দুর্বলতর (weaker sections) মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা। এমনকি চিঠিদ্বারা এই সকল বিষয়ে মহামান্য আদালতকে জানাইলে আদালত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেনা। আদালত নিয়মানুসারে নহে, বিচক্ষণতার সহিত এই ব্যবস্থার প্রযোগ করিবেন। (*এস পি গুপ্ত ব ইউনিয়ন অব ইনডিয়া* AIR 1982 SC 149)। মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট দ্বারা জাজেস ট্রানসফার কেসের রায়দানের প্রেক্ষাপটে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের (a determinate class of persons) সুবিচার প্রাপ্তির হাতিয়ার রূপে স্বীকৃত হইয়াছে তবে, ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে না (*কৃষ্ণকান্ত জয়সুয়াল ব বি, এইস ইউ*, AIR 1984 All 350)।

জনস্বার্থ কার্যকরী করিতে যে বৈধিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহাই জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা (AIR 1993 SC 892)।

উদ্দেশ্য এবং পরিধি ঃ দরিদ্র অশিক্ষিত মানবসম্প্রদায়কে সরকার সরকারী ব্যবস্থা এবং বা জনসংস্থা দ্বারা যাহাতে কোনপ্রকারে নিপীড়িত এবং শোষিত না হয় সেজন্য জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার উদ্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ সহজে সুবিচার পাইতে পারে (AIR 1987 SC 38)। পরবর্তীকালে এই বিচারিক ব্যবস্থা কেবলমাত্র দরিদ্র মানুষের হিতার্থে সীমিত থাকে না। যেক্ষেত্রে জনসাধারণের বৈধিক স্বার্থ বিঘ্নিত হইবে সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে [AIR 1992 Ori 10: (1992)4 SCC 307]। অর্থাৎ, কোন আদর্শ বাস্তবায়িত করিতে মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে; ব্যক্তির বৈধিক অধিকার অটুট রাখিতে অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থে জন স্বার্থ সংক্রান্ত মামলার উৎপত্তি হইয়াছে (AIR 1987 MP 11)। কেবলমাত্র মৌলিক অধিকার বিষয়ে নহে, কোন নাগরিক কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর অবহেলার ফলে এ ব্যাঙ্কের লোকসান হইলে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন আজ্ঞালেখ করিতে পারেন (AIR 1991 Mad 61)। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা যে ব্যক্তির উপর জনস্বার্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সেই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করা যাইতে পারে (AIR 1996 Cal 181)।

ব্যক্তি, অন্যায় বা ক্ষতি নহে, যদি নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর মানুষকে বৈধিক অন্যায় বা বৈধিক ক্ষতি সাধন করা হয় (Legal wrong, legal injury as distinguished from individual wrong or injury) অথবা উক্ত মানুষের সাংবিধানিক বা বৈধিক অধিকার বিঘ্নিত হইলে এই প্রকার মামলার সুযোগ গ্রহণ করা যাইবে। (AIR 1982 SC 149; AIR 1985 SC 910; AIR 1985 SC 847; AIR 1986 SC 825)। পরিবেশ সংরক্ষণার্থে আদেশ দান করিবার পূর্বে হাইকোর্টকে স্থানীয় অবস্থা নির্ণয় করিতে হইবে (1996)5 SCC 281]।

অত্যাচারিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর যে কেহ আদালতে আবেদন করিতে পারে। অত্যাচারিত ব্যক্তি পুলিশ হেপাজতে থাকিতে পারেন; তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত বা অন্যপ্রকার অসুবিধার মধ্যে থাকিতে পারেন (AIR 1982 SC 149)। সমাজের প্রতি অন্যায় (wrong) হইলে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি মামলা দায়ের করিলেন তাহা আদালত বিচার করিবেন না (*locus standi*) AIR 1976 SC 2602)।

তবে কোন ব্যক্তি নিছক ব্যক্তিস্বার্থে প্রণোদিত হইয়া এইরূপ মামলা করিতে পারিবেন না। আবেদনকারী এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিবেন যে জনস্বার্থে মামলাটি করা হইয়াছে। আবেদনকারী কোনক্রমেই স্বীয় ব্যক্তিস্বার্থে এই মামলা

করিতে পারিবেন না (AIR 1997 All 1)। রাষ্ট্র বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানতকারীদিগের স্বার্থে ব্যাঙ্ক নহে এমন কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা আনয়ন কবিতে পারেন (AIR 1997 Cal 18)। বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা বিঘ্নিত হইলে, যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা তিনি আদালতে আবেদন করিতে পারেন। যেমন, আইনজীবী [(1991)1 SCJ 230]।

আইনের পেশায় নিযুক্ত আবদেনকারী বনাঞ্চলে অবৈধভাবে খনিজ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করিতে পারে। তাঁহাদেব এই মামলা করিবার এক্তিয়ার আছে (AIR 1996 AP 175)। বঞ্চিত মানুষের বৈধ ও সাংবিধানিক অধিকাব রক্ষা কল্পে রাষ্ট্র জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করিতে পাবে (AIR 1996 Cal 181)। অভিভাবক বা সাধারণ মানুষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পরিচালনাব জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারে (AIR 1983 NOC 151 Cal)। কোন নাগরিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে আবেদন করিতে পাবেন (AIR 1988 Raj 2)। জনসাধারণের যে কেহ সদ্দুশ্যো (*bona fide*) এবং যথেষ্ট স্বার্থ ও কারণ থাকিবার জন্য সামাজিক অন্যায় (Public wrong) অথবা অন্য অবৈধ গুপ্ত কমিশনকে (Oblique consideration) প্রতিরোধকল্পে মামলা করিতে পারেন (AIR 1993 SC 892)।

মামলা করিবার ক্ষেত্রে এক্তিয়ারের প্রশ্ন গৌণ (*Locus standi*)। জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করা যাইতে পারে যদি ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বিধৃত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ কবা হয় অথবা যদি কোন কাজ অবৈধ হয় বা অসদ্দুশ্যমূলক হয় অথবা এমন শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয় যাঁহারা আদালতেব সাহায্য গ্রহণ করিতে অক্ষম এবং যাঁহাদের সাহায্য না করিলে বিচার ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস থাকিবে না। আদালত লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহার না হয় (AIR 1996 Punj 1. ILR 1996 Punj 30)। সাংবিধানিক বিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করিতে পারে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এক্তিয়ার সংক্রান্ত নিয়ম উপেক্ষা করিবার প্রার্থনা করিতে পারেন না (waiver of *Locus standi* Rule) (AIR 1997 SC 272)।

বিকল্প বিচার ব্যবস্থা থাকিলেও জনগণের অধিকার সংক্রান্ত মামলা করা চলিবে (AIR 1994 Ker 179)। জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলায় পূর্বনির্ধারিত নীতি (Principle of *Res judicata*) যথারীতি মান্য করিতে হইবে। আবেদনকারী স্বেচ্ছায় জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার আবেদনপত্র তুলিয়া লইতে পারেন না। আদালত কারণদৃষ্ট আবেদন তুলিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারেন (AIR 1997 SC 272)। আবেদনকারী কার্যবাহ হইতে সরিয়া আসিলেও উক্ত বিচাবিক কার্যবাহ চলিবে (AIR 1984 SC 802; 1990 Supp SCC 151)। বিলম্ব এবং ত্রুটির কারণে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা খাবিজ হইবে না (AIR 1992 Kant 175)।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা নিয়মিত আবেদন ক্রমে আদালতে বিচারার্থ গৃহীত হয় (Cognizance); তাছাড়াও, আদালতকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত চিঠি দ্বারা ও আদালতে অবধারিত করা যাইতে পারে (AIR 1983 SC 130; AIR 1985 SC 910)। ফলে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার এক্তিয়ার অনেকখানি বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। কোন ব্যক্তি বা সংস্থা চিঠি বা আবেদনপত্র দ্বারা মৌলিক অধিকার হরণ সম্পর্কে ডাকযোগে অভিযোগ করিলে তাহা আদালত আজ্ঞালেখ (writ) রূপে গ্রহণ করিবে (AIR 1993 SC 892)। তবে এই প্রকার চিঠি কোন বিশেষ বিচারপতির নামে প্রেরণ করিলে চলিবে না। ইহা প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রধান বিচারপতি এবং সহযোগী বিচারপতিকে উদ্দেশ্যে করিয়া লিখিত হইবে (1989)2 SCC 600; (1991)1 SCC 600)। এমনকি টেলিগ্রাম দ্বারা আদালতে অভিযোগ করা যাইতে পারে (1989)2 SCC 600]। বেনামা চিঠি দ্বারা জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার সূচনা করা যায় না (AIR 1996 Ker 193)।

আদালত ক্ষতিপূরণের আদেশ দান করিতে পারে। অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারে; প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার নির্দেশ দিতে পারে; এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দান করিতে পারে। শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার নির্দেশ দান করিতে পারে। হাসপাতাল ও জেল যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ দান করিতে পারে। সরকারী কাজে ও জনহিতকর কাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদালত নির্দেশ দান করিতে পারে। ব্যক্তিস্বার্থে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া জনস্বার্থসংক্রান্ত মামলা করা চলিবে না। জনস্বার্থ সংক্রান্ত মালমার অজুহাতে আদালত প্রশাসন ও আইনসভার কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে না (AIR 1986 SC 825; AIR 1985 SC 910; AIR 1987 SC 1108)। আদালত সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিতে পারে না (AIR 1988 SC 2187)। তবে, সরকার নিষ্ঠার সহিত আইনের বিধান প্রয়োগ করিয়াছে কিনা তাহা আদালত পরীক্ষা করিতে পারে। আদালত প্রাত্যহিক প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা দ্বারা বিচারিক বা বিচারিকতুল্য (Judicial and quasi judicial) বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলিবে না। জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করিতে দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম, যে সকল ব্যক্তিরা মৌলিক অধিকার রক্ষাকল্পে বিচার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই; অথবা রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতির অনুসরণে প্রণীত আইনের সুযোগ লাভের অধিকার হইতে যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহারা জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার সুযোগ পাইতে পারিবেন। দ্বিতীয়ত, জনস্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সংবিধান বিরোধী প্রশাসনিক কার্যকলাপ বা কর্মহীনতা বিষয়ে জনস্বার্থসংক্রান্ত মামলা করা যাইতে পারে (AIR 1993 SC 892)। অর্থাভাবে যথেষ্টসংখ্যক কর্মচারীর অভাবে, মেশিনারীর অভাবে শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে অক্ষম হইলে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করা চলিবে [(1996)2 SCC 402]।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা পরিষ্কার যে ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার কোন প্রভাবে বিঘ্নিত হইলে এবং এই বিঘ্নতা অবহেলিত ও দরিদ্র শ্রেণী সংক্রান্ত হইলে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা হিসাবে উচ্চ আদালতে আবেদন করা যাইবে।

সুবিধার জন্য ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভাগ — ৩

মৌলিক অধিকারসমূহ

সাধারণ (General)

১২। **সংজ্ঞার্থ প্রসঙ্গত** ঃ অন্যথা প্রয়োজন না হইলে, এই ভাগে 'রাষ্ট্র' অন্তর্ভাবিত করিবে (includes) ভারতের সরকার ও সংসদ এবং রাজ্যসমূহের প্রত্যেকটির সরকার ও বিধানমণ্ডল এবং রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ অথবা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকারী।

১৩। **মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য বা উহার অপকর্ষকের বিধি** (Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights) ঃ (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ সকল বিধি এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত যতদূর পর্যন্ত অসামঞ্জস্য ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইবে।

(২) এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকার হরণ করে বা সঙ্কুচিত করে এরূপ কোন বিধি রাজ্য প্রণয়ন করিবেন না এবং এই প্রকরণ লঙ্ঘন করিয়া কোন বিধি প্রণীত হইলে, যতদূর পর্যন্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে ততদূর পর্যন্ত উহা বাতিল হইবে।

(৩) প্রসংগত অন্যথা প্রয়োজন না হইলে, এই অনুচ্ছেদে

(ক) 'বিধি' অন্তর্ভাবিত করিবে যে কোন অধ্যাদেশ (Ordinance) আদেশ, উপবিধি, নিয়ম (rule), প্রনিয়ম (regulation) প্রজ্ঞাপন, রীতি (custom) বা প্রথা (Usage) যাহা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বিধিবৎ বলশালী (the force of law)

(খ) 'বলবৎ বিধিসমূহ' অন্তর্ভাবিত করিবে (include) এরূপ বিধিসমূহ যাহা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত হইয়াছে এবং পূর্বে নিরসিত হয় নাই, যদিও ঐরূপ কোন বিধি বা তাহার কোন ভাগ আদৌ বা বিশেষক্ষেত্র সমূহে তৎকালে সক্রিয় না থাকিতে পারে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই ৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃত কোন সংশোধনে প্রযুক্ত হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ অনুচ্ছেদ ১৩, সন্ধিশেষ সাবধানতার জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদটি সংযুক্ত না থাকিলেও তৃতীয় অধ্যায়ে বিধৃত মৌলিক অধিকার হরণকারী কোন বিধি ন্যায়ালয় বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবে।

সমতাধিকার (Right to equality)

১৪। **বিধিসমক্ষে ক্ষমতা** (Equality before law) ঃ ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, যে কোন ব্যক্তির বিধিসমক্ষে সমতা বা বিধিসমূহ দ্বারা সমভাবে বঞ্চিত হওয়া (equal protection of the laws) রাজ্য অস্বীকার করিবেন না।

দ্রষ্টব্য ঃ ১৪ অনুচ্ছেদের বিধি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। গ্রেটব্রিটেনের বিধি সমক্ষে সমতা নীতি যাহা প্রকারান্তরে আইনের শাসন (Rule of law) নামে পরিচিত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত বিধিসমূহ দ্বারা সমভাবে রক্ষণ নীতি ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৪-অনুচ্ছেদ এমন এক সাংবিধানিক ব্যবস্থা যাহা প্রশাসন এবং আইনসভার উপর এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় নীতি ১৪-অনুচ্ছেদের নির্দেশের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইবে। ইহা একপ্রকার ইনজাংশন বা আসেধাজ্ঞা। ১৪-অনুচ্ছেদের নির্দেশ রাষ্ট্র এবং আইনসভা অমান্য করিতে পারিবে না। করিলে দেশের বিচার ব্যবস্থা তাহা নাকচ করিবে। অন্তিম দায়িত্ব উচ্চ ন্যায়ালয়ের উপর ন্যস্ত হওয়ায় এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাজের উপর তদারকি করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় ন্যায়ালয়ের উপর চূড়ান্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে — Art. 14 is a command of the Constitution of the State as a matter of public policy with a view to implement its objects of ensuring equality of status and opportunity which every welfare State is by its Constitution expected to do (AIR 1959 SC 149).

Art. 14 sets out an attitude of mind and a way of life, rather than a precise rule of law. The question of its application narrows down to a question of fact which must be determined, as each case arises, always keeping in mind that the heart and core of democracy lies in the judicial process and in the rule of law (AIR 1955 SC 795).

Art. 14 is in form an admonition to the state and does not directly purpose to confer any right on any person as some of the other which e.g. Art. 19 do. The obligation imposed on the State, no doubt, ensures for the benefit of all persons. Art 14 is an injunction

to both the Legislature the Executive and either subordinate authorities (AIR 1959 SC 149)

Art 14 offers equality before law to all persons including aliens while Art 15 is limited to citizen (The Civil Court Manual, Vol 10 p 86)

১৫। **ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিংগ বা জন্মস্থানেব হেতুতে বিভেদেব প্রতিষেধ** (Prohibition of discrimination on grounds of religion race caste sex or place of birth)**:** (১) বাষ্ট্র কেবল ধর্ম প্রজাতি জাতি লিংগ বা জন্মস্থানেব হেতুতে অথবা উহাদেব কোন একটিবও হেতুতে কোন নাগবিকেব প্রতিকূলে বিভেদ কবিবেন না।

(২) কোন নাগবিক কেবল ধর্ম প্রজাতি জাতি লিংগ বা জন্মস্থানেব হেতুতে অথবা উহাদেব কোন একটিবও হেতুতে নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন নির্যোগ্যতা (disability) দায়িতা (liability) সংবাধন (restriction) বা শর্তেব অধীন হইবেন না —

(ক) দোকানে, সার্বজনিক ভোজনাগাবে হোটেলে ও সার্বজনিক প্রমোদস্থানে প্রবেশ অথবা

(খ) বাষ্ট্রনিধি (State funds) হইতে সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ পোষিত (maintained) বা সাধাবণেব ব্যবহাবেব জন্য উৎসর্গীকৃত কূপ, পুষ্কবিণী স্নানঘাট সড়ক ও সার্বজনিক সমাগমস্থল (public resort) ব্যবহাব

(৩) নাবী ও শিশুদেব জন্য বাষ্ট্র কর্তৃক কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদেব কোন কিছুই অন্তবায় হইবে না।

(৪) সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়া অনগ্রসব শ্রেণীব নাগবিকগণেব উন্নয়নেব জন্য অথবা তফসিলী জাতিসমূহেব ও তফসিলী জনজাতিসমূহেব জন্য বাষ্ট্র কর্তৃক কোন বিশেষ বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদেব কিংবা ২৯ অনুচ্ছেদেব (২) প্রকবণেব কোন কিছু অন্তবায় হইবে না।

১৬। **সবকাবী চাকবিব বিষয়ে সুযোগেব সমতা** (Equality of opportunity in matters of public employment)**:** (১) বাজ্যেব অধীনে চাকবি বা কোন পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নাগবিকেব সমান সুযোগ থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিংগ উদ্ভব (descent), জন্মস্থান বাসস্থানেব হেতুতে অথবা উহাদেব মধ্যে কোন একটিবও হেতুতে কোন নাগবিক বাজ্যেব অধীনে কোন চাকবি বা পদেব জন্য অপাত্র হইবেন না অথবা তৎসম্পর্কে তাঁহাব **প্রতিকূল বিভেদ** (discriminate against) কবা চলিবে না।

(৩) কোন বাজ্য সবকাবেব বা সংঘ শাসিত বাজ্যক্ষেত্র সবকাবেব অথবা কোন বাজ্যেব বা সংঘশাসিত বাজ্যক্ষেত্রেব অভ্যন্তবস্থ কোন স্থানীয় বা অন্য প্রাধিকাবীব

অধীনে কোন এক বা একাধিক শ্রেণীর চাকরি অথবা পদ বিশেষে নিয়োগ সম্পর্কে ঐরূপ চাকরি বা নিয়োগের পূর্বে ঐ রাজ্যে বা সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্রে বসবাসের কোনরূপ আবশ্যকতা বিহিত করিয়া সংসদ কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অন্তরায় হইবে না।

(৪) রাজ্যের অভিমতে (in the opinion of the State) উহার অধীন কৃত্যকসমূহে যে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকগণের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নাই তাহাদের অনুকূলে চাকরি বা পদ রক্ষণের জন্য রাজ্য কর্তৃক বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অন্তরায় হইবে না।

(৫) কোন ধর্মীয় বা ধর্মসম্প্রদায়মূলক (demoninational) প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কিত পদে আসীন ব্যক্তিকে অথবা উহার পরিচালকবর্গের কোন সদস্যকে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী হইতে হইবে বা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইবে বলিয়া যে বিধি দ্বারা বিধান করা হয়, সেই বিধির ক্রিয়াকে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

১৭। **অস্পৃশ্যতা বিলোপন** (abolition of untouchability) ঃ 'অস্পৃশ্যতা' বিলোপ করা হইল এবং যে কোন প্রকারে উহার আচরণ নিষিদ্ধ হইল। 'অস্পৃশ্যতা' হইতে উদ্ভূত কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ রাখা বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

১৮। **উপাধি বিলোপন** (Abolition of titles) ঃ (১) সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক বৈশিষ্ট্যের (distinction) পরিচায়ক নহে এরূপ কোন উপাধি রাজ্য কর্তৃক অর্পিত হইবে না।

(২) ভারতের কোন নাগবিক কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে কোন উপাধি গ্রহণ করিবেন না।

(৩) ভারতের নাগবিক নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি রাজ্যের অধীনে কোন লাভের বা বিশ্বাসের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালে রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিনা কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে কোন উপাধি গ্রহণ করিবেন না।

(৪) রাজ্যের অধীনে কোন লাভের বা বিশ্বাসের পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিনা, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট বা উহার অধীনে কোন উপহার, উপলভ্য (emolument) বা কোন প্রকার পদ গ্রহণ করিবেন না।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom)

১৯। **বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কিত কয়েকটি অধিকার রক্ষণ** (Protection of certain rights regarding fredom of speech etc) ঃ (১) সকল নাগরিকের —

(ক) বাক্যের ও অভিব্যক্তির (of speech and expression) স্বাধীনতার;

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার;

(গ) পরিমেল বা সংঘ গঠন করিবার (association or unions);

(ঘ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার;

(ঙ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের যেকোন ভাগে বসবাস করিবার ও স্থায়িভাবে নিবাস করিবার; এবং

(চ) এই উপ-প্রকরণ ২০/০৬/১৯৭৯ হইতে নিরসিত হইয়াছে (সংবিধানের চর্তুশ্চত্বরিংশ সংশোধন আইন, ১৯৭৮ এর ০২-ধারা নিবসিত);

(ছ) যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যে কোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার; অধিকার থাকিবে।

(২) (১)-প্রকরণের (ক)-উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ বিধি ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার, রাজ্যের নিরাপত্তার, বিদেশী রাষ্ট্রের মৈত্রী সম্পর্কের, আইন শৃঙ্খলার, সুরুচির বা সুনীতির স্বার্থে, অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা যে কোন অপরাধের প্ররোচনা সম্পর্কিত বিষয়ে, উক্ত উপ-প্রকরণ দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসংগত সংকোচন আরোপ করে।

(৩) উক্ত প্রকরণের (খ)-উপ-প্রকরণের কোন কিছুই যতদূর পর্যন্ত কোন বিদ্যমান বিধি ভারতের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার অথবা জনশৃঙ্খলের স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণের দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসংগত সংকোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সংকোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

(৪) উক্ত প্রকরণের (গ) উপ প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত ভারতের সার্বভৌমত্বের অথবা জনশৃঙ্খলার বা সুনীতির স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণদ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসংগত সংকোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না, অথবা ঐরূপ স্বার্থে সংকোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

(৫) উক্ত প্রকরণের (ঘ) ও (ঙ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই যতদূর পর্যন্ত কোন বিদ্যমান। বিধি জনসাধারণের স্বার্থে অথবা তফসিলী জনজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, উক্ত উপ-প্রকরণ সমূহ দ্বারা অর্পিত অধিকারের যেকোনটির প্রয়োগে যুক্তিসংগত সংকোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না, অথবা ঐরূপ স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে ঐরূপ সংকোচন আরোপ করিয়া রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

(৬) উক্ত প্রকরণের (ছ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত জনসাধারণের স্বার্থে উক্ত উপ-প্রকরণ দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগে যুক্তিসংগত সংকোচন আরোপ করে ততদূর পর্যন্তই বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না, অথবা ঐরূপ স্বার্থে ঐরূপ সংকোচন আরোপ করিয়া রাজ্য-কর্তৃক বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না, এবং বিশেষতঃ, উক্ত উপ-প্রকরণের কোন কিছুই কোন বিদ্যমান বিধি যতদূর পর্যন্ত —

(ক) কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা কোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি বিষয়ক বা প্রায়োগিক যোগ্যতা সম্পর্কে হয়, অথবা

(খ) নাগরিকগণের পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ দিয়াই হউক বা অন্যথাই হউক, রাজ্য অথবা রাজ্যের নিজস্ব বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন নিগম কর্তৃক কোন ব্যবসায়, কারবার, শিল্প বা সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কে হয়,

ততদূর পর্যন্ত ঐ বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না, অথবা ঐ বিষয় সমূহ সম্পর্কে রাজ্য কর্তৃক কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না।

২০। **অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বিষয়ে রক্ষণ** (Protection in respect of conviction for offences)**:** (১) যে কার্য করিবার জন্য অপরাধ হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয় সেই কার্য করিবার সময় বলবৎ কোন বিধির লঙ্ঘন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, এবং অপরাধ করিবার সময় বলবৎ বিধি অনুযায়ী যে দণ্ড দেওয়া যাইত তদপেক্ষা গুরুতর দণ্ড ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইবেন না।

(৩) কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইতে বাধ্য করা যাইবে না।

২১। **প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতা রক্ষণ** (Protection of life and personal liability)**:** বিধি দ্বারা স্থাপিত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রাণে বা দৈহিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

২২। **কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেফতার ও আটক হইতে রক্ষণ** (Protection against arrest and detention in ctain cases)**:** (১) গ্রেফতার করা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রেফতারের কারণ যথাসম্ভব শীঘ্র না জানাইয়া হেফাজতে আটক রাখা যাইবে না এবং তাঁহার মনোনীত ব্যবহারজীবীর সহিত পরামর্শ করিবার ও তৎ কর্তৃক সমর্থিত হইবার অধিকার হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং হেফাজতে আটক রাখা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক গ্রেফতারের স্থান হইতে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিয়া গ্রেফতার হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়সীমার মধ্যে ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত প্রাধিকার ব্যতিরেকে উক্ত সময়সীমার পর তাঁহাকে হেফাজতে আটক রাখা যাইবে না।

(৩) (১) ও (২) প্রকরণের কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না —

(ক) এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি, যিনি তৎকালে একজন বিদেশী শত্রু, অথবা

(খ) এরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি, যাঁহাকে নিবর্তনমূলক-আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী গ্রেফতার করা বা আটক রাখা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি কোন ব্যক্তিকে তিনমাস সময়সীমার অধিককাল আটক রাখিতে প্রাধিকার প্রদান করিবে না, যদি না -

(ক) কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে আসীন আছেন বা ছিলেন অথবা ঐ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন এরূপ ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত কোন মন্ত্রণাপর্ষদ উক্ত তিনমাস সময়সীমা অবসিত হইবার পূর্বে প্রতিবেদন করিয়া থাকেন যে তাঁহার অভিমতে ঐরূপ আটকের যথেষ্ট কারণ আছে ঃ

তবে, এই উপপ্রকরণের কোন কিছুই সংসদ কর্তৃক (৭) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণের অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধি দ্বারা যে সর্বোচ্চ সময়সীমা বিহিত হয়, তাহার অধিক কালের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিতে প্রাধিকার প্রদান করিবে না, অথবা

(খ) ঐ ব্যক্তিকে সংসদ কর্তৃক (৭) প্রকরণের (ক) এবং (খ) উপ প্রকরণ অনুযায়ী প্রণীত কোন বিধির বিধান অনুসারে আটক রাখা হয়।

(৫) নিবর্তন মূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশ প্রদানকারী প্রাধিকারী, যথাসম্ভব শীঘ্র, যেসকল হেতুতে আদেশ করা হইয়াছে তাহা তাহাকে জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ আদেশের বিরুদ্ধে নিবেদন করিবার শীঘ্রাতিশীঘ্র সুযোগ দিবেন।

(৬) (৫)-প্রকরণের কোন কিছুই, ঐ প্রকরণে উল্লিখিত কোন আদেশ প্রদানকারী প্রাধিকারীকে, তিনি যে সকল তথ্য প্রকাশ করা জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করেন সেই সকল তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে না।

(৭) সংসদ বিধি দ্বারা বিহিত করিতে পারেন —

(ক) যে অবস্থায় এবং যে প্রকার বা যে যে প্রকার ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে (৪) প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের বিধান অনুসারে মন্ত্রণাপর্ষদের অভিমত গ্রহণ না করিয়া তিন মাসের অধিক সময়সীমার জন্য আটক রাখা যাইতে পারে,

(খ) সর্বাধিক যে সময়সীমার জন্য নিবর্তনমূলক আটক বিধানকারী কোন বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে যে প্রকার বা যে যে ক্ষেত্রে আটক রাখা যাইতে পারে; এবং

(গ) (৪)-প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী অনুসন্ধানে মন্ত্রণাপর্ষদ কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া।

শোষণ হইতে ত্রাণের অধিকার
(Right against exploitation)

২৩। **মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বলপূর্বক-শ্রম করাইয়া লওয়ার প্রতিষেধ** (Prohibition of traffic in human beings and forced labour)**:** (১) মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বেগার খাটান এবং অনুরূপ অন্য কোন প্রকারে বলপূর্বক শ্রম করাইয়া লওয়া প্রতিষিদ্ধ (Prohibited) হইল এবং এই বিধানের যে কোন লঙ্ঘন বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাজ্য কর্তৃক সার্বজনিক উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক কর্ম আরোপণে অন্তবায় হইবে না এবং ঐরূপ কর্ম আরোপ করিতে কাহারও প্রতি কেবল ধর্ম, প্রজাতি জাতি বা শ্রেণীর হেতুতে, অথবা তন্মধ্যে যেকোন একটিরও হেতুতে রাজ্য কোন বিভেদ করিবেন না।

২৪। **কারখানা ইত্যাদিতে শিশু নিয়োগের প্রতিষেধ** (Prohibition of employment of children in factories etc.)**:** চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন শিশুকে কোন কারখানায় বা খনিতে কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে না অথবা অন্যকোন সংকটজনক কর্মে ব্যাপৃত করা যাইবে না।

ধর্মে স্বাধীনতার অধিকার
(Right to freedom of religion)

২৫। **বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার** (Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion)**:** (১) জনশৃংখলা (Public order), সুনীতি (Morality), ও স্বাস্থ্য এবং এই ভাগের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতার এবং স্বাধীনভাবে ধর্মস্বীকার (Profess), আচরণ (Practice), ও প্রচার (Propagate) করিবার অধিকার সমভাবে থাকিবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই এরূপকোন বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা রাজ্য কর্তৃক এরূপ কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না, যাহা —

(ক) ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন অর্থনীতিক, বৈত্তিক (financial), রাজনীতিক বা অন্যপ্রকার ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রচেষ্টা প্রনিয়ন্ত্রিত বা সঙ্কুচিত (regulating or restricting) করে,

(খ) সমাজের কল্যাণ ও সংস্কারের অথবা সার্বজনিক প্রকৃতির হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ সর্বশ্রেণীর ও সর্ব বিভাগের হিন্দুগণের জন্য উন্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে।

ব্যাখ্যা ১। কৃপাণ ধারণ ও বহন শিখ ধর্ম স্বীকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

• **ব্যাখ্যা ২।** (২) প্রকরণের (খ) উপ-প্রকরণে হিন্দুগণের উল্লেখে শিখ, জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অর্থ করিতে হইবে এবং হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখের অর্থ তদনুসারে করিতে হইবে।

২৬। **ধর্মবিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনার স্বাধীনতা** (Freedom to manage religious affairs) : জনশৃংখলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্যের অধীনে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের অথবা উহার যেকোন বিভাগের —

(ক) ধর্মীয় ও দানবিষয়ক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন ও পোষণ করিবার,

(খ) ধর্ম বিষয়ে নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করিবার,

(গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বাধীন হইবার ও তাহা অর্জন করিবার, এবং

(ঘ) ঐরূপ সম্পত্তি বিধি অনুসারে পরিচালনা করিবার

অধিকার থাকিবে।

২৭। **কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতির জন্য করদান সম্পর্কে স্বাধীনতা** (Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion) : যে কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ কোন বিশেষ ধর্মের বা ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতির বা পোষণের (maintenance) ব্যয় নির্বাহের জন্য বিশেষভাবে উপযোজিত (appropriated) তাহা প্রদান করিতে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না।

২৮। **কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদানের বা ধর্মীয় উপাসনায় উপস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনতা** (Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions) : (১) রাজ্যনিধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পোষিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(২) (১)-প্রকরণের কোন কিছুই এরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে না যাহা রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত কিন্তু এরূপ কোন উৎসর্জন বা ন্যাস (endowment or trust) অনুযায়ী স্থাপিত যাহা ঐ প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক করে।

(৩) রাজ্য হইতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত বা রাজ্যনিধি হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে ঐ প্রতিষ্ঠানে যে ধর্মীয় শিক্ষাদান করা হয় তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে, অথবা ঐ প্রতিষ্ঠানে বা এ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোন বাটিতে যে ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উপস্থিত থাকিতে, বাধ্য করা যাইবে না, যদি না তিনি স্বয়ং বা তিনি নাবালক হইতে তাঁহার অভিভাবক, তাহাতে সম্মতি দান করেন।

কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার

২৯। (১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বা উহার কোনভাগে বসবাসকারী নাগরিকগণের কোন বিভাগের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা কৃষ্টি থাকিলে সেই বিভাগের তাহা পরিরক্ষণ (conserve) করার অধিকার থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, প্রজাতি (race), জাতি (cast), ভাষা বা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে রাজাকর্তৃক পোষিত (maintained) বা রাজ্যনিধি (state funds) হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নাগরিককে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

৩০। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনে সংখ্যা লঘুবর্গের অধিকার** (Right of minorities to establish and administer educational Institution) **:** (১) সকল সংখ্যালঘুবর্গের ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষা ভিত্তিকই হউক তাহাদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন করিবার অধিকার থাকিবে।

(১ক) (১) প্রকরণে উল্লিখিত কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অর্জন করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন কালে রাজ্য ইহা সুনিশ্চিত করিবেন যে, ঐরূপ সম্পত্তি অর্জনের জন্য ঐরূপ বিধি দ্বারা স্থিরীকৃত বা তদনুযায়ী নির্ধারিত অর্থ এরূপ হয় যেন উহা ঐ প্রকরণ অনুযায়ী প্রত্যাভূত অধিকার (Right guaranteed) সংকুচিত (Restrict) বা রদ (abrogate) না করে।

দ্রষ্টব্য : সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৫১, ৪-ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত (অতীতপ্রভাবী কার্যকারিতা সহ)।

(২) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহে সাহায্যদানে রাজ্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলে এই হেতুতে বিভেদ করিবেন না যে উহা কোন সংখ্যালঘুবর্গের পরিচালনাধীনে আছে। ঐ সংখ্যালঘুবর্গ ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক।

৩১। **সম্পত্তির আবশ্যক অর্জন** (Compulsory acquisition of property) **:** সংবিধান (চর্তুশ্চত্বারিংশ সংশোধন) আইন, ১৯৭৮, ৬-ধারা দ্বারা (২০/৬/১৯৭৯ হইতে) নিবসিত।

কোন কোন বিধির ব্যাবৃত্তি (Saving certain laws)

৩১ক। **ভূসম্পত্তি ইত্যাদির অর্জন বিধানকারী বিধির ব্যাবৃত্তি** (Saving of laws providing for acquisition of estate, etc): (১) ১৩-অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এরূপ কোন বিধি, যাহা —

(ক) রাজ্য কর্তৃক কোন ভূ-সম্পত্তি বা তন্মধ্যে কোন অধিকার অর্জন অথবা ঐরূপ কোন অধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন; অথবা

(খ) কোন সম্পত্তির পরিচালনার ভার (take over), হয় জনস্বার্থে অথবা ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত পরিচালনা সুনিশ্চিত (secure) করিবার উদ্দেশ্যে, সীমাবদ্ধ কালের জন্য রাজ্য কর্তৃক গ্রহণ; অথবা

(গ) দুই বা ততোধিক নিগম (corporation) হয় জনস্বার্থে অথবা উহাদের মধ্যে যে কোনটির উপযুক্ত পরিচালনা সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, একত্রীকরণ; অথবা

(ঘ) নিগমসমূহের ম্যানেজিং এজেন্ট সচিব, কোষাধ্যক্ষ, ম্যানেজিং ডিরেকটর, ডিরেকটর বা পরিচালকগণের কোন অধিকার অথবা উহাদের অংশীদারগণের কোন ভোটাধিকার বিনাশ বা সংপরিবর্তন (modification); অথবা

(ঙ) কোন খনিজ বা খনিজ তৈল অনুসন্ধান বা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি, পাট্টা বা অনুজ্ঞাপত্রের (licence) বলে প্রাপ্ত কোন বিনাশ বা সংপরিবর্তন, অথবা ঐরূপ চুক্তি, পাট্টা বা অনুজ্ঞাপত্রের অপূর্ণকালিক (Premature) অবসান বা রদকরণ,

সম্পর্কে বিধান করে, তাহা এই হেতুতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না যে তাহা ১৪-অনুচ্ছেদ বা ১৯ অনুচ্ছেদের সহিত অসমঞ্জস অথবা উক্ত কোন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ করে বা সঙ্কুচিত করে :

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী উহাতে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না ঐরূপ বিধি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ সংরক্ষিত হইয়া তাঁহার সম্মতি পাইয়া থাকে, পরন্তু, যেক্ষেত্রে কোন বিধি রাজ্য কর্তৃক কোন ভূসম্পত্তি অর্জনের বিধান করে এবং যেক্ষেত্রে উহার অন্তর্গত কোন ভূমি কোন ব্যক্তির নিজের চাষে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ ভূমির যে অংশ তৎকালে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ সীমার অনধিক, তাহা কিংবা তদুপরি অবস্থিত বা তৎসহ সংশ্লিষ্ট কোন ভবন বা নির্মিতি অর্জন করা রাজ্যের পক্ষে বিধিসম্মত হইবে না, যদি না ঐরূপ ভূমি, ভবন বা নির্মিতির অর্জন সম্পর্কিত বিধি এরূপ হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করে যাহা উহার বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদে —

(ক) কোন স্থানীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে ভূসম্পত্তি (estate) কথাটি ঐ ক্ষেত্রে বলবৎ ভূমির প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিদ্যমান বিধিতে ঐ কথাটি বা উহার স্থানীয় প্রতিশব্দ যাহা বুঝায় তাহাই বুঝাইবে, এবং উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে —

(i) যে কোন জাগীর, ইনাম বা মুয়াফি অথবা অন্য কোন অনুরূপ অনুদান এবং তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যে কোন জনমম স্বত্ব;

(ii) রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত অনুযায়ী অধিকৃত কোন ভূমি;

(iii) কৃষির উদ্দেশ্যে বা তৎসহায়ক কোন উদ্দেশ্যে দখল করা বা ভাড়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ কোন ভূমি, যাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে পতিত ভূমি, বনভূমি, পশুচারণ ভূমি, অথবা ভূমি-কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও গ্রামীণ কারিগরের দখলীভত ভবন বা অন্য নির্মিতর স্থান সমুহ;

(খ) কোন ভূসম্পত্তি সম্পর্কে, 'অধিকারসমূহ' কথাটি অন্তর্ভুত করিবে মালিক, অবর-মালিক, অধস্তন মালিক, মধ্যস্বত্বাধিকারী, রায়ত, কোর্ফা-রায়ত, বা অন্য মধ্যবর্তী অধিকারীতে বর্তিত কোন অধিকার এবং ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত কোন অধিকার বা বিশেষাধিকার।

৩১খ। **কয়েকটি আইন ও প্রনিয়ম সিদ্ধকরণ** (Validation of certain Acts and Regulations) **:** ৩১ক-অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর ব্যাপকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া নাম তফসিলে বিনির্দিষ্ট আইন ও প্রনিয়ম সমূহের কোনটি বা উহাদের বিধানাবলীর কোনটি এই হেতুতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না, বা কখনও বাতিল হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে না যে ঐরূপ আইন, প্রনিয়ম বা বিধান এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তদ্দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ করে বা সঙ্কুচিত করে, এবং কোন আদালত বা ট্রাইবুনালের এতদ্‌বিপরীত, কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ সত্ত্বেও, উক্ত আইন ও প্রনিয়মের প্রত্যেকটি, কোন ক্ষমতাসম্পন্ন বিধানমণ্ডলের উহাকে নিরসন বা সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধীনে, বলবৎ থাকিয়া যাইবে।

৩১গ। **কোন কোন নির্দেশক নীতিকে কার্যকর করে এরূপ বিধিসমূহের ব্যাবৃত্তি** (Saving of laws giving effect to certain directive principles) **:** ১৩-অনুচ্ছেদে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ভাগ-৪ দ্বারা নিবদ্ধ সকল বা যেকোন নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজ্যের কর্মপদ্ধতিকে কার্যকর করে এরূপ কোন বিধি ১৪-অনুচ্ছেদ বা ১৯-অনুচ্ছেদের সহিত অসমঞ্জস বা তদ্দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার হরণ করে বা এই হেতুতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না; এবং ঐরূপ কর্মপদ্ধতিকে কার্যকর করিতেছে বলিয়া ঘোষণা যে বিধির অন্তর্ভুক্ত সেরূপ কোন বিধি সম্পর্কে কোন আদালতে এই হেতুতে কোন আপত্তি করা যাইবে না যে ইহা ঐরূপ কর্মপদ্ধতিকে কার্যকরা করে না ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ বিধি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত হয়, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী উহাতে প্রযুক্ত হইবে না, যদি না ঐরূপ বিধি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থে সংরক্ষিত হইয়া তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩১ঘ। **রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিধি সমূহের ব্যাবৃত্তি** (Saving of laws in respect of anti-national activities)ঃ সংবিধানে (ত্রিচত্বারিংশ সংশোধন) আইন, ১৯৭৭, ২-ধারা দ্বারা (১৩/০৪/১৯৭৮ হইতে) নিরসিত।

সাংবিধানিক প্রতিকার সমূহে অধিকার
(Rights to constitutional remedies)

৩২। **এই ভাগদ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ বলবৎ করণের জন্য প্রতিকার** (Remedies for enforcement of rights conferred by this Part)ঃ (১) এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকার সমূহ বলবৎকরণের জন্য যথাযোগ্য কার্যবাহ দ্বারা সুপ্রীমকোর্টকে প্রচলিত করিবার (move) অধিকার প্রত্যাভূত (Guaranteed) হইল।

(২) এই ভাগদ্বারা অর্পিত যে কোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য নির্দেশ বা আদেশ, অথবা বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (হেবিয়াস কারপাস *Habeas corpus*), পরমাদেশ (ম্যানডেমাস Mandamus), প্রতিষেধ (প্রহিবিশন Prohibition), অধিকারপৃচ্ছা (কুওওয়ারান টো *Quo warranto*, ও উৎপ্রেষণ) (সারশিওরারি Certiorari) প্রকৃতির আজ্ঞালেখ সমেত আজ্ঞালেখ, যাহাই যথাযোগ্য হইবে, তাহাই প্রচার করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের থাকিবে।

(৩) (১) ও (২) প্রকরণ দ্বারা সুপ্রীমকোর্টকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া সংসদ বিধি দ্বারা অন্য কোন আদালতকে, উহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে, (২) প্রকরণ অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক প্রযোগযোগ্য সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রযোগ করিবার অধিকার প্রদান করিতে পারেন।

(৪) এই সংবিধান দ্বারা অন্যত্র যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে এই অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রত্যাভূত অধিকার নিলম্বিত হইবে না (Shall not be suspended)।

৩২ক। **৩২ অনুচ্ছেদের অধীন কার্যবাহে রাজ্যবিধিসমূহের সাংবিধানিক সিদ্ধতা বিবেচিত হইবে না** (Constitutional validity of state laws not to be considered in proceedings under Article 32)ঃ সংবিধান (ত্রিচত্বারিংশ সংশোধন) আইন, ১৯৭৭, ৩-ধারা দ্বারা (১৩/০৪/১৯৭৮ হইতে) নিরসিত।

৩৩। **বাহিনী সমূহের প্রতি প্রযোগ সম্পর্কে এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকার সমূহ সংপরিবর্তনে সংসদকে ক্ষমতা প্রদান** (Power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces etc.)ঃ সংসদ বিধিদ্বারা নির্ধারণ করিতে পারেন, সশস্ত্র বাহিনী সমূহের বা জনশৃংখলা রক্ষার

ভারপ্রাপ্ত বাহিনী সমূহের সদস্যগণের প্রতি প্রয়োগে উপযুক্তভাবে তাঁহাদের কর্তব্য নির্বাহ এবং তাঁহাদের মধ্যে শৃংখলারক্ষণ, নিশ্চিত করিবার জন্য, এই ভাগ দ্বারা অর্পিত কোন অধিকার কতদূর পর্যন্ত সংকুচিত বা নিরকৃত হইবে।

উপরিউক্ত ৩৩-অনুচ্ছেদ সংবিধানের (পঞ্চাশতম সংশোধন আইন ১৯৮৪ এর ২-ধারা অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে সংশোধিত হইয়াছে —

Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall in their application to

(a) the members of the Armed Forces; or

(b) the members of the Forces, charged with the maintenance of public order;

(c) Persons employed in any bureau or other organisation established by the State in purposes of intelligence or counter intelligence; or

(d) Persons employed in, or in connection with the telecommunication systems set up for the purposes of any force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c),

be restricted or abrogated so as to ensure the proper to discharges of their duties and the maintenance of discipline among them.

৩৪। **কোন ক্ষেত্রে সামরিকবিধি বলবৎ থাকিবার কালে এই ভাগ দ্বারা অর্পিত অধিকার সংকোচন** (Restriction or rights conferred by this Part while martial law is in force in any area) **:** এই ভাগে পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, সংসদ, বিধি দ্বারা সংঘের অথবা কোন রাজ্যের অধীনে চাকুরিরত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে ক্ষেত্রে সামরিক বিধি বলবৎ ছিল সেইরূপ কোনও ক্ষেত্রে শৃংখলার রক্ষণ বা পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে কোন কার্য করিয়া থাকিলে তৎসম্পর্কে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন অথবা ঐরূপ ক্ষেত্রে সামরিক বিধিমতে কোন দণ্ডাদেশ দেওয়া হইলে, শাস্তি আরোপ করা হইলে, বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইলে বা অন্য কোন কার্য করা হইলে তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন।

৩৫। **এই ভাগের বিধান সমূহ কার্যকর করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন** (Legislation to give effect to the provision of this Part) **:** এই সংবিধানে যাহা কিছু তৎসত্ত্বেও —

(ক) সংসদের

(১) ১৬-অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ, ৩২-অনুচ্ছেদের (৩) প্রকরণ, ৩৩-অনুচ্ছেদ এবং ৩৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে বিষয় সমূহের জন্য সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বিধান করা যাইতে পারে উহাদের যে কোনটি সম্পর্কে; এবং

(২) এই ভাগ অনুযায়ী যে সকল কার্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত উহাদের জন্য দণ্ডবিহিত করিবার নিমিত্ত,

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের থাকিবে না, এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর যথাসম্ভব শীঘ্র (২) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত কার্যসমূহের জন্য দণ্ডবিহিত করিবার নিমিত্ত সংসদ বিধি প্রণয়ন করিবেন,

(খ) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ কোন বিধি যাহা (ক) প্রকরণের (১) উপ প্রকরণে উল্লিখিত বিষয় সমূহের কোনটির সম্পর্কিত অথবা যাহা ঐ প্রকরণের (২) উপ প্রকরণে উল্লিখিত কোন কার্যের জন্য দণ্ডবিধান করে তাহা, উহার প্রতিবন্ধসমূহের অধীনে এবং উহাতে ৩৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে সকল অভিযোজন (adaptations) ও সংপরিবর্তন (modifications) করা যাইতে পারে তদধীনে, সংসদ কর্তৃক পরিবর্তিত বা নিরসিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই অনুচ্ছেদে 'বলবৎ বিধি' কথাটির সেই অর্থই হইবে উহার যে অর্থ ৩৭২ অনুচ্ছেদে আছে।

ভারতীয় সংবিধানের উক্ত মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া জন স্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করা হইয়া থাকে।

নিদর্শ — ১

শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আবেদন

কলিকাতা হাইকোর্ট

সাংবিধানিক আজ্ঞালেখ ক্ষেত্রাধিকার। সি ও সি নং (ডবলিউ)

সাল

বিষয়ে

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা

এবং বিষয়ে

ম্যানডামাস, প্রহিবিশন, আদেশ, নির্দেশ এর জন্য আজ্ঞালেখ।

এবং বিষয়ে

শিশু শ্রমিক শোষণ

এবং বিষয়ে

থানা বারাসাত পোঃ বারাসাত পিন জেলা উত্তর ২৪ পরগণা তে অবস্থিত পশ্চিমবংগ সোসাইটিজ রেজিসট্রেশন আইনের অধীনে নিবন্ধিত মানবাধিকার রক্ষার্থে সংগঠনের অফিস

আবেদনকারী

বনাম

(১) পশ্চিমবংগ সরকারের তরফে রাইটার্স বিলডিংস, কলিকাতা-১এ অবস্থানকারী মূখ্য সচিব।

(২) পশ্চিমবংগ সরকারের অধীন শ্রমদপ্তরের কমিশনার নিউ সেকরেটারিয়েট, কলিকাতা-১

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় মুখ্য বিচারপতি শ্রী . ...

এবং

তাঁহার সহযোগী বিচারপতিগণ সমীপে --

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) পশ্চিমবংগ সংঘ নিবন্ধন আইন (W. B. Societies Registration Act) এর বিধানাধীনে নিবন্ধিত সংগঠনটি এই আবেদনেব আবেদনকারী হইতেছে। মানবাধিকার রক্ষাকল্পে বিশেষ করিয়া বারাসাত শহারাঞ্চলে শিশু শ্রমিককে চায়েব দোকানে, রেস্তোঁরা, হোটেল বা বাড়ির কাজে লাগাইবার জন্য যে দুটা ব্যবসায় চক্র কাজ করিতেছে তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছে।

(২) বারাসাত জেলা শহব এবং ঘনবসতিপূর্ণ বারাসাতে আছে একটি রেলওয়ে জংশন; এখানে আছে বড় বাস টারমিনাস; বারাসাত হইতে বিভিন্ন দিকে বাস যাতায়াত করে। সন্নিহিত গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে এখানে প্রতিনিয়ত মানুষজন আসে নানা কাজে।

(৩) মানুব এখানে কেবলমাত্র মামলা মকদ্দমার জন্য আসে না; মানুষ এখানে হাজার বাজার করিতে আসে; কলকাতা, বিধাননগর শহর সহ জেলার বিভিন্নস্থানে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে এখান হইতে। সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শহরটি কর্মব্যস্ত থাকে।

(৪) এই জন বহুল শহরে জনসাধারণের প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছে ছোট বড় চায়ের দোকান, রেস্তোঁরা, হোটেল ও মিষ্টির দোকান। এই সকল দোকানগুলিতে আট হইতে দশ বছরের দরিদ্র বালক বালিকাকে নামমাত্র বেতনে খরিদ্দারের পরিসেবায় নিযুক্ত করা হয়।

(৫) এই কর্মরত বালকবালিকা সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি ১০/১১টা পর্যন্ত দোকানে কাজ করে।

(৬) এই বালিকা বালকদিগের মাতাপিতা এত দারিদ্র-লাঞ্ছিত যে তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে খাওয়াইতে পরাইতে অক্ষম, শিক্ষাদান দূর অস্ত।

(৭) এই সকল বালিকা বালক জীবনধারণের অধিকার হইতে বঞ্চিত; তাহারা পায়না কোন যত্ন ও সহানুভূতি। তাহাদের নিয়োগকর্তা তাহাদিগের নিকট হইতে যথা

সম্ভব কাজ আদায কবিযা থাকে। কাজে অবহেলাব কাবণে বা অজুহাতে অনেক সময কর্মবত বালক বালিকাদিগকে নির্মমভাবে প্রহাব কবে।

(৮) আবেদনকাবী ইতিপূর্বে এই অন্যায অবিচাবেব বিরুদ্ধে স্থানীয পৌবকর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, লেবাব কমিশনাব, মুখ্য সচিব শ্রমমন্ত্রীকে একাধিকবাব লিখিত প্রতিবাদ জানাইযাছে। কিন্তু সবকাবা ও স্থানীয কর্তৃপক্ষেব তবফে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কবা হয নাই।

(৯) এই অন্যায অবিচাবেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কোন কাযকবী ব্যবস্থা অবলম্বন না কবায বাদী বাধ্য হইযা বিষযটি অন্যান্য হেতুব সহিত নিম্নলিখিত হেতুব কাবণে আবেদনপত্রদ্বাবা উত্থাপনেব জন্য সচেষ্ট হইযাছে।

হেতু

(ক) এই দাবিদ্র লাঞ্ছিত বালক বালিকা যাহাতে মানুষেব অধিকাব লাভে স্বাভাবিক জীবন যাপন কবিতে পাবে তাহা নিশ্চযতাদান কবিতে বিবাদীব অবশ্য কবণীয কর্তব্য।

(খ) যাহাতে অস্বাস্থ্যকব ও প্রতিকূল পবিবেশে দাবিদ্র লাঞ্ছিত বালক বালিকা কাজ কবিতে বাধ্য না হয তাহাব জন্য বিবাদীব প্রযোজনীয ব্যবস্থা অবলম্বন একান্ত প্রযোজন।

(গ) এই অপ্রাপ্ত বযস্ক বালক বালিকা যে স্বাধীনভাবে জীবন ধাবনেব অধিকাব হইতে বঞ্চিত তাহা বিবাদী তাহাব কর্মকাণ্ডদ্বাবা প্রমাণ কবিতেছে।

(১০) যে সকল শিশু শমিক মানবাধিকাব হইতে বঞ্চিত তাহাদিগকে সেই সুযোগদানেব জন্য এই আবেদন উত্থাপন কবা হইতেছে। মতাবস্থায আবেদনকাবী মহামান্য বিচাবপতিব সমীপে আবেদন কবিতেছে যে

(ক) প্রতিবাদীকে এমন নির্দেশ দান কবা হউক যাহাতে অপ্রাপ্ত বযস্ক বালক বালিকা কর্মে নিযোগ না কবা যায।

(খ) ম্যানডামাসেব ন্যায ... আজ্ঞাপত্র বা অনুরূপ আদেশ বা নির্দেশ জাবি কবা হউক যাহাতে বিবাদী ভাবতীয সংবিধানেব বিধানানুসাবে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন কবে যাহাব ফলে কেহ এই অঞ্চলে কেহ শিশু শ্রমিক নিযোগ না কবিতে পাবে এবং তদবধি আবেদনকাবী এই মর্মে প্রার্থনা জানাইতেছে।

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী পিতা বর্তমান বযস বৎসব জাতীযতা ভাবতীয পেশা সমাজ সেবক নিবাস এতদ্বাবা সত্যনিষ্ঠাব সহিত স্বীকাব কবিতেছি যে

(১) আমি আমাদের .... সংগঠনের সচিব হইতেছি এবং আমি বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত।

(২) উক্ত আবেদনের প্যারা ১ হইতে .... পর্যন্ত যে সকল বক্তব্য রাখিয়াছি তাহা আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং অবশিষ্টাংশ মহামান্য আদালত সমীপে আমার বিনীত নিবেদন।

হলফকারীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২

বলপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আবেদন

কলিকাতা হাইকোর্ট

সাংবিধানিক আজ্ঞালেখ সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার বিষয় নং ... .(ডব্লিউ) সাল ....

বিষয়ে

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদে ২২৬-এর অধীনে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা

এবং বিষয়ে

ম্যানডামাস, প্রহিবিশন, আদেশ, নির্দেশ এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ে আজ্ঞালেখ

এবং বিষয়ে

বলপূর্বক শ্রম

এবং বিষয়ে

মানবাধিকার রক্ষণ

এবং বিষয়ে

সচিব, জনকল্যাণ কেন্দ্র, পোঃ বারাসাত পিন ৭৪৩২০১, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা নিবন্ধক নং .... । ১৯৮৫ (পশ্চিমবংগ সোসাইটিজ রেজিসট্রেশন আইন ১৯৬২ এর বিধানাধীনে নিবন্ধিত একটি মানবাধিকার রক্ষার্থ সংগঠন)

আবেদনকারী

বনাম

(১) পশ্চিমবংগ সরকারের তরফে রাইটার্স বিলডিংস, কলিকাতা ৭০০ ০০১-এ অবস্থানকারী মুখ্য সচিব

(২) পশ্চিমবংগ সরকারের অধীন শ্রমদপ্তরেব কমিশনার, নিউসেকরেটারিয়েট কে. এস. রায় রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০১

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় মুখ্য বিচারপতি শ্রী ....

এবং

তাঁহার সহযোগী বিচারপতিগণ সমীপে -

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) পশ্চিমবংগ সংখ নিবন্ধন আইন (W B Societies Registration Act) এর বিধানাধানে নিবন্ধিত সংগঠনটি এই আবেদনের আবেদনকারী হইতেছে। মানবাধিকার রক্ষাকল্পে বিশেষ করিয়া বারাসাত মহকুমাঞ্চলে বলপূর্বক শ্রম করাইয়া লইবার যে দুর্নীতি বিরাজমান তাহা প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছে।

(২) এই অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা এমন যে অধিকাংশ কৃষি জমির মালিক হইতেছে জোতদার সম্প্রদায়। প্রকৃত চাষী ভূমিহীন জোতদার এই সকল ভূমিহীন চাষীকে অল্প পারিশ্রমিকে জমি চাষ করাইতে বাধ্য করে।

(৩) যেহেতু এই ভূমিহীন চাষী সম্প্রদায় অল্প পারিশ্রমিকে জমি চাষ করিতে বাধ্য হয়, সেজন্য তাহাদের নাবালক পুত্রকন্যা এমনকি তাহাদের স্ত্রীকেও নামমাত্র মাহিনায় জোতদার বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজকর্ম করিয়া জীবিকা অর্জন করাইতে বাধ্য করে।

(৪) প্রকৃত চাষীর আর্থিক অবস্থা এমনই নিম্নমানের যে তাহারা তাহাদের উপার্জন হইতে মনুষ্যের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় না এবং অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা অক্ষম বিধায় তাহারা নোংরা ও অস্বাস্থ্য পরিবেশে গৃহপালিত প্রাণির সাহিত দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হয়।

(৫) তাহাদের অভিযোগ জানাইবার জন্য এই সকল ভূমিহীন কৃষক একত্রিত হইলে তাহাদের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয় এই পরিস্থিতিতে পুলিশ তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করে না।

(৬) সরকারী কর্তৃপক্ষ এযাবৎকাল এই সকল ভূমিহীন কৃষকের দুরবস্থা মোচনের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই এবং সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে কোনপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই।

(৭) আবেদনকারী সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এই সকল ভূমিহীন চাষীর বিবরণদানে চাষীদের দুর্ভাগ্য অপনোদনের জন্য একাধিকবার আবেদন নিবেদন করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ মৌখিক আশ্বাসদান করিলেও এই সকল চাষীদের জন্য আজ পর্যন্ত কিছুই করে নাই।

(৮) সরকারের নীরবতা ও ঔদাসিন্যে ক্ষুব্ধ হইয়া আবেদনকারী নিম্নলিখিত হেতুর কারণে মহামান্য আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছে --

হেতু

(ক) ভূমিহীন কৃষক দিগের বেগার খাটা বন্ধ করিবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য।

(খ) ভূমিহীন বেগার-খাটা চাষী সম্প্রদায় যাহাতে মৌলিক অধিকার ভোগ করিতে পারে সেজন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন আবশিক করিতে হইবে।

(গ) ভূমিহীন চাষী যে জমি চাষ করে সেই জমির মালিকানা স্বত্ব যাহাতে উক্ত ভূমিহীন কৃষক পাইতে পারে সেই বন্দোবস্ত বিবাদীকে করিতে হইবে।

(ঘ) ভূমিহীন বেগার খাটা চাষী সম্প্রদায় যাহাতে ন্যূনতম মানবাধিকার ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অত্র আবেদন মাধ্যমে উত্থাপন করা হইল।

এমতাবস্থায় মহামান্য আদালতের নিকট বিনীত নিদেন এই যে

(ক) ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকাবগুলির সুযোগ সুবিধা যাহাতে এই বেগার খাটা ভূমিহীন চাষী সম্প্রদায় ভোগ করিতে পারে সেজন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর ম্যানডামাস ধরনের আজ্ঞালেখ জারি করিতে প্রার্থনা জানানো যাইতেছে।

(খ) এই অঞ্চলেব জোতদার তাহাদের প্রতিনিধি বা কর্মচারী যাহাতে জীবনধারনের জন্য প্রয়োজন এমন ন্যূনতম পারিশ্রমিক না দিয়া কোন ভূমিহীন চাষীকে কাজে নিয়োগ না করিতে পাবে; এই মর্মে প্রহিবিশন আজ্ঞালেখ দ্বারা প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে প্রার্থনা জানানো যাইতেছে।

(গ) এই সকল ভূমিহীন বেগাব খাটা চাষী সম্প্রদায় যাহাতে পুনরায় উৎপীড়িত না হয় সেজন্য বিবাদীকে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দান করিতে প্রার্থনা জানানো যাইতেছে।

এই আবেদনের উদ্দেশ্য সফল করিতে অনুরূপ অপরাপর আদেশ জারি করিতে প্রার্থনা করা যাইতেছে।

সত্যাখ্যান

আমি শ্রী . ... পিতা .... বর্তমান বয়স . . .. বৎসর জাতীয়তা ভারতীয়, পেশা সমাজসেবক। নিবাস .. .. এতদ্বারা সত্যনিষ্ঠার সহিত স্বীকার করিতেছি যে

(১) আমি শ্রী ... . সংগঠনের সম্পাদক হইতেছি এবং অত্র আবেদন পত্রের বিষয় সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত আছি।

(২) এই আবেদনপত্রের প্যারা ১ হইতে প্যারা ... . এর বিবরণ আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং অবশিষ্টাংশে মাননীয় আদালত সমীপে আমার নিবেদন।

হলফকারীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩

পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আবেদন

কলিকাতা হাইকোর্ট

সংবিধানিক আজ্ঞালেখ ক্ষেত্রাধিকার বিষয় নং .. .. . . সাল . ...

বিষয়ে

ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের বিধানাধীনে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা

এবং বিষয়ে

ম্যানডামাস, প্রহিবিশন, আদেশ, নির্দেশ সংক্রান্ত আজ্ঞালেখ

এবং বিষয়ে

পরিবেশ সংরক্ষণ

এবং বিষয়ে

পরিবেশ দূষণ হইতে রক্ষাকল্পে গঠিত সংস্থা দ্বারা সংরক্ষণ

এবং বিষয়ে

.... সমিতি, ইহার নিবন্ধিত অফিস . . . .. .

আবেদনকারী

বনাম

(১) পশ্চিমবংগ সরকার পক্ষে মুখ্য সচিব, রাইটার্স বিলডিংস, কলিকাতা ৭০০ ০০১

(২) চেয়ারম্যান ও কাউনসিলরস, বারাসাত পৌরসভা, বারাসাত ৭৪৩২০১, উত্তর ২৪ পরগণা

প্রতিবাদী

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী . ... এবং তাঁহার সহযোগী মাননীয় বিচারপতিগণ সমীপে —

আবেদনকারীর বিনীত নিবেদন এই যে

(১) বারাসাত অঞ্চলের সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণ কল্পে গঠিত . . .. সংস্থা এই আবেদনের আবেদনকারী। পশ্চিমবংগ সংঘ নিবন্ধন আইন ১৯৬২ এর বিধানাধীনে .. .. সংস্থাটি নিবন্ধীকৃত।

(২) জেলা শহর ঘনবসিতপূর্ণ, এখানে আছে অনেকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, একাধিক কলেজ, অনেকগুলি নারিসংহোম, সরকারী বেসরকারী হাসপাতাল.

(৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নারিসংহোম, প্রভৃতির সন্নিকটে ছোটছোট বাজার আছে; ঐ বাজারের আবর্জনা এবং মুরগীর দোকানগুলির দ্বারা পরিত্যক্ত পালক-নাড়িভূড়ির অবশেষ পথিপার্শ্বে ছত্রাকার অবস্থায় থাকে; এই পরিবেশ পথচারীর পক্ষে বিশেষ করিয়া বালক বালিকাদের পক্ষে আদৌ নয়নসুখকর নহে; বরং এই সকল নোংরা আবর্জনা হইতে শিশু বালক বালিকা নানাপ্রকার রোগের শিকার হয়। সম্প্রতি শিশু ও বালক বালিকার মধ্যে অধিকমাত্রায় হাঁপানি রোগাক্রান্ত হইতে এবং এলারজি রোগে ভুগিতে দেখা যায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষিত বায়ুর প্রকোপে এই প্রকার রোগ বৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

(৪) মানুষের সুস্থ পবিবেশে জীবন যাপন করিবার অধিকার আছে।

(৫) আবেদনকারী ইতিপূর্বে সবকারী কর্তৃপক্ষ এবং পৌর কর্তৃপক্ষকে উক্ত বিষয়ে একাধিকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করে নাই।

(৬) কর্তৃপক্ষের নিশ্চেষ্টতায় ক্ষুব্ধ হইয়া আবেদনকারী নির্ম্নলিখিত হেতুর কারণে বিষয়টি মহামান্য আদালতেব দৃষ্টি গোচরে আনয়ন করিবার জন্য উত্থাপন করিতেছে।

হেতু

(ক) এই অঞ্চলের জনসাধাবণ বিশেষ করিয়া শিশু যাহাতে অনুকূল পবিবেশে জীবন যাপন করিতে পাবে সেজন্য আবশ্যিকভাবে প্রতিবাদীকে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে।

(খ) প্রকাশ্যে পথিপার্শ্বে কুক্কুট হননেব যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা অনতিবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে; কেননা এই পৈশাচিক ব্যবস্থা শিশুমনে এক বিভীষিকাপূর্ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(গ) এরূপ পরিস্থিতিতে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করিযা বালকবালিকাদের দূষণ মুক্ত পরিবেশে দিনাতিপাত করিবার অধিকার আছে এবং এই অধিকার ভাবতীয় সংবিধানে ২১ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত।

(৭) বিষয়টি আজ্ঞালেখ দ্বারা উত্থাপন করিবার কারণ হইতেছে যাহাতে এলাকার মানুষজন বিশেষ করিয়া বালক বালিকা যেন সুন্দর পরিবেশে জীবন যাপন করিতে পারে।

এমতাবস্থায় মহামান্য আদালতের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে —

(ক) ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের বিধান অনুসারে যাহাতে স্থানীয় অধিবাসী সুষ্ঠু জীবনযাপন করিতে পারে সেজন্য প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষের উপর ম্যানডামাসেব ন্যায় আজ্ঞালেখ জারি করিতে প্রার্থনা জানান যাইতেছে।

(খ) পবিবেশ দূষণ যাহাতে পুনবায সৃষ্টি কবিতে না পাবে সেজন্য প্রহিবিশন আজ্ঞালেখদ্বাবা প্রতিবাদীকে নির্দেশ দান কবিবাব জন্য প্রার্থনা কবা হইতেছে।

এই আবেদনেব উদ্দেশ্য/সফল কবিতে অনুরূপ অপবাপব আদেশ জাবি কবিতে প্রার্থনা কবা হইতেছে।

আমি শ্রী পিতা বর্তমান বয়স বৎসব জাতীযতা ভাবতীয পেশা সমাজ সেবা নিবাস এতদ্বাবা সত্যনিষ্ঠাব দ্বাবা স্বীকাব কবিতেছি যে

(১) আমি শ্রী সংগঠনেব সম্পাদক হইতেছি এবং অত্র আবেদনপত্রেব বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবগত আছি

(২) এই আবেদনেব প্যাবা ১ হইতে প্যাবা এব বিববণ আমাব জ্ঞানমতে সত্য এবং অবশিষ্টাংশ মাননীয আদালতে সম্পূর্ণ আমাব নিবেদন।

হলফকাবীব স্বাক্ষব

নিদর্শ — ৪

নির্বাচন সম্বন্ধীয দবখাস্ত

মহামান্য কলিকাতা হাই কোর্ট

(In the Hon ble High Court of Judicature at Calcutta)

নিবাচন বিষযক দবখাস্ত নং

শ্রী অনিবাণ গুহমজুমদাব

গঙ্গাজল ঘাটি

বাঁকুড়া

দবখাস্তকাবী

বনাম

(১) শ্রী শঙ্কবীপ্রসাদ সিংহ, এম এল এ

(২) শ্রী

(৩) শ্রী

(৪) শ্রী

প্রতিবাদী

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এব ৮১ ও ৮১ক ধাবানুযাযী নির্বাচনক্ষেত্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায শ্রী শঙ্কবপ্রসাদ সিংহেব নির্বাচনে আপত্তি তুলিযা নির্বাচন বিষযক দবখাস্ত — যে নির্বাচনেব ফল নির্ঘোষিত হইযাছিল তাবিখে।

উপরিউক্ত দরখাস্তকাবীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১)

(২)

(৩)

(৪) .... বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১নং উত্তরবাদী শ্রী শঙ্কবীপ্রসাদ সিংহ-ব নির্বাচন, অন্যান্য কাবণসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণে অসিদ্ধ—

কারণসমূহ (Grounds)

(ক)

(খ)

... ...

ইত্যাদি।

প্রার্থনা

এই কারণে সবিনয়ে প্রার্থনা কবা যাইতেছে যে ঃ

(১) ১নং উত্তববাদীব নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা কবা হউক;

(২) দবখাস্তকাবী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইযাছেন বলিযা ঘোষণা কবা হউক।

টীকা

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ (১৯৫১-এব ৪৩ আইন)-এর ৮৩(১)(ক) ও ৮৩(১)(খ) ধাবা এবং ১২৩(১) ধারার অধীন নির্বাচন সংক্রান্ত দরখাস্তে যদি এই কাবণে প্রতিবাদীর নির্বাচন চ্যালেঞ্জ (সংপ্রশ্ন) কবা হয় যে তাঁহাব নির্বাচন সংক্রান্ত সম্ভাবনা বর্ধিত বা প্রসারিত করার জন্য তিনি ঘুস প্রদানের অপপ্রচারমূলক কার্য কবিযাছেন, মন্ত্রীরূপে তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিযাছেন এবং অসঙ্গতভাবে আধিকারিকগণের সেবা ব্যবহার করিযাছেন, তাহা হইলে, হেতু ভাষণে উল্লেখ কবিতে হইবে যে-সকল ব্যক্তিকে ঘুস দিতে চাওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে তাঁহাদের নাম, ঘুস প্রদানের তারিখ ও স্থান ও পূর্ণ বিবরণ, ঘুস দিতে চাওয়া হইলে তাহা গৃহীত হইয়াছে, না, অস্বীকৃত হইযাছে, কোন্ কোন্, ব্যক্তি প্রতিবাদীব *অনুকূলে ভোট দিবার প্রতিশ্রুতি দিযাছিলেন* এবং *প্রতিবাদী, মন্ত্রীরূপে, ভোটদাতাগণেব* ভোট পাইবার জন্য দবকষাকষি করিয়া ছিলেন কি-না। এই তথ্যসমূহ অনুল্লেখিত থাকিলে, দরখাস্ত, গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ না থাকার কারণে, বাতিল যোগ্য হয় [কেওয়াল *সিং ব সং মহাজন: AIR 1984 NOC 235(HP)] (H.S Thakur, acting C. J.]*।

পঞ্চম খণ্ড

আজ্ঞালেখ [= লেখ]
(Writ)

রিট্ আবেদন স্বীকার্য কি না (Writ petition Maintainability)ঃ আবেদনকারী দাবি করিতেছেন যে তিনি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে এরূপ সমাচার সরবরাহ করিয়াছেন যদ্দ্বারা অকট্রয় ডিউটি ফাঁকি দিবার ঘটনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত কর্পোরেশন আবেদনকারীকে পুরস্কার দিতে অস্বীকার করায় আলোচ্য মকদ্দমার উদ্ভব হইয়াছে। মকদ্দমাটির মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে তথ্য সম্বন্ধীয় জটিল প্রশ্নরাজি। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা হইল মৌখিক ও দস্তাবেজ-ভিত্তিক সাক্ষ্যপ্রমাণ। রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নহে, আবেদনকারীকে দেওয়ানী মকদ্দমা (civil suit) দায়ের করিতে হইবে (*কৃষ্ণকুমার বালকরাম পাণ্ডে, বরোদা ব মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অব দি সিটি অব বরোদা*, AIR 1990 Guj 201।

নিদর্শ — ১

বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাই চালান নিবারণ আইন, ১৯৭৪
(Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 — COFEPOSA)

অনুসারে নিবারণমূলক আটক-এর বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস্
(Habeas Corpus)

দরখাস্ত (= যাচনপত্র, যাচিকা ।।

কলিকাতা হাইকোর্ট

(ইন দি হাইকোর্ট অব জুডিকেচার এ্যাট ক্যালকাটা)

আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নং

(রিট পিটিশন নং)

(ভারত সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ মতে)

বিক্রম ঘোষদস্তিদার পিতা শ্রী: ভবানীশঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, বয়স আনুমানিক ৪৫ বৎসর বাসস্থান "বৈশাখী", ৩/২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড্ শিলিগুড়ি, ডাকঘর ঃ

শিলিগুড়ি, জিলা : দার্জিলিং, নিকটতম সুহৃতরূপে উপরিউক্ত বিক্রম ঘোষ দস্তিদারের পত্নী শ্রীমতী লোপামুদ্রা ঘোষদস্তিদার-এর মাধ্যমে।

.... দরখাস্তকারী

বনাম

(১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, কলিকাতাস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে।

(২) জিলা শাসক, দার্জিলিং।

(৩) কারাধ্যক্ষ, ... জেল।

... . উত্তরবাদী

উপরিউক্ত আদালতের মহামান্য প্রধান বিচারপতি এবং তাঁহার সহযোগী [= সঙ্গী] বিচারপতিবৃন্দ সমীপেষু ---

উপরিউক্ত দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই :

(১) দরখাস্তকারী জনৈক আইন মানিয়াচলা শান্তিপ্রিয় নাগরিক হইতেছেন এবং তিনি দার্জিলিং জিলার শিলিগুড়ি স্থিত 'লোপামুদ্রা বস্ত্রালয়' নামক বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী তথা কর্ণধার হইতেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান বস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

(২) বিগত .... তারিখে দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাহাকে .... তারিখ যুক্ত, ১নং উত্তরবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি আটকাদেশ দেওয়া হয় যাহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে তিনি বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাই চালান নিবারণ আইনের ৩ ধারার (১) উপধারা মতে কার্য করিয়াছেন। উক্ত আদেশানুসারে বর্তমান দরখাস্তকারীকে .... জেলে আটক রাখা হইয়াছে ৩ নং উত্তরবাদী যাহার অধ্যক্ষ।

(৩) উক্ত আটকাদেশে বলা হইয়াছে যে ১নং উত্তরবাদী "সন্তুষ্ট" [= তৃপ্ত] হইয়াছেন যে চোরাই চালান ব্যবসায় করা, চোরাই চালান কারবারকে প্রোৎসাহিত [= অপ্রোৎসাহিত] করা। চোরাই চালানের মালের পরিবহন কার্যে নিযুক্ত থাকা কিংবা ঐরূপ মাল লুক্কাইত রাখা বা রাখা, চোরাই মালের পরিবহনে নিযুক্ত থাকা বা চোরাই মাল লুক্কাইত রাখা অথবা নিজ হেপাজতে রাখা। চোরাই চালানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বা চোরাই চালান প্রোৎসাহিতকারী ব্যক্তিদের আশ্রয়দান বা ঐরূপ ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ (আটক আদেশে যে শব্দসমূহ প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে) নিবারণার্থ উক্ত আদেশ প্রদান প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উক্ত আদেশের একটি অবিকল প্রতিলিপি অত্র দরখাস্তের ১নং সংলাগ হইতেছে।

(৪) যে কারণে উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে তাহা উক্ত আদেশে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত কারণ সমূহের একটি অবিকল প্রতিলিপি অত্র দরখাস্তের ২নং সংলাগ হইতেছে।

(৫) উক্ত কারণ সমূহ সংক্ষেপে এই ঃ (আটকাদেশে যে কারণ সমূহ বিবৃত হইয়াছে তাহা এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে)।

(৬) যে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উক্ত আটকাদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহার কোন প্রতিলিপি দরখাস্তকারীকে দেওয়া হয় নাই অথবা চোরাই চালানের সহিত দরখাস্তকারীর কি সম্পর্ক বা উহাতে তাহার কি ভূমিকা তদসম্বন্ধী কোন অনুপুঙ্খ বিবরণও দরখাস্তকারীকে প্রদান করা হয় নাই।

(৭)

(৮)

(৯) (আটকাদেশ বিরোধী অন্যান্য যুক্তি সমূহ এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)।

(১০) দরখাস্তকারীর পত্নী দরখাস্তকারীর নিকটতম সুহৃদরূপে দরখাস্তকারীর মুক্তির ব্যাপারে স্বার্থসম্পন্ন।

(১১) দরখাস্তকারীর নিবেদন এই যে নিম্নলিখিত কারণে দরখাস্তকারীকে আটক রাখা অবৈধ -

কারণসমূহ

(ক)

(খ)

ইত্যাদি।

প্রার্থনা ঃ দরখাস্তকারীকে এই মহামান্য আদালতে উপস্থিত করাইবার জন্য এবং কথিত আটকাদেশ (সংলাগ ১) বাতিল করিয়া দিবার জন্য উত্তরদাতাগণের বিরুদ্ধে *হেবিয়াস কর্পাস* আজ্ঞালেখ (রিট) প্রদান করা হউক।

(স্বাঃ) শ্রীমতী লোপামুদ্রা ঘোষদস্তিদার

দরখাস্তকারীর নিকটতম সুহৃদ

তারিখ ঃ অধিবক্তা শ্রী এর মাধ্যমে

নিদর্শ — ২

আজ্ঞালেখ যাচনপত্রের সমর্থক হলফনামা

শ্রীমতী লোপামুদ্রা ঘোষদস্তিদার, স্বামী শ্রী বিক্রম ঘোষদস্তিদার, বয়স আনুমানিক ৩৫ বৎসর, ঠিকানা "বৈশাখী", ৩/২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড়, শিলিগুড়ি, ডাকঘর শিলিগুড়ি, জিলা দার্জিলিং-এর হলফনামা।

উপরিউক্ত হলফ করিয়া সাক্ষ্যদানকারিনী হলফ করিয়া কহিতেছেন যে —

(১) হলফ করিয়া সাক্ষ্যদানকারিনী দরখাস্তকারী শ্রী বিক্রম ঘোষদস্তিদার মহাশযের পত্নী ও নিকটতম সুহৃদ এবং তিনি বর্তমান মামলার তথ্যাবলী বিষয়ে অবহিত আছেন।

(২) সঙ্গী আজ্ঞালেখ যাচনপত্রের .... অনুচ্ছেদ সমূহে উল্লেখিত তথ্যসমূহ হলফ করিয়া সাক্ষ্যদানকারিনীর ব্যক্তিগত জ্ঞানমতে সত্য, ... অনুচ্ছেদ সমূহে উল্লেখিত তথ্যসমূহ নথি হইতে প্রাপ্ত এবং উহার . ... অনুচ্ছেদ সমূহে উল্লেখিত তথ্যসমূহ প্রাপ্ত সমাচারভিত্তিক এবং উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হইতেছে।

(৩) অত্র হলফনামার ১ ও ২ অনুচ্ছেদে বিধৃত বিষয়বস্তু আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানমতে সত্য এবং কোন কিছু উহাতে গোপন করা হয় নাই।

স্বাঃ শ্রীমতী লোপামুদ্রা ঘোষদস্তিদাব

হলফ করিয়া সাক্ষ্যপ্রদানকাবিনী

(Deponent)

শপথ কমিশনারের সত্যাখ্যান

(টীকা ঃ *'হেবিয়াস কর্পাস্'* হইল বন্দীকে সশরীরে আদালতে হাজিব করিয়া তাঁহার বন্দিত্বের কারণ-প্রদর্শনার্থ আদেশপত্র)।

নোটিশ

(Notice)

নানাকারণে বিবদমান পক্ষের একে অপবকে নোটিশ দিতে হয়। কোন বিষয় সাধারণের অবগতির জন্য নোটিশ দিতে হয়। আইন আদালতে নোটিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নোটিশদ্বারা অপবপক্ষকে, সম্ভাব্য দাবিদারকে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাপন করা হয়। জমি হস্তান্তর করিতে যেমন বিধিমতে সরকারকে ও শরিককে নোটিশ দিতে হয়, ভাড়াটিয়াকে নোটিশ করিতে হয়, সরকারের কাছে প্রাপ্য থাকিলেও মামলা

করিবার পূর্বে নোটিশ করিতে হয়। নোটিশ হইল একপ্রকার সতর্কীকরণ পদ্ধতি। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩-ধারায় নোটিশের সংজ্ঞা বিধৃত আছে: 'a person is said to have notice of a fact when he actually knows that fact, or when, but for wilful abstention from an equity or search which he ought to have made, or gross negligence, he would have known it'. নোটিশ শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন নোটিশ অর্থে information an advice or written warning in more or less formal shape, intended to apprise a person of some proceeding in which his interests are involved or informing him of some fact which it is his right to know and the duty of the notifying party to communicate (Black's *Law Dictionary*)।

সংবিধির নির্দেশ অনুসারে নোটিশ প্রণীত না হইলে মামলায় ক্ষতি হইতে পারে (61 CLJ 560)।

নোটিশের প্রকার ভেদ: সাধারণতঃ তিন প্রকারের নোটিশ হইয়া থাকে: (i) প্রকৃত নোটিশ (actual notice) — কোন ব্যক্তি যখন তথ্য সম্পর্কে প্রকৃত জানিতে পারে। (ii) পরোক্ষ নোটিশ (constructive notice) — ইচ্ছা করিলেই অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় এমন তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষ পরোক্ষ নোটিশ লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। নিবন্ধিত দলিল পরোক্ষ নোটিশ (সহ আধা ৩ ব্যাখ্যা)। কোন সম্পত্তি সম্পর্কে দলিল লিখিতে হইলে উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে। কেননা, সরকারী অফিসে রক্ষিত প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র পরোক্ষ নোটিশের কাজ করে। (iii) নিযুক্তক নোটিশ এজেন্টকে নোটিশ দিলে মূল ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করা হইল ধরিতে হইবে। কোন প্রতারণার সম্ভাবনা থাকিলে সক্রিয় অংশীদারকে নোটিশ করিলে ফার্মকে নোটিশ করা হইল বিবেচনা করিতে হইবে। (ভারতীয় পার্টনারসিপ আইন ২৯ ধারা দ্রষ্টব্য)।

নোটিশ ক্ষেত্র বিশেষে ঘোষণা জ্ঞাপন বা সতর্কীকরণ সত্বার দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ও সরকারী পর্যায়ে ব্যবহৃত কিছু কিছু নোটিশের নির্দিষ্ট ফরম ব্যবহৃত হইলেও সাধারণতঃ নোটিশের কোন নির্দিষ্ট ফরম নাই। তবে নোটিশের বিষয়বস্তু যেন সহজবোধ্য হয় এবং এবং যাহাকে বা যাহাদের উদ্দেশ্যে করিয়া নোটিশপ্রদান করা হইতেছে তাহারা যেন আদালতে নোটিশের বিষয়বস্তু অস্পষ্ট প্রমাণ না করিতে পারে। নোটিশের উদ্দেশ্যে যাহাতে ব্যর্থ না হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক।

নিম্নলিখিত নোটিশগুলি সংবিধিবদ্ধ নোটিশরূপে বিবেচিত হয়: (১) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০ ধারায় প্রদত্ত নোটিশ (২) ভারতীয় রেলওয়ে আইন (১৮৯০/১৯৬১ সংশোধিত) এর ৭৮ বি ধারায় প্রদেয় নোটিশ, (৩) সম্পত্তি হস্তান্তর

আইন ১৮৮২ এর ১০৬ ধারায় প্রদেয় নোটিশ (৪) ক্যারিয়ারস আইন ১৮৬৫ এর ১০-ধারায় প্রদত্ত নোটিশ; (৫) ভারতীয় মাল বিক্রয় আইন ১৯৩০ এর ৫৪(২) ধারায় প্রদত্ত নোটিশ; (৬) আরবিট্রেশন ও কনসিলিয়েশন আইন ১৯৯৬ এর ১১ ধারায় প্রদেয় নোটিশ; (৭) প্রেসিডেনসী স্মল কজেস কোর্ট অ্যাক্ট ১৮৮২ এর ৪১-ধারায় প্রদেয় নোটিশ; এবং (৮) ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অনুসারে প্রদেয় নোটিশ। এই নোটিশগুলিতে আইনের বিধান মানিতে হইবে বিশেষ করিয়া প্রাপক, নোটিশের বিষয়বস্তু এবং নোটিশ জারি সম্পর্কে। যেখানে জারি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ নাই, সেখানে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ সহ নিবন্ধিত ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে। নিবন্ধিত নোটিশের ক্ষেত্রে প্রাকপ্রত্যয় হইবে প্রাপক নোটিশ পাইয়াছে (AIR 1950 Cal 256)। তবে, প্রমাণদ্বারা ইহা খণ্ডন করা যাইতে পারে (65 CWN 690)। উপরিউক্ত নোটিশের মধ্যে কতগুলি আদেশ ব্যঞ্জক এবং বাধ্যতামূলক (mandatory)। যেমন দেওযানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০ ধারা, রেলওয়ে আইনের ৭৮বি ধারা (AIR 1963 SC 424), ক্যারিয়ার আইন এর ১০ ধারা (ILR 38 Cal 50), ইনডিয়ান সেল অব গুডস অ্যাকট এর ৫৪(২) ধারা (AIR 1924 Nag 162)। এইগুলির ক্ষেত্রে নোটিস না করিলে মামলা খারিজ হইবে।

কতকগুলি আদেশব্যঞ্জক (mandatory) হইলেও সংবিধিবদ্ধ নয় (statutory)। যেমন, ট্রানসফার অব প্রপারটি অ্যাকটের ১০৯ ধারা মূলে আবণ্টনের (allotment) নোটিশ; ট্রানসফার অব প্রপারটি অ্যাকট এর ১৩১ ধারায় নালিশযোগ্য দাবির হস্তান্তর; ভারতীয় সংবিদা আইন (Indian Contract Act) এর ২০৬ ধারায় বিধৃত প্রতিনিধিত্ব রদের (Revocation of agency) নোটিশ ইত্যাদি।

নিবন্ধিত দলিল পরোক্ষ নোটিশরূপে মান্য করিতে হইবে (স. হ. আইন, ধারা ৩-এর অন্তর্গত ব্যাখ্যা)। দখল অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষ নোটিশের কাজ করে। (স.হ.আ ধারা-৩ এর অন্তর্গত ২নং ব্যাখ্যা; স্পেসিফিক রিলিফ আইন ১৯৬৩ এর ১৯ ধারা)। কনট্রাকট আইনের ২২৯ ধারায় নিযুক্তককে নোটিশ অর্থ মূল ব্যক্তিকে (Principal) পরোক্ষ নোটিশ প্রদান।

বিশেষ ব্যবস্থা ঃ কোন সংবিধিতে নোটিশ প্রদানের বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ থাকিলে নোটিশ প্রদানে ঐ বিশেষ পদ্ধতি অবশ্যই মান্য করিতে হইবে। আইনে নোটিশ প্রদানের যে বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে তাহাই কেবলমাত্র বৈধ ব্যবস্থারূপে গণ্য করিতে হইবে।

অনেক সময় সরকারী কর্মচারীকে বেসরকারী ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে যেমন, পশ্চিমবংগ প্রেমিসেস টেন্যানসি আইনে কনট্রোলারকে নোটিশ করিবার বিধান।

জেনারেল ক্লজেস অ্যাকট, এভিডেনস অ্যাকট-এ ডাকযোগে নোটিশ জারির উল্লেখ আছে। যেখানে বিশেষ নির্দেশ নাই সেখানে ডাকযোগে নোটিশ পাঠান যাইবে।

তবে, ভারতীয় রেলওয়ে আইনে যখন ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণেব উল্লেখ আছে সেখানে ডাকযোগে প্রেরণেই একমাত্র বৈধ ব্যবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

অনেকসময় বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে সরকারী অফিসে নোটিশ জারির বিশেষ বিধান আছে; ফ্যাক্টরি আইন ১৯৪৮ এর বিধানে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত নোটিশ। ওয়ারকমেনস কমপেনশেসন আইনেও অনুরূপ বিধান আছে' এই সকল আইনে নোটিশ জারি ও ফরম সম্পর্কে নির্দেশ আছে। এসকলক্ষেত্রে বিধির নির্দেশ মানিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। অন্যথা হইলে মামলায ক্ষতি হইবে।

নিদর্শ — ১

ব্যবহারজীবী মাধ্যমে উচ্ছেদের নোটিশ

[Notice of ejectment through Advocate (Section 106 of T. P. Act]

প্রতি

শ্রী . ... পোঃ . ... নিবাস .. . . জেলা .... স্থান .... তাং . . . . .

মহাশয়,

আমার মক্কেল শ্রী .... নিবাস .... এর নির্দেশক্রমে এতদ্বারা আপনাকে এই মর্মে নোটিশ দিতেছি যে আপনি শ্রী . . .. এর নিম্নবর্ণিত যে বাড়ি মাসিক ভাড়ায় দখল করিয়া আছেন তাহা আগামী . . . . তারিখের মধ্যে খালি করিয়া দিবেন।

আগামী . ... তারিখ হইতে আপনার সহিত আমার মক্কেল শ্রী .... এর বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়া সম্পর্ক থাকিবে না। আপনি আগামী ইং .... তারিখে (উক্ত তারিখে) বাড়িওয়ালা আমাব মক্কেলকে উক্ত ঘবের দখল দিবেন। আপনি উক্ত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভাড়াবাড়ির দখল ছাড়িয়া না দিলে উক্ত বাড়িতে ট্রেসপাসার বা অবৈধ প্রবেশকারী রূপে চিহ্নিত হইবেন এবং আইন মোতাবেক আপনাকে উক্ত বাড়ি হইতে অপসারণ করা হইবে। উক্ত নির্দিষ্ট তারিখ হইতে বাড়ি না ছাড়িয়া দেওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন .... টাকা করিয়া খেসারত দিতে বাধ্য থাকিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

. . ..

অ্যাডভোকেট

ভাড়াবাড়ির বিবরণ

* * * * *

দ্রষ্টব্য ঃ মাসিক ভাড়ার ক্ষেত্রে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হইবে; বাৎসরিক ভাড়ার ক্ষেত্রে ছয় মাসের নোটিশ দিতে হইবে। পশ্চিমবংগ প্রেমিসেস টেন্যানসি আইনে একমাসের নোটিস দিতে হয়।

নিদর্শ — ২

বাৎসরিক ভাড়াটিয়াকে নোটিস

[Notice to quite by the landlord to a tenant from year to year]

(Section 106 of the T. P. Act)

প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সহ স্থান ....

নিবন্ধিত ডাকযোগ তাং ....

ভাড়াটিয়ার প্রতি

শ্রী .... নিবাস . ... পোঃ .... জেলা .. .. পিন ....

মহাশয়,

নিম্নে বর্ণিত বাড়িটি আপনি আমার অধীনে বাৎসরিক ভাড়ায় দখলে আছেন গত .... সালের .... মাস হইতে।

উক্ত বাড়ির দখল ছাড়িয়া দিতে আমি আপনাকে এই নোটিশ দিতেছি। আপনি আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে উক্ত বাড়ির দখল আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। এবং উক্ত তারিখ হইতে আপনার সহিত আমার আর বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক থাকিবে না। আপনি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উক্ত বাড়ির দখল আমায় ত্যাগ না করিলে উক্ত আমার বাড়িতে আপনি ট্রেসপাসার বা অবৈধ প্রবেশকারীরূপে চিহ্নিত হইবেন এবং আইনের সাহায্যে আপনাকে উচ্ছেদ করা হইবে। আপনাকে আরও স্মরণ করাইতেছি যে অবৈধভাবে আমার বাড়ি দখল করিয়া রাখিবার জন্য প্রতিদিন .... টাকা করিয়া খেসারৎ দিতে হইবে। ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

....

ভাড়াবাড়ির বিবরণ ঃ বাড়িওয়ালার স্বাক্ষর

....

দ্রষ্টব্য ঃ এরূপক্ষেত্রে ছয় মাসের নোটিশ দিতে হইবে। বাড়িওয়ালার নিযুক্তক (agent) উক্ত নোটিশ প্রয়োজনমত সংশোধন করিয়া ভাড়াটিয়াকে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ

আমি শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... জেলা

.... আপনার বাড়িওয়ালার আমি প্রাধিকৃত নিযুক্তকরূপে এতদ্বারা নোটিশদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় জানাইতেছি ঃ

নিদর্শ — ৩

ভাড়াটিয়া দ্বারা বাড়ি ছাড়িবার নোটিশ

[Notice to quit by a tenant from year to year to the landlord]

প্রতি

শ্রী ....

বাড়িওয়ালা

মহাশয়,

আমি শ্রী .... আপনার নিম্নলিখিত বাড়িতে মাসিক . . টাকা ভাড়ায় বসবাস করিতেছি। আমি আগামী ইং .... তারিখে আপনার বাড়িতে আপনাকে দখল দান করিয়া ভাড়াটিয়া স্বত্ব ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। অনুগ্রহপূর্বক উক্ত তারিখে বেলা .... ঘটিকায় আপনি স্বয়ং ভাড়াবাড়িতে আগমনপূর্বক উক্ত বাড়িতে দখল লইবেন। নিবেদন ইতি ইং তাং ....

. . . .

ভাড়াবাড়ির বিবরণ ভাড়াটিয়ার স্বাক্ষর

....

নিদর্শ — ৪

ভাড়াটিয়া স্বত্ব বা বাজেয়াপ্ত করণের নোটিশ

[Notice of forfeiture of tenancy by landlord to tenant]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা ....

স্থান ... .

তারিখ ....

মহাশয়,

আপনার সহিত আমার বিগত ইং .. .. তারিখে নিম্নলিখিত বাড়িটি ভাড়ায় দখল করিবার উদ্দেশ্যে একখানি লীজ দলিল সম্পাদিত হয়। এবং উক্ত

লীজের শর্তানুসারে আপনি নিম্নবর্ণিত বাড়িটি কেবলমাত্র বসবাসের শর্তে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মাসিক .... টাকা ভাড়ায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আপনি অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিম্নবর্ণিত আমার বাড়িটি চাউল ও গমের গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। আমি অত্র নোটিশ দ্বারা উক্ত লীজের শর্ত ভংগ না করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। এই নোটিশ পাইবার তারিখ হইতে পণেরো দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত বাড়ীর ব্যবহার লীজ বর্ণিত শর্তানুযায়ী না করিলে উক্ত লীজের শর্তনুসারে উক্ত বাড়িতে দখল লইতে বাধ্য হইব।

ধন্যবাদান্তে —

ভবদীয়

ভাড়াবাড়ির বিবরণ ....

.... বাড়িওয়ালা

নিদর্শ -- ৫

ভাড়াটিয়া দ্বারা লীজ সমাপ্তির নোটিশ

[Notice by a tenant to his landlord for determination of a lease]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা .... দিন ....

স্থান ... .

তাং ....

মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে আপনার ও আমার দ্বারা একখানি লীজ দলিল সম্পাদিত হয়। উক্ত লীজমূলে আমি নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি আপনার অধীনে রায়ত হিসাবে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি মাসিক .... টাকা ভাড়ায়। উক্ত লীজেব শর্তানুসারে যে কোন পক্ষ অপরপক্ষকে .... দিনের নোটিশ প্রদানান্তে লীজের অবসান (determine) ঘটাইতে পারে। লীজে বর্ণিত উক্ত ক্ষমতাবলে আমি এত দ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে আমি উক্ত সম্পত্তিতে উক্ত লীজমূলে আমার যে দখলীস্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান ঘটাইতে আগ্রহী। এমতাবস্থায় আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে .... দিন অন্তে আগামী ইং .... তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিতে আমাব দখলীস্বত্ব আপনার অনুকূলে ত্যাগ করিয়া উক্ত তারিখ হইতে আপনার সহিত আমার কোন প্রকার বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক থাকিবেনা। উক্ত লীজের শর্তাবলী আমি

মান্য করিতে বাধ্য থাকিব না, উক্ত লীজ আমাদের উভয়ের ক্ষেত্রে অবসিত হইয়াছে বিবেচিত হইবে। উক্ত নির্দিষ্ট তারিখে নিম্ন বর্ণিত বাড়িতে উপস্থিত থাকিয়া বাড়ির দখল লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। নিবেদন ইতি ইং তাং ....

তফশিল

লীজ প্রদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

....

ভাড়াটিয়ার স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৬

ভাড়াটিয়াকে মালিকানা হস্তান্তরের নোটিশ

[Notice by a landlord to tenant to attorn]

স্থান . ...

প্রতি তাং ... .

ভাড়াটিয়ার নাম

ঠিকানা

মহাশয়,

নিম্ন তফশিল বর্ণিত বাড়িটি মাসিক .. .. টাকা ভাড়া প্রদানের অংগীকারে এবং নিয়মিত ভাড়াপ্রদানে বিগত ইং ... . তারিখ হইতে আমার অধীনে উক্ত বাড়িতে আপনার পরিবারবর্গসহ ভাড়াটিয়ারূপে বসবাস করিতেছেন।

এক্ষণে অত্র নোটিশ দ্বারা আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বিগত ইং .. .. তারিখে একখানি নিবন্ধিত কোবালা মূলে তফশিল বর্ণিত বাড়িটি শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... পোঃ ... . থানা .... জেলা .... কে বিক্রয় করিয়া উক্ত বাড়ি হইতে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ববান হইয়াছি। এক্ষণে, নিম্নতফশিল বর্ণিত বাড়ির নূতন মালিক শ্রী .... কে .... মাস হইতে ভাড়া প্রদান করিবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি নিবন্ধনের তারিখ হইতে শ্রী .... মালিক ও স্বত্ত্বাধিকারী হইয়াছেন। তফশিল বর্ণিত সকল প্রকার যোগাযোগ উক্ত নূতন মালিকের সংগে করিতে হইবে; উহাতে আমার কোনপ্রকার দায়দায়িত্ব রহিল না। নিবেদন ইতি ইং তাং ....

তফশিল

জেলা .... থানা ... . মৌজা . ... এর অধীন খং নং .... দাগ নং .... এ অবস্থিত একতলাবিশিষ্ট পাকা বাড়ি ও তলস্থ কমবেশী ৪(চার) শতক বাস্তু জমি।

বর্তমান চৌহদ্দি : উত্তরে .... এর বাড়ি; পূর্বে .... রাস্তা; দক্ষিণ .... কাটা খাল; পশ্চিমে .... এর বাড়ি।

ভবদীয়

(ভূতপূর্ব বাড়িওয়ালার স্বাক্ষর)

দ্রষ্টব্য : ইংরাজীতে এই নোটিশকে (Attornment notice) বলে। এই নোটিশ ভূতপূর্ব মালিক প্রদান না করিয়া নূতন ভাড়াটিয়াকে প্রদান করিতে পারেন। ভাড়াটিয়াকে মালিকানা হস্তান্তরের নোটিশে ভাড়া বাকি থাকিলে সে সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হইবে।

নিদর্শ — ৭

উকিলের দাবির চিঠি

[Pleade's letter of demand]

প্রতি

স্থান ....

তাং ....

.... নাম

.... ঠিকানা

মহাশয়,

আমার মক্কেল শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .. .. জেলা .... এর নির্দেশক্রমে আমার মক্কেলের আপনার নিকট পাওনা .... টাকা পরিশোধ করিবার জন্য দাবি করিতেছি। আপনি উক্ত অর্থ আপনার গৃহ মেরামতের জন্য বিগত ইং .... তারিখে শ্রী ....র উপস্থিতিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন বিগত .... তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিবার শর্তে। নির্ধারিত দিন অতিক্রম হইয়াছে; আমার মক্কেল মৌখিক একাধিকবার আপনাকে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য বলিয়াছেন; আপনি সত্বর পরিশোধ করিবার অংগীকার করিয়াও *ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ করিতেছেন না। এমতাবস্থায় এই নোটিশদ্বারা আপনাকে* লিখিতভাবে অনুরোধ করিতেছি যে এই নোটিশ লাভ করিবার পর হইতে ত্রিশ *দিনের মধ্যে* .... টাকার ঋণ আমার মক্কেলকে অথবা মক্কেলের তরফে আমাকে পরিশোধ না করিলে মক্কেলের নির্দেশমত আপনার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। উক্ত মামলার সমগ্র ব্যয়ভার আপনাকে বহন করিতে হইবে। ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত।

শ্রী . ...

ব্যবহারজীবী

নিদর্শ — ৮

বন্ধকগ্রহীতা দ্বারা স্বত্বান্তরের নোটিশ

[Notice to a mortgagor by the original mortgagee]

প্রতি

শ্রী .... স্থান ... .

নিবাস .... পোঃ .... তাং . . ..

জেলা .... পিন ....

বন্ধকদাতা

মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে .... নং নিবন্ধিত বন্ধকনামামূলে আপনি নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি আমার অনুকূলে সম্পত্তিতে দখল ত্যাগ করিয়া উক্ত বন্ধকনামায় লিখিত শর্তানুসারে বন্ধক বাখেন।

বিগত ইং .... তারিখে ... . নং নিবন্ধিত হস্তান্তর পত্রমূলে আমি নিম্নতফশিলবর্ণিত সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব-স্বার্থ ছিল তাহা টাকার জরুরী প্রয়োজন হওয়ায় শ্রী .... পিতা ... . নিবাস . . . . থানা ... . জেলা কে স্বত্বান্তর কবিয়াছে। এক্ষণে উক্ত বন্ধকনামামূলে প্রাপ্য সকল অর্থ শ্রী .. . . কে অথবা তাঁহার নির্দেশ, অ্যাসাইনী পরিপালক বা ওযারিশকে পরিশোধ কনিযা জমি বন্ধকমুক্ত করিবেন। প্রকাশ থাকে যে উক্ত স্বত্বান্তর পত্রমূলে বন্ধকী সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব স্বার্থ ছিল তাহা শ্রী ... ... এ বর্তাইয়াছে।

তফশিল

* * * * *

.. . .

বন্ধকগ্রহীতার স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৯

অ্যাসাইনী দ্বারা বন্ধকদাতাকে নোটিশ

[Notice to the mortgagor of assignment of a mortgage bond by the assignee to the said bond]

প্রতি

শ্রী .... স্থান ....

.... তাং ....

বন্ধকদাতা

মহাশয়

এতদ্বারা আপনাকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে আপনি বিগত ইং .... তারিখে যে বন্ধকনামা শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... এর অনুকূলে সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বিগত ইং .... তারিখে .... নং নিবন্ধিত স্বত্বান্তর পত্রমূলে স্বত্বান্তর করায় মূল বন্ধকগ্রহীতা নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রকার স্বত্ব স্বার্থ হইতে চ্যুত হয়। অতঃপর উক্ত বণ্ডমূলে সর্বপ্রকার প্রাপ্য অর্থ আমাকে প্রদান করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। এবং নোটিশ লাভ করিবার বণ্ডজনিত কোন অর্থ মূল বন্ধকগ্রহীতাকে প্রদান করা হইলেও উহা ঋণ পরিশোধ জনিত প্রদানরূপে স্বীকৃত হইবে না।

তফশিল

* * * * *

....

বন্ধকীখতের অ্যাসাইনীর স্বাক্ষব

স্থান ....

তাং . ...

নিদর্শ — ১০

ঋণপরিশোধের অংগীকারে বন্ধকদাতাকে নোটিশ

[Notice to the mortgagee by the mortgagor intimating intention to repay]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... থানা .... জেলা ....

বন্ধকগ্রহীতা

মহাশয়

বিগত ইং .... তারিখে আপনার অনুকূলে একখানি বন্ধকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলাম। উক্ত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধের সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমি উক্ত ঋণ এক্ষণে পরিশোধ করিতে আগ্রহী। অতদুদ্দেশ্যে এতদ্বারা আমি আপনাকে এই মর্মে অনুরোধ করিতেছি যে যে অদ্যাবধি আপনি আমার নিকট যে টাকা পাইবেন তাহার একটু সঠিক হিসাব আমাকে আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে প্রদান

করিবেন। উক্ত হিসাব পাইবার পর আমি আপনার ঋণ নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধ করিব। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে আপনি আমার মূল বন্ধকনামা, সম্পত্তির স্বত্ব সংক্রান্ত মূল দলিল আমায় প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ঋণ পরিশোধের কারণে আমার ব্যয়ে রচিত একখানি পুনঃ সমর্পণপত্র উক্ত দিনে সম্পাদন করিবেন এবং তদপরবর্তী দিনে আমার ব্যয়ে .... রেজিসট্রী অফিসে .... ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া পুনঃসমর্পণ পত্রখানি রেজিসট্রী করিয়া দিবেন। ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

....

স্থান .... বন্ধকদাতার স্বাক্ষর

তাং .... ও ঠিকানা

নিদর্শ — ১১

অংশীদারী কারবার হইতে অবসরের নোটিশ

[Notice by one partner to determine a partnership business in term of partnership deed]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... থানা ... . জেলা .... অংশীদার .... অংশীদারী ফার্ম

মহাশয়

আপনার ও আমার মধ্যে .... নামের অংশীদারী কারবার সংক্রান্ত দলিলটি বিগত ইং .. .. তারিখে সম্পাদিত হয়। উক্ত তারিখ হইতে আমরা উভয়ে কারবারটি চালাইয়া আসিতেছি। দলিলটির এভার্টে ক্লজে এইরূপ শর্ত আছে যে যে কোন অংশীদার অপর অংশীদারকে ছয়মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া কারবার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি আর উক্ত ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত থাকিয়া কাজ করিতে পারিব না। এমতাবস্থায় আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ প্রদান করিয়া জানাইতেছি যে অদ্য তারিখ হইতে ছয়মাস অন্তে আমি উক্ত ব্যবসায়ের সহিত কোন প্রকারে যুক্ত থাকিতে পারিব না বা থাকিব না। নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কারবারের হিসাব নিকাশ করিয়া আমার প্রাপ্য স্থির করিবার ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

... .

স্থান .... অবসরগ্রহণকারী অংশীদারের স্বাক্ষর

তাং ....

নিদর্শ — ১২

স্বেচ্ছা অংশীদারী কারবারের অবসান জনিত নোটিশ

[Notice by one partner to determine a partnership at will]

প্রাপ্তিসংবাদ রসিদ সহ তাং ....

নিবন্ধিত

প্রতি

শ্রী ....

অংশীদার, মেসার্স ....

.... রোড, বেহালা

মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে আপনি ও আমি একখানি স্বেচ্ছা অংশীদারী কারবারনামা সম্পাদন করিয়া বেহালাস্থ .... রোডে মেসার্স ... . নামে অংশীদারী কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া উভয়ে একত্রে উক্ত কাববানের কার্য পবিচালনা করিতেছি।

উক্ত স্বেচ্ছা অংশীদারী কারবারে আমি নানা কারণে অংশগ্রহণ করিতে পারিব না। এমতাবস্থায় আমি অংশীদাবী আইনের ৪৩(১) ধারার বিধান অনুসারে অত্র নোটিশদ্বারা উক্ত অংশীদারী কারবারের অবসানের জন্য আপনাকে জানাইতেছি। আগামী ইং .... তারিখ হইতে উক্ত ব্যবসায়ের আমার সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হইবে।

ইতিমধ্যে উক্ত কারবারের হিসাবপত্র সম্পূর্ণ করিতে হইবে যাহাতে কারবারের পরিসম্পৎ ও দায়িতা নির্ণয় পূর্বক আমাদের উভয়ের পারস্পরিক দায়িত্ব পালনান্তে উক্ত অংশীদারী কারবারের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারি।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

শ্রী .... অংশীদার

দ্রষ্টব্য : পারটনারশিপ আইনের ৪৩ ধারা দেখুন।

নিদর্শ — ১৩

খেসারতের জন্য রেলপ্রশাসনকে নোটিশ

[Notice to a railway administration claiming damages for loss of goods]

নিবন্ধিত ডাকযোগে

হইতে

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা .... পিন ....

প্রতি

জেনারেল ম্যানেজার

পূর্বরেল হাওড়া

ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১০৬-ধারা মতে দাবি করিয়া নোটিশ

মহাশয়

বিনয়ের সহিত জানাইতেছি যে গত .... তারিখে একটি অগ্রিম নোট মাধ্যমে কানপুর হইতে হাওড়ায় ১৪ প্যাকেট জুতা পাঠাই। আমি গত ইং .... তারিখে হাওড়াতে তিন প্যাকেট ছাড়া এগার প্যাকেট জুতা ডেলিভারি গ্রহণ করি। তিন প্যাকেট জুতা কম ছিল। বিষয়টি আমি গুডস সুপারিনটেনডেনট, হাওড়ার দৃষ্টি গোচর করি এবং তাঁহার নিকট হইতে ঐ মর্মে একটি শংসাপত্র সংগ্রহ করি। রসিদের বিপরীত পৃষ্ঠায় বিষয়টি রেকর্ড করি এবং মাল গ্রহণ করিবার সময় ডেলিভারি ক্লার্ককে রসিদটি প্রদান করি। নিরুদ্দিষ্ট জুতার প্যাকেট তিনটিতে .... টাকার জুতা ছিল।

এমতাবস্থায় আমি আপনাকে আমার দাবি স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতেছি; এবং যতশীঘ্র সম্ভব .... টাকার একটি চেক আমাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। উক্ত টাকার চেক প্রেরণ না করিলে আমি .... টাকার খেসারতের জন্য আপনার রেলওয়ের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতে বাধ্য হইব। ধন্যবাদান্তে।

ভবদীয়

স্থান ....

দাবিদারের স্বাক্ষর

তাং ....

নিদর্শ — ১৪

খেসারতের জন্য রেলকর্তৃপক্ষকে উকিলের নোটিশ

[Notice under section 106 of the Indian Railways Act claiming damages for loss of goods (Through Lawyer)]

প্রাপ্তিরসিদ সহ নিবন্ধিত ডাকযোগে

প্রতি তাং ... .

জেনারেল ম্যানেজার

.... রেলওয়ে

ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১০৬ ধারার অধীনে নোটিশ

মাননীয় মহাশয়

আমার মক্কেল মেসার্স .... এর নির্দেশমত আপনাকে এই নোটিশ প্রদান করিতেছি এই মর্মে যে আপনি আমার উক্ত মক্কেলকে .... টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিবেন এই কারণে যে .... বস্তা তেলেব বীজ আমার মক্কেলের .... বস্তার কনসাইনমেনট হইতে পাওয়া যাইতেছে না। নিম্নে উক্ত কনসাইনমেনট সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা হইল ঃ

১। .. . . ব্যাগ সরিষা বীজ; প্রতিব্যাগ ৮০ কেজি।

২। .... স্টেশন হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

৩। .... ডেলিভারী লওয়া হয়।

৪। আর/আর নং .. .. তাং ....

৫। কনসাইনর ....

৬। কনসাইনী ....

মালগুলি ডেলিভারী স্টেশনে .... তারিখে পৌছাইলে দেখা গেল .... ব্যাগের মধ্যে .... ব্যাগ বীজ পাওয়া গেল না। স্টেশন মাস্টারের নিকট হইতে মাল কম পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হয়।

রেলওয়ে প্রশাসন, রেলকর্মচারীর অবহেলার জন্য আমার মক্কেলের .... ব্যাগ বীজ ঘাটতি হইয়াছে।

আমার মক্কেলের নির্দেশমত আমি আপনাকে .... টাকা আমার মক্কেলকে সরসরি বা আমার মাবফৎ ক্ষতিপূরণ দিতে অনুরোধ করিতেছি।

নিম্নলিখিত বিবৃতি অনুসারে অত্র নোটিশ লাভ করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত ক্ষতিপূরণের .... টাকা প্রদান করিতে হইবে। ধন্যবাদান্তে

দাবি সারণি ভবদীয়

* * * * * * * * * *

ব্যবহারজীবীর স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ কনসাইনমেনট বুকিং করিবার তারিখ হইতে **ছয় মাসের মধ্যে** দাবির নোটিশ পাঠাইতে হইবে।

নিদর্শ — ১৫

ক্ষতিপূরণের জন্য রেলকর্তৃপক্ষকে এবং ভারতসরকারকে নোটিশ

[A combined Notice under s. 106 of the Indian Railways Act and under s. 80 of the C.P.C.]

প্রাপ্তি রসিদ সহ নিবন্ধিত

ডাকযোগে

প্রতি

১। জেনারেল ম্যানেজার

.... রেলওয়ে

২। জেনারেল ম্যানেজার

.... রেলওয়ে

রেলওয়ে আইনের ১০৬ ধারা এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০ ধারা অনুসারে নোটিশ।

মহাশয়

সবিনয় নিবেদন এই যে আমার মক্কেল এম/এস .... প্রধান কার্যালয় .... রেলকর্তৃপক্ষের তরফে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে এই নোটিশ জারি হইবার তারিখ হইতে দুই মাস পরে মামলা দায়ের করিতে অভিলাষী। এই নোটিশ ভারতীয় রেলওয়ে আইন-এর ১০৬ ধারার নোটিশ এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত ৮০-ধারার যুগ্ম নোটিশরূপে বিবেচনা করিতে হইবে যদি না নিম্নে যে ত্রাণ দাবি করা হইল তাহা দুইমাসের মধ্যে আমার মক্কেলকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করা হয়।

নিম্নলিখিত তথ্য হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বাদমূল ও যে ত্রাণের আবেদন করা হইয়াছে তাহা।

১। প্রতিটিন .... কেজি মোট .... টিন সরিষার তৈল .... তারিখে আর আর নং .... দ্বারা .... রেলস্টেশনে বুক করা হয় .... রেল স্টেশনে ডেলিভারি দিবার জন্য। উহার কনসাইনর ছিল .... এবং কনসাইনী আমার মক্কেল। একাধিকবার আবেদন করা সত্ত্বেও উক্ত কনসাইনমেনট গন্তব্যস্থলে ডেলিভারি দেওয়া হয় নাই।

২। মাল ডেলিভারী না দিবার কারণে আমার মক্কেলের প্রভূত ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির জন্য দায়ী রেলকর্তৃপক্ষ এবং তাহার কর্মচারী। তাহাদের অবহেলাই এই ক্ষতির কারণ।

৩। আমার মক্কেলের .... টাকার মত ক্ষতি সাধন হইয়াছে। নিচের সাবণীতে এই মর্মে একটি হিসাব প্রদত্ত হইল। আমার মক্কেলের আনুষংগিক ব্যয় সহ .. .. টাকার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এবং ঐ টাকা ভারত সরকার পবিশোধ করিতে বাধ্য। এমতাবস্থায় উক্ত টাকা দাবি করা হইতেছে।

৪। এই মামলার উৎপত্তি হয় যেদিন উক্ত মাল .... রেলওয়ে স্টেশনে বুক করা হয়।

ভবদীয়

. .. .

অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর

দাবির সারণী

* * * * *

দ্রষ্টব্য ঃ এই যুগ্ম নোটিশ বুকিং এর তাবিখ হইতে ছয় মাসের প্রদান কবিতে হইবে। নোটিশ জারির পর দুইমাস অতিক্রান্ত না হইলে মামলা দায়েব কবা যাইবে না।

নিদর্শ — ১৬

পৌরসভাকে নোটিশ

[Notice upon a municapality of intention to bring a suit]

প্রতি

এগজিকিউটিভ অফিসার

.... পৌরসভা

মহাশয়

বিগত ইং .... তারিখে .... রোডে আমি বাড়ী যাইবার সময় সন্ধ্যা .... টার সময় পথিমধ্যস্থ খোলা ম্যানহোলে পড়িয়া যাই। ফলে, আমার পা ভাঙ্গিয়া যায়। পথিপার্শ্বস্থ লোকজন আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালে সুচিকিৎসার অভাবে আমি বাড়িতে থাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। উক্ত চিকিৎসা কার্য চালাইতে আমার এপর্যন্ত .... টাকার মত ব্যয় হইয়াছে। নিম্নে একটি ব্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল। ম্যানহোলের মুখটি খোলা না থাকিলে, বা খোলা ম্যানহোলে নিয়মমত লাল আলো বা পর্দা রাখিলে আমি এই দুর্ঘটনায় পরিতাম না। আপনার অধীনস্থ কর্মচাবীর কাজে অবহেলার জন্য আমার শারীরীক বিপর্যয়। এজন্য আমার ব্যয় বাবদ .... টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে অনুরোধ করিতেছি। আগামী .... দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা আমায় পরিশোধ না করিলে আমি আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব। ধন্যবাদান্তে

ব্যয়সংক্রান্ত বিবৃতি

* * * * *

ভবদীয়

* * * * *

স্বাক্ষর

স্থান ....

তাং ... .

নিদর্শ — ১৭

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতাব ৮০ ধারায় নোটিশ

[Notice under section 80 of C.P.C.]

প্রতি

সচিব,

.... দপ্তর

পশ্চিমবংগ সরকার

মাননীয় মহাশয়,

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা ১৯০৮ এর ৮০ ধারার বিধানানুসারে নিম্নলিখিত বিষয়ে নোটিশ প্রদান করিতেছি —

১। বাদীর নাম ও ঠিকানা ঃ

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা ....
জেলা .... জাতিয়তা .... পেশা ....

২। বাদমূল ঃ .... তারিখের বিল মোতাবেক টাকা না দেওয়া। .... স্থানে .... কি মি পাকা রাস্তা ইং তাং .... হইতে ইং তাং .... নির্মিত হয়। পশ্চিমবংগ সরকার প্রদত্ত .... নং নির্দেশবলে উক্ত নির্মাণকার্য আমি সম্পূর্ণ করি। এই কাজের জন্য উক্ত বিল।

৩। উক্ত বিল অনুসারে .... টাকা ত্রাণ হিসাবে দাবি করা হইতেছে।

এই নোটিশ লাভ করিবার তারিখ হইতে উক্ত টাকা না পাইলে বাদী টাকা আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হইবে।

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ১৮

ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া রেলকর্তৃপক্ষকে নোটিশ

[Notice of suit to General Manager of different Railways under section 80 of the C.P.C. claiming compensation for non-delivery of goods]

প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সহ তাং
নিবন্ধিত ডাকযোগে
প্রতি
জেনারেল ম্যানেজার
.... রেলওয়ে
জেনারেল ম্যানেজার
.... রেলওয়ে

সি.পি কোডের ৮০ ধারার অধীনে নোটিশ

মহাশয়

আমার মক্কেল মেসার্স .... এর নির্দেশক্রমে আমি আপনাকে এই মর্মে নোটিশ দিতেছি যে উক্ত রেল কর্তৃপক্ষের তরফে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এই নোটিশ লাভ করিবার তারিখ হইতে দুই মাস অন্তে আমার মক্কেল উপযুক্ত আদালতে মামলা করিতে বাধ্য হইবে যদি না আইন মোতাবেক নিম্নলিখিত ত্রাণ উক্ত দুই মাস সময়ের মধ্যে আমার মক্কেলকে প্রদান করা হয়। যে সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মামলার বাদমূল সৃষ্টি হইয়াছে এবং ত্রাণের দাবি করা হইয়াছে সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

১। প্রতি বস্তা .... কিলোগ্রাম ওজনের .... বস্তা সরিষা .... রেলওয়ে স্টেশনে .... নং আর আর মূলে .... তারিখে বুক করা হয়

.... রেলস্টেশনে আমার মক্কেলকে ডেলিভারী প্রদানের উদ্দেশ্যে। একাধিকবার দাবি করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট স্টেশনে মাল ডেলিভারি না দেওয়ায় আমার মক্কেল .... টাকা মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নিম্ন তফশিলে ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল।

২। রেল কর্তৃপক্ষ এবং রেলকর্মচারীর অসদাচরণ ও কর্মে অবহেলার জন্য উক্ত মাল নির্দিষ্ট স্টেশনে ডেলিভারী দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

৩। আমার মক্কেলের তরফে আমি বিগত ইং .... তারিখে ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১০৬ ধারার বিধানানুসারে উক্ত খেসারত জনিত .... টাকা আমার মক্কেলকে প্রদানের জন্য নিবন্ধিত ডাকযোগে নোটিশ করিয়া ছিলাম। উক্ত নোটিশে এইরূপ নির্দেশ ছিল যে নোটিশ লাভ করিবার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি আমার মক্কেলকে .... টাকা খেসারৎ স্বরপ প্রদান করিবেন।

৪। উক্ত নোটিশ লাভ করা সত্ত্বেও আপনি আমার মক্কেলকে তাঁহার প্রাপ্য অর্থ প্রদানের কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

৫। প্রস্তাবিত মামলার প্রথম উৎপত্তি হয় যেদিন .... রেলওয়ে স্টেশনে আমার মক্কেলের উক্ত মাল প্রথম বুক করা হয় এবং তদপরে ভারতীয় রেল আইনেব ১০৬-ধারায় নোটিশ প্রদানের পর ত্রিশ দিন অন্তে।

দাবির সারণি

ভবদীয়
উকিলের স্বাক্ষর

নিদর্শ — ১৯

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলার নোটিশ
[Notice of suit under section 80 of the C.P.C against the Central Government]

প্রাপ্তি রসিদ সহ
নিবন্ধিত ডাকযোগে

তাং ....

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০-ধারার অধীনে নোটিশ

প্রতি
সচিব, ভারত সরকার
শিক্ষাদপ্তব
কেন্দ্রীয় মহাকরণ
নয়াদিল্লী

মহাশয়,

শ্রী .... নিউদিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় মহাকরণের অন্তর্গত শিক্ষাদপ্তরের রিসার্চ সেকশনের একজন স্থায়ী কর্মচারী। তিনি আমার মক্কেল। উক্ত মক্কেলের নির্দেশে আমি আপনাকে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ৮০ ধারার বিধানাধীনে অত্র নোটিশ দ্বারা এই মর্মে সতর্ক করিতেছি যে আমার মক্কেল নয়াদিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় মহাকরণ, শিক্ষাদপ্তর মাধ্যমে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আগ্রহী। এই নোটিশ লাভ করিবার দুইমাস অন্তে আমার মক্কেল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিবে যদি না নিম্নে যে ত্রাণ ও উপশমের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আমার মক্কেল ভারত সরকারের নিকট হইতে উক্ত দুই মাসেব মধ্যে লাভ না করে। দাবি বাদমূল ত্রাণ সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বাদীর নাম ও পরিচয় ঃ শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... নয়াদিল্লী .... জাতিয়তা .... পেশা।

২। বাদমূল ঃ (ক) শ্রী .... ভারত সবকারের অধীন কেন্দ্রীয় মহাকরণে শিক্ষাদপ্তরের রিসার্চ সেলের একজন প্রথম শ্রেণীর আধিকারিক তাহাকে অবৈধভাবে বিগত ইং .... তারিখ হইতে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

(খ) শ্রী .... কে মিথ্যা কারণে অফিস রেকর্ড বিনষ্টের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিগত ইং .... তারিখ হইতে শ্রী .... কে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

(গ) বিগত ইং .... তারিখে বরখাস্ত করায় উক্ত তারিখ মামলাব কাবণ সৃষ্টি হয়।

৩। যে ধরণের ত্রাণ আকাংখিত ঃ (ক) শ্রী .. .. কে স্বীয় পদে পুর্নবহাল (খ) বিগত ইং .... তারিখ হইতে পুনর্নিয়োগ হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসের সামগ্রীক পরিভৃতি বা ইমলিউমেন্ট্স প্রদান (emoluments)।

ভবদীয়

....

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২০

মাল বিনাশের জন্য ক্ষতিপূরণের নোটিশ

[Notice under section 10 of the Carriers Act, 1856 to a common carrier for loss of goods]

প্রাপ্তি রসিদ সহ নিবন্ধিত স্থান ....

ডাকযোগে তাং ....

প্রতি

মেসার্স
রোড ট্রানসপোর্ট এজেনসী
নং .... রোড, বারাসাত
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ....
মহাশয়,

আমার মক্কেল মেসার্স .... ঠিকানা ... . এর নির্দেশানুসারে আমি অত্র নোটিশদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে আপনি আমার মক্কেলকে উক্ত ঠিকানায় .... টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ অত্র নোটিশ লাভ করিবার তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে প্রদান করিবেন। এই ক্ষতিপূরণ প্রদানের কারণ ঘটিযাছে নিম্নলিখিত কারণে —

আমার মক্কেল বিগত ইং .... তাবিখে আপনার পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতি বস্তায় এক কুইনটাল চাউল হিসাবে ১৫০ বস্তা চাউল বারুইপুরস্থ মেসার্স .... ঠিকানা ....য় বিগত ইং .... তারিখে .... নং নগদমূলে কনসাইন করিবার তারিখ হইতে দশদিনের মধ্যে আপনাব সংস্থার মাধ্যমে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। একমাসেব অধিককাল অতিবাহিত হইল উক্ত চাউলের কনসাইনমেনট এখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় নাই। আপনার ও আপনার কর্মচারীর কর্তব্যহীনতা ও অবহেলার জন্য আমার মক্কেল প্রভূত ক্ষতির শিকার হইয়াছেন।

এই নোটিশ মোতাবেক উপরিউক্ত খেসারতেব টাকা নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে প্রদান না কবিলে আপনার বিরুদ্ধে ... . টাকা ক্ষতিপূবণ স্বরূপ এবং আনুষংগক ব্যয় বাবদ অর্থ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা হইবে।

হিসাবের সারণী

* * * * *

ভবদীয়
. ...
অ্যাডভোকেট

নিদর্শ — ২১

বাড়ি সংস্কারের জন্য ভাড়াটিয়াকে নোটিশ

[Notice by landlord to repair dilapitdations]

প্রতি
শ্রী ....
ঠিকানা
ভাড়াটিয়া

মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে আপনি ও আমি আমরা উভয়ে একখানি লীজ দলিল সম্পাদন করি। উক্ত লীজের শর্তানুসারে আপনি নিম্ন তফশিল বর্ণিত বাড়ি মাসিক .... টাকা .... বৎসরের জন্য ভোগদখল করিবেন। উক্ত লীজে অন্যান্য শর্তের সহিত সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৮ (এম) ধারার অনুসরণে ভাড়াটিয়া নিম্ন তফশিল বর্ণিত ভাড়া বাড়ির সংস্কার কার্য নিজব্যয়ে সম্পন্ন করিবেন। আপনি লীজের শর্তানুযায়ী তফশিল বর্ণিত বাড়ির মেরামতিকার্য করিতেছেন না। সেজন্য এতদ্বারা আপনাকে এই মর্মে নোটিশ দিতেছি যে আপনি নিম্ন তফশিল বর্ণিত বাড়ির ভাঙ্গা জানালা দরজা সংস্কার করিবেন; ভাঙ্গা লোহার গেট ও গ্রিল পরিবর্তন করিয়া নূতন গেট ও গ্রিল বসাইবেন। ছাদের বিভিন্ন স্থানে আগাছা জন্মাইয়াছে; ইহাতে ছাদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। আগামী .. .. দিনের মধ্যে তফশিল বর্ণিত বাড়ির উপরিউক্ত সংস্কারগুলি সাধন করিতে অনুবোধ করা যাইতেছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজগুলি সম্পন্ন করিতে না পারিলে কারণ দর্শাইয়া আমায় লিখিতভাবে জানাইবেন। প্রয়োজন মনে করিলে আমি সময়সীমা আমার স্ববিবেকে বৃদ্ধি করিতে পারিব। উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপনি সংস্কার কার্য হাত না দিলে আমি উক্ত লীজের শর্তানুসারে ভাড়াবাড়িতে প্রবেশ করিয়া সংস্কাব কার্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইবে। এরূপ পরিস্থিতিতে বাড়িটি মেরামত করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা আমি আপনাকে বিল করিয়া দিব; বিলদৃষ্ট সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে আপনি বাধ্য থাকিবেন। ধন্যবাদান্তে

ভাড়াবাড়ির

তফশিল

* * * * *

ভবদীয়

* * * * *

বাড়ীওয়ালার স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২২

লীজ পুনর্ণবীকরণের জন্য ভাড়াটিয়ার নোটিশ

[Notice by tenant for renewal of lease]

প্রতি

শ্রী .... বাড়িওয়ালা

ঠিকানা

প্রিয় মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে আপনার ও আমার মধ্যে নিম্ন তফশিল বর্ণিত বাড়ি ভাড়ায় দখলদানের জন্য একখানি লীজ দলিল সম্পাদিত হয় ১০ বছরের জন্য। লীজে এরূপ শর্ত ছিল যে দশবৎসর অন্তে একই শর্তে লীজ পুনর্নবীকরণ চলিবে যদি বাড়ীওয়ালার সন্তুষ্টিতে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়।

এখন উক্ত লীজের মেয়াদ আগামী ইং .... তারিখে শেষ হইবে। উক্ত লীজের শর্তানুসারে আমি এতদ্বারা এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে তফশিল বর্ণিত ভাড়াবাড়ি উক্ত লীজের শর্তে পুনরায় আগামী দশবৎসরের জন্য ভাড়া লইতে আগ্রহী। এমতাবস্থায় পূর্ব ভাড়ার উপর শতকরা দশটাকা বৃদ্ধি করিয়া .... বর্ধিত ভাড়ায় ইং .... তারিখ হইতে .... ইং .... তারিখ পর্যন্ত ভাড়াদানের জন্য একটি লীজের খসড়া প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

স্থান ....

তাং .... ভাড়াটিয়ার স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২৩

খাতককে নোটিশ

[Notice to Debtor]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... থানা .... জেলা .... পিন ....

মহাশয়,

বার্ষিক শতকরা .... টাকা সুদে আপনি আমার নিকট হইতে .... টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এই শর্তে যে আপনি উক্ত সুদ সহ টাকা একবৎসর অন্তে ইং .... তারিখে পরিশোধ করিবেন। উক্ত তারিখ গত সাত দিন পূর্বে অতিক্রম করিয়াছে। আপনি ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা করেন নাই এবং চুক্তি খেলাপের কারণও আমাকে অবগত করেন নাই।

এমতাবস্থায় আমি এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে সুদসহ মোট পাওনা টাকা আমায় পরিশোধ করিবেন; অন্যথা, আইনের সাহায্য লইয়া সুদ সহ ঋণের টাকা এবং আনুষংগিক ব্যয় আদায় করিতে বাধ্য হইব। এ বিষয়ে আর কোন প্রকার পত্রালাপ চলিবে না। ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

স্থান ....

তাং .... স্বাক্ষর (উত্তমর্ণ)

নিদর্শ — ২৪

হুণ্ডি অগ্রাহ্য হওয়ায় নোটিশ

[Notice of dishonour (or protest) of bill of exchange to drawer]

(Section 93 of the Negotiable Instruments Act 1881)

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... থানা .... পোঃ .... জেলা .... পিন ....

হুণ্ডিদাতা

মহাশয়,

এতদ্বারা আপনাকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে আপনি আমাকে বা আমার নিযুক্তককে প্রদান করিবার জন্য শ্রী .... গ্রাহককে .... টাকার হুণ্ডি স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন তাহ। গৃহীত হয় নাই এবং উক্ত টাকা প্রদান করা হয় নাই (বিদেশী বিলের ক্ষেত্রে এই বিল সম্পর্কে প্রতিবাদ করা হইয়াছে) এবং এই খেলাপের জন্য আপনি দায়ী।

ভবদীয়

স্থান ....
... .

তাং ....
স্বাক্ষর (প্রাপক)

নিদর্শ — ২৫

খাতকের উকিলের চিঠি

[Notice by lawyer to debtor]

শ্রী ....

মহাশয়,

আমার মক্কেল শ্রী .... নিবাস .... ইত্যাদি বার্ষিক শতকরা .... টাকা সুদ .... টাকা .... সময়ের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণ দান করিয়াছিল। আমার মক্কেলের নির্দেশে আমি আপনাকে এতদ্বারা জানাইতেছি যে সুদ সহ উক্ত টাকা শ্রী .... কে আগামী .... তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথা আইনের সাহায্যে উপযুক্ত আদালতে মকদ্দমা করিয়া উক্ত টাকা মায় সুদ মায় আনুষংগিক যাবতীয় ব্যয় আপনার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে। ধন্যবাদান্তে

স্থান ....
ভবদীয়

তাং ....
....

স্বাক্ষর, উকিল

নিদর্শ — ২৬

চেক অগ্রাহ্যের নোটিশ

[Notice of dishonour of cheque (Section 93 of the Negotiable Instruments Act 1881)]

প্রতি

শ্রী ....

চেকদাতা

মহাশয়,

আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে বিগত ইং .... তারিখে .... টাকার (চেক নং ....) যে চেক .... ব্যাঙ্কে আমার পক্ষে কাটিয়া ছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং উক্ত টাকা আমি পাই নাই। এবং এই অবৈধ কাজ করিবার জন্য আপনি সর্বতোভাবে দাযি হইবেন।

ভবদীয়

স্থান ....

তাং .... প্রাপকের স্বাক্ষর

নিদর্শ — ২৭

অংশীদারকে বিতাড়নের নোটিশ

[Notice of expulsion of Partner]

(See. 33 of the Indian Partnership Act 1932)

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... থানা .... জেলা .... পিন ....

মহাশয়

আপনি ও নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমরা একত্রে বিগত ইং .... তারিখে একটি অংশীদারী কারবারনাম সম্পাদন করিয়া .... কারবারে নিযুক্ত আছি। উক্ত কারবারের নিবন্ধিত অফিস নং ঋষি বঙ্কিম রোড, নৈহাটি, উক্ত কারবারনামার .... প্যারাতে এইরূপ নির্দেশ আছে যে কোন অংশীদারের কর্তব্য কর্মে ত্রুটি এবং

বিশ্বাসহীনতার পরিচয় পাওয়া গেলে অপর দুই জন অংশীদার যৌথভাবে বিশ্বাসভংগকারী অংশীদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

আমরা আপনার গতিবিধি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিয়াছি। আপনি বিগত ইং .... তারিখে কাঁচড়া নিবাসী .... কে .... হারে আমাদের ফারমের মাল কমদামে বিক্রয় করিয়াছেন; ইছাপুর নিবাসী শ্রী .... এর কাছে আমাদের ফারমের ব্রাণ্ড মাল বিক্রয় না করিয়া .... ফারমের মাল বিক্রয় করিয়া বিশ্বাসভংগতার কাজ করিয়াছেন। এসকল কারণে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী অংশিদারদ্বয় আমাদের ফারম হইত আপনাকে বহিষ্কার করিলাম। আগামী একসপ্তাহের মধ্যে আপনার হিসাব বুঝাইয়া দিব।

ভবদীয়

১। .... অংশীদার

২। .... অংশীদার

নিদর্শ — ২৮

অগ্রক্রয়াধিকারের নোটিশ

[Notice by vendor to a pre-emptor]

প্রতি

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... পোঃ .... থানা ... . জেলা .... পিন ....

মহাশয়

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি নিম্নতফশিল বর্ণিত সম্পত্তির $^1/_2$ অংশের আমি স্বত্বধিকারী হইতেছি; অপর $^1/_2$ অংশের আপনি স্বত্বাধিকারী হইতেছেন। পারিবারিক কারণে আমার অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় আমি তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্ব দখলী $^1/_2$ অংশ সম্পত্তি জেলা ... . থানা .... পোঃ ... . নিবাস .... পিতা .... এর পুত্র শ্রী .... কে .... টাকা মূল্যে তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার অংশ বিক্রয় করিবার জন্য স্থির করিয়াছি।

উক্ত সম্পত্তিতে আপনি শরিক বিধায় আপনাকে অত্র পূর্ব নোটিশদ্বারা জানাইতেছি যে যদি আপনি তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার অংশ উক্ত ক্রয়মূল্যে .... টাকায় খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন তবে আগামী .... তারিখের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আমি সতত আপনাকে সাহায্য করিতে আগ্রহী। উক্ত ইং .... তারিখের মধ্যে আপনার নিকট

হইতে প্রত্যুত্তর না পাইলে বুঝিব আপনি তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার অংশ খরিদ করিতে আগ্রহী নহেন এবং আমি আমার ইচ্ছামত মনোনীত খরিদ্দারকে উক্ত সম্পতি বিক্রয় করিতে পারিব। তাহাতে আপনি বা আপনার ওয়ারিশ কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। নিবেদন ইতি ইং তাং ....

তফশিল

* * * * *

স্থান .... ভবদীয়

তাং .... স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ ১। পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৫ এর ৫-ধারায় অবশ্য বিধান আছে যে কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে নিবন্ধীকরনের সময় উক্ত হস্তান্তর সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার মারফৎ শরিককে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। এরূপ পরিস্থিতিতে নিদর্শ ২৮ অনুসারে বিক্রয়ের পূর্বে শরিককে নোটিশ প্রদান করিলেও দলিল রেজিসট্রেশনের সময় আইনের বিধান অনুসারে শরিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। এই বিধানানুসারে শরিক অগ্রক্রয়াধিকার প্রয়োগ করিতে পাবে। এই পরিস্থিতিতে নিদর্শ ২৮ এর নোটিশ অনেকখানি অর্থহীন বিবেচিত হইতে পারে। তবে ক্রেতা অনেক সময় নোটিশ পায়নি বলিয়া যে অজুহাত সৃষ্টি করে পূর্বে নোটিশ প্রদান করা থাকিলে সেই অজুহাত কার্যকরী হইবে না।

অনেক সময় বণ্টননামায় এমন শর্ত থাকে যে কোন এক পক্ষ তাহার অংশ হস্তান্তর করিতে চাহিলে অপর অংশীদারকে নোটিশ প্রদানের চুক্তি থাকে। এই প্রকার নোটিশ ২৮ নিদর্শ অনুসারে করা যাইতে পারে। তাছাড়া একরারনামা, লীজ ইত্যাদি দলিলেও দায়বদ্ধ সম্পত্তি হস্তান্তরের পূর্বে এই ধরণের নোটিশ প্রদান করা উচিত. তাছাড়া পৌর এলাকায় স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পৌর কতৃপক্ষকে নোটিশ প্রদানের বিধান আছে পশ্চিমবংগ মিউনিসিপ্যাল আইনের (১৯৯৩) বিধানানুসারে।

নিদর্শ — ২৯

বণ্টিত সম্পত্তি হস্তান্তরের নোটিশ

প্রতি

শ্রী .... পিতা .... নিবাস ... . পোঃ .... থানা .... জেলা .... পিন

বিগত ইং .... তারিখে.................... সালের নং নিবন্ধিত বণ্টননামা মূলে আপনার ও আমার যৌথ সম্পত্তি আপোষে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়। আমরা স্ব

স্ব সম্পত্তি পৃথক জোটের জমা হিসাবে ভোগ দখলীকার আছি। কিন্তু উক্ত বণ্টননামায় এরূপ শর্ত লিখিত আছে যে কোন পক্ষ তাহার অংশ হস্তান্তর করিতে চাহিলে অপরপক্ষকে উক্ত অংশ ক্রয়ের অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

আমার অর্থের সমূহ প্রয়োজন হওয়ায় নিম্ন তফশিল বর্ণিত আমার স্বত্বদখলী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এবং বাজার হইতে সর্ব্বোচ্চ .... টাকার বিক্রয়মূল্য হিসাবে লাভ করিবার প্রস্তাব পাইয়াছি।

এমতাবস্থায় আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ করিয়া জানাইতেছি যে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আপনি ... ... টাকা মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে আপনার সম্মতি পত্র প্রেরণ পূর্বক দলিলের খসড়া করিয়া অনতিবিলম্বে আমাকে পাঠাইবেন।

নিবেদন ইতি . ...

তফশিল

* * * * *

.. ..

স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩০

পৌরসভাকে নোটিশ

প্রতি

চেয়ারম্যান,

.... মিউনিসিপ্যালিটি

....

মহাশয়

পশ্চিমবংগ মিউনিসিপ্যাল আইন ১৯৯৩ এবং অধীনস্থ নিয়মাবলীর বিধানানুসারে আমার স্বত্বদখলীর .... মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত .... নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নিম্নতফসিল বর্ণিত বাস্তুজমি .... নিবাসী শ্রী .... কে .... টাকা মূল্যে বিক্রয় করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছি।

উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অনুমতিদান করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রস্তাবিত বিক্রয় সংক্রান্ত খসড়া দলিলের একটি অনুলিপি অত্রসহ সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি ইং ....

তফসিল

* * * * *

স্থান ....

তাং .... বিক্রেতার স্বাক্ষর

* **দ্রষ্টব্য ঃ** মিউনিসিপ্যাল আইনে এই প্রকার সংযোজনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, প্লট প্লট করিয়া জমি করিবার সময় অনেক সময় বিক্রেতা নর্দমা ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট জায়গা না রাখিয়া জমি বিক্রয় করে। অনভিজ্ঞ ক্রেতা ঐ জমি ক্রয় করিয়া অনেক সময় অসুবিধায় পড়েন। এসকল অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আইনে এই ধরণের বিধান।

নিদর্শ — ৩১

ক্রয় সম্পূর্ণ করিতে বিক্রেতার নোটিশ

[Notice by a vendor to complete a purchase]

প্রতি

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... পোঃ .... থানা .... জেলা .... পিন .... ক্রেতা

মহাশয়

বিগত ইং .... তারিখে আপনার ও আমার মধ্যে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করিবার এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে উক্ত বিক্রয় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কজ-দলিল রেজিসট্রী ইত্যাদি আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হইবার কথা। নির্ধারীতদিন আসন্ন প্রায়। আমি অধীর আগ্রহে আপনার তৎপরতায় অপেক্ষা করিয়া আছি। তবে আজ পর্যন্ত আপনার নিকট হইতে কোন বার্তা পাই নাই। এমতাবস্থায় অত্র নোটিশ দ্বারা পুনরায় আপনাকে জানাইতেছি যে উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে পনের অবশিষ্ট .... টাকা প্রদান করিতে না পারিলে আমি উক্ত চুক্তিপত্রের শর্ত মান্য করিতে বাধ্য থাকিব না এবং বায়না বাবদ প্রদত্ত .. .. টাক চুক্তির শর্তানুসারে বাজেয়াপ্ত হইবে; আপনি আর বায়নার টাকা দাবি করিতে পারিবেন না। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত চুক্তির ফলে আইনের মাধ্যমে অপরাপর যে সকল সুবিধা

সুযোগ আমি পাইতে পারি তাহা অত্র নোটিশ প্রদানের কারণে রহিত হইল না; প্রয়োজনে ঐ সকল সুযোগ আমি গ্রহণ করিতে পারিব। নিবেদন ইতি ইং ....

তফশিল

* * * * *

....

বিক্রেতার স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩২

বিক্রয় সম্পূর্ণ করিতে ক্রেতার নোটিশ

[Notice by purchaser to complete a sale]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা .... পিন ....

বিক্রেতা

প্রিয় মহাশয়

বিগত ইং .... তারিখে আমাব ও আপনার মধ্যে নিম্নতফশিলে বর্ণিত আপনার সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য যে চুক্তি হইয়াছিল সেই চুক্তিমূলে আপনি আমায় .... টাকা মূল্যে নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে অংগীকারবদ্ধ আছেন। এতাবৎকাল আমি অধীর আগ্রহে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি এবং ক্রয়কার্য সম্পূর্ণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে আপনার চুক্তি পালনে দায়িত্ব না থাকিলে এই কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এমতাবস্থায় আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ করিতেছি যে যদি আপনি আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে কোবালা দলিল যদি রেজিস্ট্রী না করেন তবে উহা রেজিস্ট্রী করাইবার জন্য আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইব এবং বিনির্দিষ্ট চুক্তিপালনের জন্য আদালতে মামলা করিয়া আমার স্বার্থসংরক্ষণের সর্বতোভাবে চেষ্টা করিব। এরূপ পরিস্থিতিতে আপনাকে মামলার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

তফশিল

* * * * *

স্থান ....

তাং .... ক্রেতার স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩৩

ক্রেতার খেলাপের জন্য মাল পুনর্বিক্রয়ের নোটিশ

[Notice of re-sale of goods on buyer's default u/section 54, clauses (2) and (4) of the Sale of Goods Act 1930]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ ..... জেলা .... পিন ....

ক্রেতা

মহাশয়

বিগত ইং .... তারিখে আপনি আমার নিকট হইতে .... টাকার মাল খরিদ করিয়াছিলেন এই শর্তে যে মালের মূল্য বাবদ .... টাকা আপনি আমাকে ইং .... তারিখে বা তাহার পূর্বে পরিশোধ কবিবেন। আমি এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ কবিয়া জানাইতেছি যে উক্ত মাল আপনার দায়িত্বে এখানে পড়িয়া আছে। এমতাবস্থায় আপনি উক্ত তারিখ বা তাহার পূর্বে নিম্ন তফশিলে বর্ণিত হিসাব মত .... টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন অথবা পরিশোধ করিতে অবহেলা করেন, আমি উক্তমালগুলি আগামী .... তারিখে খোলা বাজারে নিলাম করিয়া পুনরায় বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিব। নিলাম বিক্রয়মূল্য তফশিলে বর্ণিত হিসাবমূল্য অপেক্ষা কম হইলে আপনি ঘাটতিমূল্য আমাকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই সংগে আনুষংগিক অন্যান্য ব্যয়ভার ও ক্ষতিজনিত খেসাবতের ব্যয় আপনাকে বহন করিতে হইবে।

ভবদীয়

....

বিক্রেতার স্বাক্ষর

তফশিল

* * * * *

মালের তালিকা ও মূল্য

দ্রষ্টব্য : ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২ এর ১৫১, ১৫২ এবং ১৬১ ধারা দেখুন।

নির্দশ — ৩৪

বিশ্বস্তচাকরীর গ্যারানটি অবসানের নোটিশ

[Notice to guarantee for faithful service under section 127 of the Indian Contract Act 1872]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা .... পিন ....

উত্তমর্ণ

মহাশয়

আমি এই মর্মে আপনাকে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... যাহাতে আপনাকে বিশ্বস্ততার সহিত সেবাদান করে এবং কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত ব্যক্তির কাজে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আপনার যাহাতে ক্ষতিপূরণ হয় সেজন্য বিগত ইং .... তারিখে আপনার অনুকূলে যে প্রত্যাভূতি পত্র সম্পাদন করিয়াছিলাম তাহা অদ্য তারিখে অর্থাৎ ইং তাং .... তারিখে এতদ্বারা রদ ও রহিত করিলাম। আমি এই নোটিশ দ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে অতঃপর উক্ত ব্যক্তির কাজের জন্য আপনার যে ক্ষয়-ক্ষতি হইবে সেজন্য আমি দায়ি থাকিব না।

ভবদীয়

জামিনদারের স্বাক্ষর

নির্দশ — ৩৫

চলমান প্রত্যাভূতির অবসান সংক্রান্ত নোটিশ

[Notice to determine continuing gurantee under section 130 of the Indian Contract Act 1872]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস . ... পোঃ . ... জেলা .... পিন ... .

উত্তমর্ণ

মহাশয়

আমি এতদ্বারা নোটিশ দিতেছি যে আপনাকে বিগত ইং .... তারিখে যে প্রত্যাভূতিপত্র আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়াছিলাম তাহা অদ্য হইতে বদ ও রহিত করিলাম। এখন হইতে শ্রী ... . নিবাস .... থানা . . .. জেলা .... এর নিকট হইতে আপনার যাহা পাওনা হইবে তাহার জন্য আমি কোনমতে কোন প্রকারে দায়ী হইব না।

আমি অধিকন্তু নোটিশ করিতেছি যে পরবর্তীকালে উক্ত ব্যক্তিকে আপনি যে টাকা ধার দিবেন তাহা আপনি নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং উক্ত প্রত্যাভূতির সংগে অদ্য তারিখ হইতে প্রদত্ত ঋণের বা টাকা প্রদানের কোন সম্পর্ক নাই। বিগত ইং .... তারিখে আপনার অনুকূলে প্রত্যাভূতি পত্র অদ্য তারিখ হইতে সম্পূর্ণরূপে রদ, রহিত ও বাতিল হইল। উক্ত প্রত্যাভূতির কারণে আপনি আমাকে কোন প্রকারে উক্ত খাতকের জন্য দায়ী করিতে পারিবেন না।

ভবদীয়
জামিনদারের স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩৬
আহিত মাল বিক্রয়ের নোটিশ
[Notice of sale of pledged articles under section 176 of the Indian Contract Act 1872]

প্রতি
শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা .... পিন.........
প্লেজার বা অধিদাতা
মহাশয়

নিম্ন তফসিলেব হিসাবমত আমি আপনার নিকট দীর্ঘকালের পাওনা .... টাকা দাবি করিতেছি এবং অনুরোধ করিতেছি আগামী ইং .... তারিখের মধ্যে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে অথবা পরিশোধেব ব্যবস্থা করিতে। যদি উক্ত ঋণ উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করেন বা পরিশোধের ব্যবস্থা না করেন, তবে যে সকল মাল আহিত (pledged) আছে তাহা প্রকাশ্যে নিলাম করা হইবে আগামী ইং .... তারিখে বেলা .. .. ঘটিকায়। এবং উচ্চতম প্রতি ক্রোশককে (highest bidder) উক্ত মাল বিক্রয় করা হইবে। উক্ত বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে প্রথমে নিলাম বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য ব্যয়, বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রদত্ত সুদ, এবং তৃতীয়ত আসল টাকা প্রদান করিতে হইবে। ইহার পরে যে টাকা ঘার্তিত হইবে তাহা পরিশোধ করিতে আপনি বাধ্য থাকিবেন। আমি আপনাকে উক্ত নিলাম বিক্রয়ের তারিখে ও সময়ে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানাই ভাল মূল্য পাইবার জন্য চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে।

তফশিল

হিসাব	মালের তালিকা
....	....

ভবদীয়
অধিগ্রাহীর স্বাক্ষর
(প্লেজী)

নিদর্শ — ৩৭

দস্তাবেজ দাখিলের নোটিশ

[Notice for production of documents]

প্রতি

শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা .... পিন ....

মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে আপনি ও আমি একত্রে একখানি বণ্টননামা সম্পাদন করি এবং .... সালের .... নং দলিলরূপে .... রেজিসট্রেশন অফিসে রেজিসট্রী করি। উক্ত দলিলের লিখিত চুক্তি অনুসারে বণ্টিত সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় মূল দলিল দস্তাবেজ আপনার নিকট সংরক্ষিত আছে; এবং আমার প্রয়োজনে আপনি ঐগুলি আমাকে ব্যবহার করিতে দিতে দায়বদ্ধ।

এক্ষণে, অত্র নোটিশ দ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে আগামী ইং .... তারিখে উক্ত মূল দলিল দস্তাবেজ আমার বাড়িতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন; এজন্য ব্যয় বাবদ বিলের টাকা আমি প্রদান করিব। দলিল দস্তাবেজের সারণীতে আমি প্রাপ্তি স্বীকার করিব।

দলিল দস্তাবেজের সারণি

....

ভবদীয়

....

নিদর্শ — ৩৮

স্বত্বান্তরকারী দ্বারা স্বত্বান্তরের নোটিশ

[Notice of assignment of assignor]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .... জেলা .... পিন ....

খাতক (Debtor)

মহাশয়

আমি, (উত্তমর্ণ স্বত্বান্তরকারী — creditor-assignor) এতদ্বারা আপনাকে নোটিশ দিতেছি যে আমি বিগত ইং .... তারিখে একটি লিখিত নিদর্শনপত্রমূলে

কখ-কে মূল্যবান প্রতিদানের (valuable consideration) পরিবর্তে খৎপত্রখানি উক্ত কখ-কে এবং তাঁহার অনুকূলে স্বত্বান্তর করিয়াছি, যে খৎপত্রখানি প্রথমে আপনি সমগ্র বক্রী সুদ সহ .... টাকা প্রদানে বাধ্য থাকিবার অংগীকারে আমাকে সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন।

আমি আরও নোটিশদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে উক্ত টাকা বা উহার অতিরিক্ত অর্থ যাহা উক্ত খৎমূলে প্রদেয় হয় তাহা উক্ত কখ-কে অথবা তাঁহার ওয়ারিশ, নির্বাহক, পরিপালক অথবা অ্যাসাইনকে তাহাদের প্রয়োজনে প্রদান করিবেন।

স্থান .... তাং ....

ভবদীয়

. .. .

উত্তমর্ণ স্বত্বান্তরকারীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৩৯

আমমোক্তার রহিতকরণের নোটিশ

[Notice of cancellation of power of attorney]

নিবন্ধক

....

মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে শ্রী .... পিতা .... নিবাস ... . পিন .... থানা .. .. জেলা .... কে নিযুক্তক নিয়োগ করিয়া একটি আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছিলাম, উহা আপনার অফিসে .... সালের .... নং পাওয়ার রূপে প্রামানীকৃত হইয়াছিল। আমি বর্তমানে নিজস্ব কাজ করিতে অক্ষম। সুতরাং অত্র নোটিশ দ্বারা উক্ত আমমোক্তারনামা রহিত করিলাম।

ভবদীয়

. .. .

দাতার স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য : আমমোক্তার সহ বিভিন্ন অভিযোগ এবং ইহার অনুলিপি নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

নিদর্শ — ৪০

স্বত্বনিয়োগী দ্বারা স্বত্বান্তরের নোটিশ

[Notice of assignment by assignee]

প্রতি

কখ (খাতক)

মহাশয়

আমি, নিম্নলিখিত গঘ, এই মর্মে আপনাকে নোটিশ দিতেছি যে উত্তমর্ণ অ্যাসাইনব (creditor assignor) পফ এবং গঘ আমি তাবিখসহ একটি লিখিত নিদর্শনপত্র মূলে টাকাব প্রতিদানে উক্ত পফ বণ্ডখানি আমাকে স্বত্বান্তব কবে যে সম্পাদিত বণ্ড খানি মূলে আপনি উক্ত পফ কে টাকাতে আবদ্ধ আছেন। উক্ত পফ আপনাকে নোটিশ প্রদান কবিতে অস্বীকাব কবিযাছে। এক্ষণে আমি আপনাকে আবও নোটিশদান দিতেছি যে বিগত ই০ তাবিখ হইতে (স্বত্বান্তবেব তাবিখ হইতে) প্রাপ্তব্য সুদসহ উক্ত টাকা আমাকে আমাব ওযাবিশ নির্বাহক, প্রশাসক অথবা অ্যাসাইনকে প্রদান কবিবেন অথবা আমি বা আমাব ওযাবিশ ইত্যাদি যেমন নির্দেশদান কবিবেন।

স্থান তাবিখ

ভবদীয়

গঘ (স্বত্বনিযোগী)

নিদর্শ — ৪১

ক্ষতিকর বাধা ও বস্তু অপসারণের নোটিশ

[Notice for removal of nuisance and obstruction]

প্রতি

শ্রী

মহাশয,

আপনাকে এতদ্বাবা নোটিশ কবিযা জানাইতেছি যে আপনাব বাডি চলাচলেব পথেব ধাবে অবাঞ্ছিত আপনাব বাডিব যাবতীয ময়লা ও নোংবা আপনি পথিপার্শ্বে স্তূপ কবিয়া রাখিতেছেন এই নোংবা পশু পাখি পথেব চাবিদিকে ছডাইতেছে। গলিত নোংবা হইতে দুর্গন্ধ চাবিদিকেব পবিবেশকে বিষাক্ত কবিযা তুলিযাছে। আমি প্রত্যহ সকালে এইপথে চলাচল কবি. ইহা আমার দীর্ঘদিনেব অভ্যাস। আপনার বাড়িব সামনে স্তূপীকৃত ময়লা নোংবা হইতে উত্থিত বিষাক্ত গ্যাস আমার শরীরে ক্ষতিসাধন

করিতেছে। এমতাবস্থায় আমি আপনাকে অনুরোধ কবিতেছি উক্ত নোংবা আগামী ২৪-ঘণ্টাব মধ্যে পথিপার্শ্ব হইতে সবাইবাব ব্যবস্থা কবিবেন। অন্যথা, আমি বাধ্য হইযা আপনাব বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন কবিতে বাধ্য হইব যাহাতে পথিপার্শ্বে ঐরূপ ময়লা না জমিতে পাবে।

স্মবণ বাখিবেন, খেসাবত আদায কবিবাব আমাব অধিকাব এই নোটিশ দ্বাবা বিলুপ্ত হইতেছে না।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

তাং

স্থান

স্বাক্ষব

নিদর্শ — ৪২

জীবনবীমা পলিসি স্বত্বান্তরের নোটিশ

[Notice of assignment of Policy of Life Insurance (Section 38(2) of the Insurance Act 1938 & Section 43 of the Life Insurance Corporation Act 1956)]

প্রতি

ডিভিসানাল ম্যানেজাব

বর্ধমান লাইফ ইনসিওবেন্স কর্পোরেশন ১৮ নং.....।

নির্দেশ   পলিসি নং

মহাশয

আমি শ্রী এতদ্বারা এই মর্মে নোটিশ করিতেছি যে ইনসিওরেন্স আইন ১৯৩৮ (১৯৩৮ এব ৪নং আইন) এর ৩৮ ধাবার নির্দেশমত এবং বিগত ইং তাবিখে কথ এর অনুকূলে আমার দ্বারা সম্পাদিত যে দলিলদ্বারা কলিকাতা ডিভিসান আমাব জীবনের উপর লক্ষ টাকাব তাবিখে পলিসি কবা হইযাছিল উহাব সমগ্র স্বর্তসহ উক্ত বীমা কথকে স্বত্বান্তর কবিযাছি। আমি আপনাকে নোটিশ প্রাপ্ত স্বীকার করিতে অনুরোধ কবিতেছি এবং ইনসিওবেনস আইন ১৯৩৪ এব ৩৮(২) ধারার বিধান মত রেকর্ডভুক্ত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি যাহাতে উক্ত কথ উক্ত পলিসির আসাইনীরূপে স্বীকৃতি লাভ কবে।

ভবদীয়

স্থান   তাং

স্বাক্ষর, দলিল কারক

নিদর্শ — ৪৩

লীজস্বত্ব স্বত্বান্তরের নোটিশ

[Notice of assignment of lease under section 109 of the Transfer of Property Act 1882]

প্রতি

কখ ....

পাট্টাদাতা

মহাশয়,

বিগত ইং .... তারিখে আমি গঘ ও চছ একখানি স্বত্বান্তর পত্র চছ-এর অনুকূলে সম্পাদন করি এই উদ্দেশ্যে যে বিগত ইং ... . তারিখে আপনার ও আমার দ্বারা সম্পাদিত .... নং লীজ দলিল মূলে উক্ত দলিলেব তফশিল বর্ণিত সম্পত্তিতে .... বৎসরের জন্য যে দখলী স্বত্ব লাভ কবি তাহার অবশিষ্ট বৎসরগুলির জন্য ভোগদখলের স্বত্ব যেন চছ লাভ করে। তবে ইজারাদাব খাজনা প্রদান ও লীজের অন্যান্য শর্ত পালনের জন্য দায়ী রহিল।

উক্ত স্বত্বান্তর সম্পর্কে আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ করিলাম।

ভবদীয়

স্থান ... . তাং ....   স্বাক্ষর, স্বত্বান্তরকারী গঘ

নিদর্শ — ৪৪

পৌরসভার বিরুদ্ধে নোটিশ

[Notice of suit against Municipality]

প্রতি

চেয়ারম্যান

.... মিউনিসিপ্যালিটি

নির্দেশ প্রেমিসেস নং ... .

মহাশয়,

আমি আপনাকে এই মর্মে নোটিশ দান করিতেছি যে আপনি আমাকে বিগত ইং .... তারিখে উক্ত বাড়ি ভাঙার যে নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহা তুলিয়া না লইলে অদ্য হইতে দুইমাস অন্তে (নোটিশলাভ করিবার তারিখ হইতে) আপনার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হইব। নিবেদন ইতি

ভবদীয়

স্থান ....   স্বাক্ষর

তাং ....

নিদর্শ — ৪৫

ব্যবসায় বিক্রয়ের নোটিশ

[Notice of sale of business]

এতদ্বারা নোটিশদ্বারা আমি শ্রী .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... জানাইতেছি যে .... স্থানে আমার যে অলংকারের দোকান ছিল তাহা বিগত ইং .... তারিখে শ্রী .... পিতা .... নিবাস .... থানা .... জেলা .... উক্তমূল্যে বিক্রয় করিয়া উক্ত অলংকারের দোকান হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ববান হইয়াছি। হস্তান্তরের তারিখ পর্যন্ত দোকানের দেনার জন্য হস্তান্তরকারী দায়ী থাকিবে। উক্ত বিক্রয়সংক্রান্ত চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর হইতে ক্রেতা সর্বপ্রকার দায়ি থাকিবেন।

স্থান .. ..

তাং ....   বিক্রেতার স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৪৬

সালিশীর জন্য নোটিশ

[Invitation to conciliation under section 62 of the Arbitration and Conciliation Act 1996]

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... পোঃ .. .. থানা ... . .. জেলা .. ..

মহাশয়,

আপনার সহিত সম্প্রতি যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সালিসের মাধ্যমে আমরা উভয়ে পরস্পরে পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে জানিতে পারি। সালিশের মাধ্যমে বিরোধের মাত্রা কমিয়া আসিতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আমি আপনাকে এই প্রস্তাব দিতেছি যে .... মৌজায় পরস্পরের সম্পত্তির সীমানা ঘটিতে বিরোধ নিস্পত্তিতে সালিশীর সাহায্য পাইলে আমাদের উভয়ের পক্ষে লজ্জাজনক হইবে।

আপনি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে আপনার পছন্দমত সালিসের নাম ও ঠিকানা আমার সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। অত্র নোটিশ লাভ করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রহিব। ত্রিশদিন অন্তে আমি আমার এই প্রস্তাবের জন্য দায়ী থাকিব না। ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

স্থান ....

তাং ....   প্রস্তাবকের স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৪৭

সালিশী নিয়োগের নোটিশ

[Notice of appointing a conciliator under section 64 of the Arbitration and Conciliation Act 1996]

প্রতি

শ্রী নিবাস পোঃ জেলা

মহাশয়,

আমরা পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমাদের ব্যবসায়ে আমাদের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা নিষ্পত্তির জন্য কনসিলেয়েটারের সাহায্যে গ্রহণ করিব।

এমতাবস্থায় আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে শ্রী পিতা নিবাস থানা জেলা কে আমার ও আমার অংশীদার উক্ত শ্রী এর মধ্যে ব্যবসায়ে যে বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে সালিশী করিবেন।

আপনাকে অনুরোধ করিতেছি উক্ত শ্রী কে অনুরূপভাবে কনসিলিয়েটর নিয়োগ করিতে। একটি অনুলিপি আমাকে প্রেরণ করিবেন।

ব্যবসায় সংক্রান্ত বিবাদের বিষয়

ভবদীয়

তাং

স্থান ব্যবসায়ীর স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৪৮

মধ্যস্থ নিয়োগের নোটিশ

[Appointment of a sole arbitrator under section 11 of the Arbitration and Conciliation Act 1996]

প্রতি

শ্রী নিবাস পোঃ থানা জেলা

অংশীদার ক

মহাশয়

আমাদের স্থ অংশীদারী কারবারে বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমরা যৌথভাবে আরবিট্রাল ট্রাইবুনাল মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

আপনার সহিত মৌখিক আলোচনার পর এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে শ্রী পিতা নিবাস থানা জেলা জাতিযতো পেশা কে মধ্যস্থ নিয়োগ করিলাম শ্রী আমাদের অংশীদারী কারবারে বিষয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

মধ্যস্থের ক্ষতি গ্রহণান্তে আপনাকে অত্র নোটিশ প্রদান করিতেছি।

এই নোটিশ লাভ করিবার তারিখ হইতে দিনের মধ্যে আপনি উক্ত শ্রী কে অনুরূপভাবে মধ্যস্থ নিয়োগ করিবেন।

ভবদীয়

স্থান

তাং অপর অংশীদার স্বাঃ

নিদর্শ — ৪৯

মধ্যস্থদ্বারা প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ

[Appointment of a Presiding Officer under section 11 of the Arbitration and Conciliation Act 1996]

প্রতি

শ্রী পিতা নিবাস থানা জেলা পেশা

মহাশয়

আমি শ্রী নিবাস থানা জেলা কারবারের অংশীদার শ্রী নিবাস থানা জেলা এর দ্বারা উক্ত কারবারের বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছি এবং আমি শ্রী নিবাস থানা জেলা উক্ত অংশীদারী কারবারের অপর অংশীদার শ্রী নিবাস থানা জেলা এর দ্বারা উক্ত কারবারের বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে অপর মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছি।

আমরা এক্ষণে আপনার সম্মতিক্রমে আপনাকে উক্ত আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

এই দায়িত্বভার গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ কারবারের অংশীদারগণকে এবং আমাদিগকে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করিতেছি।

ভবদীয়

প্রতিলিপি

১। .... অংশীদার　　　　১। ....

২। .... অংশীদার　　　　২। ....

স্থান ....　　　　মধ্যস্থের স্বাক্ষর

তাং ....

নিদর্শ — ৫০

বিবেকমান পক্ষগণকে মধ্যস্থের নোটিশ

[Notice of the Arbitral Tribunal to the parties under section 24 of the Aribitration and Conciliation Act 1996]

.... আরবিট্রাল ট্রাইবুন্যাল

প্রতি

শ্রী .... নিবাস .... থানা .... জেলা . ...

বিষয়

. ... অংশীদারী কারবার

নং .... স্ট্রীট বারাসাত

এবং বিষয়

.... সালের মাল ক্রয়সংক্রান্ত বিরোধ

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে আগামী ইং .... তারিখে .... ঘটিকায় .... নং .... রোডস্থ শ্রী ... . এর বাসভবনে ট্রাইবুন্যালের প্রথম অধিবেশন বসিবে।

উক্ত তারিখে উক্ত সময়ে আপনি আপনার লিখিত বক্তব্যসহ উপস্থিত থাকিবেন।

ব্যবসায় সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র প্রয়োজন হইবে তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল

দস্তাবেজের তালিকা

আরবিট্রাল ট্রাইবুনালপক্ষে
প্রিসাইডিং অফিসার

নিদর্শ — ৫১

স্বামীর তত্ত্বাবধান হইতে স্ত্রীর স্বাধীন জীবনযাত্রা

[Notice of wife's leaving husband's protection]

আমি শ্রী পিতা নিবাস পোঃ থানা জেলা এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিগত ইং তারিখ হইতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে অন্যত্র জীবনযাপন করিতেছে। তাহার সহিত আমার কোন প্রকার পারিবারিক সম্পর্ক নাই। আমিও তাহার সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখি না। তাঁহার ভাল মন্দর সহিত আমি গত উক্ত তারিখ হইতে কোনপ্রকারে জড়িত নাই। এবং তাহার ক্রীতকর্মের জন্য আমি কোনপ্রকারে দায়ী হইব না। আমি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তাঁহার কোনপ্রকার দায়-দায়িত্ব বা ঋণ ইত্যাদির জন্য দায়ী হইব না। এবং আমার কৃতকর্মের জন্য তাহাকে কোনপ্রকারে দায়ী করা চলিবে না। আমার সম্পর্কিত কোন বিষয়ে তাহার সহিত কোন প্রকার আলোচনা করা চলিবে না এবং তাহার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তও গৃহীত হইবে না

স্থান শ্রী

তাং স্বাক্ষর

নিদর্শ — ৫২

নিযুক্তকের ক্ষমতা রহিতের নোটিশ

[Notice of termination of agent's authority (Section 208 of the Indian Contract Act 1872)]

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এই মর্মে নোটিশ করিতেছি যে আমি শ্রী পিতা নিবাস থানা জেলা

জাতিযতা ভাবতীয় পেশা ব্যবসায বিগত ইং তাবিখে একখানি আমমোক্তাবনামা সম্পাদন কবিযা শ্রী পিতা নিবাস থানা জেলা জাতিযতা পেশা কে আমাব নিযুক্তক নিযোগ কবিযা আমাব তবফে কাজ কবিবাব ও প্রতিনিধিত্ব কবিবাব ক্ষমতা অর্পণ কবিযাছিলাম। উক্ত নিযুক্তক আমাব নির্দেশমত কাজ না কবায আমি উক্ত আমমোক্তাবনামা বিগত ইং তাবিখে একখানি বহিতকবণপত্র সম্পাদন কবিযা খাবিজ কবিযাছি। উক্ত শ্রী আব আমাব নিযুক্তকরূপে তাবিখ হইতে কাজ কবিতেছেন না।

উক্ত শ্রী এব আমাব পক্ষে প্রতিনিধিত্ব কবিবাব ক্ষমতা বহিত কবায উক্ত নিযুক্তক আমাব তবফে কোন প্রকাব লেনদেন কবিতে পাবিবে না অথবা কোথাও আমাব প্রতিনিধিত্ব কবিতে পাবিবে না। কোন ব্যক্তি উক্ত নিযুক্তকেব সহিত আমাব তবফে কাজ কবিলে আমি তাহাব জন্য দাযি হইব না তিনি তাহাব নিজেব দাযিত্বে ঐ সকল কাজ কবিবেন। প্রতিলিপি নিযুক্তকাবে প্রেবিত হইল। নিবন্ধিত ডাকযোগে

নির্দেশকর্তাব স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ মোক্তাবনামা সাধাবণত দুইপ্রকাবেব হইযা থাকে। চুক্তি আইনেব বিধানানুসাবে লিখিত মোক্তাবনামা সকল প্রকাব কাজে ব্যবহৃত হইতে পাবে। নিবন্ধন আইন ১৯০৮ মূলে ইহাব নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নহে। তবে আজকাল অনেক সবকাবী / বেসবকাবী অফিসে নিবন্ধিত মোক্তাবনামা দাবি কবিযা মানুষকে হযবান কবিতেছে। বেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে আবাব এই ধবনেব মোক্তাবনামা বেজিস্ট্রি কবিতে গেলে অফিসগুলি চেষ্টা কবে কোবালাব মত স্ট্যাম্প ডিউটি আদায কবা যায কিনা মোক্তাবনামায নিযুক্তককে সম্পত্তি বা কেতেব ক্ষমতা দেওয়া থাকিলেই হইল নিবন্ধক কোবালাব স্ট্যাম্প মাশুল দাবি কবিবে আদালতে মামলা কবিলে একদিন একটা সিদ্ধান্ত কবিবে অসৎ কিছু নিডাঙ্গাব লোকায ব ঘন্টা কাবতে যাবে। আব মামলা কবাতে টাকা লাগিবে প্রচুব এব সময ও লাগে অনেক। আইন বহির্ভূত কথা এখানে না বলাই ভাল। তবে এই মোক্তাবনামাব নিবন্ধনেব কোন প্রযোজন নাই। একটি বহিতকবণপত্র সম্পাদন কবিযা পবে নোটিশ দিলে ভাল হয।

আব একপ্রকাবেব মোক্তাবনামাব কথা বেজিস্ট্রেশন আইনে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। ঐ মোক্তাবনামা নিবন্ধকেব সম্মুখে প্রামাণীকৃত কবিতে হয। ইহাব প্রমাণীকবণ আবশ্যক। এই প্রকাবেব মোক্তাবনামা বহিতকবণ নোটিশ উক্ত নিবন্ধক ও অন্যান্য স্থানে প্রেবণ কবিতে হয।

পরিশিষ্ট

ওকালতনামা

মোকাম বারাসাত মুন্সেফী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

কস্য ওকালতনামা পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে

লিখিতং শ্রী

উপরোক্ত মোকদ্দমার আমা

পক্ষে দাখিল করিবার ও সওয়াল জবাব লিখি পড়িত জবাব ও আমা নাম বকলম দস্তখত করিয়া আমা পক্ষে সাক্ষীর কাগজে দস্তখত এবং মো নিষ্পত্তি অন্তে নথি সার্চ করিবার ও আমা সম্মতিতে নালিশ নিযুক্ত করিবার মোকদ্দমা সোলে করিবার দস্তখতকারী দিবার নতুন নালিশ করিবার অনুমতি মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার কবুল জবাব দিবার টাকা ও দলিল দাখিল করিবার ও আমা দাখিলা দলিল স্বনাম দস্তখতে রসিদ দিয়া ফেরত লইবার ও আমা পাওনা টাকা অথবা দাখিল কোর্ট ফি ফেরত চালান আপন নাম দস্তখতে আদালত হইতে কিম্বা দেনাদারের নিকট গ্রহণ করিবার অথবা চেক বা পোস্টাল অর্ডার আপন নাম বরাবর লইবার এবং আমা পক্ষে ডিক্রিজারীর বাবদ নিলাম খরিদ সম্পত্তির দখল লইবার দরখাস্ত দাখিল ও দখল লইবার রসিদ দিবার দাখিল করিবার ও ফেরত এর লইবার হইবার পর অথবা ডিক্রীদার মিছিল আমার নামে অনুমতি করিবার টাকা উঠাইবার ও ঐ টাকার পেমেন্ট আপন নামে লইবার ও আমা পক্ষে ডিক্রীর জন্য আমলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি নথি সার্চ করিবার জন্য নিম্নলিখিত উকিল মহাশয়গণকে নিযুক্ত করিলাম তাহার কিম্বা তাহাদের মধ্যে যে কেহ হুজুরের নিকট হাজির হইয়া এই মোকদ্দমা ডিগ্রীজারীর তজবীজ জানি নকল লইতে ও মাহারাখা উপরোক্ত ক্ষমতাক্রমে যে কোন কার্য্য আমা পক্ষে করিবেন স্বীকৃত কার্য্যোমার কবুল মঞ্জুর এতদার্থে এই ওকালতনামা লিখিয়া দিলাম ইতি

তাং

এ্যাডভোকেট মহাশয়দিগের নাম নং সাল

HIGH COURT FORM NO. (P) 10A
SUMMONS TO WITNESS
(Order 16, rules 1 and 5, Code of Civil Procedure)

সাক্ষীগণের প্রতি সমন
(দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৬ অর্ডার, ১ ও ৫ নিয়ম)

এই অংশ আপিস হইতে পূরণ করা হইবে।		এই অংশ নজিরখানায় পূরণ হইবে	
তলবানা দাখিলের তারিখ		পেয়াদার নিকট হাওলার তারিখ	
খোরাকি ইত্যাদি দাখিলের তারিখ		জারির পর পেয়াদা কর্তৃক রিটার্ণ দিবার তারিখ	
পরওয়ানা দাখিলের তারিখ		নাজিরের নিকট পরওয়ানা যথার্থ ফেরত দিবার তারিখ	
নাজিরখানায় পাঠাইবার তারিখ		নাজির কর্তৃক আদালতে ফেরত দিবার তারিখ	

জেলা ....

মোকাম . ...

আদালত

সন ২০ .... সালের .... নং মোকদ্দমা

সাং

বাদী

বনাম

প্রতিবাদী

শ্রী .... সাং .... প্রতি

যেহেতু উপরোক্ত মোকদ্দমার পক্ষে .... জন্য আপনার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, অতএব আপনাকে এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, সন ১৯ .... সালের .... তারিখে পূর্ব্বাহ্নে বেলা .... ঘটিকার সময় আপনি (স্বয়ং এই আদালত সমীপে উপস্থিত হইবেন এবং

আপনার সঙ্গে আনিবেন (অথবা আদালতে পাঠাইয়া দিবেন)

আপনাব (বাববদাবী প্রভৃতি খবচ ও) ১ (একদিনেব খোবাকি বাবদ মবলগে . . টাকা* অত্রসহ পাঠান হইল। আপনি আইন সঙ্গত কাবণ বিনা এই হুকুম মান্য না কবিলে আপনাকে ১৯০৮ সালেব দেওযানী কার্য্যবিধি আইনেব ১৬ অর্ডাব ১২ রুলেব বিধান মত অনুপস্থিত হওযাব ফল পাইতে হইবে।

আমাব স্বাক্ষব ও আদালতেব মোহবযুক্তমতে অদ্য সন ১৯ সালেব তাবিখে দেওযা গেল।

জজ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (১) আপনাকে যদি সাক্ষ্য দিবাব জন্য না হইযা কেবলমাত্র দলিল উপস্থিত কবিবাব জন্য তলব কবা হইযা থাকে তাহা হইলে উপবোক্ত তাবিখে ও সমযে আপনি এই আদালতে উক্ত দলিল উপস্থিত কবাইলেই আপনি সমন অনুযাযী কার্য্য কবিযাছেন বলিযা গণ্য কবা হইবে।

(২) উপবোক্ত তাবিখেব অধিক আপনাকে বাখা হইলে কথিত তাবিখেব অতিবিক্ত প্রত্যেক দিন উপস্থিত হইবাব জন্য আপনাকে টাকা দেওযা হইবে।

১ এই সম্বন্ধে সিভিল রুল ও অর্ডাব ভল্যুম ১৭০১ রুল ৩খ, ৭ সাবরুল দ্রষ্টব্য

২ বহিব সাবরুল ৩ক দ্রষ্টব্য।

*১৬ অর্ডাব ২(১) রুল অনুসাবে আদালত কর্তৃক নির্দ্ধাবিত টাকা সিভিল রুল ও অর্ডাব ভল্যুম ১, ৭৮৩ রুল ১, ০৭ সাবরুল দ্রষ্টব্য। যাহা অফিসস্থলে লিখিযা দিবেন তাহা অবস্থানুসাবে যে পক্ষ সমন জাবি কবাইতেছে তিনি অথবা জাবিকাবক পেযাদা দিবেন।

ফৌজদাবী আদালতে নিযত ব্যবহৃত কযেকপ্রকাব আবেদনপত্রের/অভিযোগপত্রেব নিদর্শ

নিদর্শ (১) ১৯৭৩-এব দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬০ ধাবামতে আসামীকে (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে) প্রথম অপবাধীরূপে গ্রহণ কবাব দবখাস্ত।

নিদর্শ (২) ১৯৭৩ এব দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাব [illegible] ধাবামতে অভিযোগ [= নালিশ ফবিযাদ] প্রত্যাহাব কবাব দবখাস্ত

নিদর্শ (৩) অভিযোগ উঠাইযা লওযা যায না এইরূপ অপবাধ সম্বন্ধিত মকদ্দমায আপস মীমাংসাব অনুমতি প্রার্থনা কবিযা দবখাস্ত (দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাব ৩২০(২) ধাবা দ্রঃ

নিদর্শ (৪) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাব ১৩৩ ধাবামতে সর্বসাধাবণের পক্ষে ক্ষতিকব বস্তু অপসাবণেব আদেশ দানেব দবখাস্ত।

নিদর্শ (৫) পূর্বাভাসদায়ক জামিনের (Anticipatory Bail) এর দরখাস্ত।
নিদর্শ (৬) নার্কটিক ড্রাগস্ এ্যাণ্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যানসেস এ্যাক্ট অধীন বিশেষ বিচারক মহোদয় সন্নিধানে জামিনের দরখাস্ত।
নিদর্শ (৭) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারামতে আবেদন।
নিদর্শ (৮) ক্ষতিকর বস্তু অপসারণার্থ দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৩ ধারাভিত্তিক দরখাস্ত।
নিদর্শ (৯) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাব ১২৭ ধারামতে প্রতিপালন ভাতাব পরিবর্তন সাধনের নিমিত্ত দরখাস্ত।
নিদর্শ (১০) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারামতে প্রতিপালনেব দরখাস্ত।
নিদর্শ (১১) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৮ ধারামতে অভিযোগ।
নিদর্শ (১২) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারামতে দবখাস্ত।
নিদর্শ (১৩) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৪ ধারামতে দবখাস্ত।
নিদর্শ (১৪) ....।
নিদর্শ (১৫) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৩ ধারা ভিত্তিক দবখাস্ত।
নিদর্শ (১৬) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৮৫ ধারার অধীন আবেদনপত্র।
নিদর্শ (১৭) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৭০(২) ধাবামতে আবেদনপত্র।
নিদর্শ (১৮) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৫৪ ধারার অধীন দবখাস্ত।
নিদর্শ (১৯) দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৫৪ ধারার অধীন দরখাস্ত।

নিদর্শ — ১

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩৬০ ধারামতে আসামীকে (= অভিযুক্ত ব্যক্তিকে) প্রথম অপরাধীরূপে গ্রহণ করার দরখাস্ত

জিলা .... রাজ্য .... (স্থানে) স্থিত প্রাজ্ঞ আদালত সমীপে ১৯ .... খ্রিষ্টাব্দের ফৌজদারী দরখাস্ত নং ... . (১৯৭৩ এর দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাব ৩৬০ ধাবামতে) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৭২ ধারার অধীন ১৯ . ... খ্রিষ্টাব্দেব সংখ্যাযুক্ত মকদ্দমা।

শ্রী আকাশ মণ্ডল
পিতা প্রয়াত সূর্যকান্ত মণ্ডল
সাকিন : .. ..
থানা : .. ..
জিলা : . .. .

— আসামী

মহামান্য .... আদালত সমীপে।

বিনয়াবনত আসামীর শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ নিবেদন এই :

(১) আসামীর বর্তমান বয়স মাত্র . . .. বৎসর, সুতরাং আসামী কার্যত একটি বালকমাত্র, এখনও তাহার কৈশোর উত্তীর্ণ হয় নাই।

(২) কেবল সন্দেহবশে একটি ক্ষুদ্র চুরির অপরাধের মকদ্দমায় আসামীকে নিরতিশয় অন্যায়ভাবে জড়ানো হইয়াছে।

(৩) আসামী এলেকার একটি অত্যন্ত সম্মানিত পরিবারের সন্তান এবং সে স্থানীয় স্বনামধন্য নবাকুণ আদর্শ বিদ্যামন্দিরের . . . . শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্র।

(৪) উল্লেখিত মকদ্দমায় তাহাকে বিজড়িত করার পূর্বে কদাপি অন্য কোন মকদ্দমায় তাহাকে জড়ানো হয় নাই এবং ইতোপূর্বে কোন মকদ্দমায় সে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত বা প্রতিপন্ন হয় নাই বা দণ্ডিত হয় নাই।

(৫) অতীতে সে কখনও কোন ফৌজদারী মকদ্দমায় কোনওভাবে জড়াইয়া পড়ে নাই এবং এইবারই সর্বপ্রথম তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পাদনের অভিযোগ আনীত হইয়াছে, যে অভিযোগ সর্ব অর্থে কল্পিত বা অনুমিত।

প্রার্থনা

মহামান্য আদালত সন্নিধানে প্রার্থনা, ন্যায়পরতার স্বার্থে

জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতিরেকে এবং প্রয়োজনে দণ্ড গ্রহণার্থ আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে হাজিরা দিবার এবং ইতোমধ্যে সদাচরণ করার অঙ্গীকারপত্রে সহি করাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার মর্জি হউক।

মহামান্য আদালত সন্নিধানে বিনম্র প্রার্থনা ইহাই।

প্রতিরক্ষণ অধিবক্তা

স্থান :

(Defence Counsel)

তারিখ :

নিদর্শ — ২

১৯৭৩-এর দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৭ ধারামতে অভিযোগ / নালিশ/ফরিয়াদ প্রত্যাহার করার দরখাস্ত

মহামান্য .. .. আদালতে ১৯ . . . খ্রিষ্টাব্দের ফৌজদারী দরখাস্ত নং .... (দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৭ ধারামতে) ভারতীয়

দণ্ড- সংহিতার .. .. ধারার/১৯৭৩-এর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার .... ধারার অধীন .... খ্রিষ্টাব্দের .... নং মকদ্দমায় অভিযোক্তার/ নালিশকারীর/ফরিয়াদি-র পক্ষে

শ্রী ....

পিং ....

সাং ....

থানা ....

জিলা ....

— অভিযোক্তা

বনাম

শ্রী ....

পিং ....

সাং .. ..

থানা ....

জিলা .. ..

— আসামী

উপরিউক্ত আদালতের প্রাজ্ঞ বিচারক সমীপে উপরিবর্ণিত মকদ্দমার অভিযোগকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) অভিযোগকারী ও আসামীর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিদ্যমানতা-হেতু সংশ্লিষ্ট পরিবারদ্বয়ের বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শুভেচ্ছাকামীগণের বুদ্ধিদীপ্ত হস্তক্ষেপে পক্ষদ্বয় বন্ধুত্বপূর্ণ আপস মীমাংসায় পৌঁছিয়াছেন।

(২) উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে অভিযোগকারী আর আসামীকে অভিশংসিত (prosecute) করিতে চাহেন না।

(৩) কথিত মকদ্দমাটি বর্তমানে চূড়ান্ত বা সমাপ্তিকর আদেশের প্রতীক্ষায় আছে।

প্রার্থনা

অভিযোগকারীর গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রার্থনা অভিযোগকারীকে তাহার অভিযোগ/নালিশ/ফরিযাদ প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা হউক এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হউক।

স্থান ঃ অভিযোগকারী

তারিখ ঃ

নিদর্শ — ৩

যে অপরাধ সম্বন্ধিত অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায় না. সেই অপরাধের মকদ্দমায় আপস-মীমাংসার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত (দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(৩) ধারা দ্রঃ)

জিলা ঃ

মহামান্য .... আদালতে। ১৯ .... খ্রিষ্টাব্দের ফৌজদারী দরখাস্ত নং .... (দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(৩) ধারামতে) ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩২৪ এবং ৩২৫ ধারার অধীনে রুজু করা . . .. খ্রিষ্টাব্দের .... নং মকদ্দমা বিষয়ে।

শ্রী তাপস শর্মা
পিং ঃ শ্রী বিষ্ণুদেব শর্মা
সাং ঃ মল্লিকপুর
থানা ঃ বারুইপুর
জিলা ঃ ২৪ পরগণা দক্ষিণ

— অভিযোক্তা

বনাম

শ্রী সৌমিত্র চক্রবর্তী
পিং ঃ সব্যসাচী চক্রবর্তী
সাকিন ঃ মালঞ্চ
থানা ঃ বারুইপুর
জিলা ঃ ২৪ পরগণা দক্ষিণ

— আসামী

উপরিউক্ত প্রাজ্ঞ আদালত সমীপে অভিযোক্তার বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) বিগত .... তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩২৪ এবং ৩২৫ ধারামতে সম্পাদিত অপরাধ বিচারার্থ পরিগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত অপরাধ সম্বন্ধিত মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার অযোগ্য।

(২) পরে অভিযোক্তা ও আসামী, উভয়পক্ষীয় সাধারণ সুহৃদবর্গের ও শুভেচ্ছাকামীবৃন্দের মধ্যস্থতায় তাহাদের মধ্যবর্তী বিরোধের আপস মীমাংসায় পৌঁছিয়াছেন।

(৩) উপরিলিখিত পরিস্থিতিতে অভিযোক্তা, আসামীকে আর অভিশংসিত করিতে চাহেন না।

(৪) উপরিউক্ত মকদ্দমায় চূড়ান্ত আদেশ এখনও প্রদানকৃত হয় নাই।

(৫) প্রাজ্ঞ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া যায় না।

প্রার্থনা

মহামান্য আদালত সন্নিধানে অভিযোক্তার প্রার্থনা, অভিযোক্তাকে আপস-মীমাংসা দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে অনুমতি প্রদান করা হউক এবং আসামীকে বেকসুর খালাস দেওয়ার আদেশ প্রদত্ত হউক।

মান্য আদালত সন্নিধানে ইহাই অভিযোক্তার মিনতি।

স্থান : অভিযোগকারীর পক্ষে

তারিখ : অধিবক্তা

নিদর্শ — ৪

১৯৭৩-এর দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারামতে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু অপসারণের আদেশ দানের দরখাস্ত

(স্থানের নাম)-এ স্থিত প্রাজ্ঞ .... আদালত সমীপে।

দরখাস্তকারীর বিনীত ও সশ্রদ্ধ নিবেদন এই :

(১) দরখাস্তকারী ও বিপরীত পক্ষ একই এলেকায় বসবাস করেন এবং তাঁহাদের আবাসগৃহ .... নামক রাস্তার উপর এবং পাশাপাশি অবস্থিত।

(২) উপরিউক্ত রাস্তার ঠিক পার্শ্বে বিপরীত পক্ষের মালিকানাধীন একটি পাতকুয়া আছে।

(৩) পূর্বে উক্ত পাতকুয়া বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল কিন্তু বিপরীত পক্ষ পূরাতন হইয়া যাওয়ার কারণে উক্ত বেড়া অপসারণ কবিয়াছেন কিন্তু তাহার স্থলে নূতন বেড়া দেন নাই।

(৪) পূরাতন বেড়াটি অপসারণ করার পর সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু বিপরীত পক্ষ অদ্যাবধি নূতন বেড়া দেন নাই। বারংবার তাঁহাকে নূতন বেড়া দিয়া পাতকুয়াটিকে ঘিরিয়া রাখিতে অনুরোধ জানানো হইয়াছে কিন্তু বিপরীত পক্ষ ঐ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কার্যতঃ, ঐ অনুরোধে তিনি কর্ণপাত করেন নাই।

(৫) সর্বজনের চলাচলের পথের ঠিক পার্শ্বদেশে অবস্থিত ঐ পাতকুয়া সর্বসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর ও ভীতি উৎপাদক জঘন্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহে অন্ততঃ ছয়-সাত জন লোক উক্ত কুয়ার মধ্যে পড়িয়া ভয়ংকর ভাবে আহত হইয়াছেন যদিও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অপার করুনায় কাহারও প্রানহানি ঘটে নাই। সকলেই বয়স্ক ব্যক্তি বলিয়া কোনপ্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

(৬) স্পষ্টতঃ বেড়াবিহীন উক্ত কূপটি সর্বসাধারণের পক্ষে আশু বিপদের কারণ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে প্রার্থনা, কথিত ব্যাপারে একটি তদন্তানুষ্ঠান করিতে মর্জি হউক এবং উক্ত কূপটি বেড়া দিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করা হউক।

স্থান ঃ দরখাস্তকারী

তারিখ ঃ অধিবক্তা

নিদর্শ — ৫

পূর্বাভাসদায়ক জামিন (Anticipatory Bail)

জিলা ঃ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

আলিপুরে স্থিত দায়রা (= দণ্ডসত্র) বিচারক মহোদয়ের আদালতে .... খ্রিষ্টাব্দের ফৌজদারী বিবিধ মকদ্দমা নং .... বিষয়ে।

১৯৭৩-এর ভারতীয় দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারামতে পূর্বভাসভিত্তিক জামিনের দরখাস্ত বিষয়ে

এবং

বারুইপুর থানার .... তারিখের .... নং মকদ্দমা বিষয়ে

এবং

শ্রী দীপঙ্কর নস্কর
পিং ঃ শ্রী চন্দ্রকান্ত নস্কর
গ্রাম ঃ সূর্যনগর
ডাকঘর ঃ সূর্যনগর
থানা ঃ বারুইপুর
জিলা ঃ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) বিষয়ে

. ... দরখাস্তকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

উপরিলিখিত দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) দরখাস্তকারী ২৪ পরগণা দক্ষিণ জিলার, বারুইপুর থানার ও সূর্যনগর ডাকঘরের অধীন সূর্যনগর গ্রামের জনৈক স্থায়ী অধিবাসী।

(২) উক্ত এলেকায় চুরি-ডাকাতির ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

(৩) দরখাস্তকারী উক্ত গ্রামের গ্রামরক্ষী বাহিনীর সম্পাদক।

(৪) দরখাস্তকারী নিম্নলিখিতরূপ অবগত হইয়াছেন ঃ বিগত তারিখে শারদীয় মহাসপ্তমী পূজার দিন রাত্রি আনুমানিক ১১ ঘটিকায় পূর্ব রেলের .... স্টেশনে দুইটি চোর ধরা পড়ে: ... . অঞ্চলের উপপ্রধান, বয়স আনুমানিক

৪৫ বৎসর যিনি উক্ত এলেকায় সচরাচর .... নামে পরিচিত, চোর বলিয়া কথিত দুইটি লোককে .... স্কুলের মাঠে লইয়া আসেন এবং চোর ধরা হইয়াছ এই খবর ছড়াইয়া পড়ায় অনেক লোক ঐ স্থানে জড়ো হয় এবং কথিত লোক দুইটিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। কিছু সময় ধরিয়া এইরূপ চলে। পরদিন প্রাতে বর্তমান দরখাস্তকারী লোকমুখে শুনিতে পান যে প্রহৃত উক্ত লোক দুইটির একজন মারা গিয়াছে। দরখাস্তকারী লোকমুখে শোনেন যে কিছু সময় ধরিয়া প্রহৃত হইবার পর পলায়নের চেষ্টা করিলে কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি লোক দুইটিকে পুনশ্চ ধরিয়া আনে ও পুর্নবার তাহাদ্গিকে প্রহার করিতে থাকে, ফলে একজনের মৃত্যু হয়। .... তারিখে বর্তমান দরখাস্তকারী যথারীতি কলিকাতাস্থিত তাহার কর্মস্থলে স্বীয় কার্যে যোগদান করেন এবং রাত্রে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বাড়ি ফিরিয়া বর্তমান দরখাস্তকারী শুনিতে পান যে উপরিউক্ত মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া এলেকায় একপ্রকার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কারণ চোর বলিয়া কথিত লোক দুইটি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক। এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান দরখাস্তকারী ভীত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যবৃন্দের পরামর্শে কেবল নিজের ব্যবহারের কিছু পোষাক পরিচ্ছদ সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ গ্রাম ছাড়িয়া কসবায় আসিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধুগৃহে আশ্রয় নেন। প্রায় ১০-১২ দিন উক্ত গৃহে থাকিয়া দরখাস্তকারী দমদম ঘুঘুডাঙ্গায় স্থিত তাঁহার অন্য এক সুহৃদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে ঐ স্থানেই রহিয়াছেন।

(৫) বর্তমান দরখাস্তকারী সাধারণতঃ তাঁহার দুই ভাই এবং প্রায় ৮০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা রোগজীর্ণা মাতাকে লইয়া বসবাস করেন। দরখাস্তকারীর অন্য এক ভাই সরকারী কার্যব্যপদেশে গুয়াহাটি থাকেন। সর্বমোট ৪ ভাই-এর মধ্যে বর্তমান দরখাস্তকারী কনিষ্ঠ। দরখাস্তকারীর সহিত বসবাসকারী ভ্রাতাদ্বয় রাজ্য সরকারী কর্মী এবং তাহারা রাজ্য সরকারের দপ্তরদ্বয়ে নিযুক্ত আছে। বর্তমান দরখাস্তকারী কেন্দ্রীয় সরকারের .... বিভাগের .... পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দরখাস্তকারীর এক ভগিনী বিবাহিতা এবং সে তাহার স্বামীর সহিত নাগাল্যাণ্ডে বসবাস করে। দরখাস্তকারীর পরিবারের প্রায় ছয় বিঘা চাষাবাদের জমি আছে।

(৬) বর্তমান দরখাস্তকারী জানিতে পারিয়াছেন যে স্থানীয় থানার পুলিশ তাঁহার গ্রামের বাড়িতে গিয়া তাঁহার সম্পর্কে খোঁজখবর লইয়াছে।

(৭) বর্তমান দরখাস্তকারী অনুমান করিতেছেন যে উপরিউক্ত মকদ্দমায় পুলিশ যে-কোন মুহূর্তে তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারে এবং তাঁহাকে নানাভাবে হয়রান ও অপদস্থ করিতে পারে এবং ফলে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হইয়া যাইতে পারেন যাহা সর্ব অর্থে অনভিপ্রেত।

(৮) বর্তমান দরখাস্তকারী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী এবং কলিকাতায় দায়িত্ব সম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত। তিনি তাঁহার পরিবারের সকলকে লইয়া স্বগ্রামে নিজ গৃহে

বসবাস করেন। তাঁহার পলাতক হইবাব বা স্থানত্যাগী হইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই।

(৯) বর্তমান দরখাস্তকারী সর্বৈব নির্দোষ এবং উপরে বর্ণিত হত্যাব ঘটনার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

(১০) সদুদ্দেশ্যে আন্তরিকতা সহকাবে ন্যায়পরতাব স্বার্থে এই দবখাস্ত কবা হইল।

এমতাবস্থায় বর্তমান দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা, ১৯৭৩-এর দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারামতে কৃত অত্র দবখাস্তমূলে যথাযথ ন্যায়ানুগ আদেশ প্রদানান্তে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হউক যে, পুলিশ কর্তৃক .... তারিখের .... মকদ্দমার প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন মকদ্দমায তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করা হইলে গ্রেফ্‌তার কবার মুহূর্তেই যেন তাঁহাকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাকে যেন কোনপ্রকারে হয়রান, বিরক্ত বা অপদস্থ না করা হয়,

এবং

শুনানীকালে এবং কোন হেতু প্রদর্শিত হইলে এবং উহা পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট নহে বলিয়া পরিলক্ষিত হইলে উক্ত আদেশ নিব্যূঢ় কবা হউক এবং অন্য যে আদেশ বা আদেশ সকল প্রদান কবা উপযুক্ত বা ন্যায়ানুগ বলিয়া বিবেচিত হয তাহা প্রদত্ত হউক।

মহামান্য ন্যায়ালয়সন্নিধানে দরখাস্তকারীব ইহাই মিনতি।

নিদর্শ — ৬

নার্কোটিক ড্রাগস এ্যাণ্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যানসেস এ্যাক্ট, ১৯৮৫ মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনের দরখাস্ত

আলিপুরস্থ প্রাজ্ঞ বিশেষ বিচারক, এন ডি. পি এস্ আইন, মহোদয়েব আদালতে জামিনের দরখাস্ত বিষয়ে

এবং

এন্. ডি. পি. এস. আইনের অধীনে . ... খ্রিষ্টাব্দেব .. .. নং মকদ্দমা। ... . খ্রিষ্টাব্দের অভিযোগ ভিত্তিক .... নং মকদ্দমা বিষয়ে [১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের নার্কোটিক ড্রাগস্ এ্যাণ্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যানসেস্ আইনের ২০(খ)(১) ধারা মতে]

এবং

শ্রী গোপীবল্লভ দাস

পিং : প্রয়াত গুণধর দাস

ঠিকানা :

থানা : দমদম

কলিকাতা ৭০০ ০২৮

আসামী দরখাস্তকারী

বনাম

সরকার .... বিপরীত পক্ষ

বিষয়ে

উপরিলিখিত দরখাস্তকারীর পক্ষে অত্র দরখাস্তের বিনীত নিবেদন এই :

(১) সংক্ষেপে বলিলে অভিশংসন মকদ্দমা এই যে সন্ধানদাতা (informant) জনৈক পুলিশ আধিকারিক প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে অন্যান্য বিবৃতির মধ্যে বিবৃত করিয়াছেন যে আসামী দরখাস্তকারীকে গত .... তারিখে গ্রেফ্তার করার সময় তাহার স্কুটারে ৪ কেজি ৫০ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার আংশিক নিয়ন্ত্রনাধীন একটি গুদামে ১৪০০ কেজি গাঁজা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বিষয়ে যে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দাখিলকৃত হইয়াছে তাহাতে এই অভিযোগসমূহ বিধৃত আছে।

(২) আসামী দরখাস্তকারী নির্দোষ এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত হইয়া তাঁহাকে এই মকদ্দমায় জড়ানো হইয়াছে।

(৩) গত .... তারিখে মহামান্য আদালত এই যুক্তির প্রেক্ষিতে জামিনের দরখাস্ত [= আবেদনপত্র, যাচনপত্র] বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই পর্যায়ে জামিন মঞ্জুর করা যায় না।

(৪) আসামী-দরখাস্তকারীর দুই নাবালক পুত্র ইন্দ্রদীপ ও সৌম্য, যাহাদের বয়স ১১ ও ৭১/২ বৎসর মাত্র, হিমাচল প্রদেশের সিমলায় একটি স্কুলে পাঠরত আছে। তাহাদের পিতা, যিনি গ্রেফ্তার হইয়াছেন অর্থাৎ বর্তমান যাচক মাঝেমধ্যে শিশুদ্বয়কে দেখিবার জন্য সিমলা যাইতেন। কিন্তু গ্রেফ্তার হওয়ায় তিনি কয়েকমাস যাবৎ তাহাদের দেখিতে পান নাই। এই ঘটনা নাবালকদ্বয়ের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে এবং তাহারা অপরিসীম উদ্বেগের ও চিন্তাজনিত ক্লেশের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে। গত শীতের ছুটিতে যখন তাহার কলিকাতায় আসিয়াছিল তখনও তাহারা তাহাদের পিতাকে দেখিতে পায় নাই। শিশু দুইটি বিরামহীনভাবে কান্নাকাটি করিতেছে তাহাদের পিতাকে দেখিবার জন্য। এইরূপ পরিস্থিতি শিশু দুইটির স্বাস্থ্য ও মনের উপর যে কি প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

(৫) গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তির স্ত্রী শ্রীমতী .... অত্যন্ত অসুস্থ এবং সম্পূর্ণরূপে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন এবং নিয়ত তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে।

(৬) গ্রেফ্তার হওয়া ব্যক্তি অর্থাৎ বর্তমান দরখাস্তকারী নিজেও অসুস্থ ও তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

(৭) আটক রাখা ব্যক্তিকে অর্থাৎ দরখাস্তকারীকে আর আটক রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই কারণ তাঁহার মাদক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল অনুমানের ও প্রাক্‌প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান দরখাস্তকারীকে নার্কোটিক ড্রাগস্ এ্যাণ্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যানসেস এ্যাক্ট ১৯৮৮-এর সহিত পঠিত নার্কোটিক ড্রাগস্ এ্যাণ্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যানসেস এ্যাক্ট, ১৯৮৫ মতে গ্রেফ্‌তার ও আটক করা হইয়াছে। এই কার্য ন্যায়নীতির পরিপন্থী।

(৮) আটক রাখার আদেশ প্রধানতঃ একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং কোনও ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণ ধারা সংক্রান্ত সঙ্গত পূর্বাভাসমূলকতার উপর তাহার ভিত্তি।

(৯) নিবারণার্থ নিরোধ (preventive detention)-এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ দণ্ডদান নহে, উহার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিবিশেষের অপবাধমূলক কার্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া।

(১০) উপরের ৩ ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, জামিন মঞ্জুর কবার ন্যায্যতা প্রতিপাদনক্ষম নূতন পাবিপার্শ্বিকতা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে (তথ্যসমূহ পবিবর্তিত হইযাছে)।

(১১) আইনকে এরূপে ব্যাখ্যা কবা আবশ্যক যাহাতে ঐ-ব্যাখ্যার আলোকে আইন সমাজকে রক্ষা করিতে পারে।

(১২) আটক রাখা ব্যক্তি, বর্তমান যাচক, সমাজবিরোধী ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যবসায়ী।

(১৩) আটক-রাখা ব্যক্তি উল্লেখ্য স্থাবর সম্পত্তিব মালিক, কলিকাতায় তাহার বাড়ি. ফ্ল্যাট আছে।

(১৪) তাঁহার আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে অনেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আধিকারিক ও কর্মচারী।

(১৫) আটক রাখা ব্যক্তি, বর্তমান আবেদনকাবী একজন সু-নাগরিক এবং আয়কর, বিক্রয়কর-আদি নিয়মিত প্রদান করিয়া থাকেন।

(১৬) তিনি বোতলের ছিপির ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

(১৭) আইনের যে বিধান কোন নাগরিকেব স্বাধীনতাকে খর্ব করে, সেই বিধানের ব্যাখ্যাকরণ শৈথিল্য বর্জিত হওয়া ও কঠোব নিয়মানুবর্তী হওয়া আবশ্যক।

(১৮) জামিন দিতে অস্বীকার করা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণ করে, যাহার মূল্য সীমাহীন। ভারতের সাংবিধানিক পদ্ধতি, ভারত সংবিধানের ১৯, ২১ ও ২২ অনুচ্ছেদ দ্বারা এই স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিযাছে। ভারত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১-এর তাৎপর্য ও ব্যাপ্তি এত গভীর যে জামিনের প্রশ্ন অবশ্যই উহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৯) জামিনে মুক্তি দেওয়া হইলে আটক ব্যক্তি পলায়ন করিবে এরূপ আশঙ্কা করার কোন হেতু নাই।

(২০) আবেদনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইলে সমাজের বা তাহার কোন অংশের ব্যাপক ধ্বংসসাধন বা ক্ষতিসাধন করিবেন এরূপ সম্ভাবনা অকল্পনীয়। আবেদনকারী একজন সৎ ব্যবসায়ী এবং তিনি কঠোর শ্রমার্জিত অর্থে জীবিকার্জন করেন।

(২১) জামিনে মুক্তি দেওয়া হইলে আবেদনকারী কোন সাক্ষ্য প্রমাণে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিবেন, কোন দস্তাবেজে গুপ্ত পরিবর্তন করিবেন সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করিবেন বা অন্য-কোন অপকার্য করিবেন এরূপ সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

(২২) প্রারম্ভিক বিচারকার্য (ট্রায়াল) যাহাতে দ্রুত পরিসমাপ্তি লাভ করে তন্নিমিত্ত চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।

(২৩) আবেদনকারী পূর্বে কদাপি নির্ণীতাপরাধ [(= সিদ্ধদোষ, প্রমাণিত দোষ)] (convicted)] হন নাই।

(২৪) জামিনের প্রার্থনা বিবেচনার জন্য মহামান্য আদালত সন্নিধানে নূতন বিষয় উত্থাপিত হওয়াব ন্যায়পবতার স্বার্থে বর্তমান যাচনীপত্র বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

একারণ বিনীত প্রার্থনা, যে কোন শর্তাধীনে বর্তমান আবেদনকাবীকে জামিনে মুক্তি দিতে মর্জি হয়।

প্রাজ্ঞ আদালত সন্নিধানে আবেদনকারীর ইহাই মিনতি।

স্থান ঃ অধিবক্তা

তারিখ ঃ আবেদনকারী

নিদর্শ — ৭

মিথ্যা সাক্ষ্য ঃ দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারামতে আবেদন

জিলা ঃ .... ম্যাজিস্ট্রেট্ আদালতে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ... . ধারার অধীন .... খ্রিষ্টাব্দের .... সংখ্যাযুক্ত ফৌজদারী মকদ্দমা।

শ্রী বনমালী রায়
পিতা ঃ প্রয়াত সূর্যকান্ত রায়
গ্রাম ঃ নবপল্লী
থানা ঃ দমদম
জিলা ঃ ২৪ পরগণা (উত্তর)

— আসামী দরখাস্তকারী

বনাম

শ্রী মতিলাল পাল
পিতা ঃ প্রয়াত ইন্দ্রদীপ পাল
গ্রাম ঃ নবপল্লী
থানা ঃ দমদম
জিলা ঃ ২৪ পবগণা (উত্তর)

— অভিযোক্তা-বিপরীত পক্ষ

উপরিলিখিত দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) অভিযোক্তা বিপরীত পক্ষেব অভিযোগেব ভিত্তিতে বর্তমান দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উপবিউক্ত ফৌজদারী মকদ্দমা রুজু কবা হইযাছে এবং কথিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র মহামান্য আদালতে বর্তমান দরখাস্তকাবীব প্রারম্ভিক বিচার চলিতেছে।

(২) অত্র মকদ্দমার শুনানীকালে অভিযোক্তা বিপরীতপক্ষ তাহাব অভিযোগেব সমর্থনে অত্র মহামান্য আদালত সমক্ষে জাল-কবা দস্তাবেজ সমূহ (...... .... চিহ্নিত) প্রকাশ কবিযাছেন এবং অভিশংসন সাক্ষী . .. এর মাধ্যমে উক্ত দস্তাবেজসমূহ প্রমাণ করিতে চাহিযাছেন।

(৩) কথিত অভিশংসন সাক্ষী উক্ত মিথ্যা দস্তাবেজসমূহ প্রস্তুত কবিয়াছেন এবং প্রাজ্ঞ আদালত সমক্ষে মিথ্যা বিবৃতি দিয়াছেন। দৃষ্টতঃ, তিনি এই তথ্য সম্বন্ধে সচেতন ও অবহিত ছিলেন যে উক্ত দস্তাবেজসমূহ চলিতে-থাকা বৈধিক কার্যবাহে সাক্ষ্যে ব্যবহার করা হইবে ঐরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ মহামান্য আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মকদ্দমাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপাবে প্রাজ্ঞ আদালতকে অসঙ্গতভাবে প্রভাবিত করিবে ও বিভ্রান্ত করিবে বা উৎ-পথে চালিত কবিবে।

(৪) বর্তমান দবখাস্তকারীর হস্তে তাঁহার বক্তব্যেব সমর্থক প্রভূত সাক্ষ্য প্রমাণ রহিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা কতিপয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র অত্র মান্য আদালতে পেশ করিতেছেন যদ্দারা ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইবে যে অভিযোক্তা-বিপরীত পক্ষ প্রতারণামূলকভাবে ও অসৎভাবে জাল করা দস্তাবেজ সমূহকে অকৃত্রিম [= আসল, খাঁটি] বলিয়া ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন, যে দস্তাবেজসমূহকে তিনি জাল করা ও কৃত্রিম বলিয়া জানেন ও জানিতেন।

(৫) দরখাস্তকারীর সশ্রদ্ধ নিবেদন, ন্যায়পবতাব স্বার্থে দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫ ধারার (১)-উপধারার (খ)-প্রকবণে উল্লেখিত অপবাধ বিষয়ে একটি তদন্তানুষ্ঠান করা আবশ্যক ও প্রয়োজনীয়। এক্ষণে, এইরূপ পরিস্থিতিতে, দরখাস্তকাবীর প্রার্থনা, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার .... ধারায় উল্লেখিত অপরাধের প্রেক্ষিতে অভিযোক্তা অপরপক্ষ যে দস্তাবেজসমূহ আদালত সমক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হউক, বিষয়টি নথিতে উল্লেখিত হউক এবং ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীব ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের সন্নিধানে লিখিত অভিযোগ দায়েরকৃত হউক।

আসামী দরখাস্তকারী
আসামী পক্ষীয় অধিবক্তা

স্থান ঃ
তারিখ ঃ

নিদর্শ — ৮

বিরক্তিকর বস্তু অপসারণার্থ দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারাভিত্তিক দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের সন্নিধানে
নাম ঃ শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য্য
পিতার নাম ঃ শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য
ঠিকানা ঃ ১৩৫ স্ট্র্যাণ্ড রোড্, ইংলিশ বাজার, মালদহ
থানা ঃ ইংলিশ বাজার
ডাকঘর ঃ ইংলিশ বাজার
জিলা ঃ মালদহ

— দরখাস্তকারী

বনাম

নাম ঃ শ্রী তথাগত গোস্বামী
পিতার নাম ঃ প্রয়াত শুভজিৎ গোস্বামী
ঠিকানা ঃ ১৩৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড্, ইংলিশ বাজার, মালদহ
থানা ঃ ইংলিশ বাজার
ডাকঘর ঃ ইংলিশ বাজার
জিলা ঃ মালদহ

— বিপরীত পক্ষ

বিষয় ঃ দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ১৩৩ ধারামতে দরখাস্ত

উপরিলিখিত দরখাস্তকারীর সশ্রদ্ধ নিবেদন এই ঃ

(১) বর্তমান দরখাস্তকারী ইংলিশ বাজাব শহরের মহানন্দা তীরবর্তী ১৩৫ নং স্ট্যাণ্ড্ রোড্ এর বাসিন্দা।

(২) বিপরীত পক্ষ বর্তমান দরখাস্তকারীর প্রতিবেশী এবং ১৩৬ নং স্ট্র্যাণ্ড্ রোড্ এর বাসিন্দা।

(৩) বিপরীত পক্ষের দুইটি নারিকেল বৃক্ষ বিপজ্জনকভাবে দবখাস্তকারীর এ্যাসবেসটস্ নির্মিত ছাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং যে-কোন সময় বাত্যাতাড়িত হইয়া উক্ত বৃক্ষদ্বয় উক্ত এ্যাস্বেসটস্ ছাতের উপর আরও হেলিয়া পড়িয়া ভয়াবহ বিপর্যয় ও প্রাণহানি ঘটাইতে পারে। অবস্থা যে প্রকার, তাহাতে উক্ত সম্ভাবনা অতিশয় প্রবল ও সর্ব অর্থে ভীতি উৎপাদক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দরখাস্তকারীর পরিবারেব সকলে নিদারুণ প্রাণভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। এমনকি, দরখাস্তকারীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সকলেই ভয়ে দরখাস্তকারীর গৃহে পদার্পন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এমতাবস্থায় মহামান্য আদালতের নিকট বিনীত প্রার্থনা দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারামতে উপযুক্ত ব্যবস্থা পরিগৃহীত হউক/যথাযথ আদেশ প্রদান করা হউক।

বর্তমান দরখাস্তকারীর ইহাই মিনতি।

নিদর্শ — ৯

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১২৭ ধারামতে প্রতিপালন ভাতার পরিবর্তন সংসাধনের নিমিত্ত দরখাস্ত

(নামপত্র আদি যথাবীতি)

(১) .. .. খ্রিষ্টাব্দেব . . . . .. সংখ্যাবাহী মকদ্দমায় .... তারিখে প্রদত্ত বায়ে উত্তববাদীকে প্রতি মাসে ৮৫০. (আটশত পঞ্চাশ টাকা) প্রতিপালন ভাতা রূপে দবখাস্তকাবিনীকে 'প্রদান কবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

(২) উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইবাব পব দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইযাছে এবং ইতোমধ্যে দ্রব্যমূল্য নিবতিশয বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওযায জীবনধারনেব ব্যয স্ফীত হইয়াছে। এবং এইরূপ অভূতপূর্ব পবিস্থিতিতে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিপালন ভাতা বর্ধিত করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইযাছে।

(৩) উপরের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত যে তাবিখে প্রতিপালন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত আজ্ঞপ্তি দেওয়া হয তাহার পব বিগত ককেযটি বৎসবে উত্তরবাদী চাকুবীতে তিনবার পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন, ফলে তাঁহার মাসিক বেতন বহুলাংশে বিবর্ধিত হইয়াছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারিনীব বিনীত প্রার্থনা বিজ্ঞ আদালত প্রতিপালন ভাতা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আদেশ পুনর্বিলোকন করুন এবং ন্যায়পবতাব স্বার্থে উত্তববাদীকে পরিবর্তিত উচ্চতব হারে মাসিক প্রতিপালন ভাতা প্রদান কবিতে আদেশ দেওয়া হউক।

মহামান্য আদালত সমীপে বর্তমান দবখাস্তকাবিনীব ইহাই মিনতি।

স্থান ঃ দবখাস্তকারিনী

তারিখ ঃ

আমার কার্যালযে প্রস্তুত করা হইল

অধিবক্তা

নিদর্শ — ১০

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারামতে প্রতিপালনের দরখাস্ত

.... এ স্থিত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে .. ..

খ্রিষ্টাব্দের মকদ্দমা নং ....

শ্রীমতী সুচন্দনা গুপ্ত
স্বামী ঃ শ্রী অমিতাভ গুপ্ত
সাকিন ঃ
থানা ঃ
ডাকঘর ঃ
জিলা ঃ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

— আবেদনকারিনী

বনাম

শ্রী অমিতাভ গুপ্ত
পিং ঃ প্রয়াত সব্যসাচী গুপ্ত
সাকিন ঃ
থানা ঃ
ডাকঘর ঃ
জিলা ঃ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

— উত্তরবাদী

উপরিলিখিত আবেদনকারিনীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) .... অতিরিক্ত জিলাজজ আদালতে আবেদনকারিনী ও উত্তরবাদীর মধ্যে বিবাহচ্ছেদ সংক্রান্ত যে মকদ্দমা চলিতেছিল (............ খ্রিষ্টাব্দের .... সংখ্যাযুক্ত বিবাহ সম্বন্ধিত মকদ্দমা) তাহাতে বিগত .... তারিখে উক্ত মহামান্য আদালতের আজ্ঞপ্তি ও রায়ে বিবাহচ্ছেদ সংঘটিত হইযাছে।

(২) বর্তমান আবেদনকারিনী বিবাহ বিচ্ছিন্না হইলেও অদ্যাবধি পুনর্বিবাহ করেন নাই এবং সেইহেতু দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ১২৫ ধারার (১)-উপধারাব সহিত সংলগ্ন ব্যাখ্যা (খ) অনুসারে দরখাস্তকারিনীর, উত্তরবাদীর স্ত্রীর বিধিসম্মত মর্যাদা অটুট আছে।

(৩) যেহেতু আবেদনকারিনী আইনানুসারে অদ্যাবধি উত্তরবাদীর স্ত্রী রূপে পরিগণিত, সেই হেতু উত্তরবাদীর কর্তব্য হইতেছে তাহার প্রতিপালন করা এবং এইরূপ পরিস্থিতি-তে আবেদনকারিনীর ন্যায়ানুগ অধিকার রহিয়াছে উত্তরবাদীর নিকট হইতে প্রতিপালন ভাতা দাবি করার।

(৪) আবেদনকারিনী নানাবিধ দীর্ঘস্থায়ী জটিলরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় শয্যাশায়িনী হইয়া আছেন, কাজকর্ম করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। নিজেকে প্রতিপালন করার ক্ষমতা তাহার নাই।

(৫) উত্তরবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা। তিনি একজন উচ্চ বেতনভোগী আধিকারিক। তদ্ব্যতীত, তাঁহার প্রভূত স্থাবর সম্পত্তি রহিয়াছে যাহার অনুপুঙ্খ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে বর্তমান আবেদনকারিনীর বিনীত প্রার্থনা, ন্যায়পরতার স্বার্থে এই আবেদনপত্রের তারিখ হইতে উত্তরবাদীকে প্রতিমাসে প্রতিপালন ভাতা রূপে ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্র দেওয়ার এবং উক্ত অর্থ প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে ডাক মারফৎ বর্তমান আবেদনকারিনীর ঠিকানায় প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হউক।

মহামান্য আদালত সন্নিধানে বর্তমান আবেদনকারিনীর ইহাই মিনতি।

স্থান ঃ আবেদনকারিনী

তারিখ ঃ অধিবক্তার মাধ্যমে

সত্যাখ্যান

আমি শ্রীমতী সূচন্দনা গুপ্ত পিতা স্বর্গীয় তথাগত গুপ্ত ঠিকানা ঃ . .. . শপথ গ্রহণান্তে নিম্নলিখিত রূপ বিবৃত করিতেছি ঃ

(১) আমি বর্তমান মকদ্দমার আবেদনকারিনী হইতেছি।

(২) বর্তমান পত্রের অনুচ্ছেদ .... এ যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্থান ঃ আবেদনকারিনী

তারিখ ঃ

সংলাপ ঃ

বিবাহ সম্বন্ধিত আজ্ঞপ্তি (মূল)।

* দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতা (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, (১৯৯২-এর পশ্চিমবঙ্গীয় ২৫ আইন)-এর ৪ ধারা দেখুন। উক্ত সংশোধন আইন ২২শে এপ্রিল ১৯৯৩-এর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

নিদর্শ — ১১

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৮ ধারামতে দরখাস্ত

.. .. আদালতে। দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৮ ধারামতে অভিযোগ খ্রিষ্টাব্দের .... সংখ্যাযুক্ত মকদ্দমা

শ্রী কুনাল সেনগুপ্ত

পিতা : প্রয়াত সৌরভ সেনগুপ্ত

.... নং পি. কে. গুহ রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট

থানা : দমদম

ডাকঘর : কলিকাতা - ৭০০ ০২৮

জিলা : উত্তর ২৪ পরগনা

— অভিযোক্তা

বনাম

ভাস্কর মজুমদার

পিতা : অর্ণব মজুমদার

.... নং পি. কে. গুহ রোড,

দমদম ক্যান্টনমেন্ট

থানা : দমদম

ডাকঘর : কলিকাতা - ৭০০ ০২৮

জিলা : উত্তর ২৪ পরগণা

— আসামী

উপরিলিখিত অভিযোক্তার বিনীত নিবেদন এই :

(১) অভিযোক্তা দমদম ক্যান্টনমেন্টের .... নং পি. কে. গুহ রোডে শান্তিনিকেতন নামক বাটীতে সপরিবারে বসবাস করেন।

(২) অভিযোক্তার আনুমানিক ১৫ বৎসর বয়স্কা নাবালিকা কন্যা স্থানীয় .... বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী অদিতির বিগত .... তারিখ হইতে কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

(৩) অদিতির সহিত একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে পাঠরতা অন্য অন্য ছাত্রীদের সহিত সংযোগ স্থাপন কবিয়া এবং তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া অভিযোক্তা অবগত হইয়াছেন যে বিগত .... তারিখে বিদ্যালয়েব ছুটির পর বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আসামী অদিতিকে হরণ করিয়াছে। অভিযোক্তা দমদম ক্যান্টনমেন্টের যে পাড়ায় বাস করেন আসামী সেই পাড়ারই অধিবাসী। আসামী অতিশয় নিন্দনীয় চরিত্রের যুবক ও নানাবিধ অসামাজিক ক্রিয়াকর্মের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত।

(৪) বিশ্বস্ত সূত্রে অভিযোক্তা অবগত হইয়াছেন যে আসামী তাহার নাবালিকা কন্যাকে হরণ করিয়া মালদহ জিলার ইংলিশ বাজারে লইয়া গিয়াছে এবং সেখানে নূতন পল্লীতে তাহার এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে উঠিয়াছে ও বর্তমানে সেইখানে অবস্থান করিতেছে। আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে উক্ত নিকটাত্মীয় সন্দেহজনক চরিত্রের লোক এবং কথিত ইংলিশ বাজার শহরে দুষ্টচরিত্রের লোক বলিয়া তাহার ব্যাপক পরিচিতি আছে।

(৫) অভিযোক্তার মনে এই স্বাভাবিক ভীতি ও আশঙ্কা রহিয়াছে যে, অভিযোক্তার উক্ত কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসামী-কে বিবাহ করিতে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে আসামী তাহাকে হরণ করিয়া দূরবর্তী স্থানে লইয়া গিয়াছে।

(৬) অভিযোক্তা এই নিদারুন ভয়ে ভীত হইয়া আছেন যে তাঁহার উক্ত নাবালিকা কন্যার জীবন ও ভবিষ্যৎ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অভিযোক্তার সশ্রদ্ধ প্রার্থনা, উপরে বিবৃত এবং হলফনামায় উল্লেখিত কারণে অবিলম্বে অভিযোক্তার উক্ত কন্যাকে উদ্ধার করার এবং তাহার স্বাভাবিক অভিভাবক বর্তমান অভিযোক্তার হেপাজতে তাহাকে অর্পণ করাব আদেশ প্রদান করা হউক। প্রকাশ থাকে যে, অভিযোক্তা, তাহার উক্ত কন্যার স্বাভাবিক ও ন্যায়ানুগ অভিভাবক বলিয়া, তাহার প্রহরায় ও তত্ত্বাবধানে উক্ত কন্যাকে রাখার অধিকাব সম্পন্ন।

স্থান ঃ অভিযোক্তা

তারিখ ঃ অধিবক্তার মাধ্যমে

সংলাপ ঃ

(১) অভিযোক্তার শপথনামা।

(২) সাক্ষীর শপথনামা।

(৩) যে কন্যাকে হরণ করা হইয়াছে তাহাব ফটোগ্রাফ।

(৪) যে কন্যাকে হরণ করা হইয়াছে তাহার জন্ম তাবিখ সম্বন্ধিত প্রমাণ পত্র।

নিদর্শ — ১২

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারামতে দরখাস্ত

(স্থান)-এ স্থিত .... ম্যাজিস্ট্রেট্ মহোদয়ের ....

আদালতে (নামপত্র যথারীতি)

বর্তমান দরখাস্তকারিনীর সশ্রদ্ধ নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে হিন্দু রীতিনিয়ম অনুসারে দরখাস্তকারিনীর সহিত উত্তরবাদীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিবাহের পর উত্তরবাদী (respondent) ও দরখাস্তকারিনী উত্তর ২৪ পরগণা জিলার খড়দহে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেন। দরখাস্তকারিনী একটি সরকারী হাসপাতালে স্টাফ নার্স রূপে কর্মরতা আছেন।

(২) এইরূপ বিবাহের ফলে বিগত .... তারিখে উত্তরবাদী ও দরখাস্তকারিনীর একটি পুত্র সন্তান জন্মে। এই দরখাস্ত পেশ করার দিনে উক্ত শিশুপুত্রের বয়স দেড় বৎসর হইতেছে।

(৩) ক্রমে দরখাস্তকারিনী ও উত্তরবাদীর মধ্যবর্তী সম্পর্ক খারাপ হইতে থাকে এবং প্রায়শঃই তাহাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হইতে থাকে। অবস্থা এমনই দুর্বিসহ হইয়া দাঁড়ায় যে দরখাস্তকারিনী ও উত্তরবাদী পৃথগ্‌বাস আরম্ভ করেন। দরখাস্তকারিনী এইসময় দমদম ক্যান্টমমেন্ট সন্নিকটবর্তী সুভাষ নগরে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া তথায় বাস করা আরম্ভ করেন।

(৪) ভবিষ্যতে কদাপি শান্তিতে একত্রে বসবাস করা সম্ভব হইবে না ইহা উপলব্ধি করিয়া অতঃপর দরখাস্তকারিনী ও উত্তরবাদী বারাসাত জিলা জজ আদালতে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩-খ ধারামতে পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা বিবাহচ্ছেদের আবেদন করেন। উক্ত আবেদন বিধৃত বিষয় বিচারাধীন অবস্থায় আছে এবং .... তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিনরূপে নির্দিষ্ট আছে।

(৫) বর্তমান দরখাস্তকারিনী ব্যক্তিগত কার্যোপলক্ষে কঁয়েকদিনের জন্য দুর্গানগর গেলে তাহার অনুপস্থিতিকালে বিগত .... তারিখে উত্তরবাদী বর্তমান দরখাস্তকারিনীর সহিত বসবাসকারিনী তাহার বৃদ্ধা মাতার সহিত যোগাযোগ করেন এবং বলপূর্বক কথিত শিশুপুত্রটিকে ছিনাইয়া লইয়া যান। ঐ সময় হইতে উত্তরবাদী উক্ত শিশুপুত্রকে নিজের নিকট রাখিয়াছেন।

(৬) শিশুপুত্রটির বয়স নিতান্ত কম এবং তাহাকে বলপূর্বক লইয়া যাওয়ায় সে তাহার মাতার সাহচর্য ও যত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এবং কথিতরূপ কার্য সম্পাদন দ্বারা উত্তরবাদী ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩৪০ ধারার সহিত পঠিত ৩৩৯ ধারামতে অপরাধ সম্পাদন করিয়াছেন।

বর্তমান দরখাস্তকারিনী, উপরে বিবৃত কারণে এবং এতদ্‌সহ সংযোজিত শপথপত্রে উল্লেখিত কারণে শ্রদ্ধাভাবে প্রার্থনা করিতেছেন যে ন্যায়পরতার স্বার্থে একটি অনুসন্ধান পরোয়ানা জারী করিয়া .... থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক-কে উপরে লিখিত ঠিকানায় উত্তরবাদীর বাসগৃহে অনুসন্ধান করিয়া কথিত শিশুপুত্রটিকে অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া অত্র মহামান্য আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করার নির্দেশ প্রদান করা হউক। মহামান্য আদালত সন্নিধানে বর্তমান দরখাস্তকারিনীর ইহাই মিনতি।

স্থান : দরখাস্তকারিনী

তারিখ : অধিবক্তা মাধ্যমে

সংলাপ :

নিদর্শ — ১৩

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারামতে আবেদনপত্র

(স্থান)-এ স্থিত ম্যাজিস্ট্রেট মহোদযের প্রাজ্ঞ আদালতে

খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যাযুক্ত মকদ্দমা

দরখাস্তকারী-অভিযোক্তা

বনাম

— উত্তরবাদী

উপরিলিখিত দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই :

(১) দরখাস্তকারীর কন্যা কল্যানীযা বিশাখার সহিত উপরে উল্লেখিত ঠিকানায বসবাসকারী শ্রীমান্ সৌমিত্র চক্রবর্তীর (পিতার নাম দীপঙ্কর চক্রবর্তী) বিবাহ বিগত তারিখে অনুষ্ঠিত হয। বিবাহের সময কথিত বিশাখার বযস ছিল আনুমানিক ২১ বৎসর।

(২) শ্বশুরগৃহে যাইবার প্রায অব্যবহিত পর হইতেই দরখাস্তকারীর উপরিউক্ত কন্যার উপর অপরিসীম নির্যাতন আরম্ভ হইয়া যায। দরখাস্তকারীর কন্যার স্বামী ও তাহার শ্বশুরগৃহের অন্য সকলে দরখাস্তকারীর কন্যার উপর অতীব নিষ্ঠুর আচরণ করিতে থাকেন। কয়েকবার তাহাকে নির্মমভাবে প্রহারও করা হয।

(৩) উত্তরবাদীর কতিপয প্রতিবেশীর নিকট হইতে সমাচার পাইয়া বর্তমান দরখাস্তকারী তাহার কন্যাকে দেখিবার জন্য তাহার শ্বশুরগৃহে যান কিন্তু তিনি তাহাকে উক্ত গৃহে দেখিতে পান নাই। উক্ত গৃহে দরখাস্তকারীর সহিত অতিশয অভদ্র ও ন্যাক্কারজনক ব্যবহার করা হয। দরখাস্তকারী মনোভগ্ন তাহার কন্যাকে না দেখিযাই ফিরিযা আসেন।

(৪) বিগত তারিখে বর্তমান দরখাস্তকারী অভিযোক্তা পুনর্বার উক্ত গৃহে যান তাহার কন্যাকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছাদ্বারা তাড়িত হইয়া। ঐ দিন তিনি তাহার কন্যার সাক্ষাৎ পান কিন্তু তাহার উপর যে দুঃসহ দৈহিক অত্যাচার করা হইযাছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন। মানসিক দিক দিযাও যে উক্ত কন্যা প্রবল আঘাতে জর্জরিত হইযাছে তাহাও বুঝিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয না।

(৫) দরখাস্তকারী অভিযোক্তা এখন উত্তরবাদীকে অনুরোধ করেন তাঁহার কন্যাকে কিছু দিনের জন্য তাঁহার বাড়িতে পাঠাইযা দিতে। কিন্তু উত্তরবাদী ঐরূপ করিতে অস্বীকার করে।

(৬) দরখাস্তকারী-অভিযোক্তার কন্যা সামান্য সুযোগ পাইয়া তাঁহার নিকট, তাহার উপর যে অপরিসীম ও দুর্বিসহ অত্যাচার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বর্ণনা করিয়াছে এবং দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছে তাহার উক্ত শ্বশুরগৃহে তাহার পক্ষে আর বসবাস করা সম্ভব হইতেছে না, কারণ, প্রতিদিনই তাহার উপর নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়।

(৭) বিগত .... তারিখে তিনি তাহার কন্যার নিকট হইতে উক্ত কন্যার স্বহস্তলিখিত একখানি দীর্ঘপত্র পান এবং উক্ত পত্রের দ্বারা তাহার কন্যা সর্ববিষয় জানায় ও অনুরোধ করে অবিলম্বে তাহাকে তাহার পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে, অন্যথায় তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করা ব্যতীত অন্য কোন পথ থাকিবে না। বিগত .... তারিখে তাহার নিকট হইতে একই মর্মে এইখানি টেলিগ্রামও পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতেও প্রধানতঃ একই কথা বলা হইয়াছে।

(৮) বর্তমান দরখাস্তকারী-অভিযোক্তাব নিবেদন, এই যে, উত্তরবাদী ও তাহার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহার কন্যাকে অন্যায় ভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাকে গৃহের বাহিরে আসিতে, প্রতিবেশীদের সহিত মেলামেশা করিতে ও কোনও কার্য করিতে দেওয়া হয় না। বাড়ির সকল কক্ষে প্রবেশ করিতেও দেওয়া হয় না।

উপরে বিবৃত কারণে এবং এতদ্‌সহ সংযোজিত শপথনামায় উল্লেখিত কারণে এবং তাঁহার নিকট হইতে .... তারিখে প্রাপ্ত টেলিগ্রামের ভিত্তিতে বর্তমান দরখাস্তকারী অভিযোক্তা বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন যে অত্র মহামান্য আদালত হইতে অনুসন্ধান পরোয়ানা জারী করিয়া .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হউক জনৈক পুলিশ আধিকারিককে পাঠাইয়া উত্তরবাদীর গৃহে অনুসন্ধান চালাইতে এবং উক্ত কন্যাকে পাওয়া গেলে ন্যায়পরতার স্বার্থে অবিলম্বে তাহাকে অত্র প্রাজ্ঞ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইতে।

মহামান্য আদালত সন্নিধানে ইহাই মিনতি।

স্থান ঃ দরখাস্তকারী-অভিযোক্তা

তারিখ ঃ অধিবক্তা

সংলাপ ঃ

(১) দরখাস্তকারী অভিযোক্তার শপথনামা

(২) যাহাকে আটক রাখা হইয়াছে তাহার ফটো

(৩) যাহাকে আটক রাখা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র

(৪) যাহাকে আটক রাখা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম।

নিদর্শ — ১৪

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৩ ধারাভিত্তিক আবেদনপত্র

(স্থানের নাম)-এ স্থিত ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের আদালতে সরকারপক্ষে

— অভিযোক্তা দরখাস্তকারী

বনাম

শ্রী

আসামী, উত্তরবাদী

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৯৩ ধারামতে দরখাস্ত

বর্তমান অভিযোক্তার (= নালিশকারীর বা দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) উপরিলিখিত দরখাস্তকারী অদ্য ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ধারাসমূহ অনুসারে অপরাধ সম্পাদনের জন্য উত্তরবাদী/আসামীর বিরুদ্ধে নালিশ [= অভিযোগ, ফরিয়াদ] দায়ের করিয়াছেন

(২) নালিশকারী সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিতে পারেন যে আসামীর হেপাজতে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ/দস্তাবেজসমূহ রহিয়াছে যথা

[১]

[২]

[৩]

(৩) দরখাস্তকারী/অভিযোক্তা যথার্থরূপে আশঙ্কা করেন যে উক্ত আসামী উত্তরবাদীকে ঐ সকল দ্রব্য/দস্তাবেজ সমূহ উপস্থিত করার/প্রকাশ করার নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি দিলে বা ঐরূপ করার জন্য বিধিমত আহ্বান জানাইলে সে উক্ত বিজ্ঞপ্তি বা আহ্বান অমান্য করিবে পরন্তু কথিতরূপ বিজ্ঞপ্তি বা আহ্বান পাইলে তাঁহার দখলে স্থিত উক্ত দ্রব্যসমূহ বা দস্তাবেজ সমূহ তিনি লুকাইয়া ফেলার বা অপসারণ করার সুযোগ পাইবেন।

(৪) আসামীর নিকট কথিত যে দ্রব্যগুলি এবং দস্তাবেজসমূহ রহিয়াছে সেইগুলি যেহেতু অভিযোক্তার অভিযোগসমূহের সমর্থনে নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ হইতেছে, সেইহেতু বর্তমান দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই যে তদন্ত, প্রারম্ভিক বিচার এবং অন্যান্য কার্যবাহের প্রয়োজন মিটাইবার আবশ্যকতায় (স্থান) স্থিত গৃহাদিতে সাধারণ অনুসন্ধান ও পরিদর্শন পরিচালনা করা জরুরী হইয়া দাড়াইয়াছে।

উপরে বিবৃত কারণে এবং এতদসহ সংযোজিত শপথনামায় উল্লেখিত হেতুসমূহ নিবন্ধন বর্তমান দরখাস্তকারী প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, কথিত গৃহাদিতে অনুসন্ধান পরিচালনা করার, এবং উপরে বর্ণিত দ্রব্য/দস্তাবেজসমূহ সবলে অধিকার করার (seize) (অথবা, বাজেয়াপ্ত করার) এবং ন্যায়পরতার স্বার্থে উক্ত দ্রব্য/দস্তাবেজ সমূহ অত্র প্রাজ্ঞ আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করার/প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করা হউক।

মান্য আদালত সমীপে বর্তমান দরখাস্তকারীর ইহাই মিনতি।

স্থান ঃ দরখাস্তকারী/অভিযোক্তা

তারিখ ঃ অধিবক্তা মহাশয়ের মাধ্যমে

নিদর্শ — ১৫

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৮৫ ধারার অধীন আবেদনপত্র

উপরিবর্ণিত আসামী-দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) .... তারিখে আসামী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উপরে উল্লেখিত ফৌজদারী মকদ্দমাটি দায়ের (= রুজু) করা হয় এবং .. . . তারিখে কথিত সংহিতার ৮২ ও ৮৩ ধারামতে নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত বর্তমান আসামী দরখাস্তকারীর মালিকানাধীন সম্পত্তি ক্রোক করা হয় কারণ মহামান্য আদালতের এইরূপ বিশ্বাস করা কারণ ঘটে যে আসামী দরখাস্তকারী তাঁহার বিরুদ্ধে জারীকৃত গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানার নির্বাহ এড়াইবার জন্য (এড়াইবার উদ্দেশ্যে) ফেরারী (= পলাতক) হইয়াছেন।

(২) বর্তমান আসামী দরখাস্তকারী .... তারিখ হইতে .... তারিখ অবধি কৃষ্ণনগরে ছিলেন না; বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী দুরারোগ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত হইয়া বর্তমান আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভাস্কর রায়চৌধুরীর লবনহ্রদ স্থিত এ্যাপার্টমেন্টে রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার এই জীবন সায়াহ্নে তাঁহার সেবাযত্নের জন্য ঐ সময় বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অধীন লবনহ্রদে অবস্থান করিতেছিলেন।

(৩) আসামী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী অবহিত ছিলেন না। জারিকৃত উদ্‌ঘোষণার বিষয়ে তিনি কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হন নাই। গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানার নির্বাহ এড়াইবার উদ্দেশ্যে বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী পলাতক হইয়া ছিলেন না।

(৪) .. .. তারিখে লবনহ্রদ নগরী হইতে কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্তনান্তে বর্তমান আসামী দরখাস্তকারী উপরিউক্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা সম্পর্কে জানিতে পারেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অদ্য মহামান্য আদালত সন্নিধানে প্রাথমিক বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছেন।

(৫) বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী কোনপ্রকার বিজ্ঞপ্তি পান নাই এবং দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৮২ ও ৮৩ ধারামতে জারী করা উদঘোষণার কোন বিজ্ঞপ্তি পান নাই এবং কেবল সেই কারণে তিনি উদঘোষণার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

(৬) ক্রোকের তারিখ হইতে দুই বৎসরকাল মধ্যে অর্থাৎ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অত্র আবেদনপত্র (দরখাস্ত দাখিলকৃত হইল)।

আসামী-দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা, ক্রোক করা সম্পর্কিত যাবতীয় খরচ খরচা গ্রহনান্তে কথিত সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক এবং নথিতে উল্লেখ হউক যে আসামী-দরখাস্তকারী পরোয়ানার নির্বাহ এড়াইবার জন্য ফেরারী (বা পলাতক) হন নাই এবং উদ্‌ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি না পাওয়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাঁহাকে যে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, অথবা, উক্ত ক্রোক করা সম্পত্তি যদি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে শুদ্ধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং কথিত সম্পত্তির যে-অংশ অবিক্রীত আছে তাহা, উল্লেখিত অর্থ হইতে কথিত সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য যে খরচাদি হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া, বর্তমান আসামীকে অর্পণ করা হউক।

ক্রোক-করা সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ তালিকা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

মহামান্য আদালত সমীপে বর্তমান আসামী দরখাস্তকারীর ইহাই মিনতি।

স্থান ঃ দরখাস্তকারী

তারিখ ঃ উকিলের মাধ্যমে

নিদর্শ — ১৬

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৭০(২) ধারামতে আবেদন

(স্থানের নাম)-এ স্থিত প্রাজ্ঞ আদালত

(নামপত্র)

আসামী-দরখাস্তকারীর বিনীত আবেদন এই :

(১) উপরিউক্ত মকদ্দমার শুনানীর জন্য তারিখটি নির্দিষ্ট ছিল এবং ঐ তারিখে আসামী-দরখাস্তকারীর আদালত সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল।

(২) .... কারণে (এখানে কারণ উল্লেখ করুন) আসামী-দরখাস্তকারী অত্র আদালতে হাজির হইতে সক্ষম হন নাই।

(৩) .... কারণে (এখানে কারণ উল্লেখ করুন) বিবৃত আসামী-দরখাস্তকারী যথাকালে তাঁহার অধিবক্তার সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন নাই এবং বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী নির্দিষ্ট দিনে যে আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না তাহা তাঁহাকে জানাইতে পারেন নাই।

(৪) .... তারিখে বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী আদালতে উপস্থিত হইতে অক্ষম বা অপারগ হওয়ায় মহামান্য আদালত, আসামী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফ্তারী পরোয়ানা জারীর আদেশ দিয়াছেন যাহা এখনও নির্বাহিত হয় নাই।

(৫) আসামী-দরখাস্তকারী অদ্য স্বেচ্ছাক্রিয়ভাবে [= স্বেচ্ছাচালিত হইয়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, স্বেচ্ছাধীনভাবে] মহামান্য প্রাজ্ঞ আদালত সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সবিনয়ে নিবেদন করিতেছেন যে, কেবল বিবৃত কারণেই বর্তমান আসামী-দরখাস্তকাবী নির্দিষ্ট দিনে আদালতে হাজিবা দিতে পারেন নাই এবং ঐরূপ অনুপস্থিতি (গরহাজিরা) ইচ্ছাকৃত নহে বা ঐরূপ অনুপস্থিতিব অন্য কোন হেতু নাই।

(৬) বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী দৃঢ়তার সহিত নিশ্চয়তা দিতেছেন যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মকদ্দমার পরবর্তী সকল নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত তারিখ সমূহে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত থাকিবেন।

আসামী-দরখাস্তকারীর বিনীত প্রার্থনা, বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে যে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী করা হইয়াছে করুনাপূর্বক তাহা বাতিল বা বদ করা হউক।

প্রাজ্ঞ আদালত সমীপে ইহাই আসামী-দরখাস্তকারীর সশ্রদ্ধ মিনতি।

স্থান ঃ অধিবক্তা

তারিখ ঃ

নিদর্শ — ১৭

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৫৪ ধারার অধীন দরখাস্ত

(নামপত্র)

উপবিবর্ণিত আসামীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) জনৈক শ্রী কুনাল সেনগুপ্ত কর্তৃক দাখিলকৃত প্রথম সমাচার প্রতিবেদন-এর ভিত্তিতে অভিযোগকারী (= অভিযোক্তা) থানার পুলিশ বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারীকে .. .. তারিখ আনুমানিক .... ঘটিকায় .... স্থান হইতে গ্রেফ্তার করিয়া হাজতে আটক রাখিয়াছে।

(২) কিছু সংখ্যক আত্মীয স্বজনেব সহিত বর্তমান আসামী দবখাস্তকাবীব সু-সম্পর্ক বিদ্যমান নাই। উক্ত ব্যক্তিবর্গ বর্তমান আসামী-দবখাস্তকাবীকে লোকচক্ষে হেয় ও অপদস্থ করার ও নির্যাতিত কবাব কুটিল অভিপ্রাযে তাঁহাব বিরুদ্ধে এই মর্মে একটি সর্বৈব মিথ্যা কাহিনী বচনা কবিযাছে ও একটি আষাঢ়ে গল্পেব অবতাবণা কবিযাছে যে বর্তমান আসামী-দবখাস্তকাবী অভিযোক্তাব বিধিসম্মত ভাবে বিবাহিতা পত্নীব সহিত ব্যভিচাবমূলক কার্য কবিযাছে।

(৩) বর্তমান আসামী-দবখাস্তকাবী পুরুষত্বহীন এবং যৌনমিলন ঘটানোয সম্পূর্ণ অক্ষম এবং এই কাবণে বর্তমান আসামী-দবখাস্তকাবা বিবাহ কবেন নাই। কোন মহিলাকে শয্যাসঙ্গিণী কবা তাঁহাব ক্ষমতা বহির্ভূত। সুতবাং বর্তমান আসামী-দবখাস্তকাবীব বিরুদ্ধে যে অপবাধ সম্পাদনেব অভিযোগ আনযন কবা হইযাছে সেই অপবাধ সম্পাদন তাঁহাব পক্ষে আদৌ সম্ভব নাহে।

(৪) একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসককে দিযা পবীক্ষা কবাইলে বর্তমান আসামী-দবখাস্তকাবী উপবেব অনুচ্ছেদ ৩'এ যে বক্তব্য উপস্থাপন কবিযাছেন তাহাব সত্যতা প্রমাণিত হইযা যাইবে।

এইরূপ পবিস্থিতিতে বর্তমান আসামী দবখাস্তকাবীব বিনযপূর্ণ প্রার্থনা, উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বাবা বর্তমান আসামী দবখাস্তকাবীব দেহ পবীক্ষা কবাব আদেশ এবং উপযুক্ত বলিযা বিবেচিত অন্যান্য ন্যাযানুগ আদেশ প্রদান করুন।

স্থান ঃ আসামী

তাবিখ ঃ অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে

নিদর্শ — ১৮

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৫৪ ধারামতে আবেদন

(আরও একটি নিদর্শ)

বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) মহোদযেব আদালতে

ভাবতীয দণ্ড সংহিতাব ধাবাব অধীন গ্রিপ্তাব্দেব

সংখ্যাবাহী ফৌজদাবী মকদ্দমা বিষযে।

এবং

বাজ্য বিষযে

বনাম

অনির্বাণ ভৌমিক পিং শ্রী অনিরুদ্ধ ভৌমিক সাং

-- অভিযুক্ত ব্যক্তি

(আসামী)

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতাব ৫৪ ধাবাব অধীন আবেদনপত্র

উপরে উল্লেখিত আসামী-দরখাস্তকারীর বিনীত নিবেদন এই ঃ

(১) জনৈক সব্যসাচী সরকার .... থানায় একটি প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দাখিল করিলে উক্ত থানার পুলিশ বিগত .... তারিখে বর্তমান দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে একটি মকদ্দমা নিবন্ধভুক্ত করে এবং বিগত .... তারিখে আনুমানিক .... ঘটিকায় পুলিশ বর্তমান দরখাস্তকারীকে গ্রেফ্‌তার কবে এবং ঐ সময় হইতে তাঁহাকে পুলিশী হেপাজতে রাখিয়াছে।

(২) স্বীকারোক্তি করাইবার জন্য পুলিশ উক্ত সময় হইতে বর্তমান দরখাস্তকারীব উপর অকথ্য অত্যাচার ও অবর্ননীয় নির্যাতন চালাইয়াছে, হয়রান ও নাকাল করিয়াছে।

(৩) এক্ষণে পুলিশ মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হইয়া আরও তদন্ত সাপেক্ষ্য বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারীকে হাজতে পুনঃ প্রেরণ করার প্রার্থনা জানাইয়াছে এবং বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারীকে আদালতে উপস্থিত করাব পূর্বে তাঁহাকে আদালত সমক্ষে তাঁহাদের (পুলিশের) অপকার্য প্রকাশ না করিয়া দিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছে।

(৪) বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারীকে গ্রেফ্‌তার করিয়া পুলিশী হেপাজতে রাখার পর অদ্য পুলিশ বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারীকে প্রাজ্ঞ আদালত-সমক্ষে উপস্থিত করায় বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী পুলিশের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা, চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার এবং দুর্বিসহ নির্যাতন হইতে আসামীকে রক্ষা করার বিনীত আবেদন জানাইতেছে এবং একজন উপযুক্ত নিরপেক্ষ নির্বন্ধিত চিকিৎসককে দিয়া অবিলম্বে বর্তমান আসামী দরখাস্তকারীর দেহ পরীক্ষার আদেশের জন্য বিনীত আবেদন জানাইতেছে।

বর্ণিত পরিস্থিতি ও পারিপর্শ্বিকতায় বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারী পরম শ্রদ্ধা সহকারে মান্য আদালত সমীপে প্রার্থনা জানাইতেছে, উপযুক্ত নিরপেক্ষ চিকিৎসক দ্বারা বর্তমান আসামী-দরখাস্তকারীর দেহ পরীক্ষার জন্য যথাযথ আদেশ বা আদেশসমূহ, এবং আরও যে প্রকাব ন্যায়ানুগ আদেশ প্রদান মান্য আদালত যুক্তিযুক্ত বা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন সেই প্রকার আদেশ/আদেশসমূহ প্রদান করা হউক।

স্থান ঃ আসামী

তারিখ ঃ অধিবক্তা শ্রীমতী মনোবীনা সেন .... এঁর মাধ্যমে।

দ্বিতীয়াংশ

নালিশের আবেদন

উপক্রমণিকা

(Introduciton)

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমাতে প্রমাণের দায়িত্ব একরকম হয় না। দেওয়ানী মোকদ্দমাতে প্রমাণের দায়িত্ব কখনই একতরফা হয় না। সাধারণতঃ প্রমাণের দায়িত্ব সাক্ষীসাবুদ চলাকালীন পক্ষগণমধ্যে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাতে এই দায়িত্ব প্রায় সবসময়ে ফরিয়াদী বা বাদীপক্ষের উপরেই থাকে। এমনকি যে সব ক্ষেত্রে আইন অভিযুক্ত আসামীর mens rea বা দোষী-মন থাকা ধরে নেয় সেখানেও আদালতকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে 'আসামী নির্দোষ'।

একথা মনে রাখা দরকার যে ফৌজদারী মামলাতে বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে অভিযুক্তের যে অপরাধের জন্য বিচার হচ্ছে ঐ অপরাধ সে করেছে কিনা। বাদীপক্ষকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে হবে আসামী ঐ অপরাধ করেছে। কে ঐ অপরাধ করেছে এটা কখনই বিচার্য্য বিষয় নয়। বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে অভিযুক্ত আসামী ঐ অপরাধ করেছে তা অকাট্য বা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে কিনা। কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকলে আদালত সন্দেহের অবকাশ থাকার জন্য আসামীকে খালাস দিতে বাধ্য। অর্থাৎ benefit of doubt আসামীর পক্ষে যাবে। সুতরাং বাদীপক্ষকে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ আদালতে পেশ করতে হবে যদ্দারা অভিযুক্ত আসামীর কথিত অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। আসামী পক্ষের কোনরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ দেবার দায়িত্ব নেই। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করে এবং প্রয়োজন বোধে সাক্ষ্য দিয়ে এমন পরিস্থিতি আদালতের সামনে আনবে যা থেকে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে আসামীর অপরাধ প্রমাণে বাদীপক্ষ ব্যর্থ। অবশ্য আসামী যদ্যাপি right of private defence এর plea নিয়ে থাকে তবে এই plea-র সমর্থনে তাকে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে হবে। তেমনি কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (যথা, plea of lunacy, intoxication ইত্যাদি) আসামীকে তার defence-এর সমর্থনে সাধারণতঃ সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে হয়।

বিচারের প্রারম্ভেই বাদীপক্ষকে বিশেষ করে দেখে নিতে হবে কথিত অপরাধ প্রমাণের জন্য কি কি সাক্ষ্য প্রমাণ আবশ্যক। শুধুমাত্র কোন ঘটনা প্রমাণই যথেষ্ট নাও হতে পারে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (Indian Penal Code) বা অন্য যে কোন আইনের যে ধারাতেই আসামী অভিযুক্ত হয়ে থাকুক, বাদীপক্ষের ঐ ধারার কি কি উপকরণ বা ingredients তা ভাল করে দেখে নেওয়া দরকার। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ এমন হওয়া চাই যাতে সমুদয় ingredients সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় অথবা আদালত ধরে নিতে পারে যে প্রয়োজনীয় ingredients সমূহ প্রমাণিত

হয়েছে। স্বভাবতই আসামী পক্ষের চেষ্টা হবে আদালতের মনে এমন বিশ্বাস তৈরী করা যাতে আদালত এই সিদ্ধান্তে আসে যে বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ যথেষ্ট নয়।

যে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন বা Criminal Procedure Code এর নির্দিষ্ট কিছু কিছু ধারা অনুসরণ করে চলে কাজেই Criminal Procedure Code সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বাদী ও আসামী উভয়পক্ষের কাছে অপরিহার্য্য।

অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে সাজার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে। এবং সাজার পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন অপরাধ বা Offence-কে প্রধাণতঃ দুভাগে ভাগ করে বিচার পদ্ধতি ঠিক করা হয়েছে। যেমন, Summons Case ও Warrant Case। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের sec 2(w) এবং sec 2(x) ধারায় summons case ও warrant case এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে। যে সমুদয় অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (Life imprisonment) অথবা দু'বছরের অধিক কারাদণ্ড হতে পারে ঐ সব অপরাধ warrant-case এর অন্তর্গত। বাকী সব অপরাধ হচ্ছে Summons case এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য Warrant case এর অন্তর্গত কিছু কিছু নির্দিষ্ট অপরাধ কেবলমাত্র দায়রা জজ বা Sessions Judge বিচার করতে পারে। সেই সব অপরাধকে Sessions case বলে। দায়রা জজের আদালতে বিচার্য্য অপরাধ সমূহ ছাড়া বাকী সমস্ত অপরাধের বিচার হবে Magistrate এর আদালতে। (অবশ্য কোন Special Act অনুসারে এর অন্যথা হতে পারে)।

Summons case এর বিচার পদ্ধতি Warrant case বা Session case এর বিচার পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। Summons case এর বিচার করতে হবে Summons procedure অনুসরণ করে। এই Procedure বা বিচার পদ্ধতি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৫১ ২৫৯ নং ধারা অনুসারে হবে। তেমনি Sessions case এর বিচার পদ্ধতি ঐ আইনের ২২৫ ২৩৭ নং ধারায় লিপিবদ্ধ আছে।

Warrant-case যদি Sessions case অন্তভুক্ত না হয় তবে ঐ সব Warrant case এর বিচার অবশ্যই Warrant Procedure অনুসরণ করে করতে হবে। কিন্তু Warrant Procedure দুভাগে বিভক্ত। যে সব Warrant case এ ফরিয়াদী বা বাদীপক্ষ হচ্ছে State সেখানে বিচার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ২৩৮-২৪৩ ও ২৪৮ ২৫০ নং ধারা প্রযোজ্য। কিন্তু State ব্যতিরেকে অন্য কেউ ফরিয়াদী পক্ষ হলে বিচার চলবে ২৪৪ ২৫০ নং ধারা অনুসরণ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে State কেন ও কিভাবে ফরিয়াদী পক্ষ হতে পারে। যে কোন গুরুতর অপরাধ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ করা গণ্য হয় যে কোন ব্যক্তি Police Station-এ ঐরূপ কোন অপরাধ বা offence করা হয়েছে জানালেই পুলিশ রাষ্ট্রের পক্ষে ঐ অপরাধের বিষয়ে তদন্ত শুরু করতে পারে। (কথিত অপরাধ যে স্থানে

হয়েছে সেই স্থান যে থানার অন্তর্গত কেবলমাত্র সেই থানাতেই উপরোক্ত সংবাদ দিতে হবে)। 'গুরুতর অপরাধ' বলতে এখানে Cognizable offence এর কথা বলা হয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দু ধরণের অপরাধ হয়। যথা, Cognizable offence এবং non cognizable offence। Cognizable offence হচ্ছে এমন অপরাধ যেখানে পুলিশ Warrant ছাড়াই আসামীকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করতে পারে। আর যে সব অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ Warrant ব্যতিরেকে আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারে না কিংবা Magistrate এর অনুমতি না নিয়ে তদন্ত শুরু করতে পারে না সে সব অপরাধ বা offence কে বলে non cognizable offence। কাজেই বিভিন্ন রকম অপরাধকে অন্য ভাবেও দুভাগে ভাগ করা যায় Cognizable offence ও non cognizable offence।

আগেই বলা হয়েছে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে State ই ফরিয়াদী বা বাদীপক্ষ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মোকদ্দমার সংখ্যাই অধিক। এমনকি যেখানে Magistrate এর কাছে private complaint দায়ের করা হয় (এর কথিত অপরাধ যদি Sessions triable offence না হয়) সেখানেও Magistrate ঐ Offence-এর Cognizance নেবার পূর্বে ঐ দাখিল Complaint বা দরখাস্ত পুলিশের কাছে Investigation বা তদন্তের জন্য পাঠাতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ দরখাস্তকে first information report (FIR) বা প্রারম্ভিক সংবাদ হিসাবে ধরা হয়। এর ঐ সাথেই Police case আরম্ভ হবে

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন বা অন্য কোন আইনেও Cognizance' কথার সংজ্ঞা বা অর্থ দেওয়া হয়নি। আক্ষরিক অর্থে Cognizance কথার অর্থ হচ্ছে 'taking notice of an offence অর্থাৎ কোন অপরাধ সম্পর্কে নিজেকে অবহিত করা। এবং এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে যে ঐ অপরাধ করছে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার প্রক্রিয়া শুরু করা। মনে রাখতে হবে Cognizance নেওয়া হয় অপরাধের', অপরাধীর নয়

FIR বা প্রারম্ভিক সংবাদ কাকে বলে এবং এর গুরুত্ব কতখানি তা জানা দরকার। ফৌজদারী মোকদ্দমাতে FIR এর গুরুত্ব বিভিন্ন দিক থেকে অপরিসীম যদিও FIR কখনও substantive evidence হবে না। অর্থাৎ কেবলমাত্র FIR এর উপর ভিত্তি করে কোন আসামীকে সাজা দেওয়া যায় না। FIR এর ব্যবহার শুধুমাত্র contradiction অথবা corroboration এ সীমিত। যখন থানাতে এমন কোন সংবাদ দেওয়া হয় যাতে প্রতীয়মান হবে যে 'এ' থানার অধীন কোন স্থানে কোন cognizable offence সংঘটিত হয়েছে তখন ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার FIR তৈরী করবে। প্রদত্ত সংবাদ লিখিত অথবা মৌখিক হতে পারে (এমনকি এই সংবাদ telephone করেও জানান হতে পারে) প্রদত্ত FIR এর উপর ভিত্তি করে

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঐ কথিত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করবে। এক্ষেত্রে Magistrate এর কাছ থেকে অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয় না। যদ্যপি প্রদত্ত সংবাদ বা information কেবলমাত্র non-cognizable offence সম্পর্কিত হয় তবে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঐ সংবাদের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবে এবং Magistrate এর অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ Offence বা অপরাধের অনুসন্ধান করা যাবে না।

Investigation বা অনুসন্ধান সম্ভবমত দ্রুত শেষ করা দরকার এবং অনুসন্ধান শেষ হওয়ামাত্র থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৭৩ নং ধারা অনুসরণ করে Magistrate এর কাছে report দেবে। যদি আসামীদের বিরুদ্ধে বা কোন আসামীর বিরুদ্ধে কথিত অপরাধের স্বপক্ষে কোনরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে ঐ আসামীদের ক্ষেত্রে final report দেওয়া হবে। কেবলমাত্র যে সব আসামীদের কার্যত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রতীয়মান হবে শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে charge sheet দেওয়া হবে। যদিও সবরকম অপরাধের তদন্ত শেষ করার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা আইনে নেই, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৬৭(৫) নং ধারায় যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করা আছে তার মধ্যে Summons-case এর তদন্ত শেষ না হলে ঐ তদন্ত আর করা চলবে না এই মর্মে Magistrate আদেশ দেবে।

তদন্ত চলাকালীন পুলিশ প্রায় প্রতিক্ষেত্রে আসামীদেব গ্রেপ্তার বা arrest করে। ঐরূপ গ্রেপ্তার হওয়া আসামীকে গ্রেপ্তাবের ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে নিকটস্থ Magistrate এর কাছে উপস্থিত করতে হবে। অবশ্য ঐ ২৪ ঘণ্টার সাথে যাতাযাতের সময় যোগ করা যাবে। ধৃত আসামীকে Magistrate সমীপে উপস্থিত করাব পরে দেখতে হবে যে অপরাধের জন্য তাকে arrest করা হয়েছে তা জামিন যোগ্য (bailable) অথবা জামিন-অযোগ্য (non-bailable) অপরাধ। জামিন-যোগ্য অপরাধ হচ্ছে সেই অপরাধ যেখানে আসামীব জামিন পাবার অধিকার আছে। জামিনযোগ্য অপরাধ হলে আসামীর জামিনের জন্য আবেদন করাব কোন প্রয়োজন হয় না। Magistrate স্বতপ্রণোদিত হয়ে তাকে জামিন দেবে। অবশ্য কি শর্তে জামিন দেবে তা Magistrate নিজেই ঠিক করবে। অবশ্য জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রেও যদি আসামীকে Warrant-এর সাহায্যে উপস্থিত কবাতে হয় তবে আসামীকে জামিনের জন্য আবেদন করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে জামিনের আবেদন অগ্রাহ্যও হতে পারে। কিন্তু জামিন-অযোগ্য অপরাধে যখন ধৃত আসামীকে Magistrate সমীপে আনা হয় তখন আসামীকে জামিনের আবেদন কবতে হবে। জামিন-অযোগ্য অপরাধ বা non-bailable offence মানে এই নয় যে কোন অবস্থাতেই আসামী জামিন পাবে না। উভয়পক্ষকে শুনে Magistrate উপযুক্ত মনে করলে আসামীকে জামিন দিতে পারে। আর Magistrate জামিন দেওয়া উপযুক্ত মনে না করলে আসামী জামিন পাবে না। তদন্ত চলাকালীন আসামীর জামিনের আবেদন নাকচ হলেও যদ্যাপি ফৌজদারী কার্য্যবিধি

আইনের ১৬৭(২)(ক) ধারায নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে charge sheet না দেওয়া হয়ে থাকে তবে Magistrate নিজের থেকেই আসামীকে জামিন দেবে। এক্ষেত্রেও Magistrate নিজেই জামিনের শর্তাবলী ঠিক করবে।

ফরিয়াদী পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রতীয়মান হয হয় যে আসামী জামিনের সর্ত লঙ্ঘন করেছে অথবা সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করাব চেষ্টা কবছে অথবা সাক্ষীদের ভয় দেখাচ্ছে কিংবা আসামী বিদেশে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কবছে তখন Magistrate জামিন বাতিল করে আসামীকে পুনরায় Custody-তে নিয়ে নিতে পারে। অবশ্য as a matter of course বা অকাবণে জামিন বাতিল করা যায় না। Magistrate মনে করলে আসামীকে অন্তর্বর্তী জামিন (interim bail) দিতে পারে। অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে Magistrate আসামীকে পুনরায় Custody-তে নিতে পাবে। বস্তুত জামিনের মেযাদ উত্তীর্ণ হলে পুনরায় জামিন না দিলে আসামীকে অবশ্যই Custody তে নিতে হবে। কাজেই আসামীকে আবাব জামিনেব আবেদন করতে হবে। একবাব অন্তবর্তী জামিন পেলে আসামীব পক্ষে নিয়মিত বা regular জামিন পাওযা সহজতব। অবশ্য আসামীব বিরুদ্ধে যদ্যপি পূর্ব উল্লেখিত অভিযোগ না থাকে।

জামিনেব আবেদন অগ্রাহ্য হলে আসামীকে জেলে পাঠান হয। অবশ্য State এর আবেদনে আসামীকে পুলিশ হেফাজতে (Police custody) দেওয়া হতে পারে। পুলিশ হেফাজতে যাওয়া কোন আসামীবই কাঙ্খিত হয বরং পুলিশ হেফাজত আসামীর কাছে সাধারণতঃ ভীতিপ্রদ। এই ভীতি সবসময়ে অমূলক নয়। তাই আইনের বিধান হচ্ছে পুলিশ হেফাজতে কোন আসামীকে মোট ১৫ দিনের বেশী রাখা যাবে না।

জামিন বা অন্তর্বর্তী জামিন ব্যতিরেকে আবও একপ্রকাব জামিনের ব্যবস্থা আছে। তাকে বলা হয় 'আগাম জামিন' বা anticipatory bail। আগাম জামিনের জন্য কেবলমাত্র High Court বা Sessions Judge এব কাছে আবেদন কবা যাবে, 'আগাম জামিন' বা 'anticipatory bail' বলা হলেও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৩৮নং ধারায় যে আদেশ দেওয়া হয় তা প্রকৃত অর্থে কোন জামিন নয়। কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্দেশ দেওয়া হয যে পরবর্তী কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আবেদনকারীকে যেন তাব দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগে গ্রেপ্তার না করা হয়। দরখাস্তকারীকে তার আবেদনে বলতে হবে যে সে আশঙ্কা কবছে যে পুলিশ বিনা কারণে অচিরে তাকে কোন নির্দিষ্ট non-bailable offence এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সন্দেহে গ্রেপ্তার কববে। আগাম জামিনের আদেশ পুলিশেব কাছে পৌঁছাবাব পূর্বেই যদি পুলিশ দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার কবে থাকে তবে আগাম জামিনের আদেশ অকার্য্যকর হবে। আগাম জামিনের সাথে আদালতে বিভিন্ন শর্ত আরোপ কবতে পারে

এবং সাধারণতঃ নানারূপ শর্ত আরোপ করা হয়। এবং এই আগাম জামিনের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। মেয়াদ শেষ হবার আগেই দরখাস্তাকারীকে নিয়মিত বা regular জামিন নিতে হবে।

Magistrate এর কাছে ব্যক্তিগত আবেদন বা private complaint করেও ফৌজদারী মোকদ্দমা আরম্ভ করা যায়। 'Complaint' বা 'আবেদন' লিখিত অথবা মৌখিক হতে পারে (ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১(খ) নং ধারা দ্রষ্টব্য)। একাধিক ব্যক্তি কিন্তু Complaint দায়ের করতে পারবে না কারণ 'Joint complaint' করার কোন বিধান আইনে নেই। ১(খ) ধারা অনুসারে Complaint হতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হওয়া আবশ্যক :

(১) দরখাস্ত বা মৌখিক অভিযোগ কোন Magistrate এর কাছে করতে হবে।

(২) ঐ দরখাস্ত বা মৌখিক অভিযোগ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে Magistrate দরখাস্তকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

(৩) ঐ দরখাস্ত বা অভিযোগে উল্লেখ থাকবে যে কোন চেনা বা অচেনা ব্যক্তি কোন অপরাধ বা offence করেছে।

(৪) ঐ দরখাস্ত police report হবে না।

লিখিত complaint কিভাবে draft করতে হবে তা সঠিকভাবে কোথাও বলা হয়নি। যে Magistrate কথিত অপরাধের Cognizance নিতে সক্ষম তার কাছেই Complaint দায়ের করা যাবে। কাজেই Complaint এর প্রথম ভাগে উল্লিখিত Magistrate এর পরিচয়, যথা In the court of ... . etc. এর পরের অংশে থাকবে অভিযোগকারী বা Complainant এর নাম ও পরিচয় (Aggrieved party) নিজে বা যে কেউ তার হয়ে Complaint দায়ের করতে পারে), এর পরের অংশে থাকবে আসামী বা আসামীগণের নাম ও পরিচয়। এর পরে থাকবে দরখাস্তকারীর সাক্ষীদের নাম যারা কথিত অপরাধ প্রমাণে দরখাস্তকারীকে সাহায্য করবে। সবশেষে থাকবে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যার থেকে প্রতীয়মান হবে, কে, কখন, কোথায় এবং কিভাবে কথিত অপরাধ করেছে।

কোন ব্যক্তি Magistrate এর কাছে উল্লিখিত মত complaint নিয়ে এলে Magistrate cognizance নেবার আগে যে complaint করেছে (যদ্যপি সে public officer হিসাবে complaint না করে থাকে) এবং তার পক্ষে উপস্থিত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য নেবে। Magistrate সাথে সাথে Cognizance না নিয়ে নিজে অথবা Police officer দ্বারা আরও অনুসন্ধান (inquiry) করাতে পারে। যদি

Magistrate এর মনে হয় আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের মত যথেষ্ট তথ্য নেই, তবে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২০৩নং ধারা মতে complaint dismiss হবে। অন্যথায় আসামীর বিরুদ্ধে process অর্থাৎ সমন কিংবা প্রয়োজন বোধে warrant issue করা হবে।

Warrant of arrest দুরকম হতে পারে — bailable warrant এবং non-bailable warrant। Warrant of arrest কেবলমাত্র পুলিশ execute করবে। Non-bailable warrant of arrest বলে পুলিশ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে warrant দেওয়া হয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করে Magistrate এর কাছে উপস্থিত করবে। Baiable warrant হলে পুলিশ Warrant-র উল্লিখিত মত জামিন নিয়ে অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে Magistrate-এর কাছে হাজিরা দিতে বলবে। কিন্তু অভিযুক্ত যদি নির্দিষ্ট সময়ে হাজির না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ non-bailable warrant পাঠান হয়।

দেখা যাচ্ছে কোন অভিযুক্তকে ফৌজদারী আইনের আওতায় দুভাবে আনা যায়ঃ (১) থানাতে F.I.R. করে, অথবা (২) Magistrate এর কাছে Complaint করে। Complaint কি এবং কিভাবে Complaint লিখতে হবে তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। F.I.R. লেখার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবুও এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা আবশ্যক। F.I.R এ কি কি তথ্য থাকবে তা নির্ভর করে কে F.I.R করছে তার উপর। যদি ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদর্শী F.I.R করে তবে কিভাবে ঐ ঘটনা ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকা উচিত। যেমন, কোথায়, কখন এবং কিভাবে ঐ ঘটনা ঘটেছে এবং কতজন লোক ঐ ঘটনাতে অংশ নিয়েছে ইত্যাদি। আর যদি ঘটনাতে অংশ গ্রহণকারীরা পূর্ব পরিচিত হয় এবং তাদের যদি ঘটনার সময় চিনতে পারা গিয়ে থাকে তবে তাদের নাম ও পরিচয় F.I.R-এ থাকা উচিত। কিন্তু কখনই কোনরকম অতিশয়োক্তি কিংবা অতিরঞ্জন F.I.R. থাকবে না। যদিও F.I.R কখনই substantive evidence হবে না, তবু ঘটনার অব্যবহিত পরেই যে F.I.R করা হয় তার মূল্য অনেকখানি। বাদীপক্ষের সাক্ষী আদালতের সামনে সাক্ষী দিয়ে F.I.R. বর্ণিত ঘটনা প্রমাণ করলে সেই সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তেমনি F.I.R. করতে অযথা অনেক দেরী হলে বাদীপক্ষের Case এর বা foundation শিথিল হতে বাধ্য যদি না দেরী হবার বিশ্বাসযোগ্য কোন কারণ দেখান যায়।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯০(১) ধারায় বলা হয়েছে কোন Magistrate তিনভাবে কোন অপরাধের Cognizance নিতে পারে। যথা,

(১) কোন Complaint পেলে যাতে এমন ঘটনা বিধৃত হয়েছে যার থেকে কোন অপরাধ (Offence) সংঘটিত হওয়া প্রতীয়মান হয়।

(২) কোন অপরাধ সম্পর্কে Police report পেলে।

(৩) Police officer ভিন্ন অন্য কাউব কাছ থেকে এমনকি Magistrate নিজেও যদি কোন অপবাধ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কোন information বা সংবাদ পেয়ে থাকে।

'Information' এবং 'Complaint' কিন্তু সমার্থক নয়। যখন প্রকৃত Victim of crime বা তার পক্ষে কেউ কোন Complaint নিয়ে আসে না কিন্তু Magistrate-এর কাছে কোন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হবাব খবব আসে তখন Magistrate ঐরূপ কথিত অপবাধের Cognizance নিতে পাবে। কাজেই information বা সংবাদ দেবার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই।

আগেই বলা হয়েছে প্রত্যেক ফৌজদাবী মোকদ্দমাতে বিচার্য বিষয হচ্ছে আসামী কথিত অপরাধ করেছে তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে কিনা। বিচাব আরম্ভ হবার প্রারম্ভে এই কথিত অপরাধ আসামীকে জানিয়ে দিতে হবে। যে সব মোকদ্দমা Warrant বা Sessions Procedure অনুযায়ী চলবে সেখানে বিচাবক কথিত অপরাধ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করবে এবং আসামীকে ঐ Charge পড়ে শুনিয়ে তার বক্তব্য জানতে চাইবে। Summons Procedure এ Charge গঠন করার দরকার হয় না। তবে কথিত অপরাধ আসামীকে বলতে হবে। উভয়ক্ষেত্রেই আসামী নির্দোষ বল্লে বিচার অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রমাণ শুরু হবে। কেবলমাত্র সন্দেহাতীত ভাবে কথিত অপরাধ অথবা Charge প্রমাণ হলে আসামীর সাজা হয়। কতগুলি বিশেষ অপরাধের জন্য Summary trial এর বন্দোবস্ত আছে। Summary trial করার সময়েও Charge গঠন করার দরকার হয় না। Summery trial কিভাবে হবে তা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৬০-২৬৫ নং ধারায় পাওয়া যাবে।

যদি বিচারান্তে দেখা যায় যে Charge কিংবা কথিত অপরাধ প্রমাণ হয়নি কিন্তু ভিন্ন কোন Offence বা অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা হলে কি আসামীকে ঐরূপ প্রমাণিত Offence এর জন্য সাজা দেওয়া যাবে? কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই প্রশ্নেব উত্তরে বলতে হবে যে আসামীকে সাজা দেওয়া যাবে না। এই ব্যতিক্রম কখন হবে তা বলা আছে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২২২ নং ধারায়। কোন আসামী যে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়েছে সেই অপরাধ সে করেছে এটা প্রমাণিত না হলেও যদি এটা প্রমাণিত হয় যে আসামী ঐ কথিত অপরাধ করার চেষ্টা বা attempt করেছে, তা হলেও আসামীকে ঐ অপরাধ করার attempt বা প্রচেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্থ করা যাবে। তাছাড়া আসামী যে অপবাধের জন্য অভিযুক্ত হয়েছে যদি প্রমাণিত অপরাধ কথিত অপরাধের 'minor offence' হয় তাহলেও আসামীকে প্রমাণিত অপরাধেব জন্য দোষী সাব্যস্থ করা যাবে। কিন্তু 'minor offence' এর

সংজ্ঞা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে দেওয়া হয়নি। যে অপরাধের জন্য আসামীর বিচার হয়েছে তাকে 'major offence' ধরে নিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত offence-কে minor offence বলা যাবে কিনা ঠিক করতে হবে। Major offence ও minor offence-কে অবশ্যই Cognate offences হতে হবে। যদি দুটো অপরাধের elements সম্পূর্ণ আলাদা হয় এবং অপরাধদ্বয় প্রমাণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের আবশ্যক হয় তখন প্রমাণিত অপরাধ কখনই কথিত অপরাধের 'minor offence' হতে পারে না। যেমন 'mischief' এবং 'criminal trespass' সম্পূর্ণ ভিন্ন অপরাধ। সুতরাং কোন আসামী 'mischief' এর জন্য অভিযুক্ত হলে তাকে কখনও 'criminal trespass' এর জন্য সাজা দেওয়া যাবে না। অন্যদিকে কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ নং ধারায় Charge থাকলেও তাকে শুধুমাত্র ঐ আইনের ৩২৬নং ধারায় দোষ সাব্যস্ত করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের জন্য আলাদা আলাদা Charge হবে। যদি কোন ব্যক্তি ১২ মাসের মধ্যে একই ধরণের একাধিক অপরাধ করে থাকে তাহলে অনধিক তিনটি অপরাধের বিচার একসাথে হতে পারে। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২১৮/২১৯ নং ধারা দ্রষ্টব্য।

একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তির দুবার বিচার হতে পারে না, তাছাড়া কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা একতরফা হবে না। প্রয়োজনে আসামীকে সরকারী খরচে legal aid দেওয়া হবে।

Magistrate কোন অপরাধের Cognizance নিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে process পাঠালে ঐ আসামীকে অবশ্যই Magistrate সমীপে হাজির হতে হবে। উপযুক্ত কারণ থাকলে Magistrate আসামীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি থেকে রেহাই দিতে তাকে তার উকিল মাধ্যমে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারে। আসামী নিজে (অথবা তার উকিল মাধ্যমে) Magistrate এর কাছে উপস্থিত হয়ে জামিন নিলে, আসামীর বিরুদ্ধে Charge-sheet দাখিল না হওয়া পর্যান্ত তাকে আর আদালতে হাজির হতে হবে না। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপোষ মীমাংসা করা যায় কিংবা ফরিয়াদী বা বাদীপক্ষ কি ফৌজদারী মকদ্দমা তুলে নিতে পারে? কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা আপোষ মীমাংসা বা Compound করার ক্ষেত্রে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৩২০নং ধারা প্রযোজ্য। এই ধারায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন দণ্ডনীয় অপরাধ সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে, যে সমুদয় অপরাধ আছে সেগুলি আদালতের অনুমতি ছাড়াই পক্ষগণ আপোষ মীমাংসা করে নিতে পারে। দ্বিতীয় ভাগে যে সমুদয় অপরাধ আছে সেগুলি মীমাংসা করতে হলে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। এই দুই ভাগের অন্তর্গত নয় এমন যে সমুদয় অপরাধ আছে সেগুলি কখনই আপোষ মীমাংসা করে নেওয়া যাবে না।

কোন Complaint তুলে নেওয়া যা Withdraw করা যায় এবং বলা বাহুল্য কেবলমাত্র Complainant তার দাখিল Complaint তুলে নিতে পারে। Complaint case এ final order দেবার আগে যে কোন সময়ে Complaint তুলে নেওয়া যাবে — ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২৫৭নং ধারা দ্রষ্টব্য। আর State যে সব ফৌজদারী মোকদ্দমাতে বাদীপক্ষ সেই সব মোকদ্দমা কেবলমাত্র Public Prosecutoror অথবা ভারপ্রাপ্ত Assistant Public Prosecutor আদালতের অনুমতি নিয়ে তুলে নিতে পারে — ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩২১ নং ধারা দ্রষ্টব্য।

আসামী কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে দোষী প্রমাণিত হলে তার আইনানুগ সাজা অপরিহার্য্য। সেই শাস্তি যা কারাদণ্ড বা imprisonment হয় তবে আসামী ইতিপূর্বে যদি এই মোকদ্দমাতে কখনও Custody তে থেকে থাকে তবে প্রদত্ত শাস্তির মেয়াদ থেকে যতদিন সে ইতিপূর্বে Custody তে ছিল ততদিনের কারাদণ্ড মকুব হবে — ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪২৮ নং ধারা দ্রষ্টব্য।

শুধুমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে বর্ণিত বিভিন্ন রকম অপরাধের বিচার পদ্ধতি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসরণ করে চলবে এমন নয় বিভিন্ন আইনে বিবৃত বিভিন্ন রকম অপরাধ যা Magistrate-এর আদালতে বিচার হয় তার বিচার পদ্ধতি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন অনুসারে হবে।

পরিশেষে এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজনীয় যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার Sessions বা Warrant Procedure অনুসরণ করে করতে হয় সেখানে বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের যে যে অংশ যে যে আসামীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে সেই সাক্ষ্য প্রমাণ আদালত সেই সেই আসামীর দৃষ্টিতে আনবে এবং আসামীদের সুযোগ দেবে এই সাক্ষ্য প্রমাণ সম্পর্কে তাদের কিছু বক্তব্য থাকলে আদালতকে জানাতে - ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩১৩ নং ধারা দ্রষ্টব্য। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় আসামীরা প্রায়শঃই প্রতি প্রশ্নের উত্তরে শুধুমাত্র 'নির্দোষ' (বা এই জাতীয় কোন উত্তর) বলে থাকে। এইরকম Vague বা অর্থহীন উত্তর দিয়ে আসামীরা তাদের মূল্যবান অধিকারের অপব্যবহার করে। সবসময়ে যথাযথ বক্তব্য রাখা উচিত। আসামীদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য কোন উত্তর এলে বাদীপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতের কাছে অভ্রান্ত নাও মনে হতে পারে। সুযোগ পেয়েও যদি আসামী যথাযথ বা বিশ্বাসযোগ্য কোন বক্তব্য না রাখে তবে আদালতের কাছে বাদীপক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ না করার মত কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাও থাকতে পারে।

Summon case-এর ক্ষেত্রেও ৩১৩ নং ধারা প্রযোজ্য কিনা এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। Law Commission এর মতে Summons case এর ক্ষেত্রেও ৩১৩ নং ধারা প্রযোজ্য — Law Commission's 41st Report দ্রষ্টব্য।

কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করার আগে অবশ্যই ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৬৮/৪৬৯ নং ধারা দেখে নিতে হবে যাতে বাদীপক্ষের মোকদ্দম time barred না হয়। যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি শুধুমাত্র জরিমানা (fine) সেখানে সময়সীমা হচ্ছে ৬ মাস, যদি শাস্তি অনধিক ১ বছর কারাদণ্ড হয় তবে মামলা রুজু করার সময়সীমা ১ বছর, এবং যে সব অপরাধের শাস্তি অনধিক ৩ বছর কারাদণ্ড, সেখানে সময়সীমা ৩ বছর। যদি আসামী একসঙ্গে একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত হয় তবে মামলা রুজু করার সময়সীমা নির্ধারিত হবে ঐ অপরাধগুলির মধ্যে যে অপরাধের শাস্তির মেয়াদ সব থেকে বেশী সেই নিরিখে। কখন থেকে limitation আরম্ভ হবে তা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৬৯ নং ধারায় বলা আছে। এই প্রসঙ্গে Joint Select Committee র নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"As regards the date from which the period is to be computed the Committee considered and has fixed the date as the date of the offence As, however, this may create practical difficulties and may also facilitate an accused person to escape punishment by simply absconding himself for the prescribed period the Committee has also provided that when the commission of the offence was not known to the person aggrieved or to any police officer, the period of limitation would commence from the day on which the participation of the offender in the offence first comes to the knowledge of a person aggrieved by the offence or of any police officer, whichever is earlier Further when it is not known by whom the offence was committed the first day on which the identity of the offender is known to the person aggrieved by the offence or to the police officer making investigation to the offence."

কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা limitation period এর মধ্যে যে কোন সময়ে রুজু করলেই চলে। ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম হলে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে যদি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করতে অযথা কালক্ষেপ করা হয় তবে সে মোকদ্দমার বুনিয়াদ দুর্বল হতে বাধ্য। *Vigilantibus et non dormientibus, jura subveniunt* (the vigilant, and not the sleepy, are assisted by the laws) এই maxim ফৌজদারী মোকদ্দমাতে কঠোরভাবে প্রযোজ্য।

নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করার প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ কোন মোকদ্দমাতে দুপক্ষ একসঙ্গে পুরোপুরি জয়ী হতে পারে না কিন্তু আপীল করার অধিকার কখনই Vested বা Inherent right নয়। ফৌজদারী আপীল ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে বিধৃত নিয়ম অনুসারে হবে এবং তার বাইরে কোন আপীল গ্রহণযোগ্য হবে না। নিম্ন আদালত বা trial court এর আদেশের বিরুদ্ধে যে আপীল হয় তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, আসামীর সাজা

হলে আসামী পক্ষের আপীল — ৩৭৪নং ধারা দ্রষ্টব্য; দ্বিতীয়তঃ; আসামী খালাস হলে বাদী পক্ষের আপীল — ৩৭৮ নং ধারা দ্রষ্টব্য। Memorandum of appeal এর কোন prescribed form নেই। আইনে বলা আছে ঃ

"Every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellant or his pleader and every such petition shall (unless the court to which it is presented otherwise directs) be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against।"

উপরোক্ত আইন অনুসারে memorandum of appeal কেবলমাত্র একটি লিখিত দরখাস্ত। অতএব কি কি কারণে আপীল করা হয়েছে অর্থাৎ আপীলের grounds বলার আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই মর্মে বিভিন্ন High Court এর decision আছে। যদিও এ নিয়ে দ্বিমতও আছে। কিন্তু memorandum of appeal এবং দরখাস্ত (petition) কখনই সমার্থক হতে পারে না।

"A memorandum of appeal is meant to be a sufficient statement of the grounds upon which the appellant proposes to support the appeal. It is a notice to the court that such and such specific grounds are proposed to be urged on behalf of the appellant, as also a notice to the respondent that he should be ready to meet those specific grounds" — Kapil Deo Shukla AIR 1958 SC 121.

আপীলের grounds বিভিন্ন রকম হতে পারে ঃ (ক) কেবলমাত্র question of fact; (খ) কেবলমাত্র question of law; (গ) mixed question of fact and law। যে যে কারণে appeal করা হচ্ছে তা আপীলের দরখাস্তে সংক্ষেপে অথচ যথেষ্ট বোধগম্যভাবে লিখতে হবে। বলাবাহুল্য পক্ষগণের পরিচয়াদি অবশ্যই আপীলের দরখাস্তে লিখতে হবে। আপীল দায়ের করার আগে দেখে নিতে হবে যেখানে আপীলে দায়ের করতে যাওয়া হচ্ছে সেই আদালতের ঐ আপীল বিচার করার এক্তিয়ার বা jurisdiction আছে কিনা।

আপীল ছাড়াও নিম্ন আদালতের কোন final order এর (interlocutory order নয়) যৌক্তিকতা challenge করে উচ্চ আদালতে revision করা যায়। কখন ও কোথায় revision করা যাবে তা ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৩৯৭ - ৪০০ নং ধারায় বিধৃত আছে। মনে রাখতে হবে appeal ও revision কখনই সমার্থক নয়। Revision করার জন্য কিভাবে দরখাস্ত করতে হবে তা কোথাও বলা হয়নি। যেহেতু revisional court এর বিচার্য বিষয় হচ্ছে whether substantial justice has been denied or not এবং for the interest of justice আদালতের interference এর দরকার আছে কিনা, সেইহেতু দরখাস্তকারী revision-petition এমনভাবে draft করবে যাতে দরখাস্ত পড়েই মনে হয় যে there has been miscarriage of

justice এবং দরখাস্তকারী সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে (on the face of the record) আদালতের এরকম মনে না হলে revisional court নিম্ন আদালত থেকে record তুলে (call for) নাও আনতে পারে। আপীল করার statutory right এর সাথে revision এর এটাই মৌলিক পার্থক্য।

প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের inherent power থাকা দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১৫১ নং ধারায় স্বীকৃত। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এটা বলা যায় প্রত্যেক আদালতের inherent jurisdiction থাকা অপরিহার্য। আইনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে যখন সুবিচারের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না তখনই inherent jurisdiction এর প্রশ্ন আসে। কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমা পরিচালনায় কোন নিম্ন আদালতের inherent jurisdiction নেই। কেবলমাত্র High Court ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪৮২ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে দেওয়ানী আদালতের ন্যায় inherent power ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অপরিসীম ক্ষমতা ভোগ করে। কারণ এই ধারাতে বলা আছেঃ Nothing in this Code shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under the Code or to prevent abuse of any process of any court or otherwise to secure the ends of justice '

কিন্তু ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের যে কোন ধারা ব্যবহার করে যদি প্রার্থিত প্রতিকারের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আদেশ দেওয়া সম্ভব হয় অথবা প্রার্থিত প্রতিকার যদি ঐ আইনের কোন specific provision এর পরিপন্থী হয় তবে ৪৮২ নং ধারা প্রয়োগ করে প্রার্থিত প্রতিকার দেওয়া যাবে না। ৪৮২ নং ধারার সাহায্য নিয়ে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করলে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ হওয়া আবশ্যক

(ক) যে অবিচার বা injustice এর উল্লেখ করা হয়েছে তা trivial বা তুচ্ছ নয় এবং substantial বা গুরুতর

(খ) ঐরূপ কথিত অবিচার (injustice) অতি সহজেই অনুমেয়।

(গ) দরখাস্তে বর্ণিত injustice হওয়া সত্ত্বেও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের অন্য কোন ধারা প্রয়োগ করে ঐ অবিচার দূর করা যাবে না বা প্রার্থিত সুবিচার পাওয়া যাবে না।

আরও একটা বিষয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। দেওয়ানী আদালত ক্ষেত্রবিশেষে নিজের দেয় judgment নিজেই review করতে পারে। কিন্তু কোন ফৌজদারী আদালতের নিজের judgment নিজে review করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু প্রার্থিত review যদি judgment বা final order সম্পর্কিত না হয় তবে ফৌজদারী আদালতও নিজের order নিজে review করতে পারে। তাছাড়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের বিভিন্ন ধারায় review-র কথা বলা

আছে। কোন দরখাস্তকারী যদি review-র দরখাস্ত নিয়ে আদালতে আসে তবে প্রথমেই তাকে দেখতে হবে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে প্রার্থিত review-র provision বা বিধান আছে।

নিম্ন আদালত কোন আইনগত প্রশ্নে High Court সমীপে reference করতে পারে — ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৯৫ নং ধারা দ্রষ্টব্য।

কিছু কিছু quasi-criminal matter Magistrate এর কাছে বিচার হয়। এর মধ্যে maintenance-এর মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১২৫-১২৮ নং ধারা প্রযোজ্য। অন্যান্য quasi-criminal matter এর মধ্যে dishonour of cheque সংক্রান্ত মোকদ্দমা উল্লেখযোগ্য — Negotiable Instruments Act এর ১১৮ নং ধারা দ্রষ্টব্য। যখন কোন Special Act কোন dispute বিচারের ভার Magistrate কে দেয় এবং ঐ Special Act-এ যদি বিচার পদ্ধতি (procedure) বলা থাকে তবে Magistrate-কে ঐ পদ্ধতি মেনে বিচার করতে হবে। যদি Special Act এ কোন বিচার পদ্ধতির উল্লেখ না থাকে তবে Magistrate-কে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন মেনে চলতে হবে। এর কোনরূপ অন্যথা করা চলবে না।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ফৌজদারী মকদ্দমার আবেদনপত্র কিভাবে লিখতে হইবে তাহা দেওয়া হল।

দরখাস্ত / অভিযোগ সমূহের নমুনা

প্রথম অধ্যায়

অপরাধ তদন্ত

[Criminal Investigation]

১নং — ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ক পরামর্শ আইনের অন্তর্ভুক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৭ ধারার (৫) উপধারার বিধানে তদন্ত চালানোর কার্য্যকে বন্ধ করিবার দরখাস্ত

চুঁচুড়া (হুগলী) মহকুমার বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত

উল্লেখঃ পাণ্ডুয়া থানার মামলা নং ১৩৯/৯৩ তারিখ ২১.৭.১৯৯৩ অনুরূপ ১৯১৪ সালের বঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ক আইনের ২৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জি. আর মামলা নং ২৭৯/৯৩ এবং ১৯৫৬ সালের ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক পরামর্শ আইনের ১৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং ১৯১৬ সালের ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক ডিগ্রী আইনের ৬-ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১৯/৪২০ ধারার অন্তর্ভুক্ত।

(তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিকের প্রতিবেদনের জন্য ২.৮.৯৭ তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে)

.. .. অভিযোক্তা

বনাম

.... অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৭ ধারার ৫ উপধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত (১৯৮৮ সালের ২৪ নং পশ্চিমবঙ্গ আইন কর্তৃক পরিবর্তিত)

ডঃ মলয় চক্রবর্তী, অভিযুক্ত ব্যক্তির সবিনয় দরখাস্ত অধিকতম শ্রদ্ধাসহকারে প্রদর্শন পূর্বক ঃ—

(১) আপনার মহানুভবের দরখাস্তকারী গত ২১.৭.১৯৯৩ তারিখে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে আহ্বানপত্র মকদ্দমা রূপে উপরোক্ত বিচারযোগ্য ক্ষেত্রে গত ২২.৭.১৯৯৩ তারিখে হাজির করা হয় ও ঐ মামলাটি দরখাস্তকারীর কিছু পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বীর

চক্রান্তে পেশাদারী হিংসার বশবর্তী হইয়া দলিল রচনাপূর্বক যেমন দরখাস্তকারীর মিথ্যা সই দাখিল পূর্বক মিথ্যাগুণাবলী এবং বিশেষরূপে অবধারণপূর্বক মিথ্যা ওষুধ ব্যবস্থাপত্র মুদ্রণ করিয়া করা হইয়াছে।

(২) যদিও দরখাস্তকারী গত ২১.৭.১৯৯৩ তারিখে গ্রেপ্তার হন কিন্তু তদন্তকারী সংস্থা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ইচ্ছাকৃত ভাবে তদন্তকে ত্বরান্বিত করিবার কোন পন্থা গ্রহণ করেন নাই। যেক্ষেত্রে আইনে বলা আছে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের অষ্টম অধ্যায়ের মামলার তদন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেপ্তার অথবা হাজির হইবার তারিখের দুই বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ না হইলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ অপরাধের ব্যাপারে আরও তদন্ত সম্পাদন বন্ধ করিয়া দিয়া এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিবার একটি আদেশ দিবেন যদি না তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে (এই মর্মে) সন্তুষ্ট করেন যে বিশেষ কারণে এবং ন্যায়পরতার স্বার্থে ১৬৭ ধারার (৫) (১) (গ) এর বিধানে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পরেও ঐ তদন্তকার্য চালাইয়া যাওয়া প্রয়োজনীয়। তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক তদন্ত সম্পাদন করিবার জন্য সময়ের প্রার্থনা করেন নাই (১৯৮৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ ২৪নং আইনের ৪ ধারার উল্লেখপূর্বক)।

(৩) তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক গত ২৫.৮.১৯৯৪ তারিখে দরখাস্তকারীর হস্তলিখন ও সহির নমুনা লইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন যদিও তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে বর্তমান আইনে তদন্তকার্য চলাকালীন বিশেষ পর্য্যায়ে, আদালত মারফত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর হস্তলিখন ও সহির নমুনা দিবার জন্য বাধ্য করানো যাইতে পারে না এবং এই ভিত্তিতে ও কর্মকারকীয় তদন্তকার্য না করিয়া তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক কেবলমাত্র সময় অপব্যবহার করিয়া চলিয়াছেন। এমনকি গত ২৯.৬.১৯৯৩ তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর হস্তলিখন ও সহি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আপনার মহানুভব তাঁকে ঐটি দিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক সহি ও হস্তলিখন লইবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়াও আপনার মহানুভবের নিকট বিশেষ কারণগুলি উক্ত করিয়া তদন্তকার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সময়সীমা বর্ধিত করিবার প্রার্থনা করেন নাই।

(৪) আপনার দরখাস্তকারী গত ২১.৭.১৯৯৩ তারিখে গ্রেপ্তার হন এবং সেই কারণে ১৯৮৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ ২৪নং আইনের ৪ ধারার বিধানে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার পরিবর্তিত রূপ ১৬৭ ধারার (৫) উপধারার বিধানে গত ২.১৭.১৯৯৫ তারিখে দুই বৎসর ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়াছিল এবং এই কারণে মামলাটির কার্য্যতঃ ও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে গত ২১.৭.১৯৯৫ তারিখে এবং সেই হেতু মৃত ঘোটককে বেত্রাঘাত করিয়া লইয়া যাইবার অবকাশ নাই যেটির পদদ্বয় দরখাস্তকারীর বিচারকে অকৃতকার্য্য করিবে এবং আইনের নির্দেশকে দোষযুক্ত করিয়া তুলিবে।

(৫) এই মামলায দূবদর্শী সম্বন্ধীয উন্নতি না থাকায বিলম্বিত তদন্ত, আইনেব নির্দেশ এবং উদ্দেশ্যকে লঙ্ঘন কবিযাছে যেহেতু দবখাস্তকাবীব গ্রেপ্তাবেব ফলে তাঁব উপব মানসিক এবং আর্থিক চাপ সৃষ্টি হইযাছে ভিত্তিহীন অভিযোগেব কাবণে এবং ২১ ৭ ১৯৯৫ তাবিখেব পবে তদন্ত কার্য চালিযে থাকাব জন্য।

এমতাবস্থায আপনাব মহানুভবেব নিকট আমাব বিনীত প্রার্থনা এই যে আপনাব মহানুভব দযা প্রদর্শন পূর্বক দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১৬৭ ধাবাব ৫ উপধাবাব বিধান মত মামলায আবো তদন্ত সম্পাদন বন্ধ কবিবাব জন্য নির্দেশ দিবেন এবং অবিলম্বে অভিযুক্ত দবখাস্তকাবীকে মামলা হইতে এবং তাব জামিনখত হইতে অব্যাহতি দিবাব আজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক আদেশ দিবেন।

এবং আপনাব মহানুভবেব দবখাস্তকাবী আজীবন কর্তব্যেব অধীন হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনা বত হইবেন।

চুঁচুড়া

২৪ ৭ ১৯৯৫

টীকা : ছুটিব দিন দবখাস্ত দাখিলেব পূর্বে যথাযথ আদালতেব সম্মতি নেওযা উচিত ও দবখাস্ত দাখিল কবিবাব জন্য প্রার্থনা জানাইবাব পবে এইটি দাখিল কবা উচিত

২ নং — আনুগত্যতে আপত্তি অথবা তদন্তকার্য সম্পাদন বন্ধ কবিবাব জন্য দরখাস্ত দাখিলের পরে অভিযোগ বিস্তৃতি

চুঁচুড়া মহকুমাব বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

পাণ্ডুযা থানাব মামলা নং ১০৭/৯৫

বাজ্য সবকাব

বনাম

মলয চক্রবর্তী

দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১৬৭(৫) ধাবাব বিধানে উল্লিখিত বিধিসম্মত সময উত্তীর্ণ হইবাব পবে আবক্ষি দ্বাবা অভিযোগ বিস্তৃতি দাখিল কবাব ক্ষেত্রে আপত্তি।

৬, মলয চক্রবর্তী অভিযুক্ত দবখাস্তকাবীব সবিনয দবখাস্ত অধিকতম শ্রদ্ধাসহকাবে প্রদর্শনপূর্বক :—

(১) গত ২৪ ৭ ১৯৯৫ তাবিখে আপনাব দবখাস্তকাবী তাঁহাব ২৪ ৭ ১৯৯৫ তাবিখেব দবখাস্ত আবো তদন্ত কার্য বন্ধ কবাব এবং অভিযুক্ত দবখাস্তকাবীকে মামলা হইতে আনুষঙ্গিক অব্যাহতি দিবাব জন্য আপনাব মহানুভবেব নিকট দবখাস্ত কবিযাছিলেন যেহেতু তদন্তকার্য সংস্থা অভিযুক্ত দবখাস্তকাবীব যিনি গত

২১.৭.১৯৯৩ তারিখে গ্রেপ্তার হন সেই তারিখ থেকে দুই বৎসরের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পূর্ণ করেন নাই এবং আপার মহানুভব দরখাস্ত শুনানীর দিন ধার্য করিয়াছেন ২.৮.১৯৯৫ তারিখে যেহেতু ঐ দিনটি ইতিমধ্যেই স্থির করিয়াছেন তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক।

(২) ঐ ২.৮.১৯৯৫ তারিখে দরখাস্তকারী ২৪.৭.১৯৯৫ তারিখের দরখাস্ত শুনানীর জন্য আদালতে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক যেমন উপস্থিত ছিলেন না তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। কোন সময়েই তাঁর পক্ষে কোন প্রার্থনা করা হয় নাই। যাহা হউক পরবর্তী সময়ে মহানুভব সহকারী জন অভিযোক্তা ঐ দরখাস্ত শুনানীর জন্য সময় লইবার আবেদন করেন এবং আপনার মহানুভব শুনানীর জন্য ৩০.৮.১৯৯৫ তারিখটি সন্তুষ্ট হইয়া ধার্য করেন।

(৩) অদ্য অর্থাৎ ৩০.৮.১৯৯৫ তারিখে আপনার দরখাস্তকারী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক ১৯১৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক আইনের ২৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত/১৯৫৬ সালের ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা বিষযক পরামর্শ আইনের ১৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত/১৯১৬ সালের ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক ডিগ্রী আইনের ৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১৯/৪২০ ধারার অন্তর্ভুক্ত অভিযুক্ত দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৫.৮.১৯৯৫ তারিখে ২০.৭.১৯৯৫ তারিখের অভিযোগ বিস্তৃতি দাখিল করিয়াছেন এবং আপনার মহানুভব ঐ ৫.৮.১৯৯৫ তারিখে সন্তুষ্ট হইয়া নির্দেশ দেন যে ঐ অভিযোগ বিস্তৃতি নথীভুক্ত করিয়া রাখা উচিত। আপনার মহানুভবের নথীতে অথবা ৫.৮.১৯৯৫ তারিখের আদেশ বিস্তৃতিতে এটি প্রদর্শিত হয় না যে মামলার দিনপঞ্জী অভিযোগের বিস্তৃতি সহ আদালত পরিদর্শকের নিকট অথবা আদালতে কখনো প্রেরিত হইয়াছে।

(৪) অদ্য ৩০.৮.১৯৯৫ তারিখে আপনার মহানুভবের অনুমতি লইয়া মামলার বিচারালয় সম্বন্ধীয় নথীগুলির তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ইহা প্রকাশিত হইল যে যদিও ২০.৭.১৯৯৫ তারিখের ৯৯নং অভিযোগ বিস্তৃতি মেমো নং ব্যতীত এবং পরিবেষ্টন পরিদর্শক অথবা আদালত পরিদর্শকের দ্বারা অনুমোদিত না হইয়া জি. আর ও কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিল এবং উহা ৫.৮.১৯৯৫ তারিখে জি আর ও দ্বারা আপনার মহানুভবের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং ইহা আরো প্রকাশিত হইয়াছে যে ঐ অভিযোগ বিস্তৃতিতে পরিবেষ্টন পরিদর্শক অথবা আদালতের পরিদর্শক মহাশয়ের ক্ষোদিত শীল অথবা সহির অভাব রহিয়াছে যেটি বাংলার আরক্ষি সংবিধানের ৬৮ ও ৪৪২ রীতির আদেশমূলক দাবি আইনে বলবৎ আছে। দলিলে ভবিষ্যৎ কৌশল হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষণের জন্যই এই সব দাবির উদ্দেশ্য।

(৫) তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক আদালতে প্রতারণা পরিচালনা করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী তারিখের অভিযোগ বিস্তৃতি পাঠাইয়া দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৭ ধারার ৫ উপধারার পরিবর্তিত রূপ ১৯৮৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ ২৪ নং আইনের ৪ ধারার নির্দেশমূলক রীতির পরাজয় ঘটাইয়া অসৎ পন্থার দ্বারা আইনকে নির্বীজ করিয়াছেন।

(৬) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৭ ধারার ৫ উপধারা লঙ্ঘন করিয়া আইন নির্দেশিত সময়সীমা অতিক্রম করিয়া যে অভিযোগ বিস্তৃতি দাখিল করা হইয়াছে তাহা প্রগ্রাহ্যমূলক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না এবং দরখাস্তকারী তাহার ২৪ ৭ ১৯৯৫ তারিখের দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে ২১ ৭ ১৯৯০ তারিখে তাহার গ্রেপ্তারের দিন হইতে তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক কর্মতৎপরতায় তদন্ত করেন নাই ও আইন নির্দেশিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর তদন্তকার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সময়ের বর্ধনের জন্য প্রার্থনা জানাইতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং ২৪ ৭ ১৯৯৫ তারিখের দরখাস্তের শুনানীর দিন আপনার মহানুভব কর্তৃক ধার্য হইলেও তিনি ২৮ ১৯৯৫ তারিখে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং সেই কারণে ঐ অভিযোগ বিস্তৃতি প্রগ্রাহ্য হইলে তাহা মূলতঃ বাতিল ও আইনে অনিশ্চিত বলিয়া গণ্য হইবে।

এমতাবস্থায় আপনার মহানুভবের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে আপনি দয়াপরবশ হইয়া ২৮ ৭ ১৯৯৫ তারিখের ৯৭০ অভিযোগ বিস্তৃতিটি যাহা ৪ ৮ ১৯৯৫ তারিখে তদন্তকার্য সম্পাদনকারী আধিকারিক আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা প্রগ্রাহ্য বলিয়া উক্ত করিবেন না এবং অভিযুক্ত দরখাস্তকারীকে মামলা ও জামিন খত হইতে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার মহানুভবের দরখাস্তকারী আজীবন কর্তব্যের অধীন হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত হইবেন।

চুঁচুড়া

৩০ ৮ ১৯৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

তদন্ত চলাকালীন অন্তবর্তীকালীন আবেদন

[Interlocutory Application during Investigation]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের

প্রতি ....

জেলা ....

অথবা

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

থানা .... জেলা ....

মাননীয় মহাশয়

আমি শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী/.......................... পিতার নাম/ .... গ্রাম .... পোষ্ট অফিস .... থানা .... জেলা .... এক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টি গোচর করিতেছি যে গতকাল (অর্থাৎ .... ২০০০) রাত্রি সাড়ে ৮ ঘটিকায় আমি যখন শ্রী .... দোকানের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম আমার সাইকেল করিয়া .... ঘটিকায় আমি তখন সশস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্রধারী যেমন লাঠি, বর্শা, বৈচি সমেত ১২ জনের একটি দলকে দেখিলাম ঐ গ্রামেরই কে. এস.-কে অভ্যাঘাত করিবার জন্য এ অভ্যাঘাতক্রীত কে. এস. দোকানের সম্মুখে পড়িয়া যান অভ্যাঘাতকারীদের মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া উঠেন যে তাঁরা ঐ কে. এস. ব্যক্তিকে শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার পর তাঁদের মধ্যে একজন দোকান হইতে আদেশ করেন যে ঐ দেহ নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হউক। ঐ সময় উপযুক্ত আলো না থাকায় সকল আক্রমণকারীকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু দোকান হইতে যেটুকু আলোকপাত দৃশ্য হইয়াছিল তাহাতে আমি তিনজনকে চিনিতে পারিয়াছিলাম যেমন (১) ... . (২) .... এবং (৩) .... আমার গ্রামের।

৫০ ফুট দূরত্ব হইতে আমি ঘটনাটি দেখিয়াছিলাম। সাইকেল হইতে অবতরণ করিয়া আমি একটি বটবৃক্ষের নিভৃতে নিজেকে আবৃত রাখিয়াছিলাম এবং আমি দেখিয়াছিলাম আক্রমণকারী কে এস এর দেহ নদীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

তারা চলিয়া যাইবার পর আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম কিন্তু ভয়ের বশবর্তী হইয়া আমি থানায় যাইতে সাহস করি নাই যেহেতু থানায় যাইতে হইলে দোকানটি আমাকে পার হইতে হইত। গত রাত্রে কে এস গৃহে প্রত্যাবর্তন না করার জন্য কে এস এর পরিবারবর্গ তাঁর অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের ঘটনার বিষয় ব্যক্ত করি নাই যেহেতু আমি আক্রমণকারীদের হস্তে আমার জীবন বিপন্ন হইবার জন্য ভয় পাইয়াছিলাম যদি কে এস এর পরিবারবর্গ আমার নাম ব্যক্ত করিয়া বসেন। কে এস কে হত্যা করিবার কারণ আমি জানি না কিন্তু আমার অনুমান কে এস এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঈর্ষাই এর কারণ।

তদন্তের ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য আমি প্রস্তুত তবে এই শর্তে যে আমার নাম বিহীনতা রক্ষা করিতে হইবে এবং আমার ও আমার পরিবারবর্গের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত রাখিতে হইবে।

আপনার অনুগত

তারিখ।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০নং ধারার বিধানে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশের কাছে সংবাদ প্রেরণ

মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের

প্রতি

জেলা

অথবা

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

থানা

জেলা

মাননীয় মহাশয়

আমি এম এন জে, পুত্র/কন্যা/স্ত্রী পিতার নাম/ স্বর্গীয়

ঠিকানা

নিম্নলিখিত ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমার প্রতিবেশী, শ্রী তিন বৎসর পূর্বে শ্রীমতী

কে বিবাহ করেন এবং গত বৎসর তাঁদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শিশুর জন্মের পর থেকেই আমার প্রতিবেশীদের গৃহে মধ্যে মধ্যে কলহ চলিত। আমি

শুনিয়াছি প্রায়ই আমার প্রতিবেশী ও তাহার পিতামাতা শ্রীমতী .... কে গালিগালাজ করিতেন। একবার তাঁহারা স্ত্রীকে প্রহার করিয়া রাত্রে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করেন। আমি সেই রাত্রে তাঁকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এবং প্রত্যুষে আমার স্ত্রী তাঁকে সঙ্গে লইযা প্রতিবেশীর গৃহে রাখিয়া আসেন। তিনি প্রায়ই আমার স্ত্রীকে বলিতেন যে কন্যা সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ের পরিজনেরা তাঁকে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করিতেন।

(২) গত রাত্রিতে প্রায ১০ ঘটিকায় আমরা শ্রীমতী .. .. কান্নার স্বর শুনি এবং এম এন জে ও তাঁর মাতার অভিশপ্ত বাণী শুনি এই মর্মে যে অসুস্থ কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া তার চিকিৎসার জন্য এই অর্থ ক্রমে ক্রমে নির্গত করায় তার মৃত্যুই শ্রেয়।

(৩) আজ মধ্যাহ্ন প্রায় ২.৩০/৩ ঘটিকায এম এন জে আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করেন এবং অবগত করেন যে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। আমি তাঁর গৃহে যাইযা দেখিলাম যে তাঁর স্ত্রী একটি ক্ষুদ্র খাটে শুইয়া আছেন ও তাঁর কণ্ঠে বহু ক্ষত চিহ্ন রহিয়াছে। তাঁর পরনের পোযাক আর্দ্র আছে আবিষ্কার করিলাম। খাটের পার্শ্বে একটি রজ্জু ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহারা বলিলেন যে ঐ রজ্জুর দ্বারা তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। আমি তাঁদের ঘটনাটিকে পুলিশ ও স্ত্রীর পিতামাতাকে জানাইবার জন্য বলিয়াছিলাম। ইহার পর আমি ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর আমি আমার গৃহের গবাক্ষ দিয়া দেখিলাম যে এম এন জে এবং কিছু ব্যক্তি নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলিতেছেন এবং ইহার পর তাহারা গৃহ হইতে ঐ খাটটি লইয়া এম এন জে সমেত শ্মশান ঘাটের দিকে চলিয়া যান।

অবিশুদ্ধ ক্রীড়া চলিতেছে অনুভব করিয়া আমি আমার পুত্রকে পত্র দিয়া আপনার নিকট পাঠাইলাম অবিলম্বে কার্য করিবার জন্য যাহাতে মৃতদেহ শ্মশান ঘাটে প্রজ্বলিত করিয়া সব সাক্ষ্য মুছিয়া দিবার পূর্বেই এই কার্যটি হয় যেটি আমার গ্রাম হইতে প্রায় তিন অর্দ্ধক্রোশ।

আপনার অনুগত

তারিখ এ বি সি

৩ নং — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৫১ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত গ্রেপ্তার চলাকালীন সময়ে বাজেয়াপ্ত বস্তুগুলির প্রত্যর্পণ করার জন্য দরখাস্ত

আদালত .... বিচারিয় ম্যাজিস্ট্রেট

মামলা নং ১৯

এ বি সি বনাম *এক্স ওয়াই জেড*

৪৫৭ ধাবা মতে এবং ইহাব সহিত পঠনযুক্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৫১ ধাবাব বিধান মত দবখাস্ত

দবখাস্তকাবী (নাম)

অধিকতম শ্রদ্ধাসহকাবে প্রদর্শন পূর্বক ঃ

(১) গত যখন উপবোক্ত দবখাস্তকাবী তাব সাইকেলে কবিযা বাড়ী ফিবিতেছিলেন সেইসময পুলিশ আধিকাবিক থানা দবখাস্তকাবীকে গ্রেপ্তাব কবেন আপনাব মহানুভবেব দ্বাবা নির্দেশিত উপবোক্ত মামলাব ক্ষেত্রে অজামিনযোগ্য প্রগ্রহণ পত্রেব ভিত্তিতে এবং থানায লইযা আসেন। তাঁকে হাজতে প্রবেশেব সময পুলিশ দবখাস্তকাবীব ব্যক্তিপক্ষে তল্লাসী কবেন এবং তাঁব সাহত ৩০০ টাকা দেখিতে পান। পুলিশ ঐ অর্থ এবং দবখাস্তকাবীব সাইকেল লইযা নেন ও তাঁদেব হেফাজতে বাখিযা ঐ মর্মে একটি বসিদ দিযা দেন।

(২) পবেব দিন পুলিশ আপনাব মহানুভবেব আদালতে দবখাস্তকাবীকে আনিযা উপস্থিত কবেন।

(৩) গত আপনাব মহানুভব অনুগ্রহশীলভাবে সন্তুষ্ট হইযা দবখাস্তকাবীকে জামিনেব দ্বাবা অব্যাহতি দিযাছেন।

এমতাবস্থায প্রার্থনা এই যে আপনাব মহানুভব দযাপববশ হইযা উপবোক্ত অর্থ ও সাইকেল দবখাস্তকাবীকে প্রত্যর্পণেব জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিবেন।

এই দযাপববেশ পূর্ণ কর্মেব জন্য আপনাব দবখাস্তকাবী আজীবন কৃতজ্ঞতাব বন্ধনে হইযা চিবপ্রার্থনা বত হইবেন।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৪ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত

আদালত বিচাবিয ম্যাজিস্ট্রেট

মামলা নং ১৯

বাজ্যসবকাব বনাম *এ বি সি*

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৮৪ ধাবাব বিধানে ক্রোক কবা সম্পত্তিব দাবিব জন্য দবখাস্ত

দবখাস্তকাবী

অধিকতম শ্রদ্ধাসহকাবে শপথগ্রহণপূর্বক —

(১) উপবোক্ত মামলায আপনাব মহানুভব নিম্নে তপশীল বর্ণিত অস্থাবব সম্পত্তিতে যেটি পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিব অর্থাৎ সম্পত্তি সন্তুষ্ট চিত্তে ক্রোক কবিবাব নির্দেশ দিযাছেন আপনাব মহানুভবেব আদেশ তাবিখে।

(২) উক্ত ক্রোক করা সম্পত্তি দরখাস্তকারীর সম্পত্তি।

(৩) উক্ত পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তি দরখাস্তকারীর পৌত্র কিন্তু উক্ত ক্রোক করা সম্পত্তিতে তাঁহার কোন অধিকার, সত্ত্ব অথবা দখল নাই।

(৪) দরখাস্তকারীর একমাত্র ভ্রাতার বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া মৃত্যু হইয়াছে। দরখাস্তকারীর উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁর একমাত্র পুত্র অর্থাৎ পলাতক আসামীকে রাখিয়া মৃত্যুববণ করিয়াছেন।

(৫) দরখাস্তকারী তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর বহু পূর্বে তপশীল সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন যেস্থানে তিনি পরবর্তীকালে সৌধ গঠন করিয়াছেন এবং এইভাবে গঠিত গৃহে পলাতক আসামী বসবাস করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে তপশীল সম্পত্তিতে পলাতক আসামীর কোন স্বার্থ, দ'বী অথবা স্বত্ত্ব নাই।

(৬) আপনার মহানুভবেব নিকট দবখাস্তকারী উপস্থিত হইতে কোন বিলম্ব করেন নাই এবং ক্রোক করার তারিখেব ছয় মাসের মধ্যেই ইহা কবা হইয়াছে।

(৭) দরখাস্তকারীর নাম আব এস এবং সি এস পর্চাতে নথীভুক্ত আছে।

এমতাবস্থায় আপনার মহানুভবের নিকট প্রার্থনা এই যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে একটি তদন্ত করিবার নির্দেশ দিবেন এবং আপনার মহানুভব উপযুক্ত ও যথার্থ বুঝিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ অথবা আদেশগুলি ধার্য করিবেন।

এই দয়াপরবেশপূর্ণ কর্মের জন্য আপনাব দরখাস্তকারী আজীবন কর্তব্যের অধীন হইয়া চিরপ্রার্থনারত হইবেন।

৫ নং — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৫(৩) ধারার বিধানে ক্রোক করা সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং .... ১৯ ....

এ বি সি অভিযোক্তা বনাম *এক্স ওয়াই জেড*, অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৫ ধারার ৩ উপধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত

অভিযুক্ত ব্যক্তির সবিনয় দরখাস্ত ....

অধিকতম শ্রদ্ধাসহকারে শপথগ্রহণ পূর্বক

(১) গত .... তারিখে অভিযুক্ত দরখাস্তকারীর নিম্নতপশীল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি আপনার মহানুভবের আদেশের তারিখে .... ক্রোক করা হইয়াছে।

(২) আপনার মহানুভবের দরখাস্তকারী কখনও পলাতক হন নাই অথবা আদালতের পরোয়ানার নির্বাহ এড়াইবার জন্য নিজেকে লুক্কাইত রাখেন নাই।

(৩) দবখাস্তকাবী বোম্বাইতে চলিযা যাইবাব বহু পবে উপবোক্ত মামলা দাযেব কবা হয ও ঐ স্থানে তাঁহাব সবপ্রকাব অলঙ্কাবেব একটি দোকান ছিল এবং দবখাস্তকাবীব তাঁব বিরুদ্ধে দাযেব কবা মামলা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না।

(৪) দবখাস্তকাবীকে হযবান কবাব জন্য পুলিশ উপযুক্ত তদন্ত না কবিযা মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল কবিযাছেন।

(৫) দবখাস্তকাবীব প্রতিবেশীবা অনুগ্রহ কবিবেন যে তিনি তাঁব মামলা বেজিস্টাবী কবণেব পূর্বেই বোম্বাইএব তাঁব ব্যবসাব স্থানে বাস কবিযাছেন।

(৬) গ্রেপ্তাবেব প্রগ্রহণ পত্র এবং আপনাব মহানুভবেব আদালতেব দায়েব ক্রোকেব উদঘোষণা সম্বন্ধে দবখাস্তকাবী অবগত ছিলেন না।

(৭) দবখাস্তকাবী তাঁব একজন বন্ধুব নিকট হইতে পবিবাব চিঠি পাইযা ক্রোক সম্বন্ধে জানিতে পাবিলেন এবং আব বিলম্ব না কবিযা আদালতে নিজেকে সমর্পণ কবিলেন

উপবোক্ত অবস্থাব পবিপ্রেক্ষিতে বিনীত প্রার্থনা এই যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সম্পত্তি মুক্ত কবিযা দিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী কর্তব্যেব অধীন হইযা চিবপ্রার্থনা কবিতে থাকিবেন

৬ নং — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৮৪ ধাবাব বিধানেব আদেশেব বিরুদ্ধে পুনঃপবীক্ষাব দবখাস্ত

দাযবা বিচাবকেব আদালত

১।

ফৌজদাবী পুনঃ পবীক্ষা মামলা নং ১৯

এই বিষযে

নাম

ঠিকানা

দবখাস্তকাবী

বনাম

১

ব্যক্তিগত পক্ষেব নাম, যদি কিছু থাকে

২. রাজ্য .... অপর পক্ষ

এবং

এই বিষয়ে ঃ

১৯ .... মামলা নং .... মহকুমার মহানুভব বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .. .. তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে যে স্থানে দরখাস্তকারীর ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্তির প্রার্থনা বাতিল হইয়াছিল,

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৪০১/৪০৩ ধারার বিধানে একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত করা হইল।

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অধিকতম শ্রদ্ধাসহকারে শপথগ্রহণপূর্বক

(১) নাগরিক বিভাগের খাদ্য পরিদর্শক ১৯৫৪ সালের খাদ্য অপদ্রব্য মিশ্রণ প্রতিরোধ আইনের ১৬(১) এ (আই) পঠনযুক্ত ৭(১) ধারার বিধানে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হন নাই এবং আদালতের পরোযানা তাঁহাব উপর জারী করিতে পারা যায় নাই। মহানুভব প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিতে পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী এবং পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশিত ক্রোকের উদ্‌ঘোষণা জারী করিতেও অবহেলা করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিব দোকান ... . তারিখের নির্দেশিত ক্রোক জারীর পরোয়ানার ভিত্তিতে দোকানটি বাজেয়াপ্ত করিয়া শীল করিয়া দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিব দোকান বাজেয়াপ্ত ও শীল করার বিশেষ দিনটিতেই উদ্‌ঘোষণার আজ্ঞালেখ জারী করা হয়।

(২) দরখাস্তকারী দোকানের মজুত মালের মূল্য দ্বারা বিশ্বস্ত ক্রেতা এবং ক্রোকের উদ্‌ঘোষণার ও ক্রোকের আজ্ঞালেখ জারীর বহু পূর্ব হইতেই তিনি দোকানটি চালাইয়া আসিতেছেন এবং দরখাস্তকারীর ইহা অবগত ছিল না যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্নাধীন দোকানের খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত ব্যাপারে ফৌজদারী মামলায় ডাকা হইয়াছে।

(৩) দরখাস্তকারী অন্যান্য পক্ষদের নিকট হইতে অন্যান্য বহু মাল সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঐ সব সম্পত্তি তাঁহার নিজস্ব রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত দোকান বাজেয়াপ্ত হইবার তিনমাস পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং দরখাস্তকারীর মধ্যে মৌখিক চুক্তি হয় রেজিষ্টারীকরণ চুক্তির দ্বারা .... তারিখে এবং সেই চুক্তির বলে দরখাস্তকারী দোকানের ভাড়া বাড়ীওয়ালাকে দিয়া যাইতেছেন।

(৪) .... তারিখে পুলিশ দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে দোকানঘরটি শীলমোহর করিয়াছিলেন এবং বিনা তদন্তে ১০,০০০ হাজার অর্থের মূল্যের মজুত ব্যবসায়িক মাল বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

(৫) তদন্ত করিয়া আপনার দরখাস্তকারী মামলার বিষয়ে এবং কোন পারিপার্শ্বিকতায় দোকানটি বাজেয়াপ্ত হইয়া শীলমোহর করা হইয়াছে জানিতে পারিলেন এবং সেই কারণে দরখাস্তকারী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৪ ধারার বিধানে বাজেয়াপ্ত মালের খালাস কবিবার জন্য এবং দোকানের শীলমোহর ভাঙিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া .... তারিখে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

(৬) মহানুভব মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট চিত্তে একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন এবং ঐ তদন্তের সময়ে দরখাস্তকারী তাঁর সাক্ষীদের জেরা করিয়াছিলেন এবং তাঁর দাবীর সমর্থনে প্রাসঙ্গিক সব দলিল উপস্থিত কবিয়াছিলেন কিন্তু দবখাস্তকারীর প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়াছে।

ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কাবণেব ভিত্তিতে পুনঃপরীক্ষার দবখাস্ত দাখিল হইতেছে।

ভিত্তিগুলি

(ক) ঐ জন্য যে ঐ প্রশ্নাধীন আদেশ সত্যপথভ্রষ্ট, নিয়মবিরুদ্ধাচারী এবং বেআইনী।

(খ) ঐ জন্য যে দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৮২ ধারায় রক্ষিত পদ্ধতি অনুরূপ না হওয়ায় প্রশ্নাধীন আদেশ মূলতঃ বেআইনী হইয়াছে।

(গ) ঐ জন্য যে একই সঙ্গে প্রগ্রহণপত্র ও সম্পত্তির ক্রোকের জন্য উদ্‌ঘোষণা জাবী বেআইনী এবং সেই কারণে ক্রোকের জন্য আনুষঙ্গিক আদেশ এবং মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন আদেশ অপবিহার্যভাবে অধিকারক্ষেত্রহীন।

(ঘ) ঐ জন্য যে মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট ৮২ (৩) ধারাব বিধানের উপব অনুমানের দ্বারা নির্ভর কবতঃ যেটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৬২, ৬৪ এবং ৬৫ ধারার বিধানকে অতিক্রম কবিতে পাবে না, আইনে ভুল কবিয়াছেন।

(ঙ) ঐ জন্য যে মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ানী আদালতে বিকল্প প্রতিকারের উপযোগিতাব ভিত্তিতে দরখাস্তকাবীর প্রার্থনা বাতিল করিয়া ভুল করিয়াছেন এবং সেই কারণে প্রশ্নাধীন আদেশ বাতিলযোগ্য।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা এই যে আপানার মহানুভব, মহকুমার মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বাবা প্রশ্নাধীন আদেশের উপযুক্ততা ও সঠিকতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইবার জন্য নথী তলব করিবার জন্য সন্তুষ্ট হইবেন এবং পক্ষদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া প্রশ্নাধীন আদেশ বাতিল করিবেন এবং আপনার মহানুভব যেমন উপযুক্ত মনে করিবেন সেইমত আদেশ/আদেশগুলি দিবেন। এবং এই জন্য দরখাস্তকারী কর্তব্যেব অধীন হইয়া চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৪ ধারার বিধানের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

জেলা ....

হাইকোর্ট ....

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র (উত্তর বিচারের স্থান)

এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ঃ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৪০১/৪০৩ ধারা মতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

এবং

এই সংক্রান্ত ব্যাপারে

একটি আদেশ তারিখ .... শ্রী .... মহকুমার বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব দ্বারা .... মামলা নং .... ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৪৮/৩৭৯ ধারা মতে

এবং

এই সংক্রান্ত ব্যাপারে

শ্রী/শ্রীমতী ....

....

দরখাস্তকারী

ঠিকানা ....

বনাম

রাজ্য .... উত্তরবাদী

ভিতরপৃষ্ঠা

১১নং নিদর্শ

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচারপতি মহাশয়, শ্রী ....

এবং

মহামান্য আদালতের তাঁর সঙ্গী বিচারপতিদ্বয়

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিণীত আবেদন অধিকতম শ্রদ্ধাসহকারে শপথগ্রহণপূর্বক

(১) দরখাস্তকারী ধর্মীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠিত .... আধিকারিকের অস্থায়ী বদলীরূপে কার্যরত সচিব যেস্থানে ১নং প্রতিবাদী ঐ ধর্মীয় আশ্রমের সেরেস্তাদার।

(২) উপরোক্ত মামলায় ১নং উত্তরবাদীকে আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছিল পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়াকে পরিহার করার জন্য মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮২ ও ৮৩ ধারার বিধানে তাঁহাব বিরুদ্ধে পরোয়ান. জাবীর নির্দেশ দিয়েছিলেন .... তাবিখে। আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু স্বতন্ত্র দ্রব্যের সম্পত্তি তাঁর নিকটে থাকার অভিযোগে ক্রোক করা হইয়াছিল।

(৩) ইহার পর ১নং উত্তরবাদী আদালতে নিজেকে সমর্পণ করিযাছিলেন এবং জামিনের দ্বারা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ইহার পব .... তারিখে তিনি ক্রোক করা সম্পত্তির খালাসের জন্য আদালতের নিকট প্রার্থনা করেন এবং সম্পত্তিগুলি ধর্মীয় আশ্রমের সম্পত্তি হইলেও তিনি ঐ গুলি নিজেব বলিয়া দাবী কবেন।

(৪) ১নং উত্তরবাদী সম্পত্তিগুলি খালাসেব জন্য দবখাস্ত কবিযাছেন জানিতে পারিয়া দরখাস্তকারী একটি দরখাস্ত কবিযা প্রার্থনা কবেন যে সম্পত্তিগুলি উত্তববাদীকে খালাস করিয়া দেওয়া উচিত নয় যেহেতু সম্পত্তিগুলি ধর্মীয় আশ্রমেব।

(৫) মহানুভব আদালত বাদী এবং প্রতিবাদীব উপব কোন তদন্ত কবেন নাই এবং পক্ষদের শুনিয়া দরখাস্তকারীর প্রার্থনা বাতিল করিয়াছেন এবং ১নং উত্তরবাদীর দবখাস্তকে স্বীকার করিযাছেন এই ভিত্তিতে যে আপত্তি দিবাব দরখাস্তকারীর কোন অধিকার নাই।

সেই হেতু নিম্নলিখিত কাবণের ভিত্তিতে এই পুনঃপরীক্ষাব দবখাস্ত

কারণগুলি

(১) এই জন্য যে মহানুভব আদালত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৮৪ ধাবাব বিধানেব মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল কবিযাছেন।

(২) এই জন্য যে ঐ প্রশ্নাধীন আদেশ সত্যপথভ্রষ্ট, নিয়মবিরুদ্ধাচাবী এবং বে-আইনী।

(৩) এই জন্য যে মহানুভব মহকুমাব বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের দাবী এবং প্রতিদাবীগুলির ক্ষেত্রে একটি তদন্ত কবা উচিত ছিল।

(৪) এই জন্য যে মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট তাঁব মত স্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন দরখাস্তকারীর অধিকার নাই ইহাতে আইনতঃ ভুল করিয়াছেন যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৪ ধারার বিধান সাধারণভাবে পঠনেব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাবী এবং দাবীব আপত্তি তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৫) এই জন্য যে নিম্ন আদালতে দাখিলিকৃত সংলাগগুলিতে ইহা প্রদর্শিত হয যে ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক হলো আশ্রম, উত্তরবাদী নয় এবং সেই কারণে প্রশ্নাধীন আদেশ বাতিল যোগ্য।

এমতাবস্থায় ইহা প্রার্থনা করা হইতেছে যে আপনার মহানুভব অতীব প্রফুল্লতায় দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন, নিয়ম জারী করিতে পারেন নিম্ন আদালত হইতে নথী তলব করিতে পারেন এবং উহা পঠনের দ্বারা মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা মামলা নং .... এর প্রশ্নাধীন আদেশ নাকচ করিতে পারেন এবং আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত মনে করিবেন সেই আদেশ/আদেশগুলির নির্দেশ দিতে পারেন।

এবং ইহার জন্য আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যের অধীনে চিরপ্রার্থনারত।

শপথপত্র

আমি .... পুত্র/কন্যা/স্ত্রী/স্বামীর নাম .... বয়স .... ঠিকানা .... জাতি .... পেশা .... এতদ্বারা ঘোষণা ও বিণীতভাবে নিম্নলিখিত রূপে শপথ করিতেছি যে—

(১) এই আমি দরখাস্তকারীর এই মামলার তদ্বিরকারক এবং সেই কারণে মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

(২) এই আমার জ্ঞানমতে সত্য দরখাস্তের ১ থেকে ৫ অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি এবং কারণগুলি ১ থেকে ৫ আমার বিশ্বাসমতে সত্য, শেষ অনুচ্ছেদটি মহামান্য আদালতে আমার প্রার্থনা।

আমার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত ....

.... আদালতের সাক্ষীর সহি

সাক্ষী আমার পরিচিত—

অধিবক্তার সহি (শনাক্তকরণকারীর সহি)

আমার সম্মুখে বিণীতভাবে শপথ নেওয়া হইল .... ১৯৯৩ ....

(শপথবাক্যের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহি)

নং ৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৫ ধারার বিধানমত আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৬ ধারার বিধানে উত্তরবিচার

দায়রা বিচারকের আদালত ....

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং .... ১৯৯ ....

এই বিষয়ে

শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী ....

....

ঠিকানা

বনাম

উত্তরবিচারপ্রার্থী

রাজ্য

উত্তরবাদী

এবং

এই বিষয়ে

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৫ ধারার বিধানে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যর্পণের অস্বীকারের আদেশ মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট তর্বিশে মামলা নং ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০৭ ধারায় নির্দেশ দিলে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮৬ ধারার বিধানে উত্তর বিচার করা হইয়াছে।

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অধিকতম শ্রদ্ধাসহকারে শপথ গ্রহণপূর্বক ঃ

(১) সেই গত আপনার উত্তরবিচারপ্রার্থী পাটনাতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি শ্রীমতী কে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই হইতে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত আছেন এই মর্মে যে যদি তাঁর পরিবারবর্গ অর্থাৎ তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার গন্তব্যস্থল জানিতে পারেন তাহলে তাঁরা তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন এবং তাহাদের সহিত তাহার কোন পত্রালাপের যোগাযোগ নাই এবং সেই কারণে তাহার গৃহত্যাগের পর হইতে কি ঘটনা ঘটিযাছে তাহা তাঁহার নিকট অজানিত।

(২) সেই গত তিনি তাহার স্ত্রীকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং জানিতে পারিয়াছেন যে তাহার গ্রাম পরিত্যাগের পর মুহূর্তেই উপরোক্ত মামলা রেজেস্টারীকরণ হইয়াছে থানাতে এবং পুলিশের প্রতিবেদনে তিনি পলাতক। মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্ঘোষণার এবং সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং বস্তুতঃ মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছিল

(৩) সেই সম্পত্তির ক্রোকের ব্যাপার এবং উপরোক্ত মামলায় তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করা হইয়াছিল জানিতে পারিয়া আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী ঠিক তার পরের দিনই অর্থাৎ গ্রামে চলিয়া আসার পরের দিনই আদালতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং ক্রোকের আদেশ রহিত করিবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন এই ভিত্তিতে যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা চলার বিষয়ে জানিতেন। কিন্তু মহানুভব আদালত তাঁকে ক্রোক করা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন যদিও তিনি সাক্ষীদের

জেরা করিয়াছেন এবং পুলিশের প্রতিবেদনে বিশেষভাবে বলা আছে যে দরখাস্তকারী একটি মহিলার সহিত পলাতক হইয়াছিলেন।

(৪) সেই উত্তরবিচার প্রার্থী .... তারিখের ক্রোক করা সম্পত্তি প্রত্যর্পণের অস্বীকারের আদেশের বিরুদ্ধে এই উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছেন নিম্নলিখিত কারণের ভিত্তিতে

কারণগুলি

(ক) এই জন্য যে মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট আইন এবং তথ্যের বিষয়ে উভয়তঃ ভুল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(খ) এই জন্য যে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উদ্‌ঘোষণা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮২ ধারার আদেশমূলক সর্তকে লঙ্ঘণ করিয়াছে বলিয়া ইহা বাতিল এই সেই কারণে ৮৩ ধারার বিধানে ক্রোক করিবার আদেশ বেআইনী যেমন মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেটের নথীতে মূল উদ্‌ঘোষণায় প্রদর্শিত হয় যে "এতদ্বারা উদ্‌ঘোষণায় বলা হয় যে তাঁহাকে .... ঐ স্থানের . ... এই আদালতে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অথবা পূর্বে .... অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ঐ অভিযোগের উত্তর দিতে বলার নির্দেশ আছে।

(গ) এই জন্য যে মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট যে সাধারণ দিন পঞ্জীর প্রবেশ পথ নং .... তারিখ .... খানার বিষয়বস্তু মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন যাহাতে এই উক্তি ছিল যে আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী জনৈক .... এর ... . গ্রামের .... সাবালিকা কন্যাকে অজানা গন্তব্যস্থলে প্রলুব্ধ করিয়াছে এবং সংবাদদাতা উত্তরবিচার প্রার্থীব অথবা ২২ বছরের কন্যার গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই ইহা বিচারের ক্ষেত্রে গভীব অসফলতাব নিদর্শন।

(ঘ) এই জন্য যে পাটনার বিবাহ সেরেস্তাদার কর্তৃক বিবাহ রেজেস্টারীকরণের অভিজ্ঞানপত্রে এবং উক্ত সাধারণ দিনপঞ্জীর প্রবেশপথে সন্দেহের অবকাশ নাই যে দরখাস্তকারীর মামলা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না যেহেতু ঐটির ... . তারিখে রেজেষ্টারীকরণ হইয়াছে এবং মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট ভুল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এই মর্মে যে দরখাস্তকারী পলাতক ছিলেন।

এতদ্বর্থে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব উত্তরবিচার অনুগ্রহপূর্বক মঞ্জুর করিবেন, নথী তলব করিবেন পক্ষদের শুনানীর পর মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা .... তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশ বাতিল করিয়া দিবেন এবং উত্তর বিচার প্রার্থীকে ক্রোক করা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া দিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং ইহার জন্য আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী কর্তব্যের অধীনে চিরপ্রার্থনারত।

নং ৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৪ ধারার বিধানে চোরাই সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য খানাতল্লাস অধিপত্রের দরখাস্ত

মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

এম পি নং. .... ১৯৯ .. . .

দরখাস্তকারীর — অপরপক্ষ

শ্রীমতী/কুমারী .... — স্ত্রী ....

স্ত্রী/স্বামীর নাম .... — স্ত্রী/স্বামীর নাম .. ..

পুত্রদ্বয় . . ..

ঠিকানা

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৯৪ ধাবাব বিধানে খানাতল্লাসজারীব দবখাস্ত

দরখাস্তকারীর বিনীত আবেদন অতিশয় শ্রদ্ধাসহকাবে প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) এই সেই অপরপক্ষ দরখাস্তকারীর স্বামী'

(২) এই সেই দরখাস্তকারীব মাতা গত ২৮.১১.৯০ তারিখে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার সময়ে ১৫,০০০ হাজার অর্থ এবং নিম্নে তপশীল বর্ণিত মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি দিতে বাধ্য হইযাছিলেন। কিন্তু পণের দ্রব্য অপবক্ষ এবং তাঁহাব পরিবাববর্গেব সন্তুষ্টি সাধন না করতে পারায় দরখাস্তকাবীর উপব অসৎ ব্যবহার এবং অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক অত্যাচাব কবা হয়। ইহা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের আশায় দবখাস্তকাবী সর্ববকম শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচাব সহ্য করিয়াছেন। যাহা হউক গত ১৯ ৫.৯২ তারিখে অপরপক্ষ, তাহাব পিতামাতা, ভ্রাতা এবং ভগিনী দরখাস্তকাবীকে সাংঘাতিকভাবে প্রহার করে এবং তাহার অঙ্গেব সর্ব অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কার করেন।

(৩) এই সেই দরখাস্তকারী যিনি, বিবাহের সময় অপবপক্ষকে স্ত্রীবর্ণ স্বরূপ তাঁর মাতার প্রদত্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিশ্বাসপূর্বক ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দরখাস্তকারীকে তাহারা ঐ সব সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন নাই। তিনি শূন্যহস্তে এবং তাঁহার দেহে পরিবৃত একজোড়া গহনা লইয়া মাত্র অপরপক্ষের গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(৪) সেই রাত্রেই দরখাস্তকাবী .... থানায় ব্যাপারটি অভিযোগ করেন কিন্তু পুলিশ অপরপক্ষ এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজনদেব বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই কেবলমাত্র পুলিশ তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে ৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া .... গ্রামে তাঁহার মাতার গৃহে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান।

(৫) এই সেই দরখাস্তকারী যিনি আপনাব মহানুভবের নিকট একটি অভিযোগ .... তারিখে দাখিল করিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে আপনার মহানুভব উহা সন্তুষ্ট

চিত্তে ১৫৬ ধারার (৩) উপধারা মতে তদন্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং পুলিশ আপনার মহানুভবের দ্বারা বহু স্মরনার্থ লিখনের পরে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ/৪০৬ ধারার বিধানে পুলিশ মামলাটি .. .. নম্বরে .... তারিখে রেজেষ্ট্রীকৃত করিয়াছিলেন। ইহা উল্লিখিত হউক যে দরখাস্তকারী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত একটি আরো দরখাস্ত খোরপোষ মামলার .... নম্বরে দাখিল করিয়াছিলেন যেটিতে ভরণপোষণের জন্য প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল কিন্তু অপরপক্ষ আদেশটি পালন করেন নাই এবং সেইহেতু আপনার মহানুভবের নিকট জারীর কার্য্যাবলী এখনও অমীমাংসিত।

(৬) ঐ মামলার রেজেষ্ট্রীকরণ হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন নাই এবং দরখাস্তকারী তাঁহার স্বামীর গ্রামের একজন অধিবাসীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে অপরপক্ষ সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

(৭) তপশীলভুক্ত সম্পত্তিগুলি হইল উপরোক্ত পুলিশের মামলার বিষয়বস্তু এবং দরখাস্তকারী আশঙ্কা করিতেছেন যে অপরপক্ষ তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐগুলি অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিবেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মহানুভব একটি গ্রেপ্তারী প্রগ্রহণপত্র জারী করিতে আজ্ঞা হউন যাহাতে এক্ষেত্রের নিম্নে বর্ণিত তপশীলভুক্ত সম্পত্তিগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় এবং দরখাস্তকারীর ঐটি হস্তগত হয়।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যে আবদ্ধরত ইহার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করিবেন।

বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিগুলি

(১) ৩ ভরির স্বর্ণালঙ্কার যেমন হার — ১ভরি ৪ আনা, বালা (৬ জোড়া) ১/২ ভরি; কানের দুল ৩ জোড়া, ১০ আনা; আঙুলের আংটি (৪ জোড়া) ১০ আনা।

(২) রৌপ্য অলঙ্কার-৫ ভড়ির মত যেমন তোড়া ১ জোড়া, ২১/২ ভরি; কানের দুল ২ জোড়া ৪ আনা, নোয়া ২ জোড়া ১/২ ভরি করিয়া, একটি বিছাপদক ১/২ ভরি একটি আঙুলের আংটি ৪ আনা, ৪ আনার অর্দ্ধ আংটি; ১ জোড়া ক্লিপ ৪ আনার; চিক ১টি ৮ আনার।

(৩) পিতলের বাসনপত্র যেমন ১টি থালা, ৩টি বাটী, ১টি গেলাস, ১টি পিক্‌দানী, ১টি বালতী, ২টি জগ, ১টি পানের ডাবর, ১টি ঘটি, ১টি গামলা, ২টি রেকাবী, ১টি কাঁসী, ১টি ফুলদানী এবং ১টি পিলসূচ।

(৪) স্টেনলেস স্টীলের বাসনপত্র যেমন ১৮টি থালা, ১৮টি বাটী, ১৮টি গেলাস, ১টি ডেকচী এবং ১টি গামলা।

(৫) আসবাবপত্র যেমন বিলাতী খাট দ্বিগুন মাপেব, বিছানাপত্র, ষ্টীল আলমাবী (বাজ এবং বাজ তৈবী) দেখিবাব দুইটি আয়না সমেত সাজেব টেবিল, সেগুন কাঠেব টেবিল, সোফা বিছানা সমেত গদী সোফা, আলনা এবং দেওয়াল ঘড়ি (অজন্তা তৈবী বৈদ্যুতিক)।

(৬) শতবর্ষ্ণী, বেনাবসী শাড়ীগুলি (তিনটি ময়ূব বঙ লাল হলুদ ও নীল ক্রমান্বয়ে) তিনটি দক্ষিণ ভাবতীয় সিল্কেব শাড়ী, শাল (২টি ময়ূব বঙ) এবং ১০টি শাড়ী, ১৮টি ব্লাউজ এবং সায়া ৬নং এব সহিত মানানসই ক্রমান্বয়ে।

সংলাগ

তালিকাভুক্ত সকল বস্তুব হিসাব বৃত্তান্তব সকল স্মর্নলিপি যেস্থানে অন্বেষণ কবা হইবে।

অপব পক্ষেব গৃহ স্থানে থানা জেলা

টিপ্পনী ঃ অপহৃত সম্পত্তিব সংজ্ঞাব জন্য ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৪১০ এবং ৪১৩ ধাবা দেখুন এবং *Ajendra vs State of M P* AIR 1964 SC 170

যখন ম্যাজিস্ট্রেট যথাবিধি অভিযোগ হইতে স্বতন্ত্র কেন সংবাদেব উপব ভিত্তি কবিয়া কর্ম কবেন সেইক্ষেত্রে সম্ভব হইলে সংবাদদাতাকে তাহাব পবীক্ষা কবা উচিত যদি না তিনি গ্রেপ্তাবা প্রগ্রহণপত্র জাবীব প্রাক্তিপর্বে সংবাদেব গুরুত্ব বিবেচনা কবাব দায়িত্ব নিজেব উপব না হণ কবেন। *Ajendra vs State of M P* AIR 1964 SC 170

নং ১০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৬ ধারার বিধানে পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিবার ঘোষণা বদ করিবার জন্য দরখাস্ত

উচ্চআদালত

(ফৌজদাবী আপীল বিভা. অধিকাবক্ষেত্র)

বিবিধ ফৌজদাবী দবখাস্ত নং ২০০০

এই বিষয় সংক্রান্ত ঃ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৯৬ ধাবাব বিধানে পুস্তক বাজেয়াপ্ত কবিবাব ঘোষণা বদ কবিবাব জন্য দবখাস্ত

এবং

এই বিষয় সংক্রান্ত

বাজ্যসবকাবেব একটি আদেশ তাবিখেব মুদ্রণ কোম্পানীব দ্বাবা মুদ্রিত ও প্রকাশিত নামেব লেখকেব দ্বাবা পুস্তকেব প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত কবিবাব জন্য

এবং

এই বিষয়সংক্রান্ত

শ্রী ....

পুত্র/স্ত্রী/কন্যা, পিতাব নাম ....

দরখাস্তকাবী

বনাম

রাজ্য ....

উত্তববাদী

(আবরণ পৃষ্ঠা)

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচাবপতি শ্রী ....

মহামান্য উচ্চআদালতেব সহকারী মাহামান্য বিচাবপতিদ্বয়

এবং

দবখাস্তকাবীর বিনম্র দরখাস্তের মধ্যে অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শন কবিতেছেন,

(১) দবখাস্তকারী ...... নামের পুস্তকেব .... মুদ্রণ কোম্পানীব পক্ষে মুদ্রণকারী এবং প্রকাশক।

(২) .. .. তাবিখে বাজ্যসবকার দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৫ ধাবাব বিধানমতে পুস্তকগুলি বাজেয়াপ্ত কবিবাব একটি আদেশ দিযাছেন এবং ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ ধারামতে শাস্তিযোগ্য বিষয় পুস্তকে প্রকাশিত হওয়াব ভিত্তিতে পুস্তকেব সমস্ত নকল বাজেয়াপ্ত কবিয়াছেন।

(৩) দবখাস্তকাবী পাঁচটি পৃথক ধর্মের পাঁচজন ধর্মকর্তাদেব দ্বারা পাঁচটি শপথবাক্য সংলাপবদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন যে পুস্তকেব বিষয়বস্তু কোন ধর্মের ধর্মীয সমবেদনাকে আঘাত কবে নাই এবং পুস্তকটির প্রকাশিত উক্তি "দূষনীয় এবং আপত্তিকব" নহে।

(৪) রাজ্যসরকার তাঁহাব উক্তির ভিত্তি প্রদর্শন না করিয়া যথেচ্চারীতার সহিত পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত কবিযাছেন।

(৫) রাজ্যসরকার ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট করেন নাই যাহাব ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সমবেদনা আঘাত প্রাপ্ত হইযাছে এবং কি ভাবে তাহা হইয়াছে।

(৬) পুস্তকটির একটি নকল ইহার সহিত সংলাগকৃত হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রার্থনা কবা হইতেছে যে আপনার মহানুভব একটি নিয়ম জারী করিতে সন্তুষ্ট হইবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে .. .. . তাবিখেব রাজ্যসরকাবেব দ্বারা বাজেয়াপ্ত আদেশ রদ করিবেন এবং আপনাব মহানুভব যাহা যথার্থ এবং সঠিক মনে করিবেন তাহার জন্য অন্যান্য আদেশ/অথবা আদেশগুলি নির্দ্ধারণ করিবেন।

শপথবাক্য

আমি .... পুত্র/কন্যা স্ত্রী .... স্বামীর নাম .... বয়স প্রায় .... জাতিতে .... পেশায় ইহার দ্বারা বিনম্রতার সহিত ঘোষণা করিতেছেন এবং নিম্নলিখিত ভাবে শপথ করিতেছেন ঃ

(১) আমি এই মামলার দরখাস্তকারীর বক্ষককারী এবং সেইজন্য মামলার তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা আছে। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) এই দরখাস্তের ১-৬ এর অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং শেষ অনুচ্ছেদটির উক্তিগুলি মহামান্য উচ্চআদালতের নিকট আমার প্রার্থনা।

আদালতের হলফের দ্বারা সাক্ষ্যকারীর
নির্দেশমত আমার কার্যালয়ে গঠিত

....

....

(উকিলের সহি) আদালতে হলফের দ্বারা
দরখাস্তকারী আমার পরিচিত (সাক্ষ্যকারীর সহি)

....

(শনাক্তকারীর সহি)

পবিত্রভাবে হলফ লইলাম আপনার সম্মুখে এই তারিখে ১৯৯

....

(হলফনামার রাজকীয় বিভাগের কর্তৃত্বভার
(শীলমোহর) প্রাপ্ত কর্মচারীর সহি)

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারা মতে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আবদ্ধ করিবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিবার দরখাস্ত

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

অথবা

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

এম পি নং .... ১৯৯ ...

দরখাস্তকারী অপরপক্ষদ্বয়

শ্রী

ক, খ, গ লৌহ কারখানার সহকারী ১. ....

উৎপাদন অধ্যক্ষ ২. ....

....	৩. ....
....	৪. ....
ঠিকানা	৫. ....
	৬ ....
	৭. ....
	এবং ক, খ, গ .... স্থানেব
	লৌহ কারখানর ৩০
	জন অন্যান্য কর্মী
	থানা ... . জেলা ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৯৭ ধারাব বিধানে অন্যায়ভাবে আবদ্ধ ব্যক্তিব উদ্ধারের জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানার দরখাস্ত

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্তের মধ্যে অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শন করিতেছেন ঃ

(১) আপনার দরখাস্তকারী ক, খ, গ, লৌহ কারখানার সহকারী উৎপাদন অধ্যক্ষ এবং মজদুর শিল্প ইউনিয়নের অসৎ উৎসাহে এবং নেতৃত্বে শ্রমিকরা তাঁহাদেব দৈনন্দিন বেতন এবং উপরিঅংশ বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করিয়া যাইতেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গের জন্য অধ্যক্ষ কর্মীদের উপদেষ্টাদের এবং বণিক সম্মিলনীর নেতাদের আলোচনার জন্য .. .. তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) অদ্য, অর্থাৎ .... তারিখে ১১ ঘটিকায় উপরোক্ত ব্যক্তিরা এবং ৩০ জন আরো কর্মী .... এর কার্য্যালয়ে যিনি কারখানার অধ্যক্ষ ঐ স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সহিত যিনি ছিলেন সেই .... শ্রমিক কর্মচারীকে ঘেরাও করিয়াছেন। কার্য্যালয়ে প্রবেশকারী ব্যক্তিরা তাঁহাদের দণ্ডায়মান হইতে অথবা গতিশীল হইতে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহারা জলপান করিতে অথবা নিজেদের আরাম লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্লোগান দিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতেছেন যেমন "অধ্যক্ষের কালোহাত নিপাত যাউক" "শ্রমিক কর্মচারীর পা ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক" ইত্যাদি। কোন কর্মচারীকে তাঁহারা ইহাদের নিকট যাইতে অনুমতি দিতেছেন না। অন্যায়ভাবে তাঁহারা অধ্যক্ষ এবং শ্রমিক কর্মচারীকে দুই ঘণ্টার বেশী আবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং ঘেরাও তুলিয়া লইবার কোন ইঙ্গিত তাঁহারা প্রদর্শন করিতেছেন না।

(৩) দরখাস্তকারী এবং অন্যান্য কর্মীরা আশঙ্কা করিতেছেন যে ঘেরাও ব্যক্তিদের উপর শারীরিক আক্রমণ হইতে পারে।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা করা হইতেছে যে আপনার মহানুভবতায় দয়াপরবেশ হইয়া অধ্যক্ষ এবং শ্রমিক অধ্যক্ষকে অপর পক্ষের এবং সঙ্গীদের দ্বারা ক্রীত অন্যায়ভাবে আবদ্ধরাখার প্রক্রিয়া হইতে উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করুন।

অন্বেষণ করার স্থান

সম্পাদনমূলক অট্টালিকার দ্বিতলে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে, ... অবস্থিত ক, খ, গ লৌহ কারখানার অন্তর্ভুক্ত ৫নং কামরায়;

উদ্ধারের জন্য ব্যক্তিদ্বয়

(১) শ্রী .... অধ্যক্ষ

(২) শ্রী .... শ্রমিক কর্মচারী

টিপ্পনী: পরিস্থিতিতে ঘেরাও একটি অপরাধ এবং শিল্পবিবোধ আইনের ১৭ ধারায় ইহা অব্যাহতি পায় নাই। *Jay Engineering* vs. *State* 72 Cal WN 41.

নং ১২ — ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আবদ্ধ রাখার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারীর দরখাস্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারার বিধানে

মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এম, পি মামলা নং ... . ১৯৯...
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারীর জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারা মতে দরখাস্ত

দরখাস্তকারী

শ্রীমতী	অপরপক্ষদ্বয়
স্বামীর নাম	১. ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
. ...	. ... থানা
থানা .... জেলা	২. দ্বিতীয় আধিকারিক ....
	থানা . ... জেলা ....

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক:

(১) আপনার দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে .... স্থানের একজন বাসিন্দা।

(২) . ... তারিখে দুই ঘটিকায় অপরপক্ষদ্বয় ১নং এবং ২নং এবং দুইজন আরক্ষী দরখাস্তকারীর গৃহে প্রবেশ করেন, দরজায় করাঘাতের দ্বারা আমাকে এবং আমার পুত্র .... নিদ্রা হইতে জাগরিত করেন এবং দরজা খুলিবামাত্র তাঁহারা তড়িৎগতিতে আমার গৃহে প্রবেশ করেন এবং . ... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আমার উপরোক্ত নামের পুত্রকে গলা ধরিয়া টানিয়া বাহির করেন এবং আমার গৃহের সম্মুখে অপেক্ষারত পুলিশের জীপ গাড়িতে টানিয়া লইয়া অবতরণ করান এবং আমাকে বলেন একটি চুরির মামলায় প্রশ্ন করার প্রয়োজনবোধে তাহাকে প্রয়োজন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবেন।

(৩) ঐ রাত্রে আমার পুত্র ফিরিয়া আসে নাই। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া আমি থানায় যাই এবং আমার পুত্রকে তাহার গালে এবং আঙ্গুলের সন্ধিস্থলে ক্ষত চিহ্ন সহিত

কয়েদখানায় দেখিতে পাই। অপরপক্ষ ১নং ও ২নং ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমার পুত্রের সহিত কথা বলিতে তাঁহারা অনুমতি দেন নাই। তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে পরিবেষ্টন পরিদর্শক আসিলেই তিনি অব্যাহতি পাইবেন এবং তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

(৪) আমি পুনরায় বৈকালে থানায় যাই এবং আমার পুত্রের কয়েদখানার মধ্যে স্ফীতিযুক্ত মুখমণ্ডল দেখি। অপরপক্ষের দুইজন ঐ স্থানে ছিলেন না। কর্তব্যরত কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে পরের দিন আমার পুত্রকে তাঁহারা পাঠাইয়া দিবেন এবং সকাল সাড়ে ১০ঘটিকায় তাঁহারা আমাকে ঐ স্থানে যাইতে বলিলেন।

(৫) পরের দিন আপনার আদালতে আমি আসিয়াছিলাম কিন্তু তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলাম যে আমার পুত্রকে আদালতে প্রেরণ করা হয় নাই। আমি সারাদিন আদালত চত্বরে অপেক্ষা করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় স্থানীয় কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লইয়া থানায় যাই। আমার পুত্রকে তখনও আমি কয়েদখানার মধ্যে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় দেখি। অপরপক্ষরা ঐ স্থানে ছিলেন। তাহাদের জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা আমাকে এবং সঙ্গের ব্যক্তিদের বলিলেন যে তাহারা .... অবস্থিত .... এঁর গৃহে চুরি করার ব্যক্তিদের নাম না জানা পর্যন্ত পুত্রকে ছাড়িয়া দিবেন না এবং পরের দিন আপনার মহানুভবের আদালতে তাহাকে প্রেরণ করিবেন। তদনুসারে আমি পুনরায় আদালতে আসিয়াছিলাম এবং বৈকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কোন ফল হইল না। আমার পুত্রকে আপনার মহানুভবের আদালতে প্রেরণ করা হয় নাই।

(৬) অদ্য প্রায় ১১.৩০/১২ ঘটিকায় মধ্যাহ্নে আমি কয়েদখানার মধ্যে আমার পুত্রকে তাহার মস্তকে, পদদ্বয়ে এবং হস্তে বন্ধনের পট্টি সমেত দেখিতে পাইলাম কিন্তু থানার পুলিশ কর্মচারীরা আমার পুত্রের ক্ষতের কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

(৭) অদ্য আমার পুত্রকে উপস্থিত করা হয় নাই যদিও সকালে তাঁহারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমার পুত্রকে আপনার মহানুভবের নিকট উপস্থিত করা হইবে।

(৮) অপরপক্ষদ্বয় রবিবার হইতে আমার পুত্রকে কয়েদখানায় বেআইনীভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা করা যাইতেছে যে আপনার মহানুভব আমার পুত্রকে .... আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদনকারী কর্মচারীকে নির্দেশের দ্বারা অবিলম্বে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত

অন্বেষণ করিবার স্থান

.... থানা, জেলা ....

শপথপত্র

আমরা, (আমি) শ্রী .... পিতার নাম .... বয়স আন্দাজ .... ঠিকানা .... মুসলমান ধর্মাবলম্বী পেশা ব্যবসা এবং

(২) শ্রী .... পিতার নাম .... বয়স আন্দাজ .... হিন্দু ধর্মাবলম্বী, পেশা শিক্ষকতা এই ক্ষেত্রে পবিত্রভাবে শপথ করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে ঘোষণা করিতেছি—

(১) আমার পুত্রটিকে .... মৃত স্বামীর .... স্ত্রী ঠিকানা .... ব্যক্তিগতভাবে জানি। ইহা আমাদের জ্ঞানমতে সত্য।

(২) .... তারিখে বেলা ২ ঘটিকায় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং দ্বিতীয় কর্মচারী .... থানা উহাকে .... তাহার গৃহ হইতে লইয়া গিয়াছে। আমাদের নিকট প্রেরিত সংবাদ ইহা সত্য যেহেতু তাহার মাতা ... . অতি প্রত্যুষে . ... আমাদের নিকট এই সংবাদ দিয়াছেন।

(৩) আমরা থানায় গিয়াছিলাম . ... তারিখে এবং তাহাকে .... কয়েদখানায় ক্ষতসহ অর্ধচৈতন্য অবস্থায় দেখিতে পাই। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং দ্বিতীয় কর্মচারী আমাদের বলিলেন যে তাঁহারা ঐ . ... আদালতে প্রেরণ করিবেন। এই অনুচ্ছেদের ঘটনা আমাদের জ্ঞানমতে সত্য।

(৪) সেই হইতে .... ঐ ব্যক্তি আদালতের আদেশ ব্যতীত থানা হাজতে অন্যায়ভাবে রহিয়াছেন। আমাদের উৎকৃষ্ট জ্ঞানমতে ইহা সত্য।

প্রমাণিত যে শপথপত্রের সূচীপত্র আদালতে হলফের দ্বারা সাক্ষ্যকারীদের ইংরাজীতে পাঠ করানো হইয়াছে যেটি তাহারা পাঠ করিতে পারেন এবং বুঝিতে পারেন এবং আদালতে হলফের দ্বারা সাক্ষ্যকারীরা খসড়া ঠিকভাবে হইয়াছে তাহাদের নির্দেশমত ইহা স্বীকার করিবার পর আমার সম্মুখে সহি করিয়াছেন।

১ ....

২ ....

আদালতে হলফের দ্বারা সাক্ষ্যকারীরূপে

আমার দ্বারা সনাক্তকৃত

... .

(সনাক্তকারীর সহি)

.. ..

উকিলের সহি

নং ১৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৮ ধারার বিধানে অপহৃতা মহিলার অন্বেষণ এবং উদ্ধারের জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং ....

অভিযোক্তা

শ্রী	আসামী ওরফে
পিতার নাম	শ্রী ....
ঠিকানা	পিতার নাম ....
থানা	ঠিকানা ....
জেলা	থানা ....
	জেলা .. ..

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৮ ধারার বিধানে অপহৃতা মহিলার উদ্ধারের এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জন্য দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্তে অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আপনার মহানুভবের অধিকাবক্ষেত্রেব মধ্যেই আপনার দরখাস্তকারীর এবং আসামীর স্ব স্ব গৃহ রহিয়াছে।

(২) আপনার দরখাস্তকারী একজন ফল বিক্রেতা যিনি তাঁর ব্যবসায় অতি প্রত্যুষ হইতে .... স্থানের রেলের অবস্থিতির স্থানে উপস্থিত হন এবং নিয়মিত রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া আসামী যিনি একজন ধনী ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মী দরখাস্তকারীর গৃহ পরিদর্শন করিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী, শ্রীমতী .... কে মূল্যবান উপহারের বস্তু যেমন শাড়ী, সোনাব আংটি ইত্যাদি উপহার দিতেন। দরখাস্তকারী আসামীকে দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার গৃহে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে সংবাদ দিয়াছিলেন।

(৩) .... তারিখে রাত্রে ব্যবসার স্থান হইতে ফিরিয়া তিনি তাঁহার গৃহের দরজা তালাবন্ধ দেখিতে পান। স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্তকারী জানিতে পারিলেন যে তাঁহার স্ত্রী আসামীর সহিত কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন এবং আসামী তালা দিয়া বন্ধ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী স্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় তালা ভাঙিয়াছেন।

(৪) আসামী দরখাস্তকারীর আইনতঃ বিবাহিতা স্ত্রীকে চাতুরীপূর্ণ পন্থায় অপহরণ করিয়াছেন। আসামী স্বয়ং সন্তানাদি সহ একজন বিবাহিত ব্যক্তি .... থানার অন্তর্গত .... স্থানে বাস করেন, দরখাস্তকারী ইহা জানিতে পারিয়াছেন এবং আসামী স্থানীয় সকল ব্যক্তিদের নিকট নিজেকে অবিবাহিত বলিয়া জানান।

(৫) দরখাস্তকারী পুলিশকে ঘটনাটি জানান কিন্তু আমার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁহারা কিছুই করেন নাই।

(৬) গতরাত্রে দরখাস্তকারী .... স্থানের .... থানার অন্তর্গত এক ফেরীওয়ালা .... নামধারীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে আসামী দরখাস্তকারীর স্ত্রীকে .... স্থানের .... থানার অন্তর্গত .... নামের ব্যক্তির ভাড়াকরা গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিযাছেন "............" কল্পিত নাম দিয়া। অতি প্রত্যূষে দরখাস্তকারী ঐ ...... নামের (বাড়ীওয়ালার) গৃহে যান এবং বাড়ীওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ করেন যিনি বর্ণিত ঐ ফেরীওয়ালার দ্বারা সংবাদটি অনুমোদন করেন এবং জানান তিনি স্ত্রীলোক সহবাসীর আর্তনাদ শুনিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীকে তৎক্ষণাৎ পুলিশের নিকট যাইতে বলেন, নতুবা আসামী চলিয়া যাইবে।

(৭) তদনুসারে দরখাস্তকারী .... পুলিশ ফাঁড়িতে যান কিন্তু পুলিশ কর্মচারী তাঁহার বাসস্থানের অধিকারক্ষেত্রে অপরাধটি যে ঘটিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আনিবার জন্য উপদেশ দেন।

(৮) আসামী দরখাস্তকারীর স্ত্রীকে অনৈতিক উদ্দেশ্যে অথবা তাঁহার সহিত যৌন সংসর্গ করিবার জন্য প্রলোভনের মনোভাব লইয়া অপহরণ করিয়াছেন এবং আবদ্ধ রাখিযাছেন।

এই ঘটনায় এবং পারিপার্শ্বিকতায় প্রার্থনা করা হইতেছে যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া তপশীলবর্ণিত স্থানে শ্রীমতী .... জন্য অবিলম্বে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিবেন এবং স্ত্রীকে দরখাস্তকারীর কাছে আনিয়া উদ্ধার করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা করিবেন।

তপশীল

শ্রী .... এর গৃহের দ্বিতলে .... স্থানের .... থানার অন্তর্ভুক্ত .... জেলা।

অন্বেষণ এবং উদ্ধার করিবার জন্য ব্যক্তি

শ্রীমতী .... স্বামীর নাম .... বয়স ৩০ বৎসর।

নং ১৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৪ ধারার বিধানে পুলিশের নিকট নালিশ (সমাচার)

প্রতি

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

.... থানা

.... জেলা

প্রিয় মহাশয়

আমি .... পুত্র/স্ত্রী/কন্যা .... এঁর .... গ্রাম/শহরের .... থানা .... জেলা নিম্নলিখিত ঘটনা বর্ণনা করিয়া নালিশ জানাইতেছি।

(১) আমি .... তারিখে আমার কন্যার .... বয়স .... বিবাহ দিয়াছিলাম .... এঁর পুত্র .... যিনি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী (একজন যন্ত্রনির্মাতা) পণের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিরাট অঙ্কের ঋণ লইয়াছিলাম।

(২) বিবাহের সম্বন্ধের সময় আমার উপরোক্ত জামাতা এবং তাঁহার পিতামাতা দাবী করিয়াছিলেন ২৫,০০০ হাজার নগদ অর্থ মূল্যের রঙীন দূরদর্শন. ইয়ামহ মোটব সাইকেল. ইহা ব্যতীত ২০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, গোদরেজ আলমারি, আসবাব পত্র ইত্যাদি। আমি তাহাদের দিবার জন্য নগদ অর্থ মাত্র ১৫,০০০ হাজার সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের চাহিদামত অন্যান্য সামগ্রী আমি লইযাছিলাম .... কোম্পানী .... বাসস্থিতর নিকট হইতে একটি চুক্তিপত্রে সই করিয়া যেটিতে ওমেগা হাতঘড়ি এবং ইয়ামহ মোটর সাইকেল ব্যতীত কিস্তিতে অর্থ প্রদানের কথা ছিল এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে দুই বৎসর পরে .... কোম্পানীর সহিত হিসাবপত্র সিদ্ধান্ত করিয়া আমার জামাতাকে প্রদান কবিব এবং তাঁহারা আমার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়াছিলেন। যাহা হউক আমি বক্রী ১০,০০০ টাকা অর্থ বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। আমি একজন রেলকর্মী ও আমার নিজের বেতনে পাঁচটি প্রাণীর মুখে অন্ন জোগাই। আমার স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কারের পুননির্ম্মান করিয়াছিলাম কন্যাকে দিবার জন্য এবং এখনও ১০ ভরি ওজনের নূতন স্বর্ণালঙ্কাবের তৈয়ারীর আদেশ দিতে হইয়াছিল নব ভারত-স্বর্ণালঙ্কারকারকদের যাঁহারা আমাকে ধারের দ্বারা মাল দিয়াছিলেন। নিজের জমি বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

(৩) .. .. তারিখে বিবাহের সময় ১০,০০০ হাজার অর্থ ও মোটব সাইলে ব্যতীত তাহাদের চাহিদার সকল বস্তুই আমি হাতে তুলিয়া দিয়াছিলাম।

(৪) বিবাহের প্রায় তিনমাস পরেই আমার জামাতা এবং তাহার পিতামাতা পণের দাবীর পূর্ণ চাহিদা মিটাইবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন আমার কন্যার মাধ্যমে যেটি সে তাহাব শ্বশুরালয় গৃহের সৃষ্ট তাহার উপর মানসিক অত্যাচারের বিধয় আমাকে, আমার স্ত্রীকে এবং অন্যান্য আত্মীয়দের এবং তাহার বন্ধুদের নিকট নালিশ জানাইত। একবার আমার জামাতার পিতা আমাকে একটি লিখিত পত্রের মাধ্যমে পণের বাকী অংশ দিয়া দিবার জন্য স্মরণ করাইয়া দেন। আমি লিখিতভাবে সময়ের জন্য অনুরোধ জানাই। ইহার পর আমার জামাতা এবং তাহার পিতামাতা শারীরিক ও মানসিক উভয় অত্যাচারই আরম্ভ করিয়া দেন। গত মাসে আমার কন্যা পণের বক্রী অংশের জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের দ্বারা ও তাহার স্বামীর দ্বারা কি

ভাবে অত্যাচারিত হইতেছেন ইহা তাহার মাতাকে একটি পত্রে লিখিয়া জানান ও তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে এইরূপ ভয়ে তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বলেন। পত্র পাইবামাত্র আমি শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাই এবং তাহাদের আরও কয়েকটি মাস অপেক্ষা করিতে বলি এবং আমার দোষের জন্য আমার কন্যার উপর অত্যাচার না করিবার জন্য অনুরোধ জানাই এবং অল্প কয়েকদিনের জন্য তাহাকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিতে বলি। কিন্তু তাঁহারা তাহাকে আমার সহিত আসিতে অনুমতি দেন নাই।

(৫) ঐ দিন সকাল ১০ ঘটিকায় আমার জামাতার নিকট হইতে এক ব্যক্তি সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকায় আমার কার্য্যালয়ে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া অবিলম্বে আমার কন্যার গৃহে আসিতে বলেন এবং আমি ঐ প্রাপ্তি সংবাদে তাহার গৃহে তড়িৎগতিতে ছুটিয়া যাই মধ্যাহ্ন সাড়ে ৩ ঘটিকায় এবং জানিতে পারি যে আমার কন্যা আত্মহত্যা করিয়াছে এবং আমার জামাতার গ্রামের অঞ্চলপ্রধানের অনুরোধে মৃতের মৃতদেহ পরীক্ষা ব্যতীত শবদাহ হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আমি শ্মশানঘাটে গিয়া দেখি তাহার চিতা তখনও জ্বলিতেছে। আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি। গ্রামে এক চিকিৎসক দিয়া আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করাইয়া অঞ্চল প্রধান একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন। আমি আমার পরিবারের লোকজনের নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত করি। আমার স্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং তিনি এখনও অতিশয্যবাহক যত্ন একক ব্যবস্থায় .... হাসপাতালে আছেন সেস্থানে তাঁহাকে অপসারিত করা হইয়াছে এবং .... হইতে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

(৬) অদ্য, অর্থাৎ .... তারিখে আমি আপনার নিকট এই লিখিত নালিশ দিতেছি এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে আমার কন্যার স্বাভাবিক মৃত্যুতে একটি অবিশুদ্ধ ক্রীড়া হইয়াছিল এবং আমি দৃঢভাবে সন্দেহ করি যে তাঁহাকে তাহার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের দ্বারা হত্যা করা হইয়াছে অথবা তাহাদের পণের চাহিদা মিটাইতে আমি অক্ষম হওয়ার জন্য আমার কন্যা তাহাদের দ্বারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হওয়ার জন্য আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সুতরাং আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে আপনার মহানুভবতায় সন্তুষ্ট হইয়া ঘটনাটি তদন্ত করিবেন এবং দোষীদের শিক্ষা দিবার জন্য সত্যের উন্মোচন করিবেন।

ধন্যবাদান্তে

তারিখ ....

আপনার বিশ্বস্তভাজন

....

সমাচারজ্ঞাপনকারীর সহি

নং ১৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৪(৩) ধারার বিধানে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন আরক্ষাধীক্ষকের নিকট দাখিল (পণজনিত মৃত্যু)

প্রতি

আরক্ষাধীক্ষক

প্রিয় মহাশয়,

আমি নিম্নসাক্ষরকারী, নিম্নলিখিত তথ্যগুলির প্রতি অতীব শ্রদ্ধার সহিত আপনার দয়াপরবশ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

.... ঐ তারিখে আমি আমার মৃত কন্যার .... বিবাহ দিয়াছিলাম .... সহিত .... ঠিকানা বিরাট ঋণের অঙ্ক বহন করিয়া যেটি আমি প্রতি মাসে মাসে কিস্তিতে শোধ করিয়া আসিতেছি। নগদ ১০,০০০ হাজার অর্থ এবং একটি মোটর সাইকেল (ইয়ামহ) ব্যতীত যেটি আমি পরে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, আর সকল চাহিদা পণের জন্য যেটি আমার জামাতা ও তাহার পিতামাতা দাবী করিয়াছিল তাহা আমি সবই প্রদান করি। কিন্তু বিবাহের তিনমাসের মধ্যেই আমার কন্যা তাহার স্বামী এবং শ্বশুরালয়ের ব্যক্তিদেব দ্বারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যজনিত মৃত্যুর পূর্বে কন্য কিভাবে এবং কেন নিজে অত্যাচারিত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার চিঠিপত্র এবং আমাকে লেখা তাহার শ্বশুরের চিঠিপত্র যাহাতে তিনি আমার প্রতিশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং পণের বক্রী অংশ দ্রুত প্রদানের জন্য বলিয়াছেন, তাহা আমার দখলে আছে।

জনৈক .... দ্বারা .... ঠিকানা আমার কার্য্যালয়ে একটি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি যখন আমার কন্যার শ্বশুরালয়ে গিয়া পৌঁছাইলাম তখন দেখিলাম মৃতদেহ পরীক্ষা এবং তদন্ত ব্যতীত শবদাহ কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে জানানো হইল যে আমার কন্যা আত্মহত্যা করিয়াছে। .... তারিখে একটি অবিশুদ্ধ ক্রীড়া হইয়াছে সন্দেহ করিয়া আমি .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট একটি লিখিত নালিশ দাখিল করিয়াছিলাম এবং সমাচার দাখিলের দেরী হওয়ার কারণটি ও সন্দেহের কারণগুলি তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তবে কোন মামলা শুরু হয় নাই।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭ঘটিকায় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং আমার জামাতার অঞ্চল .... এর অঞ্চলপ্রধান আমার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিত অভিযোগ তুলিয়া লইবার জন্য ও আসামীদের সহিত ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করিবার জন্য অনুরোধ করেন যাহাতে আমি ৫০,০০০ হাজার টাকা নগদ অর্থের সকল বস্ত্র ফিরত পাইতে পারি।

আমার কন্যাকে হত্যা করা হইতে পারে অথবা তাহার স্বামীর এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সন্তোষ সাধনের উপযুক্ত পণ দিতে না পারার জন্য কারণে তাহাদের দ্বারা কন্যার উপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচারের জন্য আত্মহত্যা করিতে কন্যা বাধ্য হইয়াছিল। তাহার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৬-বি/৩০৬/৪৯৮এ/২০১ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত অপরাধের জন্য দোষী যেগুলি হলো গ্রহণযোগ্য অপরাধ এবং আপনার দ্বারা অথবা ফৌজদারী তদন্ত বিভাগের দ্বারা তদন্তে সত্যের উদ্ঘাটন হইবে

সুতরাং আমি আপনার মহানুভবের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে আপনি দয়াপরবশ হইয়া আমার কন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যুটির তদন্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্তভাজন

(সমাচার জ্ঞাপনকারীর সহি)

আসামী ব্যক্তিদের নামগুলি

১ পিতার নাম

২ পিতার নাম

৩ স্বামীর নাম

ঠিকানা থানা জেলা

(লেখক/অথবা লিপিযন্ত্রচালকের সহি)

সংলাগ

(১) তারিখের লিখিত নালিশের নকল যাহা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।

(২) আমার কন্যার দ্বারা লিখিত পত্রগুলির প্রতিরূপ নকল

(৩) ১নং আসামী দ্বারা অ . . ক লিখিত তারিখের পত্রের প্রতিরূপ নকল।

নং ১৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৫(৩) ধারার বিধানে তদন্তের জন্য নালিশের দরখাস্ত

মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং ১৯

অভিযোক্তা আসামী সাক্ষীদ্বয়

রাজ এবং রায় (ব্যক্তিগত) কোম্পানীর কার্য্যনির্বাহ পরিচালন অধ্যক্ষ
....
থানা ....
জেলা ....

১......................
২......................
৩......................
৪......................
৫......................
৬......................

(১৯৫৮) ব্যবসা এবং ব্যবসাসংক্রান্ত আইনের ৭৮ এবং ৭৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধগুলি

উপরোক্ত অভিযোক্তা

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোক্তা রাজ এবং রায় (ব্যক্তিগত) কোম্পানীর কার্য্যনির্বাহ পরিচালন অধ্যক্ষ এবং তাঁহার রেজেষ্ট্রীকৃত কার্য্যালয় .... এতে অবস্থিত। অভিযোক্তা, প্রস্তুতকারকরূপে প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন "কালিতে না ডুবাইয়া কলমগুলির" এবং ইহার সাময়িক বিভিন্ন প্রকার যেমন — 'ময়ূর', 'মাভেরিক', 'স্বর্ণ' ইত্যাদি গুলির যেটিতে 'মাভেরিক' এবং ময়ূরের মূল্য ক্রমান্বয়ে হইতেছে ১৫ টাকা এবং ২৫ টাকা প্রতিটির। কালিতে না ডুবাইয়া এইরূপ দুইটি কলমের পন্যছাপ হইতেছে ব্যবসা এবং ব্যবসাসংক্রান্ত চিহ্নের রেজিষ্ট্রিকৃত ছাপের রেজেষ্ট্রীকৃত এই কার্য্যালয়ে . ... যাহা ব্যবসা চিহ্ন নম্বর ১৫৯৭০৩ এবং ১৫৯৭০৪ এর অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে অভিযোক্তা কোম্পানী কালিতে না ডুবাইয়া কলমের শিল্পের ক্ষেত্রে ঐ পণ্যচিহ্ন ব্যবহারের জন্য একটি বর্জনকারী অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐটির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে পণ্য এবং জনজীবনে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই কলমগুলি কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত বিশেষ চিহ্ন বহন করিতেছে।

(২) সম্প্রতি ঐ অভিযোক্তা তাঁহার অনুমোদিত প্রতিনিধিদের এবং বণ্টনকারিকদের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে কিছু ব্যবসায়ী যাঁহাদের নাম এবং ঠিকানা তিনি জানিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা একই কলম যাহা কালিতে ডুবাইবার প্রয়োজনীয়তা নাই তাহার এবং আনুষঙ্গিক একই পণ্যচিহ্ন 'ম্যাভেরিক' এবং 'ময়ূরের' ছাপ যুক্ত কলমগুলির নকল করিতেছেন ব্যবহার করিতেছেন এবং বিক্রয় করিতেছেন .... শহরে যেটি আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে রহিয়াছে। এইসব কলমগুলি অত্যন্ত নিম্নমূল্যে ... . বাজারে এবং অন্যত্র বিক্রয় হইতেছে।

(৩) অভিযোক্তা তুলনার জন্য তাঁহার কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত কালিতে না ডুবাইয়া কলমগুলির এবং তাঁহার কোম্পানীর মত নকল পণ্য চিহ্ন সংযুক্ত ঐ রূপ কালিতে না ডুবাইয়া একই কলমগুলি প্রদর্শন করিতেছেন।

(৪) ঐরূপ প্রস্তুতকারক মালগুলির এবং মিথ্যা ব্যবসার চিহ্ন অথবা ব্যবসার বর্ণনা দেওয়া কার্য্য গুপ্তভাবে করিয়াছেন বলিয়া আপনার অভিযোক্তা নকল পণ্য চিহ্ন সমেত কলমগুলির প্রস্তুতকারক ব্যক্তিদের সন্ধান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

(৫) ব্যবসার চিহ্নের জালিয়াতি কার্য্য হইল একটি অবিরত অপরাধ এবং পুলিশের সহায়তায় উপযুক্ত তদন্ত ব্যতীত ঐরূপ অপরাধ আপনার মহানুভবের দ্বারা তদন্ত করিয়া দোষীদের অভিযোক্তার দ্বারা সর্বসমক্ষে আনয়ন করা সম্ভব নয়।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং অপরাধের প্রকৃতি এবং তারতম্য অনুসারে আপনার মহানুভবের নিকট ইহাই প্রার্থনা যে আপনি .. .. থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে অপরাধগুলিকে গ্রহণযোগ্যমতে তদন্ত করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং ইহার জন্য আপনার অভিযোক্তা কর্তব্যরতভাবে চিরপ্রার্থনায় থাকিবেন।

প্রমাণিত যে দরখাস্তের বস্তু সমুদয় অভিযোক্তাকে পাঠ করানো এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহাতে তিনি স্বীকারোক্তি করিয়াছেন যে ইহা সঠিকভাবে খসড়া হইয়াছে এবং তদনুসারে ইহা সহিকৃত হইয়াছে।

.. ..

উকিলের সহি

নং ১৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার বিধানমতে দরখাস্ত অভিযোগে বর্ণিত অপরাধগুলির পুলিশের দ্বারা তদন্তের জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং . . ১৯ .

অভিযোক্তা

(নাম) ... ...

পিতার নাম .. ..

(ঠিকানা) ....

....

থানা ... .

জেলা ....

আসামী

(নাম) ... .

পিতার নাম . . ..

এবং দুইটি অজানিত ব্যক্তি (যাহাদের অভিযোক্তা পুনরায় দেখিলে শনাক্ত করিতে সমর্থ হইবেন)

সাক্ষীদ্বয়

১....... ....

২.. ....

৩......................... ....

৪..... ....

সকলের নিবাস .... থানা .... জেলা ....

৫. শ্রীমতী ....

বিধবা, মৃত স্বামী .... ইহার . . .. বাসিন্দা .... থানা .... জেলা ....

তারিখ, সময় এবং স্থান . . .. তারিখ ... . সকাল ১১ ঘটিকা অভিযোক্তার গৃহে।

উপরি বর্ণিত অভিযোক্তা

অতীব শ্রদ্ধা সহকারে প্রদর্শনপূর্বক ঃ

৫নং সাক্ষী হইতেছেন অভিযোক্তার ভগিনী। তিনি নিঃসন্তান বিধবা। তিনি ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা মহিলা। তাঁহার স্বামী ১০ বৎসর পূর্বে গত হন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার নগদ অর্থ এবং স্বর্ণালঙ্কার ব্যতীত অন্তত ১০ লক্ষ অর্থের মূল্যের স্থাবর এবং অস্থাবর সকল সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আসামী তাঁহার নিজের ভ্রাতা। কিন্তু তিনি অভিযোক্তার কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহার তিনপুত্র অধিক রহিয়াছে। অভিযোক্তা মহিলার দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। আসামী আশা করিয়াছিলেন যে মহিলার মৃত্যুর পর তাঁহার সকল সম্পত্তি তিনি পাইবেন কিন্তু অভিযোক্তার পুত্রের মহিলার দ্বারা দত্তক গ্রহণের সংবাদ তাঁহার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে এবং সেই হেতু তিনি অভিযোক্তার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার স্বভাবজ পুত্রের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

(২) ঐ .... তারিখে ১১ ঘটিকায় আসামী দুইটি অপরিচিত ব্যক্তি সহ একটি গাড়ীতে করিয়া অভিযোক্তার গৃহে আসিয়া অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অভিযোক্তা ও তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিবার জন্য ভীত সন্ত্রস্ত করেন যদি না অভিযোক্তা ৫নং সাক্ষীর গৃহ হইতে তাঁহার স্বভাবজ পুত্রকে লইয়া না যান। আসামী এবং তাঁহার সঙ্গীরা বন্দুক সমেত সশস্ত্র অস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং বস্তুতঃ আসামী অভিযোক্তার প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিয়াছিল। অভিযোক্তার স্ত্রী এবং তাঁহার ভৃত্যদ্বয় নিকটবর্তী স্থানেই ছিলেন এবং সেই কারণে পুরোপুরি ঘটনারই তাঁহারা সাক্ষী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিবামাত্র আসামী এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয় তাহাদের গাড়ীতে উঠিয়া পলায়ন করেন।

(৩) অভিযোক্তা পুলিশের নিকট সংবাদটির প্রতিবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা অভিযোক্তাকে আদালতের নিকট অভিযোগ করিতে পরামর্শ দেন যদিও তাহারা সাধারণ রোজনামচায় ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেন।

(৪) ঐ .... তারিখ এবং .... তারিখ ছুটির দিন ছিল এবং সেই কারণে অভিযোক্তা অদ্য কেবলমাত্র অভিযোগ দায়ের করিতে সমর্থ

(৫) অভিযোক্তা এবং সাক্ষীদের পুনরায় দেখার সুযোগ থাকিলে তাঁহারা আসামীর দুইজন সঙ্গীকে সনাক্ত করিতে পারিবেন এবং উপযুক্ত তদন্তের দ্বারা পুলিশের সহযোগিতা ব্যতীত ঐ সকল ব্যক্তিকে আশঙ্কা করিয়া তালিকাভুক্ত করা যাইতে পারে না।

ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই প্রার্থনা করা যাইতেছে যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন যাহাতে তিনি এই অভিযোগের দরখাস্তকে প্রথম সমাচার প্রতিবেদনরূপে চিহ্নিত করিয়া অপরাধগুলির তদন্ত করেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত রূপে ইহার জন্য চির প্রার্থনায় আছেন।

ইহা প্রমাণিত যে অভিযোগের দরখাস্তটি অভিযোক্তাকে যিনি ইংরাজী জানেন তাঁহাকে পঠনের দ্বারা শ্রবণ করানো হইয়াছে এবং তাঁহার নির্দেশমত খসড়া সঠিকভাবে হইয়াছে বলিয়া ঘোষণার পর তিনি সহি করিয়াছেন।

উকিলের সহি

তৃতীয় অধ্যায়

জামিন

[Bail]

নং ১ — দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার বিধানের অন্তর্গত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে জামিনের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

মামলা নং ....

আসামীর বিণীত দরখাস্ত ....

(নাম)

অতীব শ্রদ্ধাসহকারে প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) .... তারিখে আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারী উপরোক্ত মামলায় কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে পুলিশেব দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

(২) আপনার দরখাস্তকারী মিথ্যাভাবে জড়িত হইয়াছেন।

(৩) আপনার দরখাস্তকারীর চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং সেইহেতু পলায়ন করিবার সুযোগ নাই।

(৪) দরখাস্তকারী, বৃদ্ধপিতামাতা, অসুস্থ স্ত্রী এবং দুইটি নাবালক সন্তানাদি সহ পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি।

(৫) সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ নাই।

(৬) আপনাব দরখাস্তকারী পূর্ববর্তী কোন মামলায় দণ্ডিত হন নাই এবং পূর্বে আইনসম্বন্ধীয় তাহার কোন কষ্ট হয় নাই।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা এই যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

টিপ্পনী ঃ (১) জামিনের দরখাস্তে গ্রেপ্তারের তারিখ নিশ্চিতরূপে উল্লেখিত হইবে। যাহা হউক ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে আদালত গ্রেপ্তারের তারিখ উল্লিখিত না থাকিলেও জামিনের দরখাস্ত পোষণ করিলেও করিতে পারেন। 1991 Cr LJ 1662 (All).

(২) উচ্চ আদালতে পূর্ববর্তী জামিনের বাতিল দরখাস্তকে অগ্রাহ্য করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট জামিন প্রদান করিলে তাহা কেবলমাত্র বিচারিক সিদ্ধান্ত নীতির বিপরীত নহে, ইহা বিধিসম্মত বিধানেরও বিপরীত বটে। (1994) 2 SCC 8: 1994 Cr LJ 638.

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ (১) ধারার অনুবিধির বিধানে গুরুতর ঘটনার ক্ষেত্রে জামিনের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং .... ধারার বিধানে .... ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের

আসামী ব্যক্তির বিণীত দরখাস্ত .. .. (নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আপনার নির্দোষ দরখাস্তকারীকে তাঁহার বাসস্থান হইতে .... রাত্রে .... ঘটিকায় গ্রেপ্তার করা হয়।

(২) আপনার দরখাস্তকারী ৭৫ বৎসবের বৃদ্ধ ব্যক্তি/স্ত্রীলোক এবং তিনি পুরুষ/মহিলা নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন এবং সেইকারণে তিনি পুরুষ/মহিলা একজন অসুস্থ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার পুরুষ/নাবীর জেল তত্ত্বাবধানে আটক থাকা তাঁহার পুরুষ/নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে সাংঘাতিকরূপে ক্ষতিকারক হইবে।

(৩) দরখাস্তকাবীব পুরুষ/মহিলা চিরস্থায়ী বাসস্থান আছে এবং সেই কারণে তাঁহার পুরুষ/নারীর বিচার হইতে পলাতক হইবার সুযোগ নাই।

(৪) আপনাব দরখাস্তকারীকে হয়বানি কবিবার জন্য কার্যত অভিযোক্তা এবং তাঁহার ব্যক্তিবা মিথ্যা করিয়া ঘটনাতে জড়িত করিয়াছেন।

(৫) দরখাস্তকারী কোন ফৌজদাবী মামলায় কখন জড়িত হন নাই এবং তিনি কোন মামলাতেই দণ্ডিত হন নাই।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দবখাস্তকারীকে আপনাব মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেই সব শর্তগুলির দ্বারা জামিনে অব্যহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যগত হইয়া ইহার জন্য চিবপ্রার্থনারত।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ (১) ধারার অনুবিধির বিধানে গুরুতর ঘটনার ক্ষেত্রে জামিনের দরখাস্ত

(অপর একটি নিদর্শ)

মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

মামলা নং .... ধাবাব বিধানে . ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনে

আসামীর বিনম্র দরখাস্ত .. .. (নাম)

অতিশয় শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আপনার নির্দোষী দবখাস্তকারীকে কার্যতঃ অভিযোক্তা . ... যাহার সহিত দীর্ঘদিন ধবিয়া শত্রুতা চলিতেছে, মিথ্যাভাবে জড়িত করিযাছে।

(২) দরখাস্তকারী তিনটি নাবালক সন্তানের জননী এবং তাঁহার সন্তানদের দেখাশুনা, খাওয়ানো এবাং শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহার পরিবারে কেহই নাই।

(৩) তাঁহার .... তারিখের গ্রেপ্তারের সময় হইতে সন্তানেরা তাঁহার প্রতিবেশীদের করুণায় পালিত হইয়াছেন।

(৪) আপনার দরখাস্তকারী কোন ফৌজদারী কার্য্যে অথবা যে কোন কার্য্যকলাপে কখনও ব্যপৃত হন নাই।

(৫) দরখাস্তকারীর চিরস্থায়ী বাসস্থান আছে এবং সেই কারণে তাঁহার দ্বারা বিচারের বিলম্বিত অথবা পরাজিত হইবার সুযোগ নাই।

উপরোক্ত বর্ণিত পারিপার্শ্বিকতায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার সহিত পঠনরত প্রয়োজনীয় বস্তু আইনের ১২৪-এ ধারার বিধানের অন্তর্গত আইনের মামলার জন্য জামিনের দরখাস্ত

বিশেষ বিচারক আদালত (প্র. ব)

মামলা নং ....

১৯৫৫ সালের ১০ আইনের ৭ ধারার বিধানমতে আসামী ব্যক্তির বিণীত দরখাস্ত .... (নামগুলি)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আসামী, ... কয়লার প্রাপ্তানুমতি ব্যবসায়ী এবং তিনি উপযুক্ত অর্থের মেমো দ্বারা কয়লার খনি হইতে কয়লা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং আসামী .... লরি নং .... গাড়ীর চালক যিনি কয়লার উপযুক্ত চালান রাখিয়াছিলেন।

(২) ঐ .... তারিখে খরিদ প্রাপ্ত কয়লা ভর্ত্তি লরী সমেত দরখাস্তকারী (নাম) তাঁহার কয়লাগুদামে যখন আসিতেছিলেন ঐ সময় পুলিশের জেলা নির্বহন শাখা লরীর গতিরোধ করিয়াছিলেন .... ঘটিকায় এবং দরখাস্তকারীদের পুলিশ ফাঁড়িতে লইয়া আসিয়া তাহাদের হয়রানি করিবার অভিপ্রায়ে ১৯৬৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ অকঠিন কয়লা অনুমতিপ্রাপ্ত আদেশের ১৬ প্রকরণের লঙ্ঘণের জন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছেন।

(৩) দরখাস্তকারীদের সকল দস্তাবেজ নিজেদের সহিত থাকিলেও গ্রেপ্তার কর্মচারী ঐগুলি দেখিতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই।

(৪) আসামী লবিচালক দ্বাবা যুক্ত যিনি তাঁহাকে আসামীব কযলাব গুদামে কযলা বহন কবিযা আনিবাব জন্য নিযুক্ত কবিযাছিলেন তিনি আইনেব কোন বিধান লঙ্ঘন কবেন নাই।

(৫) আসামী ব্যক্তিদেব নিজেদেব চুল্লী এবং গৃহ বহিযাছে এবং সেই কাবণে তাহাদেব পলাযনেব সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব দযাপববশ হইযা দবখাস্তকাবীদেব জামিনেব দ্বাবা অব্যাহতি দিবেন। এবং আপনাব দবখাস্তকাবী কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনা বত।

টিপ্পনী ঃ প্রযোজনীয বস্তু আইনেব লঙ্ঘনেব ক্ষেত্রে আসামীকে গ্রেপ্তাব কবাব ঘটনা হইলে বাজ্যসবকাবেব উপব জামিন দবখাস্তেব বিজ্ঞপ্তি নিশ্চিত জাবী হইবে।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৩৭ ধাবার বিধানে সংজ্ঞাপহারক ঔষধের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ও ইহাব সহিত পঠনরত ১৯৮৫ সালের সংজ্ঞাপহারক ঔষধেব প্রতিরোধ আইনের ৩৭ ধারার বিধানের অন্তর্গত জামিনের দরখাস্ত

দাযবা বিচাবকেব আদালত

মামলা নং

দবখাস্তকাবীদেব বিণীত দবখাস্ত (নামগুলি)

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ তাবিখ প্রায সকাল ১০ ঘটিকায দবখাস্তকাবী ইদউৎসবে বস্ত্রাদি ক্রযেব জন্য বাজাবে গিযাছিলেন এবং সেইস্থানে নামধাবী বস্ত্রেব দোকানেব মালিকেব সহিত বস্ত্রেব মূল্য লইযা উত্তেজনাপূর্ণ দবকষাকষি হয এবং দোকানদাবেব ইন্ধন জোগাইবাব জন্য স্থানীয ব্যবসাযীবা দবখাস্তকাবীদেব দ্বাবা দোকান তুলিযা লইযা যাইবাব অভিযোগেব ভিত্তিতে দবখাস্তকাবীদেব প্রচণ্ড আঘাত কবেন। বস্তু ক্ষুব্ধ জনতাব আযত্ত হইতে একজন স্থানীয চিকিৎসক তাঁহাদেব উদ্ধাব কবিযা স্থানীয পুলিশ ফাঁড়িতে দূবাভাষে জানাইযা দেন। চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা কবিযা পুলিশ আসিযা পৌঁছাইবাব পূর্বেই স্থানীয হাসপাতালে ভর্ত্তি কবিযা দেন এবং ঐ স্থানে তাহাবা আভ্যন্তব বোগী বলিযা ভর্ত্তি হন।

(২) ইহাব পব দবখাস্তকাবীদেব পুলিশ গ্রেপ্তাব কবেন এই অভিযোগেব ভিত্তিতে যে ৫০০ মিলিগ্রাম হিবোইন তাঁহাদেব দখলে ছিল এবং তাঁহাবা ঐ সকল প্রকৃত নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি স্থানীয দোকানে মালিকদেব নিকট বিক্রয় কবিবাব চেষ্টা কবিতেছিলেন এবং দোকানেব মালিকবা ঐ প্রকৃতিব অন্যায় কর্মেব প্রতি আপত্তি

জানাইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে পলায়নের সময় ধৃত ব্যক্তিরা জখম হইয়াছিলেন।

(৩) বাজেয়াপ্ত তালিকার দ্বারা অভিশংসন (Prosecution) মামলাটি মিথ্যা হইয়াছে যেহেতু হেরোইন ধৃত ব্যক্তিদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হয় নাই কিন্তু উপরোক্ত কাপড়ের দোকানের মালিকের দ্বারা প্রদত্ত উহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং বাজেয়াপ্ত তালিকার সাক্ষীরা আর কেহই নন কেবলমাত্র তাঁহারা হইয়াছেন ফৌজদারী মামলার আসামী যে মামলাটি রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছে হিতৈষী চিকিৎসকের অভিযোগের দ্বারা।

(৪) পুলিশের নিকট তথ্য দায়ের করা এবং মামলার পরবর্তী ক্রমোন্নতি দেরী করে হওয়া আসামী ব্যক্তিদের প্রতি মিথ্যা সঙ্কেতের বিরাটত্ব এবং আসামী ব্যক্তিদের যন্ত্রণাকারীদের নিজেদেব গাত্র রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্যের অপলাপই বহন করিতেছে।

(৫) তথ্য পারিপার্শ্বিকতা, দস্তাবেজ এবং হাস্পাতালের নথীই আপনার মহানুভবের নিকট যথেষ্ট যাহার দ্বারা আপনার সন্তোষ উৎপাদিত করা যাইবে এই মর্মে যে যুক্তিযুক্ত কারণগুলির দ্বারা বিশ্বাস করা সম্ভব হইবে যে দরখাস্তকারীরা অভিশংসনের অভিযোগক্রমে সংজ্ঞাপহারক ঔষধের প্রতিরোধ আইনের দ্বারা কোন দোষে দোষী নন এবং জামিনের বন্ধন হইলে তাঁহাদের দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এমতাবস্থায় ইহা প্রার্থনা করা যায় যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীদের উপর জামিনের আদেশ দিবেন।

এবং দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত বোধে ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত।

নং ৬ — ১৯৮৫ সালের সংজ্ঞাপহারক ঔষধের প্রতিরোধ আইনের ২৭ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য জামিনের দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত ....

মামলা নং ....

দরখাস্তকারীর বিণীত দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আপনার দরখাস্তকারী তাঁহার কু-সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এক ঔষধ আসক্তে পর্য্যবসিত হইয়াছেন এবং ঐ আসক্তি পরিত্যাগের জন্য তিনি .... স্থানের চিকিৎসাগারে চিকিৎসাধীন আছেন।

(২)   তাবিখে দবখাস্তকাবী হেবোইন লইবাব সময পুলিশেব দ্বাবা গ্রেপ্তাব হন এবং তাঁহাব দখল হইতে ১০০ মিলগ্রাম হেবোইন উদ্ধার করা হয এবং ঐ হেবোইন ঔষধ হইতে তুলিয়া লইবাব সময হইতে তাহাব ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রণোদিত হইযাছিল যাহা তাঁহাকে শান্তলতা আনযন কবিত এবং বাজেযাপ্ত দ্রব্য বিক্রযেব জন্য প্রণোদিত ছিল না কিন্তু পুলিশ মিথ্যাভাবে দ্রব্যটিকে বিক্রযেব উদ্দেশ্যে প্রদর্শন কবিযাছিলেন।

(৩) প্রেবিত লিখনী টিপ্পনীতে অথবা অভিযোগেব মধ্যে কোন উল্লেখই ছিল না যে ক্রেতা কাহাবা এবং বাজেযাপ্ত দ্রব্য কেন্দ্রীয সবকাবেব ১৪.১১.১৯৮ তাবিখেব সার্কুলাবেব অংশে "অল্প সংখ্যক" এব 'শ্রেণী' পর্যায়ে।"

এমতাবস্থায, ইহা প্রার্থনা কবা যাইতেছে যে আপনাব মহানুভব দযাপববশ হইযা দবখাস্তকাবীকে জামিনেব দ্বাবা অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী কর্তব্যবত হইযা চিবকাল প্রার্থনাবত থাকিবেন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত সমর্পণের ভিত্তিতে জামিনেব দরখাস্ত

মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

মামলা নং

আসামীব প্রণীত দবখাস্ত   (নাম)

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শন পূর্বক ঃ

(১) আপনাব দবখাস্তকাবী একজন ব্যবসাদাব এবং তাহাব ব্যবসা উদ্দেশ্যে তিনি স্থানেব বহির্ভূত আছেন।

(২) ব্যবসা হইতে প্রত্যাবর্তন কবিযা দবখাস্তকাবী জানিতে পাবিলেন যে দবখাস্তকাবীকে উপবোক্ত মামলায জডিত কবা হইতেছে

(৩) দবখাস্তকাবী একজন সাধাবণ ব্যক্তি এবং তাঁহাকে শত্রুবা মামলায মিথ্যাভাবে জডিত কবিযাছে

(৪) দবখাস্তকাবীব চিবস্থাযী নিবাস বহিযাছে এবং সেইহেতু ফেবাব হইবাব অথবা বিচাবেব পবাক্রম হইবাব কোন সুযোগ নাই

(৫) দবখাস্তকাবীব হৃদযন্ত্র অত্যন্ত অসুস্থ। যাহা এবং খুব শীঘ্রই তিনি আভ্যন্তবীণ অস্ত্রোপচাবে যাইবেন এবং যদি তিনি সাময়িক হাজতে থাকিবেন তাঁহাব স্বাস্থ্যেব অবনতি হইবে।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব দযাপববশ হইযা দবখাস্তকাবীকে জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী কর্তব্যবত হওযা হেতু চিবপ্রার্থনাবত।

নং ৮ — ডাকাতি মামলায় জামিনের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং ....

আসামীর বিণীত আবেদন .... (নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূবক ঃ

(১) আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারী কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে পুলিশের দ্বারায় উপরোক্ত মামলার সংক্রান্তে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

(২) তদন্ত করিয়া দরখাস্তকারীর দখলে এবং তাঁহার গৃহে কোন কিছুই উদ্ধার হয় নাই।

(৩) গ্রেপ্তারের পর দরখাস্তকারীকে পুলিশ ফাঁড়িতে সাক্ষীকে প্রদর্শন করা হয় এবং দুর হইতে দৃশ্যমান দরখাস্তকারীর ডান গালে গভীর ক্ষত চিহ্নটির ছবি তুলিয়া লওয়া হয়।

(৪) প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু কোনরূপ সনাক্তকরণ পরীক্ষার কার্য্য চালোনো হয় নাই। যাহা হউক, অল্প কয়েকদিন পূর্বে পুলিশ দরখাস্তকারীর সনাক্তকরণ পরীক্ষার কার্য্য চালাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

(৫) দেড়মাসের অধিক তাঁহার আটক থাকাকালীন অবস্থায় মামলাব কোন ক্রমোন্নতি ঘটে নাই এবং কোন সাক্ষ্যও প্রদর্শন করা হয় নাই।

(৬) আপনার দরখাস্তকারী কৃষিজীবিরূপে .... স্থানেব কৃষিজমি থাকিয়া সম্মানের সহিত জীবিকা নির্বাহ করেন।

(৭) দবখাস্তকারীর নিজের গৃহ এবং পরিবার আছে এবং সেইহেতু পলায়নের কোন সম্ভাবনা নাই।

(৮) দরখাস্তকারী অঙ্গীকার করিতেছেন যে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি পাইলে আপনাব মহানুভবের নির্দেশমত ঠিকস্থানে এবং ঠিক সময়ে সনাক্তকরণ পরীক্ষার কার্য্যের ক্ষেত্রে তিনি হাজির হইবেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া যাহা উচিত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেই শর্তে দরখাস্তকারীকে জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকাবী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৫ ধারার বিধানে হাজির হইবার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতির জারীর পরিবর্তে নগদ প্রত্যাভূতি দিবার দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৪৫ ধাবাব দবখাস্ত

আসামীব বিনম্র দবখাস্ত (নাম)

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শন পূর্বক ঃ

(১) তাবিখে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আসামী দবখাস্তকাবীকে ১৫০০ অর্থ মূল্যেব দুইটি জামিনদাব সমেত নির্দিষ্ট শর্ত যে একটি জামিনদাব নিশ্চিত স্থানীয় হইবে। ইহাব সহিত ৩০০০ হাজাব অর্থ মূল্যেব জামিন ধার্য্য কবিযাছেন।

(২) জামিনেব আদেশ পাইবাব পবেও দবখাস্তকাবী ৭ দিন ধবিযা কয়েদে আছেন। যেহেতু তিনি স্থানীয় জামিনদাব সংগ্রহ কবিতে পাবেন নাই এবং কেহই তাঁহাব জন্য জামিনদাবেব জন্য আসেন নাই এবং দবখাস্তকাবী একমাসেব উর্ধে জল হাজতে আছেন এবং তাঁহাব পক্ষে স্থানীয় জামিনদাবেব সন্ধানেব কোন সম্ভাবনা নাই।

(৩) দবখাস্তকাবীব গ্রামীন ব্যাঙ্কে ৫০০০ অর্থ মূল্যেব একটি কিষান বিকাশ প্রমাণপত্র বহিযাছে এবং দবখাস্তকাবী তাঁহাকে অব্যাহতি দিবাব জন্য ঐটি আদালতে গচ্ছিত বাখিতে প্রস্তুত আছেন।

এমতাবস্থায আপনাব মহানুভবেব নিকট ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব দযাপববশ হইযা স্থানীয জামিনদাবেব মুচলেকা সম্পাদনেব পবিবর্তে আসামী দবখাস্তকাবীকে ঐ কিষাণ বিকাশ প্রমাণপত্র গচ্ছিত বাখিবাব জন্য অনমতি প্রদান কবিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তক । কর্তব্যে আবদ্ধ হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত।

নং ১০ — জামিনের শর্তের শিথিলতার জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

মামলা নং

আসামীব বিনম্র দবখাস্ত (নাম)

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক :

(১) গত . তাবিখে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দবখাস্তকাবীকে জামিনেব দ্বারা অব্যাহতি দিযাছেন এই শর্তে যে তিনি সপ্তাহে দুই দিন মামলাব তদন্তকাবিক আধিকারিকেব সহিত দেখা কবিবেন।

(২) জামিনে তাঁহাব অব্যাহতি পাইবাব দিন হইতে দবখাস্তকাবী আপনাব মহানুভবেব নির্দেশমত নিযমিত পুলিশ ফাঁড়িতে দেখা কবিযা আসিতেছে।

(৩) তিন মাসেব অধিক সময দবখাস্তকাবী পুলিশ ফাঁডিতে যাইতেছে।

(৪) দরখাস্তকারীর গৃহ হইতে পুলিশ ফাঁড়ি প্রায় ২ মাইল দূরবর্তীস্থানে অবস্থিত এবং দরখাস্তকারীকে তদন্তকারিক আধিকারিকের জন্য বহু সময় পুলিশ ফাঁড়িতে অপেক্ষা করিতে হয় এবং ঐ পুলিশফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

(৫) দরখাস্তকারীর পেশা কৃষিজীবি এবং পুলিশের নিকট হাজিরা তাঁহার কৃষিকার্য্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ এবং পরিশ্রমের কারণ স্বরূপ হইতেছে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া থানায় হাজিরা দিবার শর্ত বাতিল করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যে আবদ্ধ হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার জামিনের দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

ফৌজদারী উত্তরবিচার অধিকারক্ষেত্র

অথবা

দায়রা বিচারকের আদালত

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

এই ঘটনা সম্বন্ধীয় ঃ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার জামিনের জন্য .... থানার অন্তর্ভুক্ত মামলা নং .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারাগুলি অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত

এবং

এই ঘটনা সম্বন্ধীয়

আসামীর নাম এবং ঠিকানা

দরখাস্তকারী

রাজ্যের নাম .... অপরপক্ষ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিণীত দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী .... তারিখে গ্রেপ্তার হন অভিযোগের ভিত্তিতে (অভিশংসন মামলার ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃতি)

(২) (প্রতিরক্ষা মামলার সংক্ষেপ ঘটনার বিবৃতি)

(৩) নির্দোষী দরখাস্তকারীর চিরস্থায়ী আবাসস্থল রহিয়াছে এবং সেইহেতু তাঁহার পলায়নের কোন সুযোগ নাই।

(৪) আসামী ব্যক্তির দ্বারা সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন সুযোগ নাই।

(৫) মামলায় দরখাস্তকারী মিথ্যাভাবে জড়িত হইয়াছেন।

(৬) দরখাস্তকারী তাঁহার পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

উপবে বর্ণিত ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিকতায ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহাপ্রভু অথবা আপনার মহানুভব (ক্ষেত্রবিশেষে যাহা হইবে) দয়াপববশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং ইহার জন্য আপনার দরখাস্তকাবী কর্তব্যরত হইযা চিবপ্রার্থনা করিবেন।

টিপ্পনী ঃ উচ্চ আদালতে জামিনের দরখাস্তেব ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর দ্বারা শপথক্রীত একটি শপথপত্র ইহার সহিত দিতে হইবে।

নং ১২ — দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতায় আসামীর দ্বারা ৪৩৯ ধারায় দায়রা বিচারকের সম্মুখে উপস্থাপিত জামিনের দরখাস্ত

দায়রা বিচাবপতির আদালত ....

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৯

ঘটনা সংক্রান্ত বিষয় ঃ

নামগুলি, পিতৃমাতৃবিশেষের নামগুলি এবং আসামীব ঠিকানাগুলি

বনাম

দরখাস্তকাবী

বাজ্য ....

অপরপক্ষ

এবং

ঘটনা সংক্রান্ত বিষয় ঃ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৩৯ ধারার দরখাস্ত ... . থানা মামলা নং . ... তাবিখ .. .. ধারাগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন

উপরে বর্ণিত আসামীর বিণীত দরখাস্ত

—দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে .... ঘটিকায় কোন অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীর দ্বারায় জনৈক .... এর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল।

(২) যে লোকটিকে হত্যা করা হয় তিনি ছিলেন সমাজবিরোধী এবং স্থানীয় মস্তান, সাট্টা খেলোয়াড় এবং কৃত্রিম স্বভাবগ্রস্থ।

(৩) দরখাস্তকারীরা হলেন সর্ব্বাপেক্ষা আইন মান্যকারী নাগরিক এবং স্থানীয় সমিতির সদস্য; তাঁহারা সর্বদাই মৃতব্যক্তির ও তাঁহার সঙ্গীদের বেআইনী কার্যকলাপের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং এমনকি তাহাদের অসৎকর্মগুলির জন্য তাঁহারা পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৪) মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করিবার পর তাহার সঙ্গীরা দরখাস্তকারীদের গৃহ খানাতল্লাসী করিয়া এই হত্যার জন্য তাঁহাদের দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছিলেন এবং যেহেতু মৃত ব্যক্তির মাতা উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের গৃহের রন্ধনকারী পুলিশ মৃতের অথবা তাঁহার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই তাঁহার জীবিতাবস্থায়। উপরন্তু পুলিশ দরখাস্তকারীর প্রতি লক্ষ্য দিয়াছেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে হত্যাকাণ্ডটি দুইটি মস্তান দলের আভ্যন্তরীণ শত্রুতার ফলেই সংঘটিত হইয়াছে।

(৫) পুলিশ এবং মৃতের সঙ্গীরা দরখাস্তকারীদের পশ্চাতে লক্ষ্য করিয়া আছে এবং সেইহেতু দরখাস্তকারীরা পুলিশের নিকট অথবা নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে ভীত সন্ত্রস্ত হইতেছেন যেহেতু দরখাস্তকারীরা তৃতীয় নীতির দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন অথবা আদালত যাইবার রাস্তায় মৃতের সঙ্গীদের হস্তে তাহাদের হত্যা হইতে পারে এবং সেই হেতু দরখাস্তকারীরা আপনার মহানুভবের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পর নিম্নলিখিত কারণের ভিত্তিতে জামিন পাইবার নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

কারণগুলি

(ক) আপনার দরখাস্তকারীরা নির্দোষী এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বংশজাত।

(খ) দরখাস্তকারীরা কর্মরত ব্যক্তি এবং অভিযুক্ত ঘটনার সময়ে দরখাস্তকারীরা নিজ নিজ কর্মের স্থানে নিযুক্ত ছিলেন এবং মালিকদের প্রমাণপত্র এবং সহকর্মীদের শপথপত্রের দ্বারা আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট হইয়া অনুধাবন করিবেন যে দরখাস্তকারীরা মৃত ব্যক্তির এবং তাঁহার সঙ্গীদের দুষ্কৃতিপূর্ণ কর্মে হস্তক্ষেপ করায় মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত হইয়াছেন।

(গ) দরখাস্তকারীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং সেইকারণে দরখাস্তকারীদের দ্বারা বিচারের দেরী হইবার অথবা পরাজয় ঘটাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীদের শর্তের ভিত্তিতে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন এবং আপনার মহানুভব উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিয়া সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যে আবদ্ধ হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত।

টিপ্পনী : একটি অপবাধেব জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিব ক্ষেত্রে অথবা অ-জামিন যোগ্য অপবাধে সন্দেহভাজন হইয়া জামিনেব জন্য দবখাস্ত কবিলে, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দাযবা বিচাবক সমর্পণ গ্রহণ কবিবাব পবে জামিনেব দবখাস্ত কার্য্যকবী কবিবেন। 1982 Cr LJ 2197 (1982) 2 Cal HN 317, 87 Cal WN 160, 1980 Cr LJ 426 AIR 1980 SC 785

নং ১৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের শর্তেব পরিবর্তনের দবখাস্ত

দাযবা বিচাবকেব আদালত

ফৌজদাবী বিবিধ মামলা নং

এই ঘটনাব পবিপ্রেক্ষিতে :

(অভিযোক্তাব নাম পিতৃপবিচয এবং ঠিকানা দিবেন)

বনাম

দবখাস্তকাবী

বাজ্য অপবপক্ষ

এবং

এই ঘটনাব পবিপ্রেক্ষিতে :

পুলিশ ফাঁডিব মমলা নং তাবিখ

ধাবাগুলিব অন্তর্ভুক্ত সংক্রান্তেব জামিনেব শর্তেব পবিবর্তনেব দবখাস্ত যেক্ষেত্রে মহানুভব বিচাবিক ম্যাজিষ্ট্রে শ্রী টাকা ২০০০ অথ মূল্যেব জামিন দিযাছেন টাকা ১০০০ অর্থ মূল্যেব দুইটি জামিনদাব সমেত যাহাব প্রত্যেকটিকে তাবিখেব আদেশেব দ্বাবা স্থানীয জামিনদাব নিশ্চিত কবিযা হইতে হইবে।

উপবোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক :

(১) আপনাব দবখাস্তকাবী জামিনেব আদেশ সত্ত্বেও জামিনদাবদেব মধ্যে একজনকে স্থানীয জামিনদাব হইতে হইবে এই শর্তেব জন্য হইতে জেলহাজতে লিপ্ত হইতেছেন।

(২) দবখাস্তকাবী তাঁহাব জন্য উপযুক্ত সঙ্গতিসম্পন্ন স্থানীয জামিনদাব হইযা দাঁড়াইবাব ব্যক্তি খুঁজিযা পান নাই।

(৩) দবখাস্তকাবী গ্রামেব চিবস্থাযী বাসিন্দা হইতেছেন এবং সেইহেতু পলাতক হইবাব সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া স্থানীয় জামিনদারের শর্তে জামিনের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আজ্ঞা হউন এবং আপনার মহানুভব উচিত এবং যথার্থ আদেশ অথবা আদেশগুলির নির্দেশ দিবেন।

নং ১৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার বিধানের অন্তর্গত জামিনের শর্তের প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত ....

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

(আসামীর নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা)

বনাম

দরখাস্তকারী

রাজ্য .... অপরপক্ষ

এবং

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... স্থান .... এই সংক্রান্ত মামলায় পুলিশ মামলার নং .... তারিখ .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারামতে জামিনের শর্তের প্রত্যাহারের একটি দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিণীত দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... স্থানের দরখাস্তকারীকে জামিন দেওয়ার সময় আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি পাইলে দরখাস্তকারীকে .... থানার মামলা নং .... তারিখের .... তদন্তকাবিক আধিকারিকের সহিত আপনার মহানুভবের .... তারিখের আদেশের অধিকতর আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সপ্তাহে একদিন করিয়া সাক্ষ্য করিতে হইবে .... থানার মামলা নং .... তারিখের ক্ষেত্রে।

(২) জামিনের দ্বারা .... তারিখের অব্যাহতি পাইবার দিন হইতে দরখাস্তকারী অতীব কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও আপনার মহানুভবের আদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন।

(৩) দরখাস্তকারীর গৃহ হইতে পুলিশ ফাঁড়ি বহু দূরবর্তীস্থানে অবস্থিত এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পথ না থাকায় দরখাস্তকারীকে অতীব অসুবিধার সহিত পুলিশ ফাঁড়িতে আসিতে হয় এবং তাঁহার হাজিরা ব্যয় সাধ্য হইতেছে ও সময়ের অপচয় ঘটিতেছে।

(৪) দরখাস্তকারীর ব্যবসা চালাইবার পক্ষে উপরের বর্ণিত শর্তগুলি বাধার ও অতিশয় কঠিন চাপ সৃষ্টি করিতেছে যেহেতু দরখাস্তকারী এক সপ্তাহের অতিরিক্ত দিনগুলিতে পুলিশ ফাঁড়ির অধিকারক্ষেত্রের বাহিরে যাইতে পারিতেছেন না।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা করা যাইতেছে যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ... . থানায় হাজিরা দিয়া তদন্তকারিক আধিকারিকের সহিত সাক্ষাতের শর্তটি প্রত্যাহার করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৫ — ব্যক্তিগত অভিযোক্তাদ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত আসামীর জামিন খারিজের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

বিবিধ দরখাস্ত নং

উল্লেখ নং ফৌজদারী মামলা নং

বনাম

অভিযোক্তা

এবং অন্যান্যরা (আসামী)

অভিযোক্তার বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী উপরোক্ত বর্ণিত মামলার অভিযোক্তা হইতেছেন এবং যে মামলায় আপনার মহানুভব . তারিখে তাঁহার উপস্থিতির দ্বারা জামিনের আদেশ দিয়াছিলেন।

(২) অভিযোগের পূর্বেই সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার জন্য দিন ধার্য হইয়াছে .... তারিখে।

(৩) আসামী ব্যক্তিরা নিয়ম মাফিক সাসাইতেছে এবং সাক্ষীদের ও অভিযোক্তাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন তাহারা ইতিমধ্যেই সাক্ষীদের যেমন (১) . ... (২).............. এবং (৩) .. .. . এর উপর শারীরিক নির্যাতন করিয়াছেন তাহাদের শপথবাক্যের শুরুতে প্রথম উক্তি উচ্চারণ করিবার জন্য।

(৪) মামলা না উঠাইয়া লইলে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে বলিয়া আসামী ব্যক্তিরা দরখাস্তকারীকে হুমকানি দিতেছেন এবং তাহারা সাক্ষীদের আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছু না বলিবার জন্য বলিতেছেন।

(৫) দরখাস্তকারী এবং সাক্ষীরা .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট একটি প্রতিবেদণ দিয়াছেন এবং ঐ বিষয়ে পুলিশ একটি তদন্ত করিয়াছেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন পদক্ষেপ পুলিশ গ্রহণ করেন নাই।

(৬) সাক্ষীরা যেমন (১) .... (২) .... পূর্বের উক্তির মত আপনার মহানুভবের আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে .... তারিখে নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন।

(৭) আসামী ব্যক্তিরা তাহাদের উপর ধার্য্য জামিনের অপপ্রয়োগ এবং অপব্যবহার করিতেছেন।

(৮) দরখাস্তকারী সাক্ষীদের দ্বারা শপথকৃত হলফনামাগুলি ইহার সহিত দাখিল কবিতেছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আসামী ব্যক্তিদের অনুগ্রহপূর্বক জামিন বাতিল কবা হউক এবং তাহাদের জেল হাজত বাসে প্রেরণ কবা হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যবত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা বত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি শ্রী .... পিতার নাম ... . বয়স অনুমানপূর্বক .... গ্রাম . . . . ধর্ম .... পেশা ... . এক্ষেত্রে পবিত্র ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিভাবে শপথ লইয়া বলিতেছি।

(১) এই দরখাস্তের ১ নম্বর হইতে ৮ নম্বর পর্য্যন্ত অনুচ্ছেদের উক্তি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) দরখাস্তের অবশিষ্ট অংশ আমার প্রার্থনা।

.. . .

(হলফের দ্বারা সাক্ষ্যদানকারীর সহি)

আমার দ্বারা চিহ্নিত

....

(চিহ্নিতকারীর সহি)

ইহা প্রমাণিত যে দরখাস্তের সারাংশ এবং হলফনামা স্থানীয় ভাষায় হলফের দ্বারা সাক্ষ্যকারীকে পাঠ করিয়া শ্রবণ করানো হইয়াছে যিনি স্বীকার করিয়াছেন যে দরখাস্ত এবং হলফনামা তাঁহার নির্দেশমত সঠিকভাবে খসড়া করা হইয়াছে এবং তিনি ঐ খসড়াতে সহি দিয়াছেন।

....

আইনজীবির সহি তারিখ সমেত

টীকা ঃ (১) পুলিশের মামলায় কার্যতঃ অভিযোক্তা ইচ্ছা করিলে আসামী ব্যক্তির জামিন বাতিল করিতে পারেন যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ঐরূপ দরখাস্ত দাখিল করেন নাই, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারায় জামিনের আদেশ ধার্য করার দায়রা বিচারকের আদালতে ঐরূপ দরখাস্ত দাখিল করা যাইতে পারে।

(২) কার্যতঃ অভিযোক্তা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত পুলিশের মামলা আরম্ভ করিলে আসামী ব্যক্তির জামিন নাকচের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। (1995)I CCR 570 (SC).

নং ১৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ে সম্পত্তি (বেআইনী দখল) আইনের মামলায় জামিনের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

সি. আর মামলা নং . ... সাল ১৯৯৬

জি আর পি এম এর অবর পরিদর্শক

বনাম

.... (আসামী এবং অপর ব্যক্তিগুলির নামগুলি)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত

আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শন পূর্বক ঃ

(১) আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারীরা রেলওয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর দ্বারা কেবলমাত্র অনুমানের বশবর্তী হইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

(২) আসামী .... (নাম) একজন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড ব্যবসায়ী, আয়কর এবং বৃত্তিকর প্রদানকারী এবং তিনি রেলের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উপযুক্ত নীলামের ডাক দিয়া এবং নগদ নীলাম ডাকের অর্থ প্রদান করিয়া নীলামে বাজেয়াপ্ত *alamats* গুলি ক্রয় করিয়াছেন।

নীলাম বিক্রয় সংক্রান্ত রসিদ এবং দস্তাবেজগুলির প্রতিলিপি ইহার সহিত প্রদত্ত হইল।

(৩) .... তারিখে যখন ঐ আসামী ব্যক্তি তাঁহার আইনসম্মতভাবে ক্রীত অকার্য্যকরী রেলের বস্তুগুলি তাঁহার গুদামে ট্রাক নম্বর .... তে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন তখন রেলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিদর্শক ট্রাকটিকে থামাইয়া মালগুলি পরীক্ষা করেন এবং মালের চালান দাবী করেন। আসামী ব্যক্তি (নাম)

তাঁহার দ্বারা ক্রীত চালান এবং দস্তাবেজ তাঁহাকে প্রদর্শন করেন। রেলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিদর্শক ঐ আসামী ব্যক্তিকে গাড়ীচালককে এবং ট্রাকের খালাসীকে (তাঁহাদের নাম দিবেন) গ্রেপ্তার করেন এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে কিছু কার্যাকরী রেলের সামগ্রী কিছু ক্রীত বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ভর্ত্তি ছিল। তাঁহাদের রেলের অবস্থিতির স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, রেলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকটও তাঁহাদের উপস্থিত করানো হয়; বাজেয়াপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ হয় এবং সেটি রেলের কর্তৃপক্ষ আবক্ষীগণ এবং পরিদর্শক দ্বারা সই সম্পাদিত হয় ও সমগ্র বস্তুগুলি ট্রাক সমেত বাজেয়াপ্ত করা হয়।

(৪) রেলের কর্তৃপক্ষ yard master এর তত্ত্বাবধানে ট্রাকটি পূর্ণ করা হয় এবং তর্কেব খাতিরে ইহা যদি গ্রহণযোগ্য হয় সে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হইয়া রেলের কার্য্যকরী কিছু বস্তু ছিল তবে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে হইবে যে আসামী ব্যক্তিদের জাগ্রত দখল ছিল।

(৫) আসামী ব্যক্তি .... এবং আসামী ব্যক্তি ... . অনুমতি প্রাপ্ত গাড়ী চালক এবং ক্রমান্বয়ে খালাসী হইয়া বহনকারী মাত্র হইতেছেন এবং কোন অপরাধই তাঁহাদের উপর বর্তায় না এবং যেহেতু রেলের পরিদর্শক ট্রাক সংক্রান্ত চালকেব লাইসেন্স এবং দস্তাবেজগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, সেইহেতু তাহাদের পলাতক হইবার এবং দস্তাবেজগুলির জাল করিবার কোন সুযোগ নাই।

(৬) রেলের পরিদর্শক আসামীর .... দ্বারা উপস্থাপিত *alamats* এবং দস্তাবেজগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু তাঁহার পলাতক হইবার এবং দলিল জাল করিবার কোন সুযোগ না থাকায় বিচারের বিলম্ব অথবা পরাজয় ঘটিবারও কোন সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে দরখাস্তকারীদের জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

স্থান ....

তারিখ ....

টিপ্পনী ঃ (১) পাঠ করুন 1995 C Cr LR (Cal) 53 যাহার দ্বারা ইহা দেখিতে হইবে যে R. P (উত্তরপ্রদেশ) আইনের ৩ ও ৫ ধারার বিধান কখন প্রমাণিত হইতে পারে না।

(২) রেলওয়ে পুলিশের রেলওয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবর পরিদর্শকের অভিযোগ বিচারার্থ গ্রহণ হইলে সেটির শুরুতেই বিচার বাতিল হইবে। 1990 C Cr LR (Cal) 314.

নং ১৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ এবং ৪৩৯ ধারায় জামিনের পূর্বোক্ত দরখাস্ত বাতিল হইলে, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের পুনর্নবীকরণের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

পুলিশ মামলা নং (১) ৯৬ তারিখ ৭ ২ ৯৬ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০২ এবং ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৬(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত

রাজ্য

বনাম

রামচন্দ্র দাস এবং অপরপক্ষদ্বয় আসামী পান্নালাল গাঙোয়ার বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) উপরোক্ত বর্ণিত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার দরখাস্তকারী গত ১৪ ২ ১৯৯৬ তারিখে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন এবং সেই অবধি জেল হাজতে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

(২) মহানুভব দায়রা বিচারকের নির্দেশে গত ১৪ ৩ ১৯৯৬ তারিখে অন্যান্য আসামী ব্যক্তিরা অব্যাহতি পাইয়াছেন এবং ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৫৯৬/৯৬ টিতে মহানুভব দায়রা বিচারক বর্তমান দরখাস্তকারীর জামিনের দরখাস্ত বাতিল করিয়াছেন যেহেতু অভিযোগের ন্যায্য কারণ তাঁহার বিরুদ্ধে হইয়াছে এবং যেহেতু তদন্ত ঐ সময় প্রাথমিক স্তরে ছিল।

(৩) ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৫৯৬/৯৬ তে মহানুভব দায়রা বিচারকের দ্বারা জামিনের প্রার্থনা খারিজ হইবার পরে বহু সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে।

(৪) দরখাস্তকারীর মাতা শ্রীমতী সরস্বতী তাতোয়া সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়াছেন এবং তিনি প্রতিবেশীদের কৃপা এবং দানশীলতার উপরই রহিয়াছেন এবং সেইকারণে তাঁহার মাতার সেবাশুশ্রূষা এবং চিকিৎসার জন্য দরখাস্তকারীর গৃহে উপস্থিতির জরুরী প্রয়োজন এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীদ্বয় এবং ভ্রাতাদের বন্ধন করিয়া খাদ্য দিবার কেহই নাই যেহেতু দরখাস্তকারীর পিতা এই ঘটনার পূর্বে অভিযোগকারী পক্ষের দ্বারা নিহত হইয়াছেন।

(৫) আপনার দরখাস্তকারীর চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং সেইহেতু বিচারের দেরী করিবার অথবা পরাজয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে দরখাস্তকারীর উপর যে কোন শর্ত আরোপ করিয়া জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন

এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ অথবা আদেশগুলি ধার্য করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্তের পুনর্নবীকরণ

দায়রা বিচারকের আদালত .... স্থান ....

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৯৯৬

বিষয়বস্তু ঃ

পান্নালাল তাতোয়া

পিতার নাম — জগন্নাথ তাতোয়া

ঠিকানা .. . .

থানা .... জেলা . ...

বনাম

দরখাস্তকারী

রাজ্য .... অপরপক্ষ

এবং

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের পুনর্নবীকরণের দরখাস্ত উপরোক্ত আসামীর

অতীব শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদর্শন ঃ

(১) গত ১৪.২.১৯৯৬ তারিখে আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারী গ্রেপ্তার হন এবং সেই অবধি তিনি জেল হাজতে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

(২) আপনার মহানুভব গত ১৪.৩.১৯৯৬ তারিখের নির্দেশে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৫৯৬/৯৬ তে আসামী দরখাস্তকারীর পূর্ববর্তী জামিনের মামলার দরখাস্ত খারিজ করিয়াছেন এই ভিত্তিতে যে তদন্ত ঐ সময় খুবই প্রাথমিক স্তরে ছিল এবং অভিযোগগুলির মধ্যে মূল অভিযোগ দরখাস্তকারীর উপর লিপিবদ্ধ ছিল।

(৩) দুই মাসের ঊর্ধকালীন সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ইহা অনুধাবন করা যায় যে তদন্ত যথাযথ ভাবে চলিতেছে।

(৪) গত ৭.৪.১৯৯৬ তারিখে দরখাস্তকারী মহানুভব মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহার জামিনের দরখাস্ত পুনর্নবীকরণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু মহানুভব মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের প্রার্থনা খারিজ করিয়াছেন যদিও

শিক্ষিত সহকারী লোক অভিশংসনকারীর উপস্থিত বক্তব্য হইতে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছিল যে দরখাস্তকারীর গ্রেপ্তারের পর তদন্তের আর কোন অগ্রগতি হয় নাই।

(৫) দরখাস্তকারীর মাতা সাংঘাতিক অসুস্থ আছেন এবং তাঁহার পরিবারে দেখাশুনা করিবার কেহ নাই এবং দরখাস্তকারীর মাতার চিকিৎসার জন্য এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীদের এবং ভ্রাতাদের রন্ধন করিয়া ভোজন করাইবার জন্য দরখাস্তকারীর উপস্থিতির জরুরী প্রয়োজন।

(৬) দরখাস্তকারী জামিনে অব্যাহতি পাইলে তাঁহার পলায়নের অথবা সাক্ষ্য হস্তক্ষেপ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অপানার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ শর্তে দরখাস্তকারীকে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দবখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জনা চিবপ্রার্থনারত।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত যেক্ষেত্রে পুলিশের দ্বারা মামলা রেজেষ্ট্রিকৃত হয় নাই

চুঁচুড়ায় অবস্থিত হুগলীতে দায়রা বিচারকের আদালত

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৯৯৬

বিষয়বস্তু

১. মাণিক চন্দ্র মাইতি

২ নিরাপদ মাইতি

দুই পুত্র, পিতা শ্রী নবীন চন্দ্র মাইতি, গ্রাম রতনপুর, থানা সিংগুর, জেলা হুগলী

. ... দরখাস্তকারীদ্বয়

বনাম

বাজ্য .... অপরপক্ষ

এবং

বিষয়বস্তু

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত সিংগুর থানা সংলগ্ন পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত যেটি পোলবা থানার ডুবিরভেরির শ্রী গৌর খেটোর পুত্র সনাতন খেটোর তরফে গত ১২.১৯৯৬ তারিখের চন্দননগরের মহানুভব মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বলে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৫৬(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত হইয়া

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬/৪২০ অন্তর্ভুক্ত হইয়া চন্দননগর ফৌজদারী মামলা নং ৭৫/১৯৯৬ তে রেজেস্ট্রীকৃত হইতে পারিত

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শন করিতেছেন ঃ

(১) আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারীরা ভারতের শান্তিপ্রিয় এবং আইন মান্যকারী নাগরিক; তাঁহাদের বাসস্থান এবং স্থাবর সম্পত্তি রহিযাছে সিংগুর থানার অধীনস্থ অঞ্চলে; আপনার মহানুভবের আদালতের অধিকারক্ষেত্রে ইহা অবস্থিত এবং তাঁহারা সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার।

(২) ২৫.৪.১৯৯৫ এবং ২৬.৪.১৯৯৫ তারিখের রাত্রে উপরোক্ত অভিযোগকারী সনাতন খেটো এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী যথাক্রমে অনুপ মাইতি, কেষ্ট সাহানা এবং হুগলী জেলার পোলবা থানাভুক্ত ডুবিবভেবির প্রধান জানা ১নং দরখাস্তকারীর স্কুটার নং WMN 5028 টি বলপূর্বক লইয়া গিয়াছেন এবং অলিখিত কাগজগুলিতে বলপূর্বক জোর করিয়া সই করাইয়াছেন এবং ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১নং দরখাস্তকারীর তরফে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪১/৩২৩/৪৬৮/৪৭৪/৩৮৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত ২৬.৪.১৯৯৫ তারিখের মামলা নং ৬৫ রেজেষ্ট্রিকৃত হইযাছে এবং ঐ স্কুটারটি সনাতন খেটোর দখল হইতে পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে যাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং চন্দননগরের মহানুভব মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ২.৩.১৯৯৬ তারিখে ১নং দরখাস্তকারীর স্কুটারটি ছাড়িয়া দিয়া জিম্মা চুক্তি রাখিবার আদেশ দিয়াছেন এই কারণের ভিত্তিতে যে উভয় দরখাস্তকারীর সহিত ঐ সনাতন খেটো এবং অরূপ মাইতির আলুর অংশীদারী কারবার ছিল।

(৩) প্রতিরক্ষায় সাক্ষ্য সৃষ্টির জন্য এবং নিজের চর্ম অক্ষত রাখার প্রচেষ্টায় এবং সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ঐ সনাতন খেটো ফৌজদারী মামলা ৭৫/১৯৯৬, পুলিশের তদন্তের জন্য প্রার্থনা সমেত ১৫৬(৩) ধারায় মহানুভব মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দাখিল করিয়াছেন। নালিশের উক্তিতে আছে যে উভয় দরখাস্তকারীরা ব্যবসার অংশীদার এবং অভিযোগকারী ঋণের দ্বারা দরখাস্তকারীদের আলু সরবরাহ করিতেন এবং গত ৭.৫.১৯৯৩ তারিখে তিনি অনুপ মাইতির নিকট হইতে ২০৮ প্যাকেট আলু ক্রয় করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীদের প্যাকেটগুলি সরবরাহ করিয়াছেন, যাহার মূল্য ঋণের দ্বারা হইবে ২২,৩৩৬.০০ টাকা। দরখাস্তকারীরা অর্থ প্রদান করিতে পরিহার করিয়া যাইতেন কিন্তু গত ৭.৪.১৯৯৪ তারিখে রতনপুর ব্যবসা সমিতির মধ্যস্থতায় ইহা স্থিরীকৃত হইল যে দরখাস্তকারীরা ১০০০ হাজার টাকা প্রতিমাসে অভিযোক্তাকে প্রদান করিবেন এবং বস্তুতঃ ৭.৫.১৯৯৪ তারিখে দরখাস্তকারীরা ৮০০০ হাজার টাকা অর্থ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার পর তাঁহারা কোন অর্থই প্রদান করেন নাই এবং নানা অছিলায় অর্থ প্রদান করিতে বিরত

ছিলেন এবং পুনবায বতনপুব ব্যবসা সমিতিব মধ্যস্থতায দবখাস্তকাবাবা লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে তাহাবা সম্পূর্ণ অর্থ ২২ ৪ ১৯৯৫ তাবিখেব মধ্যে প্রদান কবিবেন কিন্তু তাহাবা প্রতিজ্ঞা পালন কবেন নাই এবং অভিযোক্তা গত ২৫ ২ ১৯৯৬ তাবিখে দবখাস্তকাবীদেব স্থানে গিযা অর্থ দাবী কবেন কিন্তু তাঁহাবা অর্থ প্রদানে অস্বীকাব কবিযা অভিযোক্তাকে বিতাড়িত কবেন এবং এইভাবে দবখাস্তকাবীবা তাঁহাকে প্রতাবিত কবিযাছে।

(৪) গত ২৯ ২ ৯৬ তাবিখে চন্দননগবেব মহানুভব মহকুমাব বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট ঐ অভিযোগ সিংগুব থানায প্রেবণ কবিয়াছেন। দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১৫৬(৩) ধাবায তদন্তেব জন্য এবং ঐ অভিযোগ প্রাপ্ত হইযা সিংগুব থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিক গত ১২ ৩ ১৯৯৬ তাবিখে বাত্রি ৮ ঘটিকায একজন আবক্ষীকে দবখাস্তকাবীদেব নিকট প্রেবণ কবিযাছিলেন তাহাব সহিত থানায তাঁহাদেব দেখা কবিবাব জন্য।

(৫) যেহেতু ফৌজদাবী মামলা নং ৭৫/১৯৯৬ ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ১২০/৪০৬ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত অজামিনযোগ্য অপবাধ যেটি চন্দননগবেব মহানুভব মহকুমাব বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব আদেশেব দ্বাবা দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১৫৬(৩) ধাবায সিংগুব থানাব ভাবপ্রপ্ত আধিকাবিকেব নিকট তদন্তেব জন্য উল্লেখ কবা হইযাছে এবং যেহেতু সিংগুব থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিক তাঁহাব তবফে তাঁহাদেব নিকট একজন আবক্ষী প্রেবণ কবিযাছেন দবখাস্তকাবীবা ন্যায্য ভাবে আশঙ্কা কবিতেছেন যে তাঁহাবা ঐ অভিযুক্ত অজামিনযোগ্য অপবাধেব দ্বাবা গ্রেপ্তাব হইতে পাবেন এবং সেই হেতু দবখাস্তকাবীবা এই দবখাস্ত দাখিল কবিযাছেন। যদিও অভিযোগেব দবখাস্তে দেওযানী দ্বন্দ্বই প্রকাশিত হইযাছে এবং কোন ফৌজদাবী উপাদান ইহাতে প্রকাশিত হয নাই এবং উদ্দেশ্য এই যে গ্রেপ্তাব এবং পববর্তী হযবানি হইতে পবিত্রাণ কবা তবে প্রতিশ্রুতি জামিন ইহাতে বহিযাছে যে পূর্বজাত জামিনেব তাঁহাদেব প্রার্থনাব বিবেচনার্থে তাহাদেব উপব আবোপিত সকল শর্তাদি তাহাবা মানিযা চলিবেন যেহেতু দবখাস্তকাবীদেব তবফে পলাতক হইবাব বা সাক্ষ্য হস্তক্ষেপ কবিবাব কোন সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব দযাপবাবশ হইযা সিংগুব থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিকেব নিকট হইতে একটি প্রতিবেদন দিবাব জন্য বলিবেন যাহাতে পবিস্ফুট হইবে যে দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১৫৬ (৩) ধাবাব অন্তর্ভুক্ত বিধানে চন্দননগবেব বেজেষ্ট্রীকৃত ফৌজদাবী মামলা ৭৫/১৯৯৬ টিতে দবখাস্তকাবীবা তাহাদেব থানাতে কোন অজামিনযোগ্য মামলা চাহিযাছেন কিনা এবং কোন অস্তিত্বসূচক প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইলে পক্ষদেব শুনানী কবিযা সিংগুব থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিককে নির্দেশ দিবেন যে এই ধবনেব মামলায তাহাব গ্রেপ্তাব হইলে দবখাস্তকাবীদেব জামিনেব দ্বাবা অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

মাণিক চন্দ্র মাইতি

এবং

নিরাপদ মাইতি

দরখাস্তকারীরা

মারফৎ

চুঁচুড়া, হুগলী

১৩.৩.১৯৯৬

(আইনজীবি) ১৩.৩.৯৬

টিপ্পনী ঃ (১) পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্তর জন্য মামলার রেজেষ্ট্রীকরণ এবং মামলার দিনপঞ্জী প্রয়োজনীয় হইবে না। আসামীর অজামিনযোগ্য কৃত অপরাধে তাহার যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসে আসন্ন গ্রেপ্তারই দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার বিধানের প্রয়োগ ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। 1994 SCC (Cri); AIR 1994 SC 1775; 1994 Cri LJ 2269; 1980 Cri LJ 1125; AIR 1980 S.C. 1632 (FB).

(২) বেআইনী গ্রেপ্তার হইতে মক্কেলদের রক্ষা করিবার জন্য আদালতের আদেশ এবং পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত দাখিলের তথ্য থানার যথাযথ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট রেজেষ্ট্রী ডাকে স্বীকৃত কার্ড সমেত আইনজীবির জানানো উচিত।

নং ২০ — অ-গ্রেপ্তারের আদেশের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে ৪৩৮(১) (ক) ধারার অনুবিধির (১৯৯০ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন নং ২৫ এর অন্তর্ভুক্তি অনুসারে) দরখাস্ত সমেত

চুঁচুড়ায অবস্থিত হুগলীর দায়রা বিচারকের আদালত ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৭৪৩/১৯৯৬

(*মাণিকচন্দ্র মাইতি এবং অপর জন* বনাম *রাজ্য*) মাণিক চন্দ্র মাইতি এবং নিরাপদ মাইতি দরখাস্তকারীদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার আদিম দরখাস্তে দরখাস্তকারীরা সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই দরখাস্তে তাঁহারা পুলিশের নিকট নিম্নলিখিত ভিত্তিতে অ-গ্রেপ্তাবের নির্দেশের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

ভিত্তিসমূহ

(ক) *অভিযোগের দরখাস্তে কোন* ফৌজদারী অপরাধ প্রকাশিত হয় নাই এবং অভিযোগে বর্ণিত তথ্যগুলিতে পক্ষদের মধ্যে দেওয়ানী দ্বন্দ্বই সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) ১৯৯৬ সালের ফৌজদারী মামলা নং ৭৫ অভিযোগকারীর প্রতিকূল প্রবাহ হইতেছে যাহার উদ্দেশ্য ২৬.৪.৯৫ তারিখের সিংগুর থানার মামলা নং ৬৫ হইতে তাহার চর্ম উদ্ধার করা যেটিতে দরখাস্তকারী মাণিকচন্দ্র মাইতি প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের প্রমাণিত প্রতিলিপি এবং চন্দননগরের মহানুভব মহকুমার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ২.৩.১৯৯৬ তারিখের আদেশের প্রমাণিত প্রতিলিপি যাহাতে স্কুটার নং WMN 5024 মাণিকচন্দ্র মাইতিকে দিয়া দিবার আদেশ আছে চুক্তির ভিত্তিতে তাহা ইহার সহিত দাখিল করা হইল; এই তথ্যটি মনে রাখিতে হইবে যে গত ১.২.১৯৯৬ তারিখে অভিযোক্তা সনাতন খেটো ফৌজদারী মামলা ৭৫/১৯৯৬ দাখিল করিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে দরখাস্তকারীরা গত ২৬.৪.১৯৯৫ তারিখে সিংগুর পুলিশ মামলা নং ৬৫ দাখিল করিয়াছিলেন সনাতন খেটোর বিরুদ্ধে এবং সনাতন খেটোর দ্বারা অভিযোগের মামলায় তাহার অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিজের বিপরীতমুখী উক্তিগুলি অভিযোগের দরখাস্তে বর্ণিত থাকায় ঐ অভিযোগের মামলাব অসত্যতাই প্রমাণিত হইবে।

(গ) দরখাস্তকারীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং সেইহেতু পলায়নের সুযোগ নাই।

(ঘ) আপনার মহানুভবের দ্বারা অ-গ্রেপ্তারের আদেশ ব্যতীত দরখাস্তটি নিষ্ফল হইবে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া সিংগুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে একটি নির্দেশ দিবেন যাহাতে তিনি অতিরিক্ত আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত চলাকালীন সময়ে দরখাস্তকারীদের গ্রেপ্তার না করেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্তনা রত।

মাণিকচন্দ্র মাইতি
এবং
নিরাপদ মাইতি
দরখাস্তকারীদ্বয়
মারফৎ

চুঁচুড়া, হুগলী
১৩.৩.১৯৯৬

....
(আইনজীবি) ১৩.৩.৯৬

নং ২১ — পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত চলাকালীন সংবাদ জানিয়ে আইনজীবির সম্বন্ধীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে লেখা চিঠি

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের
প্রতি

সিংগুর থানা
সিংগুর, হুগলী

উল্লেখ ঃ ১৯৯৬ সালের ফৌজদারী মামলা নং ৭৫ সিংগুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট তদন্তের জন্য চন্দননগরের শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার বিধানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

প্রিয় মহাশয়,

এতদ্বারা আপনাকে অবগত করানো হইতেছে যে আমার মক্কেলদের তরফে যথাক্রমে মাণিক চন্দ্র মাইতি এবং নিরাপদ মাইতি, পিতা নবীন চন্দ্র মাইতি, গ্রাম রতনপুর, থানা সিংগুর জেলা হুগলী একটি পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত দাখিলের উপর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার বিধানে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ২৭৩/১৯৯৬ তে, হুগলীর শিক্ষিত দায়রা বিচারক একটি রুল জারী করিয়াছেন যাহার দ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া আছে এই মর্মে যে আমার কোন মক্কেলকে আপনি গ্রেপ্তার করিবেন না কোন অ-জামিনযোগ্য মামলার সম্পর্কে যেটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার বিধানে রেজিষ্ট্রীকৃত ফৌজদারী মামলা ৭৫/১৯৯৬ এতে পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এবং আমি আমার প্রত্যেকটি মক্কেলের রক্ষার জন্য এই চিঠির অনুলিপি জারী করিয়াছি এবং হুগলীর শিক্ষিত দায়রা বিচারক ২৯.৩.১৯৯৬ দিনটি ধার্য করিয়াছেন আপনার প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এই মর্মে যে আমার উক্ত মক্কেলরা ভারতীয় দণ্ডবিধানের ৪০৬/৪২০ ধারায় চন্দননগর হইতে উদ্ভূত কোন অ-জামিনযোগ্য মামলা প্রত্যাশা করেন কিনা।

আমি সুতরাং আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে আমার উপরোক্ত মক্কেলদের রেজিষ্ট্রীকৃত ঐ ফৌজদারী মামলা নং ৭৫/১৯৯৬ এর কোন মামলাতে গ্রেপ্তার করিবেন না।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্তসূত্রে

....

(আইনজীবির সহি)

১৩.৩.১৯৯৬

নং ২২ — অ-জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত

চুঁচুড়ায় হুগলীতে দায়রা বিচারকের আদালত ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... স্থান

বিষয়বস্তু

১. সত্যনারায়ণ কুমার

২ ইন্দ্র নাবাযণ কুমাব
উভযই মৃত ভোলানাথ কুমাবেব পুত্রদ্বয
৩ সোমনাথ কুমাব
পিতা ঃ সত্যনাবাযণ কুমাব
গ্রাম ঃ মগবাগঞ্জ
থানা ঃ মগবা
জেলা ঃ হুগলী

দবখাস্তকাবীবা

বনাম

বাজ্য

অপবপক্ষ

বিষযবস্তু

ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ৪২৩/৪৩৫/৪৩৬ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত ২৯.৩.৯৬ তাবিখেব মগবা পুলিশ মামলা নং ৫৭(৩)৯৬ এব পবিপ্রেক্ষিতে দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ৪৩৮ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত পূবস্রোত জামিনেব দবখাস্ত

উপবোক্ত দবখাস্তকাবীগণেব বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) আপনাব নির্দোষী দবখাস্তকাবীবা ভাবতেব নাগবিক হইতেছেন চিবস্থাযী বাসস্থান বহিযাছে এবং মগবা থানাব অন্তর্ভুক্ত মগবা অঞ্চলে জমিজমা আছে যেটি আপনাব মহানুভবেব আদালতেব অধিকাব ক্ষেত্রেব সীমানাব মধ্যে বহিযাছে এবং দবখাস্তকাবীবা স্থানীয অঞ্চলেব অতীব সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি হইতেছেন এবং তাঁহাবা স্বনামধন্য ব্যবসাদাব ব্যক্তি।

(২) পৈতৃক সম্পত্তিতে একটি বিভাজন মামলা নং ১২৯/১৯৫৩ সাল হইতে পক্ষদেব এবং শবীকদেব মধ্যে বর্দ্ধমানেব শিক্ষিত প্রথম অবস্থ বিচাবকেব আদালতে চলিতেছে এবং ঐ মামলায মহানুভব আদালত গত ২৭.২.৯৬ তাবিখে শ্রী কে বন্দ্যোপাধ্যাযকে মামলা সংক্রান্ত সম্পত্তিতে তত্ত্বাবধাযক মনোনীত কবিযাছেন এবং প্রযোজনীয লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিভূতিব (security) জবাতে তাঁহাব পক্ষে একটি বিট জাবী হইযাছে।

(৩) ঐ তত্ত্বাবধাযক নিযুক্ত হইবাব পূর্বে মহানুভব আদালত অভিযোগেব কাবণে দবখাস্তকাবীদেব ভাড়াটিযা জনৈক অশোক ঘোষেব দ্বাবা চিহ্নিত মামলাব জমিতে প্লট নং ৪৩৯ এবং ৪৪০ তে বিনা অনুমতিপ্রাপ্ত কাঠামো তুলিবাব জন্য শ্রী এন কে সিংহ আইনজীবিকে তদন্ত কর্তৃত্বভাবপ্রাপ্ত কর্মচাবী (Commissioner) নিযোগ কবিযাছিলেন।

শ্রী সিংহ উপবোক্ত মামলায বর্ণিত পক্ষদেব পূর্বে নোটিশ দিযা স্থানীয তদন্ত কবিযাছিলেন এবং ১৯.২.৯৬ তাবিখে তাঁহাব প্রতিবেদন দাখিল কবিযাছিলেন।

(৪) শ্রীযুক্ত কে বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বাবধায়ক হইবার পরে গত ৬.৩.৯৬ তারিখে মামলার সমস্ত পক্ষদের রেজেষ্ট্রী নোটিশ মারফত তাঁহাদের অনুরোধ করিয়াছিলেন যে সম্পত্তির কোন দখল তাঁহাদের থাকিলে উহা তাঁহাকে হস্তান্তর করিবার জন্য এবং যথাযথ পক্ষদের ঐ নোটিশ পাইবামাত্র এক মাসের মধ্যে হিসাব দাখিল করিবার জন্য।

(৫) ৬.৩.৯৬ তারিখে তত্ত্বাবধায়কের নোটিশ পাইয়া প্রতিবাদীদের মধ্যে একজন শ্রীবৃন্দাবন রায় তত্ত্বাবধায়কের সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং বৃন্দাবন রায় শিক্ষিত তত্ত্বাবধাসককে একটি পত্রের মারফত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে দরখাস্তকারীরা মৌজা মগরার ৪৩৯ এবং ৪৪০ প্লট ইজারা দিয়াছিলেন যাহা মামলা সম্পত্তির অংশ স্থানীয় সমিতি অনির্বাণ সংঘ, ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ সমিতি ১৯৫৮ সালে ৪৪০ প্লটে একটি পাকা সমিতি ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন, সমিতির ক্রীড়া প্রাঙ্গণে এবং শ্রী এন সিংহ এর স্থানীয় তদন্তের প্রাক্কালে ঐ বৃন্দাবন উপস্থিত ছিলেন না এবং ঐ সময় তিনি বোম্বাইতে ছিলেন এবং সেই কারণে ১৯.২.৯৬ তারিখের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রতিবেদন সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন না।

ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক দরখাস্তকারীদের এবং সকল পক্ষদের নোটিশ দিয়া এই মর্মে জানাইয়াছিলেন যে তিনি একটি স্থানীয় তদন্ত করিবেন এবং ৩০.৩.৯৬ তারিখে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

(৬) ২৯.৩.৯৬ তারিখে বেলা প্রায় দেড় ঘটিকায় ঐ বৃন্দাবন রায় স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতিকারীর সহিত কিছু কাষ্ঠখণ্ড এবং খড় সংগ্রহ করেন এবং অগ্নি সংযোগ করিয়া বেলা প্রায় সাড়ে ১১ ঘটিকায় পুলিশের মামলা রেজেষ্ট্রীকৃত করেন এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে দরখাস্তকারীরা এবং তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি সমিতি গৃহে অগ্নি সংযোগ করেন যে গৃহে দূরদর্শন, ফুটবল, হকি খেলিবার লাঠিগুলি, ব্যাডমিণ্টন খেলিবার সামগ্রী, জাল, ক্রিকেট ব্যাট, উইকেট ইত্যাদি ছিল যাহা সমিতি গৃহটিকে ভস্মে পর্যবসিত করিয়া এক লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের ক্ষতি করিয়াছে।

(৭) গত ১.৪.৯৬ তারিখে দক্ষিণকুল পুলিশ দুইটি প্রথম সমাচার প্রতিবেদন যথাক্রমে আসামী লালজী পাণ্ডে এবং শিবজী পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন এবং গত ২.৪.৯৬ তারিখে মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু মহানুভব বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট দুইটি আসামী ব্যক্তির জামিনের প্রার্থনা খারিজ করিয়াছেন এবং মামলার দিনপঞ্জিকার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ঐ দুইজন আসামী ব্যক্তি ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৯৩৯/১৯৯৬ টিতে আপনার মহানুভবের নিকট জামিনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার শুনানী ১১.৪.৯৬ তারিখে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(৮) দরখাস্তকারীরা মামলার ঘটনা এবং মিথ্যাজড়িত অভিযোগ প্রথম সমাচার প্রতিবেদন এর প্রমাণিত প্রতিলিপি। প্রতিবেদনের উপস্থাপন এবং ২.৪.: ৬ তারিখের আদেশের কাগজগুলি হইতে কার্য্যতঃ অভিযোগকারীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন এবং সেই হেতু দরখাস্তকারীরা যুক্তিপূর্ণভাবে আশঙ্কা করিতেছেন যে ঐ অ-জামিনযোগ্য মামলায় পুলিশ কর্তৃক তাঁহারা গ্রেপ্তার হইতে পারেন এবং সেইহেতু গ্রেপ্তারের দ্বারা অসম্মানস্পদ হইবার কারণটিকে এবং আনুসঙ্গিক দুর্ভোগ পরিত্যাগের জন্য দরখাস্তকারীরা এই দরখাস্ত করিয়াছেন অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া এই মর্মে যে পূর্বজ্ঞাত জামিনের প্রার্থনা বিবেচনার জন্য তাহাদের উপর আবোপিত সর্বপ্রকার সত্ত্ব তাহারা পালন করিবেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে রাজ্যসরকারের উপর নোটিশ জারী করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীব পরে দক্ষিণকুল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন যে দরখাস্তকারীদের উপবোক্ত মামলায় গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনাব দরখাস্তকাবীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

নং ২৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত অ-গ্রেপ্তারের দরখাস্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত সমেত দায়রা বিচারকের সম্মুখে দাখিলকৃত

চুঁচুড়ার হুগলীর দায়রা বিচারকের আদালত

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ..../৯৬

সত্যনাবায়ণ কুমার এবং অপরপক্ষগণ

বনাম

রাজ্য দরখাস্তকারীর

সত্যনারায়ণ কুমার, কার্তিকচন্দ্র কুমার এবং .... কর্তৃক পুলিশের নিকট অ-গ্রেপ্তারের নির্দেশের জন্য দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীদের বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারীরা মিথ্যা মামলায় কার্য্যতঃ অভিযোক্তা দ্বারা জড়িত হইয়াছেন।

(২) ১৯.২.৯৬ তারিখের তদন্ত ক্ষমতাভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রতিবেদনের প্রমাণিত প্রতিলিপি হইতে দেখা যায় যে ৪৩৯ প্লট নম্বরটিতে ছাদ অথবা আচ্ছাদন ব্যতীত একটি অসমাপ্ত কাষ্ঠ কাঠামো ছিল। (অনুবন্ধ চিহ্নিত 'ক' দেখুন)

(৩) সংশোধিত .... কোন সমিতি গৃহ নথীভুক্ত নয় যদিও প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে (অনুবন্ধ খ) সমিতি পাকা ঘরটিকে ৪০ বৎসরের অধিক সমিতি ঘর রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। (অনুবন্ধ 'গ' চিহ্ন দেখুন)

(৪) ৬.৩.৯৬ তারিখে সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের নোটিশ দরখাস্তকারীদের উপর জারী করা হইয়াছিল। (অনুবন্ধ 'ঘ' চিহ্ন দেখুন)

(৫) রাজকীয় পক্ষের মিথ্যাচার ২.৪.৯৬ তারিখে পুলিশের নিকট প্রেরিত টীকার উক্তি হইতেই পরিদৃষ্ট হয়। এই মর্মে যে তদন্তের দ্বারা ইহা পরিস্ফুট যে আসামী ব্যক্তিরা সমিতি ঘরটিকে ধূলায পর্যবসিত কবিযা অগ্নিদগ্ধ করিয়াছেন এবং সেই হেতু ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৩৬ ধাবাব প্রয়োগ ঘটিবে না।

(৬) ৩০ ৩.৯৬ তারিখের বাজেয়াপ্ত তালিকাতে ইহা প্রতীযমান হয় যে দুইটি কাষ্ঠ দগ্ধ ফলা, কিছু দগ্ধ খড় এবং ভস্মগুলি ঘটনাস্থল হইতে বাজেয়াপ্ত হইযাছে যদিও অভিশংসন মামলাতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে খেলিবার সকল বস্তু এবং দূরদর্শন অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যথেষ্ট বহস্য ইহাই যে খেলিবাব কোন বস্তুরই ভস্মের মধ্যে চিহ্ন ছিল না।

(৭) অভিশংসন মামলার মিথ্যাচার আরো প্রমাণিত হইবে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দাখিল হইতে (প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের প্রমাণিত প্রতিলিপি অনুবন্ধ চ) যদিও ঘটনাস্থল হইতে থানার দূবত্ব ১½ কিলোমিটার তথাপি অগ্নিদাহব প্রতিবেদন ২৩ ৫৫ ঘণ্টায় প্রতিবেদিত হইয়াছিল (অনুবন্ধ 'চ' দেখুন—প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের প্রমাণিত প্রতিলিপি)।

(৮) দরখাস্তকারীদের নিজেদের চুল্লী এবং গৃহ থাকায় তাঁহারা সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি হইতেছেন এবং সেই কারণে তাঁহাদের পলাতক হইবার সাক্ষ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায় আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া মগরা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন যে পূর্বজ্ঞাত জামিন চলাকালীন সময়ে দরখাস্তকারীকে যাহাতে গ্রেপ্তার না করা হয় এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা করিবেন।

চুঁচড়া

৪.৪.১৯৯৬

নং ২৪ — পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্তর উপর দায়রা বিচারক অথবা মহামান্য উচ্চ আদালতের অ-গ্রেপ্তারের আদেশ পাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে চিঠি লিখিতে হইবে

যথাযথ স্বীকৃত সূচক কার্ড সমেত রেজেস্ট্রীকৃত

প্রতি

ভাবপ্রাপ্ত আধিকারিক

থানা ....

জেলা .. ..

উল্লেখ ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .. .. ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২৬, ৪৩৫/৪৩৬ এর অন্তর্ভুক্ত... . . .. তারিখের শিক্ষিত দায়রা বিচারক অথবা মহামান্য উচ্চ আদালতের আদেশের দ্বারা অ গ্রেপ্তারের নির্দেশ:

প্রিয় মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্বক আপনাকে অবগত করানো হইতেছে যে আমার মক্কেলগণ যথাক্রমে (১) .... (২) . ... (৩) .. .. গ্রাম ... . থানা .. .. জেলা .... তরফে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার বিধানে পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্তের উপর ২৯.৩.৯৬ তারিখের পুলিশ মামলা ৫৭(৩) ৯৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে, হুগলীর শিক্ষিত দায়রা বিচারক সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ পুলিশ মামলা সংক্রান্ত ঘটনার মামলার দিনপঞ্জী আনিবার নির্দেশ দিয়াছেন আপনার উপর একটি শর্ত সমেত যে আপনি আমার উপরোক্ত মক্কেলদের পূর্বজ্ঞাত জামিন চলাকালীন সময়ে যাহা শুনানীর জন্য ১৯.৪.৯৬ তারিখটি নির্দিষ্ট আছে গ্রেপ্তার করিবেন না এবং সেই হেতু ৪.৪.৯৬ তারিখের শিক্ষিত দায়রা বিচারকের আদেশ আমার ৪.৪.৯৬ তারিখের লেখা পত্রের মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরণ করা সত্ত্বেও এই পত্রের প্রতিলিপিগুলি আমার মক্কেলদের বেআইনীভাবে গ্রেপ্তার হইতে প্রতিরক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে

সুতরাং আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে উপরিবর্ণিত পুলিশ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমার উক্ত নামের মক্কেলদের গ্রেপ্তার করিবেন না যেহেতু আদালত অবমাননা আইনে ঐরূপ গ্রেপ্তার একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্তসূত্রে

....

(আইনজীবির সহি)

৪.৪.৯৬

নং ২৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত পঠনরত ১৯৫৫ সালের প্রয়োজনীয় নিত্যসামগ্রী আইনের ১২৪এ-(১)(ঘ) অন্তর্ভুক্ত

বিশেষ বিচারকের আদালত প্রয়োজনীয় নিত্যসামগ্রীর জন্য .... স্থান ....

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৯৯৬

বিষয়বস্তু ....

(নাম এবং ঠিকানা)

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য অপরপক্ষ

এবং

১৯৫৫ সালের ১০নং আইনের ২৩.২.৯৬ তারিখের ৭(ঝ)(ক) এবং (খ) অন্তর্ভুক্ত পুলিশ মামলা নং .... এর সম্পর্কে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্তের বিষয়

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ নির্দোষী দরখাস্তকারী একজন অনুমতিপ্রাপ্ত গাড়ীচালক এবং তিনি কলিকাতা ৭ নিবাসী জিঃ সি তিওয়ারী, ট্রাক নং WVM 2026 এর মালিকের অধীনে কার্য করিয়াছেন।

(২) গত ২৩.২.৯৬ তারিখে দরখাস্তকারী উপরোক্ত ট্রাক নং WVM 2026 টিতে কলিকাতা ৭ নিবাসী শ্রী .... ঠিকানা .... এর দ্বারায় উপযুক্ত চালানের সাহায্যে ১০পিপে তিল তৈল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীরামপুর থানার রিষড়াতে শ্রী .... কে দিবার জন্য কিন্তু পথিমধ্যে শ্রীরামপুর থানার অধিকারক্ষেত্রের সদর রাস্তার নির্দেশে তাঁহাকে দিল্লী রোডে ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

(৩) বৈদ্যবাটীতে দরখাস্তকারী এবং তাঁহার খালাসী কিছু দূরত্বের ব্যবধানে গাড়ী সরাইয়া রাস্তার ধারের হোটেলে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু এই খাদ্য গ্রহণের পরেই দরখাস্তকারী এবং খালাসী হোটেলের ভিতরের বিছানায় নিদ্রায় অভিভূত

হইলেন। নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে শ্রীরামপুর পুলিশ গাড়ীচালকের ঘর হইতে তিল তৈল সংক্রান্ত সকল দস্তাবেজগুলি বাজেয়াপ্ত করিবার পরে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ট্রাকটি থানায় লইয়া গিয়াছেন।

(৪) ইহার পর দরখাস্তকারী এবং খালাসী তাঁহাদের এই অসুবিধা জানাইবার জন্য কর্মকর্তা এবং কলিকাতায় অবস্থিত ব্যবসায়ীর নিকট গিয়াছিলেন।

(৫) ট্রাকের মালিক এবং তিল তৈলেব ব্যবসায়ী উভয়ই সম্পত্তিগুলি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ১.৩.৯৬ তারিখে M. C ৩০/৯৬ এবং ২৯/৯৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামপুরের ভারাপনাটি আদায়কারীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং ইহার পর ১১.৩.৯৬ তারিখে পুলিশ বাজেয়াপ্ত ট্রাক উদ্ধারেব জন্য এবং তিল তেল মালিকদের দিয়া দিবার জন্য অনুমোদন করিয়া তাহার প্রতিবেদন দাখিল কবিয়াছিলেন কিন্তু একই প্রতিবেদনে দরখাস্তকারীকে আসামী বলা হইযাছিল।

(৬) জিম্মা চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে বাজেয়াপ্ত বস্তুগুলি মালিকদেব প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল এবং দরখাস্তকারী মালিকেব নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে পুলিশ এই মামলার সম্পর্কে তাঁহাকে চান।

(৭) দরখাস্তকারী মালবাহক মাত্র এবং আইনতঃ তাঁহার মানসিক কোন অপরাধপ্রবণ উদ্দেশ্য ছিল না এবং আইনের দৃষ্টিতে তাঁহাব অভিযুক্ত হওয়া উচিত নয় কিন্তু যেহেতু পুলিশ তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দাযেব করিয়াছে এবং শ্রীরামপুরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট ট্রাকের মালিককে উপস্থিত হইবাব জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, সেইহেতু দরখাস্তকারী যুক্তিপূর্ণভাবে আশঙ্কা কবিতেছেন যে অ-জামিনযোগ্য অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগের জন্য তিনি গ্রেপ্তাব হইতে পারেন এবং সেই কাবণে দরখাস্তকারী এই দরখাস্ত কবিযাছেন প্রতিশ্রুতি জামিন শর্তে যে তিনি তাঁহার পূর্বজ্ঞাত জামিনের প্রার্থনার বিবেচনার জন্য আরোপিত সকল শর্তই মানিয়া লইবেন যেহেতু তাঁহার পলাতক হইবার অথবা তাঁহাব পক্ষে সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দযাপরবশ হইযা শ্রীরামপুব থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন যে উপরোক্ত মামলায গ্রেপ্তাবের ঘটনা হইলে দরখাস্তকারীকে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন।

টিপ্পনী : (১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধাবাব দরখাস্তের সহিত অগ্রেপ্তারের নির্দেশ দিবার জন্য পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

(২) উত্তর প্রদেশে, ১৯৭৬ সালের ১৬নং উত্তরপ্রদেশ আইনে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারাটি তুলিয়া দেওযা হইয়াছে। যাহা কার্যকরী হইয়াছে ২৮.১১.১৯৭৫ সাল হইতে।

নং ২৬ — ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত পঠনরত ১৯৫৫ সালের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আইনের (১৯৫৫ সালের ১০নং আইন) ১২৪এ (ঝ) (ঘ) ধারাব অন্তর্ভুক্ত

বিশেষ বিচাবকের আদালত .... স্থান .... বিশেষ মামলা নং .. .. স্থান

[রাজ্য বনাম .... নাম এবং আসামী]

আসামীর বিনম্র দরখাস্ত ....

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) দরখাস্তকারী তাঁহাব .... স্থানের দ্বিতল গৃহের একতলায় দুইখানি ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন কিন্তু উহার দরজা এবং জানালার এখনও নির্মাণের কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং সেই কারণে গৃহের পশ্চাতে ঝোপের মধ্য দিয়া বহির্গতদের ঐ দুইখানি ঘর প্রবেশযোগ্য থাকিয়াছে।

(২) দরখাস্তকাবীরা তাঁহার প্রতিবেশী শ্রী .... এব অসন্তোষের কারণ হইয়াছেন যিনি দরখাস্তকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহ নির্মাণের দ্বারা তাঁহার গৃহের পশ্চিমপ্রান্তে বসবাস করেন এবং তিনি মহকুমার শিক্ষিত নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের .... স্থানের আদালতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত এম পি মামলার দ্বারা .... স্থানের আযেধাজ্ঞার প্রয়োগে দরখাস্তকারীর ঘর নির্মাণের কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

(৩) .... তারিখে জেলা নির্বহন শাখার পুলিশ স্থানীয় অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এবং ঐ ঝোপ হইতে দুইটি পলিথিনের পাত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ইহার পর তাহারা খোলা জানালার স্থান হইতে দরখাস্তকারীর নবনির্মিত দুইটি ঘবে প্রবেশ করিয়াছেন। এবং ইট ভিজাইবার জন্য ও ঘরে চুন রঙ করিবার জন্য রক্ষিত দুইটি জলভর্তি পিপা এবং দরখাস্তকারীর একতলার রান্নাঘর হইতে রান্নার উদ্দেশ্যের জন্য রেশনকার্ড হইতে প্রাপ্ত ৩ লিটারের একটি ক্ষুদ্র কেরোসিনেব পাত্র বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং ইহার পর দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় থানায় .... সময় লইয়া গিয়াছেন এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের দ্বারা মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন যে দরখাস্তকারীর দখলে ৩০ লিটার কেরোসিন তৈল বেআইনীভাবে আছে যাহার কোন কাগজ এবং দস্তাবেজ তাঁহার কাছে নাই এবং সেই কারণে ১৯৫৫ সালের ১০নং আইনে ৭ধারার (১) (ক) এবং (২) এর অন্তর্ভুক্ত মামলা রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

(৪) আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারীকে একটি মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হইয়াছে নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য রোপনের সাহায্যে এবং বাজেয়াপ্তর সময়ে স্থানীয় সাক্ষীদের অনুপস্থিতির কারণ হইতেই মামলার অসত্যতা পরিদৃষ্ট হইবে এবং উপরোক্ত প্রতিবেশীর দ্বারা শত্রুতা করা এবং আদালতে মামলার জন্য তাহার দ্বারা মিথ্যা অভিযোগকে স্বীকার করা যাইতে পারে না।

(৫) দরখাস্তকারী দস্তাবেজগুলি যেমন পরিবারের সব রেশন কার্ড, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত এম পি মামলার সালের প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি এবং দরখাস্তকারীর গৃহের দুইটি নবনির্মিত ঘর, ঝোপ সমেত পারিপার্শ্বিকতা এবং শ্রী এর গৃহের অবস্থানের চিত্রগুলি দাখিল করিয়াছেন।

(৬) আপনার দরখাস্তকারী একজন প্রাপ্তানুমতি-চুক্তিকারী এবং তাহার চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে যেস্থানে তিনি তাহার স্ত্রী এবং দুইটি নাবালক সন্তান লইয়া বসবাস করেন এবং সেইহেতু পলায়ন অথবা সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপের দ্বারা বিচারের বিলম্ব হইবার অথবা পরাজয় ঘটিবার সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি জারী করিবেন

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

স্থান

তারিখ

নং ২৭ — অ-জামিনযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে যাহা রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে কিনা তাহা দরখাস্তকারীর অজানিত উহাতে গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্তর বিধানে পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত স্থান ফৌজদারী বিবিধ

মামলা নং স্থানের বিষয়বস্তু ঃ

নাম

পিতার নাম

....

ঠিকানা

....

পুলিশ থানা

....

জেলা

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য .... অপরপক্ষ

এবং

বিষয়বস্তু ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত .... থানার মামলায় পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত যাহা শ্রী .... তরফে .... ঠিকানা .... থানা .... জেলা .... রেজেষ্ট্রী হইতে পারিত।

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) দরখাস্তকারী ২১ বৎসর বয়স্ক কলেজের ছাত্র এবং তিনি সহ শিক্ষার কলেজে .... স্থানে পাঠ করিয়াছেন এবং জনৈকা .... তাঁহার পাঠ্যসঙ্গীর সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন।

(২) ঐ কুমারী .... বয়স ২০ বছর, তাঁহার জন্ম তারিখ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রমাণপত্র অনুযায়ী ২৮.৩.১৯৭৬ এবং তিনি বিভিন্ন জাতের ও পদমর্য্যদা সম্পন্না হইলেও তিনি দরখাস্তকারীর সহিত গভীর প্রেমে রত ছিলেন।

(৩) ঐ কুমারী .... পিতামাতা তাহার কন্যার সহিত দরখাস্তকারীর প্রেমের কথা জানিতে পারিয়া কন্যার উপর শারীরিক ও মানসিক নিষ্ঠুর আচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা দরখাস্তকারীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা তাঁহাদের শ্যালক শ্রী .... এর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মেয়েটি দরখাস্তকারীকে একটি পত্রের মাধ্যমে আসন্ন বিপদের বিষয় জানাইয়া দেন এবং .... তারিখে কলেজে আসিতে অনুরোধ করেন যখন তাঁহারা কলেজে পরীক্ষার বেতন জমা দিতে আসিবেন ঐ সময় দরখাস্তকারীকে যে কোন স্থানে মেয়েটির সহিত পলায়ন করিতে বলিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে ঐ মেয়েটি সাবালিকা হইলেও তাঁহার পিতার সহিত কলেজে আসিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী পরীক্ষার বেতন জমা দিতে একাকী আসিয়াছিলেন। মেয়েটি স্নানাগারে যাইবার মিথ্যা অছিলায় পিতার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি এবং দবখাস্তকারী নিঃস্তব্ধে সরিয়া গিয়াছিলেন; মহিলার ইঙ্গিতে দরখাস্তকারী মহিলাকে .... স্থানের কালীমন্দিবে লইয়া গিয়া পুরোহিত এবং কালীমাতার সম্মুখে কপালে এবং মাথার মধ্যভাগে সিঁন্দুর দিয়া এবং মালাবদল করিয়া গার্ন্ধব্য মতে বিবাহ সম্পাদন করেন। ঐ মেয়েটি কোন অলঙ্কার অথবা অর্থ ছাড়াই গৃহত্যাগ করেন এবং অভিভাবকের নিকট প্রত্যাবর্তন না করিবার ইচ্ছাতেই অভিভাবকের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৫) কালী মন্দির হইতে দরখাস্তকারী তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন।

(৬) ঐ মেয়েটির .... পিতা বহুস্থানে অন্বেষণ করিয়াছেন এবং জনসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার নাবালিকা কন্যাকে হরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগে তিনি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে একটি মামলা রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন এবং বস্তুতঃ .... তারিখে একজন পুলিশ আধিকারিক ... . থানা হইতে আসিয়া দরখাস্তকারীর বাসস্থান সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন যে সময় দরখাস্তকারী পুরীতে কন্যাটির সহিত মিলনবাস করিতেছিলেন এবং .... তারিখে দরখাস্তকারী তাঁহার গৃহে পুলিশের পরিদর্শন সম্বন্ধে জানিতে পাবেন এবং সেই কারণে দরখাস্তকারী যুক্তিপূর্ণভাবে আশঙ্কা করিতেছেন যে একটি অ-জামিনযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অভিযোগক্রমে তিনি .... পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তাব হইতে পাবেন এবং সেই কারণে গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী দুর্ভোগ পরিহারের জন্য দরখাস্তকারী এই দরখাস্ত করিয়াছেন একটি প্রতিশ্রুতিশর্তে যে পূর্বজ্ঞাত জামিনের দবখাস্তের বিবেচনার্থে সকল আরোপিত শর্তই তিনি মানিয়া চলিবেন।

(৭) দরখাস্তকারীর .... স্থানে আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের চিরস্থায়ী আওতায় বাসস্থান থাকায় তিনি ভারতের একজন নাগরিক।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে .. .. থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে একটি প্রতিবেদন চাহিয়া পাঠাইবেন এই মর্মে যে দরখাস্তকারীকে তাঁহার থানার নিকট কোন অ-জামিনযোগ্য অপরাধে ডাকা হইযাছে কিনা এবং এই বিষয়ে সম্মতিসূচক প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইলে তিনি যেন তাঁহাকে নির্দেশ দেন যে দরখাস্তকারী ঐ মামলায় গ্রেপ্তার হইলে তাঁহাকে যেন জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

নং ২৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধাবার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের উপর অ-গ্রেপ্তারের নির্দেশের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত .... ঠিকানা

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... ঠিকানা

[(দরখাস্তকারীর নাম)

বনাম রাজ্য]

দরখাস্তকারীব বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) আপনার দরখাস্তকারী একজন কলেজেব ছাত্র এবং তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী দবখাস্তে সকল প্রাসঙ্গিক ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন।

(২) অভিযুক্ত অপরাধী কন্যাটি ২০ বৎসরের একজন সাবালিকা কন্যা যাহা মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রমাণপত্রের প্রতিলিপি হইতে দৃষ্ট হইবে এবং কন্যাটি নিজের স্বইচ্ছায় দরখাস্তকারীর সহিত গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং প্রেমপত্র, ক্ষুদ্র পত্র প্রতিলিপির নকল ইহার সহিত সংলগ্নাকৃত থাকায় আদালতের দৃঢ় বিশ্বাস হইবে যে প্রতারিত কন্যাটি দরখাস্তকারীকে তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে লইয়া যাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার পিতার আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইবার কোন ইচ্ছা পোষণ না করিয়াই তাঁহার অভিভাবক পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন।

(৩) দরখাস্তকারী তাঁহাদের বিবাহের প্রতিবেদন ইতিমধ্যেই .... ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট দাখিল করিয়াছেন এবং তিনি কন্যার জন্ম প্রমাণপত্র এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রমাণপত্র কন্যার বয়সের প্রমাণস্বরূপ এবং জেলা লেখ্য প্রমাণকের নিকট তাঁহার শপথকৃত হলফনামার মুদ্রণ প্রতিলিপি দাখিলকরা হইয়াছে .... স্থানে।

(৪) দরখাস্তকারীর চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং সেই হেতু তাঁহার পক্ষে বিচারের বিলম্ব অথবা পরাজয় ঘটাইবার কোন সুযোগ নাই।

(৫) আপনার মহানুভবের দ্বারা পুলিশের উপর অ-গ্রেপ্তারের আদেশ না হইলে পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত মূল্যহীন হইয়া যাইবে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া .... ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন এই মর্মে যে পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত চলাকালীন সময়ে দরখাস্তকারী যেন গ্রেপ্তার না হন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ২৯ — চেতনানাশক ঔষধ পুলিশ আইনের ৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত পঠনরত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে জামিনের দরখাস্ত

বিশেষ বিচারকের আদালত .... স্থান

চেতনানাশক ওষুধ প্রতিরোধ মামলা নং . ১৯৯৬

বিষয়বস্তু ঃ

(১) শেখ জয়নুল, পিতা শেখ আশরাফ

(২) শেখ মুন্না, পিতা শেখ কাদের

উভয়েরই সাকিন বোরোপাবা, শিবপুর ফার্স্টলেন বাঁশবেড়িয়া থানা মগরা, জেলা হুগলী

দরখাস্তকারীদ্বয়

বনাম

রাজ্য

অপরপক্ষ

এবং

বিষয়বস্তু

চেতনানাশক ওষুধ প্রতিরোধ আইনের ৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত পঠনরত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত ১৯৮৫ সালের চেতনানাশক ঔষধ প্রতিরোধ আইনের ২২ ধারার অন্তর্ভুক্ত ২১ ২ ৯৬ তারিখের মগরা থানার মামলা নং .. . . (২) ১৯৯৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে

উপরোক্ত আসামী দরখাস্তকারীরা

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারীরা ভারতীয় নাগরিক এবং আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের প্রদত্ত ঠিকানায় চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে।

(২) গত ২১ ২.৯৬ তারিখে অর্থাৎ ইদুলফিতর এর ছুটির দিনে বন্ধু দরখাস্তকারীরা মগরা থানার ত্রিবেণী বাজারে একটি কাপড়ের দোকান শিল্পায়ন হইতে ধর্মীয় উৎসবের জন্য নূতন পোষাক ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু একই পোষাকের

একই নকসার একই বিক্রেতার নিকট হইতে ২নং দরখাস্তকারী ঠিক তার পূর্ব দিনে অর্থাৎ ২০.২.৯৬ তারিখে ক্রয় করিয়াছিলেন; দরখাস্তকারীদের এবং দোকানের মালিকের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয় এবং শীঘ্রই উহাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। স্থানীয় দোকান মালিকেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং দরখাস্তকারীদের প্রহার করেন, ফলে তাহারা সামান্য আহত হন এবং তাঁহাদের অর্থ লইয়া চলিয়া যান।

(৩) দরখাস্তকারীরা স্থানীয় শহরের দূরত্ব ফাঁড়িতে চলিয়া যান এবং শিল্পায়নের মালিক এবং অপরদের বিরুদ্ধে সাধারণ রোজনামচার দ্বারা প্রতিবেদন পেশ করেন কিন্তু তদন্তের জন্য হস্তক্ষেপ না করিয়া দরখাস্তকারীদের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রতে চিকিৎসাব জন্য এবং মগরা থানায় চলিয়া যাইতে বলা হয়। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাইবার পথে ঐ দোকানের মালিকেরা এবং অন্যান্যরা পুনরায় দরখাস্তকারীদের আবদ্ধ করিয়া প্রহাব করেন এবং রক্তাপ্লুত করিয়া ফেলেন তাহাদেব পূর্ববর্তী ঘটনার প্রতিবেদনের জন্য। ঐ মুহূর্তে মগরা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাঁহাব বাহিনী লইয়া জীপ গাড়িতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন কিন্তু দোকানের মালিকদের অভিযোগক্রমে দরখাস্তকারীদের গ্রেপ্তার কবেন এই মর্মে যে দরখাস্তকাবীরা শিল্পায়নের মালিকের নিকট হেরোইন বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জনগণের দ্বারা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ তাড়া খাইবাব সময়ে দরখাস্তকারীরা পতিত হইয়া যাইবার ফলে আহত হইয়াছিলেন।

(৪) তিনজন স্থানীয় ব্যক্তিকে পুলিশ বহু শূন্য পৃষ্ঠায় দরখাস্তকারীদের সম্মুখে সহি করিতে বলেন এবং তাঁহাদেরও ঐ একই পৃষ্ঠায় সহি দিবার জন্য বলা হয়।

(৫) ইহার পর দরখাস্তকারীদের বর্তমান মামলায় জড়িত করা হয় এই অভিযোগে যে ১৫ মিলিগ্রাম হেরোইন ১০ প্যাকেটে ভর্ত্তি অবস্থায় প্রতিটি প্যাকেট দরখাস্তকারীদের নিকট হইতে পাওয়া যায় যেটির উদ্দেশ্য ছিল বাজারে বিক্রী করিবার এবং তাঁহাদের আদালতে প্রেরণ করা হয় কৌশলকৃত বাজেয়াপ্ত তালিকা ২১.২.৯৬ তারিখের মাধ্যমে যাহাতে ১৫০ মিলিগ্রাম সাদা পাউডারকে হিরোইন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল।

(৬) নির্দোষী দরখাস্তকাবীরা নিম্নলিখিত কারণের ভিত্তিতে জামিনের দরখাস্ত করিয়াছেন।

কারণগুলি

(ক) প্রথম সমাচার প্রতিবেদন হইতে এবং পুলিশের দেওয়া টিপ্পনী হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে চেতনানাশক ঔষধ প্রতিরোধ আইনের ৪১, ৪২ এবং ৫০ ধারার কোন বিধানই সম্পাদিত হয় নাই। আসামীর প্রয়োজনীয় উপাদানের কিছুই সম্পাদন করা হয় নাই বলিয়া উপরোক্ত দস্তাবেজ হইতে প্রমাণিত হয় এই মর্মে যে আসামীদের ঘোষিত আধিকারিকদের দ্বারা অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা তল্লাসী করা

হইবে বলিয়া জানানো হয় নাই অথবা বস্তুতঃ তাহাদের ঘোষিত আধিকারিক অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা তল্লাসী করা হইয়াছে যেটিব তথ্য আসামী ব্যক্তিদেব তল্লাসী এবং গ্রেপ্তারের পূর্বেই নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

(খ) ২১.৯.৯৬ তারিখের সাধারণ রোজনামচা নথিভুক্ত নং .... যাহা সাড়ে ১১ ঘটিকায় ত্রিবেণী ফাঁড়িতে রহিয়াছে তাহা আসামীদের মামলা সপ্রমাণ কবিতেছে এবং আসামী দরখাস্তকারীদের মিথ্যাভাবে জড়িত করার ঘটনা পরিদৃষ্ট হইবে ২১.২.৯৬ তারিখের দরখাস্তকারীদের দ্বাবা সাধারণ রোজনামচার নথির সময় হইতে ২১.২.৯৬ তাবিখের দেড় ঘটিকায় মগরা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দ্বারা প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের সময়ের পার্থক্য হইতে; ইহা ব্যতীত ২১. ২ ৯৬ তারিখের গ্রেপ্তার এবং বাজেয়াপ্তর তালিকা ইঙ্গিত বহন করে যে বাজেয়াপ্ত এবং গ্রেপ্তার হইয়াছে বেলা ১২ ৪৫ ঘটিকায়।

(গ) যেক্ষেত্রে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন আসামী ব্যক্তিদের ক্ষত সম্বন্ধে নিঃস্তব্ধ বহিয়াছে সেইক্ষেত্রে প্রেরিত টিপ্পনীতে ক্ষতের বর্ণনা রহিয়াছে যাহার জন্য পুলিশের তরফে তাহাদের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা হইয়াছিল এই কারণে যে আসামী ব্যক্তিদের উপর গভীর ভাবে ক্ষত হইবার কারণটিকে জানিবার জন্য।

(ঘ) ২০.২.৯৬ তাবিখেব কাপড়ের দোকানের মালিকের দ্বারা শিল্পায়নের ক্রেতার মেমো শেখ জয়নুলের পোষাক ক্রয়ের জন্য প্রতিপক্ষের ঘটনা বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছে।

(ঙ) তথ্য সকল, দস্তাবেজগুলি এবং বর্তমান জামিনের দরখাস্তেব (ক) হইতে (ঙ) পর্য্যন্ত অনুচ্ছেদগুলিব উচ্চভাবে বর্ণনা আদালতের নিকট প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট একটি সুস্পষ্ট রায়েব পক্ষে যে আসামী ব্যক্তিদের মিথ্যাভাবে জড়িত করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(চ) দরখাস্তকারীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং তাঁহারা চুঁচুড়া থানাব (হুগলী) বাঁশবেড়িয়াতে গঙ্গার জুট মিলের চিরস্থায়ী কর্মচারী।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া রাজ্য সরকারের উপর নোটিশ জারী করিবেন এবং মগরা থানার মামলার পঞ্জিকা এবং ২১.২.৯৬ তারিখের সাধারণ দিনপঞ্জিকা (দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারার অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে) চাহিয়া পাঠাইবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ (১) মাদক দ্রব্য প্রতিরোধ আইনের ৪২(২) এবং ৫০ ধারার বিধান আদেশসূচক এবং ঐ বিধানের অমান্য হইলে আসামীরা মুক্তি পাইবে। AIR 1995 SC 1157; 1995C Cr LR (SC) 121।

(২) রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত সামগ্রী পাঠাইতে দেরী হইলে এবং সাক্ষ্যের অভাব ঘটিলে যাহার দ্বারা দৃষ্ট হইবে কাহার নিকট বাজেয়াপ্ত দ্রব্যগুলি তিনমাসের অধিক ছিল যেটির দ্বারায় আসামী ব্যক্তি মুক্তি পাইবেন। 1994 C CR LR (SC) 4।

(৩) মাদক দ্রব্য প্রতিরোধ আইনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জন্য যখন অভিযোগ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৭ ধারার বিধানে দাখিল না হয় সেক্ষেত্রে জামিন দেওয়ার ক্ষমতা এই আইনের দ্বারা সীমিত হইবে না। 1995 C Cr LR (SC) 210।

নং ৩০ — মাদক দ্রব্য প্রতিরোধ আইনের পঠনরত দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারায় উচ্চ আদালতে জামিনের দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী বিবিধ অধিকারক্ষেত্র)

বিষয়বস্তু

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পঠনরত ১৯৮৫ সালের মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ আইনের ৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের দবখাস্ত

এবং

বিষয়বস্তু

মহেশ সাউ

পিতা লছমন সাউ

ঠিকানা দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য .... অপরপক্ষ

এবং

বিষয়বস্তু

.... থানা মামলা নং .... (৭) ৯৬ ১৯৮৫ সালের মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ আইনের ২২/২৫ ধারা সমসাময়িক জি আর মামলা নং ১৯৯৬

প্রতি

মাননীয় শ্রীযুক্ত .... প্রধান বিচারপতি এবং ঐ উচ্চ আদালতের সঙ্গী বিচারপতিদ্বয় জন উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী একজন .... এর বাসিন্দা, থানা ...., জেলা .... এবং তিনি কাষ্ঠখণ্ড, বেত এবং জ্বালানি কাষ্ঠের ব্যবসাদার।

(২) অভিশংসন মামলা এই যে ৭.৪.৯৬ তারিখের সন্ধ্যাবেলায় দরখাস্তকারীর পিতা .... এর চায়ের দোকানে এক অজানা ব্যক্তিকে গাঁজা বিক্রী করিতে দরখাস্তকারীকে দেখা গিয়াছিল এবং পুলিশ পক্ষকে দেখিয়া যাহারা পূর্বেও এই সংবাদ পাইয়া ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন, দরখাস্তকারী এবং অভিযুক্ত ক্রেতা চায়ের দোকান হইতে পলায়ন করিয়াছিল। পুলিশ দুইজন স্থানীয় ব্যক্তি যথাক্রমে .... এবং .... এর সম্মুখে ঐ চায়ের দোকান হইতে ৪০ গ্রাম করিয়া প্রতি প্যাকেট ভর্তি মোট ১৫টি প্যাকেট এ গচ্ছিত ৬০০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। পুলিশ মাদক দ্রব্য প্রতিরোধ আইনের ২২/২৫ ধাবার অন্তর্ভুক্ত অভিশংসন মামলা নং .... (৪)৯৬ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(৩) .... তাবিখে পুলিশ দরখাস্তকাবীর ভগিনী .... এর বিবাহের সময় দরখাস্তকারীর গৃহ হইতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাহার পরের দিন একটি ক্ষুদ্র লিখন সমেত এবং ৭.৪.৯৬ তারিখেব বাজেয়াপ্ত তালিকা সমেত প্রেরণ করেন। দরখাস্তকাবী শিক্ষিত বিশেষ বিচারকের সম্মুখে .... তারিখে জামিনেব জন্য প্রার্থনা করেন এবং সেই হেতু এই দরখাস্ত জামিনের জন্য দাখিল করা হইতেছে।

(৪) দরখাস্তকারী নির্দোষী এবং কোন অপরাধ করেন নাই।

(৫) ৭.৪.৯৬ তারিখে দবখাস্তকাবী বেলা ১ ঘটিকায ডবলিউ বি টি ৯০৮৯ ভাড়া ট্যাক্সীতে কবিয়া তাঁহার গৃহ হইতে ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে .... স্থানেব ডে সার্জাবী নার্সিং হোম হইতে তাঁহার পিতাকে গৃহে ফিবিয়া আনিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ঐ তাবিখে বৈকাল ৫ ঘটিকায় তাঁহার পিতাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসেন যাঁহাব ৯.৭.৯৬ তারিখে ঐ নার্সিং হোমে অস্ত্রচিকিৎসা হইয়াছিল।

ডঃ .... দ্বারা প্রমাণপত্রেব অনুলিপি ইহার সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে এবং পত্র 'ক' নামে চিহ্নিত আছে।

টাকার হিসাবের অনুলিপি এবং ৭.৪.৯৬ তারিখের নার্সিং হোমের টাকার হিসাব প্রদানের রসিদেব অনুলিপি ইহার সহিত সংলগ্ন কবা হইযাছে এবং পত্রগুলি 'খ' এবং 'গ' নামে চিহ্নিত আছে।

৭.৪.৯৬ তারিখের ট্যাক্সির মালিকেব দ্বারা রসিদের অনুলিপি ইহার সহিত সংলগ্ন হইয়া পত্র 'ঘ' নামে চিহ্নিত আছে।

(৫) বাজেয়াপ্ত তালিকার দুইজন সাধাবণ জনগণ সাক্ষীব দ্বারা শপথকৃত হলফনামা (যাহা ইহার সহিত সংলগ্নকৃত রহিয়াছে 'ঙ' এবং 'চ' নামে চিহ্নিত হইয়া)

হইতে ইহা প্রদর্শিত হয় যে পুলিশ তল্লাশী এবং বাজেয়াপ্তর ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথাকে অনুসরণ করেন নাই এবং তাঁহারা চায়ের দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতর হইতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং ঐ দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই এবং তাঁহারা পুলিশের ভয়ে অলিখিত কাগজেই সহি সম্পাদন করিয়াছেন।

(৬) প্রেরিত ক্ষুদ্র লিখনে উল্লিখিত ভগ্ন তালার বাজেয়াপ্তর বিষয়টি এবং সংলগ্ন 'ছ' চিহ্নিত প্রমাণিত প্রতিলিপির অনুরূপ প্রতিলিপি উপরি বর্ণিত সাক্ষীদের হলফকৃত হলফনামাকেই সমর্থন করেন।

(৭) দরখাস্তকারীর পিতার বিরুদ্ধের মামলাটির বিনা রেজিষ্ট্রীকরণ আসামীর নির্দোষীতাকেই বেশিভাবে প্রদর্শন করে।

(৮) ইহার সহিত সংলগ্ন দস্তাবেজগুলি ৩৭(খ) (২) ধারার দাবিগুলিকেই সম্পাদন করিয়াছে যাহা দরখাস্তকারীকে জামিনে অব্যাহতি দিবার জন্য আদালতকে সমর্থন করিবে যেহেতু দরখাস্তকারী অভিযুক্ত অপরাধে দোষী নয় বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে এবং জামিন থাকাকালীন অবস্থায় তিনি কোন অপরাধ করিবেন না বলিয়া সম্ভাবনা আছে।

এমতাবস্থায় দরখাস্তকারী অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রার্থনা করিতেছেন যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ফৌজদারী সরকারী উকিলের উপর নোটিশ জারী করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পর দরখাস্তকারী জামিনে অব্যাহতি দিবেন অথবা আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ অতিরিক্ত আদেশ অথবা আদেশগুলি ধার্য্য করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি .... পিতা .... বয়স আন্দাজ .... পেশা ব্যবসা, এবং সাকিন .... থানা .... জেলা .... এতদ্বারা পবিত্রভাবে নিম্নলিখিত রূপে ঘোষণা এবং শপথ করিতেছি যে;

(১) আমি দরখাস্তকারীর খুল্লতাত এবং সেইহেতু আমি মামলার তথ্য এবং ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত।

(২) অনুচ্ছেদের ১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং অগ্রবর্তী দরখাস্তের বক্রী অংশ মহামান্য আদালতের নিকট আমার বিনম্র আবেদন।

(আদালতে হলফকারীর সাক্ষীর সহি)

আমার কার্য্যালয়ের গঠিত

আদালতে হলফকারীর সাক্ষী আমার জানিত

শ্রী .... সহি

(আইনজীবির সহি)

শ্রী ....

(আইনজীবির মহুরীর সহি)

রেজিষ্টার্ড নং ....

আমার দ্বারা পবিত্রভাবে শপথ এই .... তারিখ এপ্রিল, ১৯৯৬।

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার বিসদৃশ জামিনের দরখাস্তের মত পূর্বজ্ঞাত জামিনের জন্য পূর্ববর্তী দরখাস্ত বাতিলের ভিত্তিতে পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্তের পুনরাবৃত্তি অনুমোদনীয় নহে। 1994 Cr LR (Cal) 218।

নং ৩১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত দায়রা বিচারকের সম্মুখে জামিন বাতিলের জন্য দরখাস্ত যাহা ধার্য্য করিয়াছিলেন প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট/মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট/বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী

পুলিশ মামলা নং তারিখ

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারার অন্তর্ভুক্ত আসামীর ক্ষেত্রে তারিখে এই আদেশের দ্বারা।

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারার অন্তর্ভুক্ত তারিখের পুলিশ মামলা নং এর কার্য্যতঃ অভিযোক্তা।

(২) মামলার ঘটনা হলো (তিনটি অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিবেন)।

(৩) এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যেই অভিযুক্ত ঘটনাটি ঘটিয়াছে।

(৪) উপরোক্ত শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট মামলার পঞ্জিকার উপাদানসমূহ বিবেচনা না করিয়া আসামীর জামিন ধার্য্য করিয়াছেন।

(৫) শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমান মামলাটির মত গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জামিন ধার্য্যের ক্ষেত্রে কোনরূপ কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

(৬) শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট/মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট/বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম শ্রেণী দ্বারা প্রদত্ত জামিন হইতে অব্যাহতি পাইয়া আসামী ব্যক্তি সাক্ষীদের যেমন (১) এবং (২) জনকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং সাক্ষীদের উৎকোচের দ্বারা প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত আসামী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী যিনি ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং এইভাবে আসামী সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

(৭) সাক্ষীরা এবং কার্যতঃ অভিযোক্তা ব্যক্তি স্বয়ং আসামীর বিরুদ্ধে সাধারণ দিনপঞ্জী দাখিল করিয়াছেন।

(৮) তদন্ত এখন অতি প্রাথমিক স্তরে রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অপরপক্ষকে এবং রাজ্যসরকারকে নোটিশ জারী করিবেন এবং মামলার দিনপঞ্জী ও নিম্ন আদালতের নথীগুলি তলব করিয়া পাঠাইবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে শিক্ষিত নিম্নআদালত কর্তৃক প্রদত্ত জামিন বাতিল করিয়া দিবেন।

স্থান ....

তারিখ ....

হলফনামা

আমি .... পিতা .... বাসিন্দা .... বয়স আন্দাজ .... বৎসর .... ধর্ম্ম .... পেশা ইহার দ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা এবং শপথ করিতেছি যে ১ হইতে ৭ অনুচ্ছেদের উক্তি আমাব জ্ঞানমতে সত্য আর বক্রী অংশ আদালতের নিকট আমাব প্রার্থনা।

....

(দরখাস্তকাবী ঘোষণাকারীর সহি)

আমার মক্কেলের .... উপদেশ অনুযায়ী আমার কার্য্যালয়ে গঠিত হইয়াছে যিনি দরখাস্তের পঠনসূচী পাঠ করিবার পরে/অথবা পাঠ করাইবার পবে এবং বাংলা/হিন্দী/অথবা তাঁহার ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার পরে তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন যে ইহা সঠিকভাবে খসড়া করা হইয়াছে এবং আমার সম্মুখে সহিকৃত হইয়াছে।

আমার দ্বারা শনাক্তকৃত

(আইনজীবি অথবা তাঁহার মুহুরীর রেজেষ্ট্রীসন নম্বর সমেত সহি)

....

(দাখিল করিবার আইনজীবির সহি)

তারিখ

....

নম্বর ৩২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ (২) এবং ৪৮২ ধারার অন্তর্ভুক্ত উচ্চ আদালতে জামিন বাতিলের দরখাস্ত যাহা দায়রা বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে।

উচ্চ আদালত .... স্থান

(ফৌজদারী বিবিধ অধিকারক্ষেত্র)

বিষয়বস্তু

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৮২ ধারা পঠনরত ৪৩৯(২) ধারার অন্তর্ভুক্ত বাতিলের এবং/অথবা শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং

.... সাল .... তারিখে .... পুলিশ মামলা নং ....
এর পরিপ্রেক্ষিতে .... তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ বি এবং ৪৯৮-এ ধারার অন্তর্ভুক্ত মামলায় প্রদত্ত জামিনের নাকচেব দরখাস্ত

এবং

বিষয়বস্তু

.... (দরখাস্তকারী)

বনাম

.... (আসামী অপরপক্ষ/পক্ষদ্বয়)

এবং

রাজ্যসরকার ....

প্রতি

মান্যবর শ্রীযুক্ত .... প্রধান বিচাবপতি এবং ঐ উচ্চ আদালতের সঙ্গী বিচারকগণ

উপরিবর্ণিত দরখাস্তকারীব বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) উক্ত মামলায় (মামলাব অপরাধেব গুরুত্বকে উচ্চ পর্য্যায়ে আনয়ন করিয়া এবং আসামী/আসামী ব্যক্তিদেব আচরণকে বর্ণিত করিয়া মামলাব ঘটনা... ব্যক্ত করিতে হইবে)।

(২) উক্ত মামলায (ঘটনা'ব পরে আসামী ব্যক্তিব আচরণ ব্যক্ত করিতে হইবে)।

(৩) ঘটনার বহু পবে ... . তারিখে আসামী ব্যক্তি/আসামী ব্যক্তিবা শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে নিজেদেব সমর্পণ করেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদের পূর্বজ্ঞাত . জামিনের প্রার্থনা শিক্ষিত দাযরা বিচাবকের দ্বারা ফৌজদাবী বিবিধ মামলা নং .... তে এবং আপনাব মহানুভব ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তে বাতিল হইয়া যাইবার পবেও এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যে তাঁহারা মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালতে উচ্চ আদালতের নির্দেশের তারিখ হইতে পাঁচদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবেন।

(৪) শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ... . . তাবিখে পুলিশের সংগৃহীত উপাদানগুলি এবং মামলার গুরুত্ব এবং আসামী ব্যক্তিব আচরণ বিবেচনা করিবাব পর জামিনের প্রার্থনা বাতিল করিয়া দেন।

(৫) ঐ .... তারিখে আসামী/আসামী ব্যক্তিরা জামিনের জন্য ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং তে শিক্ষিত দায়রা বিচারকেব সম্মুখে আর্জি জানান।

(৬) শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... তারিখে মামলার যোগ্যতা এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা না করিয়া স্বতন্ত্র কারণগুলির ভিত্তিতে আসামী/আসামী ব্যক্তিদের জামিন মঞ্জুর করেন।

(৭) উপরোক্ত ফৌজদারী বিবিধ মামলার .... তারিখের আদেশের কাগজ হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শিক্ষিত দায়রা বিচারক ইহাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং আসামী/আসামী ব্যক্তিদের জামিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার কারণ আছে বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ও ইহার সহিত মহকুমার শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য রাখিয়াছেন এই মর্মে যে যেহেতু দায়রা বিচারক .... এবং মহামান্য উচ্চ-আদালত গুণগত মানের ভিত্তিতে পূর্বজ্ঞাত জামিনের প্রার্থনা বাতিল করিয়াছিলেন, শিক্ষিত দায়রা বিচারক স্বাভাবিক বিচার সম্বন্ধীয় ধাবণা অপেক্ষা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ এবং ৪৩৯ ধারার পবিধি সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

(৮) আসামী ব্যক্তি/ব্যক্তিবা একক/বহুজন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি/ব্যক্তিজন হইতেছেন এবং তাঁহার তাঁহাদের গ্রেপ্তার পরিহার করিবাব চেষ্টার জন্য তদন্তর অগ্রগতি নিষ্ফল হইয়াছে।

(৯) শিক্ষিত দায়রা বিচারক আসামী/আসামী ব্যক্তিদের মুক্তি দিবার ক্ষেত্রে বিপথগামী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন যেহেতু ঐ সময়েই পুলিশকে পারিপার্শ্বিকতার ক্ষেত্রে তদন্ত করিবার জন্য সময় দেওয়া উচিত ছিল যে সময়ে ভাগ্যহীন অসহায় নববধূ আসামী ব্যক্তির গৃহে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(১০) তদন্তের এই কঠিন সময়কালীনে আসামী ব্যক্তি/আসামী ব্যক্তিদের জামিনে মুক্ত হইবার অনুমতি থাকিলে সাক্ষীদেব হস্তক্ষেপ করিবার প্রতিটি সুযোগ থাকিবে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তারিখে শিক্ষিত দায়রা বিচারক প্রদত্ত জামিনের আদেশ বাতিল করিবেন এবং/অথবা এমন আদেশ/আদেশগুলি ধার্য্য করিবেন যাহা আপনার মহানুভব যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিবপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

হলফনামা

....

....

নং ৩৩ — পণজনিত মৃত্যুব ক্ষেত্রে দাযবা বিচাবক প্রদত্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনেব বাতিলেব জন্য উচ্চ আদালতে দবখাস্ত

উচ্চ আদালত

(ফৌজদাবী বিবিধ অধিকাবক্ষেত্র)

ফৌজদাবী বিবিধ মামলা নং সাল

বিষযবস্তু ঃ

তাবিখেব ফৌজদাবী বিবিধ মামলা নং এতে শিক্ষিত দাযবা বিচাবক/শিক্ষিত প্রধান নগব দাযবা বিচাবক প্রদত্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনেব বাতিলেব জন্য দবখাস্ত

এবং

বিষযবস্তু ঃ

পুলিশ মামলা নং ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ৩০৪ বি/৪৯৮এ/৪০৬ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত মামলা

এবং

বিষযবস্তু ঃ

দবখাস্তকাবী

বনাম

১

২

৩

৪

অপব পক্ষগণ

এবং

বাজ্য সবকাব

প্রতি

মাননীয শ্রীযুক্ত প্রধান বিচাবপতি এবং ঐ মহামান্য আদালতেব সঙ্গী বিচাবকগণ

উপবোক্ত দবখাস্তকাবীব বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ (মৃতেব মৃত্যু ঘটিবাব পাবিপার্শ্বিকতা বিবাহেব তাবিখ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদেব দ্বাবা পণেব জন্য নির্যাতনেব আতিশয্য উচ্চ পর্যাযে ব্যক্ত কবিতে হইবে)

(২) দরখাস্তকারী মৃতের .... মাতা/পিতা/ভ্রাতা/ভগিনী হইতেছেন এবং তিনি পুলিশকে ইহা জানাইয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা সংবাদের ভিত্তিতে উপরোক্ত পুলিশ মামলা উপরোক্ত আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজু হইয়াছে।

(৩) আসামী ব্যক্তিরা সমাজ এবং প্রশাসনক্ষেত্রে উচ্চ পদস্থ পদের সহিত জড়িত হইয়া খুবই প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তি হইতেছেন।

(৪) উপরিবর্ণিত ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... এতে / তারিখে শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক আসামী ব্যক্তিদের পূর্বজ্ঞাত জামিন সন্তুষ্ট চিত্তে ধার্য্য করিয়াছেন।

(৫) শ্বশুরগৃহে পুত্রবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক বিষয়টিব বিস্তৃতি এবং গুরুত্বকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার অধিকারক্ষেত্রের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসামী ব্যক্তিদের পূর্বজ্ঞাত জামিনের দ্বারা মুক্ত করিয়াছেন; দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক এর যথার্থ কার্য্য হইত যদি তিনি যথাযথ ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসামীকে আত্মসমর্পন করিবার নির্দেশ দিতেন এবং ইহার দ্বারা যথাযথ ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রাপ্ত হইতেন যে আসামী ব্যক্তিদের পুলিশ গ্রেপ্তার করিলে গ্রেপ্তারের সময় তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত উপাদানের ভিত্তিতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত নিয়মিত জামিনের দরখাস্ত লইয়া কার্য্য করিতেন এবং ইহা দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারকের পক্ষে পূর্বজ্ঞাত জামিন ধার্য্য করা বিজ্ঞের কাজও নহে এবং উপযুক্ত নহে এবং সেই কারণে .... তারিখের তাঁহার আদেশ প্রকৃতিগত এবং সময়কালীন ভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারা মতে তাঁহার অধিকারক্ষেত্রের কার্য্যকলাপে পূর্বজ্ঞাত জামিন দিতে বাধ্য ছিলেন না যেহেতু এই ধরণের ঘটনায় যদিও আসামী ব্যক্তিরা আকষ্মিক দুর্ঘটনাজনিত বলিয়া মৃত্যুর ওজর দেখাইয়াছেন কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা এবং চিকিৎসা প্রতিবেদন এবং মরনানন্তব প্রতিবেদন ঐ ওজর বিনষ্ট করিয়াছে এবং সেইরূপ ওজর বিচারের সময়ই কেবলমাত্র বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(৬) শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক স্বতন্ত্র বিষয়গুলি লইয়াই বিবেচনা করিয়াছেন এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বস্তুগুলি শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারকের .... তারিখের আদেশে নীরব রহিয়াছে এবং সেইহেতু বিচারের অকৃতকার্য্যতাকে পরিহারের জন্য আপনার মহানুভবের হস্তক্ষেপ উচ্চার্গে কাম্য বিশেষতঃ আসামী ব্যক্তিরা যখন এই মামলায় পূর্বজ্ঞাত জামিনের কারণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

(৭) শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক অনুভব করিতে অপারগ হইয়াছেন এই মর্মে যে জীবনে মর্য্যাদা, স্বচ্ছলতা অথবা অন্যত্র কিছু খুব কমই

প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বস্তু হয় যেক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞাত জামিন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করার পরীক্ষা যখন পূর্বজ্ঞাত জামিন কিছু অংশে অপরাধের তদন্তভুক্ত কার্য্য হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক তাঁহার স্বতন্ত্র প্রকৃতির ক্ষমতার কার্য্যকালে সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক প্রদত্ত আসামী ব্যক্তিদের উপর পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিবেন এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি ধার্য্য করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনারত।

হলফনামা

১ .... ইত্যাদি

টিপ্পনী ঃ পাঠ করুন 1985 SCC (Cri) 297 : (1985) 2 SCC 597

নং ৩৪ — আগ্নেয়াস্ত্রর দ্বারা হত্যার মামলায় উচ্চ আদালত প্রদত্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের বাতিলের জন্য সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন

সুপ্রীম কোর্ট, নিউ দিল্লী

ফৌজদারী উত্তর বিচার নং ... . স্থান

বিষয়বস্তু ঃ

....

....

নাম, পিতৃ পরিচয় এবং ঠিকানাসহ

থানা, জেলা এবং রাজ্য সমেত

উত্তর বিচার প্রার্থী

বনাম

১ ....

২ .. ..

৩ ....

৪ ....

৫ ....

৬ ....

(আসামী ব্যক্তির নামগুলি, পিতৃ পরিচয়, ঠিকানাগুলি, পোষ্ট অফিস, থানা, জেলা এবং রাজ্য ব্যক্ত করিবেন)

উত্তরবাদীগণ

এবং

রাজ্য ....

এবং

বিষয়বস্তু ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের উত্তরবিচার পূর্বজ্ঞাত জামিনের বাতিলের জন্য যাহা মহামান্য উচ্চ আদালত .... স্থানের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অর্ন্তভুক্ত ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... মহামান্য বিচারপতি কর্তৃক তাঁহার . ... তারিখে আদেশ দিয়াছেন যাহা পুলিশ মামলা নং .... এর পরিপ্রেক্ষিতে হইয়াছে এবং যাহা জি আর মামলা নং .... এর অনুরূপ প্রতি

মহামান্য শ্রীযুক্ত .... প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য সঙ্গী বিচারকগণ উপরিবর্ণিত উত্তর বিচার প্রার্থীর বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক।

(১) উত্তর বিচারপ্রার্থী এই মহামান্য আদালত হইতে উত্তরবিচারের জন্য বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন .... স্থানের মহামান্য উচ্চ আদালতের ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... সালে .... তারিখের আদশের উত্তরবিচারের বিশেষ অনুমতির প্রমাণ পত্রের দ্বারায় যাহা .... তারিখে উক্ত মহামান্য আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছে।

(২) একটি অতিশয় প্রাসঙ্গিক আইনের প্রশ্ন উদ্ভূত হইয়াছে এই মর্মে যে আসামী ব্যক্তি হত্যার মত গুরুতর অপরাধ আগ্নেয়াস্ত্রর সাহায্যে করিলে অথবা দুষ্কৃতিপূর্ণ কার্য্যের দ্বারা করিলে আসামী ব্যক্তিকে পূর্বজ্ঞাত জামিন দেওয়া উচ্চ আদালত কর্তৃক যুক্তিযুক্ত কিনা।

(৩) ঐ (মামলার ঘটনা এবং ঐ ঘটনায় প্রত্যেকটি আসামী ব্যক্তির ভূমিকা ব্যক্ত করিতে হইবে)

(৪) উত্তর বিচার প্রার্থী কর্তৃক প্রথম সমাচার প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে পুলিশ উত্তরবাদীগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৯/৩০৭/৩২৬/৩৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত পুলিশ মামলা নং .... রেজেষ্ট্রী করিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনার পরেই আসামীরা পলাতক হইয়াছিলেন এবং সেইহেতু তাঁহারা গ্রেপ্তারকেই পরিহার করিয়াছিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত .... হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

(৫) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আহত ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হইয়া পুলিশ সকল আসামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২/৩৪ ধারা যোগ করেন এবং ১নং উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা শর্তহীনভাবে প্রয়োগ করেন।

(৬) ঐ তারিখে .... যেমন ঘটনার দুই মাস পবে আসামী ব্যক্তিরা দায়রা বিচাবক .... এর সম্মুখে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের জন্য আবেদন করেন এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... তারিখের তাঁহার আদেশের দ্বারা প্রত্যেকটি আসামী ব্যক্তিদের অর্থাৎ উত্তরবাদীগণদের পক্ষে পূর্বজ্ঞাত জামিন ধার্য করেন। উত্তরবিচারপ্রার্থী মহামান্য উচ্চ আদালতে পূর্বজ্ঞাত জামিনের আদেশ বাতিল করিবার জন্য প্রার্থনা কবেন। কিন্তু মহামান্য উচ্চ আদালত .... তারিখের তাঁহার আদেশের দ্বারা উত্তর বিচার প্রার্থীব প্রার্থনায় কর্নপাত করেন না মূলতঃ এই কারণের ভিত্তিতে যে পুলিশেব মামলায় উত্তরবিচার প্রার্থীর পূর্বজ্ঞাত জামিনের বাতিলের জন্য আবেদন কবিবার স্থিত্যধিকার নাই; পুলিশের মামলায় এই ধরনের দরখাস্তেব ক্ষমতা একমাত্র বাজ্য সবকারের হস্তেই সঞ্চিত বহিয়াছে।

(৭) মহামান্য উচ্চ আদালত পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদানকালে তাঁহার বিবেচনাধীন ক্ষমতা পরিচালনা করিবার সময়ে কারণগুলি সম্বন্ধে অথবা সিদ্ধান্তের পক্ষে নিকট সম্বন্ধীয় প্রাসঙ্গিক অথবা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনাব কারণ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন;

(৮) যদি মহামান্য উচ্চ আদালতেব আদেশ রক্ষিত হইবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হয় তবে বিচারের প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগনের বিশ্বাস ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

(৯) মহামান্য উচ্চ আদালত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারাব অন্তর্ভুক্ত বিধানে পূর্বজ্ঞাত জামিন দিবার প্রাক্কালে প্রতিরক্ষার ওজব গ্রহণ করিযাছেন এই মর্মে যে ১নং উত্তরবাদীর খুবই সম্প্রতি হার্টে অস্ত্রপচার হইয়াছে এবং তাঁহার সর্বদা চিকিৎসার দৃষ্টি প্রয়োজন সেইহেতু পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহার প্রয়োজনবোধে জেলকর্তৃপক্ষ উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

(১০) মহামান্য উচ্চ আদালত উত্তরবাদীদের পক্ষে সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপের অভিযোগ বিবেচনা করেন নাই এবং নথির কাগজপত্র হইতে প্রাথমিকভাবে ইহা প্রদর্শিত হয় যে প্রকাশ্য দিবালোকে জনবসতিপূর্ণ স্থানে শীতল রক্তাক্তে হত্যা করিয়া ভীতির সঞ্চার এবং দুষ্কৃতিপূর্ণ ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে .... তারিখের মহামান্য উচ্চ আদালতের আদেশ খারিজ করিবেন এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপই অপর আদেশ/আদেশগুলি ধার্য্য করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

[হলফনামা]

আমি .... ইত্যাদি

টিপ্পনী : পাঠ করুন AIR 1992 SC 1618; 1992 Cri LJ 2230; AIR 1985 SC 969; 1985 Cri LJ 1175; AIR 1987 SC 1613; AIR 1990 SC 625.

নং ৩৫ — উচ্চ আদালতের সম্মুখে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ (২) এবং ৪৮২ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিচারের সময়ে পূর্বজ্ঞাত জামিন রহিতের জন্য দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ... .

(ফৌজদারী বিবিধ অধিকারক্ষেত্র)

বিষয়বস্তু :

৩০২/৩৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত দায়রা বিচার নং .... সাল এর ক্ষেত্রে আসামী ব্যক্তিদের জামিন দিবার জন্য অতিরিক্ত দায়রা বিচারক . ... এর .... তারিখের আদেশ .... সালের বাতিলের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯(২) এবং ৪৮২ ধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত

এবং

বিষয়বস্তু :

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা, থানা, জেলা)

বনাম

দরখাস্তকারী

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

অপরপক্ষগণ

এবং

রাজ্য .... স্থানের

প্রতি

মহামান্য শ্রীযুক্ত .... উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এবং ঐ মহামান্য আদালতের মহামান্য সঙ্গী বিচারকগণ উপরিবর্ণিত দরখাস্তকারীদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দবখাস্তকাবী পুলিশ মামলা নং সালের কার্য্যতঃ অভিযোক্তা যে মামলা হইতে উপরোক্ত দাযবা মামলা উদ্ভূত হইযাছে এবং তিনি মৃত ব্যক্তি স্বর্গীয এব পুত্র।

(২) ঐ (অভিশংসন মামলাব সারাংশ দিবেন)

(৩) আসামী ব্যক্তিবা বিলম্ব প্রথা অবলম্বনের দ্বারা বিচারের বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা কবিতেছেন।

(৪) আসামী অপবপক্ষগণ উক্ত দাযবা বিচাবে অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সম্মুখে জনবসতিপূর্ণ বাজাবে স্থানে তিন ব্যক্তির হত্যার অভিযোগের সম্মুখীন হইযাছেন এবং অপবপক্ষগণ প্রথম সমাচাব প্রাতবেদনকারী ... পুলিশ আসামীকে উপলব্ধি কবিতে পাবেন নাই। অন্য বাস্তাব থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিকেব দ্বাবা মহকুমাব শিক্ষিত বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বাবা গ্রেপ্তাবী পবোযানাব বলে তাঁহাবা গ্রেপ্তাব হইযাছিলেন। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৮৩ ধাবাব বিধানে উদ্‌ঘোষণা এবং ক্রোকেব জাবীব দ্বাবা আসামী ব্যক্তিদিগকে আইনতঃ আত্মসমর্পণ কবিতে পাবা যায নাই।

(৫) চাবজন অপবপক্ষ দাযবা বিচাবকেব নিকট ক্ষণে ক্ষণে জামিনেব দবখাস্তগুলি যেমন ফৌজদাবী বিবিধ মামলা নং যথাক্রমে দাখিল কবিযাছিলেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐ শিক্ষিত দাযবা বিচাবকেব দ্বাবা জামিনেব দবখাস্তগুলি বাতিল হইযাছে। চাবজন অপবপক্ষেব প্রত্যেকেই পববর্তীকালে চাবটি স্বতন্ত্র জামিনেব দবখাস্ত দাখিল কবিযাছিলেন। তাঁহাবা একই তাবিখে ঐ দবখাস্ত দাখিল কবেন নাই এবং তাহাদেব জামিনেব দবখাস্তগুলি বাতিল হইযাছিল

(৬) ঐ তাবিখে আপনাব মহামান্য সন্তুষ্টচিত্তে টিকিট প্রদান কবিযাছিলেন কিন্তু আসামী ব্যক্তিবা নানা অছিলায স্থগিতাদেশ লইযাছেন।

(৭) তাঁহাবা অকৃতকার্য্যভাবে উচ্চআদালতেব ফৌজদাবী সংশোধন মামলা নং সালেব ফৌজদাবী আদালতেব অধিকাব ক্ষেত্র লইযা আপত্তি তুলিযাছিলেন।

(৮) জামিন হইতে অব্যাহতি পাইযা আসামী ব্যক্তিবা সাক্ষীদেব ভীতিপ্রদর্শন কবিতেছেন এবং কিছু সাক্ষী পুলিশেব নিকট বক্ষাব জন্য আবেদন কবিযাছেন।

(৯) যদিও আসামীদেব দ্বাবা দাযবকৃত ফৌজদাবী সংশোধন মামলায উচ্চ আদালত তাবিখেব আদেশ দ্বাবা বিচায আদালতকে আদেশেব তাবিখ হইতে ছযমাসেব মধ্যে বিচাব সম্পাদন কবিবাব নির্দেশ দিযাছেন তথাপি আসামীদেব আচবণ হইতে ইহা পবিদৃষ্ট হয যে বিচাব শুব করা সম্পাদন কবা যাইবে না।

(১০) আসামী ব্যক্তিবা জামিনেব সুবিধাগুলি অপব্যবহাব কবিতেছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া বিচার্য্য আদালতকে আসামীর জামিন বাতিল করিবার জন্য এবং বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার নির্দেশ দিবেন এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি ধার্য্য করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রী .... ইত্যাদি

টিপ্পনী ঃ পাঠ করুন 1987 SCC (Cri) 415; AIR 1987 SC 1613.

নং ৩৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিন পাইবার পরে সমর্পণ এর দ্বারায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভূক্ত জামিনের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

জি আর মামলা নং ....

অনুরূপ .... পুলিশ মামলা নং তারিখ ....

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ধারার অন্তর্ভুক্ত রাজ্য বনাম .... (আসামীর নাম)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত আসামী শ্রী .... বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) দরখাস্তকারী শিক্ষিত দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চ আদালত এর দ্বারায় .... তারিখে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তে পূর্বজ্ঞাত জামিন পাইয়াছিলেন যাহার প্রমাণিত প্রতিলিপি ইহার সহিত দাখিল করা হইয়াছে এবং আপনার মহানুভবের নিকট দরখাস্তকারী নিজেকে সমর্পণ করিয়া আদালতের হেফাজত প্রার্থনা করিয়াছেন।

(২) পুলিশ তাঁহাদের তদন্ত এখনও পর্য্যন্ত সম্পাদন করেন নাই। অথবা শিক্ষিত দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চআদালত কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বজ্ঞাত জামিন তাঁহার উপর দেওয়ার পরেও পুলিশ ইহাতে কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই।

(৩) দরখাস্তকারীকে .... স্থানে ব্যবসার কর্মে যাইতে হইয়াছিল এবং তিনমাসের পূর্বে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং যদি পুলিশ এই সময়ের মধ্যে অভিযোগের কাগজ দাখিল করিতেন তাহা হইলে দরখাস্তকারী

বিপদে পড়িতেন এবং সেই হেতু দরখাস্তকারী সমর্পণ করিয়া আদালতের নির্দেশ প্রার্থনা করেন।

(৪) আপনার দরখাস্তকারী একজন নির্দোষী ব্যক্তি এবং একটি মিথ্যা মামলায় তাঁহাকে জড়িত করা হইয়াছে যাহা শিক্ষিত দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চ আদালতের পর্য্যবেক্ষণ হইতে পরিদৃষ্ট হইবে।

(৫) দরখাস্তকারীর চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং দরখাস্তকারী কোনরূপেই তদন্তে হস্তক্ষেপ করেন নাই। পুলিশও ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তে দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চ আদালতে দরখাস্তকারীর উপব প্রদত্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনকে বাতিল করিবার জন্য অগ্রবর্তী হন নাই এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চ আদলত দস্তাবেজগুলি বিবেচনা করিয়া এবং মামলা পঞ্জিকা পঠনবত হইয়া এবং রাজ্য সরকারকে শুনানীর পর ঐ আদেশ দিয়াছেন।

(৬) দরখাস্তকাবীর নিজস্বগৃহ এবং ভূসম্পত্তি .... স্থানে এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে থাকায় তাঁহার পলাতক হইবার কোন সুযোগ নাই অথবা সাক্ষ্যেও হস্তক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা নাই যেহেতু কার্য্যতঃ অভিযোক্তা যে সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছেন তাহা প্রধানতঃ দস্তাবেজ সাক্ষ্য এবং দরখাস্তকারী অঙ্গীকার করিতেছেন যে তাঁহার জামিনের প্রার্থনার বিবেচনার জন্য যে কোন আরোপিত শর্ত তিনি স্বীকৃত হইবেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে দরখাস্তকাবীকে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী, কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনা রত।

স্থান ....

তারিখ ....

টিপ্পনী : (১) যদিও দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারায় বিধানে আসামী পূর্বজ্ঞাত জামিন পাইয়াছেন তথাপি তিনি জামিনের দ্বাবা অব্যাহতি পাইবার জন্য অধিকারের বশবর্তী হইয়া দাবী করিতে পারেন না এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে জামিনে অব্যাহতি দিতে বাধ্য নন যদি আসামী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ক্ষতিকারকের মধ্যে ৪৩৭ (১) ধারার অন্তর্ভুক্ত ও (ক) অথবা (খ) এর প্রকরণের অধীনস্থ হয়। (1994)2 Cal LT 345 (Cal)।

(২) প্রত্যেক ছুটির দিনের সমর্পণের দরখাস্ত অথবা উপকার পাইবার প্রার্থনার জন্য কোন ছুটির দিনের দরখাস্ত করিতে হইলে তাহার সহিত প্রাসঙ্গিক দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য আদালতের অনুমতি লইবার একটি দরখাস্ত দিতে হইবে।

নং ৩৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ (৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত এর বিধানে সমর্পণের দ্বারা জামিনের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত .... জি আর মামলা নং ..... পুলিশ মামলা নং .... তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮১ ধারার অন্তর্ভুক্ত অথবা ৪৫৭/৪১১ ধারার অন্তর্ভুক্ত

(রাজ্য বনাম .... এবং একজন)

আসামী ব্যক্তি শ্রী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তে .... তারিখে শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চ আদালতের দ্বারা পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী উক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রাপ্ত হইবার পরে পুলিশের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং . ... ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করিবার পরে .... তারিখের পূর্বজ্ঞাত জামিনের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জামিন প্রদান করিয়া অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং .... তারিখে, অর্থাৎ অদ্য আদালতের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(২) পুলিশের দ্বারা প্রদত্ত জামিনের সুবিধার অপব্যবহার দরখাস্তকারী করেন নাই এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তে পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদান কালে শিক্ষিত দায়রা বিচারক/প্রধান নগর দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চ আদালত দ্বারা আরোপিত শর্তের একটিও দরখাস্তকারী লঙ্ঘন করেন নাই।

(৩) ৪৫৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের যে শাস্তির পাঁচ বছর পর্য্যন্ত উর্ধসীমা তাহা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ক্ষতিকারক ৪৩৭ (১) (ক) অথবা (খ) এর প্রকরণ অধীনস্থ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারী একটি মিথ্যা মামলায় জড়িত হইয়াছেন এবং তাঁহার পলাতক হইবার অথবা সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন সুযোগ নাই। এতদ্ব্যতীত দরখাস্তকারী তদন্তের ক্ষেত্রে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তারিখ ....

নং ৩৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ (৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনযোগ্য অধিপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সমর্পণের পর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত

প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত .. .. স্থান মামলা নং .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত

রাজ্য বনাম .... আসামীর নাম

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) .... থানার ভার প্রাপ্ত আধিকারিক .... তারিখে আপনার মহানুভবের দ্বারা প্রদত্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনযোগ্য অধিপত্র পুলিশের দ্বারা দাখিলকৃত অভিযোগ কাগজ বিচারার্থ গ্রহণ করিবার পরে প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাঁহাকে জামিন প্রদান করিয়াছেন এবং .... তারিখে অর্থাৎ অদ্য দরখাস্তকারীকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন; সেইহেতু দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবেব সম্মুখে নির্দেশ লইবার জন্য সমর্পণ করিয়াছেন।

(২) আপনার দরখাস্তকারী একজন নির্দোষী ব্যক্তি এবং তাঁহাকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হইয়াছে।

(৩) .... তারিখে দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করা হইলে তিনি ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষিত দাযবা বিচারক মহামান্য উচ্চ আদালত কর্তৃক পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদানেব পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের জামিনে ছিলেন এবং সেই কারণে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে দরখাস্তকারী তদন্তের ক্ষেত্রে কোনরূপভাবে হস্তক্ষেপ করেন নাই অথবা শিক্ষিত দায়রা বিচারক/মহামান্য উচ্চ আদালত দ্বারা প্রদত্ত তাঁহার উপর সর্তের কোন লঙ্ঘন কবেন নাই।

(৪) যেহেতু অভিযোগ কাগজ দাখিল হইয়াছে এবং বিচারার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইহেতু আসামী দরখাস্তকারীকে জেল হাজতে আটক রাখিবার আর কোন কারণ নাই।

(৫) ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত অভিযোগ কাগজের দাখিলের উপর বিচারার্থ গ্রহণ কবা হইয়াছে, বলিয়া ইহা একমাত্র দায়রা বিচারযোগ্য মামলা, মামলা দায়রা আদালতেই করিতে হইবে এবং মামলা সংঘটনের পদ্ধতিতে কিছু সময় লাগিবে এবং সেইহেতু ইহা দবখাস্তকারীর পক্ষে কঠোর এবং কষ্টকর

হইবে যদি তাঁহাকে উচ্চ বিচারালয়ের প্রদত্ত তাঁহার পক্ষে পূর্বজ্ঞাত জামিন দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে জেল হাজতে থাকিতে হয়।

দরখাস্তকারীর চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে এবং সেইহেতু তাঁহার পলায়নের কোন সুযোগ নাই।

(৬) সম্প্রতি দরখাস্তকারীর একটি বাইপাস অস্ত্রোপচার হইয়াছে এবং চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে তিনি একটি হার্টের রোগী।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ (১) ধারার অন্তর্ভুক্ত (ক) প্রকরণের প্রথম অনুবিধি বিধান অনুযায়ী জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যবত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনা রত।

টিপ্পনী : অ-জামিনযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায পূর্বজ্ঞাত জামিন ধার্য্য হইয়াছে কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে দোষীর বিচারের জন্য নিয়মিত আদালতকে অগ্রাহ্য করা হইবে এবং সেই কারণেই উচ্চ আদালত জামিন চলিতে দেওয়ার জন্য তারিখ স্থিরিকৃত করিয়াছেন এবং ঐ তাবিখের শেষে আসামীকে জামিনের জন্য নিয়মিত আদালতে বলিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাই সঠিক পদ্ধতির অনুসরণ। সীমিত সময়ের জন্য কেবলমাত্র পূর্বজ্ঞাত জামিনগুলির আদেশ হওয়া উচিত এবং সাধাবণতঃ বর্ধিত সময় সীমা উত্তীর্ণ হইলে, পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদানকারী আদালত এর উচিত নিয়মিত আদালতে ইহা প্রেরণ করা যাহাতে ঐ আদালত তদন্তের অগ্রগতির পবে অথবা অভিযোগের কাগজ দাখিলের পর তাহার সম্মুখে উপস্থিত সাক্ষ্যের যথার্থতা নিরুপণ করিয়া বিচার করে। এই আদালতই তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত উপাদানগুলি দেখিয়া বিবেচনা করিবেন যে আসামী জামিন পাইবার যোগ্য কিনা। *সালালুদ্দিন* বনাম *রাজ্য* (1996)। SCC 667।

নং ৩৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পূর্বজ্ঞাত জামিনের শৈথিল্যের শর্তগুলির দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত ....

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

বিষয়বস্তু :

.... দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য অপরপক্ষ

এবং

বিষয়বস্তু

.... তারিখে নিষ্পত্তীকৃত ৪৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... এতে দরখাস্তকারীর উপর আরোপিত শৈথিল্যের শর্তগুলির দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... এতে আসামীর উপর পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদানকালে আপনার মহানুভব শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... সম্মুখে দরখাস্তকারীকে .... তারিখের আদেশের দিন হইতে পনেরো দিনের মধ্যে ·উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(২) দরখাস্তকারী তাঁহার কঠিন স্বচ্ছ নেত্রাবরক ত্বকের পৃথকীকরণের জন্য ভুগিতে ছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহাকে মাদ্রাজের শঙ্কর নেত্রালয়ে তাঁহাব কঠিন স্বচ্ছ নেত্রাবরণ ত্বকের প্রতিরোপণের জন্য যাইতে হইয়াছে এবং .. .. তারিখে অস্ত্রোপচারের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং দরখাস্তকারীকে অন্ততঃ দুই মাস চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবে অস্ত্রোপচারের পর। সেইহেতু দরখাস্তকারী ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... এতে আপনার মহানুভবেব উপরোক্ত নির্দেশ পালন করিতে অসুবিধা বোধ করিতেছেন যেহেতু অস্ত্রোপচারে পুনরায় বিলম্ব ঘটিলে তাহা চিরকালের মত দরখাস্তকারীর চক্ষুর দৃষ্টিহানি ঘটাইবার কারণ হইবে এবং অস্ত্রোপচার স্থগিত হইলে তাহা প্রচুর অর্থক্ষয় ঘটাইবে যাহা সে তাহার জীবনেব সঞ্চয় হইতে উপরোক্ত চিকিৎসা সংস্থাতে গচ্ছিত বাখিয়াছেন।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সীমিত পূর্বজ্ঞাত জামিনের সময়কাল .... পর্য্যন্ত বর্ধিত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ৪০ — পূর্বজ্ঞাত জামিনের সীমিত সময়কালীনের পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত নিয়মিত আদালতে সমর্পণের দ্বারা জামিনের দরখাস্ত

.... স্থানের প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পুলিশ মামলা নং তারিখ .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত

(রাজ্য বনাম .... আসামীর নাম)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত

(১) আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারী মহামান্য উচ্চ আদালত কর্তৃক ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... সীমিত সময়কালীন পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যাহাতে দরখাস্তকারী মহামান্য উচ্চ আদালতের মহামান্য বিচারপতির দ্বারা নির্দেশিত হইযাছিলেন আদেশের তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী সমর্পণ করিবেন এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবের সম্মুখে সমর্পণ করিতেছেন এবং জামিনের জন্য প্রার্থনা করেন।

(২) দরখাস্তকারী ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এবং তিনি পুলিশ মামলা নং .... একই ঘটনা হইতে উদ্ভূত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৮/৩২৬/৩০৭ এর অন্তর্ভুক্ত বিপরীত মামলাটির অভিযোক্তা এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৫৬(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত কার্যাতঃ অভিযোক্তাব . .. . এর নালিশের বর্তমান মামলার বেজিষ্ট্রেশন এর বহু পূর্বে এই মামলাটি বেজেষ্ট্রীকৃত হইযাছে এবং দরখাস্তকারী মস্তকে ক্ষত অবস্থায ২৬ দিনের বেশী হাসপাতালে ছিলেন। •

(৩) শিক্ষিত দায়রা বিচারক যখন সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... টিতে . . . . তারিখে পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদান করিয়াছিলেন, ঠিক সেই দিনেই শিক্ষিত দায়রা বিচারক ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .. .. টিতে অপর পক্ষের পূর্বজ্ঞাত জামিনের দরখাস্ত বাতিল করিয়াছিলেন যখন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে দবখাস্তকাবীকে সীমিতকালীন পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদান করিযাছিলেন।

(৪) দবখাস্তকারী খুবই অসুস্থ ব্যক্তি এবং তিনি এখনও মস্তকে ক্ষতের জন্য চিকিৎসাধীনে বহিযাছেন।

(৫) দবখাস্তকাবীব এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রেব মধ্যেই নিজস্ব গৃহ এবং ভূসম্পত্তি বহিযাছে এবং সেই কাবণে তাঁহাব পলাতক হইবার সুযোগ নাই।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার উপব ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দযাপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকাবী কর্তব্যবত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪১ — পূর্বজ্ঞাত জামিনে আসামী সমর্পণ করিলে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের প্রার্থনা অস্বীকৃত হইলে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত ....

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

বিষয়বস্তু ঃ

আসামীব নাম

আসামীব দবখাস্ত

বনাম

রাজ্যসবকাব অপবপক্ষ

এবং

বিষযবস্তু ঃ

ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ধাবাগুলিব অন্তর্ভুক্ত তাবিখেব পুলিশ মামলায দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৩৯ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত জামিনেব দবখাস্ত উপবোক্ত আসামী দবখাস্তকাবীব বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক ,

(১) ঐ (অভিশংসন মামলাব সাবাংশ দিবেন।

(২) ঐ (ঘটনায বিবাদীব উক্তি বর্ণনা কবিবেন)

(৩) ঐ তাবিখে ফৌজদাবী বিবিধ মামলা নং টিতে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে নির্দোষী দবখাস্তকাবীকে পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদান কবিযাছিলেন যাহাতে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্ট হইয়া আসামী দবখাস্তকাবীকে পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদানেব ১৫ দিনেব মধ্যে মহকুমা শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব নিযামত আদালতে নিজেকে সমর্পণ কবিবাব নির্দেশ দিযাছিলেন।

(৪) ঐ তাবিখে ফৌজদাবী বিবিধ মামলা নং ে আপনাব মহানুভবেব তাবিখেব উক্ত আদেশ সম্পাদন কবতঃ দবখাস্তকাবী ঐ মহকুমা শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব সম্মুখে উপস্থিত হইযাছিলেন, কিন্তু ঐ মহকুমা শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট আসামী দবখাস্তকাবীকে সন্তুষ্টচিত্তে জেল হাজতে বাখিতে বলিযা জামিনেব প্রার্থনা বাতিল কবিযাছিলেন এবং তিনি এব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিকেব নিকট হইতে মামলা পঞ্জিকা তলব কবিযা তাবিখ নির্দিষ্ট কবিযাছিলেন ঐ মামলা পঞ্জিকা দাখিলেব জন্য।

(৫) নির্দিষ্ট দিনে দবখাস্তকাবী জামিনেব জন্য সর্জাব দবখাস্ত দাখিল কবিযাছিলেন কিন্তু পুলিশেব দ্বাবা অভিযোগ কাগজ দাখিল না হওয়ায এবং পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদানেব সময হইতে তদন্তেব কোন অগ্রগতি হয় নাই বলিযা মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট জামিনেব দবখাস্তে সন্তুষ্টচিত্তে দুঃখ প্রকাশ কবিযাছিলেন।

(৬) দবখাস্তকারী তদন্তের ক্ষেত্রে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

(৭) দরখাস্তকারী চিরস্থায়ী বাসস্থান এবং .... স্থানে চিরস্থায়ী কর্মস্থল রহিয়াছে এবং সেই কারণে তাঁহার পলাতক হইবার সুযোগ নাই।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি দিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪২ — ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত, ধারায় সন্নিবিষ্ট প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে বাতিল হইবার ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত

প্রধান নগর দায়রা বিচারক .... এর আদালত ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

বিষয়বস্তু

....

আসামী দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্যসরকার

অপরপক্ষ

এবং

বিষয়বস্তু

.... মামলা নং এতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের দরখাস্ত যাহাতে .... তারিখে শিক্ষিত .... দ্বারায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের প্রার্থনা বাতিল হইয়াছে।

উপরোক্ত আসামী দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক :

(১) .... তারিখে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... তে আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারীকে পূর্বজ্ঞাত জামিন প্রদান করা হইয়াছিল একটি নির্দেশ সমেত এই মর্মে যে তাঁহাকে নিয়মিত আদালতে ১৫দিনের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে এবং দরখাস্তকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার মহানুভবের নির্দেশ পালন করিয়াছেন কিন্তু শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে জামিনের প্রার্থনা বাতিল করিয়াছিলেন

এই কারণের ভিত্তিতে যে যেহেতু এটি ১০ বৎসরের কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেইহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিন প্রদান করি' র তাঁহার কোন অধিকারক্ষেত্র নাই। (অথবা যেহেতু পুলিশ ইতিমধ্যেই ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ……………. ধারার অন্তর্ভুক্ত যেটি ১০ বৎসরের কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেটি সংঘটনেব জন্য অভিযোগ কাগজ দাখিল করিয়াছিল)

(২) অভিযোগের কাগজ দাখিল হইবার পরে মামলার তদন্ত সম্পন্ন হইয়াছে এবং আসামী তাহার আচরণে তদন্তে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

(৩) পলা'নের কোন সম্ভাবনা নাই অথবা সাক্ষ্যে হস্তক্ষে'প করিবার সুযোগ নাই।

(৪) আসামীর আসন্ন বিচারের কোন সুযোগ নাই এবং সেইহেতু আসামীর জেল হাজতে আটক থাকা হইলে কোনরূপ বিচাব হইবে না।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনাব আসামী দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনারত।

চতুর্থ অধ্যায়

শান্তি এবং ভাল ব্যবহার রাখিবার জন্য মুচলেকা

[Security Proceedings for Keeping Peace and Good Behaviour]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত শান্তি এবং ভাল ব্যবহার রাখিবার জন্য দরখাস্ত

মহকুমা (কার্যনির্বাহী) ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

বিবিধ দরখাস্ত মামলা নং ... . ১৯৯৯ ....

দরখাস্তকারী ঃ প্রথম পক্ষ

শ্রী ....

পিতা . ...

ঠিকানা ....

বনাম

১. শ্রী . ...

পিতা ....

২. শ্রী .. ..

পিতা ....

৩. শ্রী ....

পিতা ....

৪. . ... সকলে .... ঠিকানা.............. .... থানা .... জেলা ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত উপরোক্ত দরখাস্তকারী অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ-

(১) দরখাস্তকারী নগরের একজন প্রথিতযশা ব্যবসায়ী এবং বহু সামাজিক, শিক্ষামূলক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বহু সত অবদান রহিয়াছে।

(২) দরখাস্তকারীর .... স্থানে ব্যবসার জন্য কার্য্যালয় রহিয়াছে যাহা উপরোক্ত অপরপক্ষদের আপেক্ষিক বাসস্থানের নিকট সান্নিধ্যে অবস্থিত যাহারা আইন ও আদেশ অমান্যকারী অতিশয় বিপদজনক ও উন্মত্ত ব্যক্তি।

(৩) আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যেই দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষদের বাসস্থান।

(৪) অপরপক্ষরা নিজেদের জমির দালাল বলিয়া পরিচিতি দেয়। কিন্তু ২ নং প্রতিবাদী পূর্ববর্তী অপরাধীত্ব চরিত্র থাকায় নিজভ্রাতাকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও ১নং প্রতিবাদী অবসর প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের পুত্র হইয়াও উক্ত ঘটনার পরে আইনের চক্ষু হইতে পলাতক হইবার শেষ মুহূর্তে তাঁহার গৃহে ২নং প্রতিবাদীকে আশ্রয় দিবার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

(৫) দরখাস্তকারী .... এর গৃহ এবং গঠন কোম্পানীর .... স্থানের অংশীদার হইতেছেন।

(৬) যেহেতু দরখাস্তকারী সম্প্রতি . .. . মৌজার .... থানার অন্তর্ভুক্ত চারটি প্লটের মধ্যে একটি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আদিম আর এস প্লট নং .... ১৫৭ আয়তন জমি ১৯৮০ সালে আদিম মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিবার পরে পেশাদাবী অঙ্কনকারকের দ্বারা চারটি পৃথক প্লটে রূপান্তরিত হইয়াছে। এস্থানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই চারটি প্লটের কোনটিই প্রতিবাদীদের ঐ গৃহ এবং অট্টালিকা গঠন কোম্পানীর পরিচালকের নিকট আরোপিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের দালালী ক্ষমতার উচ্চ প্রয়োগের দ্বারা বিক্রয় করা যায় নাই। এই সকল প্রতিবাদীরা কোম্পানীর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই এবং কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের কোন লিখিত চুক্তিও হয় নাই। উক্ত পরিচালকের নিকট আরোপিত প্রতিশ্রুতির বিষয় সম্বন্ধে দরখাস্তকারীর কোন পূর্ববর্তী জ্ঞান ছিল না।

(৭) দরখাস্তকারী তাঁহার নিজস্ব দালালের মারফত তাঁহার নিজ প্রচেষ্টায় ঐ প্লটের জমি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন যেহেতু এই দীর্ঘকাল ঐ চারটি প্লটের জমি বিক্রয় করা হয় নাই। দরখাস্তকারীদের প্রচেষ্টা দেখিয়া প্রতিবাদীরা ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। বিক্রয় কোবালা রেজিস্ট্রেশন হইবার দুইদিন পরে অর্থাৎ .. .. তারিখে প্রতিবাদীরা সমবেত হইয়া দরখাস্তকারীর কার্য্যালয়ে যাইয়া তুমুল হট্টগোল করেন এবং তাঁহার ও পরিবারের জীবনের উপর ভীতিপ্রদর্শন করিয়া দুইদিনের মধ্যে ২০,০০০ হাজার টাকার অর্থ দাবী করেন। যাহা হউক স্থানীয় ব্যবসাদারদের এবং দরখাস্তকারীদের কার্য্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যস্থতার দ্বারা তাঁহারা জনগণের সম্মুখে ভীতি প্রদর্শনের ঘোষণা করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী থানায় গিয়াছিলেন কিন্তু থানার আধিকারিক দরখাস্তকারীকে উপদেশ দিয়াছিলেন এই মর্মে

যে যেহেতু ১নং প্রতিবাদী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের পুত্র সেইহেতু দরখাস্তকারী প্রতিবাদীদের সহিত বিষয়টি মিটমাট করিয়া লউন।

(৮) ঐ দিন অর্থাৎ .... তারিখে সন্ধ্যার সময় ১নং প্রতিবাদী দূরভাষের দ্বারা নিজপরিচয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের দাবীর কথা দরখাস্তকারীকে স্মরণ করাইয়া দেন ও ভীতি প্রদর্শন করেন। দরখাস্তকারী পুনরায় দুরভাষের দ্বারা পুলিশের কাছে বিষয়টি প্রতিবেদন করেন এবং রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন।

(৯) .... তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় সকল প্রতিবাদীরা দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতে বন্দুক ও ছোরা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া দরখাস্তকারীর গৃহে অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মহিলাদের পরামর্শ দিয়াছিলেন এই মর্মে যে কোন দুর্ঘটনা তাঁহারা যদি পরিহার করিতে চান তাহা হইলে দরখাস্তকারীকে মৃত্যুর মুখাপেক্ষী হইয়া তাহাদের দাবী মিটাইতে পরামর্শ দিবেন। দরখাস্তকাবীব কন্যা দরখাস্তকারীর গৃহ হইতে ১০ মিনিটের দূরত্ব থানায় বিষয়টি সম্বন্ধে প্রতিবেদন দিয়াছিলেন; পুলিশ থানায় সাধারণ পঞ্জিকাতে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(১০) পরের দিন রাত্রি ১২ ঘটিকায ২নং প্রতিবাদী দূরভাষেব দ্বারা দরখাস্তকারীকে নিদ্রা হইতে উত্থিত করেন এবং তাঁহাকে মৃত্যুসীমা জানাইয়া দেন। আপনার দরখাস্তকারী হার্টের অসুস্থতা এবং অতিশয় উত্তেজনা সম্পন্ন ৭৫ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ মানুষ হইয়া সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হইয়াছিলেন এবং যাতনানাশক ঔষধ সেবন করিতে হইয়াছিল।

(১১) প্রত্যুষে দরখাস্তকারীর পুত্র .... মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রতিবাদীদের বিপক্ষে একটি অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৮/৫০৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে কার্য্যবিধি পরিচালনা করিয়াছিলেন। রহস্যের বিষয় যে অপরপক্ষরা দরখাস্তকারীর ঐ পুত্রকে গৃহে ফিবিবার পথে সম্বোধন করিয়া তাহাকে মামলা উঠাইয়া লইতে বলেন এবং দরখাস্তকারীকে অর্থ প্রদানেব জন্য পরামর্শ দেন। দরখাস্তকারী ঘটনাটি শুনিয়া পুলিশের অধ্যক্ষকে, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে রেজিষ্ট্রীকৃত পত্র দেন এবং কুরিয়ার ডাক যোগে দরখাস্তকারী ঐ সব আধিকারিকদের এস ও এস বার্তা প্রেরণ করেন।

(১২) গৃহ রক্ষা এবং দরখাস্তকারী জীবনের জন্য দরখাস্তকারীকে রক্ষী ভাড়া করিতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষরা দরখাস্তকারীর গৃহে এবং কার্য্যালয়ে দূরভাষের দ্বারা একনাগাড়ে হয়রানি এবং ভীতিপ্রদর্শন করিতেছেন এবং সেইহেতু অপরপক্ষদের দ্বারায় শান্তিভঙ্গ হইবার সুযোগ রহিয়াছে।

(১৩) যেহেতু দরখাস্তকারীর জীবন বিপদাপন্ন এবং দরখাস্তকারী ও তাঁহার পরিবারবর্গ উত্তেজনা এবং ভীতির মধ্যে বিপদসঙ্কুল বলিয়া অনুভব করিতেছেন এবং

ঐ স্থানে কোন মনুষ্য নাই এবং যেহেতু দরখাস্তকারীর নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উদ্ধারের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে সেইহেতু আপনার মহানুভবের আদেশের দ্বারা পুলিশ এবং অপরপক্ষদের প্রতি প্রাতরোধকারী পন্থা প্রয়োগ না করিলে শান্তিভঙ্গ হইবার গুরুত্ব এবং আসন্ন সুযোগ রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে কার্য্যনির্ব্বাহ পরিচালন করিবেন যাহাতে অপরপক্ষদের কারণ প্রদর্শনের পর তাঁহাদেব উপর শান্তিরক্ষার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রয়োজন এবং/অথবা অপরপক্ষদের বিরুদ্ধে আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানে কার্য্যাবলীর ক্ষেত্রে অপরপক্ষদের দ্বারা কারণ প্রদর্শন

মহকুমা (কার্যনির্বাহিক) ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত মামলা নং ....

.... দরখাস্তকাবী বনাম .. . . (অপব পক্ষ এবং অন্যান্যরা)

প্রতিপক্ষদের দ্বারা কারণ দর্শন

প্রতিপক্ষ সদস্যবা

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) প্রতিপক্ষ সদস্যরা আইন মান্যকারী নাগরিক হইতেছেন এবং আইনেব সহিত তাহাদের কখনও বিবোধ ঘটে নাই এবং তাঁহাবা শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি।

(২) প্রতিপক্ষ সদস্যদেব বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থব সন্তোষ বিধানে দরখাস্তকারী কার্য্যাবলী শুরু করিয়াছিলেন কেননা প্রতিপক্ষ সদস্যরা বাধাপ্রদানকাবী সদস্য হিসাবে .... তারিখে দরখাস্তকারীব / চোরাচালানকারী পণ্যদ্রব্য সমেত লরী মধ্যরাত্রে আটক করিয়াছিলেন এবং চারজন বন্দুকধারী ব্যক্তি সমেত ঐ লরীর চালককে গ্রেপ্তার এবং পুলিশের দ্বারা পণ্যদ্রব্য সমেত লরীর বাজেয়াপ্তর কারণ হইয়াছিলেন। অপরপক্ষদের সাহসিকতার জন্য তাঁহাবা পুরস্কারের জন্য উল্লিখিত হইয়াছেন।

(৩) উচ্চশ্রেণীর মানুষদের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দরখাস্তকারী একজন অতিশয় ধনীব্যক্তি হইতেছেন এবং সেই কারণে তিনি পুলিশেব নিকট হইতে তাঁহার পক্ষের একটি প্রতিবেদন আনিতে সমর্থ হইযাছেন এবং কার্য্যতঃ পুলিশের দ্বারা নিরপেক্ষ এবং সততাপূর্ণ তদন্ত হইলে দবখাস্তকারীর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতার বিরুদ্ধে কার্য্যনির্বাহ পরিচালন উচিত ছিল।

(৪) অনুচ্ছেদ নং .... তে উক্ত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৫) আইনের দৃষ্টিতে কার্য্যনির্বাহ চলনযোগ্য নহে।

(৬) ভীতি সম্পর্কিত অভিযোগগুলির অসত্যতা সাধারণ তথ্য হইতে পরিদৃষ্ট হইবে এই মর্মে যে অপরপক্ষ সদস্যদের পশ্চাত হইতে দরখাস্তকারীর দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার দরখাস্ত দাখিলের তারিখ হইতে এবং পুলিশের প্রতিবেদনের তারিখ হইতে চারমাসের মধ্যে অপরপক্ষ সদস্য কর্তৃক কোন তরোয়াল উন্মোচন করা হয় নাই অথবা মস্তকও ভগ্ন হয় নাই অথচ দরখাস্তকারী প্রয়োজনীয় পণ্য আইন এর বিধানের লঙ্ঘনকারী অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া কারণ প্রদর্শন গ্রহণ করিবেন এবং কার্য্যনির্বাহ বন্ধ করিয়া দিবেন। এবং আপনার দবখাস্তকারী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

টিপ্পনী ঃ কারণ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রার্থনা প্রয়োজন নহে, কোন স্ট্যাম্প লাগিবে না; কিন্তু সম্ভাব্য স্থানচ্যুতকে প্রতিরোধের জন্য ইহা পরামর্শযোগ্য যে যেহেতু স্ট্যাম্প প্রদান নথিযুক্ত করিয়া লিখিতে হইবে সেইহেতু ইহার সহিত প্রার্থনা সংলগ্ন করা উচিত।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ পুলিশ প্রতিবেদনের জন্য নারাজি দরখাস্ত

কার্য্যনির্বাহ ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত .. ..

মামলা নং ....

.... দরখাস্তকারী

বনাম

.... অপরপক্ষগুলি

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্নোত্তর না করিয়া এবং স্থানের তদন্ত ব্যতীত দরখাস্তের অভিযোগের ভিত্তিতে একতরফা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন।

(২) অপরপক্ষ সদস্যরা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের আত্মীয় বলিয়া অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হইতেছেন এবং সেইহেতু থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে তাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে একটি প্রতিবেদন সংগ্রহ করিয়াছেন যেহেতু তিনি পূর্ববর্তী তারিখগুলিতে প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে অবহেলার জন্য আপনার

মহানুভবের দ্বারা তাঁহার উপর কঠোর শাসনবার্তা প্রেরণের জন্য তিনি দরখাস্তকারীর উপর অসন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

(৩) অপরপক্ষের তরফে শান্তিভঙ্গ হইবার এখনও একটি সুযোগ রহিয়াছে সেইহেতু ঐ তারিখ ... . হইতে তাঁহারা দরখাস্তকারীকে ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারী থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকের নিকট এই বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া বিচারের জন্য উর্ধআধিকারিক মারফত ভবিষ্যত তদন্তের জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৬ (৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত অন্তবর্তীকালীন লিখিত প্রতিশ্রুতির জারীর দরখাস্ত

কার্য্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত .

মামলা নং . ..

. . . . . . দরখাস্তকারী

বনাম

.... এবং অন্যান্য অপরপক্ষগণ

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) উপরিবর্ণিত মামলায় অপরপক্ষরা . .... . তারিখে আপনার মহানুভবের .... তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শাইয়াছিলেন এবং ... ... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে অভিযোগের সারাংশ তাহাদের নিকট পঠন এবং ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

(২) ঐ .... তারিখ দরখাস্তকারীর পক্ষে সাক্ষীদের পরীক্ষার দ্বারা তদন্তের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে দরখাস্তকারীর প্রয়োজনীয়াদি জমা দিবার পর তাঁহার প্রার্থনা অনুযায়ী সাক্ষীদের সমনজারী করা হইয়াছিল।

(৩) ... . তারিখে অপরপক্ষগণ সাক্ষীদের আদালতে জবানবন্দী দিতে আসিলে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃ .... দরখাস্তকারীর পক্ষে একটি সাক্ষীকে প্রহার করিয়াছিলেন এবং ঐ সাক্ষী পুলিশের নিকট বিষয়টি প্রতিবেদন দিয়াছিলেন যিনি . . .. মামলায় ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪১/৩২৬/৫০৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধান প্রয়োগের শুরুতে অপরপক্ষদের গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা

দরখাস্তকারী এবং তাঁহার পরিবারবর্গের উপর ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং সেইহেতু আসন্ন শান্তিভঙ্গের সুযোগ রহিয়াছে।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতাগুলির ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ১১৬(৩) ধারার বিধানে তদন্তর চূড়ান্তরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার্থে অপরপক্ষদের অন্তবর্তীকালীন লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৬(৬) ধারার বিধানে তদন্তর সময়সীমা বর্ধনের জন্য দরখাস্ত

কার্য্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ……….. আদালত

মামলা নং …………

………. দরখাস্তকারী

বনাম

………….. এবং অন্যান্যরা অপরপক্ষগণ

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) উপরিবর্ণিত মামলায় তদন্তের সময়ে দরখাস্তকারীর কেবলমাত্র সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং অপরপক্ষদের অনুরোধে সাক্ষীদের মধ্যে একজনের প্রতি পরীক্ষার বিলম্ব ঘটানো হইয়াছিল। তাঁহারা শিক্ষিত দায়রা বিচারক ….. .. এর আদালতে আপনার মহানুভবের …….. তারিখের আদেশটির বৈধতাকে সংপ্রশ্ন করিয়া পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং আপনার মহানুভব যাহাতে সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যে কিছু দস্তাবেজকে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ঐ পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত শিক্ষিত দায়রা বিচারক দ্বারা বাতিল হইয়া যাইবার পরে মামলার নথী ফিরত পাঠানো হইয়াছে কিন্তু তদন্ত সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে আইনসম্মত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবে পাঁচদিন পরে কিন্তু অমনোযোগীতার জন্য অতিরিক্ত সাক্ষীদের পরীক্ষার ……. তারিখে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে তারিখটি আইন নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে এবং পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তে শিক্ষিত দায়রা বিচারক সন্তুষ্ট চিত্তে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মামলায় ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আইনের পরাজয় ঘটানো এবং প্রশ্নের অধীন দস্তাবেজগুলির স্বীকারের ক্ষেত্রে কোন বে-আইনী সম্পন্নতা অথবা অনিয়মিততা নাই। এতদ্ব্যতীত ম্যাজিস্ট্রেটের এই প্রকারের আদেশ বস্তুতঃ অন্তবর্তীকালীন বলিয়া সেই আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষা অচল।

(৪) দরখাস্তকারী অপরপক্ষদের আইনজীবির উপর প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

(৫) তদন্ত সম্পূর্ণ করিবার জন্য সময়সীমা বর্ধিত না হইলে কার্য্যনির্বাহের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে এবং একটি অসাধারণ বিশেষ পরিস্থিতি বলিয়া আইনের স্বার্থে সময়বর্ধন অতিশয় কাম্য।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া নির্দিষ্ট বিশেষ কারণ এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে আইনের স্বার্থে সময়সীমা বর্ধন করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৬ (৭) ধারার বিধানে সময়সীমা বর্ধনের জন্য নির্দেশ শূন্য করার জন্য দায়রা বিচারকের নিকট দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... আদালত

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

বিষয়বস্তু ঃ

(নাম) ....

পিতার নাম ....

ঠিকানা ....

রাজ্য ....

অপরপক্ষগণ

এবং

বিষয়বস্তু ঃ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৬(৭) ধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত শিক্ষিত কার্য্যনির্বাহী' ম্যাজিস্ট্রেটের .... তারিখের আদেশ শূন্য করিবার জন্য যাহা আইনে নির্দিষ্ট সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানে .... মামলায় কার্য্যনির্বাহী চালনা করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল।

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ১ নং প্রতিবাদী কার্য্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী .... আদালতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে উপরোক্ত কার্য্যাবলী শুরু করিয়াছিলেন।

(২) উপরোক্ত মামলায় তদন্ত .... তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেইহেতু .... তারিখে তদন্ত আইনগত সীমারেখা ছয় মাসের অতিক্রান্তে শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল।

(৩) দরখাস্তকারী ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা মামলা নং .... তে শিক্ষিত দায়রা বিচারকের আদালতে .... তারিখে ১নং প্রতিবাদীর দ্বারা সম্পাদিত হইবার অন্তবর্তীকালীন লিখিত প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে সওয়াল করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক বর্তমান মামলার নথী তলব করিয়াছিলেন। যাহা হউক শিক্ষিত দায়রা বিচারক সন্তুষ্ট চিত্তে অন্তবর্তীকালীন লিখিত প্রতিশ্রুতি খারিজ করিয়াছিলেন শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি নির্দেশ সমেত যে আইনগত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পাদন করিতে হইবে এবং সন্তুষ্টচিত্তে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তর অনুমতি দিয়াছিলেন। দরখাস্তকারীর হাজির হইবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া মামলার নথীগুলি ফিরত পাঠানো হইয়াছিল।

নির্দিষ্ট দিনে দরখাস্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হইয়াছিলেন কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ঐ তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন এবং সেইহেতু সাক্ষীর জেরার জন্য অপর একটি দিন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পুনরায় ঐ তারিখে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আইন এবং আদেশের কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই ও দরখাস্তকারীকে অপর একটি দিন নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল যাহার মধ্যে কার্য্যাবলীগুলি ছয়মাসের উত্তীর্ণ সীমার পরে সম্পাদিত হইবে বলিয়া ধরা গিয়াছিল। বর্ণিত ঐ সকল তারিখগুলিতে ১ নং প্রতিবাদী আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং হাজিরার দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি চিহ্নিত করিয়াছিলেন।

(৪) .. .. তারিখে দরখাস্তকারী ছয়মাস ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া কার্য্যাবলী শেষ করিবার জন্য প্রার্থনার জানাইয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন। ১ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তে আপত্তি দিয়া জানাইয়াছিলেন যে ইহা তাঁহার দোষ নহে; তিনি সাক্ষ্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই যেহেতু তিনটি তারিখেই অধ্যক্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন না।

(৫) .... তারিখের আদেশের দ্বারা শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ১ নং প্রতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করিয়াছিলেন এবং কার্য্যাবলী চলাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া .. .. তারিখে সাক্ষ্যের দিন নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৬) দরখাস্তকারী ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কারণের ভিত্তিতে এই দরখাস্ত করিয়াছেন —

কারণগুলি

(ক) .... তারিখের সংপ্রশ্নকৃত আদেশ অস্বাভাবিক নির্য্যাতনকারী এবং বেআইনী।

(খ) শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ কারণগুলি নথীভুক্ত না করায় সংপ্রশ্নকৃত আদেশ নাকচ যোগ্য।

(গ) আইন নির্দিষ্ট সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরে ম্যাজিস্ট্রেট কার্য্যাবলী চালাইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করাতে সংপ্রশ্নকৃত আদেশ অস্বাভাবিক এবং বে-আইনী।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানী করিয়া সংপ্রশ্নকৃত আদেশ বাতিল করিয়া কার্য্যাবলীগুলি শেষ করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহারজন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ এইরূপ দরখাস্তের মধ্যে একটি পৃথক দরখাস্ত করিতে হইবে যাহাতে অতিরিক্ত কার্য্যাবলীর স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা থাকিবে।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১০ ধারার অন্তর্ভুক্ত বন্ধনের জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং ....

দরখাস্তকারী	অপরপক্ষগণ
(নাম)	১. .. ..
পিতা	পিতা ....
ঠিকানা	২ . ...
....	পিতা ... .
. ...	৩ .. . .
	পিতা ....
	সকলেই .. ... গ্রাম
	থানা ... .
	জেলা ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১০ ধারার অন্তর্ভুক্ত ভাল ব্যবহারের লিখিত প্রতিশ্রুতির কার্য্যাবলীর জন্য দরখাস্ত

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) আপনার দরখাস্তকারী .... রাজনৈতিক দলের একজন সক্রিয় সমর্থক হইতেছেন।

(২) অপরপক্ষগণ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলভুক্ত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সাংঘাতিক এবং বেপরোয়া বলিয়া অন্ততঃ ১০টি সাংঘাতিক ফৌজদারী মামলায়

যেমন মারপিট ইচ্ছা করিয়া গৃহাদি দাহ, হাঙ্গামা এবং অন্যায়পূর্বক অপহরণ মামলায় জড়িত আছেন।

(৩) .... তারিখে অপরপক্ষগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া সাম্প্রতিক নির্বাচনে দলের হইয়া কার্য্য কবিবার জন্য, তাহার গলা ভাঙিয়া দিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারীর ক্ষুদ্র লঙ্কা বৃক্ষগুলি উৎখাত করিয়াছিলেন। ঐ একই দিনে তাহারা দরখাস্তকারীর পক্ষভুক্ত .... বাগানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া একই কারণে তৃণ এবং বৃক্ষগুলির ক্ষতিসাধন করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনাগুলি পুলিশকে জানানো হইয়াছিল।

(৪) .... তারিখে অপরপক্ষগণ দরখাস্তকারীর বহু সমর্থকদের গৃহে তাঁহার পক্ষে যোগদানের জন্য গৃহ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং নির্মমভাবে মারপিট করিয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচটি ফৌজদারী মামলা প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সব মামলায় তাঁহাদের গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও আদালতে .... তারিখে জামিনে অব্যাহতি পাইয়া তাঁহারা তিন ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষর জন্য অর্থ উঠাইবার অছিলায় অন্যায় পূর্বক অর্থ অপহরণ করেন যদিও নির্য্যাতীতরা রাজনৈতিক পক্ষভুক্ত নন। তাঁহাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অপরপক্ষদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা গ্রেপ্তারকে পরিহার করিতেছেন। গ্রামে অপরপক্ষগণ ভীতির পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিপদসূচক এবং বেপরোয়া কার্য্যকলাপের জন্য অধিকাংশ গ্রামবাসী আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

(৫) অপরপক্ষগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থে অসামাজিক কর্মে রত আছেন।

(৬) গ্রামে বিরাট শান্তিভঙ্গের একটি সুযোগ রহিয়াছে।

উপরিবর্ণিত তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে একটি কার্য্যাবলীর খসড়া করিবেন যাহার উদ্দেশ্য ভাল ব্যবহারের জন্য অপরপক্ষদের লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ৮ — শান্তিরক্ষার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় অনুসূচীর ১২ নিদর্শ অনুযায়ী)

(১০৬ এবং ১০৭ ধারাগুলি দর্শন করুন)

এমতাবস্থায় আমাকে (নাম) বাসিন্দা .... (স্থানের), ... অর্থের সর্তে অথবা .... আদালতে .... মামলা চলাকালীন সময়ে তদন্ত নিষ্পত্তি হওয়ার

সময় পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার্থে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আবদ্ধ হইবার জন্য ডাকা হইয়াছে। আমি এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার কবিতেছি যে আমি নিজে শান্তি ভঙ্গ করিব না অথবা শান্তি ভঙ্গ হইবার মত ঐ সময়কালীন অথবা তদন্ত নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কার্য করিব না এবং ইহার অন্যথা হইলে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে সরকারের নিকট অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... সাল ১৯

(সহি)

নং ৯ — ভাল ব্যবহারের জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় অনুসূচীর নিদর্শ ১৩ অনুযায়ী)

(১০৮, ১০৯ এবং ১১০ ধারাগুলি দর্শন করুন)

এমতাবস্থায়, আমাকে (নাম), বাসিন্দা .... (স্থানের) .... সময়কালের জন্য (সময়কাল ব্যক্ত কবিবেন) অথবা .... আদালতে ...... মামলা চলাকালীন সময়ে তদন্ত নিষ্পত্তি হওয়ার সময় পর্য্যন্ত সরকাবের এবং সকল ভারতীয় নাগরিকেব নিকট ভাল ব্যবহারের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে আবদ্ধ হইবাব জন্য ডাকা হইয়াছে। আমি এতদ্দ্বারা সরকারের এবং ভারতীয় সকল নাগরিকের নিকট ঐ সময়কালীন অবস্থায় অথবা তদন্ত নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সুন্দর ব্যবহারের জন্য অঙ্গীকার করিতেছি এবং ইহার অন্যথা হইলে আমি সরকারেব নিকট ঐ .... অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি।

তারিখ, ... দিন .... সাল ১৯

(সহি)

(যে স্থলে জামিনদারের দ্বারা লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিতে হইবে, যোগ)

আমরা উপরোক্ত নামের জন্য নিজেদের জামিনদাররূপে ঘোষণা করিতেছি যে তিনি সরকাবের এবং ভারতীয় সকল নাগরিকের নিকট ঐ সময়কালীন অথবা তদন্তের সম্পূর্ণতার সময় পর্যন্ত ভাল ব্যবহার করিবেন এবং ঐ ক্ষেত্রে তিনি অন্যথা করিলে আমরা যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গীকার করিতেছি যে ঐ .... অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... সাল ১৯

(সহি)

নং ১০ — সম্ভাবনাময় শান্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে সংবাদ দেওয়ার আহ্বানপত্র

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় অনুসূচীর নিদর্শ ১৪ অনুযায়ী)

(১১৩ ধারা দর্শন করুন)

প্রতি .... স্থান ....

এমতাবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য সংবাদের দ্বারা .... (সংবাদের সারাংশ বর্ণনা করিবেন) আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে যে আপনার দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা রহিয়াছে (অথবা কোন কর্মের দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কারণ ঘটিয়াছে) আপনাব এতদ্বারা ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবার প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছে (অথবা যথাযথ প্রাধিকৃত অনুমোদিত প্রতিনির্ধি) .... ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্যালয়ে .... তাবিখে .. .. ১৯ সকাল ১০ ঘটিকায় যে স্থলে আপনাকে কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে এই মর্মে যে আপনি কেন .... অর্থের সর্তে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইবেন না। যে স্থানে জামিনদাবের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা যুক্ত করিতে হইবে এবং একজনের জন্য জামিনদারের লিখিত প্রতিশ্রুতি (অথবা দুইজন ক্ষেত্রবিশেষে) জামিনদার (জামিনদারগুলি) .... অর্থের জন্য .... (একাধিক হইলে প্রত্যেকের) আপনি .... সময়কালীন শান্তিরক্ষা করিবেন।

তারিখ, ... দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

পঞ্চম অধ্যায়

ভরণপোষণের বৃত্তাবলী
[Maintenance Proceedings]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত স্ত্রীর দ্বারা ভরণপোষণের জন্য দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

অথবা

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

দরখাস্তকারী	দ্বিতীয় পক্ষ
শ্রীমতী/শ্রী	শ্রীযুক্ত ....
স্বামীর নাম	পিতা ....
ঠিকানা	ঠিকানা ....
....	....
থানা	থানা ....
জেলা	জেলা ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) .... তারিখে হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষের যে বিবাহ হয় দরখাস্তকারী তাঁহার স্ত্রী হইতেছেন।

(২) বিবাহের সময় দ্বিতীয় পক্ষ এবং তাঁহার পিতামাতার চাহিদা অনুযায়ী দরখাস্তকারী পিতা সবই প্রদান করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী বিবাহের পরে তাঁহার শ্বশুরালয়েই বসবাস করিতেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটি কন্যা সন্তান .... জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

(৩) শিশুর জন্মের পরেই দ্বিতীয়পক্ষ কন্যা সন্তান জন্মের জন্য দরখাস্তকারীকে উত্যক্ত করিতেন এবং ৫০০০ হাজার অর্থ দিবার জন্য দরখাস্তকারীর পিতার নিকট দাবী করিয়াছিলেন এই অজুহাতে যে ভবিষ্যতে তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য ব্যাঙ্কে

স্থায়ী আমানত রাখিবেন। দরখাস্তকারীর পিতা দ্বিতীয়পক্ষকে উহা প্রদান করিতে না পারার সময় হইতে স্বামীর আত্মীয়েরা দ্বিতীয় পক্ষের উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শিশুকন্যার চিকিৎসার জন্য যত্ন প্রদান করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

(৪) .... তারিখে দ্বিতীয়পক্ষ দরখাস্তকারীকে অপবিত্রতার দুর্নাম প্রদান করিয়া প্রহার করিয়া কন্যা সন্তানসহ বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারীকে তাঁহার পিতার গৃহে আসিতে হইয়াছিল এবং সেই হইতে তাঁহার তিনমাসের শিশুকন্যাকে লইয়া ঐ স্থানেই বসবাস করিতেছেন।

(৫) দ্বিতীয় পক্ষ .... স্থানে ২০০০ অর্থের মাহিনায় রেলওয়ে কর্মী হিসাবে একটি ভালো চাকরী করিতেছেন এবং তাঁহাব নামে ৫ বিঘা ভূমি সম্পত্তি তিনি ভোগদখল করিতেছেন। কৃষি হইতে গড়পড়তা তাঁহাব আয় মাসিক ১০০০ টাকা। কিন্তু দরখাস্তকারীকে বহিষ্কৃত করিবার দিন হইতে দ্বিতীযপক্ষ দবখাস্তকারীব এবং তাঁহার সন্তানেব বিষয় কোন তদন্ত করেন নাই ও তাহাদের জন্য কোন অর্থও প্রেরণ করেন নাই।

(৬) দরখাস্তকারীর বৃদ্ধ পিতা স্থানীয় বাজারেব একজন নিম্ন আয়ের সবজী বিক্রেতা ও বহু মুখের অন্ন তাঁহাকে যোগাইতে হয দরখাস্তকারী রক্তশূন্যতায় ভুগিতেছেন এবং তাঁহার সন্তান কৃশকায হইযাছে এবং যে কারণে উভয়েরই অবিলম্বে চিকিৎসা ও বলকারক খাদ্যেব প্রয়োজন যাহা দবখাস্তকারী করিতে অসমর্থ।

(৭) দরখাস্তকারী তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য এবং অর্থ প্রেরণের জন্য দ্বিতীয়পক্ষকে বহু পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু তিনি উত্তর দেন নাই। দরখাস্তকারীর পিতা স্বামীর গৃহে যাইয়া তাহাদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছেন।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দযাপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে ৫০০ টাকা মাসিক অর্থ প্রদানের এবং শিশুর জন্য ৫০০ টাকা অর্থ প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (১) পশ্চিমবঙ্গে দবখাস্তকারী তাঁহার নিজের জন্য ১৫০০ টাকা পর্যান্ত অর্থ দাবী করিবার অধিকাবী এবং ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ২৫ নং আইনের বলে যাহা কার্য্যকরী হইয়াছে ২.৮.১৯৯৩ তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয়পক্ষের প্রত্যেক নির্ভরশীলজন-ই ১৫০০ টাকা অর্থ পাইবার অধিকারী।

(২) পারিবারিক আদালত যে স্থানে গঠিত হইয়াছে সেইসকল ক্ষেত্রে আইনজীবিরা কোন পক্ষের হইয়া উপস্থিত হইতে পারেন না তবে পরামর্শ দিতে পারেন।

নং ২ — স্ত্রীর দ্বারা অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

অথবা

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

বিবিধ মামলা নং

দরখাস্তকারী

বনাম

দ্বিতীয় পক্ষ

দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আপনার দরখাস্তকারী উপরিবর্ণিত মামলায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত একটি ভরণপোষণের মামলা দাখিল করিয়াছেন।

(২) দরখাস্তকারিণীর নিজস্ব কোন আয় নাই এবং দরখাস্তকারী ও তাহার সন্তানের অবিলম্বে চিকিৎসা ও খাদ্যের প্রয়োজন ও তাঁহারা এখন উপবাসের প্রান্তে।

(৩) অপর পক্ষ স্বামীর চাকরী এবং কৃষি হইতে মাসিক আয় হইতেছে ৩০০০ হাজার টাকা কিন্তু তিনি দরখাস্তকারী এবং তাহার সন্তানকে ভরণপোষণ দিতে অবহেলা করিতেছেন এবং নারাজ হইতেছেন।

(৪) অপরপক্ষের পিতার নিজস্ব আয় রহিয়াছে এবং সেইহেতু অপরপক্ষের দরখাস্তকারী এবং তাঁহার সন্তান ব্যতীত যে কোন ব্যক্তিকেই ভরণপোষণ করিবার অন্য দায়িত্ব আছে।

(৫) দরখাস্তকারী তাঁহার দ্বারা শপথকৃত একটি শপথনামা ইহার সহিত দাখিল করিতেছেন। সুতরাং আকস্মিকতা বিবেচনা করিয়া আপনার মহানুভব দয়াপরবশতঃ অপরপক্ষকে নির্দেশ দিবেন এই মর্মে যে তিনি যেন দরখাস্তকারীকে ৫০০ টাকা অর্থ অন্তবর্তীকালীন খোরপোষ হিসাবে এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্তের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৫০০ টাকা, এবং সন্তানের জন্য দেন

শ্রী বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত প্রথম শ্রেণী

শপথনামা

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৯৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধান্তঃ বিবিধ মামলা নং আদালতে দাখিলাকৃত (যেমন ঘটনা ঘটিয়াছে।

আমি, শ্রীমতী স্বামীর নাম শ্রী বয়স আন্দাজমত বয়স থানা জেলা হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং

পেশা গৃহস্থালি এতদ্বারা নিম্নলিখিতভাবে পবিত্রভাবে শপথ লইতেছি ও ঘোষণা করিতেছি ঃ

(১) ঐ অপরপক্ষ আমার স্বামী হইতেছেন এবং আমাদের বিবাহ .... তারিখে চিরাচরিত সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া হিন্দুধর্মীয় রীতি এবং নিয়মের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ঐ .... নামে একটি কন্যা সন্তান .... তারিখে বিবাহের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

(৩) ঐ .... তারিখে আমার স্বামী আমাব শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন এবং সেই অবধি আমি আমার পিতার গৃহে বসবাস করিতেছি।

(৪) আমার কোন আয় নাই এবং আমি আমার কন্যা সহ অতীব কঠিন অবস্থাব মধ্যে দিন কাটাইতেছি। আমি রক্তাল্পতায় ভুগিতেছি এবং আমার কন্যা শিথিল সন্ধিবৎ হইয়া ভুগিতেছে কিন্তু ঔষুধ, খাদ্য এবং চিকিৎসকের পারিশ্রমিকের কোন অর্থ আমার নাই।

(৫) আমার স্বামী .... স্থানে চাকরী করেন .... রেলওয়ে বিভাগের .... পদে এবং চাকরী ও কৃষি হইতে তাঁহার মাসিক আয় ৩০০০ হাজার টাকা মূল্যের যেহেতু ৫ বিঘা পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের কৃষিজাত জমি রহিয়াছে।

(৬) আমার স্বামী আমার ভরণপোষণের জন্য অথবা আমার কন্যার জন্য কোন অর্থ প্রদান করেন নাই।

অনুচ্ছেদের ১ হইতে ৬ এর বিবৃতি আমার জ্ঞান মতে সত্য।

....

(শ্রীমতী .... সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তকৃত

....

(সনাক্তকারীর সহি)

প্রমাণিত যে শপথনামার বিবৃতি হলফের দ্বারা সাক্ষ্যকারীকে স্থানীয় মাতৃভাষা অথবা ইংরাজীতে পাঠ করানো হইয়াছে (যেমন ক্ষেত্র বিশেষে) এবং হলফের দ্বারা সাক্ষ্যকারী তাঁহার ইঙ্গিতমত ইহা সঠিকভাবে খসড়া করা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার পরে সহি করিয়াছেন।

....

(আইনজীবির সহি)

নং ৩ — অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে অপরপক্ষ স্বামীর দ্বারা কারণ প্রদর্শন

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

অথবা

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

বিবিধ মামলা নং ....

... . দরখাস্তকারী

বনাম

.... অপরপক্ষ

অন্তবর্তীকালীন খোরপোষের প্রার্থনার বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন অপবপক্ষ, শ্রী ....

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত ভরণপোষণের দরখাস্ত ও অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণের বর্তমান দরখাস্ত আইনেব দৃষ্টিতে সমর্থনীয় নহে।

(২) এই দরখাস্তের সকল অভিযোগ মিথ্যা এবং ভরণপোষণের মিথ্যা দাবীর উদ্দেশ্যে বিকৃত উক্তি।

(৩) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারীর স্ত্রী স্বর্ণালঙ্কার সমেত তাহার জিনিষপত্র লইয়া নিজের ইচ্ছায় এবং দবখাস্তকারী ও তাহার পিতামাতাকে না জানাইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী স্ত্রী দরখাস্তকারীকে পরিত্যাগ করিয়া জনৈক .... সহিত যিনি তাঁহাকে হরণ করার অপরাধে দোষী ব্যক্তি হইতেছেন তাঁহার সহিত শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৫) অপরপক্ষ ঘটনাটি পুলিশের নিকট প্রতিবেদন দিয়া জানান এবং ঐ ... . এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬/৩৭৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত থানা মামলা নং .... রেজিষ্ট্রীকৃত হয় .... তারিখে এবং দরখাস্তকারীকে উদ্ধার করা হয় এবং শিক্ষিত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট .... আদেশের দ্বাবা ব্যক্তিগত লিখিত প্রতিশ্রুতির দ্বারা তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার পরে তিনি তাঁহার পিতার গৃহে চলিয়া যান এবং সেই হইতে তিনি ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। এক্ষেত্রে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারায় বিবৃতি দিয়াছেন যে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত স্ব-ইচ্ছায় অপর পক্ষের গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসা প্রতিবেদন হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে দরখাস্তকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ই সম্প্রতি যৌন সংসর্গ করিয়াছেন।

(৬) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী শিশুকে তাঁহার পিতার গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন যেহেতু পক্ষদের কন্যাটি স্তন্যপায়ী শিশু এবং দরখাস্তকারী স্ত্রী অনিচ্ছাকৃতভাবে সন্তানটিকে তাঁহার হেফাজতে রাখিয়াছিলেন।

(৭) অপরপক্ষ প্রতি মাসেই রাজদূত সংবাদ পরিবেশনার দ্বারা ২০০ টাকা শিশুর জন্য পাঠাইতেছেন যাহা দরখাস্তকারী স্ত্রী সন্তানের পক্ষে গ্রহণ করিতেছেন।

(৮) যদিও ইহা সত্য যে অপরপক্ষ রেলের কর্মী এবং তাঁহার গৃহে অর্থ লইয়া যাইবার পরিমান ২০০০ হাজার টাকা নহে কিন্তু ১০০০ হাজার টাকার পরিবর্তে মাসিক ৮০০ টাকা বাদ দেওয়া হয় এই মর্মে যে অপরপক্ষ .... স্থানের মেডিকেল কলেজে তাঁহার পিতার হার্ট উন্মুখ অস্ত্রোপচারের .... এর জন্য কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দবখাস্তকারীর স্ত্রীর প্রসবের জনা অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এবং মামলার জন্যও পরবর্তীকালে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৯) অপরপক্ষের কৃষিক্ষেত্র হইতে আয় আছে এই অভিযোগও মিথ্যা এই তথ্যের উপর ভিত্তিতে যে তাঁহার নামে জমিটি বর্গায় রহিয়াছে এবং বর্গাদারগণ বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার অংশ প্রদান করিতেছেন না এবং মামলার কার্য্যাবলীগুলি জমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট চলাকালীন রহিয়াছে।

(১০) অপরপক্ষ .... জেলা বিচারকের আদালতে . ... কে পক্ষভুক্ত করিয়া যিনি .... উপরোক্ত ফৌজদারী মামলার আসামী তিনি বৈবাহিক মামলা নং .... তে একটি বিচ্ছেদের কার্য্যাবলী শুরু করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারী স্ত্রী উক্ত বৈবাহিক মামলার নোটিশ পাইয়া বর্তমান ভরণপোষণের দরখাস্ত দায়েব করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে অপরপক্ষের দ্বারার শপথকৃত-শপথপত্রের দ্বারা কারণ প্রদর্শন গ্রহণ করিবার পরে অনুগ্রহপূর্বক অন্তবর্তী ভরণপোষণের প্রার্থনা বাতিল করিবেন। এবং আপনার অপরপক্ষ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত আদিম দরখাস্তের বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শনে একই তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা দায়িত্বকে অস্বীকার করিয়া নিহিত থাকিবে।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরপক্ষের

ব্যক্তিগত হাজিরা বিলোপের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

অথবা

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

বিবিধ মামলা নং ... .

.... দরখাস্তকারী

বনাম

.... অপবপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ (২) ধারার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত হাজিরা বিলোপের জন্য দরখাস্ত

অপরপক্ষ

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আপনার দরখাস্তকাবী তাঁহাব আইনজীবি শ্রী .... এর মারফৎ এই মামলায় আপনার মহানুভবের দ্বারা .... তা-িখের নোটিশের দ্বারায় আদালতের সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়াছেন।

(২) দরখাস্তকারী সার্মরিক কার্যে রত হইয়া সম্প্রতি কাশ্মীরে কার্য্যরত আছেন এবং প্রায় জরুরী অবস্থার প্রাক্কালে তদন্তের সময় কালীন সময়ে তাঁহার পক্ষে প্রতিদিন আদালতে উপস্থিত হওযা সম্ভব নয় এবং তাঁহাব ব্যক্তিগত নাগরিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তাঁহার চাকরী পরিত্যাগ করিবার কোন অনুমতি তিনি পাইবেন না।

(৩) দরখাস্তকারী অপবপক্ষ তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবাব জন্য তাঁহার আইনজীবিকে পূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন এবং দরখাস্তকাবী দায়বদ্ধ হইয়াছেন যে আদালতের প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি উপস্থিত হইবেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া উপবিবর্ণিত দরখাস্তকারীর আইনজীবিকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য অনুমতি দিয়া অপরপক্ষের ব্যক্তিগত উপস্থিতিকে বিলোপ করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী অপরপক্ষ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা করিবেন।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সীমানাগত অধিকারক্ষেত্রের সংপ্রশ্নের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

অথবা

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

.... দরখাস্তকারী

বনাম

.... অপরপক্ষ

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১২৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত সীমানাগত অধিকারক্ষেত্রের সংপ্রশ্নের অপরপক্ষের দরখাস্ত

অপরপক্ষ ....

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) অপরপক্ষ স্বামী আপনার মহানুভবের .... তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মহানুভবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

(২) ঐ স্ত্রী দরখাস্তকারী একটি বিষয় গোপন করিয়াছেন এই মর্মে যে তিনি দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিবিধ মামলা নং .... তে অপর আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে মামলার কার্য্যাবলী শুরু করিয়াছেন এবং সেইহেতু দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্ভুক্ত বর্তমান দরখাস্তটি বাতিলযোগ্য এবং উপরন্তু ঐ ১২৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধিগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না এইভাবে যে একটি স্ত্রী তাঁহার ঠিকানা পরিবর্তনের সর্বসময়েই একই তথ্যের ভিত্তিতে একটি করিয়া নূতন দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

(৫) একই তথ্যের ভিত্তিতে নিষ্পত্তির পরে অন্য অধিকারক্ষেত্রের ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারায় বর্তমান মামলার সূচনা স্বামী অপরপক্ষের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে এইরূপ আশ্রয়স্থল অনুশীলন করা হয় নাই।

সুতরাং ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ রূপ কার্য্যাবলী পূর্বেই বাতিল করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী অপরপক্ষ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ ধারার বিধানে একতরফা আদেশকে বাতিল করার জন্য দরখাস্ত

আদালত ....

বিবিধ মামলা নং ....

.... দরখাস্তকারী

বনাম

.. .. অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬(২) ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত একতরফা ভরণপোষণের আদেশকে বাতিল করার জন্য দরখাস্ত

উপরোক্ত নামের অপরপক্ষ ....

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ স্বামী অপরপক্ষ কাশ্মীরে সামরিক কর্মপদে আসীন আছেন যে স্থানে .... তারিখে তাঁহাকে .... হইতে তলব করা হইয়াছিল যে স্থানটি আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে রহিয়াছে এবং যে স্থানে স্ত্রী দরখাস্তকারী দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

(২) দরখাস্তকারী অপরপক্ষের পূর্বতম ঠিকানায় নোটিশটি পাঠাইবার জন্য স্ত্রীর দাখিলকৃত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে দরখাস্তকারী অপরপক্ষ কিছুই জানিতে পারেন নাই যদিও কাশ্মীরে তাঁহার পদের অকস্মাৎ স্থানান্তরিত হইবার বিষয়ে তাঁহার স্ত্রী জানিতেন এবং আপনার মহানুভবের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোযানা সাধারণ মারফত জারী হইবার সময়েই .... তারিখে দরখাস্তকারী কার্য্যাবলী সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছেন।

(৩) দরখাস্তকারী কার্য্যাবলীকে আদৌ পরিত্যাগ করেন নাই।

(৪) একতরফা আদেশকে বাতিল করিবার জন্য এই দরখাস্ত তিনমাসের মধ্যে দাখিল হইতেছে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে .... তারিখের একতরফা আদেশকে বাতিল করিয়া অপরপক্ষ স্বামীকে কার্য্যাবলীতে বিরোধিতা করিবার সুযোগ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী অপরপক্ষ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ (১) তাঁমাদি আইনের ৫ ধারা তিনমাসের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে কিন্তু বিলম্বের কারণ হইলে তাহা হলফনামার দ্বারা সহায়ক হইতে হইবে। একতরফা আদেশের জানিবার তারিখ হইতে তিনমাসের সময়সীমার প্রবর্তন হইবে।

(২) ৬নং এর এইরূপ একটি দরখাস্ত একটি হলফনামার দ্বারা সহায়ক হইতে পারে অথবা দরখাস্তকারীর সহির দ্বারা সত্যাখ্যান হইতে পারে।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত পিতা অথবা মাতার পুত্র অথবা কন্যার বিরুদ্ধেয় ভরণপোষণের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

অথবা

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ....

বিবিধ মামলা নং ....

দরখাস্তকারী	অপরপক্ষ
শ্রীমতী .... (নাম)	.... (নাম)
স্বামীর নাম মৃত	মৃত বাবার নাম .. ..
ঠিকানা	ঠিকানা ....
পোঃ	পোঃ ....
থানা	থানা ....
জেলা	জেলা ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারায় ভরণপোষণের দরখাস্ত দরখাস্তকারীব বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) আপনার দরখাস্তকারী ৬৫ বৎসর বয়স্কা বিবিধ ব্যাধিতে রোগাক্রান্তা একজন বৃদ্ধা বিধবা মহিলা।

(২) অপরপক্ষ দরখাস্তকারীর একমাত্র পুত্র।

(৩) দরখাস্তকারীর স্বামীর জীবিত অবস্থায় অপরপক্ষ দরখাস্তকারীকে এবং তাঁহার পিতাকে দেখাশুনা করিতেন কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় দরখাস্তকারী লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে অপরপক্ষের বিবাহেব পরে তাহার আচরণে ধীরে ধীবে পরিবর্তন আসিযাছিল।

(৪) দরখাস্তকারীব স্বামীর .... তাবিখে মৃত্যু হইয়াছিল, মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই অপরপক্ষ তাহার স্ত্রীকে লইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেই অবধি একটি ভাড়া করা গৃহে বাস করিয়া আসিতেছেন।

(৫) দরখাস্তকারীর নিজস্ব আয় নাই। তাঁহার পুত্র চাকরীরত অবস্থায় চাকরী এবং ভাড়া হইতে মাসিক ২৪০০ টাকা আয় করিতেছেন এবং দরখাস্তকারীকে অবহেলা করিতেছেন, যখনই তিনি অপবপক্ষের নিকট হইতে অর্থ চাহিয়াছেন তিনি এক কপর্দ্দকও দিতে অস্বীকার করেন এবং সেই কারণে খাদ্য এবং ঔষধের জন্য তাঁহাকে আত্মীয়দের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

(৬) দরখাস্তকারীর গৃহে তিনজন ভাড়াটিয়া আছেন কিন্তু অপরপক্ষ স্বয়ং ভাড়া সংগ্রহ করেন। তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজে ভাড়া গৃহে যাইবার প্রাক্কালে এইসকল ভাড়াটিয়াদের ঘরগুলি ভাড়া দিয়া যান।

(৭) দবখাস্তকারী উপবাসের চরম সীমায় রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক অপরপক্ষকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা দিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

টিপ্পনী ঃ বর্তমানে একজন নির্ভরশীল ব্যক্তি ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ২৫ আইনের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে মাসিক ১,৫০০ টাকা পর্য্যন্ত পাইবার অধিকারী এবং তিনি

কার্য্যাবলীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কার্য্যাবলী চালাইবার জন্য খরচ বাবদ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাইতে পারেন।

নং ৮ — পিতামাতার দ্বারা দাখিলকৃত কার্য্যাবলীতে পুত্র/কন্যার কারণ দর্শান

আদালত:

বিবিধ মামলা নং

দরখাস্তকারী

বনাম

অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার কার্য্যাবলীতে বিভূতিপুত্র বিরুদ্ধে কারণ দর্শান

অপরপক্ষ (নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক

(১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে অপরপক্ষের মাতার অর্থাৎ দরখাস্তকারীর ভরণপোষণের দরখাস্ত এই আদালতে সমর্থনীয় নহে যেহেতু দরখাস্তকারীর বসবাসের জিলা দরখাস্তকারীর মায়ের জিলা হইতে পৃথক এবং সেই হেতু মাতা দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবের নিকট দরখাস্ত দায়ের করিতে বাধা যেহেতু আপনার মহানুভবের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার বাসস্থান রহিয়াছে

(২) দরখাস্তকারী মায়ের ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাড়ার জন্য নিজস্ব আয় রহিয়াছে এবং বাস্তবতঃ অপরপক্ষ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময় তাহার মাতার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

(৩) অপরপক্ষের স্থানান্তরকারী চাকরীর জন্যই চাকরীতে যোগ দিবার জন্য তাহার নিজ গৃহ হইতে দূরে থাকিতে হইয়াছে।

(৪) অপরপক্ষের মাতার তাঁহার পুত্রবধূর প্রতি এক ঔদাস্য ধারণা হইয়াছে এবং সম্প্রতি অভিযোগের প্রবণতা তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে এবং ভাড়াটিয়াদের মধ্যে যে কেহ ভাড়া প্রদানের ব্যতিক্রম ঘটিলে অপরপক্ষের নিকট অর্থ দাবী করিতেন এবং প্রত্যেকটি ঘটনাতেই অপরপক্ষ ভাড়া প্রদানে খেলাপকারী ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে ভাড়া সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মাতাকে প্রদান করিতেন।

(৫) অপরপক্ষ তাঁহার মাতা দরখাস্তকারীকে কখনও অবহেলা অথবা ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করেন নাই

(৬) অপরপক্ষের তাঁহার চাকরী হইতে গৃহের জন্য ১৮০০ টাকা আয় রহিয়াছে এবং এই নিম্ন আয়ে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ও দুইটি নাবালক সন্তানের ভরণপোষণ চালান, গৃহের ভাড়া দেন এবং সন্তানদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে অপরপক্ষের মায়ের ভরণপোষণের দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিবেন।

এবং আপনার অপরপক্ষ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৭ ধারার বিধানে ভাতা বর্দ্ধনের জন্য দরখাস্ত

আদালত ....

বিবিধ মামলা নং ....

.... দরখাস্তকারী

বনাম

.... অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৭ ধারার বিধানে মাসিক ভাতা বর্ধনের জন্য দরখাস্ত

দরখাস্তকারী ....

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) ঐ উপরিবর্ণিত মামলায় আপনার মহানুভবের কার্য্যালয়ের পূর্বসুরী সন্তুষ্টচিত্তে .... তারিখের আদেশের বলে দরখাস্তকারীর জন্য ৪০০ টাকা হারে এবং নাবালক সন্তানদের জন্য ২০০ টাকা হারে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(২) ঐ তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মূল্য যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে তেমনি জীবনযাত্রার মানেরও বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

(৩) দরখাস্তকারীর কন্যা শিশুবিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে দরখাস্তকারীকে আদালত প্রদত্ত সীমিত ভাতা হইতে খরচ করিতে হইয়াছে।

(৪) অপর পক্ষের চাকরীতে পদোন্নতি ঘটিয়াছে এবং তাঁহার মাহিনা ২০০০ টাকা হইতে বর্ধিত হইয়া মাসিক ৩,৫০০ টাকা হইয়াছে।

(৫) দরখাস্তকারী মাসিক মোট ভাতা ৭০০ টাকা হইতে দুই দিক রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অপরপক্ষকে দরখাস্তকারীর জন্য ৫০০ টাকা এবং কন্যার জন্য ৫০০ টাকা দিবার নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১০ — ভরণপোষণ প্রদানের ব্যর্থতার জন্য কয়েদবাসের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ১৮ অনুযায়ী)

.... জেলের ভাবপ্রাপ্ত আধিকারিকের প্রতি

এমতাবস্থায় (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা) আমার নিকট ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার স্ত্রী (নাম) ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট সঙ্গতি রহিয়াছে। অথবা তাঁহার সন্তান (নাম) অথবা তাঁহার পিতা অথবা মাতা (নাম) যিনি কারণবশতঃ (কারণটি বর্ণনা করিবেন) মহিলা নিজেকে (অথবা পুরুষকে) চালাইতে অসমর্থ হইয়াছেন এবং অবহেলিত হইতেছেন (অথবা অস্বীকৃত) হইতেছেন এবং একটি আদেশ যথাযথভাবে দেওয়া হইয়াছে এই মর্মে যে ঐ . ... নামে ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া হউক যে তিনি যেন তাঁহার স্ত্রীকে (অথবা সন্তান অথবা পিতামাতাকে) মাসিক ... . অর্থ খোরপোষ বাবদ দেন এবং এমতাবস্থায় ইহা অধিকতর প্রমাণিত হইয়াছে যে .... নামধারী ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ অমান্য করিয়া .... মাসের (অথবা মাসগুলির) .. .. অর্থ খোরপোষ বাবদ দিতে খেলাপ করিয়াছেন।

এবং ইহার পর তাঁহাকে .. .. সময়ের জন্য হাজত বাস করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইহার দ্বারা আপনাকে অধিকার দেওয়া হইতেছে এবং জানানো যাইতেছে যে আপনি জেল হাজতবাসের তত্ত্বাবধানে ঐ গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সহিত .... নামটি রক্ষিত রাখিবেন এবং ঐ আদেশ আইনানুগভাবে জারী করিবেন এবং লিখিত স্বাক্ষরের দ্বারা জারীর পদ্ধতি প্রমাণ করিয়া গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যর্পণ করিবেন।

তারিখ .... তারিখ ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নং ১১ — ক্রোক এবং বিক্রয়ের দ্বারা ভরণপোষণের জন্য অর্থ প্রদান কার্য্যকরী করিবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ১৯ অনুযায়ী)

(১২৫ ধারা দেখুন)

প্রতি (পুলিশ আধিকারিক অথবা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিবার জন্য ব্যক্তির নাম এবং গন্তব্যস্থল)

এতদ্বর্থে একটি আদেশ যথাযথভাবে হইয়াছে এই মর্মে যে .... (নাম) কে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাঁহার স্ত্রীকে (অথবা সন্তান অথবা পিতা অথবা মাতাকে) .... পরিমাণ অর্থ মাসিক ভরণপোষণ দিবার জন্য এবং এতদ্বারা ঐ .... (নাম) ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ অমান্য করিয়া .... পরিমাণ অর্থ . ... মাসের (অথবা মাসগুলির) ভরণপোষণ বাবদ দিতে অপারগ হইয়াছেন।

ইহার দ্বারা আপনাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং জানানো যাইতেছে এই মর্মে যে আপনি .... নামে .... জিলার মধ্যে .... নামের সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবেন এবং যদি এই দিনের মধ্যে (দিন অথবা ঘণ্টা বর্ণনা করিবেন) ক্রোকের পরে ঐ অর্থ প্রদান করা না হয় অথবা তৎক্ষণাৎ প্রদান কৃত না হয় তাহা হইলে ক্রোককৃত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে অথবা ঐ অর্থের পরিমাণগত সম্পত্তি বিক্রীত হইবে, এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যর্পিত হইবে নামাঙ্কিত চিহ্ন সমেত ইহা প্রমাণ করিয়া যে আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে জারীর পরেই করিয়াছেন।

তারিখ .... দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নং ১২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারায় অবৈধ সন্তানের জন্য ভরণপোষণের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

বিবিধ মামলা নং .... সাল

শ্রীমতী পুষ্প থাপ্পা	শ্রী বীরবাহাদুর
স্বামীঃ বালবাহাদর থাপ্পা	পিতা ঃ বসন্তবাহাদুর
ঠিকানা ঃ ময়নাডাঙ্গা	ঠিকানা ঃ .. ..
পোঃ	পো ঃ ....
থানা	থানা ....
জেলা	জেলা ... .
নিশু থাপ্পা	
নাবালক পুত্রের পক্ষে	
দরখাস্তকারী	অপরপক্ষ

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীল হইতে নিদর্শ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১২৫ ধাবায দবখাস্তকাবাব অবৈধ সন্তানেব ভবণপোষণেব জন্য দবখাস্ত

উপবিবর্ণিত দবখাস্তকাবী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথ কবিযা বলিতেছেন যে

(১) দবখাস্তকাবীব স্বামী বালবাহাদুব থাপ্পা দবখাস্তকাবীকে ১৩/১৪ বৎসব পূর্বে পবিত্যাগ কবিযাছেন এবং তাহাকে বহুদিন ধবিযা অন্বেষণ কবিযাও দবখাস্তকাবী তাহাকে খুঁজিযা পান নাই এবং তাহাব স্বামী জীবিত কি মৃত তাহা তিনি জানেন না।

(২) দবখাস্তকাবীব কোন আযেব উৎস নাই এবং তিনি দবজায দবজায ভিক্ষা বৃত্তি কবিযা নিবাশ্রয হইযা নাবালক সন্তানদেব লইযা বসবাস কবিতেছেন।

বেল স্টেশনেব নিকটবর্তী পূর্ব বেলওযেব খাস বেলসম্পত্তিব উপব

থানাব নিকটবর্তী এই আদালতেব অধিকাবক্ষেত্রেব মধ্যে ঝুপড়ী তৈযাবী কবিযা তিনি বসবাস কবিতেছেন।

(৩) দবখাস্তকাবীব স্বামী বাচ্চু এবং বাবু নামে দুইটি সন্তানসহ দবখাস্তকাবীকে পবিত্যাগ কবিযাছেন। স্বামীব দ্বাবা দবখাস্তকাবী পবিত্যক্ত হইবাব পবে অপবপক্ষ, যিনি একজন অবিবাহিত ব্যক্তি এবং লাল বম বিভাগে কর্মীদক্ষ হিসাবে কর্মবত আছেন তিনি দবখাস্তকাবীকে অনুবোধ কবিযাছিলেন এই মর্মে যে তিনি তাঁহাব ঝুপড়ীতে অর্থপ্রদানকাবী অতিথি হিসাবে তাহাকে গ্রহণ কবিবেন এবং ইহাব জন্য তাহাকে সুসম্মানার্থ অর্থ প্রদানেব প্রতিশ্রুতি দিযা অপবপক্ষ দবখাস্তকাবীকে অর্থপ্রদানকাবী অতিথি হিসাবে গ্রহণ কবিতে প্রলোভিত কবিযাছিলেন এবং ইহাব পব দবখাস্তকাবীকে প্রলুব্ধ কবিবাব পব শেষ পর্যন্ত কাম প্রবৃত্তিতে আত্মসমর্পণ কবিযাছিলেন।

(৪) অপব পক্ষেব সহিত যৌনসংসর্গেব ফলে ৯.৯.৮১ তাবিখে নিশুথাপ্পা নামে দবখাস্তকাবীব দ্বাবা একটি সন্তান জন্মগ্রহণ কবে এবং সন্তানটিব বর্তমানে ১০ বৎসব বযস। সন্তানেব জন্মেব পবেও অপবপক্ষ দবখাস্তকাবীব সহিত বসবাস কবিত কিন্তু ২৫.১১.১৯৯৫ তাবিখে অপবপক্ষ দবখাস্তকাবীকে পবিত্যাগ কবেন এবং অন্বেষণ ও তদন্তেব দ্বাবা দবখাস্তকাবী জানিতে পাবেন যে অপবপক্ষ অপব একটি স্ত্রীলোকেব সহিত বসবাস কবিতে শুরু কবিযাছেন।

(৫) অপবপক্ষ দবখাস্তকাবীকে ভোগ কবিযা প্রতাবিত কবিযাছেন এবং ৯.১২.৯৫ তাবিখে দবখাস্তকাবী অপবপক্ষেব কার্যালযে যাইযা তাঁহাব সন্তানেব জন্য ভবণপোষণ দাবী কবেন কিন্তু অপবপক্ষ কোন অর্থ প্রদান কবিতে অসম্মত হন এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ কবিযা দবখাস্তকাবীকে বহিস্কৃত কবিযা দেন।

(৬) দবখাস্তকাবীব কোন আয নাই এবং সেহেতু তিনি অপবপক্ষেব সন্তানকে পালন কবিতে পাবেন না এবং অত্যন্ত দুবস্থায তাঁহাবা দিনযাপন কবিতেছেন।

(৭) অপরপক্ষ লোককর্ম বিভাগে মাসিক ৩০০০ টাকা মাহিনা বাড়িতে লইয়া গিয়া কর্মরত পাহারাদার রূপে চাকরীতে আসীন আছেন।

সুতরাং ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অপরপক্ষকে তাঁহার অবৈধ সন্তান শিশু থাপ্পার জন্য মাসিক ১০০০ হাজার টাকা ভরণপোষণ দিতে নির্দেশ করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ১৩. ১২. ১৯৯৫

নং ১৩ — নাবালক সন্তানের পক্ষে অভিযুক্ত কল্পিত পিতার উপর ভরণপোষণের দাবির বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি

শ্রী ... ... এব আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত আদালত ....

বিবিধ মামলা নং ১৬৫/১৯৯৫

শ্রীমতী পি থাপ্পা (দরখাস্তকারী)

বনাম

শ্রী বীরবাহাদুর (অপরপক্ষ)

অপবপক্ষ দেব বাহাদুর মহাশয়ের লিখিত আপত্তি এবং বর্ণনাপত্র

শ্রী .... এর আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত আদালত ....

বিবিধ মামলা নং ১৬৫/১৯৯৫

শ্রীমতী পি থাপ্পা (দরখাস্তকারী)

বনাম

শ্রী বীরবাহাদুর (অপরপক্ষ)

অপরপক্ষ, দেব বাহাদুরের লিখিত আপত্তি এবং বর্ণনাপত্র ঃ

(১) দরখাস্তকারী পি থাপ্পার দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার দাখিলকৃত দরখাস্ত তাঁহার সন্তান শিশু থাপ্পার পক্ষে আইনেব দৃষ্টিতে অচলযোগ্য এবং ইহা বাতিলযোগ্য।

(২) ঐ নাবালক সন্তান পক্ষে দরখাস্তকারীর ভরণপোষণের দবখাস্তে নিহিত সকল অভিযোগ এবং তথ্যকথন সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, উচ্চতর মানহানিকর এবং

সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এবং যেহেতু দবখাস্তকাবী পি থাপ্পা অপবপক্ষেব বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্যকথিত এবং মিথ্যা দাবী কবিযাছেন, সেইহেতু দবখাস্তকাবী ভাবতীয দণ্ডবিধান আইনেব ১৯৩/১৯৯/২০৭/২০৯/২১০ ধাবাগুলি মতে অভিযুক্ত হইবাব জন্য দাযী থাকিবেন।

(৩) দবখাস্তকাবী পি থাপ্পা একজন বিবাহিতা মহিলা এবং তিনি তাঁহাব স্বামীব সহিত বিবাহেব সময হইতে একই স্থানে অর্থাৎ বেলওযে ষ্টেশনেব নিকট বেলেব জমিব ঝুপড়ীতে বসবাস কবিযা আসিতেছেন এবং মামলাব উদ্দেশ্যে তিনি এই ঘটনা গোপন কবিযাছেন অর্থাৎ দবখাস্তকাবীব স্বামী বালবাহাদুব অপবপক্ষেব সহকর্মী এবং অপবপক্ষেব সহিত এখনও পর্যন্ত একই বিভাগে কাজ কবেন, কিন্তু দবখাস্তকাবী তাঁহাব তথ্যকথনে বলিযাছেন যে তাঁহাব স্বামী ১৩/১৪ বৎসব দবখাস্তকাবীকে ত্যাগ কবিযাছেন।

(৪) অপবপক্ষ এবং দবখাস্তকাবীব স্বামী উভয পক্ষেব একই গোত্র এবং স্বজাতি স্থানীয এবং ১১/১২ বৎসব পূর্বে যখন অপবপক্ষ অবিবাহিত ছিলেন তখন দবখাস্তকাবীব স্বামী অপব পক্ষকে তাহাব গৃহে মাসিক ১৫০ টাকা হিসাবে অর্থপ্রদানকাবী অতিথি রূপে থাকিবাব জন্য অনুবোধ কবেন এবং অপবপক্ষ সবল বিশ্বাসে ঐ অনুবোধ সমর্থন কবিযা দবখাস্তকাবীব পবিবাবে অর্থ প্রদানকাবী অতিথিরূপে থাকিতে আবম্ভ কবেন কিন্তু কযেকমাস পবেই দবখাস্তকাবী এবং তাঁহাব স্বামী নানা অছিলায অপবপক্ষেব নিকট হইতে অর্থ লইতে শুরু কবেন, কিন্তু অপবপক্ষেব সহিত দবখাস্তকাবীব কোন যৌন সংসর্গ ছিল না।

(৫) ঐ ১০/১১ বৎসব আগে দবখাস্তকাবী তাঁহাব নিজেব স্বামীব দ্বাবা অন্তঃস্বত্বা হইযা তাঁহাব নিজ গ্রামে শিশু থাপ্পা নামে এক সন্তান প্রসব কবেন।

(৬) গত বৎসব অর্থাৎ ২৫ ১১ ৯২ তাবিখে দবখাস্তকাবী এবং তাঁহাব স্বামী অপবপক্ষেব নিকট হইতে প্রতিমাসে ব্যযেব জন্য বিবাট অঙ্কেব অর্থ দাবী কবিতে আবম্ভ কবেন এবং তাঁহাদেব বর্ধিত চাহিদাব অর্থেব দাবী না মিটাইতে পাবাব জন্য অপবপক্ষ তাঁহাদেব গৃহ ত্যাগ কবিযা একটি ভাড়া গৃহে বসবাস শুরু কবেন এবং পববর্তীকালে তিনি স্থানেব লোকবল বিভাগেব কার্য্যালযে বসবাস কবিতেছেন। তবে দবখাস্তকাবী এবং তাঁহাব স্বামী অপবপক্ষেব একাকী গৃহত্যাগ পছন্দ কবেন নাই এবং তাঁহাবা নানাভাবে তাঁহাকে উত্যক্ত কবিতেছেন।

(৭) ৮/৯ মাস পূর্বে দবখাস্তকাবী এবং তাহাব স্বামী কিছু দুষ্কৃতিকাবীদেব লইযা অপবপক্ষেব কার্য্যালযে এক স্বর্গীয মুহূর্তে আসিযা উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে জোবপূর্বক হবণ কবিতে চেষ্টা কবেন এবং নির্দযভাবে প্রহাব কবিয়াছিলেন কিন্তু অপবপক্ষেব চীৎকাব শুনিযা স্থানীয লোকেবা ঐ স্থানে আসিযা উপস্থিত হওযায অপবপক্ষ বক্ষা পাইযাছিলেন এবং পবেব দিন সকালে অপবপক্ষ স্থানীয পুলিশ ফাঁড়ি এবং কার্য্যালযেব কর্তৃপক্ষেব নিকট বিষযটি প্রতিবেদন কবেন।

(৮) ঐ ৬.১২.৯৫ তারিখে অপরপক্ষ জনৈক গীতা বাহাদুরকে বিবাহ করেন এবং সেই হইতে দরখাস্তকারা এবং তাঁহার স্বামী বুঝিতে পারিয়াছেন যে অপরপক্ষকে তাহারা শোষণ করিতে আর পারিবেন না এবং অপরপক্ষের সহিত গীতাবাহাদুরের বিবাহ জানিতে পারার পর দরখাস্তকারী অপরপক্ষকে অযথা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে শিশু থাপ্পার তরফে বর্তমান ভরণপোষণের মামলাটি দাখিল করিয়াছেন।

(৯) দরখাস্তকারী এবং তাঁহার স্বামী অপরপক্ষকে মামলাতে হাজির না হইয়া প্রতিবাদ না করিবার জন্য বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অবিরত তাঁহারা অপরপক্ষকে শাসানি দিতেছেন এবং এমনকি ১১.১.৯৬ তারিখের রাত্রে দরখাস্তকারী এবং তাঁহার স্বামী কিছু দুষ্কৃতিকারীদের লইয়া অপরপক্ষের কার্য্যালয়ে তল্লাসী চালান এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া মামলাতে হাজির না হইবার জন্য শাসানি দেন অপরপক্ষ ১২.১.৯৬ তারিখে সাধারণ দিনপঞ্জী নং ৮৫৯ এর মারফত ঘটনাটির বিষয় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে প্রতিবেদন জানান। এতদ্ব্যতীত দরখাস্তকারী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৪/৪২০/৪৯৬ ধারায় প্রধান বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছিলেন।

(১০) দরখাস্তকারীর তথ্যকথন এবং দাবীর অসত্যতা দরখাস্তকারীর এবং শিশু থাপ্পার রেশনকার্ড হইতেই পরিদৃষ্ট হইবে এই মর্মে যে পরিবারের কর্তা হইতেছেন বালবাহাদুর, স্থানের এস সি বিদ্যালয়ের স্কুলের নথী হইতে প্রমাণিত হইবে যে শিশু থাপ্পা পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত হইতেছে বালবাহাদুরের ই এস আই কার্ড এবং সার্ভিস বুক প্রমাণ করিবে যে দরখাস্তকারী পুস্পা থাপ্পা তাঁহার মনোনীতর এবং তাঁহার তিনপুত্র বাজু, বাধু এবং শিশু থাপ্পা তাঁহার উপর নির্ভরশীল, ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শিশু থাপ্পা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কার্য্যালয়ে আসিয়া অপরপক্ষ এবং দরখাস্তকারীর স্বামীর এক বন্ধুর নিকট হইতে স্বামীর দ্বারা মনোনীত মাসিক ১০০ টাকা মাহিনায় ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং দরখাস্তকারী প্রায়ই কার্য্যালয়ে আসিয়া তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে অর্থ লইয়া যান। সেইহেতু অপরপক্ষ সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং এই উক্তি করেন যে ঐ শিশু থাপ্পা দরখাস্তকারী এবং তাঁহার স্বামীর বৈধ সন্তান এবং তিনি সাক্ষ্য আইনের ১১২ ধারায় আইনগত ভাবে শিশু থাপ্পাকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য নহেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে অপরপক্ষের দ্বারা দাখিলীকৃত লিখিত আপত্তি এবং বর্ণনাপত্র গ্রহণের পর আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীর দ্বারা দাখিলীকৃত তাঁহার নাবালক সন্তানের তরফে ভরণপোষণের দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিবেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫(১) (খ) ধারা অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩/১৯৯/২০৭/২১০ ধারায় অপরাধ করার জন্য নালিশ জানাইবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এবং আপনাব অপবপক্ষ, কর্তব্যবত হইয়া ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনা বত থাকিবেন।

স্থান

তাবিখ ১২ ২ ৯৬

নং ১৪ — ১৯৯২ সালেব পশ্চিমবঙ্গ আইনেব ২৫নং এর অধীনস্থ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫(১) ধারার অনুবিধির বিধানে অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণ খরচ এবং ব্যায়াদির দরখাস্ত

প্রধান বিচাবিব ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

বিবিধ মামলা নং সাল

দবখাস্তকাবী, পুষ্পা থাপ্পা

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) দবখাস্তকাবী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১২৫ ধাবাব বিধানে ভবণপোষণেব মূল দবখাস্তেব সহিত বর্তমান দবখাস্তটি অপবপক্ষ দেনবাহাদুবেব ঔবেব সন্তানেব জন্য একটি শপথবাক্য সমেত দাখিল কবিতেছেন।

(২) দবখাস্তকাবীব কোন আয় নাই এবং তাঁহাব পবিবাববর্গকে দেখিবাব জন্য এবং দবখাস্তকাবী ও নাবালক শিশুপুত্র নিতু থাপ্পাকে খাওয়াইবাব জন্য কেহ নাই

(৩) ঐ নাবালক শিশুপুত্রকে ভবণপোষণ কবিবাব জন্য এবং কার্য্যনির্বাহেব প্রয়োজনীয় খবচাদি মিটাইবাব উদ্দেশ্যে দবখাস্তকাবীব অবিলম্বে ভবণপোষণেব অর্থ প্রয়োজন এবং নাবালক সন্তান প্রায় অনাহাবে বহিয়াছে।

(৪) অপবপক্ষ লোককর্ম বিভাগেব কার্য্য হইতে মাসিক ৫০০০ হাজাব টাকা উপার্জন কবিতেছেন এবং অপবপক্ষ দবখাস্তকাবীব সহিত থাকিবাব প্রাক্কালে তিনি দবখাস্তকাবীকে এবং সন্তানকে বিলাসিতাব সহিত ভবণপোষণ কবিতেন এবং নাবালক সন্তানেব বিদ্যাশিক্ষাব সকল খবচাদি বহন কবিতেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহোদয় দয়াপবনশ হইয়া অপবপক্ষ দেব বাহাদুবকে নির্দেশ দিবেন এই মর্মে যে তিনি যেন দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১২৫ ধাবাব বিধানে কার্য্যাবলীব সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দবখাস্তকাবীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১২৫ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত বিধানেব দবখাস্ত দাখিলেব বায়সাপেক্ষেব জন্য ৫০০ টাকা এবং নাবালক সন্তান শিশু থাপ্পাব মাসিক ভবণপোষণ বাবদ ৬০০ টাকা কবিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ১৩.১৩.১৯৯৫

শপথনামা

আমি শ্রীমতী পুষ্প থাপ্পা, স্বামী বালবাহাদুর থাপ্পা, বয়স ৩৫ বৎসর, সাকিন ময়নাডাঙ্গা .... রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিবর্তী, থানা ...., হিন্দু ধর্মাবলম্বী, পেশা গৃহস্থালী। এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইয়া বলিতেছি;

(১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫(১) ধারার প্রকরণের অনুবিধির অন্তর্গত দরখাস্তের ১ হইতে ৪ এর অনুচ্ছেদের উক্তি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) অবশিষ্ট অংশ আদালতের সম্মুখে আমার প্রার্থনা

....

(দরখাস্তকারীর সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তকৃত

....

(সনাক্তকারীর সহি)

নং ১৫ — অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণের দরখাস্তের এবং ভরণপোষণ কার্য্যাবলীর খরচাদি এবং ব্যায়াদি সম্পর্কিত আপত্তি

শ্রী .... আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ... . অতিরিক্ত ....

বিবিধ মামলা নং ১৬৫/১৯৯৫

অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণের দাবীর এবং মামলার খরচাদি সম্পর্কিত আপত্তি।

অপরপক্ষ, দেববাহাদুর

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ লইতেছেন

(১) নাবালক সন্তানেব তরফে দরখাস্তকারী পুষ্প থাপ্পার দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত ভরণপোষণের দাখিলীকৃত দরখাস্ততে অপরপক্ষ ইতিমধ্যেই তাঁহার আপত্তি বিবৃত করিয়াছেন।

(২) দরখাস্তকাবীর পুষ্প থাপ্পাব কোন হেতুব কাবণ নাই যেহেতু তাঁহাব সন্তান স্বামী বালবাহাদুবেব বৈধ সন্তান যিনি জীবিত বহিযাছেন এবং যাঁহাব সহিত দবখাস্তকারী তাঁহাদেব বিবাহেব সময হইতেই এক নাগাডে বসবাস কবিযা আসিতেছেন।

(৩) দবখাস্তকাবী অপবপক্ষকে এবং দবখাস্তকাবীব স্বামীকে যিনি একই বিভাগে অপবপক্ষেব সহিত কর্মবত থাকিযা দবখাস্তকাবীকে এবং তাঁহাব শিশু থাপ্পা সমেত নাবালক সন্তান সহ অন্যান্য সন্তানদেব যথাযথ ভবণপোষণ দিতেছেন, সেই অপবপক্ষকে ভয দেখাইবাব উদ্দেশ্যে স্বামীব সহিত ষডযন্ত্র কবিয়া বন্য এবং মিথ্যা অভিযোগ কবিযাছেন এবং সেইহেতু মাসিক আয যাহা ৩০০০ হাজাব টাকা হইতে অনেক কম তাহা দবখাস্তকাবীব কোন উপকাবেই আসিবে না যেহেতু তিনি নাবালক সন্তানেব তবফে কোন ভবণপোষণ দাবী কবিবাব অধিকাবী নন।

(৪) ঐ যেহেতু দবখাস্তকাবী সম্পূর্ণরূপে মানহানিকব অভিযোগেব মাধ্যমে একটি মিথ্যা দাবী কবিযাছেন সেইহেতু মামলা প্রমাণ কবাব দাযিত্ব তাঁহাব উপব বর্তাইযাছে এবং ঐ কাবণে দবখাস্তকাবীকে সকল খবচ এবং ব্যযাদি বহন কবিতে হইবে এবং তিনি কপর্দকহীন নয বলিযা আইনগত সাহায্য গ্রহণ কবেন নাই এবং জেলাব অত্যন্ত ব্যযসাপেক্ষ আইনজীবি নিযুক্ত কবিযাছেন এবং সেইহেতু তিনি সন্তানেব তবফে দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১২৫ ধাবাব বিধানে আনীত কাল্পনিক কার্য্যাবলীব জন্য মামলাব খবচ পাইবাব অধিকাবী নন।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে দবখাস্তকাবীব নাবালক সন্তানেব জন্য অন্তবর্তীকালীন ভবণপোষণেব প্রার্থনা এবং চলতি কার্য্যাবলীব সিদ্ধান্ত না হওযা পর্য্যন্ত দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১২৫ ধাবাব বিধানেব দাখিলীকৃত দবখাস্তেব খবচাদিব অর্থেব প্রার্থনা বাতিল কবা হউক।

এবং অপবপক্ষ কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

স্থান

তাবিখ ১২ ২ ১৯৯৬

শপথনামা

আমি শ্রী বীববাহাদুব, পিতা শ্রী বসন্ত বাহাদুব সাকিন বযস ৩৭ বৎসব এতদ্বাবা পবিত্রভাবে ঘোষণা কবিতেছি এবং শপথ লইতেছি যে দবখাস্তকাবী তাঁহাব সন্তানেব অন্তবর্তীকালীন ভবণপোষণেব এবং মামলাব খবচ বাবদ দাবীব বিরুদ্ধে আপত্তি দবখাস্তেব ১ হইতে ৪নং অনুচ্ছেদে তথ্যকথন আমাব জ্ঞানমতে সত্য এবং আমাব আপত্তি দবখাস্তেব অবশিষ্ট অংশে আমাব প্রার্থনা।

(বীব বাহাদুবেব সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তকৃত

....

আইনজীবির মুহুরীর সহি

রেজিষ্টার্ড নং

নং ১৬ — ভরণপোষণের কার্য্যাবলীতে যৌথ আপোষের দরখাস্ত

বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত, ৫ম আদালত ....

বিবিধ মামলা নং .... সাল ....

.... (দরখাস্তকারী)

বনাম

.... (অপরপক্ষ)

দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষ উভয়ই

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ করিতেছে ঃ

(১) উভয় পক্ষের আত্মীয়দের এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যস্থতায় পক্ষরা দ্বন্দ্বগুলি মিত্রভাবে মীমাংসা করিয়াছে এবং বর্তমান কার্য্যাবলীর চালনার জন্য ভুলবোঝাবুঝি মিট্‌মাট্‌ হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে তাহারা শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করিবে।

(২) অদ্য দরখাস্তকারী স্ত্রীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য এবং আদালত হইতে নাবালক সন্তানদের লইবার জন্য অপরপক্ষ প্রস্তুত আছেন এবং দরখাস্তকারী স্ত্রী তাঁহার বৈবাহিক গৃহে যাইতে ইচ্ছুক।

(৩) দরখাস্তকারী স্ত্রী দুইটি পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে কার্য্যপ্রণালী চলিতে থাকা অবস্থায় অগ্রিম যাইতে ইচ্ছুক নন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অপরপক্ষের বিরুদ্ধে কার্য্যপ্রণালী বন্ধ করিয়া দিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

(দরখাস্তকারীর সহি)

....

(অপর পক্ষের সহি)

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৭ — অন্তবর্তীকালীন বক্রী ভরণপোষণের অর্থের আদায়ের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

জারী মামলা নং .... সাল ....

শ্রীমতী/শ্রীযুক্তা/শ্রী .... (দরখাস্তকারী)

ঠিকানা .... পোঃ .... থানা .... জেলা ....

বনাম

শ্রী .... (অপরপক্ষ)

ঠিকানা ....

পোঃ .... থানা .... জেলা ....

অন্তবর্তীকালীন বক্রী ভরণপোষণের অর্থের আদায়ের দরখাস্ত দরখাস্তকারী, শ্রীমতী/শ্রীযুক্তা ....

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ করিতেছেন

(১) ঐ .... তারিখের আদেশের দ্বারায় আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে (যিনি স্ত্রী, পিতামাতা অথবা সন্তান হইতে পারেন) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে ঐ ধারার দরখাস্তের তারিখ হইতে অর্থাৎ .... তারিখ হইতে মাসিক ৩০০ টাকা হিসাবে .... বিবিধ মামলায় অপরপক্ষকে প্রদান করিতে বলিয়াছেন এবং ৬ মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু অপরপক্ষ দরখাস্তকারীকে এক কপর্দকও দেন নাই যদিও দরখাস্তকারী দারুন দুরবস্থায় রহিয়াছেন।

(২) অপরপক্ষ মধ্যকালীন ভরণপোষণের দরখাস্তে বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে আপনার মহানুভবের দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে অন্তবর্তীকালীন ভরণপোষণের আদেশ দেবার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সেই হইতে তিনি নানা অছিলায় আদালত পরিত্যাগ করিতেছেন।

(৩) অপরপক্ষের নিকট হইতে ১৮০০ টাকা অর্থ প্রাপ্য হইতেছে এবং ঐ অর্থ আদালতের আদেশের দ্বারা কার্য্যাবলী ব্যতীত আদায় হইবে না।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে অন্তবর্তীকালীন বক্রী ভরণপোষণের অর্থ আদায়ের জন্য অপরপক্ষের বিরুদ্ধে একটি জারী মামলা রুজু করা হউক এবং অপরপক্ষকে বক্রী অর্থ প্রদানের জন্য একটি নোটিশ জারী হউক। এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৮ — অন্তবর্তীকালীন বক্রী অর্থ প্রদানের জন্য জারীর মামলায় নোটিশের বিরুদ্ধে অপরপক্ষের কারণ প্রদর্শন

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

জারী মামলা নং .... সাল ....

শ্রীমতী/কুমারী/শ্রী ....

ঠিকানা .... পোঃ .... থানা .... জেলা ... .

বনাম

শ্রী .... (অপরপক্ষ)

ঠিকানা .... পোঃ ... ... থানা .... জেলা ....

ভরণপোষণের বক্রী অর্থ প্রদান না করিবার জন্য অপরপক্ষের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারীর দরখাস্ত।

উপরোক্ত দরখাস্তকারী অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ করিতেছেন ঃ

(১) অদ্য .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ... . তারিখের জারীকৃত আসঞ্জনপত্র একটি প্রতিবেদন সমেত প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে এই মর্মে যে আসঞ্জনপত্র জারী করা যাইত না যেহেতু অপরপক্ষ গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করিয়াছে অথবা অঘোষিত স্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছে এবং অপরপক্ষকে ঐ পত্র জারীর সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

(২) ঐ অপরপক্ষ বক্রী অর্থ প্রদান করিবেন না এবং কঠোরপন্থা অবলম্বন না করিলে ভরণপোষণের অর্থ প্রদান করিবেন না।

(৩) বক্রী ভরণপোষণের অর্থের পরিমাণ ১৮,০০০ টাকা যেক্ষেত্রে চলতি মাসিক ভাতার পরিমাণ .... তারিখে হইবে .... টাকা।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে ভরণপোষণের অর্থ আদায়ের জন্য আসঞ্জন পত্র জারী করিবেন এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জারীর ভিত্তিতে তিনি গ্রেপ্তার হইলে বক্রী ভরণপোষণের অর্থ প্রদান না করা পর্য্যন্ত তিনি জেল হাজতে থাকিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে ভরণপোষণ এবং পৃথক বাসস্থানের জন্য দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

বিবিধ মামলা নং .... সাল ....

শ্রীমতী/কুমারী/শ্রী .... (দরখাস্তকারী)

ঠিকানা .... পোঃ .... থানা .... জেলা..................

বনাম

শ্রী ... ... (অপরপক্ষ)

ঠিকানা .... পোঃ .. .. থানা .... জেলা .. ..

বনাম

শ্রী .... (অপরপক্ষ)

ঠিকানা .... পোঃ ... . থানা .... জেলা
. .. .

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে ভরণপোষণের দরখাস্ত

উপরিবর্ণিত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষের বিবাহ . . তারিখে .. .. স্থানে হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান এবং আচার অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে।

(২) ঐ .... তারিখে যেমন ঐ বিবাহের ফুলসজ্জার দিন দরখাস্তকারী ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে অপরপক্ষ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি কিন্তু ইহার জন্য তিনি চিন্তান্বিত ছিলেন না এই ভাবিযা যে সাময়িক দুশ্চিন্তা, ত্বরান্বিভাব এবং ক্লান্তির জন্যই এই পুরুষত্বহীনতা ঘটিয়াছে; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি আবিষ্কার করিলেন যে তাঁহার ভবিষ্যৎ ধারণা সঠিক। তিনি অপরপক্ষকে চিকিৎসকের নিকট গিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য এবং যৌনজীবন সম্বন্ধীয় প্রেমের কিছু পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু অপরপক্ষ তাঁহার উপদেশের উপর কোন গুরুত্ব দেন নাই। ইহার পরিবর্তে তিনি দরখাস্তকারীর উপর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে আরম্ভ করেন।

(৩) অপরপক্ষ দরখাস্তকারীর উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করিতে শুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু দরখাস্তকারী দুই বৎসরের অধিককাল নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। অপরপক্ষ দরখাস্তকারীকে অবহেলা করিতেন এবং যথাযথভাবে তাঁহাকে খোরপোষ দিতেন না। চাবি দেওয়ালের মধ্যে তিনি বন্দী থাকিতেন। অপরপক্ষ একদিনের জন্যও তাঁহাকে বাড়ার বাহিরে লইয়া যাইতেন না। তিনি দরখাস্তকারীকে তাঁহার পিতামাতার নিকটও যাইবার অনুমতি দিতেন না। তিনি গভীরভাবে মদ্যপানাসক্ত থাকিতেন।

(৪) ঐ .... তারিখে অপরপক্ষ মধ্যরাত্রে তাঁহার গৃহে অভদ্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি শূকরের মত মদ্যপায়ী অবস্থায় ছিলেন। দরজায় প্রথম করাঘাতের শব্দে দরজা না খুলিয়া দিবার জন্য তিনি দরখাস্তকারীকে গালিগালাজ

করেন। তিনি নির্দয়ভাবে দরখাস্তকারীকে প্রহার করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারীর প্রতি তাঁহার চীৎকার এবং তীব্র গালিগালাজ প্রতিবেশীদের জাগ্রত করিয়াছিল। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দরখাস্তকারীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সকাল আন্দাজ ১১ ঘটিকায় তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া দরখাস্তকারীকে গালিগালাজ করিতে শুরু করেন এবং ইহার পর গৃহের বাহিরে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া পশ্চাত হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে তাঁহার গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার পিতার গৃহে যাইবার জন্য ২০্ টাকা অর্থ দেন।

(৫) ঐ .... সময় হইতে দরখাস্তকারী তাঁহার পিতাব গৃহে বাস করিয়া আসিতেছেন কিন্তু অপরপক্ষ দরখাস্তকারী সম্বন্ধে কোন খবর লন নাই। তিনি তাঁহার ভরণপোষণের জন্য কোন অর্থ প্রেরণ করেন নাই। দরখাস্তকারীর নিজস্ব কোন আয় নাই। তাঁহার পিতা বহু নির্ভরশীল ব্যক্তিকে বহন করিয়া একজন দরিদ্র ব্যক্তি হইতেছেন এবং সেই হেতু দরখাস্তকারী প্রায অনাহারে রহিযাছেন। যাহা হউক যৌনশক্তিহীন অপরপক্ষের সহিত বসবাস কবিতে হইলে নিষ্ঠুবতাই বোঝায়।

(৬) অপরপক্ষ .... স্থানে কর্মরত আছেন এবং ৩০০০ হাজার টাকা অর্থ উপার্জন করেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অপরপক্ষকে মাসিক ১৫০০ টাকা অর্থ ভরণপোষণ দিবাব নির্দেশ দিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী. কর্তব্যরত হইযা ইহার জন্য চিবপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ঃ ....

তারিখ ঃ ....

টিপ্পনী ঃ যেক্ষেত্রে স্বামী যৌন কর্তব্য সম্পাদনে অপারগ হইবেন সেইক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষে দাম্পত্য গৃহে শান্তিতে ক্রমান্বয়ে বাস করা চিরস্থায়ীরূপে দুশ্চিন্তা বলিয়া পরিগণিত হইবে। স্বামীর নিকট হইতে পৃথক বসবাস করা তাঁহার পক্ষে ভালভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং একইভাবে তাঁহাব বৈবাহিক মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। 1996 Cr LJ 392 (SC)।

ষষ্ঠ্য অধ্যায়

জনসম্পর্কিত বিরক্তিকর বিষয় অপসারণের দরখাস্ত

[Proceedings for Removal of Public Nuisance]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারার বিধানে কার্যাবলী

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং ....

দরখাস্তকারীদ্বয়	অপরপক্ষ
১.	(স্বয়ংসম্পূর্ণ চাকী চালানো কারখানার মালক)
পিতার নাম	
২.	সাকিন . ...
পিতার নাম	থানা ....
৩.	জেলা .. ..
পিতার নাম	
৪. শ্রীমতী	
স্বামীর নাম	
৫. শ্রীমতী	
বিধবা পত্নী, স্বামী স্বর্গীয়	
৬. শ্রীমতী	
স্বামীর নাম	

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারার বিধানে জনসম্পর্কিত বিরক্তিকর বিষয় অপসারনের জন্য দরখাস্ত

দরখাস্তকারীদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারীরা আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে .. .. থানার অধীনের বসবাসকারী হইতেছেন।

(২) অপরপক্ষের দরখাস্তকারীদ্বয়ের প্রতিবেশী অঞ্চলের প্লট নং ... ... মৌজা .... তে নিজস্ব গৃহগুলির নিকট নিজস্ব গৃহ আছে। অল্প কয়েকদিন হইল অপবপক্ষ তিনটি শ্রমিকসম্পন্ন একটি নামাঙ্কিত বোর্ড—স্বয়ং সম্পূর্ণ পেষণকারী যন্ত্র দিয়া একটি ছোট কারখানা তাঁহার গৃহের সম্মুখে ঐ প্লটে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি ঐ গৃহে বসবাস করেন না। অপর মহল্লায় তাঁহাব নিজস্ব বাসস্থান রহিয়াছে।

(৩) অপরপক্ষ অট্টালিকাব উদ্দেশ্যে পাথব ভাঙিবাব জন্য একটি যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিযাছেন এবং প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সামান্য কযেকঘণ্টা বাদ দিযা ঐ যন্ত্রটি চালাইতেন।

(৪) ঐ কাবখানা শহরেব ঘনবসতি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। মেসিন চলাকালীন মেসিনের শব্দটি বিরাটভাবে বিবক্তিব কাবণ হইযাছিল এবং এতই অসহ্য হইতো যে ঐ সময় প্রতিবেশীদেব জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ হইতো। স্থানীয় অঞ্চলে বহু হার্টের রোগী থাকিতেন এবং প্রতিবেশীদেব বাত্রে নিদ্রার এবং নিজেদের কর্মে মনঃসংযোগ করিবাব পক্ষে ব্যাঘাত ঘটাইতো। দরখাস্তকাবীরা জানিতেন না যে কেমন কবিযা অপরপক্ষ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে শব্দজাত যন্ত্রসমেত এইরূপ কাববাব প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি পাইযাছিলেন। শব্দটি একটি কণ্টক পর্য্যাযে হইযাছে এবং জনসাধারণের শাবীবিক অস্বাচ্ছন্দেব কাবণ ঘটাইযা জনসাধারণেব স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটাইয়াছে।

(৫) এই দরখাস্তেব শপথপূর্ণ উক্তিব সত্যতা স্থানীয অঞ্চলেব একজন দক্ষ ব্যক্তিব দ্বাবা স্থানীয তদন্তেব দ্বাবা ইহা প্রমাণিত হইবে।

এমতাবস্থায, ইহাই প্রার্থনা যে জনসাধারণেব মঙ্গলের জন্য জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিরক্তিকর বস্তু অপসাবণের উদ্দেশে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধাবার বিধানেব অন্তর্ভুক্ত একটি কার্যাবলী অঙ্কিত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকাবীবা কর্তব্যবত হইযা ইহার জন্য চিবপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তপশীল

টিপ্পনী ঃ জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিরক্তিকর বস্তু অপসারণের জন্য একটি দরখাস্ত ব্যক্তিগতভাবে দরখাস্তকারীর দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারার বিধানে সর্বসাধারণের রাস্তায় বাধা অপসারণের জন্য দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং ... .

দরখাস্তকারী	অপরপক্ষ
....	....
পিতা	পিতার নাম ... ...
ঠিকানা	ঠিকানা ... .
থানা	থানা . ...
জেলা	জেলা . ...

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারার বিধানে সর্বসাধারণের রাস্তায় বাধা অপসারণের জন্য দরখাস্ত

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক :

(১) দরখাস্তকারীর .... মৌজাতে ... . প্লট নং তে বসবাস করার গৃহ রহিয়াছে এবং ঐ একই মৌজাতে .... প্লট নং তে .... গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দরখাস্তকারীর গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে অপরপক্ষের গৃহ রহিয়াছে। অপরপক্ষের গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তার পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। ৭ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতের রাস্তার উপর অনধিকার দখল করিয়া সম্প্রতি অপরপক্ষ একটি সীমানা দেওয়াল নির্মাণ করিয়াছেন। রাস্তার উত্তর সীমানায় ইতিমধ্যেই গঠিত সীমানা দেওয়ালের প্রস্থ ৩ ফুট এবং ২০ ফুট বিস্তৃত। এইভাবে অনধিকার দখলের ফলে গরুর গাড়ী, রিক্সা ভ্যান এবং পথযাত্রীদের অসুবিধার কারণ ঘটিয়াছে।

(২) অপরপক্ষ বেআইনীভাবে অনধিকার দখলের দ্বারা প্রাচীর নির্মাণ করিয়া জনসাধারণের রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারার বিধান মতে একটি কার্য্যাবলীর সূচনা করিয়া অবিলম্বে বাধা অপসারণের জন্য অপরপক্ষকে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী; কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

তপশীল

ইঁটের তৈয়ারী পাকা প্রাচীর প্রস্থে ৩ ফুট লম্বা ২০ ফুট .... স্থাপিত অপরপক্ষের গৃহের .... প্লটে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পঞ্চায়েত রোডের উপর।

নং ৩ — জনসাধারণের অধিকারকে অস্বীকার করণের জন্য কার্যাবলী পরিচালনায় পক্ষের দ্বারা কারণ দর্শাণো।

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং ....

.... দরখাস্তকারী

বনাম

.... অপরপক্ষ

সর্ত আরোপিত আদেশের বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শণ

তারিখ ....

উপরিবর্ণিত অপরপক্ষ

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী অর্থাৎ .... আপনার মহানুভবকে .... তারিখের একতরফা শর্ত আরোপিত আদেশ গ্রহণের দ্বারা বিভ্রান্ত করিয়াছেন যাহাতে আপনার মহানুভব অপরপক্ষকে সংলগ্ন বেষ্টিত প্রাচীর অপসারণের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

(২) ইহা সত্য যে অপরপক্ষ তাঁহার গৃহ পঞ্চায়েতের রাস্তার সংলগ্নকালীন থাকার সময় হইতে যাহা তাঁহার গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া পূর্বদিক হইতে পশ্চিম প্রান্তে গিয়াছে একটি সীমানা প্রাচীর তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য গঠন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা সত্য নয় যে তিনি পঞ্চায়েতের রাস্তা অনধিকার দখল করিয়াছেন।

(৩) অপরপক্ষ প্লট নং .... ৩৫৭ শতক জমিভুক্ত তাঁহার নিজ জমিতে একটি পাকা প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং কোনরূপ দ্বন্দ্বকে পরিহারের জন্য তিনি প্রাচীরের বাহিরে অন্তত ১ ফুট তাঁহার জমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ অধিকারের নথিগুলি এবং অন্যান্য দস্তাবেজ হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে যে অপরপক্ষ তাঁহার নিজ জমিতেই প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন। পঞ্চায়েতের রাস্তাটি হইল কাঁচা রাস্তা। অপরপক্ষর দ্বারা প্রাচীর বেষ্টনের অংশটুকু পূর্বে বাঁশের বেড়া বেষ্টিত ছিল। শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিদর্শকের দ্বারা স্থানীয় পরিদর্শন করিলে

সংবাদবহনকারী অর্থাৎ দরখাস্তকারীর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইবে। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দরখাস্তকারীর বিতর্কিত রাস্তাটি সংশোধিত ভূমি জরিপের চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে .... তারিখে শর্ত আরোপিত আদেশটি বাতিল করিয়া দিবেন এবং অপরপক্ষকে ঘটনার তদন্ত ঘটাইবার বাধ্যকতা হইতে মুক্তি দিবেন।

এবং আপনার অপরপক্ষ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪২ ধারার অন্তর্ভুক্ত তদন্ত চলাকালীন অবস্থায় আসেধাজ্ঞার জন্য দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং ....

.... দরখাস্তকারী

বনাম

. ... অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪২ ধারার অন্তর্ভুক্ত আসেধাজ্ঞার প্রার্থনার জন্য দরখাস্ত

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে একটি শর্ত আরোপিত আদেশ দিয়াছিলেন এই মর্মে যে অপরপক্ষরা পঞ্চায়েত রাস্তার ধারে পথযাত্রীদের এবং যানশকটের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিয়া যে খনন কার্য করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু অপরপক্ষগণ তাহার নোটিশ পাইয়া জনসাধারণের অধিকার অস্বীকার করিয়া একটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেইহেতু আপনার মহানুভব সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য .... তারিখ নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

(২) আপনার মহানুভবের সম্মুখে কার্য্যাবলী চলিতে থাকা সত্ত্বেও অপরপক্ষরা মামলার স্থানে খনন কার্য্য চালাইতেছেন এবং বালি উত্তোলন করিতেছেন।

(৩) অপরপক্ষদের উপরোক্ত কর্ম জনসাধারণের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ অথবা আসন্ন বিপদের কারণ ঘটাইতেছে এবং সেইহেতু অপরপক্ষদের খনন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আসন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে অপরপক্ষদের অবিলম্বে মামলা সম্পত্তির স্থানে খনন কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য আসেধাজ্ঞার আদেশ

জাবী কবিবেন এবং/অথবা আপনাব মহানুভব উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে কবিযা অন্যান্য আদেশ জাবী কবিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ ১৪২ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত আসেধাজ্ঞাব আদেশ তদন্তেব যে কোন অবস্থায দেওযা যাইতে পাবে এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৩৩ ধাবাব বিধানে শর্ত আবোপিত আদেশ দেওযাব সমযই ইহা কবিবাব প্রযোজনীযতা নাই। [1978 All Cr C 207, 1978 Cri LJ (NOC) 193]। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪২ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিবাব সময ১৩৮ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত চূডান্ত আদেশ দিতে বিবত নহেন কিন্তু ১৩৩, ১৩৮ এবং ১৪২ ধাবাব একত্রিত অর্থে ম্যাজিস্ট্রেট ১৪২ ধাবায আদেশ দেওযা সত্ত্বেও মামলাটি চালাইবাব এবং ১৩৮ ধাবাব অর্থে চূডান্ত আদেশ দিবাবও অধিকাবী। [AIR 1936 Cal 692 38 Cri LJ 173]।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪১(২) ধাবাব অন্তর্ভুক্ত বিধানের বিরুদ্ধে কর্মরত পক্ষের নিকট হইতে খরচ আদায়ের জন্য দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

মামলা নং

এবং অন্যান্যবা (দবখাস্তকাবীবা)

বনাম

এব, অন্যান্যবা (অপবপক্ষদ্বয)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪১(২) ধাবাব অন্তর্ভুক্ত দবখাস্ত

দবখাস্তকাবীদেব বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক

(১) উপবোক্ত মামলায আপনাব মহানুভব তাবিখেব আদেশে সন্তুষ্টচিত্তে শর্ত আবোপিত আদেশ দিযাছেন এবং যথাযথ তদন্তেব পব আদেশটি সম্পূর্ণ কবিযাছেন এই নির্দেশেব মূলে যে অপবপক্ষবা জনসাধাবণেব বাস্তাব খুবই নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত চিহ্নিত মামলা সম্পত্তি অঞ্চলে তাঁদেব দ্বাবা সাধিত খননকার্য্য ভবাট কবিবেন। কিন্তু খননকার্য্য জনসাধাবণেব বিবাট এবং আসন্ন বিপদেব কাবণ ঘটাইলেও অপবপক্ষ আপনাব মহানুভবেব আদেশ পালন কবেন নাই এবং যে কোন মুহূর্তে সাংঘাতিক ধবণেব দুর্ঘটনা ঘটিবাব সম্ভাবনা আছে।

(২) বিষয়টিব গুরুত্ব অনুভব করিয়া কোন অঘটন পবিহাব করিবাব জন্য অবিলম্বে খনন পূর্ণ করিতে হইবে এবং দবখাস্তকাবীবা জনস্বার্থে খনন পূর্ণ কবিবার

কার্যে প্রস্তুত আছেন যদি আপনার মহানুভব আদালতের আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্যকারী অপরপক্ষদের নির্দেশ দেন যদিও তাঁহাদের কর্ম করিবার জন্য তাঁহাদের বশদ এবং ব্যক্তি তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

(৩) ঐ তারিখের চূড়ান্ত আদেশে আপনার মহানুভব একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপরপক্ষদের বিরক্তিকর বস্তু অপসারণের জন্য কর্ম সম্পাদন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহারা আদেশ পালন করেন নাই।

(৪) অপরপক্ষরা তাঁহাদের দ্বারা কর্ম সম্পাদিত বিরক্তিকর বস্তু অপসারণের জন্য খরচ বহন করিতে বাধ্য এবং তাহাদের ঐ খরচ প্রদানে অসম্মতির জন্য উহা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪১(২) ধারামতে তাঁহাদের সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করা উচিত।

(৫) দরখাস্তকারীরা অঙ্গীকার করিতেছেন যে তাহারা হিসাবপত্র দাখিল করিবেন। এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীদের বিরক্তিকর বস্তু অপসারণের জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন যাহাতে অপরপক্ষরা খরচ দিতে বাধ্য থাকেন এবং খরচ প্রদানের ব্যতিক্রম ঘটাইলে পরিণাম সম্বন্ধেও জানিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৬ — বিরক্তিকর অপসারণের জন্য আদেশ

(এই নিদর্শ দণ্ডপ্রণালি সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২০ নং অনুযায়ী আংশিকভাবে)

(১৩৩ ধারা দেখুন)

প্রতি (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা)

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আপনি জনসাধারণের রাস্তা ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের (অথবা অন্য জনসাধারণের স্থান) যেটি, ইত্যাদির (রাস্তা অথবা জনসাধারণের স্থানের বর্ণনা দিবেন) নিকট একটি বাধার (অথবা বিরক্তিকর বস্তুর কারণ ঘটাইয়াছেন (বাধা অথবা বিরক্তিকর বস্তুর কারণ ঘটাইবার বিবৃতি দিবেন) এবং ঐ বাধা (অথবা বিরক্তিকর বস্তু এখনও বর্তমান) ঃ

অথবা

এতদ্বারা ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আপনি মালিক অথবা অধ্যক্ষ রূপে ব্যবসা অথবা বৃত্তিতে যুক্ত আছেন (বিশেষ ব্যবসা অথবা বৃত্তি এবং উহার

স্থান বর্ণনা করিবেন) এবং উহা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের (অথবা স্বাচ্ছন্দের) পক্ষে ক্ষতিকারক এই মর্মে যে (ক্ষতিকারক ক্রিয়ার কি ভাবে কারণ ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিবেন) এবং তাহা অন্যত্র নিবারিত অথবা অপসারিত হওয়া উচিত।

নং ৭ — ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞপ্তি এবং চূড়ান্ত আদেশ

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২১নং অনুযায়ী)

(১৪১ ধারা দেখুন)

প্রতি (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা)

আমি এতদ্বারা আপনাকে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাইতেছি যে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে .... তারিখের .... সালের আদেশ যাহার দ্বারা আপনার উপর নির্দেশ হইয়াছে (আদেশের নির্দেশনা যথাযথভাবে বিবৃত করিবেন) যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথ। ঐ আদেশটি পূর্ণ হইয়াছে এবং এতদ্বারা আমি আপনাকে নির্দেশ দিতেছি এবং জানাইতেছি যে আপনি .... সময়ের মধ্যে (অনুমতিপ্রাপ্ত সময়টি ব্যক্ত করিবেন) আদেশটি পালন কবিবেন এবং আদেশ অমান্যর জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের প্রযোজ্য শাস্তির ঝুঁকি থাকিবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ ....

(আদালতের শীলমোহর)

(সহি)

নং ৮ — তদন্ত চলাকালীন আসন্ন বিপদের বিরুদ্ধে আসেধাজ্ঞা

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২২নং অনুযায়ী)

(১৪২ ধারা দেখুন)

প্রতি (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা)

যেহেতু .... তারিখের .... ১৯ আমার প্রদত্ত শর্ত আরোপিত আদেশের তদন্ত চলমান এবং ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ঐ আদেশে উল্লিখিত বিরক্তিকর বস্তু জনসাধারণের অতীব গুরুতর ক্ষতি অথবা আসন্ন বিপদের কারণ থাকায় ঐ বিপদ অথবা ক্ষতির প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় আসন্ন পদক্ষেপের জন্য আমি এতদ্বারা ১৯৭৩ সালের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪২ ধারার বিধান মতে আমি তদন্তের ফলাফল চলাকালীন সময় পর্য্যন্ত নির্দেশ দিতেছি এবং (সাময়িক রক্ষার জন্য

করণীয় কার্য্যের বিষয় ব্যক্ত করিবেন) অবিলম্বে ঐ কার্য্য করিতে আদেশ দিতেছি।
তারিখ .... দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নং ৯ — বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি নিষেধের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২২নং অনুযায়ী)

(১৪৩ ধারা দেখুন)

প্রতি (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা)

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইত্যাদি (২০নং অথবা ২৪নং নিদর্শের দ্বারা চালিত উপযুক্ত বর্ণনা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্ত করিবেন); আমি এতদ্বারা কঠিনভাবে আদেশ এবং নির্দেশ দিতেছি যে আপনি উক্ত বিরক্তিকর উৎপাদনের পুনরাবৃত্তি অথবা কার্য্য চালাইয়া যাইবেন না।

তারিখ .... দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নালিশী স্থাবর সম্পত্তির জন্য এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় দরখাস্ত

[Proceedings for Apprehended Danger and Proceedings for Dispute as to Immovable Property]

নং ১ — শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং

দরখাস্তকারী	অপরপক্ষ
পিতা মৃত	১
ঠিকানা	পিতা
থানা	২
জেলা	পিতা
	৩
	পিতা
	৪
	পিতা
	৫
	পিতা
	৬
	পিতা, দরখাস্তকারী এবং
	৩০ জনের অজানিত
	সকলের গ্রাম
	থানা
	জেলা

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪/১৪৪(২) ধারার দরখাস্ত

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক

(১) আপনার দরখাস্তকারী তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিগুলির মালিক এবং দখলদার হইতেছেন যাহা তিনি মৃত পিতা যিনি .... তারিখে সম্প্রতি মারা গিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২) অপরপক্ষগণ প্রকৃতিগত বিপদজনক এবং উন্মত্ত ব্যক্তি এবং তাঁহাদের আইন এবং আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা নাই এবং তাঁহাদের তপশীল সম্পত্তিতে অধিকার, স্বার্থ অথবা স্বত্ব নাই যেগুলি দরখাস্তকারীর একমাত্র দখলে রহিয়াছে। তাঁহারা গ্রামের মুখিয়া অথবা অঞ্চল প্রধান ১নং প্রতিবাদীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক দলভুক্ত হইতেছেন।

(৩) ঐ ১নং তপশীলে বর্ণিত আছে ৩৯ শতক পরিমাপে মূল্যবান ফলের বৃক্ষসমেত একটি বাগান এবং ২নং তপশীলে উল্লিখিত আছে ৪৫ শতক পরিমাপে একটি পুকুর (ডোবা) যাহাতে দরখাস্তকারী মৎস চাষ করিতেছেন এবং ঋতুগুলিতে তিনি ইহার জলের দ্বারা কৃষিক্ষেত্র গুলিতে চাষাবাদ করেন যাহা ইহার খুব সান্নিধ্যে রহিয়াছে এবং সম্পত্তিগুলি সংশোধিত পরচায় নথীভুক্ত রহিয়াছে এবং দরখাস্তকারী সরকারকে খাজনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

(৪) ঐ .... তারিখে অপরপক্ষগণ ১নং প্রতিবাদীর আহ্বানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি সভায় মিলিত হইয়াছিলেন এবং যিনি অপরপক্ষদের এবং সভায় জনসমাবেশকারী ব্যক্তিদের উত্তেজিত করিয়া একটি বক্তৃতা দেন এই মর্মে যে যেহেতু দরখাস্তকারী একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তি এবং বহু জমি সম্পত্তিগুলির মালিক হইয়া একজন ধনী ব্যক্তি সেইহেতু গ্রামবাসীদের রায়বাগানে (ক তপশীল) কুটীর নির্মাণের এবং রায়পুকুরে (খ তপশীল) মাছ ধরিবার অধিকার আছে এবং ঐ সভায় তাঁহারা .... দিন স্থির করেন যে তারিখে তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ইহা একটি জনসভা ছিল।

(৫) ঐ সভার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া দরখাস্তকারী বিষয়টি পুলিশ ফাঁড়িতে জানান।

(৬) ঐ .... তারিখে যদিও .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দুইজন বন্দুকধারী আরক্ষী ব্যক্তিকে পাঠাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু ১নং প্রতিবাদীর নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি সশস্ত্র ভাবে লাঠি, কোদালি টাঙ্গী, ধনুক, তীর এবং মাছধরবার জাল লইয়া জমিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া কুটীর নির্মাণের এবং মাছ ধরিবার চেষ্টা করেন কিন্তু সশস্ত্র আরক্ষী ব্যক্তিদের সতর্কতায় তাঁহারা পলায়ন করেন কিন্তু ঘোষণা করিয়া যান যে তাঁহারা দেখিয়া লইবেন কতক্ষণ আরক্ষীদের সাহায্যে দরখাস্তকারী এবং তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা পাইবে। ইহার পর দরখাস্তকারী ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট ঘটনাটি বিবৃত করেন এবং তিনি দরখাস্তকারীকে এক বিরাট

দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে বলিয়া একটি সংযম আদেশের জন্য আপনার নিকট আগমন করিবার পরামর্শ দেন।

(৭) ঐ অপরপক্ষদের অবিলম্বে সময়মত সংযম করিবার আদেশ দিয়া ভীত করিতে না পারিলে অপরপক্ষদের তরফ হইতে শান্তিভঙ্গের আসন্ন সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৮) পরিস্থিতি সঙ্কটজনক এবং অপরপক্ষদ্বয় যে কোন মুহূর্তে তাহাদের কার্য্য নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে পারেন এবং তখন অপরপক্ষদের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী কবিবার সময় থাকিবে না।

তথ্যগুলি এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া একটি একতরফা আদেশ দিবেন অপরপক্ষদের নির্দেশ দিয়া এই মর্মে যে তাঁহারা যেন 'ক' তপশীলের জমিগুলিতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া দরখাস্তকারীর শান্তিপূর্ণ দখলে হস্তক্ষেপ না করেন এবং 'খ' তপশীলে মৎস ধরিয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪(২) ধারার বিধানে সাধারণের শান্তি এবং প্রশান্তির বিঘ্ন না করেন এবং/অথবা জরুরী পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ অন্যান্য আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকাবী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

সংলাগ

(১) অধিকারের নথিপত্র

(২) রাজস্ব আদায়কারীর দ্বারা রাজস্ব রসিদগুলি

(৩) থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে উদ্দেশ্য করিয়া সাহায্যের জন্য লিখিত পত্রাবলীর প্রতিলিপিসমূহ এবং তাঁহাব প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদের পৃষ্ঠাঙ্কন।

তপশীল ক

'রায়বাগান' পরচায় উল্লিখিত, খতিয়ান নং .... প্লট নং ১৬৩৮, মৌজা .... থানা .... জেলা .... পরিমাপ ৩৯ শতক

নং ২ — শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ....

মামলা নং ... .

দরখাস্তকারী	অপরপক্ষগণ
১.	১. ....
পিতা	পিতা ....

ঠিকানা ....
থানা ....
জেলা ....

২. ....
(১নং অপরপক্ষের নাম)
পিতা ....
৩. ....
(১নং অপরপক্ষের নাম)
পিতা ....
সকলেই ....
থানা ....
জেলা ....

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। ঐ সম্পত্তির সান্নিধ্যে দরখাস্তকারীর নিজগৃহ রহিয়াছে। তিনি .. . . স্থানের সাবরেজেস্ট্রী কার্য্যালয়ে .... তারিখে একটি রেজিস্ট্রীকৃত দলিল সম্পাদনের দ্বারা .. . . নিকট হইতে জমিটি ক্রয় করিয়া এক বৎসরের অধিক জমিটি দখল করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

(২) ১নং প্রতিবাদী সর্বনিম্ন মূল্যে .... নিকট হইতে তপশীল বর্ণিত জমিটি চাহিয়াছিলেন কিন্তু দরখাস্তকারী উচ্চ বাজার মূল্য প্রস্তাব দেওয়ায় .... ঐভাবে দরখাস্তকারীকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং সেইহেতু অপরপক্ষরা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পোষণ করিতেছেন।

(৩) অদ্য অর্থাৎ .... ২০০০ . ... সকাল ৮ ঘটিকায় অপরপক্ষগণ অস্ত্রধারী হইয়া লাঠি শিকল এবং দড়ি লইয়া তপশীল বর্ণিত জমিতে দরখাস্তকারীর দ্বারা উৎপাদিত শষ্য ছেদনের জন্য অনধিকার প্রবেশ করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিবেশী কৃষকদের মধ্যস্থতায় তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন একটি প্রতিজ্ঞা রাখিয়া যে তাঁহারা লাঠিয়ালদের সঙ্গে লইয়া পুনরায় জমি দখলের জন্য আসিবেন যদিও জমিতে তাঁহাদের অধিকার অথবা স্বত্ব নাই তাহা সত্ত্বেও।

(৪) অপরপক্ষরা উন্মত্ত এবং বিপদজনক ব্যক্তি হইতেছেন এবং তাঁহারা যে কোন সময় তাঁহাদের ভীতি প্রদর্শনকে কার্য্যে রূপান্তরিত করিতে পারেন এবং সেইহেতু অপরপক্ষদের দ্বারায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৫) দরখাস্তকারী ঘটনাটি পুলিশকে জানাইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা দরখাস্তকারীকে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দরখাস্তকারীকে পরামর্শ দিয়াছেন।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া স্থানীয় অঞ্চলে শান্তি ভঙ্গের প্রতিরোধে দরখাস্তকারীর দখলীকৃত তপশীল বর্ণিত জমিতে হস্তক্ষেপণ না-করিবার জন্য অপর পক্ষদের সংযত করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আদেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনারত।

তপশীল

প্লট নং .... খতিয়ান নং .... মৌজা .... থানা .... জেলা ....

সংলাগ

১ বিক্রয় দলিল (খরিদকৃত কবুলিয়ত)

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাবলী লেখনীর জন্য দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের ... . আদালত

মামলা নং ....

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
শ্রীমতী	... .
স্বামীর নাম	পিতার নাম ....
গ্রাম	গ্রাম ....
থানা	থানা ....
জেলা	জেলা ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৫ ধারার দরখাস্ত

উপরোক্ত প্রথম পক্ষ

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ .... সময় হইতে প্রথম পক্ষ নিম্ন তপশীল উল্লিখিত আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে ৭ কাঠা সম্পত্তির দখলিকার হইতেছেন। তাঁহারা পিতার দ্বারা সম্পাদিত তাঁহার পক্ষে একটি রেজেস্ট্রীকৃত দানপত্র দলিলের দ্বারা তিনি সম্পত্তি অধিকার করিয়াছেন। সম্পত্তি অধিকার করিয়া তিনি তাঁহার দখলীকৃত সম্পত্তিটি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং একটি ছাউনিগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন যেটি সম্পূর্ণ হইবার জন্য কার্য্য চলিতেছে।

(২) ঐ .... তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ, তাঁহার নিজস্ব ভ্রাতা তাঁহার মাংসপেশীবহুল ব্যক্তিদের ট্রাকে করিয়া তৈয়ারী বেষ্টন সমেত আসিয়া উপস্থিত হন

এবং সে সময় প্রথম পক্ষ তাঁহার শ্রমিকদের লইয়া গৃহে কর্ম করিতেছিলেন ঐ সময় দ্বিতীয় পক্ষ এবং তাঁহার ব্যক্তিরা পুরাতন বেষ্টন ভঙ্গ করিয়া নূতন বেষ্টন ঐ স্থানে লাগাইয়া জোর করিয়া তাঁহাকে সরাইয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত করেন। তাঁহার মূল্যবান সামগ্রী গৃহে আছে।

(৩) প্রথম পক্ষ পুলিশকে ঘটনাটি জানান কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারী হস্তক্ষেপ করিবার পরিবর্তে তাহারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবার জন্য আপনার মহানুভবের নিকট শরণাপন্ন হইতে বলেন যদিও দ্বিতীয় পক্ষের দ্বারা শান্তিভঙ্গের সুযোগ রহিয়াছে যেহেতু প্রথম পক্ষ গৃহ হইতে তাঁহার মূল্যবান দ্রব্যগুলি পাইতে চাহিবেন এবং তাঁহার দ্বারা আইন অধিকৃত সম্পত্তিতে তাহার ভ্রাতা জোর করিয়া এবং বেআইনীভাবে তাঁহাকে বহিস্কৃত করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারা মতে কার্য্যাবলী লিখিবেন এবং দ্বিতীয়পক্ষের উপর বিজ্ঞপ্তি জারীর দ্বারা আইনসম্মতভাবে তদন্ত করিবেন যে দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুটিতে প্রকৃত দখলকার কে আছেন সেই বিষয়টিকে সঠিকভাবে জানিবার জন্য।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

তপশীল

প্লট নং .... খতিয়ান নং ... ... মৌজা ... . থানা .... জেলা .... পরিমাণ ৭ কাঠা

হলফনামা

নং ৪ — ১৪৪ ধারার কার্য্যাবলীর দরখাস্তের ১৪৫ ধারায় রূপান্তর

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ....

প্রথম পক্ষ — দরখাস্তকারী	দ্বিতীয় পক্ষ
শ্রীমতী	. ...
স্বামীর নাম	পিতার নাম . . . .
গ্রাম	গ্রাম .. ..
থানা	থানা ... .
জেলা	জেলা ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার মামলার দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারার কার্যাবলীতে রূপান্তরের দরখাস্ত

উপরোক্ত প্রথমপক্ষ দরখাস্তকারী অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক ঃ

(১) উপবিবর্ণিত মামলায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার মামলায একটি কার্য্যাবলী লিখনের জন্য আপনার মহানুভব .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট একটি প্রতিবেদন চাহিয়াছিলেন প্রয়োজনীয় আদেশ দিবার জন্য .... তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া এবং শান্তি ও সহাবস্থান ইতিমধ্যে রক্ষার জন্য আরক্ষীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(২) .... তারিখের আপনার মহানুভবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আরক্ষী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৪ ধারায় আপনার মহানুভবের আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি ও সহাবস্থান রক্ষাব জন্য উভয় পক্ষের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছিলেন কিন্তু . . .. তাবিখে দ্বিতীয় পক্ষ জোরপূর্বক তপশীল মামলার সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল লইয়াছিলেন এবং প্রথম পক্ষকে বহিস্কৃত করিযাছিলেন এবং প্রথম পক্ষ বিষয়টি আবক্ষীকে জানাইয়াছিলেন।

(৩) যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষের দ্বারা দরখাস্তকাবী জোরপূর্বক দখলচ্যুত হইযাছিলেন, সেই কারণে প্রথম পক্ষ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫(৪) ধারার অনুবিধিতে প্রতিকার পাইবার অধিকারী।

এমতাবস্থায়, ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উপবোক্ত মামলাব ১৪৪ ধাবাব কার্য্যাবলীর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৫ ধারায রূপান্তব ঘটাইয়া আইনানুগ ভাবে তদন্ত কবিবেন এই উদ্দেশ্যে যে .. .... তাবিখেব আপনার মহানুভবেব আদেশের তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ দরখাস্তকাবী দখলে আছেন বলিযা ঘোষণার জন্য।

এবং আপনার দবখাস্তকাবী, কর্তব্যবত হইযা ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ৫ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারায় অমান্যকারীকে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারায় আদেশ অমান্য করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণের দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ... ...

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধাবার অন্তর্ভুক্ত)

.... (দবখাস্তকারী)

বনাম

. ... এবং দিং (অপরপক্ষগণ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৪ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত আদেশেব অমান্যকাবীব বিরুদ্ধে অভিযোগেব প্রার্থনাব দবখাস্ত

দবখাস্তকাবী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ তাবিখে আপনাব মহানুভব দয়াপববশ হইয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৪(২) ধাবায একটি একতবফা আদেশ দিযাছেন অপবপক্ষকে নির্দেশ দিযা এই মর্মে যে তিনি উপবোক্ত মামলায 'ক' তপশীল বাগানে অনধিকাব প্রবেশ কবিযা এবং 'খ' তপশীল বাযপুকুরে মৎস ধবিযা দবখাস্তকাবীব 'ক' এবং 'খ' তপশীল সম্পত্তিগুলিতে দবখাস্তকাবীব শান্তিপূর্ণ দখলে হস্তক্ষেপ কবিবেন না।

(২) আপনাব মহানুভবেব নিকট থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিকেব দাবাব প্রতিবেদন যাহা অপব পক্ষদেব উপব প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত তাহা হইতে পবিদৃষ্ট হয যে বিজ্ঞপ্তিগুলি যথাযথভাবে অপবপক্ষদেব উপব জাবী হইযাছে যাহাবা সহি কবিযা লইযাছেন অথবা বিজ্ঞপ্তিগুলিব প্রতিলিপিগুলিতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অঙ্কন সংযোগ কবিযাছেন এবং যগুলি জাবীব পব আপনাব মহানুভবেব নিকট প্রত্যর্পণ কবা হইযাছে কিন্তু তাবিখে সকল প্রতিপক্ষবাই আপনাব মহানুভবেব তাবিখেব আদেশ লঙ্ঘন কবিযাছেন 'ক' তপশীল সম্পত্তিতে অনধিকাব প্রবেশ এবং বৃক্ষসকল নষ্ট কবিযা এবং 'খ' তপশীল সম্পত্তিতে মৎস ধবিযা এবং জোবপূর্বক দবখাস্তকাবীব এবং তাঁহাব ব্যক্তিদেব উপব জোবপূর্বক শাবীবিক ক্ষতিব দ্বাবা এবং দবখাস্তকাবীব বিবক্তিব কাবণ ঘটাইযা এবং অপবপক্ষদেব এবং তাঁহাব সঙ্গীদেব দ্বাবা কিছু নির্দোষী ব্যক্তিদেব হযবানি কবিযা যদিও আদেশেব বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে তাহাদেব উপব ঘোষিত হইযাছিল এবং জাবী হইযাছিল।

(৩) ঐ ঘটনাব ভিত্তিতে আবক্ষী ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩২৪/৩২৩/৩৭৯/৪২৬ ধাবাতে মামলা শুরু কবিযাছিলেন এবং প্রথম সমাচাব প্রতিবেদনেব কিছু দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তাব কবিযাছিলেন কিন্তু অপবপক্ষবা গ্রেপ্তাব পবিহাব কবিতেছেন এবং আবক্ষী প্রথম সমাচাব প্রতিবেদনেব অপবপক্ষদ্বয সমেত সব দোষী ব্যক্তিদেব বিরুদ্ধে অবিলম্বে অভিযোগ পত্র দাযেব কবিযাছেন।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ১৯০(১) (ক) ধাবায একটি অভিযোগ দাযেব কবিবেন ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ১৮৮ ধাবায অপবপক্ষদেব দণ্ডিত কবিবাব জন্য অথবা উপবোক্ত উদ্দেশ্যে অভিযোগ দাযেব কবিবাব জন্য পুলিশেব প্রতিবেদন চাহিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

নং ৬ — কারখানা/দোকান/কার্য্যালয়ে শান্তিভঙ্গের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারায় দরখাস্তের প্রতিরূপ

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের .... আদালত

বিবিধ কার্য্যাবলীর মামলা নং ১৯৯৬

.... (দরখাস্তকারী)

বনাম

.... এবং অপরপক্ষদ্বয় (অপরপক্ষগণ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী অধ্যক্ষ/মালিক এবং উপরোক্ত কোম্পানীর কারখানার অধিকারী। কারখানাটি .... স্থানে; বর্তমান আদালতের অধিকারক্ষেত্রের থানায় অবস্থিত।

(২) ১নং প্রতিবন্দী ঐ কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং বাকী প্রতিবাদীরা শ্রমিক ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী (নাম এবং বর্ণনা)।

(৩) ঐ .... তারিখে অপর পক্ষরা অকস্মাৎ এবং ব্যবস্থাপনায় পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দিয়া না জানাইয়া নিরীহ বিড়ালের মত ধর্মঘট ডাকিয়াছিলেন এবং বেআইনী ধর্মঘটে যোগ দিবার জন্য কোম্পানী অন্য শ্রমিকদের আহ্বান করিয়াছিলেন কারখানার কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য। তাঁহারা দরখাস্তকারী সমেত অন্যান্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কারখানায় প্রবেশ করিবার অনুমতি দেন নাই যদিও কিছু কর্মী কারখানায় প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। বেলা ২ ঘটিকায় যখন প্রথম কার্য্যের পালা সমাপ্ত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় কার্যোর পালা আরম্ভ হইবার উপক্রম হইবে ঠিক সেই মুহূর্তে অপরপক্ষগণ দুর্দান্ত হইয়া উঠিলেন এবং অন্যান্য সদস্যদের লইয়া দ্বিতীয় কার্য্যের পালায় শ্রমিকদের প্রবেশ প্রতিরোধের জন্য একটি বেআইনী সঙ্ঘ গঠন করিলেন। তাঁহারা ইচ্ছুক কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন করিলেন, অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার এবং আচরণ করিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে এবং কারখানায় ঢুকিতে না দিয়া কিছু ব্যক্তি তাঁদের প্রহার করিলেন।

(৪) উপযুক্ত পক্ষরা এবং সঙ্গীরা দরখাস্তকারীকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন এই মর্মে যে যদি তিনি ইচ্ছুক কর্মীদের কারখানায় প্রবেশ এবং যথাযথভাবে যোগদান করিতে অনুমতি দেন তাহা হইলে সাংঘাতিক পরিণতি হইবে।

(৫) বর্তমান পরিস্থিতি খুবই গম্ভীর এবং সাংঘাতিক এবং জনসাধারণের শান্তি এবং প্রশান্তি ভঙ্গের এবং জনজীবনের এবং সম্পত্তির আসন্ন বিপদ রহিয়াছে যদি

অবিলম্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারায় আদেশ জারী না হয়।

(৬) জরুরী পরিস্থিতির ভিত্তিতে অপবপক্ষদের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী সম্ভব নয় এবং দরখাস্তকারী একতরফা আদেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন।

সুতরাং দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন যে এই মহানুভব আদালত সন্তুষ্টচিত্তে একতরফা আদেশ দিবেন অপরপক্ষদের নির্দেশ দিয়া এই মর্মে যে তাঁহারা যেন উপরিউল্লিখিত বেআইনী কার্য্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতে বিরত থাকিবেন যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারায় কার্য্যাবলী চালাইবাব জন্য যথেষ্ট কারণ বহিয়াছে।

এবং এই দয়ালু কার্য্যের জন্য দবখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ .... দরখাস্তকারীর উকিল

নং ৭ — বিঘ্ন, দাঙ্গামা ইত্যাদির প্রতিরোধে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

(দণ্ডপ্রণালী সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২৪ অনুযায়ী)

(১৪৪ ধারা দেখুন)

প্রতি (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা)

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আপনি দখলে আছেন (অথবা ব্যবস্থাপনায় বহিয়াছেন) .. .. (সম্পত্তিব পূর্ণ বর্ণনা কবিবেন) এবং ঐ জমিতে নালা খনন করিবার সময জমিব একটি অংশেব মাটি অথবা পাথব সংলগ্নবর্তী জনসাধারণেব রাস্তায় যাতায়াত করিবার বিঘ্ন ঘটাইবাব সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

অথবা

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আপনি এবং বহু ব্যক্তি (ব্যক্তিদের শ্রেণী উল্লেখ করিবেন) সাক্ষ্য কবিতে উদাত এবং জনসাধারণের রাস্তা ইত্যাদি স্থানে (ক্ষেত্রবিশেষে) মিছিলে হাঁটিবার উপক্রম কবিতেছেন এবং ঐ মিছিল সম্ভবতঃ একটি দাঙ্গা অথবা বিবাদের সৃষ্টি করিবে।

অথবা

যেহেতু, ইত্যাদি (ক্ষেত্রবিশেষে) ঃ

আমি এতদ্বারা আপনাকে আদেশ দিতেছি এই মর্মে যে আপনি খননকৃত জমির কোন মৃত্তিকা অথবা পাথর রাস্তার কোন অংশে ফেলিবেন না অথবা ফেলিবার জন্য অনুমতি দিবেন না;

আমি এতদ্বারা রাস্তায় মিছিল বাহির করিতে নিষেধ করিতেছি এবং ঐ মিছিলে কোন অংশ লইয়া উপভোগ করিতে (ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাহা প্রয়োজনীয়) দৃঢ়ভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

তারিখ, ... দিন .... ১৯........

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নং ৮ — দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে জমি ইত্যাদিতে পক্ষের দখলে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২৫ অনুযায়ী)

(১৪৫ ধারা দেখুন)

যথাযথভাবে নথীভুক্ত কারণগুলির ভিত্তিতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে পক্ষদের (পক্ষদের নাম এবং বাসস্থান বর্ণনা করিবেন অথবা গ্রামবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিলে বাসস্থান কেবলমাত্র উল্লেখ করিবেন) মধ্যে আপনার অধীকার ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব (দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলিবেন) থাকিলে যাহার দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইবে তাহার জন্য সকল পক্ষদের প্রকৃত দখলের ঐ তথ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের স্ব স্ব দাবী সম্পর্কে লিখিত বর্ণনাপত্র দিবার জন্য ডাকা হইয়াছিল এবং যথাযথ তদন্তের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দখলের আইনগত অধিকারের উভয়পক্ষের দাবীর গুণগত মানের উল্লেখ না করিয়া দেখা যায় যে ঐ (নাম অথবা নামগুলি অথবা বর্ণনা) দের প্রকৃত দখলের দাবী সত্য, আমি সিদ্ধান্ত লইতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে তিনি (অথবা তাঁহারা) ঐ (দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু বলিবেন) বিষয়ের দখলে রহিয়াছেন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের সময়কাল পর্য্যন্ত উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত দখলে থাকিবার অধিকারী থাকিবেন এবং আমি কঠিনভাবে নিষেধ করিয়া দিতেছি যে তাহার (অথবা তাঁহাদের) দখলে ইতিমধ্যে কোন কোন বাধার সৃষ্টি না করা হয়।

তারিখ, ... দিন .... ২০০০ ..

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নং ৯ — জমি ইত্যাদি দখলের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ক্রোকের অধিপত্র

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২৬ অনুযায়ী)

(১৪৬ ধারা দেখুন)

প্রতি .... পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অথবা .... কর আদায়কারী

যেহেতু ইহা আমাব নিকট প্রতিপন্ন হইযাছে যে একটি দ্বন্দ্বেব দ্বাবা পক্ষদের মধ্যে (পক্ষদের নাম এবং ঠিকানা অথবা গ্রামবাসীদেব মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘাটলে তাহাদের নাম এবং ঠিকানা) শান্তিভঙ্গ হইবাব সম্ভাবনা বহিযাছে (দ্বন্দ্বেব বিষযবস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কবিবেন) আমাব অধিকাবক্ষেত্রেব মধ্যে এবং ঐ পক্ষদেব প্রকৃত দখলেব বিষযেব দাবীব পবিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদেব যথাযথভাবে আহ্বান কবা হইযাছিল লিখিত বিবৃতি দিবাব জন্য এবং ঐ দাবীগুলিব যেহেতু যথাযথ তদন্তেব দ্বাবা আমি সিদ্ধান্ত লইযাছি এই মর্মে যে কোন পক্ষই দখলে নাই। ঐ দ্বন্দ্বসম্বন্ধীয বস্তুতে (দ্বন্দ্বেব বিষযবস্তু ব্যক্ত কবিবেন) (অথবা আমি নিজ সিদ্ধান্ত লইতে অসমর্থ এই মর্মে যে কোন পক্ষ উপবোক্ত দখলে আছেন),

ইহাব দ্বাবা আপনাকে অনুমতি দেওযা হইযাছে এবং জানানো যাইতেছে যে আপনি ঐ (দ্বন্দ্বেব বিষযবস্তু বর্ণনা কবিবেন) বিষযেব দখল লইযা এবং দখলে থাকিযা পক্ষদেব অধিকাবগুলিব সিদ্ধান্ত লইযা অথবা দখলেব দাবীগুলি বক্ষিত কবিযা উপযুক্ত আদালতেব দ্বাবা আজ্ঞপ্তি অথবা আদেশ না হওযা পর্য্যন্ত ক্রোকেব দ্বাবা ধবিযা বাখিবেন এবং অধিপত্রটি পৃষ্ঠাঙ্কনেব দ্বাবা তাহাব জাবীব প্রমাণ কবিযা প্রত্যর্পণ কবিবেন।

তাবিখ দিন ১০০০

(আদালতেব শীলমোহব) (সহি)

নং ১০ — জমি অথবা জলে কোন কর্ম করিতে নিষেধ করিবার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ

(দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতার দ্বিতীয় তপশীলের নিদর্শ ২৭ অনুযাযী)

(১৪৭ ধাবা দেখুন)

আমাব অধিকাবক্ষেত্রেব মধ্যে অবস্থিত ব্যবহাবেব অধিকাব লইযা দ্বন্দ্ব উত্থাপিত হইযা জমিব (অথবা জল) দখল (ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদেব বর্ণনা) দ্বাবা দাবী কবিলে, যথাযথ তদন্তেব দ্বাবা ইহা আমাব নিকট প্রতিপন্ন হয যে ঐ জমি (অথবা জল) জনসাধাবণেব (ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি সমষ্টি হইলে তাহাব অথবা তাহাদেব বর্ণনা) ব্যবহাবেব জনাই উন্মুক্ত আছে এবং (সাবাবৎসব উহা উপভোগ কবাব ক্ষেত্রে) তদন্তেব সময হইতে তিনমাস উপভোগ কবা হইযাছে (অথবা যদি বিশেষ ঋতুতে এই ব্যবহাব উপভোগ্য হইযা থাকে যেমন উপভোগেব উপযুক্ত সময গত ঋতুগুলিতে) আমি আদেশ দিতেছি যে ঐ (দাবীদাব অথবা দাবীদাবগুলি দখলে) অথবা কেহ তাহাদেব স্বার্থে ঐ জমিব (অথবা জলেব) উপবোক্ত ব্যবহারের অধিকাবেব একমাত্রভাবে উপভোগেব দখল লইবেন না। (যেমন বাখিযাছেন) যদ্যাপি

তিনি (অথবা তাঁহারা) উপযুক্ত আদালত হইতে একমাত্র দখলের অধিকারী বলিয়া আজ্ঞপ্তি অথবা আদেশ লইয়া না আসিতেছিলেন।

তারিখ এই .... দিন ২০০০

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৬ ধারায় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তের জন্য দরখাস্ত

বিবিধ দরখাস্ত মামলা নং ....

.... (দরখাস্তকারী)

বনাম

.... এবং অপরজন (অপরপক্ষগণ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত মামলা সম্পত্তি সংক্রান্তে সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের দরখাস্ত

দরখাস্তকারী .... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) এই বর্তমান মামলায় প্রশ্নাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেস্থানে ফসল উচ্ছেদের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং শষ্য ছেদন একমাসের মধ্যে করা উচিত এবং অবিলম্বে বপন না করিলে দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে .... তারিখে আদেশেব বলে পক্ষদের যে অবস্থায় যাহা কিছু ছিল তাহা রক্ষার জন্য নির্দেশ দিযাছেন।

(২) যেহেতু যে অবস্থায় যাহা ছিল তাহা রক্ষিত করিবার আদেশ আছে এবং অপরপক্ষরা কুকুর ব্যবসার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন সেইহেতু উভয় পক্ষের খবচের দ্বারায় দণ্ডায়মান শষ্যগুলি ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে একজন সম্পত্তিব তত্ত্বাবধায়ক পছন্দমত বেষ্টিত উন্নয়ন আধিকারিক অথবা অঞ্চল প্রধান অথবা মুখিয়াকে নিযুক্ত করা উচিত এবং শষ্যতে পক্ষদের অধিকার স্থিরীকৃত করিবার মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ শষ্যগুলি সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের জিম্মায় রাখা উচিত।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে শষ্যগুলি ছেদন করিবার এবং জিম্মায় মজুত রাখিবার জন্য একজন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের দখলীকৃত শষ্যাদির বিক্রয়ের জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

বিবিধ কার্য্যাবলী মামলা নং .... সাল

.... (প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারী)

বনাম

.... এবং প্রতিবাদীদ্বয় (অপরপক্ষগণ)

অপরপক্ষের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) এই বর্তমান মামলাটিতে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে শ্রী .... শিক্ষিত বেষ্টিত উন্নয়ন আধিকারিককে মামলা সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রথম পক্ষের দরখাস্তের উপর আপনার মহানুভব আরো সন্তুষ্ট হইয়া সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে শষ্য ছেদন করিবার জন্য এবং তাঁহার জিম্মায় মজুত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(২) ঐ ... . তারিখে শিক্ষিত বেষ্টিত উন্নয়ন আধিকারিক মামলা সম্পত্তি হইতে শস্য ছেদন করিয়াছিলেন এবং উন্মুক্ত বাতাসে বেষ্টিত উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয়ের সম্মুখে জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

(৩) শস্যাদি মজুত রাখিবার স্থানটি চুরির উপযুক্ত জায়গা এবং বৃষ্টির জলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ছেদনকৃত শস্যগুলি দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইবার প্রতিরোধে ঐ গুলি ঝাড়াই করিয়া চলতি বাজার দরে বিক্রয় করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৪) শস্যাদি ঝাড়াই না হইলে হারাইয়া যাইবে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এবং সময়মত ঝাড়াই ও বিক্রয় না হইলে অপরপক্ষ দরখাস্তকারী আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সম্পত্তির শিক্ষিত তত্ত্বাবধায়ককে নির্দেশ দিবেন এই মর্মে যে তিনি যেন উভয়পক্ষদের সম্মুখে ধান ঝাড়াই করিয়া চাউল এবং খড় চলতি বাজার দরে বিক্রয় করেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত রাখিয়া আদালতে হিসাব দাখিল করেন।

এবং আপনার অপরপক্ষ দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্তের বিধানে নিযুক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের খারিজের দরখাস্ত

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের (দ্বিতীয় আদালত) আদালত .. ..

বিবিধ কার্য্যাবলীর মামলা নং ... . সাল ... .

... . (প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারী)

বনাম

.. .. (দ্বিতীয় পক্ষ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৬ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত নিযুক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের খারিজের দরখাস্ত

উপরোক্ত দ্বিতীয় পক্ষের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ . ... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে পক্ষদের মধ্যে দ্বন্দ্বটি শিক্ষিত প্রথম মুনসিফ . . . . এর আদালতে পক্ষদের মামলা সংক্রান্তে অধিকার নির্ধারণের জন্য সম্পত্তি ক্রোক করিবার পর এবং শিক্ষিত বেষ্টিত উন্নয়নমূলক আধিকারিকের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োগের পর প্রেরণ করিয়াছিলেন শিক্ষিত দেওয়ানী আদালতে পক্ষদের অধিকার স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কিন্তু . . .. তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ স্বয়ং শিক্ষিত প্রথম অধীনস্থ বিচারকের আদালতে স্বত্ব মামলা নং .... সালে স্বত্বের জন্য মামলা রুজু করিয়াছিলেন।

(২) উপরোক্ত স্বত্বের মামলায় শিক্ষিত বিচারক সন্তুষ্টচিত্তে পক্ষদের নির্দেশ দিয়াছেন যে, যেই স্থানে আছেন সেই স্থান রক্ষা করিবার জন্য এবং সম্পত্তি রক্ষণের জন্য উকিল শ্রী .... কে সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আদালতের দ্বারা একটি আজ্ঞালেখ যথাযথভাবে জারী হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে শিক্ষিত অধীনস্থ বিচারকের দ্বারা নিযুক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের নিকট ক্রোককৃত সম্পত্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হউক এবং বেষ্টিত উন্নয়নমূলক আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হউক যাহাতে তিনি মামলা সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিবেন এবং খরচাদির হিসাব শিক্ষিত উকীল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের নিকট দাখিল করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত নিযুক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত .... তৃতীয় আদালত ....

বিবিধ কার্য্যাবলী মামলা নং .... সাল ....

.... (প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারী)

বনাম

.... (দ্বিতীয় পক্ষ)

উপরোক্ত প্রথম পক্ষের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে .... সুপুরদারকে মামলা সম্পত্তি ক্রোক করিবার পর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ মামলা সম্পত্তি ঐ সুপুরদারের জিম্মায় রক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু পরবর্তীকালে .... তারিখের .... অর্ডার নম্বর এতে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সুপুরদারকে নির্দেশ দিয়াছিলেন এই মর্মে যে শস্যাদির বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে যাহা তাঁহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল সেই শস্যাদির বিক্রয় লব্ধ অর্থের বিশদ হিসাব সহ তিনি যেন শস্যাদিগুলি প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারীকে প্রত্যর্পণ করেন।

(২) উপরোক্ত শিক্ষিত সুপুরদার শস্যাদিগুলি প্রত্যর্পণ করেন নাই যাহা তাঁহার জিম্মায় এখনও বর্তমান।

ধান শস্যাদির অংশের যাহা তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ এখনও তিনি দিয়া যান নাই। আপনার মহানুভবের আদেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি হিসাব দাখিল করেন নাই এবং ঐ সুপুরদার দরখাস্তকারীকে নানা অছিলায় হয়রানি করিতেছেন। বহু ঘটনায় দরখাস্তকারী সুপুরদারের নিকট গিয়াছিলেন।

(৩) .... তারিখের আপনার মহানুভবের আদেশ আপনার মহানুভবের কার্য্যালয় হইতে শিক্ষিত সুপুরদারকে যথাযথভাবে জানানো হইয়াছে এবং সুপুরদার স্বয়ং ঐ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। .... তারিখের আদেশে আপনার মহানুভব .... তারিখের আদেশ মান্য করিয়া সুপুরদারের দ্বারা প্রতিবেদন দাখিলের .... তারিখ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সুপুরদার আপনার মহানুভবের দ্বারা বহুভাবে স্মরণ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন প্রতিবেদন দাখিল করেন নাই।

(৪) উপরোক্ত সুপুরদারের আচরণ হইতে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে তিনি আপনার মহানুভবের আদেশে আপনার উপর ন্যস্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে

বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করিয়াছেন এবং আত্মসাৎ করিবার সম্পত্তির মূল্য হইবে ১০,০০০ হাজার টাকা।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ঐ সুপুরদারের বিরুদ্ধে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দাখিল করিয়া উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন অথবা শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... (অথবা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধ সংঘটনের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত ক্রোকের আদেশের পরিবর্তনের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

বিবিধ মামলা নং .... সাল ....

.... (দরখাস্তকারী)

বনাম

.... এবং অন্যেরা (অপরপক্ষগণ)

.... তারিখের ক্রোকের আদেশের পরিবর্তনের দরখাস্ত

উপরে উল্লিখিত অপরপক্ষরা অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .... তারিখে আপনার মহানুভব .... তারিখের আদেশের দ্বারা শ্রী .... অঞ্চল প্রধান .... অঞ্চলের তাঁহাকে মামলা সম্পত্তির সংক্রান্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে সম্পত্তি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার বিধানে দরখাস্তকারী .... এর দ্বারায় দরখাস্তের তপশীলে বর্ণিত রহিয়াছে এবং যাহা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারার বিধানের কার্য্যাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং ঐ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে ঐ স্থানের উল্লিখিত সকল সম্পত্তি ক্রোক করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী .... কিছু তথ্য এবং দস্তাবেজগুলি গোপন করিয়াছেন এবং আদালতে চাতুরীর দ্বারা তপশীল বর্ণিত সমস্ত সম্পত্তিতে ক্রোক করিবার

আদেশ লইয়াছেন যদিও ৫০ একর বিশুদ্ধ জমি অপরপক্ষের অন্তর্ভুক্ত এবং আপনার মহানুভব দস্তাবেজগুলি যথা অধিকারের নথী এবং অপরপক্ষদের পক্ষে ভাড়ার রসিদ যাহা ফিরিস্তিতে দাখিল হইয়াছে। সেইগুলি হইতে দেখিবেন যে ৫০ একর জমি অপরপক্ষদের অন্তর্ভুক্ত এবং মামলা সম্পত্তির বক্রী অংশ পক্ষদের অন্তর্ভুক্ত এবং মামলা সম্পত্তির বক্রী অংশ পক্ষদের এজমালি সম্পত্তি। এতদ্ব্যতীত পুলিশ প্রতিবেদন এবং অধীনস্থ জমি সংস্কার আধিকারিকের প্রতিবেদন হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে ঐ ৫০ একর জমিতে শান্তিভঙ্গের কোন আশু সম্ভাবনা নাই।

এমতাবস্থায়, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ঐ সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্রোকের আদেশ বাতিল করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি শ্রী .... পিতা স্বর্গীয় .... ঠিকানা .... এতদ্দ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং শপথ লইতেছি যে ১নং হইতে ২নং অনুচ্ছেদের বিবৃতি আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং বক্রী অংশ আদালতের নিকট আমার নিবেদন।

(অপরপক্ষদের সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

(সনাক্তকারীর নাম)

নং ১৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাবলীতে আপোষের দরখাস্ত

বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের .... আদালত

বিবিধ মামলা নং .... সাল ....

.... (প্রথম পক্ষ দরখাস্তকারী)

বনাম

.... (দ্বিতীয় পক্ষ দরখাস্তকারী)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারার বিধানে কার্য্যাবলীকে বন্ধ করিবার জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় পক্ষের যৌথ দরখাস্ত

উপরিবর্ণিত উভয়পক্ষ

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) পক্ষরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বটি সুন্দরভাবে নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং মামলা সম্পত্তি বিভাজন এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রবেশীদের সম্মুখে লিখিত চুক্তিপত্রের দ্বারা চতুর্দিক সীমানার দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে এবং সেইহেতু যে কোন পক্ষের দ্বারা অতিরিক্ত শান্তিভঙ্গ হইবে না।

(২) যেহেতু পক্ষরা মামলা সম্পত্তি ব্যাপারে দ্বন্দ্বের আপোষমূলক মীমাংসা করিয়াছেন এবং সুন্দর সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হইয়াছে সেইহেতু কার্য্যাবলীগুলিকে আর অধিকভাবে চালাইয়া যাইবার প্রয়োজনীয়তা নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে কার্য্যাবলী বন্ধ করিয়া দিবেন এবং আপনার মহানুভবের দ্বারা .... তারিখের ক্রোকের আদেশ খারিজ করিয়া দিবেন।

এবং আপনাব দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

স্থান ... . (প্রথমপক্ষের সহি)

তারিখ .... আমার দ্বারা সনাক্তকৃত

....

(প্রথম পক্ষের আইনজীবির সহি)

....

(দ্বিতীয় পক্ষের সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তকৃত

....

(দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবির সহি)

নং ১৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত জমির ব্যবহারের অধিকারকে কেন্দ্র করিয়া দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

বিবিধ মামলা নং .... সাল ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরপক্ষকে রাস্তা প্রতিরোধ করা হইতে সংযত করিবার দরখাস্ত

দরখাস্তকারী অপরপক্ষ

শ্রী/শ্রীমতী/মহাশয়া .... শ্রী/শ্রীমতী/মহাশয়া ....

ঠিকানা .... ঠিকানা ....

থানা .... থানা ....

জেলা .... জেলা . ...

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আপনাব দরখাস্তকারী একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক এবং আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার গৃহ রহিয়াছে, অপর পক্ষ দরখাস্তকারীর গৃহের সংলগ্ন মালিক এবং জনগণের প্রধান রাস্তা অর্থাৎ .. . ... : পর্যন্ত ৭ফুট চওড়া রাস্তার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন এবং উভয়পক্ষই বহুদিন ধরিয়া রাস্তাটি ব্যবহার করিতেছেন।

(২) সম্প্রতি দরখাস্তকারী একটি মারুতী ভ্যান ক্রয় করিযাছেন এবং ঐ রাস্তার সম্মুখবর্তী গৃহের পশ্চিমপার্শ্বে সংযুক্ত মোটর গাড়ী রাখিবার ঘরে ঐটি রাখিয়াছেন।

(৩) দরখাস্তকারীর ঐ মারুতী ভ্যান ক্রয়েব জন্য অপরপক্ষ ঈর্ষান্বিত হইয়া গৃহ মেরামত করিবার অছিলায় বালি এবং ইঁট রাস্তাটিতে স্তূপীকৃত করিয়া গাড়ী রাখিবার জন্য স্থানটিকে সংকীর্ণ করিয়াছেন এবং সেইকারণে দরখাস্তকারী মোটর গাড়ী রাখিবার ঘর হইতে গাড়ী লইয়া যাইতে পারিতেছেন না এবং ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না।

(৪) দরখাস্তকারী অপরপক্ষকে রাস্তা পরিষ্কারের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু অপরপক্ষ তাহা করিতে অসম্মত হন এবং বালি ও ইঁট স্তূপীকৃত স্থানটিতে তিনি একটি চিরস্থায়ী সৌধ করিবেন বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় দরখাস্তকারীকে গালিগালাজ করেন। দরখাস্তকারী ঘটনাটি .... পুলিশ ফাঁড়িতে .... তারিখের সাধারণ দিনপঞ্জী মারফৎ লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু যেহেতু দরখাস্তকারী অতিশয় বিপদজনক ব্যক্তি এবং স্থানীয় রাজনৈতিক দলের সহিত ও দুষ্কৃতিকারীদের বিযাক্ত সম্পর্ক থাকায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হইতেছেন সেইহেতু তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিশ কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেন না এবং সেইহেতু অপরপক্ষের দ্বারায় বিরাট শান্তি ভঙ্গের সুযোগ রহিযাছে।

সুতরাং ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যাবলী বন্ধ করিয়া দিবেন।

যাহাতে দরখাস্তকারীর রাস্তাটির ব্যবহারের অধিকারে কোন বিঘ্ন ঘটাইবার কার্য্য নিষিদ্ধ হয় এবং অপরপক্ষকে নিম্নতপশীল বর্ণিত রাস্তাটি হইতে স্তূপীকৃত বালি এবং ইঁট অপসারণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

তপশীল

মৌজা .... জে এল নং .... ওয়ার্ড নং .... মিউনিসিপ্যালিটির অধীন .. .. পুলিশ থানার অন্তর্ভুক্ত .... জেলা .... ৭ ফুট প্রশস্ত .... প্লট নং যাহা .... প্লট নম্বর (যেমন দরখাস্তকারীর গৃহ) এবং প্লট নং .... (যেমন অপরপক্ষের গৃহ) এর মধ্য দিয়া গিয়াছে।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞপ্তি জারীর বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ... . আদালত

বিবিধ মামলা নং .... সাল ....

.... (দরখাস্তকারী)

বনাম

.... (অপরপক্ষ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৭ (১) ধারার বিধানে কারণ প্রদর্শনের বিজ্ঞপ্তি জারী

উপরোক্ত অপরপক্ষ

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) প্রথম পক্ষের দ্বারা দরখাস্ত আইনের দৃষ্টিতে অচল।

(২) অপরপক্ষ নক্সা অনুমোদনের জন্য নাগরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া গৃহ মেরামত করিতেছেন এবং রাস্তাটির মধ্য দিয়া গাড়ী বাহির হইবার এবং যাইবার জন্য অপরপক্ষ যথেষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়া ও প্রথম পক্ষের আসা যাওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিয়া মেরামতির জন্য ঐ স্থানে বালি এবং ইঁট স্তূপীকৃত করার জন্য ঐ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি লইয়াছেন।

(৩) অপরপক্ষের দখলীকৃত দস্তাবেজগুলি হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে প্রথম পক্ষের গাড়ী ক্রয়ের পূর্বেই অপরপক্ষ গৃহ মেরামতের অনুমোদন লাভ করিয়াছিলেন।

(৪) স্থানীয় তদন্ত হইতে প্রতিপন্ন হয় যে প্রথম পক্ষের অভিযোগগুলি মিথ্যা, প্রবঞ্চনাপূর্বক এবং ভিত্তিহীন এবং অপরপক্ষের দ্বারা শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই।

সুতরাং ইহাই প্রার্থনা যে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে কার্য্যাবলী বন্ধ করা হউক।

স্থান ....

তারিখ ....

নং ১৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৮ ধাবার অন্তর্ভুক্ত বিধানে কার্য্যাবলীতে সাক্ষ্য প্রদানেব জন্য দরখাস্ত

বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

বিবিধ মামলা নং সাল

(দবখাস্তকাবী)

বনাম

(অপবপক্ষ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৭ (২) ধাবাব অন্তর্ভুক্ত সাক্ষ্য দানেব জন্য দবখাস্ত

উপবোক্ত দবখাস্তকাবী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক ঃ

(১) যেহেতু অপবপক্ষ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৭ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত দবখাস্তেব অভিযোগ অস্বীকাব কবিযাছেন সেইহেতু দবখাস্তকাবী স্থানীয নিবপেক্ষ ব্যক্তিদেব শপথবাক্য দাযেব কবিযাছেন। যাহা হউক থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিককে এবং কিছু সাক্ষীব সাক্ষ্য লইবাব প্রযোজনীযতা আছে দবখাস্তকাবীব মামলা এব বিশেষ দস্তাবেজগুলিব প্রমাণেব প্রযোজনীযতাব জন্য।

সুতবাং ইহাই প্রার্থনা যে মামলাটিব যথার্থ সিদ্ধান্তেব জন্য উপবিবর্ণিত সাক্ষীদেব সাক্ষ্য লইবাব জন্য আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্ত দবখাস্তকাবীকে অনুমতি প্রদান কবিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

স্থান

তাবিখ

নং ২০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারার কার্য্যাবলীকে ১৪৭ ধারায় রূপান্তরকরণের জন্য ১৪৭(৪) ধাবার দবখাস্ত

বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব আদালত

বিবিধ মামলা নং সাল দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৫ ধাবাব

অন্তর্ভুক্ত

(দবখাস্তকাবী)

বনাম

(অপবপক্ষ)

বর্তমান মামলাব কার্য্যাবলীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৭ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত বিধানে রূপান্তবকবণেব জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৪৭ (৪) ধাবাব বিধানেব দবখাস্ত

উপরিবর্ণিত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে আপনার মহানুভব .... তারিখের আদেশের দ্বারা সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীর দ্বারা আনীত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার কার্য্যাবলীর ১৪৫ ধারায় রূপান্তর ঘটাইয়াছেন পুলিশের প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া কিন্তু পুলিশের প্রতিবেদন হইতে ইহা অন্ততঃ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে দরখাস্তকারী প্রশ্নাধীন রাস্তায় সুদীর্ঘ দিন সুখাধিকার ভোগ করিতেছেন এবং সেইহেতু অপরপক্ষ .... তারিখে ১৪৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে বিবিধ মামলা নং .... সাল .... দাখিল হইবার পরে রাস্তাটি বেষ্টনের দ্বারা বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২) যেহেতু অপরপক্ষের দ্বারা গুরুতর শান্তিভঙ্গের সুযোগ রহিয়াছে এবং তাঁহার সৃষ্টকারী বাধার দ্বারা দরখাস্তকারী এবং তাঁহার পরিবারবর্গের দরখাস্তকারীর গৃহে প্রবেশ করিবার এবং বাহির হইবার অসুবিধার কারণ ঘটাইয়াছে, সেইজন্য কার্য্যাবলীটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া ১৪৭ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যেক্ষেত্রে বাধার জরুরী অপসারণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে কার্য্যাবলীটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৭(১) ধারায় রূপান্তরিত করা হউক এবং অপরপক্ষকে মামলার রাস্তায় বেষ্টন অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান .....

তারিখ ... .

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুলিশ লিখিত প্রতিশ্রুতি লইবে

[Bonds to be taken by Police]

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৯ এবং ১৭০ বিধানের অন্তর্ভুক্ত লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলির নমুনা

নিদর্শ — ২৮

১. লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং পুলিশ আধিকারিকের সম্মুখে প্রাথমিক তদন্তের উপর জামিন খত্

আমি (নাম) .... ঠিকানা ... . অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া এবং তদন্তের পর .... ম্যাজিস্ট্রেটেব সম্মুখে উপস্থিত হইবার প্রযোজনীয়তা ঘটায়

অথবা

এবং তদন্তের পর উপস্থিত হইবার প্রয়োজনীয়তায় আমাকে প্রযোজনমত ডাকা হইলে আমি নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি উপাস্থিত হইবার জন্য .... স্থানে ...... আদালতে .. .. তারিখে .... দিন .. .. সাল .... পববর্তী (অথবা ঐ দিনে যেমন আমাকে হাজির হইতে হইবে) ঐ অভিযোগে উত্তর দিবার জন্য এবং আমার উহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি সবকারের নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে .... পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ ... ..

(সহি)

আমি এতদ্বারা নিজেকে ঘোষণা করিতেছি (অথবা আমরা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে ঘোষণা করিতেছি আমাদের মধ্যে এবং আমরা প্রত্যেকে) জামিনদার (অথবা জামিনদারগুলি) (উপরোক্ত নাম বলিবেন) এই মর্মে যে তিনি .... আদালতে উপস্থিত হইবেন .... তারিখে .... পরবর্তী (অথবা সেইদিনে যেদিনে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে বলা হইবে) তাঁহার বিরুদ্ধে চলতি অভিযোগে অতিরিক্ত উত্তর দিতে বলা হইবে এবং যেক্ষেত্রে তাঁহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি

নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি (অথবা ইহার দ্বারা আমরা নিজেরা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে .... পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ .... (সহি)

নিদর্শ — ২৯

২. মোকদ্দমা চালান অথবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি

(১৭০ ধারা দেখুন)

আমি (নাম) .... (স্থান) .... এতদ্বারা নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে .... স্থানে .... আদালতে .... ঘটিকায় .. .. দিনে .... পরবর্তী উপস্থিত হইব এবং তৎক্ষণাৎ অভিযোগ চালাইব এবং সাক্ষ্য প্রদান করিব) (অথবা সাক্ষ্য প্রদান করিব) .... অভিযোগের ঘটনায় .... ক, খ এর বিরুদ্ধে এবং সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে সরকারের নিকট .... পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন ... . ১৯ ....

(সহি)

নিদর্শ — (পি) ৬৩

জরিমানা আদায় চলাকালীন মুক্ত দোষী ব্যক্তির উপস্থিতির লিখিত প্রতিশ্রুতি

(নং ৪৪এ, তপশীল ১১, ১৯৭৪ সালের ২নং আইন)

[দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২৪(১) (খ) ধারা]

যেহেতু আমি, ... (নাম) .... বাসিন্দা .... অর্থ প্রদানের জন্য জরিমানায় অভিযুক্ত হইয়াছি এবং ঐ অর্থ প্রদানের ব্যতিক্রম ঘটিলে .... সময়ের কারাদণ্ড হইবে; এবং যেহেতু আদালত সন্তুষ্টচিত্তে পরবর্তী দিন (অথবা দিনগুলিতে) .... অর্থাৎ উপস্থিত হইবার জন্য একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদানের শর্তে আমার মুক্তির নির্দেশ দিয়াছেন আমি এতদ্বারা নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি .... আদালতের সম্মুখে .... ঘটিকায় যে পরবর্তী দিনে (অথবা

দিনগুলিতে) .... এবং ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি এই মর্মে যে সরকারের নিকট .... পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ ....

(সহি)

আমি অথবা আমরা .... এতদ্বারা নিজে (অথবা আমরা) .... জামিনদার (অথবা জামিনদারগুলি) উপরোক্ত নামে ঘোষণা করিতেছি যে তিনি .... আদালতে পরবর্তী দিনে (অথবা দিনগুলিতে) .... অর্থাৎ .... উপস্থিত হইবেন এবং যেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ এই মর্মে যে সরকারের নিকট .... পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ .....

(সহি)

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২৪ ধারার বিধানে জরিমানার অর্থ কিস্তিতে প্রদানের জন্য দরখাস্ত

শ্রী .... এর আদালত প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট

মামলা নং ... .

.... ধারার অন্তর্ভুক্ত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২৪ ধারার দরখাস্ত

অপরাধী দরখাস্তকারীর বিনীত দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অপরাধী দরখাস্তকারীকে উপরোক্ত মামলায় অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন এবং ইহার অন্যথা হইলে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

(২) আপনার দরখাস্তকারীর জরিমানা প্রদানের জন্য মাত্র ১০০ টাকা রহিয়াছে।

(৩) দরখাস্তকারীর একটি ক্ষুদ্র চায়ের দোকান আছে এবং ঐ চায়ের দোকানেব আয় হইতে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ করেন, তাঁহার গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬০০ টাকা।

(৪) দরখাস্তকারী অদ্যই ১০০ টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন এবং বক্রী ৪০০ টাকা তিনি তিনটি কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) আপনার দরখাস্তকারী জামিনদার সমেত অথবা বিনা জামিনদারে একটি অর্থ দণ্ড লিখিত প্রতিশ্রুতি আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে যে কোন শর্ত আরোপ করিবেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছেন।

(৬) আপনার দরখাস্তকারীর নিজস্ব গৃহ রহিয়াছে এবং কিস্তীতে অর্থ প্রদানের ব্যতিক্রম ঘটার কোন সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে অদ্য ১০০্ টাকা প্রদানের এবং বক্রী ৪০০্ টাকা কিস্তীতে প্রদানের অনুমতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া চিরপ্রার্থনায় থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২৪ ধারার বিধানে জরিমানা প্রদানের সময়ের প্রার্থনার জন্য দরখাস্ত

শ্রী .... আদালত, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী

মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২৪ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত কারাদণ্ডের শাস্তি সম্পাদনের রোধের জন্য দরখাস্ত

অভিযুক্ত দরখাস্তকারীর (নাম) .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আপনার দরখাস্তকারী সন্তুষ্টচিত্তে উপরোক্ত মামলায় অপরাধী দরখাস্তকারীকে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং ৫০০ টাকার জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন।

(২) দরখাস্তকারীর জরিমানা প্রদানের এই মুহূর্তে অর্থ নাই।

(৩) দরখাস্তকারী সর্বক্ষণ জামিনেই ছিলেন এবং জামিনেব সুবিধার অপব্যবহার করেন নাই।

(৪) আপনি যাহা উচিত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেই শর্তের উপর দরখাস্তকারী জরিমানা লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অভিযুক্ত দরখাস্তকারীকে প্রয়োজনীয় লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিয়া সম্পাদিত কারাদণ্ডের শাস্তি রোধ করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

জামিন-খত্ এর নিদর্শ

নিদর্শ — (পি) ৫৮

১. উত্তরবিচারে লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং জামিন-খত্

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ এবং ৪৪১ ধারাদ্বয়)

আমি .... (নাম) নিবাস .... (গ্রাম অথবা রাস্তা এবং শহর) .... থানা .... উত্তরবিচার প্রার্থনা করিয়াছি .... (উত্তববিচার আদালতের সংজ্ঞা) ম্যাজিষ্ট্রেট।

দায়রা বিচারকের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত .... আইনের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে এবং ১৯৭৪ সালের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ ধারার বিধানের উত্তর বিচারের সিদ্ধান্ত চলাকালীন জামিনদ্বারা মুক্তির জন্য উত্তরবিচাব আদালতে একটি আদেশ হইয়াছে, আমি এতদ্বারা স্বয়ং অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে আদালতে প্রয়োজনীয়তা ঘটিলে আমি ঐ আদালতে অথবা অন্য আদালতে উপস্থিত হইব এবং ঐ সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত কোন শাস্তির হুকুম আমার দ্বারা সংঘটিত না হইলে আমি ঐ শাস্তির হুকুম চরিতার্থের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিব এবং উহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি স্বয়ং অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি এই মর্মে যে সরকারের নিকট ... . পরিমাণ কেবলমাত্র অর্থ (শব্দে এবং অঙ্কে) বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন ...... ১৯ .....

(সহি)

আমি স্বয়ং এতদ্বারা জামিনদার .... রূপে ঘোষণা করিতেছি .... আমরা এতদ্বারা যৌথ এবং পৃথকভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং আমরা জামিনদারো প্রত্যেকে ঐ ... . মামলায় উত্তরবিচার আদালত কর্তৃক জামিনে মুক্ত হইবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছিলাম তাঁহার দ্বারা দাযেবকৃত উত্তরবিচাবেব সিদ্ধান্তের চলাকালীন সময়ে এই মর্মে যে আদালতের প্রয়োজনীয়তা ঘটিলে তিনি ঐ আদালতে অথবা অন্য আদালতে উপস্থিত হইবেন এবং ঐ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত কোন শাস্তি তাঁহার দ্বারা পূর্ণ না হইলে তিনি ঐ শাস্তি পূর্ণ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সমর্পণ করিবেন এবং তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি স্বয়ং/আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি এই মর্মে যে সরকারের নিকট .... কেবলমাত্র পরিমাণ অর্থ (শব্দে) বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ ....

(সহি)

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ ধারার উদ্দেশ্যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীল লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং জামিন খতের কোন নিদর্শ নির্দ্ধারণ করেন নাই।

নিদর্শ — (পি) ৫৯

২. উত্তরবিচার দাখিলের সময়কালীন লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং জামিন খত্

[দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ (৩) ধারা]

আমি .... (নাম) নিবাস .... (গ্রাম অথবা রাস্তা অথবা শহর) থানা .... উত্তরবিচার আদালতে (উত্তরবিচার আদালতের সংজ্ঞা) ম্যাজিস্ট্রেট/দায়রা বিচারকের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে উত্তর বিচার দায়ের কবিবার ইচ্ছায় এবং ১৯৭৩ সালের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ ধাবার অধীনস্থ ৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত আদেশ জামিনে আমাকে মুক্ত করিয়া উত্তরবিচারে আমাকে সহায়তা করার জন্য আদেশ হইলে এবং ঐ সংহিতার উপরোক্ত ধারার অধীনস্থ (১) ধারার অন্তর্ভুক্ত আদেশ' হইলে আমি নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিতেছি এই মর্মে যে উত্তরবিচার দায়ের না হইলে এবং .... (তারিখ) এর দ্বারা .... দিন .... ১৯ .... মঞ্জুর না হইলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কারাদণ্ডের আদেশ সম্পাদন করিবার জন্য যাহা উত্তরবিচার চলাকালীন সময়ে বোধ হইয়াছিল, সমর্পণ করিব এবং তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে সরকারের নিকট কেবলমাত্র .... পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ ......

(সহি)

আমি এতদ্বারা স্বয়ং জামিনদাররূপে ঘোষণা করিতেছি/আমরা এতদ্বারা যৌথভাবে এবং এককভাবে আমাদের মধ্যে ঘোষণা করিতেছি এবং আমাদের জামিনদারের মধ্যে প্রত্যেকে (প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বাদ দিবেন) ঐ মামলার .... জন্য উত্তরবিচার আদালত নির্দেশিত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ ধারার অধীনস্থ (৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত আদেশ জামিনে আমাকে মুক্ত করিয়া উত্তরবিচারে আমাকে সহায়তা করার জন্য আদেশ হইলে এবং ঐ সংহিতার উপরোক্ত ধারার অধীনস্থ (১) ধারার অন্তর্ভুক্ত আদেশ হইলে আমি নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিতেছি এই মর্মে যে উত্তরবিচার দায়ের না হইলে এবং .... (তারিখ) এর দ্বারা .... দিন .... ১৯ .... মঞ্জুর না হইলে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কারাদণ্ডের আদেশ সম্পাদন করিবার জন্য যাহা উত্তরবিচার চলাকালীন সময়ে বোধ হইয়াছিল, সমর্পণ করিব এবং তাহার

ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে সরকারের নিকট .... কেবলমাত্র .... পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন ... . ১৯ ......

(সহি)

নং ৩ — উত্তরবিচারের উদ্দেশ্যে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর জন্য জামিন দায়েরার্থে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত

শ্রী .... মহাশয়ের আদালত, বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট,

মামলা নং .... প্রথম শ্রেণী ....

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধী . ... (নাম) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) উপরি বর্ণিত মামলায় আপনার দরখাস্তকারী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এক মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছেন. ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ১০ দিন অধিক সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) দরখাস্তকারী দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির বিরুদ্ধে দায়রা বিচারকের নিকট উত্তর বিচার করিতে ইচ্ছুক।

(৩) আপনার দরখাস্তকারী সর্বসময় জামিনেই ছিলেন এবং মঞ্জুরকৃত জামিনের সুবিধার কখনও অপব্যবহার করেন নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর বিচার দায়ের উদ্দেশ্যে জামিনে দরখাস্তকারীকে মুক্তি দিবেন এবং উত্তর বিচাব চলাকালীন সময়ে শাস্তি রদ করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ জরিমানা দিবার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানের দরখাস্ত।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ (৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত উত্তরবিচার চলাকালীন জামিনের দরখাস্ত

প্রথম সহকারী বিচারকের আদালত ....

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনের এবং দণ্ডাজ্ঞা রোধের জন্য দরখাস্ত

অভিযুক্ত দরখাস্তকারী .... (নাম) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ উপরিবর্ণিত দায়রা বিচারে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ (ক) এবং ৩০৬ ধারার বিধানে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮(ক) ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত অপরাধের জন্য দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের জন্য তিনবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, উভয় দণ্ডই একত্রে চলিয়া ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড জরিমানা হইয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তিনমাসের সশ্রম কাবাদণ্ড হইবে।

(২) দরখাস্তকারী দণ্ডাজ্ঞার আদেশ এবং শাস্তিব বিরুদ্ধে উত্তর বিচারেব জন্য ইচ্ছুক।

(৩) আপনার দরখাস্তকাবী সর্বক্ষণ জামিনেই ছিলেন এবং মঞ্জুরকৃত জামিনের সুবিধার অপব্যবহাব ও অপপ্রযোগ কখনও করেন নাই।

(৪) দরখাস্তকারী আপনার অধিকারক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে চিরস্থাযী বসবাসের স্থান আছে বলিয়া পলাতক হইবার সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া উপবোক্ত দায়বা বিচারেব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দণ্ডাজ্ঞারোধ করিয়া দিবেন এবং দরখাস্তকারীকে উত্তর বিচার দাখিলেব সুযোগ প্রদান কবিয়া জামিনে মুক্ত কবিবেন।

এবং আপনার দবখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নিদর্শ — ৪৩

নং ৫ — ক্রোক এবং বিক্রয়ের দ্বারা জরিমানা আরোপের গ্রহণপত্র

(৪২১ ধারা দেখুন)

প্রতি (পুলিশ আধিকারিক অথবা অন্যান্য ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদ্বয়ের যিনি অথবা যাঁহারা গ্রহণ পত্র সম্পাদন করিবেন নাম এবং সংজ্ঞা)

যেহেতু (দোষীর নাম এবং বর্ণনা) আমার নিকট .... (অপরাধের বিষয় বৃত্তান্ত) অপরাধের জন্য .... দিনে .... ১৯ .... সালে দোষী সাবাস্ত হইয়াছিলেন এবং যেহেতু ঐ (নাম) জরিমানা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ঐ জরিমানা অথবা কোন অংশ প্রদান করেন নাই:

ইহা আপনাকে অনুমতি প্রদান করা হইতেছে এবং প্রয়োজনীয়তা আছে যে আপনি ঐ (নাম) ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি যাহা .... জিলার মধ্যে রহিয়াছে

তাহা ক্রোক করিবেন এবং ঐ ক্রোক করিবার পরে (অনুমতিপ্রাপ্ত দিনগুলি অথবা ঘণ্টাগুলি বলিবেন) মধ্যে ঐ অর্থ প্রদান করা (এই মুহূর্তে) না হয় তবে ক্রোককৃত স্থাবর সম্পত্তি অথবা এই অংশ জরিমানার অর্থ সন্তোষসাধনের পক্ষে উপযুক্ততা বিচার করিয়া বিক্রয় হইবে, এই গ্রহণপত্র প্রত্যর্পণ করা হইবে একটি পৃষ্ঠাঙ্কন সমেত প্রমাণপত্রের দ্বারা এই মর্মে যে ইহার সম্পাদনের পরেই আপনি ইহা করিয়াছেন।

তারিখ দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৪৪

জরিমানা উদ্ধারের গ্রহণপত্র

(৪২১ ধারা দেখুন)

প্রতি জিলার আদায়কারী

যেহেতু (অপরাধীর নাম, ঠিকানা এবং বর্ণনা) আমার নিকট দিনে ১৯ সালে (অপরাধের বিষয় উল্লেখ করিবেন) অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং অর্থপ্রদানে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং যেহেতু ঐ (নাম) ঐ জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিলেও ঐ জরিমানা অথবা কোন অংশ প্রদান করেন নাই

আপনি এতদ্দ্বারা অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনুরোধ করা যাইতেছে যে আপনি স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি হইতে অথবা উভয় সম্পত্তি হইতে জমি বাড়াস্থ বক্রী বাবদ ঐ জরিমানা অর্থ আদায় করিবেন ঐ (নামে) এবং বিলম্ব না করিয়া প্রমাণিত করিবেন যে এই আদেশের সম্পাদনায় আপনি সাহা করিয়াছেন।

তারিখ দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নং ৭ — লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্ত হইবার জন্য জামিনদারের দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার দরখাস্ত

শ্রী মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার দরখাস্ত

(নাম) জামিনদার

(নাম) অপরাধীর পক্ষে বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শনপূর্বক ঃ

(১) আপনার দরখাস্তকারী .... তারিখে উপরোক্ত মামলায় উপরোক্ত আসামীর পক্ষে আদালতে প্রত্যেক দিন উপস্থিত হইবার জন্য এবং পরবর্তীকালে মামলার স্থানান্তরকরণের আদালতেও উপস্থিত হইবার জন্য জামিনদার হইয়াছিলেন।

(২) দায়রা আদালতে মামলাটি স'ম্পূর্ণরূপে বিচারযোগ্য এবং .... তারিখে দিন ধার্য্য হইয়াছে।

(৩) .... তারিখে দরখাস্তকারী উপরোক্ত আসামীর গৃহ পরিদর্শন করেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পান নাই এবং প্রতিবেশীদের নিকট হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি কিছুদিন যাবৎ গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

(৪) .... ঐ তারিখে আপনাব দরখাস্তকাবী পুনরায় উপরোক্ত আসামীর গৃহে গিয়াছিলেন এবং ঐ সময় তিনি তাঁহাকে ঐস্থানে দেখিযাছিলেন কিন্তু তিনি দবখাস্তকারীকে তাঁহার পশ্চাতে গুপ্তচরেব ন্যায় অনুসন্ধান কবাব কার্য্য চালাইতে বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন এবং দবখাস্তকাবী আশঙ্কা করিতেছেন যে আসামী ব্যক্তি তাঁহাকে হয়বানি এবং ভীতি প্রদর্শন করিবে। সেইহেতু দরখাস্তকাবী আসামীকে চালনার ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে অসমর্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে জামিনদারের লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে জামিনদার দরখাস্তকারীকে মুক্ত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত জামিনদারের দ্বারা হস্তান্তরগ্রহণকারীর জন্য দরখাস্ত

দায়বা বিচারকের .... আদালত

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার বিধানে জামিনদারের দরখাস্ত

.... (নাম) জামিনদারের বিনম্র দরখাস্ত

আসামী .... (নাম) র জন্য

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী আদালতের নিকট তাঁহার উপস্থিতির জন্য আসামীব্যক্তির জামিনদার এবং তিনি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত লিখিত প্রতিশ্রুতি মতে প্রত্যেক দিনে আদালতে তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার জন্য দায়ী আছেন।

(২) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত অনুরোধ সত্ত্বেও আসামী ব্যক্তি তাঁহার অসুস্থতার কারণে আদালতে উপস্থিত হন নাই এবং দরখাস্তকারী ঐ দিনের জন্য পদক্ষেপ লইয়াছিলেন।

(৩) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ঐ গৃহে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ঐ .... তারিখে অর্থাৎ অসুস্থতার অছিলায় যেদিন আদালতে হাজির হন নাই সেইদিন তিনি .... স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থান হইতে অদ্যাপি ফিরিয়া আসেন নাই।

এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী জামিনদার আশঙ্কা করিতেছেন যে আসামী পলাতক হইয়াছেন অথবা তিনি বিচারকে পরিহার করিতেছেন এবং সেজন্য কোন বলপ্রকাশক পদক্ষেপ ব্যতীত তাঁহাকে উপস্থিত করানো সম্ভবপর নয়।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্ত করিবার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া হস্তক্ষেপ করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৯ — আদালতের সম্মুখে আসামীর উপস্থিতি সম্পর্কে জামিনদারের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার বিধানের দরখাস্ত

প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ...... আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার বিধানের দরখাস্ত

জামিনদার .... (নাম) এর আসামী পক্ষের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) আপনার দরখাস্তকারী আদালতে উপস্থিত আসামী ব্যক্তির জামিনদার।

(২) ঐ আসামী পূর্বের দিনগুলিতে আদালতে উপস্থিত হন নাই।

(৩) ঐ আসামী দরখাস্তকারীকে পরিহার করিতেছেন এবং সর্বদাই গৃহের বাহিরে থাকিতেছেন এবং সেইহেতু দরখাস্তকারীর আসামীর উপর কোন ক্ষমতা নাই এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী ভীত হইয়াছেন এই মর্মে যে আসামী দরখাস্তকারীকে আর্থিক দণ্ডের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া পলাতক হইবেন এবং সেইহেতু পরবর্তী দিনগুলিতে আসামীর উপস্থিত হইবার দায়িত্বের ঝুঁকি দরখাস্তকারী লইবেন না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে তাঁহার দ্বারা .... তারিখে সম্পাদিত লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিবেন এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪ ধারার বিধানে নূতন লিখিত প্রতিশ্রুতির দ্বারা মুক্ত হইবার জন্য আসামীর দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের .... আদালত

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪(৩) ধারার বিধানমতে

আসামীর .... (নাম) দরখাস্ত

উপরোক্ত আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .. .. তারিখে দরখাস্তকারী অসুস্থ ছিলেন এবং সেইহেতু তিনি আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই কিন্তু তিনি জামিনদারকে ... . (নাম) তাঁহার একজন আত্মীয়ের মারফৎ চিকিৎসা প্রমাণপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

(২) যেহেতু দরখাস্তকারী আসামী জামিনদারের চাহিদা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই সেইজন্য ক্ষতিকারকরূপে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন এবং আপনার মহানুভব তাঁহার বিরুদ্ধে একটি গ্রহণপত্র ... . তারিখে জারী করিয়াছিলেন।

(৩) এই গ্রহণপত্র জারীর কথা জানিতে পারিয়া দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবের নিকট নূতন জামিনের দ্বারা মুক্ত হইবার জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে দায়রা বিচারকালীন সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য একটি নূতন জামিনখত যোগান দিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন। অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ব্যবহারক্রীত গ্রহণপত্র পুনরায় আহ্বান করা হউক।

টিপ্পনী : গ্রেপ্তারের গ্রহণপত্র জারী হইয়া থাকিলে উহা পুনরায় আহ্বানের জন্য একটি পৃথক দরখাস্তের প্রয়োজনীয়তা আছে।

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৪(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত আসামীর দরখাস্ত

প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ....

আসামীর .... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .... (নাম) উপস্থিতির জন্য জামিনদার লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া একটি ক্ষতিকারক দরখাস্ত দাখিল করিযাছেন যেহেতু দরখাস্তকারী দরখাস্তকারীর পক্ষে জামিনদাবের দ্বাবা লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনে জামিনদারের যুক্তিসম্মত ক্রমিক দাবী দরখাস্তকাবী প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

(২) দরখাস্তকারী আদৌ ইচ্ছাকৃতভাবে আদালত পবিহাব করেন নাই এবং জামিনদার লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে নিজেকে মুক্ত হইবার জন্য কাহিনী আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে অন্য কাহারও জন্য নূতন লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের তিনি সুযোগ পাইতে পারেন।

(৩) দরখাস্তকারী নূতন জামিনদারের দ্বারা সম্পাদনায় নূতন লিখিত প্রতিশ্রুতি আদিম লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত একই শর্ত এবং অবস্থাগুলির ভিত্তিতে কবিতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক আছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৪৪(৩) ধাবাব বিধানেব অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন জামিনেব জন্য হস্তক্ষেপ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকাবী কর্তব্যবত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ১২ — বাজেয়াপ্তর বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন; এবং শাস্তির রোধ

শ্রী .... আদালত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট

বিবিধ মামলা নং .

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৬ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত জামিনের জন্য কাবণ প্রদর্শন

জামিনদার (নাম) এর বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আপনার দরখাস্তকারী .... আসামীব জন্য .. . . . মামলা নং তে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের অন্তর্ভুক্ত . . .. ধাবাগুলির বিধানমতে এই আদালতে এবং স্থানান্তরকরণের আদালতে তাঁহার উপস্থিত হইবার জন্য জামিনদার হইয়াছিলেন।

(২) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তদন্তকালীন সময়ের সকল তাবিখগুলিতে তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিক্ষিত দায়রা বিচাবকের আদালতে আসামীকে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ .... তারিখে আসামী উপস্থিত হন নাই এবং যদিও দরখাস্তকারী পরবর্তী দিনের উপস্থাপনার স্থগিত দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন কিন্তু দরখাস্তটি

আন্দোলিত হয় নাই এবং সেইহেতু দায়রা বিচারক .... সন্তুষ্টচিত্তে আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী অধিপত্র জারী করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কার্য্যাবলী শুরু করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে একই দিনে দরখাস্তকারী আসামীর গৃহে ছিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন এবং আপনার দরখাস্তকারী সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য স্থানীয় থানায় গিয়াছিলেন।

(৫) .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আসামী সংক্রান্ত আত্মহত্যার সংবাদটি অনুমোদন করিলেন এবং তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে ইহার সহিত দাখিলকৃত .... মামলা নং এর অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি নকল প্রদান করিলেন।

(৬) আপনার দরখাস্তকারী ইতিমধ্যেই শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... এর দৃষ্টিতে আসামীর মৃত্যুর তথ্য আনয়ন করিয়াছেন যিনি .... থানার .... ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে প্রতিবেদন চাহিয়াছেন দরখাস্তে বর্ণিত তথ্যের সত্যতা যাচাই করিবার জন্য।

(৭) আপনার দরখাস্তকারীর অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার এবং পক্ষদের কর্মের উপর কার্য করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব যথেষ্ট দয়াপরবশ হইয়া এই পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে জরিমানা প্রদান হইতে মুক্তি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে জামিনদারের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত জরিমানা প্রদানের উপশম/ক্ষমার জন্য দরখাস্ত

.... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

.... (নাম) আসামীর জামিনদার

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) উপরোক্ত আসামীর জন্য ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত উপস্থিতির জন্য দরখাস্তকারী জামিনদার হইয়াছিলেন।

(২) জামিনে অব্যাহতি পাইবার পরে আসামী অন্য জেলায় ডাকাতির মামলা নং তে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

(৩) ঐ তারিখে দরখাস্তকারী তারিখের তাহার দরখাস্তের দ্বারায় আদালতকে জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ আসামীর গ্রহণপত্র উপস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ তারিখে আসামী উপরিবর্ণিত থানার তারিখের মামলা নং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারার বিধানে নির্দিষ্ট সময় ৯০ দিন অতিক্রান্ত হইবার পর জামিনে মুক্তি পাইয়াছিলেন এবং সেইহেতু জামিনদার আসামীকে সমর্পণ করিতেছেন যেহেতু আসামীকে জামিনে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীমত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থাপনা পৌঁছায় নাই।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া আসামীকে ঐ তারিখে উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হইবার জন্য দরখাস্তকারীকে ক্ষমা করিবেন এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য জরিমানা প্রদান না করিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত।

নং ১৪ — লিখিত প্রতিশ্রুতির দ্বারা মুক্ত সম্পত্তির উপস্থাপনের ব্যতিক্রমে বাজেয়াপ্তর বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন

প্রথম শ্রেণী বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট

শ্রী এর আদালত

মামলা নং

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত জিম্মা প্রদত্ত alamats গুলি উপস্থিত না করিতে পারার জন্য বাজেয়াপ্তর বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন

জিম্মাদার কার্যত অভিযোগকারী (নাম)

বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক,

(১) ঐ তারিখে দরখাস্তকারীর গৃহে একটি চুরি হয় এবং ঐ ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারায় পুলিশ মামলা নং আসামী ব্যক্তি অর্থাৎ নামে রেজিস্ট্রীকৃত হয় এবং পুলিশ দুইটি সোনার কানের দুল, একটি সোনার আংটি ও একটি সোনার হার ১০ গ্রাম ওজনের সর্বশুদ্ধ ৫০০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কার উদ্ধার করেন।

(২) ঐ .... তারিখে উদ্ধারকৃত স্বর্ণালঙ্কারগুলি দরখাস্তকারীকে ৮০০০ হাজার টাকা মূল্যের জন্য .... তারিখের লিখিত প্রতিশ্রুতির জারীর উপর জিম্মার দ্বারা প্রদান করা হয়।

(৩) ঐ .... তারিখে পুনরায় দরখাস্তকারীর গৃহে ডাকাতি হয় এবং ঐ সকল স্বর্ণালঙ্কারগুলি ও মূল্যবান বস্তুগুলি অজানিত দুষ্কৃতকারীরা লইয়া যান এবং ঐ ঘটনার ভিত্তিতে দরখাস্তকারী পুলিশকে সংবাদ দেন কিন্তু এই সময় পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই অথবা ঐ .... তারিখে অপহৃত দ্রব্যগুলি উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থিত করিয়া জানাইলেন যে সমাচারটি সত্য।

৪) দরখাস্তকারী অবিলম্বে চুরীর দ্বিতীয় ঘটনার পরেই . .. . তারিখের দরখাস্তের দ্বারা আপনার মহানুভবের পূর্বাধিকারীদের কার্য্যালয়ে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ঐ বিষয়টি জানাইলেন।

(৫) ঐ . ... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে .... তারিখে দরখাস্তকারীর দ্বারা সম্পাদিত লিখিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কারগুলি উপস্থিত করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন কিন্তু . . . তারিখে ভারত বন্ধ হওয়ায় দরখাস্তকারী আদালতে তাঁহার নিবেদন করিতে আসিতে পারেন নাই এবং সেই কারণে ঐ তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পত্তি উপস্থাপন না করিতে পারার জন্য দরখাস্তের বিরুদ্ধে একটি কার্য্যাবলী শুরু করিয়া দেন।

(৬) দরখাস্তকারী তাঁহার নিজের অলঙ্কারগুলি হারাইয়াছেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আদালতের আদেশ তাহাকে মান্য করিতে হইবে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারীর তাঁহার জিম্মায় রাখা সম্পত্তি উপস্থাপনের ক্ষমতা নাই।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া দরখাস্তকারীকে অপরিত্যাজ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পত্তি উপস্থাপনের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে জরিমানা প্রদান না করিবার জন্য মুক্তি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৬ ধারার আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত উত্তর বিচারের দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী উত্তর বিচার নং ....

এই সম্পর্কিত

(নাম এবং বর্ণনা)

বনাম

উত্তব বিচাব প্রার্থী

বাজ্য

উত্তববাদী

এবং

এই সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব [illegible] ধাবা অনুসাবে বিজ্ঞ প্রধান বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব [illegible] তাবিখেব আদেশ [illegible] মামলা [illegible] আসামীব উপস্থাপনাব ব্যতিক্রমেব ক্ষেত্রে বিবিধ মামলা নং [illegible] নির্দেশিত শাস্তি [illegible] আদেশেব বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব [illegible] ধাবায় উত্তব বিচাবেব দবখাস্ত

উপবোক্ত [illegible] এবং [illegible] দবখাস্ত

[illegible]

(১) [illegible] উপস্থিত না [illegible] এবং তিনি [illegible] তাবিখে উত্তব বিচাব প্রার্থীব দ্বাবা দাখিলকৃত [illegible] আবেদন কবিয়াছেন।

(২) উত্তববিচাব প্রার্থী ও আসামীব [illegible] তাবিখে আদালতেব পর্যাক্রমাতে অনুসাবে উপস্থিত হইবাব জন্য জামিনদাব রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।

(৩) উত্তববিচাব প্রার্থী আসামীব উপস্থিতি না হইবাব ক্ষেত্রে ১০০০ হাজাব টাকা পর্যান্ত অর্থ বাজেযাপ্ত হইবাব জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন বলিয়া . তাবিখেব একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন কবিয়াছেন।

(৪) ঐ তাবিখে আসামী উপবোক্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনেব মাধ্যমে জামিনেব দ্বাবা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন এবং ঐ একই বাত্রে আসামী ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৩০২ ধাবাব বিধানে পুলিশ মামলা সংক্রান্তে . পুলিশেব দ্বাবা গ্রেপ্তাব হইয়াছিলেন।

(৫) ঐ তাবিখে শিক্ষিত প্রধান বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট আসামীব উপস্থিত হইবাব তাবিখ নির্দিষ্ট কবিয়াছিলেন যেহেতু পুলিশ .. তাবিখে ইতিমধ্যেই অভিযোগেব কাগজ দাখিল কবিয়াছিলেন।

(৬) ঐ .... তারিখে উত্তরবিচার প্রার্থী আসামীর অপর থানার অধীন অপর মামলায় পৃথক জেলার মধ্যে আটক থাকিবার তথ্যটি বিবৃত কবিয়া একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট .... এর সম্মুখে মামলাটিতে গ্রহণপত্র উপস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু উপস্থাপনের গ্রহণপত্র জেলকর্তৃপক্ষের নিকট .... স্থানে ... . জেলায় পৌঁছাইবার পূর্বেই আসামী শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট .... এর দ্বারায় আইনসম্মত নির্ধারিত সময় ৯০ দিন অতিক্রান্ত হইবার পরে জামিনের দ্বারা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

(৭) ঐ .... তারিখে প্রধান বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে, যিনি আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের গ্রহণপত্র জারী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট লিখিত আবেদন দেওয়া সত্ত্বেও উপরিবর্ণিত কার্য্যাবলী শুরু করিয়াছিলেন। সেই বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উত্তরবিচার প্রার্থী আসামীকে উপস্থিত কবিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে .... তারিখে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে .... তারিখে আসামীকে উপস্থিত না করিবার জন্য উত্তরবিচার প্রার্থী কর্তৃক কারণ প্রদর্শন বাতিল করিয়া আসামীকে উপস্থিত না করিবার জন্য শাস্তি আরোপ করিয়াছিলেন।

(৮) ঐ শাস্তি আরোপের আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে উত্তর বিচার দাখিল করা হইতেছে।

কারণগুলি

(ক) ঐ .... তারিখের শাস্তি আরোপকারী প্রশ্নাধীন আদেশ আইনতঃ খারাপ, উচ্চধরণের বিপথগামী এবং অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূক্ত।

(খ) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশ প্রাকৃতিক বিচারলঙ্ঘনকারী বলিয়া আইনত খারাপ।

(গ) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশ বিপথগামী যেহেতু শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেটের ভাবা উচিত ছিল যে অপর মামলার ক্ষেত্রে যেখানে উত্তরবিচার প্রার্থী .... তারিখে গ্রহণপত্র উপস্থাপনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেক্ষেত্রে আসামীর আটকের জন্য আসামীকে উপস্থাপিত করা উত্তরবিচার প্রার্থীর ক্ষমতার বহির্ভূক্ত ছিল।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট বর্তমান প্রদত্ত পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে শাস্তি প্রদানকালে তাঁহার বিচারীয় অন্তরের প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার সুযোগ পাইবার রুতেই আসামীর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উত্তরবিচার প্রার্থীর আচরণ এর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উপেক্ষিত।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর বিচারটি মঞ্জুর করিবেন, নথিপত্র তলব করিবেন, রাজ্যসরকারের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিবেন।

অধিকন্তু ইহা আরও প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে প্রশ্নাধীন আদেশের কার্য্যকারিতা স্থগিত রাখিবেন।

অধিকন্তু ইহা আরও প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে প্রশ্নাধীন আদেশ প্রদত্ত জরিমানা আদায় স্থগিত রাখিবেন।

টিপ্পনী ঃ প্রত্যেকটি আনুষঙ্গিক উপকারের জন্য পৃথক দরখাস্তগুলি দাখিল করিতে হইবে।

নং ১৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২১ ধারার বিধানে শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য জরিমানার আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃবিবেচনার দরখাস্ত

দায়রা বিচারক এর আদালত

ফৌজদারী পুনঃবিবেচনা নং

এই বিষয় সম্পর্কিত

(নাম এবং বর্ণনা) দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য

অপরপক্ষ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দরখাস্তকারীর দ্বারা দায়রা বিচার নং এর ক্ষেত্রে আসামীর (নাম) বিনা উপস্থাপন সম্পর্কিত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৫১৬ ধারার বিধানে বিবিধ মামলা নং এ শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশের বিরুদ্ধে উপরোক্ত দরখাস্তকারীর পুনঃবিবেচনার দরখাস্ত

উপরি বর্ণিত দরখাস্তকারী অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) দরখাস্তকারী উপরোক্ত দায়রা বিচার নং এর সম্পর্কিত মৃত আসামী এর পক্ষে জামিনদার ছিলেন এবং মুখ্যার (মৃত আসামী) পক্ষে আদালতে তাঁহাকে উপস্থাপনের জন্য একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিয়া আসামী বিনা উপস্থাপনের জন্য ১০০০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে বলিয়া নিজেকে দায়ী করিয়াছিলেন।

(২) ঐ আসামী আপনার মহানুভবের আদালতে তারিখ পর্য্যন্ত প্রতি তারিখেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(৩) ঐ .... তারিখে আসামী আদালতে উপস্থিত হন নাই কিন্তু দরখাস্তকারী তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ব্যবস্থা লইয়াছিলেন যদিও তাঁহার দ্বারা দাখিলকৃত দরখাস্তটি আন্দোলিত হয় নাই যেহেতু তিনি দৃঢ় পদক্ষেপের সহিত .... স্থানে বহু দূরের ব্যবধানে আসামীর গৃহে ত্বরান্বিতভাবে গিয়াছিলেন। যাহা হউক আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের গ্রহণপত্র জারী করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কার্য্যাবলী শুরু করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী জানিতে পারিলেন যে ঐ একই তারিখে আসামী ঝুলিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে পুলিশের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দরখাস্তকারী আসামীর দুর্ভাগ্যজনিত মৃত্যুর তথ্যের দ্বারা আপনার মহানুভবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

(৫) বিবিধ মামলা নং .... এর কার্যাবলীর বিজ্ঞপ্তি পাইয়া দরখাস্তকারী সকল তথ্য ব্যক্ত করিয়া এবং সকল প্রাপ্য দস্তাবেজগুলি প্রদর্শন করিয়া কারণ প্রদর্শন দাখিল করিয়াছেন।

(৬) দরখাস্তকারীর ইহা বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ প্রদর্শনটি গ্রহণ করিবেন এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে উদ্ভূত দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবেন যেহেতু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ভবিষ্যৎ তারিখের জন্য তাহার সিদ্ধান্ত সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

(৭) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী তাহার কন্যার বাড়ী .... তে গমন করিয়াছিলেন এবং ঐখানে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন যাহার ফলে প্রশ্নাধীন আদেশের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানিতে পারেন নাই।

(৮) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং শুনিলেন যে শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... সন্তুষ্ট চিত্তে জরিমানা প্রদান না করার জন্য দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের গ্রহণপত্র জারী করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ণ লিখিত প্রতিশ্রুতি শাস্তিরূপে উদ্ধারের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৯) দরখাস্তকারী ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত করিয়াছেন ঃ

কারণগুলি

(ক) ঐ .... তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশটি বিপথগামী, বেআইনী, উচ্চতমভাবে অনুপযুক্ত এবং অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূত।

(খ) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২১ ধারার বিধানের প্রয়োগ না ঘটাইয়া গ্রেপ্তারের অধিপত্র জারী আইনতঃ খারাপ।

(গ) দরখাস্তকারীকে কারণ প্রদর্শনের সুযোগ না দিয়া শাস্তির উদ্ধারের প্রক্রিয়াকে জরিমানা রূপে আরোপ করা উচ্চতর বিপথগামী এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল হওয়ার যোগ্য।

(ঘ) তারিখে সম্পাদিত ক্রোকী পরোয়ানার জারী ফিরত না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া গ্রেপ্তারী অধিপত্রের জারী আইনের নির্দেশিত বিধান লঙ্ঘনকারী এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশ বাতিল হওয়ার যোগ্য।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আসামী ও তাহার পিতার নামের বানান মৃতব্যক্তি এবং তাহার পিতার নামের বানান এক নহে এই কারণের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তি এবং আসামীকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া যে বিবেচনা করিয়াছেন সেই কার্য্য বিপথগামী হইয়াছে

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট এর পুলিশ এর নিকট হইতে তদন্ত করা উচিত ছিল দুইটি ব্যক্তি অথবা [illegible] পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং সেইকারণে প্রশ্নাধীন আদেশ সম্পূর্ণ বিপথগামী।

(ছ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের তাহার আসামীর বিনা অনুপস্থিতির কারণগুলি বিবেচনা করা উচিত ছিল [illegible] আওতার বাহিরে ছিল [illegible] প্রশ্নাধীন আদেশ [illegible] বিপথগামী

সেইহেতু ইহা প্রার্থনা [illegible] মামলার [illegible] শুনানির পরে প্রশ্নাধীন আদেশ বাতিল করিবেন

অধিকন্তু ইহাও প্রার্থনা যে আদেশের [illegible] দরখাস্তের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দয়াপূর্বক স্থগিত করা হউক।

অধিকন্তু আরো ইহা প্রার্থনা যে [illegible] শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে গ্রেপ্তারের অধিপত্র [illegible] নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যবদ্ধ হইয়া [illegible] জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ প্রত্যেকটি [illegible] লইবার জন্য পৃথক দরখাস্তগুলি লাগিবে।

নিদর্শ — ১৫

১. শান্তি রক্ষার্থে জামিনদার নির্দ্ধারণে ব্যতিক্রম হইলে প্রতিশ্রুতির অধিপত্র

(১২২ ধারা দেখুন)

প্রতি

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

যেহেতু (নাম এবং ঠিকানা) ব্যক্তিগতভাবে (অথবা তাঁহার অনুমোদিত প্রতিনিধি) আমার সম্মুখে উপস্থিত হইযাছিলেন .... তারিখে আহ্বানপত্র মান্যের দ্বারা যাহাতে তাঁহাকে কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছিল এই মর্মে যে তিনি জামিনদাব সমেত .... অর্থের একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি (অথবা দুইটি জামিনদার সমেত প্রত্যেকের .... অর্থের লিখিত প্রতিশ্রুতি) কেন সম্পাদন করিবেন না, এবং তিনি ঐ (নাম) .... মাসগুলির জন্য শান্তি বক্ষা করিবেন এবং যেহেতু একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে (নাম) সম্পাদন কবিবার জন্য আদেশ হইযাছিল এবং ঐ জামিন (আদেশকৃত জামিন হইতে ইহা আহ্বানপত্রে উল্লিখিত জামিন হইতে পৃথক হইলে তাহা উল্লেখ করিবেন) তিনি ঐ আদেশ অনুযায়ী মান্য করিতে পারেন নাই।

ইহা আপনাকে অনুমোদন করা হইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে আপনি ঐ (নামে) আপনাব তত্ত্বাবধানে বাখিবেন এই অধিপত্র সমেত এবং ঐ সময পর্য্যন্ত (কয়েদে থাকাব সীমাবেখা পর্যান্ত) কয়েদে নিরাপদে রাখিবেন যদি না তিনি ইতিমধ্যে আইনসম্মতভাবে অব্যাহতি না পেযে থাকেন এবং অধিপত্রটি সম্পাদনেব পদ্ধতিব প্রমাণের পৃষ্ঠাঙ্কন সমেত প্রত্যর্পণ না কবিযা থাকেন।

তারিখ, এই দিন . . . . ১৯ .. ..

(আদালতের শীলমোহব) (সহি)

নিদর্শ — ১৬

২. সুন্দর ব্যবহারের জন্য জামিনদারের অন্বেষণে ব্যর্থ হইলে অধিপত্রের প্রতিশ্রুতি

(১২২ ধারা দেখুন)

.... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকেব প্রতি

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইযাছে যে (নাম এবং ঠিকানা) . .. .. জেলার মধ্যে আমার নিকট তাহার উপস্থিতি গোপন করিতেছেন এবং ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তি আছে যে তিনি একটি প্রগ্রাহ্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে ইহা করিতেছেন।

অথবা

যেহেতু সাধাবণ চরিত্রেব (নাম এবং বর্ণনা) সাক্ষ্য আমার নিকট প্রদান করা হইয়াছে এবং নথীভুক্ত হইযাছে যাহা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে তিনি একজন অভ্যাসকারী লুণ্ঠক (অথবা গৃহ ভঙ্গকারী ইত্যাদি, যেমন ক্ষেত্র বিশেষে হইবে)

এবং

যেহেতু একটি আদেশ এই কারণে নথীভুক্ত হইযাছে এবং তাহার (নাম) তাঁহার সুন্দর ব্যবহারের জন্য এই সমযকালীনের (সময় সামা বর্ণনা করিবেন) জন্য একটি জামিনদার সহিত অর্থের শর্তে লিখিত প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য প্রযোজন ঘটিযাছে (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে দুইটি বা ততোধিক জামিনদার থাকিলে) এবং ঐ জামিনদার (অথবা প্রত্যেক জামিনদারগুলি) অর্থের শর্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইযাছে এবং ঐ (নাম) আদেশটি মান্য করিতে ব্যর্থ হইযাছে এবং ঐ ব্যতিক্রমের জন্য (সময়সীমা বলিবেন) পর্যন্ত জেল হাজতবাসে উপনীত হইবেন যদি না জামিন শীঘ্র করা হয।

ইহা আপনাকে অনুমোদন করা হইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে ঐ নামটি আপনি গ্রহণ করিযা অধিপত্র সমেত আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিবেন এবং তাঁহাকে জেল হাজতে নিরাপদে রাখিবেন অথবা তিনি ইতিমধ্যে জেলে থাকিলে তাহাকে ঐ সময সামা পর্য্যন্ত জেলে রাখিয়া দিবেন যদি না তিনি ইতিমধ্যে আইনত আদেশ বলে অব্যাহতি পাইযা থাকেন এবং এই অধিপত্রটি সম্পাদনের পদ্ধতি প্রমাণ করিযা পৃষ্ঠাঙ্কন সমেত প্রত্যর্পণ করিযা থাকেন।

তারিখ দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ১৭

৩. জামিন দিতে ব্যর্থ হইবার জন্য জেল হাজতে রক্ষিত ব্যক্তির অব্যাহতির জন্য অধিপত্র

(১২২ এবং ১২৩ ধারাগুলি দেখুন)

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের প্রতি (অথবা যে আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে ব্যক্তি রহিযাছেন)

অথবা

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতিপন্ন হইযাছে যে আপনি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর মালিক (অথবা আপনি দখলে রহিযাছেন অথবা আপনার ক্ষমতা রহিযাছে) অথবা জনসাধারণের রাস্তার (রাস্তাটি বর্ণনা করিবেন) (অথবা কূপ অথবা খনন কার্যো) এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ঐ পুষ্করিণীতে (অথবা কূপ অথবা খনন কার্য্যে) একটি বেষ্টনের অভাবে (অথবা নিরাপত্তাহীন বেষ্টনের দ্বারা) বিঘ্নিত হইতেছে।

অথবা

যেহেতু, ইত্যাদি, ইত্যাদি (যেমন ক্ষেত্রবিশেষে) আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি এবং আপনাকে জানাইতেছি যে এই সময়েব মধ্যে (অনুমোদিত সময় সীমা বর্ণনা করিবেন) বিরক্তিকর বস্তু অপসারণেব জন্য যাহা করিতে হইবে ব্যক্ত করিবেন) অথবা .... সময় .... আদালতে .... তারিখে .... পরবর্তী .... দিনে আপনি উপস্থিত হইবেন এবং এই আদেশ কেন পালন করা উচিত হইবে না তাহার জন্য কারণ প্রদর্শন করিবেন।

অথবা

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি এবং আপনাকে জানাইতেছি যে এই সময়েব মধ্যে (অনুমোদিত সময় সীমা ব্যক্ত করিবেন) আপনি ঐ স্থানে চলমান ব্যবসা অথবা জীবিকা বন্ধ করিবেন এবং পুনরায় উহা চালাইবেন না অথবা বর্তমান ব্যবসা চালাইবার স্থান হইতে ব্যবসাটিকে অন্যত্র অপসারিত করিবেন না, অথবা উপস্থিত হইবেন ইত্যাদি।

অথবা

আমি ইহার দ্বারা নির্দেশ দিতেছি এবং জানাইতেছি যে এই সময়ের মধ্যে (অনুমোদিত সময় ব্যক্ত করিবেন) উপযুক্ত বেষ্টনী (বেষ্টনীর প্রকৃতি এবং কোন অংশে বেষ্টনী দিবেন তাহা ব্যক্ত করিবেন, অথবা উপস্থিত হইবেন, ইত্যাদি

অথবা

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি এবং জানাইতেছি যে ইত্যাদি, ইত্যাদি (ক্ষেত্রবিশেষে)

তারিখ, এই .... দিন .... ১৯ .....

(আদালতের শীলমোহর) (সাক্ষর)

৪. দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২১ ধারার বিধানে বিজ্ঞপ্তির উত্তরে কারণ প্রদর্শন

কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২১ ধারার অন্তর্ভুক্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে তদন্তের সময় বাধ্য পক্ষ এবং তাঁহার জামিনদারের যৌথ কারণ প্রদর্শন

অপরপক্ষ এবং তাঁহার জামিনদার

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আপনার অপরপক্ষ কে এক বৎসরের জন্য শান্তি এবং সুন্দর ব্যবহার রক্ষা করিবার জন্য উপরোক্ত মামলায় ১০০০ হাজার টাকা মূল্যের লিখিত প্রতিশ্রুতি একজন জামিনদার সমেত ঐ অর্থ মূল্যের সম্পাদন করিতে নির্দেশিত হইয়াছেন।

(২) উপরোক্ত নামের অপরপক্ষ তাঁহার এবং জামিনদার দ্বারা সম্পাদিত লিখিত প্রতিশ্রুতি সকল প্রয়োজনীয় কাগজগুলি সমেত একটি শপথপত্রের দ্বারা দাখিল করিয়াছেন তারিখে কিন্তু আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে পক্ষদের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন।

(৩) তারিখের বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অপরপক্ষ এবং তাহার জামিনদার কারণ প্রদর্শনটি দাখিল করিয়াছেন।

(৪) ঐ জামিনদারের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি রহিয়াছে যাহার দলিলগুলি ভাড়ার রসিদ এবং পরচাগুলি তিনি দাখিল করিয়াছেন।

(৫) অপরপক্ষকে হয়রানি করিবার জন্য প্রথমপক্ষ জামিনদারের যথোপযুক্ত এবং চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা সমাচার পরিবেশন করিয়া আদালতকে ভুলপথে চালিত করিয়াছে।

(৬) জামিনদার অপরপক্ষের গৃহ হইতে দূরত্বে অবস্থান করিলেও এবং অপরপক্ষের শ্বশুর হইলেও বাজেয়াপ্তর ক্ষেত্রে জামিনদারের লিখিত প্রতিশ্রুতির অর্থ দিবার যথেষ্ট সঙ্গতি রহিয়াছে।

(৭) প্রথম পক্ষ পুলিশের জন্য একটি প্রতিবেদন সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে জামিনদার একটি চুরির মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন যদিও তাঁহার অভিযুক্ত হইবার মামলায় তিনি বিশদ বৃত্তান্ত দাখিল করেন নাই

(৮) যদিও ঐ জামিনদার মামলা নং তে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৭৯ ধারার অধীনে বাস চুরির ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তথাপি . তারিখে শিক্ষিত দায়রা বিচারক কর্তৃক ফৌজদারী উত্তর বিচার নং টিতে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অপরপক্ষ স্বয়ং এবং জামিনদার কর্তৃক যথাযথভাবে সম্পাদিত লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (ক) জামিনদারের যথোপযুক্ততা অথবা অন্য বিষয় সংক্রান্ত পুলিশের প্রতিবেদনের উপর ম্যাজিস্ট্রেট কার্য করিতে পারেন না। AIR 1936 Pat 421, 36 Cri LJ 1473, AIR 1915 All 177, 16 Cri LJ 145

(খ) কেবলমাত্র এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া যেমন জামিনদার ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের অপরাধে এক সময় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন অথবা চুরির সংপ্রশ্ন করিয়াছিলেন এই কারণের দ্বারা চিরদিনের মত তিনি জামিনদার হইতে পারিবেন না বলিয়া বাতিল করা যায় না। AIR 1920 All 170; 21 Cri LJ 365; AIR 1921 Cal 356; 22 Cri LJ 483.

(গ) জামিনদারদের অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন হইতে নিষেধ করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিতে পারেন না। AIR 1916 Cal 908; 17 Cri LJ 97; ILR 25 All 131.

(ঘ) জামিনদার একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পক্ষভুক্ত বলিয়া এই কারণের ভিত্তিতে তিনি জামিনদার হইবার পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে বাতিল করা যায় না। AIR 1925 Rang 353; 27 Cri LJ 318 — অথবা তিনি অপরব্যক্তির জন্য একজন জামিনদার ইতিমধ্যে ছিলেন AIR 1924 Oudh 132; 24 Cri LJ 517

৫. দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২১ ধারার বিধানে জামিনদার বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

অথবা

দায়রা বিচারকের .... আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত নং ....

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৪০১/৪০৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত (উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রে)

অথবা

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৩৯৯/৪০৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কীত

শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট .... এর দ্বারা আদেশকৃত .... দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত .... মালমার ....

তারিখের আদেশ যাহার দ্বারা দরখাস্তকারীর দ্বারা (যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল) সম্পাদিত এবং জামিনদারের জামিনখত তারিখের আদেশের দ্বারায় বাতিল হইয়াছিল।

এই বিষয় সম্পর্কে

(নাম পিতৃপরিচয় এবং বিশদবৃত্তান্ত)

বনাম

দরখাস্তকারী

১ রাজ্য সরকার

এবং

১ (নাম এবং ব্যক্তিগত পক্ষ থাকিলে তাহার বিশদ বিবরণ)

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক

(১) পুলিশের দ্বারা (অথবা ব্যক্তিগত পক্ষ কিছু থাকিলে) দাখিলকৃত উপরোক্ত মামলা নং তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানের কার্যনির্বাহে উপরোক্ত শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট চিত্তে দরখাস্তকারীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৬ ধারার (৩) বিধানে জামিনদার সমেত একটি অন্তবর্তীকালীন লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন তারিখের তাহার আদেশের দ্বারা এক বৎসরের জন্য শান্তি এবং সুন্দর ব্যবহার রক্ষা করিবার জন্য।

(২) দরখাস্তকারী তাঁহার এবং জামিনদার এর দ্বারা সম্পাদিত লিখিত প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে দাখিল করিয়াছিলেন যিনি একটি শপথপত্রের দ্বারা তাঁহার উপযুক্ততার সকল প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়াছিলেন।

এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তারিখে পুলিশ (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত পক্ষ হইলে) ঐ লিখিত প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি দিয়াছিলেন এবং সেই কারণে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্তকারী এবং জামিনদারের উপর কারণ প্রদর্শনের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছিলেন এই মর্মে যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২১ ধারার বিধানে কেন্দ্র করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত প্রতিশ্রুতি কেন বাতিল হইবে না।

(৩) ঐ তারিখে দরখাস্তকারী এবং তাঁহার জামিনদার যৌথভাবে লিখিত কারণ প্রদর্শন দাখিল করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ প্রদর্শন গ্রহণ করেন নাই এবং তদন্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন যাহাতে দরখাস্তকারী তাঁহার সাক্ষ্যদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন

এবং জামিনদারের যথোপযুক্ততা প্রদর্শনের জন্য দস্তাবেজগুলি উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ প্রদর্শনটি গ্রহণ করিতে সন্তুষ্ট হন নাই এবং .... তারিখে দরখাস্তকাবীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের অধিপত্র জারী করিয়াছিলেন। সেইহেতু নিম্নলিখিত কাবণগুলির ভিত্তিতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে।

কারণগুলি

(ক) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি বেআইনী বিপথগামী এবং অধিকারক্ষেত্রের বহির্ভুক্ত এবং বাতিল হইবাব যোগ্য।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্নাধীন বেআইনী এবং যথেচ্ছাচারী আদেশ জাবীর দ্বারা বিচাবেব অকৃতকার্যতার কারণ হইয়াছেন।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটেব কার্য্যাবলীতে উপস্থাপিত দস্তাবেজগুলি হইতে ধারণা কবা উচিত ছিল যে জামিনদার একজন অর্থশালী ব্যক্তি যেহেতু তাঁহার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি উভয়ই রহিয়াছে যদিও .... থানার স্থানীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত নয়, তাঁহার সম্পত্তি পৃথক জেলার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার জামিন বাতিলের ক্ষমতা নাই এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি স্বতন্ত্র এবং বেআইনী।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত প্রতিশ্রুতিটি বাতিল কবিয়া আইনতঃ ভুলকার্য্য করিয়াছেন এই কারণের ভিত্তিতে যে জামিনদার মন্দ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন যেহেতু জামিনদাব পূর্বে চুরির মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন যদিও নথীভুক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জামিনদারের শাস্তি উত্তরবিচারে রদ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি ১৩ বৎসর পূর্বে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত প্রতিশ্রুতির রদ করিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছেন।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত প্রতিশ্রুতি বাতিল করিয়া বিপথগামী কার্য্য করিয়াছেন যেহেতু তিনি দরখাস্তকারী এবং জামিনদারের ব্যবহার বিবেচনা কবেন নাই যাঁহারা কারণ প্রদর্শনের বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইবার পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যৌথ কারণ প্রদর্শন দাখিল করিয়া তদন্তে যোগদান করিয়াছিলেন।

(ছ) ঐ গ্রেপ্তাবের অধিপত্র জারী খারাপ হইয়াছে এবং অধিকারক্ষেত্রের বহির্ভুক্ত হইয়াছে।

(জ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট অচল কারণের ভিত্তিতে অর্থাৎ জামিনদার দরখাস্তকারীর শ্বশুর এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি বাতিল করিয়া আইনতঃ ভুলকার্য্য করিয়াছেন।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিবেন।

অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ... . তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশের কার্য্যকারিতা পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিবেন।

অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রেপ্তারের অধিপত্র পুনঃআহ্বানের জন্য শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ উচ্চ আদালতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তের ক্ষেত্রে একটি হলফনামা শপথ করিতে হইবে।

৬. দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৩(১০) ধারার বিধানে লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জামিনদারের দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত

(রাজ্য বনাম .. ..)

জামিনদার .... (নাম) এর দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৩(১০) ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উপরোক্ত মামলায় .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৬(৩) ধারার বিধানে (অথবা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৭ ধারার বিধানে ক্ষেত্রবিশেষে যাহা হইবে) .. .. কে একটি অন্তবর্তীকালীন লিখিত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়াছেন এই মর্মে যে তদন্তের নিষ্পত্তিকালীন পর্য্যন্ত তাঁহাকে একটি জামিনদার সমেত ১০০০ হাজার টাকা মূল্যের লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিতে হইবে এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী .... জন্য জামিনদার হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী এখন দেখিতেছেন যে ঐ ব্যক্তি দুষ্কৃতিকারীদের সহিত মেলামেশা করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না এবং দরখাস্তকারী যে ব্যক্তির তরফে জামিনদার হইয়াছেন সেই মুখ্য ব্যক্তি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে এবং তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে আশঙ্কা করেন যে ঐ আবদ্ধকারী ব্যক্তি লিখিত প্রতিশ্রুতির শর্তগুলি লঙ্ঘন করিবেন যদিও শান্তি ভঙ্গের কারণে তিনি কোন কার্য্য করেন নাই।

(৩) আপনার দরখাস্তকারী উক্ত আবদ্ধকৃত ব্যক্তির জামিনদার হইয়া কার্য্য চালাইবার পক্ষে নিজেকে নিরাপদহীন বলিয়া অনুভব করিতেছেন।

এমতাবস্থায় ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে লিখিত প্রতিশ্রুতি হইতে অব্যাহতি দিবেন এবং আবদ্ধকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নিদর্শ — ২৮

৭. প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ আধিকারিকের সম্মুখে লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং জামিন খত্

(১৬৯ ধারা দেখুন)

আমি .... (নাম), ... ঠিকানা, অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া এবং তদন্তের পরে .... ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্মুখে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

অথবা

তদন্তের পরে প্রয়োজনানুসারে আমার পরিচিতির জন্য উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল .... আদালতে .... তারিখে .... পরবর্তী (অথবা প্রয়োজনানুসারে আমাকে উপস্থিত হইবার জন্য যেদিন ডাকা হইবে) ঐ নির্দিষ্ট দিনে আমি উপস্থিত হইয়া উত্তর দিব এবং সেইক্ষেত্রে) আমার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি এই মর্মে যে সরকারের নিকট .... অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... ১৯ .....

(সহি)

আমি এতদ্দ্বারা নিজেকে ঘোষণা করিতেছি যে (অথবা আমরা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে এবং আমরা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে ঘোষণা করিতেছি যে)

জামিনদাররূপে (অথবা উক্ত জামিনদারদের) (নাম) তিনি .... আদালতে হাজির হইবেন ঐ .... তারিখে .... পরবর্তী (অথবা যে দিনে উপস্থিত হইবার প্রয়োজনীয়তা ঘটিবে) তাঁহার বিরুদ্ধে চলাকালীন অভিযোগে উপরন্তু উত্তরপ্রদান করিবেন এবং তাহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিতেছি (অথবা আমরা নিজেদের মধ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি) সরকারের নিকট .... পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ এই .... দিন .... ১৯ ..

(সহি)

নিদর্শ — ২৯

৮. সাক্ষ্য দিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি

(১৭০ ধারা দেখুন)

আমি .... (নাম) .. .. ঠিকানা এতদ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে আমি নিজে .... স্থানে .... আদালতে . ... ঘটিকায় ঐ .... তারিখে .... দিনে উপস্থিত হইয়া সেই মুহূর্তে অভিযোগ (অথবা অভিযোগ এবং সাক্ষ্য প্রদান করিব) (অথবা সাক্ষ্য প্রদান করিব) .. .... অভিযোগের ক্ষেত্রে ক, খ এর বিরুদ্ধে এবং তাহাতে ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে সরকারের নিকট .. .. পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ .... দিন .... . ১৯ .... (সহি)

নং ১৭ — প্রতিশ্রুতির শর্ত এবং অপবর্তন

নিদর্শ — ৪৫

১. থানার আধিকারিক অথবা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি এবং জামিনখত

[৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮(৩) এবং ৪৪১ ধারাগুলি দেখুন]

আমি .... (নাম) .... ঠিকানা .... (স্থান) .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দ্বারা বিনা অধিপত্রে গ্রেপ্তার হইয়াছি অথবা আটক রহিয়াছি (অথবা .... আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) .... অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছি এবং ঐ আধিকারিকের অথবা আদালতের সম্মুখে আমার উপস্থিতির জন্য

জামিন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছিল এই শর্তে যে যখন তদন্ত অথবা বিচার ঐ অভিযোগের ভিত্তিতে হইবে সেই দিনগুলিতে আমি আধিকারিক অথবা আদালতে উপস্থিত থাকিব এবং ইহাতে আমার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি এই মর্মে যে .... পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ, ইহা .... দিন .... ১৯ ....

(সহি)

আমি এতদ্বারা নিজেকে ঘোষণা করিতেছি (অথবা আমরা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের প্রত্যেকে) যে উপরোক্ত (নাম) এর জামিনদার (অথবা জামিনদারগুলি) তিনি .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট অথবা .... আদালতে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের অথবা অভিযোগের জন্য বিচারের প্রতিটি দিনে উপস্থিত হইবেন অর্থাৎ তিনি তদন্তের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য (ক্ষেত্র বিশেষে) উপস্থিত হইবেন এবং ইহাতে তাঁহার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি (অথবা আমরা এতদ্বারা নিজেরা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি) যে .... পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হইবে।

তারিখ এই .... দিন .... ১৯ .....

(সহি)

নিদর্শ — ৪৬

২. জামিন দেওয়ার ব্যতিক্রম ঘটায় কারারুদ্ধ ব্যক্তির অব্যাহতির জন্য অধিপত্র

(৪৪২ ধারা দেখুন)

.... কারাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের প্রতি

(অথবা অন্য আধিকারিক যাঁহার জিম্মায় ব্যক্তিটি রহিয়াছেন)

যেহেতু (কারাবরণকারীর নাম এবং বর্ণনা) .... তারিখের এই আদালতের অধিপত্র দ্বারা আপনার জিম্মায় রহিয়াছেন এবং যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৪১ ধারার বিধানে তাঁহার জামিনদার (অথবা জামিনদাররা) একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিয়াছেন;

ইহা আপনাকে অনুমোদন করিয়া এইমাত্র জানান যাইতেছে যে ঐ ....

(নাম) ব্যক্তিকে অন্য মামলায় আটকযোগ্য না থাকিলে আপনার জিম্মা হইতে অব্যাহতি দিবেন।

তারিখ .... দিন .... ১৯ ....

(আদালতের শীলমোহর)। (সহি)

নিদর্শ — ৪৭

(৪৭ হইতে ৫৬ নিদর্শগুলি ১৯৭৮ সালের ৪৫নং আইনে ৩৫ ধারায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীল হইতে সংযোজিত হইয়াছিল)

১. লিখিত প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার জন্য ক্রোকের অধিপত্র

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

.... থানার পুলিশ অধিকারিকের প্রতি যেহেতু (নাম, বর্ণনা এবং ব্যক্তির ঠিকানা) তাহার পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে .. . ... ক্ষেত্রে (ঘটনার উল্লেখ করিবেন) উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং এই ব্যতিক্রমের জন্য পরিমাণ অর্থ (লিখিত প্রতিশ্রুতিতে শাস্তির উল্লেখ) সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, এবং যেহেতু ঐ (ব্যক্তির নাম) যথাযথ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইলেও ঐ অর্থ প্রদান করেন নাই অথবা অর্থপ্রদান না করার জন্য কোন যথাযথ কারণ প্রদর্শন করেন নাই.

ইহার জন্য আপনাকে অনুমোদন করা হইয়াছে এবং জানানো যাইতেছে যে আপনি ঐ নামে কোন স্থাবর সম্পত্তি থাকিলে যাহা আপনি ঐ .. জেলার মধ্যে দেখিবেন তাহা বাজেয়াপ্ত এবং আটকের দ্বারা ক্রোক করিবেন এবং যদি ঐ অর্থ . ... দিনের মধ্যে প্রদান করা না হয় তবে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি অথবা ঐ অর্থের পরিমাণের আদায়ের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন এবং অবিলম্বে এই অধিপত্রের সম্পাদনের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন।

তারিখ, এই .... দিন .... ১৯ ... ..

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৪৮

২. লিখিত প্রতিশ্রুতির ভঙ্গের জন্য জামিনদারের উপর বিজ্ঞপ্তি

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

প্রতি .... ঠিকানা . ..

যেহেতু .... তারিখে .... ১৯ .... আপনি ঐ (নাম) এর জামিনদার হইয়াছেন .... (স্থান) এই মর্মে যে তিনি আদালতে .... তারিখে উপস্থিত হইবেন এবং আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ আছেন এই মর্মে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে .... পরিমাণ অর্থ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং যেহেতু ঐ (নাম) এই আদালতে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং ঐ ব্যতিক্রমের ফলে আপনার ... . অর্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছে আপনি এতদ্বারা জানিবেন যে আপনাকে ঐ অর্থ প্রদান করিতে হইবে অথবা আজ হইতে .... দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের জন্য কেন আপনি বিরত আছেন তাহার জন্য কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

তারিখ, এই .... দিন .. . . ১৯ .....

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৪৯

৩. সুন্দর ব্যবহারের লিখিত প্রতিশ্রুতির বাজেয়াপ্তর জন্য জামিনদারের উপর বিজ্ঞপ্তি

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

প্রতি .. .. (ঠিকানা) ....

যেহেতু ঐ . ... তারিখে .... ১৯ .. .... আপনি ঐ (নাম) এর .... (স্থান) এর লিখিত প্রতিশ্রুতির দ্বারা জামিনদার হইয়াছেন এই মর্মে যে তিনি . ... সময় এর জন্য সুন্দর ব্যবহার ভাবাপন্ন হইবেন এবং আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে .... পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হইবে; এবং যেহেতু ঐ (নাম) অপরাধে (অপরাধের উল্লেখ) অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং আপনার জামিনদার হওয়ার সময় হইতে ঐ অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, যাহার ফলে আপনাব জামিনের লিখিত প্রতিশ্রুতি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে; আপনি এতদ্বারা .... পরিমাণ অর্থ শাস্তিস্বরূপ প্রদান করিবেন অথবা ইহা কেন প্রদান করা উচিত নয় বলিয়া .... দিনের মধ্যে কারণ প্রদর্শন করিবেন।

তারিখ, ইহা .... তারিখ .... ১৯ ......

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৫০

৪. জামিনদারের বিরুদ্ধে ক্রোকের অধিপত্র

(৪৮৬ ধারা দেখুন)

প্রতি ঠিকানা

যেহেতু (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা) উপস্থিত হইবার জন্য (লিখিত প্রতিশ্রুতির শর্ত উল্লেখ করিবেন) তিনি জামিনদার হইতে অঙ্গীকারবদ্ধ আছেন এবং ঐ (নাম) ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন এবং যাহার ফলে সরকারের নিকট ঐ অর্থ (লিখিত প্রতিশ্রুতিতে দণ্ড) বাজেয়াপ্ত হইয়াছে,

ইহা আপনাকে অনুমোদন করা হইতেছে এবং নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে ঐ (নাম) এর কোন স্থাবর সম্পত্তি যাহা আপনি ঐ জেলার মধ্যে দেখিবেন তাহা আপনি ক্রোক করিবেন কমপক্ষে বাজেয়াপ্ত এবং আটক করিবেন, এবং ঐ অর্থ দিনগুলির মধ্যে প্রদান করা না হইলে ক্রোককৃত সম্পত্তি অথবা ঐ অর্থ আদায়ের জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন এবং অবিলম্বে এই অধিপত্রের সম্পাদনের জন্য যাহা আপনি করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন

তারিখ দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (তারিখ)

নিদর্শ — ৫১

৫. জামিন মঞ্জুরকৃত আসামী ব্যক্তির জামিনদারের অধিপত্রের প্রতিশ্রুতি

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

. স্থানের দেওয়ানী কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক (অথবা রক্ষকের প্রতি)

যেহেতু (জামিনদারের নাম এবং বর্ণনা) নিজেকে জামিনদাররূপে উপস্থিত হইবার জন্য (লিখিত প্রতিশ্রুতির শর্ত উল্লেখ) অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন এবং ঐ (নাম) ইহাতে ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন যাহার দ্বারা ঐ লিখিত প্রতিশ্রুতিতে উল্লিখিত দণ্ড সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, এবং যেহেতু ঐ (জামিনদারের নাম) ব্যক্তি তাঁহার উপর যথাযথ বিজ্ঞপ্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ঐ অর্থ প্রদান করেন নাই অথবা অর্থ প্রদান তাহার কেন করা উচিত নয় এই মর্মে কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই এবং উহা স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক এবং বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করা যাইতে পারে না এবং তাঁহাকে দেওয়ানী কারাগারে সময়ের জন্য (নির্দিষ্ট সময় ব্যক্ত করিবেন) দিবার একটি আদেশ হইয়াছে;

ইহার দ্বারা আপনাকে অনুমোদন করা হইতেছে এবং জানানো যাইতেছে যে ঐ তত্ত্বাবধায়ক (অথবা রক্ষক) উহাকে (নাম) আপনার জিম্মায় এই অধিপত্র সমেত রাখিবেন এবং ঐ সময়ের (কারাগারের সময় সীমা বলিবেন) জন্য তাঁহাকে নিরাপদে ঐ কারাগারে রাখিবেন এবং এই অধিপত্র ইহার সম্পাদনের পদ্ধতি প্রমাণ করিয়া পৃষ্ঠাঙ্কন সমেত প্রত্যর্পণ করিবেন।

তারিখ, এই .... দিন .... ১৯ ....

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৫২

৬. শান্তি রক্ষার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য মুখ্যব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

প্রতি (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা)

যেহেতু এই .... তারিখে .. .. ১৯ .. . আপনি একটি লিখিত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন ইহা করিবেন না, ইত্যাদি (লিখিত প্রতিশ্রুতিতে যেমন রহিয়াছে), এবং উহার বাজেয়াপ্তের প্রমাণ আমাকে দেওয়া হইয়াছে এবং যথাযথভাবে নথীভুক্ত করা হইয়াছে।

আপনাকে এতদ্বারা ঐ দণ্ডের অর্থ .... প্রদান করিতে বলা হইতেছে অথবা অর্থ প্রদান করিতে বলা আপনাকে কেন উচিত নয় ইহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য .... দিনের মধ্যে আপনাকে বলা হইতেছে।

তারিখ .... এই দিন .. .. ১৯ ..... .

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৫৩

৭. শান্তি রক্ষার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভিত্তিতে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তির ক্রোকের অধিপত্র

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

প্রতি (পুলিশ আধিকারিকের নাম এবং পদ) .... স্থানের পুলিশ ফাঁড়ি যেহেতু (নাম এবং বর্ণনা) .... তারিখে .... স্থানে ১৯ .... করিয়াছিলেন, শান্তি ভঙ্গ না করিবার জন্য ইত্যাদি (লিখিত প্রতিশ্রুতিতে) নিজেকে

.... পরিমাণ অর্থে একটি লিখিত প্রতিশ্রুতির দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ লিখিত প্রতিশ্রুতির বাজেয়াপ্তর প্রমাণ আমার সম্মুখে দেওয়া হইয়াছে এবং যথাযথভাবে নথীভুক্ত হইয়াছে; এবং যেহেতু বিজ্ঞপ্তি ঐ নামে দেওয়া হইয়াছে এই মর্মে যে ঐ অর্থ প্রদান করা তাঁহার উচিত নয় কেন ইহার কারণ তাঁহাকে দর্শাইতে হইবে এবং তিনি এই অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া ঐ অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ইহার দ্বারা আপনাকে অনুমোদন করা হইতেছে এবং জানানো যাইতেছে যে ঐ নামের .... পরিমাণ অর্থের স্থাবর সম্পত্তি যাহা আপনি .... জেলার মধ্যে দেখিবেন তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া ক্রোক করিবেন এবং ঐ অর্থ যদি .... দিনের মধ্যে প্রদান করা না হয় তবে ঐ ক্রোককৃত সম্পত্তি অথবা উহা আদায়ের জন্য যথেষ্ঠ সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন; এবং ঐ অধিপত্রের সম্পাদনের জন্য অবিলম্বে যাহা করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। তারিখ, এই .. .. .. দিন .... ১৯ ......

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৫৪

৮. শান্তি রক্ষার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতির ভঙ্গের ভিত্তিতে কারাবরণের অধিপত্র

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

প্রতি .... স্থানের দেওয়ানী কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক (অথবা রক্ষক)

যেহেতু প্রমাণ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং যথাযথভাবে নথীভুক্ত করা হইয়াছে যে (নাম এবং বর্ণনা) শান্তি রক্ষার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়া তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা তিনি .... অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্তর কারণ হইয়াছেন, এবং যেহেতু ঐ (নাম) ঐ অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা ঐ অর্থ তাঁহার কেন প্রদান করা উচিত নয় বলিয়া কারণ প্রদর্শন করেন নাই যদিও যথাযথভাবে তাহাকে ইহা করিতে বলা হইয়াছিল এবং অর্থ প্রদান তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের দ্বারা হইতে পারে না, একটি আদেশ ঐ (নাম) কে দেওয়ানী কারাগারে ... .. সময়ের জন্য (কারাগারের মেয়াদ সীমা) রাখিবার জন্য হইয়াছে;

ইহার দ্বারা আপনাকে অনুমোদন করা হইতেছে এবং জানানো যাইতেছে যে ঐ কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক (অথবা রক্ষক) ঐ .... (নাম) কে প্রাপ্ত হইয়া আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিবেন এই অধিপত্র সমেত এবং ঐ .... সময়ের জন্য

(কারাগারের মেয়াদ) কারাগারে তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবেন এবং এই অধিপত্রের সম্পাদনের পদ্ধতি প্রমাণ করিয়া পৃষ্ঠাঙ্কন সমেত ইহা প্রত্যার্পণ করিবেন।

তারিখ, এই .... দিন .... ১৯ ....

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৫৫

৯. সুন্দর ব্যবহারের জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতির বাজেয়াপ্তর ভিত্তিতে ক্রোক এবং বিক্রয়ের অধিপত্র

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

.... স্থানের পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের প্রতি যেহেতু (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা) .... তারিখে .... ঠিকানায় ১৯ .... করিয়াছিলেন, ... (মুখ্য ব্যক্তির নাম, ইত্যাদি) র সুন্দর ব্যবহারের জন্য .. .. পরিমাণ অর্থের লিখিত প্রতিশ্রুতির দ্বারা জামিন দিয়াছিলেন এবং ঐ (নাম) ব্যক্তির দ্বারা ... . অপরাধের সংঘটনের প্রমাণ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং যথাযথভাবে নথীভুক্ত হইয়াছে, যাহার ফলে লিখিত প্রতিশ্রুতি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, এবং যেহেতু ... ... (নাম) এর উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া তাঁহার ঐ অর্থ প্রদান করা কেন উচিত নয় এই মর্মে কারণ প্রদর্শনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এবং তিনি তাহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা ঐ অর্থ প্রদান করেন নাই।

ইহা দ্বারা আপনাকে অনুমোদন করা হইতেছে এবং জানানো যাইতেছে যে ঐ (নাম) এর . ... পরিমাণ অর্থের স্থাবর সম্পত্তি যাহা আপনি .... জেলার মধ্যে দেখিতে পাইবেন তাহা বাজেয়াপ্তর দ্বারা ক্রোক করিবেন এবং ঐ অর্থ .. .. দিনের মধ্যে প্রদান করা না হইলে ঐ ক্রোককৃত সম্পত্তি অথবা উহা আদায়ের জন্য যতটা পরিমাণ উপযুক্ত হইবে তাহা বিক্রয় করিবেন এবং এই অধিপত্রের সম্পাদনে অবিলম্বে যাহা করিয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন।

তারিখ, ইহা ... . দিন .. .. ১৯ ....

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নিদর্শ — ৫৬

১০. সুন্দর ব্যবহারের জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতির বাজেয়াপ্তর ভিত্তিতে কারাবরণের অধিপত্র

(৪৪৬ ধারা দেখুন)

.... স্থানের দেওয়ানী কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক (অথবা রক্ষকের প্রতি)

যেহেতু (নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা) .... তারিখে .. .. স্থানে ১৯ . ... তে (মুখ্য ব্যক্তির নাম, ইত্যাদি) করিয়াছিলেন, (মুখ্য ব্যক্তির নাম, ইত্যাদি)-র সুন্দর ব্যবহারের জন্য পরিমাণমত অর্থ লিখিত প্রতিশ্রুতির দ্বারা জামিন দিয়াছিলেন এবং ঐ লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রমাণ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং যথাযথভাবে নথীভুক্ত হইয়াছে, এতদ্বারা ঐ (নাম) ... পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্তের কারণ হইয়াছে এবং যেহেতু তিনি ঐ অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা ঐ অর্থ প্রদানের জন্য তাঁহাকে যথাযথভাবে আহ্বান করা হইলেও তিনি ঐ অর্থ প্রদান উচিত নয় বলিয়া কারণ প্রদর্শন করেন নাই এবং ঐ অর্থ প্রদান তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের দ্বারা হইতে পারে না, এবং তাঁহার (নাম) দেওয়ানী কারাগারে এই সময় সীমার জন্য (সময়সীমার নির্ধারিত কাল) রাখিবার একটি আদেশ হইয়াছে।

ইহার দ্বারা আপনাকে অনুমোদন করা হইয়াছে এবং জানানো যাইতেছে যে তত্ত্বাবধায়ক (অথবা রক্ষক) ঐ (নাম) কে এই অধিপত্র সমেত আপনার জিম্মায় রাখিবেন এবং তাহাকে ঐ কারাগারে ঐ সময়ের জন্য (কারাগারের নির্দিষ্ট সীমা) নিরাপদে রাখিবেন অধিপত্রের সম্পাদনের পদ্ধতির প্রমাণ করিয়া একটি পৃষ্ঠাঙ্কন সমেত অধিপত্রটি প্রত্যর্পণের সহিত।

তারিখ, এই দিন ১৯

(আদালতের শীলমোহর) (সহি)

নবম পরিচ্ছেদ

অভিযোগ সংক্রান্ত দরখাস্তের মুসাবিদা

[Drafting of Petition of Complaint]

নং ১ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগ

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা মামলা নং .... ১৯ ....

অভিযোগকারী	আসামী
নাম	নাম ....
পিতৃ পরিচয়	পিতৃ পরিচয় (যদি জানা থাকে)
ঠিকানা	ঠিকানা .. ..
....	....
থানা	থানা ....
জেলা	জেলা .. ..

সাক্ষীগণ

১. ....

২. ....

৩. ....

৪ .. . .

সকলেই গ্রামের অধিবাসী .... থানা ... . জেলা ....

৫. চিকিৎসা আধিকারিক .... ঠিকানা ....

৬. থানার কার্য্যকরী আধিকারিক ... . এবং বহু জন ঘটনার তারিখ, সময় এবং স্থান. ... . তারিখ .... প্রায় ঘটিকা .... গ্রাম .... থানার মধ্যে ....

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথ গ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) অভিযোগকাবীব গ্রামে তাঁহাব বসতবাড়ীব পার্শ্ববর্তী স্থানে একটি বাগান বহিয়াছে যাহা আপনাব মহানুভবেব অধিকাবক্ষেত্রেব মধ্যে অবস্থিত এবং আসামী অভিযোগকাবীব প্রতিবেশী।

(২) ঐ তাবিখে প্রায় ঘটিকায় আসামীব একটি ছাগল অভিযোগকাবীব বাগানে প্রবেশ কবিয়া বাগানেব সবিষা বৃক্ষগুলি ভক্ষণ কবিয়া লইয়াছিল এবং সেইহেতু অভিযোগকাবী ছাগলটিকে ধবিয়াছিল ও খোঁয়াবেব নিকট যাইতেছিল যেহেতু আসামীব অবহেলাব জন্য ছাগলটি পূর্বে বহু ক্ষেত্রে আসামীকে ছাগলটিব উপব যত্ন লইবাব জন্য অনুবোধ কবা সত্ত্বেও বাগানেব বৃক্ষগুলিব ক্ষতিসাধন কবিয়াছিল।

(৩) দবখাস্তকাবী যখন খোঁয়াড় যাইবাব বাস্তায় ছিলেন তিনি তখন আসামীব দ্বাবা তিবস্কৃত হইয়াছিলেন এবং অভিযোগকাবীব মুখে পৃষ্ঠে ঘুষি কিল মাবিতে আবম্ভ কবিয়াছিলেন যাহাব ফলে তিনি তাঁহাব উপবোষ্ঠ অধবে বক্তাক্ত ক্ষত পাইয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠে ও দেহে শাবীবিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন আসামী ছাগলটিকে টানিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাব গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১ হইতে ৪ নং সাক্ষীব ঘটনায় সাক্ষী ছিলেন।

(৪) অভিযোগকাবী পুলিশ ফাঁড়িতে দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং ঘটনাটি থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিকেব নিকট জানাইয়াছিলেন যিনি অভিযোগটি সাধাবণ দিনপঞ্জিকায় তাবিখেব সাধাবণ দিনপঞ্জিকা নথিভুক্ত নম্ববে লিপিবদ্ধ কবিয়াছিলেন এবং অভিযোগটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানে উল্লেখ কবিয়াছিলেন যে স্থানে তিনি ঔষধপত্র ও প্রলেপ পাইয়াছিলেন। বহির্বিভাগে তাহাব চিকিৎসা হইয়াছিল এবং চিকিৎসক তাঁহাকে একটি ক্ষত প্রতিবেদন ও ঔষধ ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

(৫) অভিযোগকাবী ক্ষত প্রতিবেদনটি এবং অভিযোগেব দবখাস্তেব সহিত ঐ ঔষধ ব্যবস্থাটি সংলাগকৃত কবিয়াছিলেন।

(৬) ঐ তাবিখটি একটি ছুটিব দিন হওয়াতে অভিযোগটি গতকাল দাখিল কবা যায় নাই এবং সেইহেতু এই দবখাস্তটি একদিনেব দেবীতে দাখিল হইয়াছে।

তথ্য এবং পাবিপার্শ্বিকতাব ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব দয়াপববশ হইয়া ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৩২৩ ধাবাব বিধানে দবখাস্তকাবীকে আঘাত কবাব কাবণেব জন্য আসামীব বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ জাবী কবিবেন এবং বিচাবে অপবাধ সংঘটনেব জন্য শাস্তি দিবেন।

নং ২ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/১৪৮/৪৪৭ এবং ৩৭৯/৫০৬ ধারার বিধানে অপরাধগুলির জন্য অভিযোগ

বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট এব আদালত

ফৌজদাবী মামলা নং

অভিযোগকাবী
(১ নং এব বর্ণনা)

আসামী ব্যক্তিবা
১
২
৩
৪
৫
সকলেবই পিতা
৬
(পিতাব নাম অজানিত)
৭
(পিতাব নাম অজানিত)
৮
(পিতাব নাম অজানিত)
সকলেই গ্রামেব অধিবাসী
থানা
জেলা

সাক্ষীগণ

১
পিতা
২
পিতা
৩
পিতা
৪
পিতা

৫
পিতা
৬
পিতা
৭
পিতা
৮
পিতা

সকলে গ্রামেব অধিবাসী থানা জেলা
৯ ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিক
থানা

তারিখ, সময় এবং ঘটনার স্থান : ঐ তারিখে সকাল প্রায় ৮ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্নতপশীল বর্ণিত প্লট

অপরাধগুলি : ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/১৪৮/৪৪৭/৩৭৯/৫০৬ ধারাগুলি

উপরোক্ত অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক .

(১) ঐ তারিখে অভিযোগকারী স্থিরীকরণ কার্য্যালয়ে এবং অন্য রেজেস্ট্রী হইতে যথাযথ দপ্তরের মাধ্যমে এবং আসামী ব্যক্তিদের কাহারও তপশীল সম্পত্তিতে কোন অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ নাই ইহা অবগত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তৎকালীন উর্ধতম স্থানীয় বাজার মূল্যে রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে ২ নং সাক্ষীর নিকট হইতে তপশীল সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

(২) ১ নং আসামী অন্য জমিগুলির বর্গাদার ছিলেন এবং তপশীল সম্পত্তি বাজার মূল্যের নিম্নে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং ২ নং সাক্ষী তাঁহার প্রস্তাব নাকচ করিয়া অভিযোগকারীকে তাহার আপত্তির বিরুদ্ধে বিক্রয় করেন এবং ১ নং আসামী আশাহত হইয়া অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

(৩) ২ নং হইতে ৫ নং আসামীরা ১ নং আসামীর ভ্রাতৃদ্বয় হইতেছেন এবং অন্যান্য আসামীরা ১ নং আসামীর শ্রমিকগণ হইতেছেন।

(৪) ক্রয়ের পরে অভিযোগকারী ধানশস্য বীজ বপনের দ্বারা (বীজের প্রকৃতি বর্ণনা করিবেন) জমির দখল লইয়াছিলেন যেগুলি অল্প দিনের মধ্যেই পক্ক হইয়া উঠিবে কিন্তু ঐ তারিখে প্রায় ঘটিকায় বেআইনী সঙ্ঘ গঠনের দ্বারা এবং মারণাস্ত্র যেমন লাঠি বল্লম কাস্তে হাতে সজ্জিত হইয়া তপশীল সম্পত্তিতে ফৌজদারী অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ধানের চারা কাটিয়া লইয়া একত্রিত করিয়াছিলেন

(৫) ২ নং সাক্ষীর নিকট হইতে আসামীদের কার্যকলাপ শুনিয়া অভিযোগকারী মাঠে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং দেখিলেন যে আসামীরা ধানের চারা কাটিতেছিলেন, তপশীল বর্ণিত মাঠের কোণে একত্রিত করিতেছিলেন এবং অভিযোগকারী প্রতিবাদ করিতে গেলে সকল আসামীরা তাঁহাকে প্রহার করিতে আসেন পূর্বের উল্লিখিত অস্ত্রসমূহ সঙ্গে লইয়া এবং ভীতিপূর্ণ চীৎকার দিয়া যে তাঁহাদের শস্য বপনের কার্যে বাধা প্রদান করিলে তাঁহারা তাঁহাকে হত্যা করিবে কিন্তু সন্নিহিত মাঠে কর্মরত ১ নং হইতে ৮ নং সাক্ষীরা ঠিক সময়ে আসিয়াছিলেন এবং আসামী ব্যক্তিদের কবল হইতে দরখাস্তকারীকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারী ভীত হইয়া মাঠ পরিত্যাগ করিয়া পুলিশের নিকট সাহায্যের জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু

পুলিশ আধিকারিক .... নম্বর দিয়া .... তারিখের সাধারণ দিনপঞ্জিকা করিয়া অভিযোগকারীকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তাঁহারা সাহায্য পাঠাইবেন।

(৬) অভিযোগকারী তাঁহার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে আসামী ব্যক্তি ১ নং আসামীর চত্বরে ধান্যশষ্য সরাইয়া রাখিতেছিলেন এবং সেই সময় তাঁহারা ধান্যশষ্যগুলি প্রায় সবই সরাইয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু পুলিশ আসে নাই। আসামী মাঠে সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ছিলেন এবং তাঁহারা উপরিবর্ণিত চুরি করা সম্পত্তিগুলি অপসারণ করিতে গিয়া লণ্ঠন ব্যবহার করিয়াছিলেন। অভিযোগকারীর ৩০০০ হাজার অর্থ মূল্যের শস্যাদির এবং ঘাসের জন্য অধিকন্তু ৩০০ টাকা অর্থ মূল্যের ক্ষতি হইয়াছিল।

(৭) আসামী ১ নং আসামীর চত্বরে ধান্যশষ্য স্তূপীকৃত করিয়াছিলেন এবং স্তূপীকৃত শষ্য এখনও পর্য্যন্ত আছে।

(৮) অভিযোগকারী পুনরায় পুলিশ ফাঁড়িতে দৌড়াইয়া খবরটি জানাইয়াছিলেন এবং কর্তব্যরত আধিকারিক সাধারণ দিনপঞ্জিকায় নং .... তারিখ .... এতে নথীভুক্ত করিয়াছিলেন।

(৯) অভিযোগকারী চিন্তা করিলেন যে পুলিশ মামলা রুজু করিবে কিন্তু তাঁহারা ইহা করেন নাই এবং এই অভিযোগ দায়ের করিতে দুই দিনের দেরী হইয়াছিল।

(১০) আসামী ব্যক্তিরা ধান্যশষ্যগুলি নিষ্পত্তি করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া তাঁহাদের শাস্তি দিবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার আদেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

তপশীল ক

প্লট নং .... খতিয়ান নং .... মৌজা .... থানার অন্তর্ভুক্ত, জেলা ....

তপশীল খ

".. ...." ধান্যসমেত খড়সহ ওজনকৃত .... আসামীর .... চত্বরে .... প্লট নং তে তাঁহার গৃহের উত্তর দিকের সন্নিহিত অঞ্চলে স্তূপীকৃত।

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৪ ধারার বিধানে চুরি করা সম্পত্তির জন্য গ্রেপ্তারী অধিপত্র জারী করার জন্য পৃথক দরখাস্ত দায়ের করিতে হইবে।

নং ৩ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৩০/৩৪৮/১০৯ ধারার বিধানে অপরাধ করার জন্য অভিযোগ

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী ব্যক্তিরা
(বর্ণনা এবং ঠিকানাগুলি দিবেন)	১. ....
	(পুলিশের পরিবেষ্টন পরিদর্শক)
	২. ....
	(......... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক)
	৩. .. ..
	(পুলিশের অবর পরিদর্শক
	দ্বিতীয় আধিকারিক)
	৪. . ...
	(পুলিশের সহকারী অবর পরিদর্শক)
	সকলেই .... থানার অন্তর্গত
	জেলা ....

সাক্ষীগণ

১.	৬. ... . হাসপাতালের
২.	চিকিৎসক আধিকারিক
৩.	৭. ডাঃ ক, খ, গ .... ঠিকানা
৪.	৮. পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক
৫.	৯. আদালত অবর পরিদর্শক
কারাগার হাসপাতালের চিকিৎসক	১০. থানার থানা আদালতের
	নথীপত্র রক্ষক

তারিখ, সময় এবং ঘটনার স্থল ঃ ১লা জুন ... ... হইতে ৪ঠা জুন এবং ১লা জুন তারিখে ... . স্থানে থানা

অপরাধগুলি ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪৮/৩০৩/১০৯/৩৪৩/৩৪৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত —

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক ঃ

(১) স্থানীয় বাজারের মৎস বিক্রেতা অভিযোগকারীর বাসস্থানের প্রতিবেশী অঞ্চলে ক্রমাগত গৃহ ভাঙা ও চুরি হইয়া যাইতেছিল।

(২) ঐ ১লা জুন তারিখে সকাল ৯ ঘটিকায় সকল আসামী ব্যক্তিরা বহু আরক্ষীদের সঙ্গে লইয়া অভিযোগকারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তদন্ত আরম্ভ

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গৃহ হইতে বাসনপত্র এবং স্ত্রীর নিকট হইতে কিছু অলঙ্কার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারীকে থানায় লইয়া গিয়া অন্তঃপুরের কারাগারে রক্ষিত করিয়াছিলেন।

(৩) কারাগারে তিনি প্রথম ৩ নং ও ৪ নং সাক্ষীর সহিত দেখা করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে নাম, ঠিকানা পান এবং জানিতে পারেন যে ৩নং সাক্ষী .... রুট নম্বরে চলমান বাসের চালক এবং অসতর্ক গাড়ী চালনায় মৃত্যু ঘটাইবার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন ও ৪ নং সাক্ষী তাঁহার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিবার কারণেব অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

(৪) রাত্রি ৮ ঘটিকায় অভিযোগকারীকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া আনা হয় এবং সকল আসামীরা তাঁহার উরুদেশ পদদলিত করিয়া তীব্রভাবে তাণ্ডব করেন এবং অদাহ্য ইষ্টক জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড দিয়া জ্বালাইয়া স্থানীয় অঞ্চলের বাড়ী ভাঙ্গা এবং চুরির অপরাধের তথ্যের সমাচার অথবা স্বীকারোক্তির জন্য চেষ্টা করেন। দুইজন আরক্ষী তাঁহাকে মেঝেতে আলপিন দিয়া ফোটান, ১নং আসামী তাঁহাব উরুদেশ পদদলিত করিয়া তাহা জ্বালাইযা দেন। ২নং আসামী তাঁহার দুইটি পদতলে কাষ্ঠ পেষণদণ্ড দিয়া প্রহার করেন এবং ১নং আসামীর পরে ২নং আসামীও তাঁহার উরুদেশগুলি পদদলিত করেন। ৩নং আসামী নগ্ন পদের সাহায্যে বহুবার তাঁহাব তলপেটে লাথি মারেন এবং ৪নং আসামী ১নং আসামীর নির্দেশে তাঁহার নিতম্বে কাষ্ঠের পেষণদণ্ড দিয়া প্রহার করেন, তাঁহাবা কাষ্ঠের পেষণদণ্ড দিয়া অঙ্গুলীসন্ধিগুলিতে প্রহার করেন এবং অঙ্গুলীগুলির মধ্যে পেন্‌সিল চালাইয়া চাপ সৃষ্টি করেন। কারাগারের সম্মুখেই ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগকারী সাহায্যের জন্য চীৎকাব করে কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কেহ আসেন নাই। অত্যাচারের সময়ে অভিযোগকারীর স্ত্রী আসিয়াছিলেন এবং ১নং আসামীর পদতলে পড়িয়া প্রার্থনা করেন যে যাহাতে তাঁহাকে আর না প্রহার করা হয় কিন্তু ১নং আসামী তাঁহার তলপেটে লাথি মারেন এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইয়া চলিয়া যাইতে বলেন এবং যাহা তিনি দেখিয়াছেন তাহা বলিয়া দিলে চুরির মামলায় তাঁহাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখান। অভিযোগকারী আর প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

(৫) প্রত্যূষে তিনি সম্বিৎ ফিরিয়া পান এবং ক্ষতস্থানে বন্ধনের পট্টি এবং মলমের প্রলেপ দেখেন। তিনি ২ এবং ৩নং সাক্ষীদের কথোপকথন শুনিতে পান এই মর্মে যে ডাঃ ক, খ, গ-কে ঠিক সময়েই ডাকা হইয়াছিল; নতুবা এই সময়েব মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিত। তাঁহাদের বাক্য স্তব্ধ করিবার জন্য কারাগারের সম্মুখের রক্ষক সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ভীতসন্ত্রস্থ সাক্ষীরা মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। সকাল ৯ ঘটিকায় ঐ সব সাক্ষীদের কারাগার হইতে বাহিরে আনা হইয়াছিল এবং আদালতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

(৬) ২ এবং ৩নং সাক্ষীদেব আদালতে প্রেবন কবিবাব পবে একজন আবক্ষী তাঁহাকে দুইটি বিস্কুট এবং এক গ্লাস চা এবং মধ্যাহ্নে স্থানীয ভোজনালয হইতে প্রেবিত ভাত এবং তবকাবী এবং বাত্রে রুটি এবং তবকাবী তাঁহাবা খাইতে দিযাছিলেন। তাঁহাবা তাঁহাকে আদালতে প্রেবণ না কবিযা ৩বা জুন পর্য্যন্ত কাবাগাবে আবদ্ধ বাখিযাছিলেন এবং ৪ঠা জুন সকাল ৯ ঘটিকায ২নং আসামী তাহাকে আদালতে লইযা গিযাছিলেন একটি প্রতিবেদন সহ এই মর্মে যে তিনি মাত্র ৩বা জুন সন্ধ্যায গ্রেপ্তাব হন এবং গ্রেপ্তাব হইতে পলাযনেব চেষ্টাব জন্য ক্ষতপ্রাপ্ত হন। এবং গ্রেপ্তাবেব প্রতিবোধেব জন্য তাঁহাব পুনঃপ্রত্যাবর্তনেব প্রাথনা কবেন। কিন্তু শিক্ষিত মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশেব নিকট প্রত্যাবর্তনেব জন্য প্রার্থনা বাতিল কবেন এবং হাজতেব তত্ত্বাবধানে প্রেবণ কবেন একটি নির্দেশ সমেত এই মর্মে যে তাঁহাকে জেল হাজতে প্রযোজনীয চিকিৎসাব সাহায্য দিতে হইবে। যেহেতু অভিযোগকাবী তৃতীয স্তবেব অভিযোগ কবিযাছিলেন যাহা তাঁহাব উপব প্রযোগ কবা হইযাছিল এবং সাবা অঙ্গে দেহেব যন্ত্রণা ছিল। অভিযোগকাবী জেল হাসপাতালে ভর্ত্তি হইযাছিলেন এবং সেই স্থান হইতে তাঁহাকে পুলিশ বক্ষক দিযা সবকাবী হাসপাতালে স্থানান্তবিত কবা হইযাছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ কবা হউক যে তাঁহাব জামিনেব জন্য দবখাস্তেব ভিত্তিতে শিক্ষিত মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্ট চিত্তে ৩০০০ হাজাব অর্থেব জামিনে তাহাব মুক্তিব নির্দেশ দিযাছিলেন, ইহাব অন্যথায জেলেব তত্ত্বাবধানে থাকতে হইবে কিন্তু আসামী জামিনদাবেব অন্বেষণ কবিতে পাবেন নাই বলিযা তাঁহাকে জেল হাজতে যাইতে হইযাছিল।

(৭) ঐ অভিযোগকাবীকে অন্তবর্তী বোগী রূপে সবকাবী হাসপাতালে ভর্ত্তি কবা হইযাছিল এবং ১০ই জুন মুক্তি দিযা জেল হাজতে লইযা যাওযা হয।

(৮) ঐ ১২ই জুন অভিযোগকাবীব স্ত্রী অভিযোগকাবীব জন্য জামিনেব লিখিত প্রতিশ্রুতি দাখিলে কৃতকার্য্য হইবাব জন্য অভিযোগকাবী জামিনে মুক্তি পান।

(৯) অভিযোগকাবী সেই সময পর্যন্ত দুর্বল এবং চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং সেইহেতু তিনি ইহাব পূর্বে অভিযোগ দাখিল কবিতে পাবেন নাই। যাহা হউক, অভিযোগকাবী তাঁহাব স্ত্রীব নিকট হইতে জানিতে পাবিযাছিলেন যে তাঁহাকে অন্যাযভাবে আবদ্ধ কবা এবং প্রহাব সম্পর্কে লিখিত তথ্য বেজেষ্ট্রী ডাকে স্বীকৃতি সমেত দিযা . পুলিশেব তত্ত্বাবধাযকেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযাছিলেন কিন্তু স্বীকৃতিব কার্ড এখনও স্ত্রীব নিকট পৌঁছায নাই।

এমতাবস্থায, ইহাই প্রার্থণা যে আপনাব মহানুভব দযাপববশ হইযা আসামী ব্যক্তিদেব বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালনা কবিবাব এবং তাহাদেব দ্বাবা সংঘটিত অপবাধগুলিব বিচাবেব জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনাব অভিযোগকাবী, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থণাবত থাকিবেন।

নং ৪ — ৩৪৭ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগ

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং .... সাল

অভিযোগকারী	আসামী ব্যক্তিগণ
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা)	১. ....
	(নাম, পিতৃপরিচয়, যদি জানা থাকে এবং ঠিকানা)
	২. ....
	উপরের মত
	৩. ....
	উপরের মত
	৪. ....
	উপরের মত
	৫. ....
	উপরের মত

সাক্ষীগণ

১.	৫. ....
২.	৬. ....
৩.	৭. .... থানা —
৪.	৮. থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

তারিখ, সময় এবং ঘটনার স্থান ঃ .... তারিখ .... প্রায় ঘটিকায় .... ব্যক্তির বারান্দায়

অপরাধগুলি ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/৩৪৭/৩৪২/১২০বি ধারার অন্তর্ভুক্ত।

অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী ৭৮ বছরের এক বৃদ্ধ এবং বিপত্নীক। তাঁহার কিছু জমি আছে। তাঁহার দুই বিবাহিতা কন্যা আছে যাহারা তাহাদের নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। একজন পরিচারীকা তাঁহার জন্য খাবার রান্না করিয়া দেয় এবং বাড়ীর অন্যান্য কাজ-কর্ম তাঁহার নিজের মেয়ের মত করিয়া দেয়। ঐ পরিচারিকা ৩নং সাক্ষীরূপে গণ্য হইতেছে।

(২) ঐ ১নং আসামী হইতেছে ৩নং সাক্ষীর স্বামী এব ২নং আসামী হইতেছে ভাই। বাকী আসামীরা হইতেছে তাঁহার চাকর যাহারা বালকাল হইতেই অভিযোগকারীর বাড়ীতে আছে এব অভিযোগকারী তাহাদের পুত্রবৎ স্নেহ করেন এবং বিশ্বাস করেন।

(৩) ঐ অভিযোগকারী একজন নিরক্ষর ব্যক্তি।

(৪) ঐ .... তারিখ অভিযোগকারীর কনিষ্ঠা কন্যা স্বামী-সন্তানাদিসহ অভিযোগকারীর গৃহে আসে এবং তাহার সহিত কয়েকদিন থাকিয়া যায়। ঐ সময় তাঁহার স্থায়ী এবং অস্থায়ী সম্পত্তির জন্য একটি উইল করিতে মনস্থ করেম এবং তাঁহার ছোট জামাইকে (সাক্ষী নং ৬) একজন উকিলের সন্ধান কবিতে বলেন এবং একটি দিন ঠিক করিতে বলেন যেদিন তাঁহার সকল কন্যাব উপস্থিতিতে দলিল নিবন্ধিত করিতে পাবেন। উক্ত জামাতা অঙ্গীকাব কবে যে উইল সংক্রান্ত সমস্ত কিছু ব্যবস্থা সে ২/৩ মাসের মধ্যেই করিয়া দিবে। এই কথোপকথনেব সময় চতুর্থ এবং পঞ্চম আসামী উপস্থিত ছিল। অভিযোগকারী অবশ্য ৩ নং সাক্ষী এবং ৫ নং আসামীব জন্য কিছু সংস্থানের ব্যবস্থার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন যাহাতে তাঁহার ছোট জামাতার অনিচ্ছা ছিল; কিন্তু সে মৌখিক কোন অসম্মতি জানায় নাই। সে শুধু বলে যে অভিযোগকারী তাঁহার সম্পত্তি দাতব্য কবিযা দিক।

(৫) ঐ .... তারিখ অভিযোগকারী সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের বাজার হইতে তাঁহার বৈকালিক ভ্রমণ হইতে গ্রামের রাস্তা ধরিয়া (যাহা ৬ নং সাক্ষী ....র বারান্দার পাশ দিয়া গিযাছে) ফিরিতেছিলেন তখন সমস্ত আসামীগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া উক্ত বারান্দার উপর জোর করিয়া চাপিয়া ধরে। ১ নং আসামী তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরে। ২ নং আসামী একটি ছুরি বাহিব করে এবং ৩ নং আসামীকে লণ্ঠন জ্বালাইতে বলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লইতে বলে। ৩ নং আসামী বারান্দায় আগে হইতে রাখা একটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া দেয়, চতুর্থ আসামী তাহার পকেট হইতে একটি কালির প্যাড বাহির করিয়া পঞ্চম আসামীকে দেয়। কম করিয়া ছয়টি 'ডেমি কাগজ' এবং একটি 'নন্-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে' জোব করিয়া অভিযোগকারীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লয়। যখন তাহারা আলো জ্বালাইয়াছিল তখন ৬ নং সাক্ষী (একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি) জিজ্ঞাসা করেন যে তাহাব বাবান্দায় কাহারা। প্রথম এবং পঞ্চম আসামী একযোগে বলিয়া উঠে — "জ্যেঠু, ভয় পেয় না, আমরা, তোমার বারান্দায় বসে আমরা একটু গল্প করছি আর কি।"

(৬) আসামীদের হাঁত হইতে ছাড়া পাইবার পর অভিযোগকারী ৩ নং আসামীকে তাঁহাকে প্রতারণার জন্য ভর্ৎসনা করেন কিন্তু ৩ নং সাক্ষী কাঁদিয়া ফেলে এবং এই ঘটনায় তাহার জড়িত থাকার অভিযোগ দৃঢভাবে অস্বীকার করে এবং ছুটিয়া ৬ নং সাক্ষীর কাছে গিয়া সমস্ত ঘটনা জানায়। ৬ নং সাক্ষী তাহাকে তক্ষুনি

ঘটনাটি পুলিশ জানাইতে বলে এবং তাহার ছেলেকে সঙ্গে দিয়া .... পুলিশ স্টেশনে পাঠায়। সে সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানায় এবং পুলিশ ঘটনাটি শুধুমাত্র 'জেনারেল ডাইরী' হিসাবে লিপিবদ্ধ করে। চতুর্থ এবং পঞ্চম আসামী অভিযোগকারীরা গৃহে আর ফিরিয়া আসে নাই। ৩ নং সাক্ষী প্রত্যুষে ৬ নং সাক্ষীর সহিত পুলিশ স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসে এবং থানায় যাহা ঘটিয়াছে জানায়।

(৭) অভিযোগকারী আশংকা করিতেছেন যে আসামীগণ তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দেওয়া কাগজগুলি একটি মূল্যবান 'সিকিউরিটি' হিসাবে ব্যবহার করিবে যদি না তাহা উদ্ধার করা হয়। চতুর্থ এবং পঞ্চম আসামী এখন প্রথম-তৃতীয় আসামীর গৃহে অবস্থান করিতেছে। আসামীগণ অবৈধভাবে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছে।

সুতবাং ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া আসামী ব্যক্তি‌দের বিরুদ্ধে কার্য্যবহ চালনা করিবার এবং তাহাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলির বিচারের জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্ত্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৫ — ৪০৩ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগ

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .. .. এর আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
....	১.	....
....	২.	....
....	৩.	....
....	৪.	....
....	৫.	....
.. ..	৬.	....

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক

ঘটনার তারিখ ঃ ঐ ....

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধ যেমন সম্পত্তির ফৌজদারী অন্যায়রূপে আত্মসাৎ।

অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী আপনার মহানুভবের *অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত* গৃহে .... স্থানে অবস্থিত আসামীর অধীনে একজন ভাড়াটিয়া হইতেছেন এবং

.... সময় হইতে ঐ ঠিকানায় বসবাস করিতেছেন এবং তাঁহার সহিত আসামীর সুন্দর সম্পর্ক রহিয়াছিল।

(২) অভিযোগকারীর .... স্থানে নিজের গৃহ রহিয়াছে কিন্তু তাঁহার চাকরীর জন্য উপরোক্ত ভাড়া গৃহে তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে।

(৩) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারী তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে একটি টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই মর্মে যে তাঁহার মাতা সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়াছিলেন এবং সেইহেতু পরিবারের সকলের সহিত তাঁহার অসুস্থ মাতাকে তিনি দেখিতে গিয়াছিলেন।

(৪) তাঁহার দেশের গৃহে যাইবার পূর্বে দরখাস্তকারী আসামীকে নিম্নলিখিত স্বর্নালঙ্কারগুলি তাঁহার নিরাপদ তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য দায়িত্ব দিয়াছিলেন যেহেতু অভিযোগকারী এবং তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণালঙ্কারগুলি তাঁহাদের সহিত লইয়া যাইতে ভীত হইয়াছিলেন।

(৫) ঐ .... অভিযোগকারী তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত .... স্থানে তাঁহার স্বগৃহে গিয়াছিলেন যে স্থানে তাঁহার মাতার .... তারিখে মৃত্যু হইয়াছিল এবং অভিযোগকারীকে প্রায় এক মাস ঐ স্থানে থাকিতে হইয়াছিল এবং তিনি .... তারিখে তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

(৬) অভিযোগকারী ২,৫০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কারগুলি .... তারিখে অভিযোগের দরখাস্তে সাক্ষী সারীতে উল্লিখিত ১ হইতে ৩নং সাক্ষীদের সম্মুখে আসামীর নিকট রাখিবার জন্য দায়িত্ব দিয়াছিলেন।

(৭) ঐ অভিযোগকারী প্রত্যাবর্তন করিয়া আসামীর নিকট নিরাপদে রক্ষিত উপরোক্ত স্বর্নালঙ্কারগুলি ফিরত দিবার জন্য আসামীকে বলিলেন কিন্তু আসামী নানা অছিলায় যেমন তিনি ব্যাঙ্ক তালাযুক্ত আলমারিতে অলঙ্কারগুলি রাখিয়াছিলেন এবং তিনি ঐ স্থান হইতে আনিবার সময় পান নাই অথবা ব্যাঙ্কের পরিচালক অনুপস্থিত আছেন ইত্যাদি কারণে অভিযোগটি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

(৮) ঐ .... তারিখে ৪নং সাক্ষীর নিকট হইতে অভিযোগকারী জানিতে পারেন যে আসামী ৫নং সাক্ষীকে যিনি ১৫০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার দোকানের মালিক তাঁহার নিকট অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়াছেন।

(৯) অভিযোগকারী পুলিশের নিকট ঘটনার প্রতিবেদন জানাইয়াছিলেন কিন্তু যেহেতু ঘটনাটি বাড়ীওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া সম্পর্কিত সেইহেতু তাঁহারা এই ঘটনাটি রেজেষ্ট্রী করেন নাই এবং সহজভাবে ঐ অভিযোগটি সাধারণ পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহার নম্বর হইতেছে .... নং .... তারিখ এবং অভিযোগকারীকে আদালতের সম্মুখে অভিযোগ দায়ের করিতে বলিয়াছিলেন।

(১০) আসামী, অভিযোগকারীর দ্বারা তাঁহার নিকট রক্ষিত স্বর্ণালঙ্কারগুলি রূপান্তরিত করিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

(১১) এই দরখাস্তে ৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পারিপার্শ্বিকতার কারণে অভিযোগটি দায়ের করিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৩ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য আসামীর বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার জন্য এবং আইনানুগভাবে তাঁহার দণ্ড বিধানের নির্দেশ দিবেন।

এবং অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্বর্ণালঙ্কারগুলির তপশীল

(সম্পত্তির বর্ণনা এবং বিশদ বৃত্তান্ত দিবেন)

নং ৬ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৪ ধারার বিধানে মৃতব্যক্তির সম্পত্তির অসৎভাবে অন্যায়রূপ আত্মসাৎ করার জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা মামলা নং ....

....

....

.... অভিযোগকারী

বনাম

....

....

.... আসামী

সাক্ষীগণ

১.	৪. ....
২.	৫. ....
৩.	৬. ....

অপরাধ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৪ ধারার বিধানে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অসৎভাবে অন্যায়রূপ আত্মসাৎ

তারিখ .. ..

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) অভিযোগকারী স্বর্গীয় .... যাঁহার .... তারিখে মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার ভ্রাতা।

(২) মৃত ব্যক্তি .... অবিবাহিত ছিলেন। তিনি আসামীর অধীনে ভাড়াটিয়া ছিলেন এবং ঐ ভাড়া গৃহে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

(৩) মৃতব্যক্তির আসবাবগুলির মধ্যে দুইটি গোদরেজ লোহার আলমারি, একটি ওনিডা রঙীন দূরদর্শন, একটি অলিভেটি মুদ্রাক্ষর মেশিন, বহু দামী জামা এবং নগদ অর্থ, একটি ওমেগা হাতঘড়ি (পিছন দিক সোনা আবৃত) দুইটি সোনার অঙ্গুরী এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তি যাহার মূল্য ৮০ লক্ষ টাকা।

(৪) অভিযোগকারী বিহারের .... জেলায় .... স্থানে বসবাস করেন কিন্তু তাঁহার মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রায়ই দেখিতে যাইতেন এবং নিয়মিত চিঠিপত্রাদি দিতেন।

(৫) অভিযোগকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ১১.১২.১৯৯৩-এর সালের মধ্য হইতে ২৮ ১.১৯৯৪ সালের মধ্যে বহু চিঠিপত্রাদি লিখিতেন কিন্তু কোন উত্তর পান নাই এবং সেইহেতু অভিযোগকারী তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পর্কে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন এবং .... তারিখে তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য আসামীর গৃহে আসিয়াছিলেন।

(৬) অভিযোগকারী আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাড়াটিয়া গৃহে একজন নূতন ভাড়াটিয়া দেখিলেন এবং আসামীব নিকট হইতে অভিযোগকারী প্রথম জানিতে পারিলেন যে তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব .... তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছে এবং নূতন ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দিয়াছেন এবং অভিযোগকারীকে অকস্মাৎ মৃত্যুর ঘটনা না জানাইতে পারাব কারণ সম্বন্ধে বহু অসন্তোষজনক ক্ষমার কথা বলিলেন এবং বীমার কাগজ ও অন্যান্য কাগজ সম্বন্ধীয় পূর্ণ একটি চারিকোনা ব্যাগ এবং নগদ ১১,০০০ হাজার অর্থ দিয়া দিলেন এবং অভিযোগকারীকে বলিলেন যে তিনি ঐ সব কাগজপত্র এবং নগদ টাকা ঐ ব্যাগে দেখিয়াছেন।

(৭) ঐ অভিযোগকারী আলমারি এবং দুরদর্শন যন্ত্র এবং অলিভেটি মুদ্রাক্ষর মেশিন সম্বন্ধে তদন্ত করিতে গেলে আসামী ব্যক্তি জানাইলেন যে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মৃতব্যক্তি আসবাব সমেত সকল বস্তু বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন এবং এই ব্যাথায় অভিযোগকারী আসামীকে মিথ্যা বলার জন্য দোষারোপ করিয়াছেন এবং ঐ স্থানে উত্তেজনাপূর্ণ বাক্‌বিতন্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। অভিযোগের দরখাস্তের ১নং এবং ৩নং সাক্ষী সমেত বহু ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল সাক্ষীদের নিকট হইতে অভিযোগকারী জানিতে পারেন যে আসামী মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তিনি উত্তরাধিকারীহীন এই কারণের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির সকল জিনিষপত্র ৪নং এবং ৫নং সাক্ষীকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন যেহেতু মৃতব্যক্তি তাঁহার সকল সম্পত্তি আসামীকে দিয়াছেন। আসামী অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার কোন ক্ষোভ আছে কিনা এবং জনতাকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন এই মর্মে যে তাঁহার

সম্পত্তিতে তাঁহারা ফৌজদারীভাবে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাঁহারা গ্রেপ্তার হইবেন এবং সেইহেতু অভিযোগকারী এবং জনতা কোন ঝঞ্ঝাটে জড়িত না হইবার জন্য স্থান ত্যাগ করেন।

(৮) ঐ তিনজন সাক্ষীর উক্তির সত্য প্রমাণের জন্য অভিযোগকারী ৪ এবং ৫ জন সাক্ষীর সহিত মিলিত হন। ৪ নং সাক্ষী সংবাদ দিয়া যথার্থতা প্রমাণ করিলেন এই মর্মে যে তাঁহারা দুইটি আলমারি. একটি আরামকেদারা সমেত বিছানা, গদি সমেত বিদেশী ছোট খাট, একটি ভোজন টেবিল একটি পাশ্চাত্য দেওয়াল ঘড়ি, একটি ১২,০০০ হাজার অর্থ মূল্যের গোদরেজ দ্রব্য শীতল রাখিবার যন্ত্র ক্রয় করিয়াছেন এবং ৫নং সাক্ষী স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি আসামীর নিকট হইতে একটি ওনিডা দূরদর্শন যন্ত্র, অলিভেটি লেটারা ৩৫ মুদ্রাক্ষর যন্ত্র একটি ভি.সি.আর, অনুবীক্ষণ উনুন এবং একটি ২০,০০০ হাজার অর্থের ওমেগা হাতঘড়ি (পিছন স্বর্ণালঙ্কিত) ক্রয় করিয়াছেন সরল বিশ্বাসে এবং আসামী বিক্রয়লব্ধ সামগ্রীর রসিদ দিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রীত সম্পত্তি অভিযোগকারীকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারী তৎক্ষনাৎ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন।

(৯) অভিযোগকারী .... থানায় গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা মামলা রেজেষ্ট্রী করিতে অসম্মত হন যদিও পঞ্জিকা নথীভুক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারা অভিযোগকারীকে আদালতে অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য পরামর্শ দেন।

(১০) আসামী এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বসবাস করেন এবং তিনি তাঁহাব ব্যবহারের জন্য মৃতের সম্পত্তি অসৎভাবে ও অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করেন। এক্ষেত্রে ইহা উল্লিখিত হউক যে অভিযোগকারী বীমা চুক্তির দানগ্রাহী ব্যক্তি।

(১১) ঐ আসামী অন্যান্য মূল্যবাণ বস্তুগুলি যেমন দুইটি স্বর্ণ অঙ্গুরীয়, ৫টি মূল্যবাণ তিনটি খণ্ড বস্ত্রের জামাগুলি, পার্কার স্বর্ণাঙ্কিত লিখিবার কলম এবং একটি সোনার চেন দখল করিয়া আসিতেছেন।

(১২) অভিযোগকারী মৃত্যুর প্রমাণপত্রর জন্য নাগরিক রাজবিধি দ্বারা গঠিত সভার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর প্রমাণপত্র পাইয়া অভিযোগকারী আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করিতেছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৪ ধারার বিধানের অপরাধ সংঘটনের জন্য শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে আসামীর বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার আদেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী. কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : আসামীর দখলীকৃত মূল্যবাণ সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রেপ্তারী অধিপত্রের উদ্দেশ্যে বিশদ বৃত্তান্ত এবং তদন্ত করিবার স্থানগুলি সমেত পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

নং ৭ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
শ্রীমতী	১.	১. ....
স্বামীর নাম	২. পিতাব নাম	২. ....
	৩	৩. ....
	৪.	৪. .. ..
	সকলেই	৫. ....

. ...

....

অপরাধ : ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে স্ত্রীধন সম্পত্তির ফৌজদারী অন্যাযরূপ আত্মসাৎ

উপরোক্ত অভিযোগকাবী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক :

(১) অভিযোগকারীর সহিত ১নং আসামীব .. .. তারিখে আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে .... স্থানে হিন্দুধর্ম এবং আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে বিবাহ হইয়াছিল।

(২) ২নং আসামী পিতা হইতেছেন এবং ৩নং ও ৪নং আসামীরা ১নং আসামীর ভ্রাতা। তাঁহারা সকলেই ১নং আসামীব সহিত অভিযোগকারীর বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়া যৌতুক দাবী করিয়াছিলেন। অভিযোগকারীর পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনরা যৌতুকরূপে স্বর্ণালঙ্কার সমেত ৬০,০০০ হাজার অর্থমূল্যের সামগ্রী, বস্ত্রাদি এবং নিম্নতপশীলবর্ণিত অন্যান্য দ্রব্য ১ হইতে ৪নং আসামীদের .... তারিখে (অর্থাৎ বিবাহের পরের দিন) দিয়াছিলেন এবং আসামী ব্যক্তিরা যৌতুক সামগ্রীর দখল লইয়া তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। নিম্নে তপশীল বর্ণিত সামগ্রীগুলি আসামীরা কোন সময়েই

অভিযোগকারীকে তাঁহার ব্যবহার এবং দখলের জন্য প্রদান করেন নাই এবং আসামীরা তাঁহাদের অন্যায়ভাবে লাভ করিবার জন্য এবং অভিযোগকারীর অন্যায়ভাবে ক্ষতি করিবার জন্য বে-আইনীভাবে, অসৎভাবে এবং মিথ্যাভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

(৩) বিবাহের অনতিবিলম্ব পরেই ১নং আসামী অভিযোগকারীকে হয়রানি, বিরক্ত এবং প্রহার করিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কয়েক মাসের মধ্যেই যেমন .... তারিখে সকল আসামী ব্যক্তিরা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং মহিলা সেইসময় হইতে পিতামাতার গৃহেই থাকিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আসামী ব্যক্তি তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিগুলি অভিযোগকারীকে আদৌ প্রত্যর্পণ করেন নাই। অভিযোগকারীর পিতা এবং আত্মীয়স্বজনরা অভিযোগকারীর তরফে আসামী ব্যক্তিদের বহুবার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত সম্পত্তিগুলি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল দ্রব্য সামগ্রীগুলি প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত ছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে আইনজীবির .... তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি ১নং এবং ২নং আসামীদের নিকট প্রেরণ করা হয় কিন্তু তাহার উত্তরে তাঁহারা .... তারিখের আইনজীবির পত্রের দ্বারা বর্ণিত বস্তুগুলি প্রর্ত্যপণ করিতে সহজভাবে অসম্মত হন।

(৫) অভিযোগকারীর পিতামাতা বিবাহের সময় আসামী ব্যক্তিদেব সামগ্রীগুলি অভিযোগকারীর ব্যবহারের জন্য সাক্ষীদের সম্মুখে প্রর্ত্যপণ করিতে বলেন, কিন্তু আসামী সেই নির্দেশ অমান্য করিয়াছিলেন। ইহার পরিবর্তে তাঁহারা ঐগুলি প্রত্যর্পণ করিবার বাধ্যবাধকতা সহজভাবে অস্বীকার করেন এবং সেইহেতু তাঁহারা এইভাবে অসৎরূপে ব্যবহার করিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য তপশীল বর্ণিত সামগ্রীগুলির রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অভিযোগকারীর পিতামাতার নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া এখনও পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তিগুলির দখলে রহিয়াছেন এবং সেইহেতু তাঁহারা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে একটি অপরাধ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ৪০৬ ধারার বিধানে আসামীদের শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে একটি কার্য্যবাহ চালাইবার আদেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

তপশীল

(১) সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার ঃ

(ক) ৬টি সম্পূর্ণ স্বর্ণালঙ্কার সেট

(খ) ৪টি সোনার অঙ্গুরী

(গ) ২টি স্বর্ণ বাজুবন্ধ

(ঘ) অভিযোগকারীব নামেব প্রথম অক্ষব সাংকেতিক অক্ষব বিন্যাসযুক্ত লকেটগুলি দ্বারা দুইটি সোনাব চেন।

(ঙ) একটি স্বর্ণ নথ (নাকেব বিঙ)

(চ) স্বর্ণেব ১২টি মল

(২) বৌপ্য সামগ্রী

(ক) ৮টি গেলাশ এবং জগ

(খ) দুইটি সূর্মাদানী

(গ) একটি টাগারী

(ঘ) দুইটি পাযাল

(৩) আসবাব

(ক) গদী সমেত একটি বিদেশী খাট

(খ) বম্বে ডাইং এব ছাপা ৬টি বিছানাব চাদব ৬টি বিছান ব ঢাকা ও বিছানা

(গ) বৃহত্তর মাপেব দুইটি তালাচাবি সমেত গোদবেজ আলমাবি

(ঘ) ম্যাজিক চক্ষুবিশিষ্ট এবং ২৪টি বাগিনী সুব সমেত অজন্তা দেওয়াল ঘড়ি (স্ফটিক মনি)

(ঙ) আবামকেদারা বিছানা সমেত

(চ) চাবটি চেয়াব সমেত একটি ভোজন টেবিল

(ছ) অপটোনিকা রঙীন দূবদর্শন

(জ) দ্বৈত কাঁচ সমেত আয়না

(৪) বস্ত্রাদি :

(ক) ২টি বেনারসী শাড়ী ১টি নীল, অনাটি লাল

(খ) ২টি দক্ষিণ ভাবতীয সিল্কেব শাড়ী

(গ) ২০টি ছাপা টেবিলিন শাড়ী

(ঘ) ২৪টি ব্লাউজ, বেনারসী, দক্ষিণ ভাবতীয এবং ছাপা শাড়ীব সহিত যুক্ত।

(ঙ) ২টি মহিলাদেব শাল এবং ২টি গবম কোর্ট

(৫) অন্যান্য : একটি টাইটান মহিলা হাতঘড়ি তারিখ এবং পঞ্জিকাসহ।

টিপ্পনী : দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৯৪ ধারাব বিধানে গ্রেপ্তারী অধিপত্রের জন্য পৃথক দবখাস্ত দাখিল কবিতে হইবে।

নং ৮ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত (অন্য নিদর্শ)

রাজধানী সম্বন্ধীয় প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ....

....

....

.... অভিযোগকারী

বনাম

....

....

.... আসামী

সাক্ষীগণ

১. .... ৪. ....

২. .... ৫. ....

৩. .... ৬. ....

অপরাধের তারিখ ঃ ঐ তারিখে ....

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে ফৌজদারী অন্যায়রূপে আত্মসাৎ

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে .... স্থানে সর্ববিধ অলঙ্কার সম্পন্ন তাঁহার একটি দোকানের স্বর্ণকার হইতেছেন।

(২) ঐ .... তারিখে আসামী অভিযোগকারীর সর্ববিধ অলঙ্কারসম্পন্ন দোকানে আসিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারীকে বলিয়াছিলেন যে দ্রুতভাবে তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠানের তারিখ .... তারিখে স্থির হইয়াছে এবং সেইজন্য বধূর অলঙ্কার করিবার সময় না থাকাতে তিনি তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য অভিযোগকারীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তৈয়ারী স্বর্ণালঙ্কার যেমন মহিলার আঙ্গুল অঙ্গুরী, একটি হার, টিকলী এবং ৮টি বলয় ঋণ দিবার জন্য এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বৌভাত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পরেই ঐগুলি তিনি প্রত্যর্পণ করিবেন।

(৩) এইভাবে প্রলুব্ধ হইয়া অভিযোগকারী সরল বিশ্বাসে আসামীকে মহিলার আঙ্গুলের স্বর্ণ আংটি একটি, একটি স্বর্ণ হার, একটি টিকলী, ৮টি স্বর্ণ বলয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল অলঙ্কারপ্রাপ্ত হইবার পরে অভিযোগকারী সময়মত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং বৌভাতের দিন যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

(৪) ঐ তাবিখে অভিযোগকাবী বৌভাত অনুষ্ঠানে যোগদান কবিযাছিলেন এবং আনন্দভোজনেব শেষে আসামী অভিযোগকারীকে প্যাণ্ডেলেব একটি কোণে লইযা গিযা পুনবায ধন্যবাদ জানাইযা বলিযাছিলেন যে পবেব দিন সন্ধ্যাবেলায তিনি ঐ সকল অলঙ্কাবগুলি নিশ্চিত প্রত্যর্পণ কবিবেন।

(৫) আসামী পবেব দিন সন্ধ্যায আসেন নাই কিন্তু অভিযোগকাবী দুই দিন অপেক্ষা কবিযাছিলেন। যেহেতু আসামী আসেন নাই সেইহেতু তিনি আসামীব গৃহে উপস্থিত হইযাছিলেন এবং অলঙ্কাবগুলি প্রত্যর্পণেব জন্য অনুবোধ কবিযাছিলেন কিন্তু আসামী সমযমত ঐগুলি প্রত্যর্পণ না কবিবাব জন্য কিছু অছিলা প্রকাশ কবেন এবং পুনবায সমযেব জন্য আর্জি জানান এবং বলেন যে অষ্টমঙ্গলাব পবেই নিশ্চযই তিনি ঐগুলি প্রত্যর্পণ কবিবেন।

(৬) ঐ বৌভাতেব আটদিন পবেও এমনকি আসামী অলঙ্কাবগুলি প্রত্যর্পণ কবেন নাই।

(৭) ঐ বহুবাব অনুবোধ কবা সত্ত্বেও আসামী অলঙ্কাবগুলি প্রত্যর্পণ কবেন নাই এবং অবশেষে তাবিখে আসামী অলঙ্কাবগুলি প্রত্যর্পণ কবিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হন।

(৮) ঐ অভিযোগকাবী আসামীব দ্বাবা প্রলুব্ধ না হইলে তিনি ৫০০০ হাজাব মূল্যেব অলঙ্কাবগুলি আসামীকে প্রদান কবিতেন না।

(৯) আসামী ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ৪০৬ ধাবাব বিধানে একটি অপবাধ কবিযাছেন যেহেতু তিনি অলঙ্কাবগুলিব দখল লইযা তাহাব নিজেব ব্যবহাবেব জন্য অসৎভাবে রূপান্তবকবণ ঘটাইযাছেন।

এমতাবস্থায, ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ৪০৬ ধাবাব বিধানে অপবাধ সংঘটন ঘটাইবাব জন্য আসামীকে শাস্তি দিবাব উদ্দেশ্যে তাঁহাব বিরুদ্ধে কার্যাবাহ চালাইবাব নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনাব অভিযোগকাবী, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

টিপ্পনী : দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ৯৪ ধাবাব বিধানে গ্রেপ্তাবী পবোযানাব জন্য পৃথক দবখাস্ত দাখিল কবা যাইতে পাবে।

নং ৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৮১ ধারার বিধানে বিচারের স্থান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে অভিযোগের দরখাস্ত

বাজধানী সম্বন্ধীয প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যাঙ্গালোর

মামলা নং

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
শ্রীযুক্ত	১. শ্রীযুক্ত	১. ....
পিতা	পরিচালন তত্ত্বাবধায়ক	২. ....
ওরফে মেসার্স	মেসার্স পি এল টি এণ্ড	ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং
কে ওম ট্রেডার্স	কোম্পানী (ব্যক্তিগত)	অন্যগুলির তত্ত্বাবধায়ক
স্থান	লিমিটেড	
ব্যাঙ্গালোর — ১০	২. মেসার্স পি এল টি এণ্ড,	
	কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড	
	মাদ্রাজ — ১	

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গ

অপরাধের তারিখ .... ঐ তারিখ ....

অভিযোগকারীর অভিযোগের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) অভিযোগকারী ব্যাঙ্গালোরে ব্যবসারত মেসার্স কে ও এম এবং ট্রেডার্স-এর স্বত্তাধিকারী হইতেছেন এবং যথার্থ কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাঁহাকে রপ্তানী, আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

(২) অভিযোগকারী .... বস্তুর ৫০টি বস্তা জার্মানীর নিকট হইতে আমদানী করিয়াছেন এবং ঐ সকল সামগ্রী মাদ্রাজ বন্দরে .... তারিখে "ডি সালভাডর" নামক জাহাজের দ্বারা পৌঁছাইয়াছে।

(৩) ঐ ১নং আসামী মেসার্স পি এল টি এণ্ড কোম্পানীর (প্রাইভেট) লিমিটেডের ব্যবস্থাপক নির্দেশক, পরিষ্কৃতকরণের প্রতিনিধিরূপে কর্ম করিতেছেন।

(৪) জার্মানী হইতে বিক্রয়ার্ধ প্রেরিত বস্তু পৌঁছিবামাত্র ১নং আসামী অভিযোগকারীর সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল ন্যস্ত বস্তুর পরিষ্কৃতকরণের জন্য নিম্নহারের প্রস্তাব দিয়া বস্তুগুলি নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। অভিযোগকারী এইভাবে প্রলুব্ধ হইয়া বস্তুগুলি পরিষ্কৃতকরণের জন্য সম্মতি দিয়াছিলেন এবং মেসার্স ম্যাডেরিক ট্রান্সপোর্টের দ্বারা ঐগুলির নিষ্পত্তি হইয়াছিল। আসামী এই কার্য্যের জন্য ৫৬০০ অর্থ মূল্যের একটি চাহিদা খসড়া দাবী করিয়াছিলেন। অভিযোগকারী ৫০০০ অর্থমূল্যের চাহিদা খসড়া আসামীকে প্রেরন করিয়াছিলেন এবং উহা .... তারিখে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু আসামী ন্যস্ত দ্রব্যগুলি নিষ্পত্তির পর ব্যাঙ্গালোরে উহা প্রেরণ করেন নাই। অভিযোগকারীর আসামীর সহিত সরাসরি তারযোগে যোগাযোগ হইয়াছিল এবং আসামী আশ্বাস দিয়াছিলেন

যে ন্যস্ত দ্রব্যগুলি পথ মধ্য স্থানে রহিয়াছে। অভিযোগকারী মেসার্স ম্যাডেরিক ট্রান্সপোর্টের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে আসামী তাঁহাদের মারফৎ দ্রব্যগুলি আদৌ প্রেরণ করেন নাই। তিনি ইহার পর আসামীর তারযোগে কথাবার্তা বলেন এবং আসামী তাহা প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করেন।

(৫) আসামী এইভাবে ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করেন এবং যেহেতু তিনি মেসার্স ম্যাডেরিক ট্রান্সপোর্টের মারফৎ ন্যস্ত দ্রব্যগুলি ব্যাঙ্গালোরে প্রেরণ করিবার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেইহেতু এই ব্যাঙ্গালোর আদালতে ইহা তদন্ত করিবার এবং অপরাধটির বিচার করিবার অধিকারক্ষেত্র বহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া আসামী ব্যক্তিদেব বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য তাঁহাদের আইনানুগভাবে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে কার্য্যবাহ চালনা করিবার নির্দেশ দিবেন।

এবং অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

স্থান ঃ ব্যাঙ্গালোব

নং ১০ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬/৪০৭/৪০৮/১২০বি ধারায় অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

পিতার নাম

ওরফে ব্যবসা কার্যনির্বাহী

নিও ক্ল্যাসিক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী

১৮৫, গুরুদাস রোড

কলিকাতা - ৭০০ ০০৮

— অভিযোগকারী

বনাম

১. জেপি জয়সওয়াল

ওরফে রোড কার্গো ট্রেডার্স

কলিকাতা - ৭০০ ০২৩

২. মেসার্স রোড কার্গো ট্রেডার্স
আর পি জোসির দ্বারা প্রতিনিধিত্বে
৭৫/ডি-৯, ভবানীপুর
কলিকাতা - ৭০০ ০২৩
৩. গুরুদয়াল সিং (ট্রাক নং .... এল এল কিউ - ৪৩২০-র চালক)
ওরফে মেসার্স সুরজিৎ ট্রান্সপোর্ট
৪. বাসুদেব সাধুখাঁ (ট্রাক নং এম এন ডি-৪৩৬৫-র চালক)
ওরফে মেসার্স রাইট উইঙ্গ ট্রান্সপোর্ট
৬৭, টি এম রোড, গৌহাটি, আসাম
৫. শঙ্কর ভি বর্মা (ট্রাক নং এ এস-০১-১১৮১-র চালক)
ওরফে ফ্যান্সী ফিনান্স কর্পোরেশন
ভেনুগোপাল বাজার, গৌহাটি (আসাম)
৬. মেসার্স নন্দলাল রোড ক্যারিয়ার
আনন্দপুরম ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৬
ভিশাখাপট্টনম (অন্ধ্রপ্রদেশ)
৭. শ্রী আর পি জোসি
পি-৯০৮ সি আই টি রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

— আসামীব্যক্তিগণ

অপরাধের তারিখ : ১৪.৭.১৯ .... হইতে ১৮.৭.১৯ .... এবং পরবর্তী
ঘটনার স্থান : পিলফার ষ্টিল অ্যালয় লিমিটেড দিল্লী রোড
দাদপুর থানা দাদপুর
[দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৮৪(৪) ধারার বিধানের দ্বারা]

অপরাধ : ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬/৪০৭/৪০৮/৪০৯/১২০বি ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের সংঘটন

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) অভিযোগকারী মেসার্স নিও ক্লাসিক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর ব্যবসা কার্যনির্বাহী যাহার মূল কার্য্যালয় ১৮৫, গুরুদাস রোড কলিকাতা-৭০০ ০০৮ এ অবস্থিত এবং হিসাব কার্য্যালয় পিয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০ ০১২ তে অবস্থিত।

(২) উপরোক্ত মেসার্স নিও ক্লাসিক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বহু কার্য্যালয়গুলির মধ্যে অন্যগুলি ৯৫৬, ফ্লিট টি পি রোড ভিশাখাপট্টম-৫৩০ ০০১ (অন্ধ্রপ্রদেশ)

অবস্থিত এবং তাঁহারা রনপোতবহর এবং সৈন্য প্রেরনার্থ জাহাজগুলির চুক্তিকারক হইতেছেন এবং এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ক্ষুদ্র লৌহ ন্যাস্তবস্তুর ব্যবসা করিয়া তাঁহার চালানকারক।

(৪) ঐ ১৪.৭.১৯........ তারিখে অভিযোগকারীর ভিশাখাপট্টমের শাখা কার্য্যালয় ৬নং আসামীকে আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে একটি চালান চুক্তির শর্তের অধীনে দাদপুরে পিলফার ষ্টিল অ্যালয় লিমিটেডের কারখানায় জমা দিবার জন্য ৪২ টন এবং ৪৫০ কেজি লৌহ খণ্ডগুলি দিয়াছিলেন এবং শর্ত অনুযায়ী অভিযোগকারীর কোম্পানী ১৪.৭.১৯......... তারিখের ৬০৫ নং রসিদের পরিপ্রেক্ষিতে আসামী কোম্পানীকে ১২,০০০ হাজার অর্থ অগ্রিম দিয়াছিলেন।

(৫) ভিশাখাপট্টমের শাখা কার্য্যালয় দাদপুরের পিলফার ষ্টিল অ্যালয় কোম্পানীকে ৬নং আসামী মারফৎ ট্রাক নং এল এম কিউ • ৪৩২০, ট্রাক নং এম এন ডি ৪৩৬৫ এবং ট্রাক নং এ এস-০১-১১৮১র দ্বারা ঐ সকল প্রশ্নাধীন লৌহ খণ্ডগুলি জমা করিবার এবং ভর্ত্তি করিবার বিষয় জানাইয়াছিলেন।

(৬) ঐ ১৮.৭.১৯......... ট্রাক নং এ এস-০১-১১৮১ এবং ট্রাক নং এম এন ডি ৪৩৬৫ দাদপুর কারখানায় পৌঁছাইয়াছিল এবং ১ টন ৮০ কেজি কম হইয়া ৩২ টন ৭০ কেজি লৌহ খণ্ডগুলি জমা পড়িয়াছিল। কিন্তু ট্রাক নং এল এম কিউ ৪৩২০ পণ্যগুলি দাদপুরের স্থানীয় কারখানায় পৌঁছায় নাই। দাদপুরের পিলফার ষ্টিল অ্যালয় লিমেটেড প্রদেয় বস্তুগুলি সংক্রান্ত দুইটি চালানের পৃষ্ঠার বিপরীত দিকে কম ওজন লিখিয়া দেওয়া হয়েছিল এবং যাহা ৫ এবং ৬নং আসামীদের দুইটি ট্রাকের যথাক্রমে এ এস-০১-১১৮১ এবং এম এন ডি ৪৩৬৫ এর চালকদের ঐগুলি দেওয়া হইয়াছিল। দাদপুরের কাবখানাও অভিযোগকারীর মূল কার্য্যালয়ে মাল কম দেওয়ার বিষয়টি এবং ট্রাক নং এল এম কিউ ৪৩২০ মারফৎ সামগ্রীগুলি জমা না দিবার বিষয়টি জানাইয়া দেন এবং কলিকাতার মূল কার্য্যালয়টিও টেলেক্স এর মাধ্যমে ভিশাখাপট্টমের কোম্পানীর শাখা কার্য্যালয়ে বিষয়টি জানাইয়া দেন।

(৭) অভিযোগকারী কোম্পানীব তরফে কম মাল প্রদানের তথ্যটি এবং ট্রাক নং এল এম কিউ ৪৩২০ এর মাধ্যমে ন্যস্ত বস্তু জমা না দিবার তথ্যটি দাদপুর থানায় পঞ্জিকাবদ্ধ করেন এবং উর্ধতন পুলিশ আধিকারিককে জানান।

(৮) ঐ স্থানে লৌহ খণ্ডগুলির ৯ টন এবং ৩০০ কেজি কমতি হইয়াছিল যাহার ক্ষতি ৭৫,০০০ হাজার অর্থমূল্য হইবে এবং আসামী ব্যক্তিদের ফৌজদারী কর্মের জন্য অভিযোগকারী কোম্পানীকে পিলফাব ষ্টিল অ্যালয় লিমিটেডকে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহা বলা যায় যে পূর্বে কোন তদন্ত হইলে ১ হইতে ৩ এবং ৭নং আসামী মিথ্যা দাবীর ভিত্তিতে আইনজীবির পত্র দিয়া বলিত যে বক্রী মালের ভাড়া ১২,০৭৫ এবং ট্রাক নং এল এম কিউ ৪৩২০ এর ক্ষেত্রে (যাহা ন্যস্ত সম্পত্তি পিলফার ষ্টীল অ্যালয় লিমিটেড এর কারখানায় কখনও প্রদান করে নাই) এবং শতকরা ৮০০ টাকা হারে আটক ভাড়া ১৮.৭.১৯ ...... হইতে প্রদান পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা অভিযোগকারীর কোম্পানীকে পূর্ণ অর্থ প্রদানের জন্য বলা হইয়াছিল এবং এই জন্য ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে সকল আসামীরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া অসৎভাবে এবং প্রতারণার দ্বারা তাঁহাদের নিকট ন্যস্ত সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু তাঁহার ১০ টন ৩৮০ কেজি ৭৫,০০০ হাজার মূল্যের লৌহ খণ্ডের বহনকারী হইয়া ফৌজদারী বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া আসামী ব্যক্তিদের অপরাধ সংঘটনের জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগভাবে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে কার্য্যবাহ চালাইবার জন্য আদেশ দিবেন।

এবং অভিযোগকারীরা দয়াপরবশ হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১১ — ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪২০ ধারার বিধানে প্রতারণার অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
শ্রী সরোজ পাশওয়ান	১. মহিদুল নায়েম	১. সনাতন মাহাতো
পিতা স্বর্গীয় গণপতি পাশওয়ান	গ্রাম : হরিপাল	২. স্বপন পাত্র
গ্রাম : জালাপারা	থানা : হরিপাল	৩. আনওয়ারআলি
থানা : সিংগুর	জেলা : হুগলী	যদুনাথ কুর্মি
জেলা : হুগলী		এবং অন্যান্যরা

অপরাধ : ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ধারার বিধানে অপরাধ

অপরাধের তারিখ ৯.৩.১৯৯৪

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ অভিযোগকারীর হুগলী জেলার সিংগুরে একটি দর্জির দোকান রহিয়াছে এবং ৩নং সাক্ষী ঐ দর্জির দোকানের একজন কর্মী এবং ১নং আসামীর কৃষিজাত

রহিয়াছে।

...রীর সিংগুরে ৩ একর কৃষিজাত জমি রহিয়াছে।

(৩) ঐ ২০.১.১৯৯৪ তারিখে ৩নং সাক্ষী আসামীকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং ১নং আসামীকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়াছিলেন।

(৪) ঐ ৩নং সাক্ষী জানিতেন যে অভিযোগকারী কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যে অগভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ইচ্ছুক ছিলেন এবং ইহার জন্য অভিযোগকারী ঋণের জন্য দরখাস্ত দিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্ক অভিযোগকারীর দরখাস্ত নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন।

(৫) ঐ নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ২১.১.১৯৯৪ তারিখে ১নং আসামী অভিযোগকারীকে বলিয়াছিলেন যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে অভিযোগকারী অগভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ইচ্ছুক এবং তিনি ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে তিনি ৫০০০ হাজার অর্থ প্রদান করিবেন এবং তিনি অভিযোগকারীর জন্য অন্য একটি ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইবেন এবং বাজারের নিম্নতম হারে উৎকৃষ্ট পাম্পটি সরবরাহ করিবেন যাহার দ্বারা উভয়ই উপকৃত হইবেন এবং কিছু বিক্রেতাদের নাম উল্লেখ করিলেন যাঁহাদের নাম অভিযোগকারী পূর্ব হইতেই জানিতেন। তিনি অধিক আশ্বাস দিলেন এই মর্মে যে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের দরখাস্তের তাবিখ হইতে এক মাসের মধ্যেই প্রাপ্তি ঘটিবে যেহেতু ব্যবসার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার যোগসূত্র রহিয়াছে। তিনি ব্যাঙ্ক ঋণ .... অর্থের জন্য হরিপাল বাজার রোডের গ্রামীন ব্যাঙ্কের একটি অলিখিত দরখাস্তের নিদর্শ লইয়া আসিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারীকে অধিকতরভাবে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ব্যাঙ্কে গমন করিবার প্রয়োজন নাই এবং তিনি সকল কর্মই করিবেন এবং দরখাস্তের নিদর্শে তাঁহার সহি স্থাপনের জন্যই তাঁহার কর্ম করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৬) এইভাবে প্রলুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারী আসামীকে ৫০০০ হাজার অর্থ মূল্য নগদ দিয়া দেন যেহেতু আসামী চেক লইতে অপছন্দ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে ইহা নগদ করিবার পক্ষে সময় সাপেক্ষ এবং সাক্ষীদের সম্মুখে তিনি অলিখিত দরখাস্তের নিদর্শে সহি করিয়াছিলেন এবং ঋণের জন্য ২০.১.১৯৯৪ তারিখের একটি রসিদ প্রদান করেন।

(৭) যেহেতু ব্যাঙ্কের ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন তদন্ত হয় নাই, সেইহেতু অভিযোগকারী হরিপালের দোকানে ব্যক্তিগতভাবে আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আসামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কোন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া তিনি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি উহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবেন।

(৮) ঐ ৯.৩.১৯৯৪ তারিখে (অর্থাৎ কল্য হইতে) অভিযোগকারী ৩নং সাক্ষী সমেত আসামীর দোকানে গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে ঐ স্থানে দেখিতে পান নাই। তিনি ঐ সাক্ষী সমেত হরিপালের গ্রামীন ব্যাঙ্কে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার দরখাস্তের বিষয় তদন্ত করিয়াছিলেন কিন্তু অভিযোগকারীকে জানানো হইয়াছিল যে অভিযোগকারীর নামে দরখাস্ত তাঁহাদের নিকট নাই এবং প্রত্যেকটি এবং সর্বক্ষেত্রে তদন্ত হইবে এবং অন্যান্য নীতিগুলিও কঠিনভাবে পালিত হইবে।

(৯) অভিযোগকারী আসামীর দোকানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে এই সময় তাঁহাকে দেখিলেন। অভিযোগকারী ব্যাঙ্ক হইতে যাহা শুনিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানাইলে আসামী হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং অভিযোগকারীকে তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন এবং অভিযোগকারীর নিকট হইতে কোন অর্থ কোন সময় লইয়াছেন বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

আসামী অধিকন্তু অভিযোগকারী এবং তাঁহার সাক্ষীকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন এই মর্মে যে পুলিশের নিকট তাঁহারা যাইলে ভয়াবহ পরিণতি হইবে।

(১০) অভিযোগকারী আসামীর মিথ্যা অছিলা হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিবেন না এবং তথ্য ও পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে শুরু হইতেই তাঁহার সরলতার সুযোগ লইয়া এবং অভিযোগকারীর দোকানে আসার নির্দিষ্ট দিন হইতেই অভিযোগকারীকে প্রতারণা করার ইচ্ছাই আসামীর ছিল এবং সেই কারণে আসামী প্রতারনা করিবার অপরাধ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া আইনানুগভাবে তাঁহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে কার্য্যবাহ তাঁহার বিরুদ্ধে চালাইবার জন্য আদেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান : চন্দননগর

তারিখ : ১০.৩.১৯৯৪

নং ১২ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২২ ধারার বিধানে সম্পত্তি অসংভাবে অপসারণের অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা দিবেন)	১. (নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা দিবেন) ২. (নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা দিবেন)	(সাক্ষীদের ঠিকানা সমেত তালিকা)

অপরাধের তারিখ : ঐ ....

অপরাধ : ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২০/৪২১/৪২২/১০৯/১২০বি ধারার বিধানে অপরাধের সংঘটন

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ আসামী আপনার মহানুভবের আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে .... থানায় .... স্থানে তাঁহার গৃহের অবস্থান থাকায় অভিযোগকারীর একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

(২) ঐ .... তারিখে আসামী অভিযোগকারীর গৃহে আসিয়াছিলেন এবং ৫৫,০০০ হাজার অর্থ ঋণের জন্য আর্জি করিয়াছিলেন এই মর্মে যে চিকিৎসার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে মাদ্রাজ লইয়া যাইতে হইবে এবং কঠিন স্বচ্ছ নেত্রাবরণ ত্বকের পৃথকীকরণ হইবার জন্য অস্ত্রোপচার করিতে হইবে এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার অল্প কয়েকদিনেব মধ্যেই অর্থ প্রদান করিয়া দিবেন এবং গৃহের আদিম দলিলটি অভিযোগকারীর গৃহে রাখিয়া অবিচারিক ষ্ট্যাম্প কাগজে খনন চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করেন।

(৩) উপরোক্তভাবে আসামীর দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া অভিযোগকারী .... তারিখে ইউকো ব্যাঙ্কের নামে ১৫,০০০ হাজার অর্থের একটি চেক্ প্রদান করেন এবং আসামী গৃহের আদিম দলিলটি প্রদান করিয়া অর্থ প্রাপ্তির একটি স্বীকৃতি সহ এবং .... তারিখে তাঁহার নামে ক্রীত একটি অবিচারিক ষ্ট্যাম্প কাগজে .... তারিখে অথবা তাহার পূর্বে অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি সহ একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন কবিয়াছিলেন।

(৪) ঐ আসামী সস্ত্রীক .... তারিখে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার গৃহে কখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

(৫) ঐ তারিখে অভিযোগকারী জানিতে পারেন যে এক ব্যক্তি আসামীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে তিনি আসামীর ভ্রাতা এবং তিনি বিলাস মূল্যের দ্বারা দস্তরীতে .... তারিখে রেজেষ্ট্রী অধীন কার্য্যালয়ে একটি রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল সম্পাদনের দ্বারা আসামীর নিকট হইতে গৃহটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিযোগকারী ঐ সাক্ষীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি রেজেষ্ট্রী অধীন কার্য্যালয়ের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার শ্বশুরের গৃহে বসবাস করিতেছেন।

(৬) ঐ দানপত্রের দ্বারা দরখাস্তকারী জানিতে পারিলেন যে দলিলটি আদিম দলিলের প্রমাণিত প্রতিলিপির ভিত্তিতে সম্পাদিত হইয়াছে এবং দানপত্রে একটি কথন ছিল এই মর্মে যে ঐ .... যে দিন আসামী গৃহের জন্য আদিম দলিলটি অভিযোগকারীর হস্তে প্রদান করিলেন সেই দিন তাঁহার আদিম দলিলটি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি .... তারিখের সাধারণ পঞ্জিকার নথীভুক্ত নং .... উল্লেখ করিয়া .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমেত সকল কর্তৃপক্ষকে

জানাইয়া দেন। দলিলে অধিকন্তু কথন ছিল যে সম্পত্তিটি সকল দায়দায়িত্ব হইতে মুক্ত ছিল।

(৭) ঐ অভিযোগকারী .... স্থানে আসামীর শ্বশুরের গৃহে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু তিনি অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হন।

(৮) ঐ অভিযোগকারী শেষে জানিতে পারেন যে তিনি বিভিন্ন অছিলায় ৪ এবং ৫নং সাক্ষীসমেত বহু ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

(৯) ঐ আসামী অভিযোগকারীসমেত ঋণদাতাদের প্রতারণা করিবার জন্য গুপ্তভাবে সম্পত্তি অসৎ এবং চাতুরীপূর্ণভাবে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

(১০) ঐ অভিযোগকারী তাঁহার অর্থ আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছেন।

(১১) ঐ অভিযোগকারীকে যেহেতু প্রশ্নাধীন দলিলের যেটি গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ সেটির প্রমাণিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল সেইহেতু অভিযোগ দায়ের করিতে প্রায় ১০ দিন বিলম্ব হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধানের ৪২০/৪২১/৪২২/১০৯/১২০বি ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের সংঘটনের অভিযোগগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ আদেশ জারী করিবেন। এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৩ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
....	....	....
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(ঠিকানাগুলি সমেত সাক্ষীদের তালিকা)
		১. ....
		২. ....
		৩. ....

৪. ....

৫. ....

ঘটনার তারিখ ঃ ২০.৩.১৯৯৪

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আসামী অভিযোগকারীর মৃত কাকার পুত্র হইয়া অভিযোগকারীর খুল্লতাত ভ্রাতা এবং উভয়ই হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্ভুক্ত মৌজা হরিশপুরে অবস্থিত ৩৫৯ প্লটে ১৪৩৮ নং খতিয়ানে অবস্থিত পুষ্করিণীতে যৌথ মালিক হইতেছেন।

(২) ঐ মৎসগুলি জল হইতে তুলিবামাত্র, মৎসগুলি কখনও গণনার দ্বারা কখনও অভিযোগকারী এবং আসামীর মধ্যে ওজনের দ্বাবা সমান অংশে ভাগ হইত এবং এই পন্থা অভিযোগকারীর পিতা যিনি তাঁহার ভ্রাতার অর্থাৎ আসামীর পিতার পূর্বেই গত হইয়াছেন তাঁহাব জীবদ্দশা হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

(৩) ঐ ২০ ১.১৯৯৪ তারিখে অভিযোগকারী তাঁহার শ্যালকের বিবাহের জন্য তাঁহার শ্বশুরেব গৃহে পরিবারবর্গ লইয়া বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়াছিলেন এবং তিনি গতকল্য অর্থাৎ ২৩.২.১৯৯৪ তারিখে প্রত্যাবর্তণ করিয়াছেন। প্রত্যাবর্তণ করিয়া তিনি সাক্ষী তালিকায় উল্লিখিত সাক্ষীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে দরখাস্তকারী যেদিন শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন সেইদিনই আসামী ধীবরদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং পুষ্করিনী হইতে ৬০ কেজির অধিক ওজনেব মৎস ধৃত হইয়াছিল এবং ঐগুলি ধীবরদের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া অভিযোগকারী বিক্রয় অর্থের সমান অংশ দাবী করিয়াছিলেন কিন্তু আসামী কেবলমাত্র ২০০ অর্থ তাঁহাকে প্রদান করিয়া জানান যে কেবলমাত্র ১০ কেজি মৎস ধৃত হইয়াছে। অভিযোগকারী ধীবরদের নেতাগণ ৪নং এবং ৫নং সাক্ষী ধীবরদের নিকট হইতে তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন যে আসামী প্রতি ২০ টাকা কেজিতে ৬০ কেজি মৎস বিক্রয় করিয়াছেন এবং আসামী তাঁহার নিজের জন্য ৩ কেজি রাখিয়াছেন।

(৪) ঐ আসামী অভিযোগকারীকে তাঁহার উপযুক্ত অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য অসৎভাবে মৎসগুলি অপসারণ এবং বিক্রয় করিয়াছেন এবং সেইহেতু আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২৪ ধারার বিধানে অপরাধ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে আসামীকে উপস্থিত হইবার জন্য এবং অভিযোগেব বিরুদ্ধে উত্তর দিবার জন্য আহ্বানপত্র জারী করিবার নির্দেশ দিবেন। এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৪ — ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪২৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

(অপর নিদর্শ)

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী
হরিনারায়ণ যাদব	১. মহেশ যাদব
পিতা স্বর্গীয় টেক চাঁদ যাদব	২. চানান যাদব
গাজিয়াবাদ,	৩. অজিত যাদব
গাজিয়াবাদ, (উত্তরপ্রদেশ)	৪. লাল চাঁদ সাউ
	সকলের পিতা
	স্বর্গীয় রাধাকিশেন সাউ
	৫. বৈদ্যনাথ ঠাকুর
	৬. হরভজন সিং
	সকলেই বাসিন্দা
	গাজিয়াবাদ (ফাল্গী বাজার)
	গাজিয়াবাদ, (উত্তরপ্রদেশ)

সাক্ষীগণ

১. পদম সিং	৫. ডাঃ পি এম খান্না
২. রুপচাঁদ সাউ	গাজিয়াবাদ হাসপাতালের
৩. রামদীপ সিং	চিকিৎসা আধিকারিক
৪. ভগবান দাস সাউ	৬. গাজিয়াবাদ থানার
	ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
	৭. যোগিন্দর সিং (আমিন)
	সকলেই বাসিন্দা গাজিয়াবাদ
	উত্তরপ্রদেশ

ঘটনার তারিখ : ২৮.৩.১৯৯৪ প্রায় সকাল ৭ ঘটিকা

অপরাধগুলি : ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/৩২৩/৪২৪/৪৫২ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ ১নং আসামী জনৈক পদম সিং (১নং সাক্ষী) এর নিকট হইতে ৫০০০ অর্থ ঋণ লইয়াছিলেন কিন্তু বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ঋণের অর্থ প্রদান করেন নাই এবং সেইহেতু ঐ পদম সিং আসামীর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত মুনসিফ, গাজিয়াবাদ এর আদালতে অর্থ মামলা নং ৫৫১, ১৯ .... সালে দায়ের করেন।

(২) মামলাটিতে ঐ পদম সিং এর পক্ষেই আজ্ঞপ্তির আদেশ হয় এবং জারী মামলা নং ২৩/১৯ .... সালে শিক্ষিত অতিরিক্ত মুনসিফ আদালতে জারীর কার্য্যাবলী রুজু হইয়াছিল এবং আজ্ঞপ্তির জারীতে শিক্ষিত অতিবিক্ত মুনসিফ সন্তুষ্ট চিত্তে ডিক্রীর দেনদারের সম্পত্তির ক্রোকের জন্য অধিপত্র জারী করিয়াছিলেন এবং ৭নং সাক্ষীকে ঐ অধিপত্র সংক্রান্ত ব্যাপার ন্যস্ত কবা হইয়াছিল।

(৩) ঐ ২৭.৩.১৯৯৪ তারিখে আমিন ৭নং সাক্ষী: ডিক্রীর দেনদারের গৃহে রক্ষিত তিনটি মহিষ ও একটি গরু ক্রোককৃত সম্পত্তিরূপে ক্রোক করিয়াছিলেন। আমিন গৃহপালিত পশুসমূহদের অভিযোগকারী অর্থাৎ সাপুরদারের তত্ত্বধানে রক্ষিত রাখিয়াছিলেন। অভিযোগকারীর তাঁহার গৃহে গৃহপালিত পশুসমূহদের রাখিবার স্থানাভাব থাকায় তিনি ডিক্রীধারী অর্থাৎ ১নং সাক্ষীর অনুমতি লইয়া রাত্রে তাঁহার গোশালায় রাখিয়াছিলেন।

(৪) ঐ ২৮.৩.১৯৯৪ তারিখে প্রায় সকাল ৭ ঘটিকায় আসামী ব্যক্তিরা সশস্ত্রভাবে লাঠিগুলি লইয়া বেআইনীভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া ডিক্রীধারীর গোশালায় ফৌজদারীভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন এবং দুইটি মহিষের বন্ধন মুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অভিযোগকারী এবং ১নং ও ২নং সাক্ষীগণ আসামীর কার্য্যের প্রতিবাদ করায় আসামী ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে এবং ঐ দুইজন সাক্ষীদের লাঠির দ্বারা প্রহার করেন এবং ১, ২ ও ৩নং আসামীরা অন্যান্য আসামীদের অনুসরণ করিয়া দুইটি মহিষ লইয়া চলিয়া যান।

(৫) ঐ অভিযোগকারী এবং ঐ দুইজন সাক্ষী দৈহিক ক্ষতি এবং যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিবেদন দাখিলের জন্য গাজিয়াবাদ থানায় যান। ঐ স্থান হইতে তাঁহাদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাইবার কথা বলা হয়।

(৬) ঐ অভিযোগকারী আসামী ব্যক্তিদের ফৌজদারী কার্য্যকলাপের বিষয় আমিনকে জানান।

(৭) ঐ অভিযোগকারী আসামী ব্যক্তিদের জিম্মা হইতে দুইটি মহিষের উদ্ধারের জন্য পুলিশের কার্য্যকলাপ এর ব্যাপারে তিন দিন অপেক্ষা করেন কিন্তু সেই হইতে পুলিশের কোন হস্তক্ষেপ না থাকায় অভিযোগ দায়ের করিতে তিন দিনের বিলম্ব ঘটিয়াছে।

(৮) ঐ ১নং আসামী, ডিক্রীর দেনদার, মহিষগুলির মালিক হইলেও সাপুরদারের গচ্ছিতকারী ডিক্রীধারীর দখল হইতে মহিষগুলি অপসারণ করিয়া স্বয়ং অন্যায়কৃত লাভের কারণ ঘটাইয়াছিলেন এবং আদালত ও অভিযোগকারীর অন্যায়ভাবে ক্ষতি করিয়াছিলেন এবং আসামীরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২৪ ধারার অর্থে অসৎভাবে ইহা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা ফৌজদারী অনধিকার প্রবেশ, আঘাত ঘটাইবার কারণ এবং বেআইনী সঙ্ঘ গঠনের অপরাধ করিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে আসামী ব্যক্তিদের অপরাধ সংঘটনের জন্য শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর দিতে বাধ্য করিবার জন্য কার্য্যবাহ চালাইবার নির্দেশ দিবেন।

এবং অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনারত।

স্থান ঃ গাজিয়াবাদ

তারিখ ঃ ৩১.৩.১৯৯৪

নং ১৫ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে প্রতারণামূলক সহবাসের অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট .. .. এর আদালত

মামলা নং . ...

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(নাম, পিতৃপরিচয যদি জানা থাকে, ঠিকানা উল্লেখ কবিবেন)	সাক্ষীদের ক্রমিক ঠিকানা সহ তালিকা উল্লেখ করিবেন)

অপরাধেব তারিখ ঃ ঐ তারিখ এবং হইতে ....

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী প্রায় ২১ বৎসর বয়স্কা একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক এবং যেহেতু পিতামাতাদের বিবাহের প্রার্থীদের যৌতুক চাহিদা মিটাইবার সঙ্গতি ছিল না সেইহেতু দারিদ্রের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিতে অসমর্থ ছিলেন।

(২) ঐ আসামী অভিযোগকারীর পিতার গৃহে অর্থ প্রদানকারী অতিথিরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময় তিনি নিজেকে অবিবাহিত রূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ তারিখে এবং .... হইতে ঘরগুলির মধ্যে একটি ঘরে থাকিতেছিলেন এবং আসামী .... স্থানে কর্মরত ছিলেন।

(৩) কয়েকমাস অতিবাহিত হইবার পরে আসামী এবং অভিযোগকারীর মধ্যে ঘনিষ্টতা বর্ধিত হইয়াছিল। আসামী পিতামাতার এবং অভিযোগকারীর নিকট বিশ্বস্ততা অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহার ভদ্রতাসূচক কর্মের দ্বারা এবং পিতামাতা তাঁহাকে নির্দেশ করিলে মহিলাকে লইয়া তিনি বাহিরে যাইতেন।

(৪) একটি দিনে আসামী অভিযোগকারীর নিকট তাঁহার সহিত যৌনসঙ্গ করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু অভিযোগকারী ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তিনি অভিযোগকারীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু মহিলা তাহাতে বলেন বিবাহের পরেই তিনি যৌনসঙ্গ করিবেন এবং পূর্বে নয়।

(৫) ঐ .... তারিখে আসামী পূজা উৎসবে শাড়ী ক্রয় করিবার অছিলায় পিতামাতার অনুমতি লইয়া অভিযোগকারীকে লইয়া গৃহের বাহিরে যান এবং .... স্থানে কালী মন্দিরে লইয়া যান। আসামী পুরোহিতকে ১০০ অর্থ হস্তে প্রদান করেন এবং ঈশ্বরমাতা কালীর সম্মুখে তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন করিতে বলেন। পুরোহিত অভিযোগকারীকে তাঁহার বয়সের বিষয় প্রশ্ন করেন। পুরোহিত (৪নং সাক্ষী) দুইটি মালা প্রস্তুত করেন। ইহার পর তিনি কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করেন সংস্কৃত ভাষায় এবং তাঁহাদের দুইটি মালা, অভিযোগকারী এবং আসামীকে প্রত্যেককে একটি করিয়া দেন এবং তাঁহাদের কণ্ঠে মালাবদল করিতে বলেন এবং ইহার পর অভিযোগকারীর ললাটে সিন্দুর তিলক দেন ইহার পর তিনি ঘোষণা করেন যে "এই তারিখ হইতে আপনারা স্বামী এবং স্ত্রী"।

(৬) গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় আসামী অভিযোগকারীকে সিন্দুর মুছিয়া ফেলিতে বলেন এবং মহিলাকে অনুরোধ করেন এই মুহূর্তে বিবাহের বিষয় পিতামাতার নিকট যেন তিনি প্রকাশ না করেন। তিনি শীঘ্রই একটি গৃহ ভাড়া লইবেন এবং ঐ স্থানে অনুষ্ঠান পর্বের দ্বারা এবং আত্মীয়দের ভোজন করাইয়া সামাজিক বিবাহ সুসম্পন্ন করিবেন। তিনি দুইটি মূল্যবান শাড়ী আনিয়াছিলেন, একটি অভিযোগকারীর অপরটি তাঁহার মাতার এবং একটি ধূতি তাঁহার পিতার জন্য। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি অভিযোগকারীর পিতামাতার পদধূলি নত হইয়া গ্রহণ করেন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

(৭) রাত্রে প্রত্যাবর্তনের সময় আসামী অভিযোগকারীর কর্ণে মৃদুস্বরে বলেন যে যেহেতু তাঁহারা এখন বিবাহিত দম্পতি যৌন সঙ্গমে কোন বাধা নাই এবং বিবাহের অঙ্গরূপে বিবাহে সহবাসের জন্য তিনি মধ্যরাত্রে মহিলার দরজায় আঘাত করিবেন।

(৮) ঐ .... তারিখে প্রায় রাত্রি ১.৩০ মিনিট নাগাদ অভিযোগকারী দরজায় দুইটি করাঘাত শুনিতে পান এবং আসামীকে দেখিতে পাইয়া ভিতরে আসিতে বলেন। আসামী দরজা ধীরভাবে এবং নিঃস্তব্ধে বন্ধ করিয়া দেন।

(৯) অভিযোগকারী নিজেকে আসামীর আইনতঃ বিবাহিতা স্ত্রী মনে করিয়া তাঁহাকে যৌনসঙ্গ করিতে অনুমতি দেন এবং রাত্রে তিনবার যৌন সঙ্গম সাধিত হয়। ভোর ৪ ঘটিকায় আসামী পিছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যান। সেই হইতে আসামী মহিলার সহিত প্রায়ই যৌনসংসর্গ করিতেন।

(১০) একমাস অথবা ততোধিক অতিক্রান্ত হইবার পরে আসামী পিতামাতাদের জানাইলেন যে তিনি কয়েকদিনের জন্য তাঁহার দেশের গৃহে যাইবেন এবং তাঁহার জিনিষপত্র সব লইয়া যাইবেন এবং অভিযোগকারীকে আশ্বাস দিলেন যে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহারা একটি ভাড়া গৃহে যাইবেন এবং তাঁহাদের বিবাহের বিষয় মহিলার পিতামাতার নিকট প্রকাশ করিবেন।

(১১) ঐ আসামী ১৫ দিন পরেও প্রত্যাবর্তন না করায় অভিযোগকারী বিবাহ এবং আসামীর সহিত সহবাসের বিষয় তাঁহার মাতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তিনি অভিযোগকারীকে প্রহার করিলেন এবং ব্যাপারটি অভিযোগকারীর পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

(১২) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারীর পিতা অভিযোগকারীকে আসামীর কার্য্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে ঐ স্থানে দেখিতে পান নাই এবং জানিতে পারিয়াছিলেন যে আসামী ছুটীতে ছিলেন এবং বিবাহিত ব্যক্তি ছিলেন। কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষর নিকট হইতে অভিযোগকারী আসামীর গ্রামের বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

(১৩) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারী তাঁহার পিতার সহিত .... স্থানে আসামীর গৃহে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঐ স্থানে দেখিলেন। কিন্তু তিনি অভিযোগকারীর এবং তাঁহার পিতার সহিত তাঁর পূর্ব পরিচিতি না জানিবার অজ্ঞতার ভান করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত অযাচিত অতিথির মত ব্যবহার করিলেন এবং ভূত দেখিতেছেন এইরূপ কার্য্য করিলেন। তিনি নিজেকে বিবাহিত ব্যক্তি রূপে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহাদের প্রদর্শন করাইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার ব্যবহারের বিষয় তদন্ত করিলে তিনি সহজভাবে সবকিছু অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহকে ভয় দেখাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার ভয়াবহ পরিণতি ঘটার জন্য হুমকি দিলেন। তাঁহারা অজানিত দূরবর্তী স্থানে ছিলেন বলিয়া অভিযোগকারী এবং তাঁহার পিতা ক্রন্দনরত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

(১৪) ঐ আসামী মহিলার উপর চতুরতা প্রদর্শন করিয়া মহিলার সহিত যৌনসংসর্গ, সহবাস করিয়াছিলেন। তিনি অভিযোগকারীকে বিশ্বাস করিতে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন যে মহিলা আসামীর আইনসম্মত বিবাহিতা স্ত্রী কিন্তু বিলম্বে অভিযোগকারী জানিতে পারিলেন যে বস্তুতঃ মহিলার সহিত তাঁহার আইনসম্মতভাবে বিবাহ হয় নাই। অভিযোগকারী চাতুরীতে বিশ্বাস না করিলে অর্থাৎ তিনি আসামীর

আইনসম্মত বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তিনি তাঁহার সহিত সহবাস করিতেন না এবং সেইহেতু আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে একটি অপরাধ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অভিযোগের দায়ের সম্মুখীন হইবার জন্য আসামীর উপর আহ্বানপত্র জারী করিবেন।

এবং অভিযোগকারী; কর্তব্যবত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৬ — ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৪ ধারার বিধানে বহু বিবাহ অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট .: .. .... আদালত

মামলা নং .. ..

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
শ্রীমতী এন বারি	১. এম বাবি	১. শ্রী পি দানি
স্বামী শ্রী এম বারি	২. সিধু পুইল	২. শ্রী জে দানি
ওবফে পি দানি	৩ শ্রীমতী চাযনা বারি	৩ শ্রী জি পাণ্ডে
গ্রাম—চাঁদপুব	সকলেই বাসিন্দা	৪ শ্রী লক্ষ্মী দাস
থানা—জঙ্গীপাড়া	গ্রাম—চিত্রশালী	৫ শ্রী বাসুদেব মালিক
জেলা—হুগলী	থানা হবিপাল	সকলেই বাসিন্দা
	জেলা—হুগলী	গ্রাম— চাঁদপুর
		থানা—জঙ্গীপাড়া
		৬ শ্রী এম ভট্ট
		৭ শ্রী ডি দাস
		৮. শ্রী পি গুঁই
		৯ শ্রী এল বাবি
		সকলেই বাসিন্দা
		গ্রাম চিত্রশালী
		থানা—হবিপাল
		জেলা—হুগলী

ঘটনার স্থান : ২৫.৭.১৯...

অপরাধ : ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৪০৯/১০৯ ধাবাব অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ১নং আসামী ১৯.৪.১৯.. তারিখে হোম এবং সপ্তপদী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা অভিযোগকারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিবাহ জঙ্গীপাড়া থানার চাঁদপুর নামক স্থানে অভিযোগকারীর পিতার গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। আসামী এবং অভিযোগকারীর বিবাহে ৩নং সাক্ষী পুরোহিত ছিলেন এবং ৪নং সাক্ষী ক্ষৌরকার ছিলেন। বিবাহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল।

(২) বিবাহের ফলস্বরূপ অভিযোগকারী গর্ভবতী হইয়াছিলেন এবং তিনি যখন ৮মাস অন্তসত্ত্বা ছিলেন ঐ সময় আসামী তাঁহাকে পিতার গৃহে প্রসবের জন্য লইয়া আসেন এবং আশ্বাস দিয়াছিলেন যে প্রসবের পরেই তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। ইহার পর ২৫.২.১৯ .... তারিখে অভিযোগকারী জঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি পুরুষ সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; কিন্তু আসামী অথবা গৃহের কোন সদস্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা পরবর্তীকালে মহিলার পিতার গৃহে শিশুকে দেখিতে আসেন নাই।

(৩) অভিযোগকারী এবং তাঁহার পিতা আসামীর গৃহে .... তারিখে ছিলেন কিন্তু আসামী তাঁহাকে লইয়া যাইতে অস্বীকার করেন এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন বলিয়া জানান। আসামী এবং অপরাধীর পিতাব সহিত বাক্য বিনিময় হয়। যাহা হউক অভিযোগকারী এবং তাঁহার পিতা শিশুকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসেন।

(৪) ইহার পর অভিযোগকারী একটি বেনামী পোষ্টকার্ড প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন যে ২৫ ১১.১৯...... তারিখে বন্দীপুরে আসামীর সহিত ৩নং আসামীর তাঁহার মামার (২নং আসামী) গৃহে বিবাহ হইবে।

(৫) ঐ চাঁদপুর হইতে বন্দীপুরের দূরত্ব প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় ২০ কিলোমিটার হইবে এবং সেইহেতু ২৫.১১.১৯....... তারিখে অভিযোগকারী তাঁহার পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসামীর ঐ মামার বাড়ীতে প্রায় রাত্রি ৮.৩০ মিনিট ঘটিকায় পৌছাইয়াছিলেন এবং দেখিলেন যে ১নং আসামীর সহিত ৩নং আসামীর বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। তিনজন অথবা চারজন অজানিত ব্যক্তি ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিতও ছিলেন ৬নং সাক্ষী যাঁহাকে অভিযোগকারী পূর্বে তাঁহার মাতুলালয়ে দেখিয়াছিলেন। অভিযোগকারী, তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু আসামী ব্যক্তিরা কোন কর্ণপাত করেন নাই এবং পুরোহিতকে বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেইহেতু পুরোহিত, অভিযোগকারী এবং তাঁহার পিতাকে ক্ষমা করিতে বলিয়াছিলেন, আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং হোম ও সপ্তপদীর দ্বারা অভিযোগকারী এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

(৬) চণ্ডীপুর হইতে বন্দীপুরের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার হইবে এবং ঐ স্থানের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।

(৭) ঐ অভিযোগকারীর পিতা বন্দীপুরের পঞ্চায়েত সদস্যের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া ঘটনাটির প্রতিবেদন দাখিল করেন। তিনি রাত্রের মত অভিযোগকারীকে এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাকে আশ্রয় দেন এবং ঘটনাটি সকালে হরিপাল থানায় জানাইতে বলেন। সকালে অভিযোগকারী তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা সমেত হরিপাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট ঘটনাটির প্রতিবেদন জানান কিন্তু তিনি তাঁহাদের আসামীর বিরুদ্ধে আদালতের নিকট অভিযোগ জানাইতে বলেন যেহেতু অপরাধটি অ-প্রগ্রাহ্য।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য কার্যাবাহ চালাইবার আদেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৭ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ ধারার বিধানে ব্যভিচারের অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের . আদালত

মামলা নং

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(নাম, পিতৃপরিচয়, যদি জানা থাকে, ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(সাক্ষীদের ঠিকানা সমেত তালিকা দিবেন)

অপরাধের তারিখ ঃ ঐ

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী তাঁহার শ্রীমতী কে হিন্দুধর্মীয় প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং আসামীর গৃহে মাসিক ভাড়াটিয়া রূপে বসবাস করিতেন। আসামী অবিবাহিত এবং অতিশয় ধনী ব্যক্তি হইতেছেন।

(২) অভিযোগকারী স্থানের একটি বা ততোধিক লৌহাদি নির্মিত দ্রব্যের দোকানের হিসাব রক্ষক ছিলেন এবং প্রায়ই অধিক রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তণ করিতেন

(৩) আসামী অভিযোগকারীর স্ত্রীকে মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত করিয়াছিলেন। বহু সাক্ষী সংবাদ দিয়া জানাইয়াছিলেন যে তাঁহারা আসামী এবং অভিযোগকারীর স্ত্রীকে সিনেমা যাইতে এবং স্বামী স্ত্রীর মত ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। অভিযোগকারী আসামীকে তাঁহার স্ত্রীব সহিত মেলামেশা না করিবার জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন এবং আসামীকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিবার জন্য স্ত্রীকে ভৎসনা করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারী শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। বাহির হইতে তিনি ভিতর-হইতে বন্ধ দরজার মধ্য হইতে আসামী এবং তাঁহার স্ত্রীর কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি দরজায় করাঘাত করিয়াছিলেন এবং দুই তিন মিনিট পরে অভিযোগকারীর স্ত্রী তাঁহার পরণে অশৃঙ্খলিত বস্ত্রে দরজা খুলিয়াছিলেন। তিনি মেঝেতে জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ প্রান্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীকে ইহার বিষয় তদন্ত করিলেন কিন্তু স্ত্রী বোবার মত বাক্যহীনা রহিলেন। ঘরটির দুইটি দরজা ছিল, একটি প্রবেশ করিবার এবং অপবটি রান্নাঘবে যাইবার। রান্নাঘরে যাইবার দরজাটি উন্মুক্ত ছিল। রান্নাঘরেব পূর্বপ্রান্তের দরজাটি আসামীর অংশর দিকে গিয়াছে।

(৫) অভিযোগকারী টেবিলে রক্ষিত তালা এবং চাবি তুলিয়া লইয়া ভিতর হইতে রান্নাঘরটি তালা দিয়াছিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বাহির হইতে দরজাটি বন্ধ করিয়া প্রতিবেশীদের আহ্বান করিয়া তাঁহার করণীয় কি উচিত ইহার জন্য প্রস্তাব চাহিলেন। সাক্ষীবা আসিয়া অভিযোগকারীকে দরজা উন্মুক্ত করিতে বলিলেন। তাঁহারা স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলেন কিন্তু তিনি বাক্যহীনা রহিলেন। ইহার পর ২নং সাক্ষী ছোট খাটের তলায় আসামীর দুইটি পদদ্বয় আবিষ্কার করিলেন এবং পদদ্বয় টানিয়া তাঁহাকে বাহির করিলেন। আসামী অর্ধনগ্ন ছিলেন। অভিযোগকারী এবং সাক্ষীরা আবিষ্কার করিলেন যে তাঁহার জাঙ্গিয়ার সম্মুখের অংশে আর্দ্র বীর্যের দাগ রহিয়াছে। সাক্ষীবা তাঁহাকে চড় মারিলেন এবং তাঁহার প্যাণ্ট ও সার্টের বিষয় জানিতে চাহিলেন। আসামী প্যাণ্ট ও সার্ট বিছানার গদি হইতে আনিলেন। আসামী তাঁহার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন এবং পুনরায় ইহা করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

(৬) অভিযোগকারী আসামী এবং স্ত্রী উভয়কে লইয়া থানায় যাইলেন। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ও দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতা আইনের ৫১ ধারায় আসামী এবং অভিযোগকারীর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং তাঁহাদের হাসপাতালে পাঠাইলেন। সার্ট, প্যাণ্ট, অন্তর্বাস এবং সায়া (পেটিকোট) বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল।

(৭) পরের দিন তাঁহারা আসামী এবং অভিযোগকারীর স্ত্রীকে ডাক্তারী প্রতিবেদন সহ প্রেরণ করিলেন এই মর্মে যে উপরোক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে সাম্প্রতিক যৌন সংসর্গের চিহ্ন রহিয়াছে।

(৮) আসামী এবং অভিযোগকাবীব স্ত্রীব উক্তিগুলি তাবিখে মহকুমাব শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬৪ ধারাব বিধানে নথীভুক্ত করেন এবং একই দিনে পুলিশ শিক্ষিত মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটেব মাবফৎ আদালত সম্বন্ধীয বৈজ্ঞানিক গবেষণাগাবে পবিধেয বস্ত্রাদি প্রেবণ কবেন।

(৯) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬৪ ধাবাব বিধানে তাবিখে মহকুমাব শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট আসামী এবং অভিযোগকাবীব স্ত্রীব উক্তিগুলি নথীভুক্ত কবিবাব পবে সন্তুষ্ট চিত্তে আসামীকে জামিনে মুক্তি প্রদান কবেন এবং অভিযোগকাবীব স্ত্রীকে তাঁহাকে যখন যেমন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবাব জন্য একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন কবিবাব জন্য অনুমতি প্রদান কবেন।

(১০) স্ত্রীব লিখিত প্রতিশ্রুতি দ্বাবা মুক্ত হইবাব পবে অভিযোগকাবী তাঁহাব স্ত্রীকে লইযা তাঁহাব পিতাব গৃহে বাখিযা আসেন এবং সকল তথ্য বর্ণনা কবিযা ঐ স্থানে তাঁহাকে ত্যাগ কবেন।

(১১) পনেব দিনেব মধ্যে পুলিশ আসামীকে মুক্ত কবিয়া এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল কবিযা এই ঘটনাব তথ্য এবং পাবিপার্শ্বিকতাব পবিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকাবীকে ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ৪৯৭ ধাবাব বিধানে কার্য্যবাহ চালাইতে বলেন মহকুমাব শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ কবিযা থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিকেব মত সমর্থন কবেন।

(১২) অভিযোগকাবী আদেশেব প্রমাণিত প্রতিলিপিব জন্য আবেদন কবেন এবং তাবিখে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৫১ ও ভাবতীয দণ্ডবিধান আইনেব ৩৭৬ ধাবাব বিধানেব এন জি আব মামলা নং তে পুলিশেব কাগজপত্র দাখিলকৃত হইলে এবং প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি প্রাপ্ত হওযা মাত্র অভিযোগকাবী আসামীব বিরুদ্ধে অভিযোগেব দবখাস্ত দাখিল কবিযাছেন।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহাশযেব দযাপববশ হইযা আসামীকে অভিযোগেব দাযে উত্তব দিবাব প্রযোজনীযতায তাহাব সম্বন্ধে আহ্বানপত্র জাবী কবিবাব আদেশ দিবেন।

এবং আপনাব অভিযোগকাবী কর্তব্যবোধে হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

টিপ্পনীগুলি :

(১) ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনেব ৪৯৭ ধাবায অপবাধ সংঘটিত হইবাব সময়ে স্বামী অথবা স্বামীব অনুপস্থিতিতে যে ব্যক্তিব তত্ত্বাবধানে স্ত্রী ছিলেন তাঁহাব পক্ষে তিনি অনুমতি লইযা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৯৮(২) ধাবাব বিধান মতে অভিযোগ দাযেব কবিবাব অধিকাবী।

(২) প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদত্ত হইবে তাহা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইবে 1979 Cri LJ 741. পারিপার্শ্বিকতা এবং সংক্রান্ত ব্যক্তিদের আচরণের উপরই প্রধানতঃ ব্যাভিচারিত্বের মামলার সিদ্ধান্ত হইবে। AIR 1979 Raj 156.

(৩) ৪৯৭ ধারার বিধানে স্বামীর দ্বারা স্ত্রীকে অভিযুক্ত করার অধিকার নাই; স্ত্রীও স্বামীকে অভিযুক্ত করিতে পারেন না। 1985 Cri LJ 1302; AIR 1985 SC 1618.

নং ১৮ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ধারার বিধানে বিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া যাইবার অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(নাম, পিতৃপরিচয়, যদি জানা থাকে এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(সাক্ষীদের ঠিকানা সহ তালিকা দিবেন)

অপরাধের তারিখ ঃ ঐ ....

অপবাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী শ্রীমতী/কুমারী .... কে .... তারিখে হিন্দুধর্মীয় প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা (অথবা ব্যক্তিগত আইন অথবা অধিনিয়মের দ্বারা, ক্ষেত্রবিশেষে যাহা হইবে তাহার বিধানে লিখিত পদ্ধতিতে অথবা নিদর্শে) বিবাহ করিয়াছিলেন।

(২) ঐ আসামী অভিযোগকারীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং প্রায়ই অভিযোগকারীর গৃহে পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং সাক্ষীদের ও প্রতিবেশীদের নিকট হইতে জানা গিয়াছিল যে তিনি অভিযোগকারীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে যাইতেন।

(৩) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারী প্রায় ঠিক সময়েই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গৃহের দরজা বাহির হইতে তালাবদ্ধ দেখিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর বিষয় পার্শ্ববর্তী দরজার প্রতিবেশীর নিকট তদন্ত করিলেন কিন্তু

তিনি জানাইলেন যে অভিযোগকারীর স্ত্রী আসামীর সহিত চাবি লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(৪) অভিযোগকারী .... থানা একটি দিনপঞ্জী দায়ের করেন।

(৫) অভিযোগকারী এক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে তদন্ত করিলে সাক্ষীরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা আসামী এবং অভিযোগকারীর স্ত্রীকে . ... সময় একটি ট্রেনে উঠিতে দেখিয়াছিলেন।

(৬) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারী এবং আসামীর উভয়ের বন্ধু ৪নং সাক্ষী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি আসামীকে .... স্থানে . ... বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন এবং সেইহেতু অভিযোগকারী ঐ স্থানের তাঁহার বন্ধুর সহিত গৃহের মালিককে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে তিনি কোন নূতন ভাড়াটিয়াকে তাঁহার গৃহ ভাড়া দিয়াছেন কিনা। বাড়ির মালিক বলিলেন তিনি . ... তারিখে তিনখানি ঘব একটি দম্পতিকে ভাড়া দিয়াছেন। অভিযোগকারী এবং তাঁহার বন্ধু বহির্ভাগে একটি পানের দোকানের নিকটে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অর্ধঘন্টা পরে তাঁহারা দেখিলেন আসামী চপলগতিতে গৃহের দিকে আসিতেছেন এবং শেষে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দরজায় করাঘাত করা মাত্র কেহ তাঁহার জন্য দরজা উন্মুক্ত করিলেন। তাঁহার প্রবেশ করা মাত্র সাক্ষী ঐ স্থানে গিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। আসামী দরজা উন্মুক্ত করিলেন। উন্মুক্ত দরজার মধ্যে তিনি তাহার স্ত্রীকে ঘরের ভিতরে দেখিলেন। আসামী দ্রুত দরজা বন্ধ করিলেন। অভিযোগকারী পূর্বেই বাড়ীর মালিকের নিকট হইতে নূতন ভাড়াটিয়ার নাম সংগ্রহ করিলেন। অভিযোগকারী দেখিলেন যে আসামী .... কল্পিত নামে গৃহটি ভাড়া লইয়াছেন।

(৭) অভিযোগকারী স্থানীয় থানায় ঘটনাটির প্রতিবেদন করিলেন কিন্তু . ... ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আদালতের দ্বারস্থ হইতে বলিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮ ধারার বিধানে অভিযোগে উত্তর দিবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার আদেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইযা ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৮ ধারা পড়ুন যাহাতে লিখনি রহিয়াছে ভারতীয় দণ্ডবিধানের ৪৯৮ ধারার বিধানে অভিযোগ কে দাখিল করিবেন।

নং ১৯ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারায় মানহানির অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	(নাম, পিতৃপরিচয় যদি জানা থাকে এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	সাক্ষীদের ঠিকানা সহ তালিকা নিবেদন

অপরাধের তারিখ ঐ .... (প্রকাশের তারিখ)

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী .... স্থানের .... বিদ্যালয়ের একজন কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং আসামী বিদ্যালয় কমিটির সদস্য ছিলেন। আসামী কার্য্যাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইবার জন্য আকাঙ্খিত ছিলেন কিন্তু তিনি নির্বাচনে পরাজিত হইবার ফলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

(২) ঐ বিদায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ .... এর চক্রান্তে আসামী .... থানায় একটি মিথ্যা ফৌজদারী মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ৪২০/৪০৬ ধারার বিধানে .... নং পুলিশ মামলা দায়ের করেন এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে অভিযোগকারী বিদ্যালয়ের ১,১০০ অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং ঐ মামলায় অভিযোগকারীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে জানাইয়াছিলেন।

(৩) ঐ মিথ্যা মামলা রুজু হওয়ার ফলে এবং তাহাব ফলস্বরূপ অভিযোগকারী গ্রেপ্তার হইলে সাক্ষীদের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাঁহার সুনামের ক্ষতি হইয়াছে এবং নৈতিক চরিত্র ও সম্মান নিম্নগামী হইয়াছে। সাক্ষীদের এবং অপরব্যক্তিদের তাঁহার সম্বন্ধে মূল্য নিরূপণে এবং আসামী উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দুর্নাম দিয়া দক্ষতার সহিত অভিযোগকারীর সুনাম হানি করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা সাক্ষী এবং অপবদের দৃষ্টিতে অভিযোগকারীর সুনাম ক্ষতিকারক হইয়াছে।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫০০ ধারার বিধানে আনীত অভিযোগের উত্তরে বাধ্য করিবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইতে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনীগুলি ঃ

(১) ভারতীয দণ্ডবিধি আইনেব ৪০৬/৪২০ ধারার বিধানে তামাদি শুরু হইবে অভিযোগকারীর প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের দায়েরের তারিখ হইতে এবং ঐ মামলায় মুক্তির তারিখ হইতে নয় এবং সেইহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৬৮, ৪৬৯ এবং ৪৭০ ধারায় বর্ণিত সময় সীমাব মধ্যেই ভারতীয দণ্ডবিধান আইনের ৫০০ ধাবায় মানহানির জন্য অভিযোগ দায়ের করিতে হইবে। 1978 Cri LJ 764; AIR 1978 SC 986.

(২) আসামী অথবা অভিযোগকারী ভাবতীয দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধাবাব বিধানের মামলায় কার্য্যবাহ স্থগিতেব জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ ধাবার বিধানে দবখাস্ত করিতে পারেন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬/৪২০ ধাবাব বিধানে মামলাব নিষ্পত্তি না হওযা পর্য্যন্ত।

নং ২০ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারায় প্রকাশনার দ্বারা মানহানির জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট ... . এব আদালত

মামলা নং . ...

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা উল্লেখ করিবেন)	১.(লেখক এবং তাহার ঠিকানা উল্লেখ করিবেন) ২. বচনার প্রকাশনার সংবাদপত্রেব নাম এবং তাহার ঠিকানা উল্লেখ করিবেন ৩. সংবাদপত্রের মালিক এর নাম এবং তাহাব ঠিকানা উল্লেখ কবিবেন	(সাক্ষীদেব ঠিকানা সহ তালিকা উল্লেখ কবিবেন)

অপরাধের তারিখ ঃ প্রকাশনার তাবিখ অথবা অভিযোগকাবীর প্রকাশনার বিষয় সচেতনতার তারিখ উল্লেখ করিবেন

অপরাধ ঃ ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ অভিযোগকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং একজন স্বনামধন্য সমাজসেবী হইতেছেন এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তি।

(২) ঐ ১নং আসামী অভিযোগকারীর একজন প্রতিবেশী। তিনি তাঁহার সংলগ্নবর্তী জমির মালিক যিনি সীমানা দেওয়ালের গঠন সংক্রান্ত ব্যপারের জমির বিধবা মহিলা তাঁহার সহিত জমির দ্বন্দ্বে আপ্লুত ছিলেন এবং .... তাবিখে ১নং আসামী সর্বসাধারণের রাস্তায় মহিলাকে প্রহার এবং গালিগালাজ করিয়াছিলেন। অভিযোগকারী আসামীর বর্বরোচিত কর্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ .... তারিখে এই দরখাস্তের সাক্ষী তালিকায় উল্লিখিত সাক্ষীরা ২নং আসামীর দ্বারা মুদ্রিত বহু পুস্তিকার খণ্ড লইয়া অভিযোগকারীর নিকট আসিয়াছিলেন যাহার মালিক হইতেছেন ৩নং আসামী যিনি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলিয়াছেন এই মর্মে যে তাঁহার উপর তাঁহাদের সর্ব সম্মান নষ্ট হইয়াছে এবং অভিযোগকারী একটি ভণ্ড ব্যক্তি।

(৪) ঐ পুস্তকখানি এইভাবে পড়া হয় — "প্রধান শিক্ষক তাঁহাব প্রণয়নীকে রক্ষা করিতেছেন" — অভিযোগকারীর সমস্ত বর্ণনা দিযা এবং উপরিবর্ণিত মহিলাব সকল বর্ণনা ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং আসামী হইতেছে ঐ পুস্তকের লেখক যাহা স্থানীয অঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছে।

(৫) ২নং এবং ৩নং আসমীদ্বয় জনসমক্ষে অভিযোগকারীর সুনামেব ক্ষতি হইবে এবং সাক্ষীদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের তাঁহাব নৈতিক চরিত্র ও সম্মান নিম্নগামী হইবে জানিয়াও আসামীর দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির সত্যতা তদন্ত না কবিয়া পুস্তিকাগুলি মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ আসামী ব্যক্তিরা তাঁহার সুনামের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ ঘটাইয়া তাঁহার প্রচুর মানসিক যন্ত্রণা ঘটাইয়াছেন।

(৭) ঐ জনগণের দৃষ্টিতে তাঁহার মান-সম্মানকে নিম্নগামী করার উদ্দেশ্যে দুর্ণাম রটনা করা হইয়াছিল এবং সকল আসামীরাই জানিতেন যে প্রকাশনায় প্রদত্ত দুর্ণাম ভিত্তিহীন, মিথ্যা এবং সেইহেতু আসামী ব্যক্তিরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারার অন্তর্ভূত বিধানে অপরাধ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫০০ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য বিচারার্থে আসামীর উপর আহ্বানপত্র জারী করিবার নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২১ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ ধারার বিধানে অপরাধ সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিযোগের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

সি আর মামলা নং ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
শ্রীমতী	১. শ্রী	১. ....
স্বামীর নাম	পিতা	২. ....
ওরফে	২. শ্রী	৩. ....
(থানা এবং জেলা সমেত	৩. শ্রীমতী	৪. ....
ঠিকানা)	৪. কুমারী	৫. ....
		৬. ....
		৭. চিকিৎসক
		৮. ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক থানা ....
		এবং অন্যান্যরা

অপরাধের তারিখ ঃ ঐ দিন হইতে . ... এবং তারিখে

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ১নং আসামী অভিযোগকারীর স্বামী, ২নং আসামী শ্বশুরমহাশয় ৩নং আসামী শ্বাশুড়ী মাতা ঠাকুরানী এবং ৪নং আসামী অবিবাহিতা ননদিনী হইতেছেন।

(২) ঐ .... তারিখে . ... থানার অন্তর্ভুক্ত ... . স্থানে অভিযোগকারীর পিতার গৃহে হিন্দু প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১নং আসামী এবং অভিযোগকারীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৩) ঐ বিবাহের পর অভিযোগকারী অতিশয় উচ্চাশা এবং স্বপ্ন লইয়া তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃ প্রথম তিন চার মাসের মধ্যে আসামী ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু .... তারিখে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল যখন ১নং আসামী মোটর সাইকেলের দ্বারা ধাক্কা পাইলেন। সকল আসামী ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন পরিবারে দুর্ভাগ্য তিনিই আনিয়াছেন। পরিবারে কেহ অসুস্থ হইলে তাহারা তাঁহাকে ডাইনী বলিতে আরম্ভ করিল। তাহারা তাঁহাকে পিতার গৃহে যাইতে অনুমতি দিতেন না এবং যখনই তাঁহার পিতা অথবা ভ্রাতা অথবা ভগিনী শ্বশুরালয়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন আসামী ব্যক্তিরা তাঁহার বিষয় নিন্দা করিত।

(৪) আসামী ব্যক্তিরা অভিযোগকারীর চরিত্রের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে ইঙ্গিত করিতেন যদিও ১নং আসামী তাঁহার উপস্থিতিতেই তাঁহার বন্ধুদের সহিত তাস খেলায় বলপূর্বক বাধ্য করাইতেন। অভিযোগকারী এই মানসিক নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের বিষয় তাঁহার পিতা, ভ্রাতা এবং ভগিনী তাঁহার নিকট দেখা করিতে আসিবামাত্র জানাইতেন কিন্তু তাঁহারা অভিযোগকারীকে ধৈর্য্যের সহিত এই অত্যাচার সহ্য করিতে বলিতেন এবং সুদিন নিশ্চয়ই একদিন আসিবে যেদিন তিনি সন্তান প্রসব করিবেন। দরখাস্তকারী তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়াছিলেন এবং নীরবে মানসিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। দুই বৎসর এইভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছিল।

(৫) বিবাহের তিনবৎসরের শুরুতে ৩নং ও ৪নং আসামী অভিযোগকারীকে "বন্ধ্যা স্ত্রীলোক" বলিয়া ডাকিয়া গালিগালাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অভিযোগকারী তাঁহার স্বামীকে এই বিষয় বলা সত্ত্বেও তিনি প্রতিবাদ করেন নাই। স্ত্রীর আদেশে তিনি তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বহু পরীক্ষার পর চিকিৎসক জানাইয়াছিলেন যে কোন ত্রুটি নাই কিন্তু ১নং আসামীর কিছু ত্রুটি থাকিতে পারিত বলিয়া তাঁহাকে নিজের পরীক্ষার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। আসামী কোন ডাক্তারী পরীক্ষা করান নাই কিন্তু তিনি সন্তান প্রসব না করিতে পারার জন্য অভিযোগকারীকে দোষারোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এই মর্মে যে তিনি একজন অশুভ ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোক বলিয়া তিনি তাঁহাকে বিচ্ছেদ করিয়া পুনর্বিবাহ করিবেন। অন্যান্য আসামীদের পক্ষে শ্বশুরালয়ের ব্যক্তিরা গৃহকর্মে দোষ ধরিবার ফন্দী করিলে তিনি স্ত্রীকে প্রহার করিতেন। এমনকি ৪ এবং ৫ নং সাক্ষীরাও যাঁরা তাঁহাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয় হইতেছেন তাঁহারাও তাঁহাদের আচরণের জন্য কঠোর হইতেন। তাঁহারা ঘটনাটি মহিলা সমিতির দৃষ্টিগোচরে আনিয়াছিলেন। মহিলা সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ ৬নং সাক্ষী আসামী ব্যক্তিদের নিজেদের সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিতেন কিন্তু সবই বৃথা হইত। আসামী আরো তীব্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১নং আসামী সন্ধ্যা নামে একটি স্ত্রীলোককে গৃহে আনিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারীর শয়নগৃহে তাঁহার উপস্থিতিতে অশ্লীল কথাবার্তা চলিত। ২নং এবং ৩নং আসামী এই স্ত্রীলোকটিকে "ছোট বৌ" বলিয়া ডাকিতেন এবং ৪ ও ৫নং আসামী তাঁহাকে "ভাবী" বলিতেন। ঘটনাটি চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আসিলে অভিযোগকারী তাঁহার পিতাকে পত্র দিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিয়া তাঁহার সহিত তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারীর পিতা আসামী ব্যক্তিদের গৃহে আসিয়া অভিযোগকারীর উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচারের কারণগুলি জানিতে চাহিয়াছিলেন। আসামী ব্যক্তিগণ অভিযোগকারীকে এবং তাঁহার পিতাকে গালিগালাজ

করিলেন। ১নং আসামী অভিযোগকারীকে চপেটাঘাত কবিলেন। এবং ৫নং আসামী তাঁহার পিতাব উদরে পদাঘাত করিলেন। ৩নং এবং ৪নং আসামী অভিযোগকারীকে গৃহের বাহিরে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। ২নং আসামী অভিযোগকারীর পিতাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দেন এবং চিরদিনের মত তাঁহার কন্যাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দেন।

(৭) অভিযোগকারী তাঁহার পিতার সহিত ……… … থানায় গিয়াছিলেন এবং এই ঘটনার বিষয় জানাইয়াছিলেন কিন্তু ভাবপ্রাপ্ত আধিকারিক সাধারণ দিনপঞ্জীর খাতায় অভিযোগটি নথীভুক্ত করেন এবং অভিযোগকাবীকে তাঁহাব পিতার সহিত গৃহে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তিনি ঘটনাটি তদন্ত করিবেন যেহেতু মামলার রেজেস্ট্রীকরণ সম্পন্ন হইলে আপোষেব সুযোগ নষ্ট হইবে এবং তাঁহার কার্য্যালয় অকৃতকার্য্য হইলে তবেই তিনি আসামীদের গ্রেপ্তাব কবিবেন।

(৮) ঐ অভিযোগকাবী পাঁচ দিন অপেক্ষা কবিযাছিলেন কিন্তু তিনি ……… থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে কোন সংবাদ পান নাই এবং সেইহেতু এই অভিযোগ দাযেব করিতে ৬ দিনেব বিলম্ব ঘটিযাছে।

(৯) ঐ অপবাধের স্থান এই আদালতের অধিকাবক্ষেত্রের মধ্যেই অবস্থিত।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দযাপববশ হইয়া আসামী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য তাঁহাদেব বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার নির্দেশ দিবেন এবং তাঁহাদেব আইননুগভাবে শাস্তি দিবেন এবং আপনাব মহানুভব যাহা উচিত এবং উপযুক্ত সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি অনুমতি এবং/অথবা নির্দেশ দিবেন। এবং আপনাব অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২২ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ ধারার বিধানে অভিযোগ দায়ের করিবার ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৭৩ ধারার বিধানে বিলম্ব মকুব করিবার জন্য দরখাস্ত

আদালত ………… … ম্যাজিষ্ট্রেট ………… …. স্থান

সি আর মামলা নং ……… ……. সাল . ………..

……………. …… (অভিযোগকারী)

বনাম

……………… …… (আসামী ব্যক্তিগণ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৭৩ ধারার বিধানে বিলম্ব মকুব করিবার জন্য দরখাস্ত

অভিযোগকারী, শ্রীমতী/শ্রী ……………… বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী সংলগ্ন দরখাস্তে পুরুষের/মহিলার কন্যা/ভগিনী, শ্রীমতী .... কে আসামীর আচরণ এবং পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৬৮ ধারার বিধানে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগকারী অভিযোগটি দায়ের করিতে অসমর্থ হইয়াছেন যেহেতু অভিযোগকারী আসামী ব্যক্তিদের সহিত নানাভাবে ব্যাপারটি মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারী/অভিযোগকারীর ভগিনী/কন্যা আসামী ব্যক্তিদের আচরণের দ্বারা এতদূর মানসিকভাবে মর্মাহত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য যাইতে হইয়াছিল।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া অভিযোগের দবখাস্ত দায়ের করিবার ক্ষেত্রে বিলম্ব মকুব করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান .. ..

তারিখ ....

টিপ্পনী ঃ (১) আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮-এ ধারাব বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে বিলম্ব মকুব তৎক্ষণাৎ করিতে পারেন। 1995 C Cr LR (Cal) 182; AIR 1984 SC 1688; (1993) ও SCC 4, 1994 C Cr LR (SC) 28.

(২) স্ত্রীর উপর স্বামীব নিষ্ঠুবতা সংক্রান্ত বৈবাহিক অপরাধ চলমান অপরাধের প্রকৃতিগত হওয়ায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৬৮ ধারার বাধা বিচারের স্বার্থে প্রয়োগ করা যাইবে না। সেইহেতু আদালতগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের জন্য তামাদির প্রশ্ন বিবেচনার্থে ঐ প্রশ্নটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৭৩ ধারার দৃষ্টিতে বিচার করিবেন। (1993)3 SCC 4; 1994 C Cr LR (SC) 28.

নং ২৩ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ বি এবং ৪৯৮-এ ধারার বিধানে অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগ দরখাস্ত

আদালত ... . ম্যাজিস্ট্রেট ....

অভিযোগ মামলা নং .... সাল ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
শ্রী/শ্রীমতী	১. শ্রী	১. ....
পিতা	পিতা	২. ....
ওরফে	২.	৩. ....

(ঠিকানা থানা সমেত এবং জেলা)

পিতা ....
৩. ....
স্বামী ....

৪. ....
৫. ....
৬. ডাঃ ....
৭. ডাঃ ....
চিকিৎসা আধিকারিক
.... হাসপাতাল
কলিকাতা ....
৮. .... অবর পরিদর্শক
৯. ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
শ্রী ....
.... থানা

অপরাধ ঃ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ বি ধারার বিধানে পণজনিত মৃত্যু এবং ৪৯৮-এ ধারার বিধানে গৃহবধূর উপর অত্যাচার

পূর্ববর্তী অপরাধের তারিখ ঃ ২৯.০৩.১৯৯৬

পরবর্তী অপরাধের তারিখ ঃ ১৫.০৫.১৯৯৩

উপরোক্ত অভিযোগকারী ঃ

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী ৩.৩.১৯৯৩ তারিখে তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া .... এর সহিত ১নং আসামীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের সময় পণের জন্য চাহিদা ছিল ১৫,০০০ হাজার টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, বাসনপত্র, ভিডিওকন রঙীন দূরদর্শন যন্ত্র ইত্যাদি। অভিযোগকারী বিবাহের পরের দিনই ১নং এবং ২নং আসামীর হস্তে বাসনপত্র, ভিডিওকন ২৪" রঙীন দূরদর্শন যন্ত্র এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহের সম্বন্ধের সময় আসামী ব্যক্তিদের দাবী অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কারগুলি সমেত তাঁহার কন্যাকে উপরোক্ত আসামী ব্যক্তিদের সহিত শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। বিবাহ হইবার পূর্বে তিনি ৮০০০ হাজার অর্থ নগদ দিয়াছিলেন এবং বক্রী অর্থ বিবাহের এক বৎসর পরে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ২নং এবং ৩নং আসামীর প্রায়ই চাহিদা থাকিলেও তিনি বক্রী অর্থ আসামী ব্যক্তিদের প্রদান করিতে পারেন নাই। অভিযোগকারী অর্থ প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সময় চাহিয়াছিলেন। ২নং এবং ৩নং আসামী ১৫.৫.৯৩ সাল পর্য্যন্ত সময়সীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন কারণ ঐ সময় ১নং আসামী যিনি সৈন্য আধিকারিক ছিলেন তিনি তাঁহার কর্মস্থল কানপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ১নং আসামী মৃত .... কে এবং কানপুর হইতে

অভিযোগকারীকে বক্রী পনের অর্থ দাবী করিয়া পত্রাদি লিখিতেন এবং তাঁহার পিতামাতাকে ২নং এবং ৩নং আসামী যাঁহারা তাঁদের হস্তপ্রদান করিতে বলিতেন। ১নং আসামী কানপুর হইতে ১৫.৫.৯৩ তারিখে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ১নং আসামী ১৫.৫.৯৩ তারিখে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন কিন্তু অভিযোগকারী প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া আসামী ব্যক্তিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আসামী ব্যক্তিরা অভিযোগকারীর সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া গৃহ হইতে তাঁহাকে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন তাঁহার কন্যার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি যেন কখনও না আসেন।

(২) ১৫.৫.৯৩ তারিখ হইতে আসামী ব্যক্তিরা অভিযোগকারীর মৃত কন্যার প্রতি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া হয়রানি করিতেন এবং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া উপবাসের কারণ ঘটাইতেন। ১নং আসামী এমনকি তাঁহাকে শারীরিক নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। ২০.৩.৯৬ তারিখে ৩নং সাক্ষী যিনি ২নং আসামীর খুল্লতাত ভ্রাতা, ফোন করিয়াছিলেন এবং যেহেতু আসামীরা গৃহে উপস্থিত ছিলেন না — ফোন ধরিতে পারেন নাই এবং জানিতে পারিলেন যে ৩নং সাক্ষী ২নং আসামীর অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং তিনি মহিলাকে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিলা তাঁহার সকল দুঃখ তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন এবং তাঁহার শ্বশুরালয়ে থাকা অসহ্য বলিয়া তাঁহার পিতাকে তাঁহাব এবং মাতাব নিকট লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন। ২১.৩.৯৬ তারিখে অভিযোগকারী ৩০০০ হাজার অর্থ লইয়া কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। ১নং আসামী অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ গ্রহণ করিলেন কিন্তু অপর দুইজন আসামী অভিযোগকারীর প্রতি গালিগালাজ প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে দেখিতে যাইবার অনুমতি দিলেন না। মর্মাহত হইয়া অভিযোগকারী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(৩) ঐ ২৯.৫.৯৬ তারিখে সকাল ৮ ঘটিকায় আসামীদের প্রতিবেশী ৪নং সাক্ষীর দ্বাবা জানিতে পারিলেন যে তাঁহার কন্যা অতি প্রত্যুষে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

(৪) ঐ তাঁহাদের স্নেহের কন্যার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অভিযোগকারী এবং তাঁহার স্ত্রী (২নং সাক্ষী) আসামীদের গৃহে আসিলেন। আসামী ব্যক্তিরা তাঁহাদের জানাইলেন যে তাঁহাদের কন্যা অকস্মাৎ হার্ট অবরোধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ৭নং সাক্ষী ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি মৃত্যুর প্রমাণপত্র দিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং পুলিশকে ফোন করিলেন। অর্ধঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ আসিয়া অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা রুজু করিলেন মৃতদেহের উপর অন্বেষণের আদেশ দিলেন এবং মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য পাঠাইলেন। মৃতদেহেব অনুসন্ধান কালে ওষ্ঠ, কণ্ঠ এবং গ্রীবায় বহির্ক্ষত দৃষ্ট হইয়াছিল।

(৪এ) ঐ মধ্যাহ্ন প্রায় ৩ ঘটিকায় ৭নং সাক্ষী মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন। মৃতদেহ পরীক্ষার পরে মৃতদেহটি শবদাহ করার জন্য অভিযোগকারীর হস্তে প্রদান করা হইল। পরবর্তীকালে ইহা জানা গিয়াছিল যে দেহের অভ্যন্তর অংশ পরীক্ষার জন্য রক্ষিত হইয়াছিল এবং চিকিৎসক দেহের অভ্যন্তর অংশের রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতিবেদন চলাকালীন তাঁহার মন্তব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। অভিযোগকারী ৪নং সাক্ষীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং কন্যার আত্মহত্যা করার সমাচারটির তদন্ত করিলেন। ঐ সাক্ষী বলিলেন যে আসামী এইভাবে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন এবং অভিযোগকারীকে সংবাদটি দিতে বলিয়াছিলেন এবং সেইহেতু তিনি আত্মহত্যার মৃত্যুর সমাচারটি দিয়াছিলেন। এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অনুসন্ধান কালে অভিযোগকারী এবং তাঁহার স্ত্রী পুনঃ পুনঃ পুলিশকে জানাইয়াছিলেন যে পণের বক্রী অর্থ প্রদান না করিবার জন্য আসামীরা তাঁহাদের কন্যাকে কতটা যন্ত্রণা দিয়াছেন কিন্তু পুলিশ ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

(৫) ঐ ডাক্তার .... (৭ নং সাক্ষী) মৃতদেহ পরীক্ষার প্রতিবেদনে মৃতদেহের শবব্যবচ্ছেদের উপর ভিত্তি করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উভয় ফুসফুসই যক্ষায় ছিদ্রসমেত আক্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি লক্ষ্য কবিয়াছেন যে ওষ্ঠ, বদন এবং গলনালীর শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে ধূসর শ্বেত পদার্থ বিস্তৃত হইয়া থাকার জন্য ক্ষয়কারক বিষাক্ত পদার্থের চিহ্ন রহিয়াছে। অন্ননালীর শ্লেষ্মা ঝিল্লীও কুঞ্চিত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত বলিযা মনে হইয়াছিল। পাকস্থলীব শ্লেষ্মা ঝিল্লীও ক্ষয়প্রাপ্ত প্রজ্জ্বলিত এবং ধূসর বহিরাগত উপাদান দ্বারা আবৃত ছিল। পাকস্থলীর মধ্যেও তিনি ঘনীভূত ডিম্বের শ্বেতবর্ণ অংশ শ্লেষ্মা এবং তরল রক্ত মিশ্রিত দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি মৃত্যুব কাবণ সম্বন্ধে তাঁহাব অভিমত অর্থাৎ স্বাভাবিক অথবা নবহত্যা অথবা আত্মহত্যার কাবণ আছে কিনা সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। তবে তথা হইতে যেমন যক্ষার চিহ্ন হইতে প্রমাণিত হয় যে মৃতা যথেষ্ট খাদ্য অথবা পুষ্টিকর পথ্য পান নাই। যদিও ব্যাধিটি বহু পুরাতন ছিল। পুনরায় ক্ষয়কারক বিষক্রিয়ার চিহ্ন এবং বিবব, ওষ্ঠ, গণ্ডদেশ এবং গ্রীবায় বহির্ক্ষত প্রমাণ কবে যে মৃতার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আসামী ব্যক্তিরা বলপূর্বক কোনরূপ বিষ প্রয়োগ কবিয়াছেন। কিন্তু পুলিশ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য রক্ষিত মৃতদেহ প্রেরণ করেন নাই। ইহার পরিবর্তে তাঁহারা মৃতদেহ পবীক্ষাব প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন এই কারণের ভিত্তিতে দিয়াছিলেন যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার ক্ষেত্রে যক্ষার মত স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

(৬) ঐ অভিযোগাকরীব কন্যার মৃত্যু উপরোক্ত বর্ণিত সন্দেহজনক পারিপার্শ্বিকতায় বৈবাহিক গৃহে বিবাহের ৭ বৎসরেব মধ্যে ঘটিয়াছিল এবং সেই কারণে আসামী ব্যক্তিরা পণজনিত মৃত্যু ঘটাইবাব অপরাধে দোষী এবং তাঁহাবা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ ধাবাতেও মৃতের উপর সাংঘাতিক শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করিবার অপরাধের আসামী হইতেছেন।

(৭) ঐ অভিযোগকারী আসামী ব্যক্তিদের আনিয়া নথীভুক্ত করিবার জন্য অভিযোগের দরখাস্তে বর্ণিত তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীদের আনিতে সমর্থ হইবেন যদিও একটি অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় তদন্ত বিভাগের দ্বারা তদন্ত মৃতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পশ্চাতে সত্যের উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০২(২) ধারার অনুবিধিতে বর্ণিত অভিযোগে উল্লিখিত সাক্ষীদের এবং অভিযোগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণের পরে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার আদেশ দিতে পারেন অথবা প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের মত ব্যবহার করিবার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার বিধানমতে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট অভিযোগের দরখাস্ত পাঠাইয়া কেন্দ্রীয় তদন্ত বিভাগের দ্বারা প্রত্যক্ষ তদন্ত করিবেন এবং/অথবা অন্য কোন আদেশ/আদেশগুলি দিবেন যাহা আপনার মহানুভব উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

শপথনামা

আমি, শ্রী .... পিতা .... অভিযোগের দরখাস্ত পাঠ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি ইহা আমার উপদেশ অনুযায়ী নির্ভুলভাবে লিখিত হইয়াছে।

স্থান .... (অভিযোগকারীর সহি)

আমার কার্য্যালয়ে গঠিত হইয়াছে এবং অভিযোগকারী ইহা পাঠ করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে খসড়া করা হইয়াছে বলিয়া মঞ্জুর করিবার পরে অভিযোগকারী অভিযোগের দরখাস্তে সহি করিয়াছেন।

(আইনজীবির সহি)

নং ২৪ — সম্প্রদেয় পত্রের আইনে পরবর্তী তারিখের চেকের ক্ষেত্রে ১৩৮ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

অভিযোগ মামলা নং .... সাল ....

অভিযোগকারী	আসামী	সাক্ষীগণ
শ্রী/শ্রীমতী	শ্রী	ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ....
পিতা	পিতা	.... ব্যাঙ্কের শাখা
ওরফে	....	

(থানা এবং জেলা সমেত ঠিকানা)	(থানা এবং জেলা সমেত ঠিকানা	ঠিকানা ২. ব্যাঙ্কেব অধ্যক্ষ .... ব্যাঙ্কেব শাখা ঠিকানা ৩ শ্রী ....

....

আইনজীবি

অপরাধ ঃ সম্প্রদেয় আইনের ১৩৮(ক) ধারাব অন্তর্ভুক্ত

অপরাধের তারিখ .... উপবোক্ত অভিযোগকারী অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) অভিযোগকারী এবং আসামী মেসার্স ... . (ব্যক্তিগত) একটি সীমিত কোম্পানীর অংশীদার হইতেছেন যাহার রেজিস্টার্ড কার্য্যালয় .... স্থানে অবস্থিত। কোম্পানীর দুইটি দল অংশীদাব হইতেছেন, একটি দল অভিযোগকারীর দ্বারা চালিত অপবটি আসামীর দ্বারা চালিত। .... সালে অংশ এবং ডিবেঞ্চারের বিতরণ লইয়া অভিযোগকারী এবং আসামীর মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল যাহার ফলে .... সালে ... . আদালতে .... সালে অর্থ মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। যাহা হউক অভিযোগকারী এবং আসামী একটি মীমাংসায় পৌছাইয়াছিলেন। মীমাংসাটি আপোষের দলিলে নথীভুক্ত করা হইয়াছিল এবং . ... তারিখে আপোষের শর্তে আজ্ঞপ্তি লিখিত হইয়াছিল। অভিযোগকারী তাঁহার দলের সঙ্গীদের নামে রক্ষিত সকল অংশ আসামীকে মোট ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে স্থানান্তরিত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং ইহাও স্বীকার করা হইয়াছিল যে ১০টি পরবর্তী তাবিখের চেকের দ্বাবা প্রতিটি চেক ১ লক্ষ করিয়া হইয়া অর্থপ্রদান হইবে। সেইহেতু আসামী অভিযোগকারীর স্বপক্ষে ১০টি পববর্তী তারিখের চেক দিয়াছিলেন। ৬টি চেক .. .. স্থানে আসামীর ব্যাঙ্কে উপস্থিত করা হইলে তাহা ভাঙানো হইল কিন্তু চারটি চেক অর্থাৎ চেক্ নং .... তারিখ ১৫.১.৯৫, চেক নং .. .. তাবিখ ১৫ চেক নং .... তারিখ ১৫.৩.৯৫ এবং চেক নং তারিখ ১৫.৪ ৯৫ অভিযোগকারীর ব্যাঙ্কের দ্বাবা প্রর্ত্যাপিত হইয়া আসিয়াছিল একটি টিপ্পনী সমেত এই মর্মে যে .... স্থানে আসামীর ব্যাঙ্ক ঐ সকল চেক্ প্রত্যর্পণ করিয়া প্রতিটি চেকে একটি পৃষ্ঠাঙ্কন লিখিয়াছেন যে "ব্যবস্থা করা যাইবে না; অর্থের অভাব" / অভিযোগকারী .... তারিখে সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন / সমাচার প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রত্যার্পিত চেকগুলি পাইয়া অভিযোগকারী আইনজীবি শ্রী .... মারফত আইনজীবির বিজ্ঞপ্তি আসামীব উপর জারী করিলেন এই মর্মে যে প্রাপ্তি স্বীকার সমেত এই বিজ্ঞপ্তির

রসিদ পাইবার .... দিনের মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা অর্থ প্রদান করিতে হইবে। আসামী .... তারিখে রেজেষ্ট্রীকৃত চাহিদার বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অর্থ প্রদান করেন নাই এবং সেই কারণে আসামী সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮(ক) ধারার বিধানে একটি অপরাধ করিয়াছেন।

(২) ঐ চেকগুলি কাটা হইয়াছিল কিন্তু .... স্থানে এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে আসামীর ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা অসম্মানিত হইয়াছিল।

(৩) এই অভিযোগ ঠিক সময়েই দায়ের করা হইয়াছে যেহেতু পরবর্তী তারিখের চেকগুলি ব্যক্তিগত চেকগুলির সম্মুখে লিখিত তারিখেই উপস্থাপিত করা যাইতে পারিত অথবা চেকের সম্মুখের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে ইহা উপস্থাপিত করা উচিত ছিল।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে আসামীর বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার আদেশ দিবেন। এবং আপনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ঃ কলিকাতা

তারিখ ঃ ২৮.৫.১৯৯৫

টিপ্পনী ঃ সম্প্রদেয়পত্র আইনে পরবর্তী তারিখের চেক একটি চেক পর্য্যায়ে আসে, ঐ চেকে লিখিত তারিখ হইতে এবং ১৩৮(ক) ধারার উদ্দেশ্যে ৬ মাস সময়সীমা ঐ তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে। ঐ তারিখের পূর্বে একটি পরবর্তী তারিখের চেক্ ব্যাঙ্কে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে না। সুতরাং ৬ মাসের সময় প্রশ্নাধীন চেকের সম্মুখে উল্লিখিত তারিখ হইতেই গণনা করা হইবে। 1993 C Cr LR (SC) 165.

নং ২৫ — সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগ

আদালত, প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট .... কলিকাতা

সি আর মামলা নং ১৯৩০/১৯৮৯

অভিযোগকারী	আসামী ব্যক্তিগণ
মেসার্স প্রতাপগড় লৌহ কারখানা লিঃ	১. মেসার্স ডিকরাণ্ট মোটর অংশ
৬৯৮, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা	কোম্পানী
প্রতিনিধিত্বে	২. শ্রী হেমরাজ আগরওয়াল
ইউ কে ঝুনঝুনওয়ালা, কার্য্যাধ্যক্ষ	৩. শ্রী দ্বারকা প্রসাদ গুপ্ত
প্রতাপগড় লৌহ কারখানা লিমিটেড	৪. শ্রী অশোক খয়তান
	৫. শ্রী গোবিন্দ ভাটিয়ার

৬ শ্রী জয়শিব সাউ
৭ শ্রী বিজয় কুমার শর্মা
সকলেই ৯৯এ/১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১ এর বাসিন্দা

সাক্ষীগণ ঃ

১ শ্রী সত্য নারায়ণ শেট্টি

২ শ্রী এম এন খান্না অধ্যক্ষ ইউকো ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রীট শাখা, কলিকাতা।

৩ শ্রী ডি এন ঢালি (অধ্যক্ষ) আমেরিকা ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা-৭০০ ০০১

৪ শ্রী এস কে রায়, আইনজীবি

অপরাধ ঃ সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে অভিযোগ সংঘটন

অপরাধের তারিখ ঃ ২৪ ৮ ১৯৮৯

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহি শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী একটি স্বনামধন্য কোম্পানীর অংশের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন যাহার রেজিস্টার্ড কার্য্যালয় হইতেছে ৩৮ হেয়ার স্ট্রীট কলিকাতা।

(২) ঐ ১নং আসামী একটি জনগণ কোম্পানী যাহার রেজিস্টার্ড কার্য্যালয় হইতেছে ৯৯এ/১ এন এস রোড, কলিকাতা ১/২ ও এবং ৩নং আসামীরা হইতেছেন ১নং আসামীর সভাপতি, উপসভাপতি এবং কার্য্যাধ্যক্ষ এবং ৫নং ও ৬নং আসামীরা ঐ কোম্পানীতে লাভের জন্য কর্ম করিতেছেন এবং ৭নং আসামী ঐ আসামী কোম্পানীর অধ্যক্ষ (শিল্পযন্ত্র বিভাগ) এবং সকল আসামীরা ঐ আসামী কোম্পানীর ব্যবসার প্রতিদিনের আচরণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া দায়ী রহিয়াছেন

(৩) ঐ কোম্পানীর রেজিস্টার্ড কার্য্যালয় ৯৯/এ/১, এন এস রোড হেয়ার স্ট্রীট থানার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আপনার মহানুভবের আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যেই অবস্থিত।

(৪) ঐ অভিযোগকারী কোম্পানী ২৫ ৫ ১৯৮৯ তারিখে আসামী কোম্পানীর নিকট হইতে দুইটি যন্ত্র ১৫,০৬৭৮০ ০০ অর্থের মূল্য তথা দামে ক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু শিল্প বিদ্যা দ্বারা নির্মাণ কিছু ত্রুটি থাকায় যন্ত্রগুলি যথাযথভাবে কার্য্য করিতেছিল না এবং সেইহেতু অভিযোগকারী তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি আসামী কোম্পানীকে জানাইয়াছিলেন এবং ইহার পর আসামী কোম্পানী এবং উপরোক্ত আসামী ব্যক্তিদের ও অভিযোগকারী কোম্পানীর মধ্যে একটি মীমাংসার সিদ্ধান্ত হয় এবং সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হয় যে আসামী ব্যক্তিরা ঐ যন্ত্র দুইটির সম্পূর্ণ মূল্যের

শতকরা ৯০ ভাগ প্রত্যর্পণ করিবেন এবং ১.২ ১৯৮৯ তারিখে ৫, ৬ এবং ৭নং আসামীদের দ্বারা সংক্ষেপে লিখিত হইয়া নথীভুক্ত হইল এবং ২৭.৭.৮৯ তারিখে আসামী কোম্পানী মীমাংসার শর্তানুযায়ী হিসাবরক্ষণকারী ব্যক্তির নামে .... নং চেক্ ২৭ ৭.৮৯ তারিখে অভিযোগকারী কোম্পানীর স্বপক্ষে ১৪, ১২, ৯৯৬ অর্থের জন্য আমেরিকার ব্যাঙ্কের নামে তুলিয়া প্রদান করিয়াছেন। ঐ চেক্ যথাযথভাবে নিয়মসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ভাঙাইবার জন্য ২৯.৭.৮৯ তারিখে অভিযোগকারীর মহাজন অর্থাৎ ইউকো ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রীট শাখার মারফৎ উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ চেক্ অর্থ প্রদান না করিয়া অসম্মানিত হইয়া প্রত্যার্পিত হইয়াছিল এই মন্তব্য সহিত "আকর্ষক ব্যক্তি"র নিকট উল্লিখিত হইল ১.৮.৮৯ তাবিখে। অভিযোগকারী কোম্পানী অভিযোগকারীর আইনজীবি শ্রী এস কে বায আইনজীবিব ৬ ৮.৮৯ তারিখের রেজেস্ট্রীকৃত পত্রের দ্বারা আসামী কোম্পানীর দৃষ্টিগোচর করিলেন এই মর্মে যে এই পত্রের প্রাপ্তি হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ তাঁহাকে প্রদান কবিতে হইবে এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হইলে আইনানুগ ব্যবস্থা লওয়া হইবে। ৯.৮.৮৯ তারিখে আসামী কোম্পানী আইনজীবির বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইযাছিলেন। কিন্তু আসামী ব্যক্তিরা ৬ ৮ ৮৯ তাবিখের আইনজীবির পত্রের চাহিদা পূর্ণ অমান্য কবিযাছেন এবং তাঁহারা ঐ অর্থ ১৪ ১২.৯৬ প্রদান করেন নাই এবং সেই হেতু আসামী ব্যক্তিরা নির্ধারিত সময়েব মধ্যে অর্থ প্রদান করিতে অবহেলা করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ অভিযোগকারী কোম্পানী ১৯৮৮ সালের সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার অনুবিধি (ক), (খ) এবং (গ) এতে প্রয়োজনীয় বাহ্য ব্যবহারগুলি পালন করিযাছিলেন এবং অভিযোগকারী কোম্পানী আইনের ১৪২ ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ১৯৮৮ সালের সম্প্রদেয়পত্র আইনেব ১৩৮ ধাবা অনুযায়ী আসামী ব্যক্তিদেব বিরুদ্ধে ব্যবস্থা [illegible]।

এব [illegible]পনার অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান : কলিকাতা

তারিখ : ৩০.৮.৮৯

টিপ্পনী : ১৯৮৮ সালের সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার উপাদানগুলি নিম্নলিখিত ভাবে হইল :

(ক) **প্রশ্নাধীন** চেক্ [illegible] অথবা দায়িত্বর পূর্ণ অথবা আংশিক মোচনের জন্য **প্রেরিত হওয়া উচিত;**

(খ) প্রশ্নাধীন চেক্ ছয় মাসের মধ্যে অথবা নির্দিষ্ট সিদ্ধ সময়সীমা যাহা পূর্ববর্তী হইবে তাঁহার মধ্যে উপস্থাপিত হওয়া উচিত,

(গ) প্রাপ্ত অথবা দখলকারী অসম্মানের সমাচার প্রাপ্ত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের চাহিদার বিজ্ঞপ্তি দিবেন, অসম্মানের কারণের মধ্যে অর্থের অপ্রাচুর্য্যতা ব্যতীত অন্য কারণও থাকা উচিত, এবং

(ঘ) চেকের আবর্ষক ব্যক্তি অর্থের ঐ পরিমাণ প্রাপ্ত অথবা দখলকারীকে বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত সময়ে প্রদান করিতে পারেন এবং ইহাতে ব্যর্থ হইলে তিনি অভিযুক্ত হইবার যোগ্য। 1990 C Cr LR (Cal) 145, 1990 C Cr LR (Cal) 322, 1996 C Cr LR (SC) 83

নং ২৬ — অর্থের অপ্রচুরতার কারণে চেক্ অসম্মানিত হইবার জন্য সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে অভিযোগ

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

সি আর মামলা নং সাল

নাম : শ্রী নন্দলাল গোঁসাই

পিতা : স্বর্গীয় নিধিরাম গোঁসাই

ঠিকানা : এ সি দত্ত লেন, উত্তরপাড়া, থানা উত্তর পাড়া, জেলা হুগলী

অভিযোগকারী

বনাম

নাম : শ্রী রবীন্দ্রনাথ রায

পিতা : স্বর্গীয় রথীন্দ্র নাথ রায

ঠিকানা : উত্তরপাড়া বাজার, উত্তরপাড়া থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী

আসামী

সাক্ষীদের নামগুলি

১ শ্রী আর সি শ্যাম

ইউকো ব্যাঙ্ক, উত্তরপাড়া বাজার শাখা

উত্তরপাড়া থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী

২ শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায, আইনজীবি

অপরাধ : সম্প্রদেয় আইনের ১৩৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের সংঘটন

অপরাধের তারিখ : ১৭ ৭ ১৯৯৫

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আপনার অভিযোগকারীর উত্তরপাড়া বাজারে একটি মুদীখানার দোকান রহিয়াছে এবং আসামীর ঐ মুদীখানা দোকানের পার্শ্ববর্তী স্থানে একটি পান্থনিবাস রহিয়াছে এবং সেইহেতু দুইজনের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(২) ঐ ২০.২.১৯৯৫ তারিখে আসামী অভিযোগকারীর নিকট হইতে তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য ১০,০০০ হাজার অর্থ ঋণ লইয়াছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া তিনি উহা তিনমাসেব মধ্যে পরিশোধ করিবেন। কিন্তু অর্থ পরিশোধের জন্য নিয়মিত দাবী করিযাও আসামী নানা অছিলায় পরিশোধের বিষয়টি পরিত্যাগ করিযাছিলেন। যাহা হউক ২৮.৬.১৯৯৫ তারিখে আসামী হিসাব বক্ষার প্রাপ্ত চেক নং ... . অভিযোগকারীব হস্তে তাঁহার মহাজন ইউকো ব্যাঙ্ক উত্তরপাড়া বাজার শাখায় প্রদান কবিলেন। যেস্থানে অভিযোগকারীর তাহার নিজের সঞ্চযেব হিসাব নং ৮৮৮৪/৩৮ বহিযাছে এবং আসামী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ঐ চেক্ উপস্থাপিত হইবা মাত্র সম্মানিত হইবে।

(৩) ঐ ২৯.৬.৯৫ তারিখে উপরোক্ত চেক্টি অভিযোগকারী উক্ত ব্যাঙ্কে তাঁহাব নিজের হিসাবেব স্থানে উপস্থাপিত কবিলেন কিন্তু ৩০.৬.৯৫ তারিখে ইউকো ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ চেক্টি প্রত্যর্পণ করিলেন ২৯.৬.৯৫ তারিখের একটি পৃষ্ঠাঙ্কন সমেত "মহাজনের হিসাবে অর্থ নাই" এবং একটি টিপ্পনীও লিখিত আছে যে হিসাব নং .... এর হিসাব দখলকারী প্রশ্নাধীন চেকে অর্থ প্রদান বন্ধ রাখিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৪) আসামীর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া অভিযোগকারী ৩০.৬.৯৫ তারিখে তাঁহার আইনজীবির মাধ্যমে একটি রেজেষ্ট্রীকৃত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তি স্বীকার সহ প্রেরণ করিলেন যাহাতে তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল যে ২৮.৬.৯৫ তারিখের চেক ব্যাঙ্কের দ্বারা অসম্মানিত হইয়াছে এবং বিজ্ঞপ্তির প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ১০,০০০ হাজার অর্থ তাঁহাকে পরিশোধ করিতে হইবে। ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইয়া ২.৭.৯৫ তারিখে আসামী প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু ৩০.৬.৯৫ তারিখের চাহিদার বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইতে নির্দ্ধারিত সময় ১৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্থ প্রদান করিতে অগ্রাহ্য করেন নাই।

(৫) ঐ আসামীর ব্যাঙ্কে সমতা নাই এবং তাহা অর্থের প্রচুরতার অভাবে সম্মানিত হইবে না তাহা ভাল করিয়া জানিয়াও আসামী প্রশ্নাধীন চেক্ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি চেকটিকে সম্মানিত করিবার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮(গ) ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে প্রয়োজনীয়তা

অনুসারে অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন নাই। অর্থ প্রদান বন্ধ করিবার জন্য আসামীর ব্যাঙ্ককে আদেশ দিবার অসৎ ইচ্ছা পরিদৃষ্ট হয় তাহার আচরণ হইতে। ইহার দ্বারা আসামী সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে অপরাধ করিয়াছেন। আইনের ১৩৮ ধারার দায়িত্ব হইতে পলাতক হইবার জন্য প্রবঞ্চনা মূলক ইচ্ছাতেই ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার হিসাবের জমাতে কোন অর্থ নাই বলিয়াই তিনি ব্যাঙ্ককে আদেশ দিয়াছিলেন। এই কারণের জন্য আসামী সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে অপরাধ করিবার জন্য দায়ী।

(৬) ঐ পক্ষদের মধ্যে কার্য্যনির্বাহ এবং সংঘটিত অপরাধ এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যেই হইয়াছে এবং সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৪২ ধারায় তামাদির সময় সীমার মধ্যেই অভিযোগ যথাযথভাবে দায়ের করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আসামীর বিরুদ্ধে সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে শাস্তি দিবার জন্য কার্যনাত চালাইবার নির্দেশ দিবেন যেহেতু আসামীর হিসাবের অর্থ অপ্রতুলতার জন্য ১০,০০০ টাকার অর্থের জন্য তাঁহার প্রেরিত চেক অসম্মানিত হইয়াছিল।

এবং অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

স্থান ঃ শ্রীরামপুর

তারিখ ঃ ২৭.৭.১৯৯৫

টিপ্পনী ঃ সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগ দায়ের করিবার তামাদির সময় সীমা এই আইনের ১৪২ ধারার আওতায় আসবে এবং তাহা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৬৮-৪৬৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

নং ২৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১০ ধারায় অভিযোগের স্থগিতের দরখাস্ত একই ঘটনায় পুলিশের মামলায় তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত ৫ম আদালত

সি আর মামলা নং সাল

(অভিযোগকারীর নাম)

বনাম

(আসামীর নাম)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১০ ধারায় অভিযোগের মামলা স্থগিতের জন্য দরখাস্ত

আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী .... কর্তৃক .... স্থানে .... থানার অন্তর্ভুক্ত .... থানা মামলা নং .... (১২)৯৫ তে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ধারার মামলার ভিত্তিস্বরূপ একটি লিখিত প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের উপর যে তদন্ত হইতেছে তাহা এখনও .... তারিখের চেক নম্বর .... যাহা অভিযোগকারীর স্বপক্ষে আসামী প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে আসামীর বিরুদ্ধে এখনও চলাকালীন অবস্থার মধ্যে আছে। আসামী তাহার মহাজন .... ব্যাঙ্ককে .... স্থানে ঐ চেকের অর্থ প্রদান বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিবার পরে এবং অভিযোগকারীর দ্বারা ঐ চেক উপস্থাপিত হইলে ব্যাঙ্ক উহা সম্মান না করিলে অভিযোগকারী পুলিশ মামলা রেজেষ্ট্রী করেন।

(২) ঐ উপরিবর্ণিত পুলিশের মামলার অস্তিত্ব গোপন করিয়া অভিযোগকারী বর্তমান মামলাটি শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সম্প্রদেয়পত্র আইনের ১৩৮ ধারায় দায়ের করিয়াছেন।

(৩) ঐ শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে যে দরখাস্তে তাহাকে .... তারিখে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কার্য্যবাহ চালাইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং নির্দিষ্ট দিনে আসামী দরখাস্তকারী মহানুভব আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে জামিনে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। মামলাটি আপানর নথীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

(৪) ঐ আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অদ্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫১ ধারায় আসামী দরখাস্তকারীর অজুহাত নথীভুক্ত করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান অভিযোগ মামলা এবং বর্ণিত পুলিশ মামলা একই পক্ষের মধ্যে এবং একই বিষয়বস্তু সংক্রান্ত একই ঘটনার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ .... তারিখের চেক নং .... কে লইয়া হইয়াছে এবং যেহেতু পুলিশ মামলাটি এখনও পর্য্যন্ত তদন্তাধীনে রহিয়াছে সেইহেতু বর্তমান মামলায় অজুহাত নথীভুক্ত হইলে এবং বিচার চালাইয়া যাইবার অনুমতি থাকিলে আসামীর অত্যধিক ক্ষতি হইবে। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১০ ধারার দৃষ্টিতে উভয় মামলার একত্রে বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সুতরাং ইহাই প্রার্থনা যে উপরোক্ত পুলিশ মামলায় পুলিশের প্রতিবেদন চলাকালীন বর্তমান অভিযোগের মামলা স্থগিত করা হউক এবং/অথবা অন্য আদেশ/আদেশগুলি যাহা আপনার মহানুভব উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন তাহাই আদেশ দিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ....

দশম পরিচ্ছেদ

কোম্পানী অথবা নিবন্ধিত সমিতির প্রতিনিধিত্ব করিবার দরখাস্ত

[Representation of Corporation or Registered Co-operative Society]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৫ ধারায় আসামী কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করিবার দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত

মামলা নং

জল সংযম বোর্ড বনাম মেসার্স

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৫ ধারার বিধানের দরখাস্ত

(১) মেসার্স এবং (২) এর বিনীত দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্ব্বক

(১) ঐ দরখাস্তকারী ১নং আসামী আহ্বানপত্র জারীর পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন সেক্ষেত্রে ১নং আসামী একটি কোম্পানী, একটি ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি।

(২) ঐ ২নং আসামী অভিযোগের নীতির লঙ্ঘনের জন্য আসামী কোম্পানীর ব্যবস্থাপক অধ্যক্ষ।

(৩) ঐ ২নং আসামী দরখাস্তকারী বর্তমান কার্য্যবাহ সংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই তাঁহার কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করিতে প্রস্তুত আছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৫ ধারার বিধানে এই বিচারে ২নং আসামী দরখাস্তকারীকে ১নং আসামী দরখাস্তকারীর প্রতিনিধিত্ব করিতে অনুমতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৩৬ ধারায় জামিনের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত

মামলা নং

জামিন দরখাস্ত

আসামী ....র *বিনম্র দরখাস্ত*

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী মেসার্স .... *এর অধ্যক্ষ।*

(২) ঐ দরখাস্তকারী জল দূষণ (প্রতিরোধ এবং দমন) আইন এর ৪৪ ধারার বিধানে একটি জামিনযোগ্য অপরাধের উত্তর দিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে আহ্বানপত্র জারীর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

(৩) ঐ যেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী হইতেছেন একজন অধ্যক্ষ, সেইক্ষেত্রে অভিযোগকারী ব্যবসা জগতে ...ধন্য কোম্পানীকে অভিযুক্ত করিতে ভুল করিয়াছেন।

(৪) ঐ দরখাস্তকারীর নিজস্ব বাসগৃহ রহিয়াছে এবং তাঁহার পক্ষ হইতে বিচারের বিলম্ব ঘটিবার অথবা পরাজয়ের কোন সুযোগ নাই।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে জামিনে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

(জল দমন বোর্ড বনাম মেসার্স ....)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারায় ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত।

দরখাস্তকারীর (আসামীর নাম দিবেন) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী মেসার্স .... এর ব্যবস্থাপক অধ্যক্ষ যেটি শ্রমিক সংঘর্ষের জন্য .... স্থানে আপনার মহানুভবের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহার কারখানা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

(২) কারখানা গৃহের ভিতরে তাঁহার আবাসস্থানগুলি যখন শ্রমিকরা খানাতল্লাসী চালাইয়াছিলেন .... সময় হইতে দরখাস্তকারী .... স্থানে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

(৩) পূর্ববর্তীকালে তাঁহার জীবনের উপর আক্রমণের বহু চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেইকারণে দরখাস্তকারী এই জিলাতে আসিতে ভীত হইতেছেন।

(৪) ঐ দরখাস্তকারীকে অপর জিলা হইতে এই আদালতে উপস্থিত হইতে হইতেছে।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে বিচারের কোন উদ্দেশ্যে আদালত তাঁহাকে যখনই উপস্থিত হইবার নির্দেশ দিবেন, তিনি উপস্থিত হইবেন।

উপরোক্ত পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে দরখাস্তকারীর আইনজীবিকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি দিয়া দরখাস্তকারীকে তাঁহার উপস্থিতি হইতে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — অব্যাহতির দরখাস্ত

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং .... ,

আসামীর অব্যাহতির দরখাস্ত

আসামী দরখাস্তকারীর . . . . (নাম)

বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ অভিযোগকারী কোম্পানীকে অভিযুক্ত করিবার পরিবর্তে ভুলক্রমে দরখাস্তকারীকে অভিযুক্ত করিয়াছেন যিনি কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী হইতেছেন।

(২) ঐ অভিযোগকারী নীতির লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রায় দুই বৎসর পরে . . . ... তারিখে মামলা রুজু করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু অভিযোগের অপরাধের প্রগ্রাহ্যতা নির্দ্ধারিত সময় সীমার বহির্ভূত হইয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৬৮ ধারায় অপরাধ করিয়াছেন এবং অভিযোগ তামাদি দোষে দুষ্ট।

(৩) ঐ দরখাস্তকারীর দ্বারা দায়েরকৃত দস্তাবেজগুলি হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে কারখানাটি .. .. নীতির লঙ্ঘনকারী অভিযোগের তারিখ হইতে ছয় মাস, ... তারিখে ঘোষিত তালাবন্দী হইয়া থাকিবার জন্য ব্যবসা বহির্ভূত ছিল এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী অথবা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বাহ্যতঃ কোন মামলা নাই।

(৪) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে বাহ্যতঃ কোন মামলা নাই।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অভিযোগটি খারিজ করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আদালত কর্তৃক অভিযোগ দায়েরের দরখাস্তের প্রণালী

[Procedure for Filing Complaints by Courts]

নং ১ — মিথ্যা সমাচারের অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক অভিযোগ দায়েরের দরখাস্ত

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট

বিবিধ মামলা নং ....

... . (নাম)

ঠিকানা . .. .

দরখাস্তকারী

বনাম

১. . ... (নাম)

ঠিকানা ....

২. .... (নাম)

ঠিকানা . ...

অপরপক্ষগণ

এবং

রাজ্যসরকার

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/৩২৩/১৪৯/৩২৬/১৪৯ ধারা মতে সি/ডবলিউ মামলার ক্ষেত্রে যাহা আপনার মহানুভব দরখাস্তকারীকে মুক্তি দিয়া .... তারিখে মামলার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাহাতে জালিয়াতি এবং মিথ্যা সমাচারের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৯৩/২১১ ধারার বিধান মত অপরপক্ষদের অভিযুক্ত করিবার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ১নং অপরপক্ষের দায়েরকৃত প্রথম সমাচার প্রতিবেদন (১নং প্রদর্শিত বস্তু) এর পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী এবং অপরজনদের . ... মামলা নং তে ভারতীয়

দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/৩২৩/৩২৬/১৪৯ ধারামতে অভিযোগে আপনার মহানুভব বিচার করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে ১নং এবং ২নং অপরপক্ষ উভয়কেই পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

(২) ১নং অপরপক্ষ তাঁহার মুখ্য পরীক্ষার জবানবন্দীতে এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে —

"আমি দেখিয়াছিলাম .... (আসামীকে) ঘটনাস্থলে হস্তে রামদা লইয়া

— এবং তিনি আদালতে দরখাস্তকারীকে সনাক্তকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জেরার পরীক্ষায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি ঘটনার সময় আক্রমণকারীদের মধ্যে . . .. . . (দরখাস্তকারীকে) দেখি নাই। তিনি অন্যত্র থাকিতে পারিতেন যাহা আমি জানি না। ইহা ছিল .. .. (২নং অপরপক্ষ) যিনি আমাকে নাম . . .. (দরখাস্তকারী) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন থানার প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে যেস্থানে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

(৩) ১নং অপরপক্ষ ফৌজদারী মোকদ্দমার ১নং বাদী সাক্ষী ছিলেন এবং তিনি বিচারের সময় তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে বাধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে তিনি বলিয়াছিলেন যে .... পুত্রের পিতা . ... (দরখাস্তকারী) আক্রমণ করিয়াছিলেন .... তাঁহার হস্তে একটি লাঠির দ্বারা।

(৪) ২নং অপরপক্ষ যিনি ফৌজদারী মোকদ্দমার ২নং বাদী সাক্ষী ছিলেন তিনি উপরিবর্ণিত মামলায় জবানবন্দী দিয়াছিলেন এই ভাবে যে— "আমি আক্রমিত হইয়াছিলাম .... (দরখাস্তকারীর) দ্বারা আমার পিছনে একটি লাঠির দ্বারা।"

কিন্তু জেরার সাক্ষ্যে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না দরখাস্তকারী প্রাসঙ্গিক সময়ে আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিলেন কিনা। এতদ্ব্যতীত এই সাক্ষী তদন্তকারীক আধিকারিকের সম্মুখে তাঁহার পূর্ববর্তী উক্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যেস্থানে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি দরখাস্তকারীর দ্বারা তাঁহার পদদ্বয়ে কুঠারের দ্বারা আক্রমিত হইয়াছিলেন।

(৫) আপনার মহানুভব .. .. তারিখের বিচারের রায়ের দ্বারা .... মামলা নম্বরে আসামীকে মুক্তি দিবার সময়ে সন্তুষ্টচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন যে দরখাস্তকারীর সংক্রান্তে ফৌজদারী পক্ষের সাক্ষী ১নং এবং ২নং মিথ্যা বলিযাছেন। আমি কেবলমাত্র বলিতে পারি যে কেবলমাত্র সাক্ষ্যই অনির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রতিটি শব্দই সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কিন্তু সাধারণভাবে মানবীয় মনঃস্তত্ত্ব হইল যে একটি ব্যক্তি সুযোগ পাইলেই বহু শত্রু

লিপ্ত করিতে চেষ্টিত হইবেন। এই ঘটনা তাহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু এক অথবা দুই ব্যক্তির মিথ্যা লিপ্তকরণ ফৌজদারী বাদী পক্ষের সম্পূর্ণ মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা করিতে পারে না। আসামী (দরখাস্তকারী) সন্দেহের অনুগ্রহ পাইবার অধিকারী।

(৬) পুনঃ সাক্ষ্যের জেরায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে ফৌজদারী পক্ষের ১নং বাদীর সাক্ষ্য ও ২নং সাক্ষ্য খুল্লতাত ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং দরখাস্তকারীর সহিত তাঁহাদের বহু দেওয়ানী মামলা আছে এবং বিচারে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে দরখাস্তকারীর জল দ্বারা অভেদ্য অভিযুক্ত অপরাধীর অপরাধকালে স্থানান্তর স্থিতিসূচক ওজর ছিল যেহেতু প্রাসঙ্গিক তারিখে তিনি আভ্যন্তর রোগী রূপে হাসপাতালে ছিলেন। প্রদর্শিত বস্তু "সি" এবং ফৌজদারী পক্ষের বিবাদী ১নং সাক্ষী অভিযুক্ত অপরাধীর অপরাধকালে স্থানান্তর স্থিতিসূচক ওজর অনুগ্রহপূর্বক প্রদান করিয়াছিলেন।

(৭) ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে ১নং এবং ২নং অপরপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য এবং পুলিশের নিকট মিথ্যা সমাচার দিয়াছেন দরখাস্তকারীকে ক্ষতির উদ্দেশ্যে এবং বিচারের স্বার্থে কঠিন পদক্ষেপ লওয়া উচিত যাহাতে সাক্ষীরা নিরীহ ব্যক্তিকে লিপ্ত করিয়া নিজেদের মধ্যে জালিয়াতী না করিতে পারেন।

(৮) ঐ দরখাস্তকারী বিচারের রায়ের প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি, জবানবন্দীগুলি এবং মামলার নং .... এর প্রদর্শিত বস্তুগুলি দায়ের করিয়াছেন।

(৯) তথ্যগুলি এবং পারিপার্শ্বিকতা হইতে ইহা পরিস্ফুট হয় যে ১নং ও ২নং অপরপক্ষগণ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ এবং ১৯৩ ধারামতে অপরাধ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়. ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ১নং এবং ২নং অপরপক্ষদ্বয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫(১)(খ) ধাবায় অভিযোগ দায়ের করিবাব উদ্দেশ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধা আইনের ১৯৩ এবং ২১১ ধারায় অপরাধের জন্য তাহাদের অভিযুক্ত করিবার প্রয়াসে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় একটি তদন্ত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় জামিন খত এর উপর জালিয়াতীর জন্য অভিযুক্ত করিবার দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ... .

এই বিষয সম্পর্কিত

বনাম

দবখাস্তকাবী

১

২

৩

অপবপক্ষগণ

এবং

বাজ্যসবকাব

এবং

এই বিষয সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ৩৪০ ধাবায পঠনবত ১৯৫ (১) (খ) ধাবাব দবখাস্ত জালিযাতী এবং ছদ্মবেশধাবণেব দ্বাবা প্রতাবণা কবিবাব জন্য অপবপক্ষদেব অভিযুক্ত কবিবাব প্রযাসে ভাবতীয দণ্ডবিধান আইনেব ৪৫১/৩৭৯/৪১১ ধাবাগুলিব দ্বাবায পুলিশ মামলা নং এব ক্ষেত্রে জামিন খত সংক্রান্ত ব্যাপাবে দবখাস্ত

উপবোক্ত দবখাস্তকাবী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ তাবিখে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আসামী এব দ্বাবা দাখিলকৃত উপবিবর্ণিত মামলায জামিনেব দবখাস্তেব অনুমতি দিযাছেন কিন্তু যেহেতু তাহাবা ঐ দিনে জামিন খত প্রদর্শন কবিতে পাবেন নাই সেজন্য তাহাকে জেল হাজতে পুনঃ প্রেবণ কবা হইযাছিল

(২) ঐ তাবিখে আপনাব মহানুভবেব সম্মুখে ঐ আসামীকে অব্যাহতি দিবাব জন্য একটি দবখাস্ত কবা হইযাছিল। এ দবখাস্তেব সহিত একটি হলফ নামা জামিনদাব রূপে দবখাস্তকাবীব দ্বাবা শপথকৃত হইযা দাযেব কবা হইযাছিল। ঐ হলফনামা শপথকৃত হইযাছিল ঊর্ধতম মুহুবী শ্রী এব সম্মুখে এবং ঐ ব্যক্তি যিনি দবখাস্তকাবীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনিযাছিলেন।

তাঁহাকে সনাক্তক্রাত কবিযাছিলেন আইনেব মুহুবী (৩নং অপবপক্ষ)। ঊর্ধতম মুহুবী। তদনুসাবে ঊর্ধতম মুহুবী তাহাবা যাহা ব্যক্ত কবিযাছিলেন তাহাই গ্রহণ কবিযাছিলেন এবং হলফনামায প্রযোজনীয পৃষ্ঠাঙ্কন কবিযাছিলেন। এইভাবে হলফনামাব ভিত্তিতে আসামী জামিনে তাবিখে অব্যাহতি পাইযাছিলেন। জামিনেব দবখাস্ত এবং হলফনামা ৩নং অপবপক্ষব দ্বাবা লিখিত হইযাছিল।

(৩) ঐ .... তারিখে আসামী .... উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পুলিশ তাঁহার এবং অপরজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কাগজ দায়ের করিয়াছিলেন। আপনার মহানুভব শুনানীর জন্য দিন নির্দিষ্ট করিয়া মামলাটি আপনার মহানুভবের নথীতে স্থানান্তরকরনের জন্য সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ তারিখে আসামী .... উপস্থিত হন নাই এবং এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। সেইহেতু আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ঐ সকল অনুপস্থিত আসামীদের গ্রেপ্তারের এবং উপস্থাপনের জন্য অজামিনযোগ্য অধিপত্র প্রেরণ করিলেন। দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞপ্তির মারফৎ অদ্য উপস্থিত হইবার জন্য এবং লিখিত প্রতিশ্রুতির পরিমাণ কেন বাজেয়াপ্ত হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শনের জন্য জানানো হইল।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী অদ্য তাঁহার আইনজীবি শ্রী .... মারফৎ নথীগুলির সম্পূর্ণ তদন্ত করিয়াছিলেন এবং ভয়বিহ্বল হইয়া উপরোক্ত তথ্য তিনি জানিতে পারেন।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তিনি সহি করিতে পারেন কিন্তু ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে দরখাস্ত এবং প্রশ্নাধীন হলফনামাতে জামিনদারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে।

(৬) ঐ দরখাস্তকারী আসামীর .... জন্য জামিনদার রূপে কখনও দণ্ডায়মান হন নাই অথবা আসামীর .... জন্য জামিনদাররূপে দণ্ডায়মান হইবার জন্য কোন হলফনামা শপথ করেন নাই।

(৭) ঐ দরখাস্তকারী তুলনার জন্য একই ধরনের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রতিচ্ছবি দিতে প্রস্তুত আছেন এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে দরখাস্তকারী বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট .... এর সম্মুখে একটি হলফনামা শপথ করিয়া ইহার সহিত সংলাগ করিয়াছেন।

(৮) ঐ ২নং অপরপক্ষ দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষ যথাক্রমে (১) শ্রী .... (২) শ্রী .... এবং (৩) শ্রী .... যাঁহারা আদালতের রেজেষ্ট্রীকৃত মুহুরী এবং আইনজীবিদের সম্মুখে যেমন শ্রী .... শ্রী .... এবং শ্রী .... এর সম্মুখে অতিরিক্ত বিচারিক উক্তি করিয়াছিলেন এবং ক্ষমা চাহিয়া লইয়াছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে জামিনদারের প্রকৃত নাম ছিল .... যেমন ৩নং অপরপক্ষ যাঁহাকে ১নং অপরপক্ষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

(৯) ঐ আদালতের বিজ্ঞপ্তি মান্য করিয়া দরখাস্তকারী উক্ত তথ্য ব্যক্ত করিয়া তাঁহার দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া কারণ প্রদর্শন দায়ের করিয়াছেন।

(১০) আপনার মহানুভব অধিকন্তু সন্তুষ্টচিত্তে আমার বিবৃতি ৩নং অপরপক্ষের বিবৃতি নথীভুক্ত করিয়াছেন এবং সেইহেতু আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে মত পোষণ

করিয়াছেন যে ৩নং অপরপক্ষ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রতারণা করিয়াছেন এবং সকল দায়িত্ব হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া ১৯৫(১) (খ) ধারায় অভিযোগ দায়েরর উদ্দেশ্যে অপবপক্ষদের ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ২০৫, ৪১৯, ৪৬৫, ৪৬৭ এবং ৪৭১ ধারায় অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত করিবার প্রয়াসে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় একটি তদন্ত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার দরখাস্ত

আদালত .... ম্যাজিস্ট্রেট ..

ফৌজদারী মামলা নং .... সাল . . .. ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনেব

. ... ধাবা

.. .. আসামী দরখাস্তকারী

বনাম

.... অভিযোগকাবী-অপবপক্ষ

উপরোক্ত দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত ভাবে আবেদনপ্রার্থী ঃ

(১) অভিযোগকারী অপরপক্ষ উপরোক্ত ফৌজদারী মামলা দায়েব কবিয়াছেন এবং দরখাস্তকারী এই মহানুভব আদালতে আসামীরূপে বিচাবেব সম্মুখীন হইয়াছেন।

(২) ঐ অভিযোগকারী অপরপক্ষ দবখাস্তকাবীর দণ্ডাজ্ঞা আহরণের জন্য মিথ্যাভাবে কিছু দস্তাবেজ রচনা কবিয়াছেন (প্রদর্শিত বস্তু চিহ্নরূপ) ফৌজদারী মামলায় বাদীপক্ষের মিথ্যা সাক্ষীর ... ... সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এবং ঐ ... . সাক্ষীর দ্বারা ঐ সকল দস্তাবেজগুলি প্রমাণ কবিতে চাহিয়াছিলেন শুনানীর শেষ তারিখে, অর্থাৎ ....

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষের সাক্ষীরা যাঁহারা দস্তাবেজগুলির রচনা করিয়া এবং প্রকৃত তারিখের পূর্ববর্তী তারিখ দিয়া অপরপক্ষদের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা শুধুমাত্র দস্তাবেজগুলির মিথ্যারচনা নহে। আদালতের সম্মুখে মিথ্যা উক্তিও করিয়াছিলেন। ঐ সাক্ষী, ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী সচেতন ছিলেন যে আদালতের সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ ব্যাপারে চলমান কার্য্যবাহর ক্ষেত্রে ঐ সকল দস্তাবেজের সাক্ষ্য আদালতকে ভুল ধারণা পোষণ করিতে প্রভাবিত করিবে।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী/আসামীর সাক্ষ্য তাঁহার অভিযোগগুলি প্রমাণ করিবে এবং তদন্ত/বিচারের উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহা উপস্থাপিত কবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইতেছেন।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী সম্মানিতভাবে বিচারার্থ পেশ করিতেছেন যে বিচারের স্বার্থে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫ ধারার (১) অধীনস্থ ধারার (খ) খণ্ডে উল্লিখিত অপরাধের জন্য একটি তদন্ত করা হউক।

(৬) ঐ দরখাস্তকারী, সুতরাং প্রার্থনা করিতেছেন যে মহামান্য আদালত সন্তুষ্টচিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারার বিধানে অপরাধের জন্য একটি প্রাথমিক তদন্ত করিবার আদেশ দিবেন, যাহা মামলার কার্য্যবাহতে হইয়াছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়াছে। সিদ্ধান্তটি নথীভুক্ত হইবে এবং প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে একটি অভিযোগ দায়ের হইবে।

স্থান .... (আসামী/দরখাস্তকারী)

তারিখ .... (দরখাস্তকারীর আইনজীবি)

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কারণ প্রদর্শন

বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট .... প্রথম শ্রেণীর আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

....

....

....

দরখাস্তকারী

বনাম

....

....

....

অপরপক্ষগণ এবং রাজ্যসরকার

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় সি/ডবলিউ মামলা নম্বর .... এর ক্ষেত্রে .... তারিখে যাহা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার অনুসন্ধানের ব্যাপারে প্রেরিত আহ্বানপত্রের অনুধাবনে কারণ প্রদর্শন

উপরোক্ত অপরপক্ষগণ

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ দরখাস্তকারী রুক্ষভাবে এবং প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া এই দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন।

(২) যদি ঐ অপবপক্ষগণ ইচ্ছাসহকাবে এবং ইচ্ছুক হইযা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেন তাহা হইলে তাঁহাবা কূট পবীক্ষায সত্য স্বীকাব কবিতেন না এই মর্মে য দবখাস্তকাবী ঘটনাব সময়ে আক্রমণকাবীদেব মধ্যে ছিলেন না।

(৩) ঐ অপবপক্ষগণ ভ্রান্ত বিশ্বাসে এবং ভ্রান্ত সনাক্তকবণেব দ্বাবা দবখাস্তকাবীব নাম ব্যক্ত কবিয়াছেন যেহেতু দবখাস্তকাবীব তাঁহাব সদৃশ যমজ ভ্রাতা ছিলেন এই তথ্য অভিযোগেব সাক্ষীদেব, যথাক্রমে ফৌজদাবী মামলাব ৩নং বাদীপক্ষ এবং ৪নং বাদীপক্ষব প্রতিপক্ষব দ্বাবা কূটপবীক্ষাব সময় প্রকাশিত হইযাছিল এবং তাঁহাদেব কূট পবীক্ষায় যখন জিজ্ঞাসা কবা হইযাছিল যে প্রাসঙ্গিক দিনে দবখাস্তকাবী হাসপাতালে ছিলেন ইহা তাঁহাবা জ্ঞাত ছিলেন কিনা সেই সময়ই তাঁহাবা তাঁহাদেব ভুল দেখিতে পাইযাছিলেন।

এমতাবস্থায ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে কাবণ প্রদর্শনটি গ্রহণ কবিয়া বিচাবেব স্বার্থে কার্য্যবাহ বন্ধ কবিয়া দিবেন

এবং অপবপক্ষগণ, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৯৫ ধাবাব (১) (খ) বিধানে অভিযোগ দাযেব কবিতে অসম্মতিব জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩৪১ ধাবায় উত্তববিচাব

দাযবা বিচাবক এব আদালত

ফৌজাদাবী উত্তব বিচাব নং

এই বিষয সম্পর্কিত

উত্তববিচাব প্রার্থী

বনাম

১

২

উত্তববাদীগণ

এবং

রাজ্যসরকার

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... স্থানের শ্রীযুক্ত .... তারিখের বিবিধ মামলা নং .... এর ক্ষেত্রে ১নং এবং ২নং উত্তরবাদীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫ (১) (খ) ধারার বিধানে অভিযোগের অসম্মতির বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪১ ধারার উত্তরবিচার যে অপরাধগুলি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ এবং ২১১ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধ এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪২ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানেব ১নং এবং ২নং অপরপক্ষদের খরচাদি প্রদান।

উপবোক্ত উত্তর বিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী উপরোক্ত শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর দ্বারা .... মামলা নম্বরে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ১৪৭/৩২৩/৩২৬/১৪৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে .... তারিখে তাঁহার বিচারে মুক্ত হইয়াছিলেন যাহাতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে মত পোষণ করিয়াছিলেন যে উত্তরবাদীগণ শত্রুতাবশতঃ প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে (প্রদর্শিত ১নং বস্তু) পুলিশকে মিথ্যা সমাচার জ্ঞাপন কবিয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া উত্তর বিচার প্রার্থীকে মিথ্যাভাবে লিপ্ত করিয়াছেন।

(২) ১নং এবং ২নং অপরপক্ষদ্বয় যাঁহাদের ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষরূপে ১নং এবং ২নং প্রদর্শন করা হইয়াছে তাঁহাদের বিচারের ক্ষেত্রে জবানবন্দীব প্রমাণিত প্রতিলিপি হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা উত্তবিচার প্রার্থী সংক্রান্তে অসঙ্গত এবং বিপরীতধর্মী উক্তি করিয়াছেন শপথের দ্বারা যাহা মিথ্যার পর্য্যায়ে লইয়াছে।

(৩) ঐ বিচারিক কার্য্যবাহের সময়কালীন অবস্থায় এই দুইজন সাক্ষী সুবিবেচিতভাবে মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন।

(৪) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার বিধানে ১নং এবং ২নং অপরপক্ষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইবার জন্য একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন এবং শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কারণ প্রদর্শনের জন্য .... দিন স্থিব করিয়া অপরপক্ষদের উপর আহ্বানপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ .... তারিখে ১নং এবং ২নং অপরপক্ষদ্বয় আদালতে তাঁহাদের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদর্শনের হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়া কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তাঁহারা ভ্রান্ত সনাক্তকরণে এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসে উত্তর বিচার প্রার্থীর যমজ ভ্রাতার নাম লইয়াছিলেন এবং উত্তর বিচার প্রার্থীকে লিপ্ত করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন .... তারিখে তাঁহার আদেশের দ্বারা ১নং এবং ২নং অপরপক্ষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই হেতু নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে এই উত্তরবিচার —

(ক) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশ উচ্চতমভাবে বিপথগামী এবং নিয়ম বিরুদ্ধাচারী এবং অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূত।

(খ) ঐ উপরোক্ত অপরাধসমূহের প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা গ্রহণ বিচারের বিরাট ব্যর্থতার কারণ স্বরূপ হইয়াছে।

(গ) ঐ শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এই বিপথগামী হইয়াছেন যে কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি প্রদর্শিত ঐ সাক্ষ্য ... সিদ্ধান্ত লইতেন না।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের স্থানে ... দণ্ডবিধির আইনের ২১১ এবং ... ধারার অন্তর্ভুক্ত বিবাদী ... অপরাধ সংঘটনের জন্য অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলির উপর ভিত্তি করিয়া একটি ... দায়ের করিতে বলা ... ছিল।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের অসংগতিসমূহ তাঁহার নিজের অন্তর্বর্তী হইতে পরিদৃষ্ট হইবে এই মর্মে যে ... ব্যক্তি মনে করিয়া এক অথবা দুইজন নিরীহ ব্যক্তিদের অপর প্রকৃত অপরাধীদের সহিত লিপ্ত করা একটি ব্যক্তির পক্ষে মানবের মনস্তত্ত্ব স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। যেমন মামলাটিতে সাক্ষীরা তাঁহাদের ভুল স্বীকার করিয়া একটি প্রশংসনীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন যাহাতে একজন নিরপরাধী ব্যক্তি অদূর ভবিষ্যতে অভিযুক্ত হইবে এবং এই কারণে প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল যোগ্য।

(চ) ঐ খরচ প্রদানের নিষ্পত্তি যুক্তির অনুপস্থিতিতে বিপথগামী।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া নথিগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে আদেশটি বাতিল করিবেন এবং আইনের বিধানের নিয়মানুসারে বিচারের স্বার্থে একটি অভিযোগ করিবেন।

এবং আপনার উত্তর বিচার প্রার্থী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (১) প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট যাহার অধীন সেই আদালতে উত্তর বিচার দায়ের করা যাইতে পারে।

(২) উত্তর বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত খরচাদি আদায়ের জন্য পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪১ ধারার বিধানে অভিযোগ দায়ের করিবার আদেশের বিরুদ্ধে উত্তরবিচার

দায়রা বিচারক এর আদালত

ফৌজদারী উত্তর বিচার নং ১৯

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

....

....

....

উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

....

....

....

উত্তরবাদী

এবং

রাজ্যসরকার

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার অন্তর্ভুক্ত .... স্থানের শিক্ষিত প্রথম মুনসিফ এব দ্বারায় . ... তারিখের .... স্বত্ব মামলা নং .... সালের আদেশের বিরুদ্ধে যাহাতে নির্দেশ আছে যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারায় অপবাধ সংঘটনের জন্য উত্তর বিচার প্রার্থীর অভিযুক্ত হওয়া উচিত তাহাব বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪১ ধারায় একটি উত্তরবিচার

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উত্তরবাদী, উত্তরবিচার প্রার্থীর দ্বারা সম্পাদিত একটি রেজেস্ট্রীকৃত লিখিত প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তিতে প্রাপ্য ৫০০০ হাজার অর্থ উদ্ধারের জন্য .. .. স্থানের প্রথম মুনসিফ আদালতে উক্ত স্বত্ব মামলা নং .... সালে দায়ের করিয়াছিলেন।

(২) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী মামলায় বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং তিনি উত্তরবাদীর পক্ষে কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি আদৌ সম্পাদন করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তিনি লিখিতে পড়িতে জানেন কিন্তু প্রশ্নাধীন লিখিত প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার সহি নাই এবং সেইহেতু উত্তরবিচার প্রার্থী অভিযোগ করিয়াছেন যে ঐ লিখিত প্রতিশ্রুতি সত্য নহে।

(৪) কিন্তু দক্ষ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত শিক্ষিত মুনসিফ সন্তুষ্ট হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে লিখিত প্রতিশ্রুতি সত্য ছিল, মামলাটি উত্তরবাদীর পক্ষে আজ্ঞপ্তির নির্দেশ হইল এবং উত্তরবাদীর দবখাস্তের উপর ভিত্তি করিয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় নির্দেশিত হইল যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য উত্তরবিচার প্রার্থীর বিচার হওয়া উচিত, শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর সম্মুখে .... তারিখে উত্তরবিচাব প্রার্থীর উপস্থিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৫) ঐ শিক্ষিত মুনসিফ তদন্ত করেন নাই, মামলার বিচারকালীন সময়ে প্রশ্নযোগ্য দস্তাবেজগুলি দক্ষ হস্তবেখাবিদের নিকট উভযপক্ষের অনুরূপ হস্তলিখিনগুলির সহিত পাঠাইবার জন্য অথবা উভয়পক্ষের অনুরূপ হস্তরেখাগুলির সহিত প্রশ্ন যোগ্য দস্তাবেজগুলির তুলনা করিবার জন্য একটি দক্ষ হস্তরেখাবিদ্‌কে আহ্বানপত্র দিবার জন্য উত্তরবিচার প্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই।

(৬) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী বিচারের রায এবং আজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে শিক্ষিত প্রথম অধীনস্থ বিচারক .... এর সম্মুখে যিনি সন্তুষ্টচিত্তে স্বত্ব উত্তরবিচার নং .... তে আজ্ঞপ্তির জারী স্থগিত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, একটি উত্তর বিচার দায়ের করিয়াছেন।

(৭) ঐ উত্তরবিচারপ্রার্থী নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫ (১) (খ) ধারায় অভিযোগ দায়ের করিবার আদেশের বিরুদ্ধে এই উত্তরবিচার দাযের করিয়াছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ .... তারিখেব প্রশ্নাধীন আদেশটি আইনের দৃষ্টিতে মন্দ, বিপথগামী এবং স্বেচ্ছাচারীতার প্রতীক।

(খ) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার বিধান অমান্য করিবার ফলস্বরূপ প্রশ্নাধীন আদেশটি মন্দ এবং শুরু হইতেই অসিদ্ধ হইয়াছে এবং যাহার ফলে ইহা বাতিল হইবার যোগ্য।

(গ) ঐ শিক্ষিত মুনসিফ উপযুক্ত তদন্ত না করিয়া একটি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত মুনসিফের গুরুত্বপূর্ণ বিচারভিত্তিক ব্যাপারটির সিদ্ধান্তের জন্য দক্ষ হস্তরেখাবিদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত ছিল।

(ঙ) ঐ বিচারের স্বার্থে একটি অভিযোগ দায়েরকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য সিদ্ধান্ত নথীভুক্ত করিবার ব্যর্থতায় শিক্ষিত মুনসিফ একটি একতরফা আদেশ দিয়া তাঁহার স্বৈরাচারীত্বই প্রমাণ করিয়াছেন, যে পদ্ধতিটি আইনের দ্বারা অনুমোদিত নহে।

(চ) ঐ শিক্ষিত মুনসিফ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় পরিকল্পিত কারণ প্রদর্শনের সুযোগ দিবার ব্যর্থতায় বিচারের কঠিন ব্যর্থতা ঘটাইয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া উত্তরবিচারপ্রার্থী দায়েরকৃত উত্তরবিচারগুলির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ এবং ১৯৫ (১) (খ) ধারার বিধানে অভিযোগ দায়ের এর ক্ষেত্রে মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কার্য্যবাহগুলি স্থগিত করিবেন।

এবং আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী; কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ নিম্নআদালতে কার্যাবাহ স্থগিতের জন্য একটি পৃথক দরখাস্ত দাখিল করা প্রয়োজন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৩ ধারায় স্থগিতের জন্য প্রার্থনার দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .. .. এর আদালত

মামলা নং .... সাল

রাজ্য বনাম ....

আসামী .. .. এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে আসামী .... প্রথম মুনসিফের বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা বিচারকের .... আদালতে একটি উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছেন যিনি প্রথম অধীনস্থ বিচারক শ্রী .... এর আদালতে স্বত্ব উত্তরবিচার নং ... ... টি স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং শিক্ষিত অধীনস্থ বিচারক সন্তুষ্টচিত্তে স্বত্ববিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আজ্ঞপ্তির অর্থ আদায় স্থগিত রাখিয়াছেন।

(২) ঐ .... তারিখে আসামী শিক্ষিত প্রথম মুনসিফের দ্বারা .... তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে যাহাতে আসামীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৩ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য বিচারকরা উচিত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে একটি উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছেন এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... সন্তুষ্টচিত্তে বর্তমান মামলার অতিরিক্ত কার্য্যবাহ স্থগিত করিয়াছেন।

(৩) ঐ আসামী দরখাস্তকারী উত্তরবিচার আদালতের আদেশগুলি জানাইয়া আইনজীবির পত্রাদি সমেত ইহার সহিত সংলাগ করিয়াছেন।

(৪) ঐ বর্তমান কার্য্যবাহর ভাগ্য স্বত্ব উত্তরবিচারের ফলাফলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল যেহেতু শিক্ষিত অধীনস্থ বিচারক মুনসিফের সিদ্ধান্ত বিপরীত করিয়া দিলে, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারায় দরখাস্তকারীর অভিযোগের আদেশ

অচলযোগ্য হইবে না যেহেতু আদেশের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত বিচারের প্রশাসনক্ষেত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে যদি ফৌজদারী আদালতের বিচারের রায়ের দ্বারা দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত বিচারের রায় বাস্তবভাবে বাতিল করা যাইতে পারিত। প্রশ্নাধীন লিখিত প্রতিশ্রুতির বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত ব্যাপারে পক্ষদের মধ্যে বিচারের রায় পক্ষদের মধ্যে পরবর্তী সকল কার্যাবাহগুলির ক্ষেত্রে দোষাবাদোষ দ্বারা পরিচালিত হইত। দেওয়ানী আদালত লিখিত প্রতিশ্রুতিকে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলে ফৌজদারী আদালতের হস্ত সরাইয়া লওয়া উচিত ছিল এবং মামলাটির অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত ছিল না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৩ (২) ধারায় স্বত্ব উত্তরবিচার অথবা ফৌজদারী উত্তরবিচার যাহাই পরবর্তী হউক তাহার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত রাখিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (১) দেখুন 12 Cal WN 1 6 Cri LJ 354 (স্থগিতের উপর)

(২) দেখুন ILR (1971)। Cal 373 (বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের অনুপস্থিতিতে আদালতের আদেশের যোগাযোগ, প্রমাণসাপেক্ষতা অথবা বিশুদ্ধতা আদালতের আদেশের যথেষ্ট সংবাদ প্রেরণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত)।

নং ৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৮ ধারায় দরখাস্তের দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা

দায়রা বিচারক এর আদালত

অথবা

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত

অথবা

আদালত

কার্যবাহ নং

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৮ ধারায় ক্ষমাপ্রার্থনা

দোষী ব্যক্তি র বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীর জিম্মায় আটক করিয়া রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং বিচারিক কার্যবাহতে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য কেন তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত হইবে না ইহার জন্য কারণ প্রদর্শন করিতে তাঁহাকে একটি সুযোগ দিয়াছেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারীর বিচারিক কার্য্যবাহে বাধা সৃষ্টি করিবার অথবা আপনার মহানুভবকে অপমান করিবার তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই।

(৩) ঐ দরখাস্তকারীকে বিবাদী/অথবা অভিযোগকারী তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত স্থাপন করিলে দরখাস্তকারী নিজের আত্মসংযম হারাইয়াছিলেন এবং সেইহেতু ইঙ্গিত স্থাপন করিয়া উত্তেজনা সৃষ্টিকারক অপরপক্ষের বিরুদ্ধে উদ্গার তুলিয়াছিলেন।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী তাঁহার আটককালীন সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি মানসিক সমতা রক্ষা না করিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা আদালতে ঐরূপ সুস্পষ্টভাবে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করা তাঁহার উচিত হয় নাই এবং সেইহেতু তিনি আদালতে যাহা করিয়াছিলেন তাহার জন্য অবিশেষিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপববশ হইযা আমাব ক্ষমার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৬ ধারার বিধানে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৮ ধারার কার্য্যবাহের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার দরখাস্ত

আদালত ....

কার্য্যবাহ নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৮ ধারার বিধানে আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য দরখাস্ত

.... এর বিনীত দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) আপনার মহানুভব দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ লইবার উদ্দেশ্যে মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালতে যে স্থানে আপনার মহানুভব দরখাস্তকারীর মামলাটি প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন যিনি .. .. মামলা নম্বরে সাক্ষীরূপে দরখাস্তকারীর উচ্চস্বরে বিবৃতি নথীভুক্ত করিবার সঠিকতার ক্ষেত্রে আপত্তি দিয়াছিলেন, সেই আদালতে তাঁহার উপস্থিতির জন্য প্রত্যাভূতির দিবার জন্য বলিয়াছিলেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী সাক্ষীরূপে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আত্মসংযম হারাইয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুপযুক্ত রূপে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা আদালতকে অপমান করিবার তাঁহার কোন ইচ্ছা ছিল না।

(৩) আপনার দরখাস্তকারী বহু দূরের গ্রামের বাসিন্দা একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতেছেন এবং তিনি ইতিপূর্বে কোন আইনের আদালতে সাক্ষ্য দেন নাই এবং দরখাস্তকারী তাঁহার ব্যবহারের জন্য অবিশেষিত আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া আমার ক্ষমা গ্রহণ করিবেন এবং অভিযোগের দায় হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিয়া দরখাস্তকারীকে ক্ষমা করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৪ এবং ৩৫১ ধারার বিধানে দণ্ডাজ্ঞার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫১ ধারার বিধানে উত্তরবিচারের খোলাসা

দায়রা বিচারক ………… এর আদালত

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ……………………

এই বিষয় সম্পর্কিত

……………………………

……………………………

……………………………

উত্তরবিচাবপ্রার্থী

বনাম

এবং

রাজ্যসরকার

……………………………

……………………………

……………………………

উত্তরবাদী

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শিক্ষিত শ্রী …………… বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী ………… মামলা নম্বরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৪ ধাবার বিধানে দণ্ডাজ্ঞা এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫১ ধারার বিধানে উত্তরবিচার যে মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে আসামী দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তিন মাসের জন্য

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য হইয়াছিল, অন্যথায় ১৫ দিনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড।

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী উপরোক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বিচারের ক্ষেত্রে তিনি যে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭/১৪৯/৩২৩/৩২৬ ধারার বিধানে . ..... মামলা নম্বরে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

(২) ঐ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭/১৪৯/৩২৩/৩২৬ ধারার বিধানে .... মামলা নম্বরের অনুসন্ধানের সমকালীন অবস্থায় উত্তরবিচার প্রার্থী .... স্থানে অবস্থিত অধীনস্থ হাজতের টি. আই সাময়িক নিয়মের পদযাত্রায় দণ্ডায়মান ছিলেন যেস্থানে উত্তরবিচার প্রার্থী আসামী .... কে সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং বিচারের সময়ও মুখ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ঐ .... আসামীকে সনাক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু কূট পরীক্ষাতে উত্তরবিচারপ্রার্থী সত্যকথা প্রকাশ করিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি অভিযোগের ঘটনার বহু পূর্ব হইতেই .... আসামীকে জানিতেন শুধুমাত্র মুখের দেখা হইতে নয় নামের দ্বারাতেও জানিতেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত জনসংযোগ অভিযোক্তা বিচারের শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া উত্তরবিচার প্রার্থীকে বিরোধীপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

(৩) ইহা চিত্তাকর্ষক রূপে উল্লেখযোগ্য যে অনুসন্ধানের সময় অথবা মুখ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে কেহই উত্তরবিচার প্রার্থীকে তদন্ত করিয়া দেখেন নাই যে তিনি .... আসামীকে ঘটনার পূর্বে জানিতেন কিনা। কিন্তু বিচারের শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট একবার মুখ্য পরীক্ষা ও অন্যবার কূট পরীক্ষার, দুইটি বিপরীত ধর্মী উক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন যে উত্তরবিচার প্রার্থী স্বয়ং মিথ্যা শপথ লইয়াছেন এবং তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৪ ধারার বিধানে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্মুখে মিথ্যা শপথ করিয়া উক্তির জন্য একটি অভিযোগ দায়ের করা হউক এবং সেই হেতু উত্তরবিচারপ্রার্থী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৩ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(৪) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী বিচারের সময় উপরোক্ত দুইটি বিবৃতির আপাতদৃষ্ট অসামঞ্জস্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়া উক্তভাবে উত্তরবিচার প্রার্থীর দণ্ডাজ্ঞার আদেশ দিয়াছিলেন।

(৫) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী দণ্ডিত হইবার এবং দণ্ডাজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে উত্তরবিচার দায়ের করিতেছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আইনে এবং তথ্যের ব্যাপারেও ভুল করিয়াছেন।

(খ) ঐ দণ্ডিত করিবার এবং দণ্ডাজ্ঞার আদেশ বিপথগামী এবং আইন বিরুদ্ধ।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দুইটি উক্তির মধ্যে কোনটি মিথ্যা তাহা নথীভুক্ত না করিবার ব্যর্থতায় বিচারের সাংঘাতিক ব্যর্থতা ঘটিয়াছে।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট, উত্তরবিচারপ্রার্থীর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানটিকে যুক্তির সহিত নথীভুক্ত না করিবার ব্যর্থতায় দণ্ডিত করিবার এবং দণ্ডপ্রদানের আদেশটি আইনে খারাপ হইয়াছে এবং সেইহেতু দণ্ডিত করিবার এবং দণ্ডাজ্ঞার প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিলযোগ্য।

(ঙ) ঐ যদিও বিচারের রায়ের সহজ পঠন হইতে হইা পরিদৃষ্ট হয় যে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরবিচার প্রার্থীর মুখ্য পরীক্ষার উক্তি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তবুও ইহা উল্লেখযোগ্য যে ফৌজদারী মোকদ্দমার বাদীপক্ষ কূট পরীক্ষায় বিবৃতি দিবার পরে উত্তরবিচার প্রার্থীকে বিরোধীপক্ষ বলিয়া ঘোষিত করিয়াছিলেন এই মর্মে যে আসামী পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিচিত ছিল। কিন্তু বিচারের শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী বাদী পক্ষের অছিলার মর্মে যে উত্তরবিচারপ্রার্থী জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু আসামী কে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার মুখ্য পরীক্ষায় পূর্ববর্তী উক্তি ভুল ছিল বলিয়া বর্ণনাযুক্ত হইয়াছিল, ইহার কোন সন্তোষজনক এবং সন্দেহ নিবারক কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু উত্তরবিচার প্রার্থীকে বিরোধীপক্ষ বলিয়া গ্রহণ করা যদি ফৌজদারী বাদীপক্ষের মামলা হয় এবং তাহা না করিবার জন্য যদি অনিবার্য্য কারণ থাকে তাহা হইলে নির্দিষ্টভাবে কেহ বলিতে পারেন না যে উত্তরবিচার প্রার্থীর পূর্ব উক্তিটি মিথ্যা ছিল যাহা তাঁহাকে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবার জন্য ভুলপথে চালিত করিয়াছিল যাহার সিদ্ধান্ত কিছুই হইতে পারে না, ইহার মূল্যায়ণ করিতে ম্যাজিস্ট্রেট ব্যর্থ হইয়াছেন ফৌজদারী বাদী পক্ষ যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে পারে যে উত্তরবিচার প্রার্থীর তাহার কূট পরীক্ষায় বিবৃতি মিথ্যা এবং মুখ্য পরীক্ষায় তাহার পূর্ববর্তী উক্তি সত্য।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আইনের অবস্থানের মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এই মর্মে যে বিভিন্ন অবস্থায় একটি সাক্ষী বিপরীত উক্তি প্রদান করিলে সেই সাক্ষীর উপর নিরাপদভাবে কোন নির্ভরতা থাকে না এবং সেই কারণেই দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৪ ধারার বিধানে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের একটি বিচারিক সিদ্ধান্ত নথীভুক্ত করা উচিত ছিল এই মর্মে যে সাক্ষী কোন মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন কিনা এবং ঐ একক সাক্ষীর উক্তির উপর কার্য্য চালাইয়া যাওয়া উচিত নহে। মামলার তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা হইতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে এই প্রকার পরিস্থিতিতে বিচারের স্বার্থে মোকদ্দমা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া উত্তরবিচারটি মঞ্জুর করিবেন, নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দণ্ডিত করিবার এবং দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিবেন।

অধিকন্তু হহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া উত্তরবিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ ধারার বিধানে নিম্নআদালত কর্তৃক প্রদত্ত একই জামিন চালাইবার জন্য উত্তরবিচারপ্রার্থীকে অনুমতিপ্রদান করিবেন।

আরো অধিকন্তু ইহাই প্রার্থনা যে উত্তরবিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় অনুগ্রহপূর্বক স্থগিত রাখিবেন।

টিপ্পনী :

(১) জামিনের দরখাস্ত এবং স্থগিতের দরখাস্ত পৃথকভাবে দায়ের করা উচিত।

(২) দেখুন 1976 Cri LJ 1784 (দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩৪৪ ধারার পরিধি প্রসঙ্গে) and 1973 Cri LJ 1176; AIR 1973 SC 2190 (দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৪ ধাবার পরিধি প্রসঙ্গে)।

(৩) দায়রা আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইলে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫১ ধারায় উত্তর বিচার উচ্চ আদালতে দাখিল হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

[Dispensation with Personal Attendance]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতায় ২০৫ ধারায় আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট . ... এব আদালত

সি আর মামলা নং .. . . . .

.... অভিযোগকারী

বনাম

.... আসামী

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারার দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার আসামী দরখাস্তকাবী তাঁহার আইনজীবির মারফত উপরোক্ত মামলায় আহ্বানপত্র জারীর পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মহানুভবেব সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী মেসার্স .... এব ব্যবস্থাপক অধ্যক্ষ এবং তাঁহাকে আক্রোশ বশতঃ অভিযোগকারী আসামীরূপে মিথ্যাভাবে লিপ্ত করিয়াছেন।

(৩) ঐ দরখাস্তকারী এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি হইতেছেন এবং কোম্পানীর ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রায়ই তাঁহার বাসস্থান এবং কার্য্যালয় হইতে দূরে থাকিতে হয়।

(৪) ঐ দরখাস্তকারীর পক্ষে আদালতে প্রত্যেকটি তারিখে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর হইবে।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে আদালত তাঁহাকে যখন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে বলিবেন তিনি উপস্থিত হইবেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারার বিধানে তাঁহার আইনজীবির দ্বারা তাঁহাকে প্রতিনিধিত্ব করিবার

অনুমতি প্রদান করিয়া দরখাস্তকারীকে তাঁহার ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারার বিধানে আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

সি আর মামলা নং ....

.... অভিযোগকারী

বনাম

.... আসামী

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারার বিধানের দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ আপনার নির্দোষী আসামী দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবের সম্মুখে তাঁহার আইনজীবি সমেত উক্ত মামলায় আহ্বানপত্র জারীর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

(২) ঐ আপনার দরখাস্তকারী ৭০ বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং তিনি বহু রকমের ব্যাধিতে যেমন অত্যধিক উত্তেজনা পূর্ণ ব্যাধি, বাত ইত্যাদিতে ভুগিতেছেন এবং যাহার জন্য দরখাস্তকারী তিনবৎসর যাবৎ চিকিৎসার জন্য থাকাকালীন চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রমাণপত্র ও ঔষধব্যবস্থা উপস্থাপিত করিয়াছেন।

(৩) ঐ দরখাস্তকারীর পক্ষে প্রতি তারিখে আদালতে উপস্থিত হওয়া শারীরিকভাবে অসম্ভব।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে আদালত তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে যখনই উপস্থিত হইবার নির্দেশ দিবেন তিনি উপস্থিত হইবেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার আইনজীবির দ্বারা তাঁহাকে প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত উপাস্থিতি হইতে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনাব দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : দরখাস্তকারী আহ্বানপত্রে উল্লিখিত তাঁহাকে উপস্থিত হইবার জন্য দিনের পূর্বে উপস্থিত হইতে পারেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারায়

অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত করিবেন। যাহা হউক এই ক্ষেত্রে নূতন দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারায় আইনজীবির মাধ্যমে ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

সি আর মামলা নং ....

. . .. অভিযোগকারী

বনাম

.... আসামী

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারার দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ উপরোক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আহ্বানপত্র প্রাপ্ত হইয়া দরখাস্তকারী আদালতে তাঁহার ব্যক্তিগত হাজিরাব অব্যাহতির জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারার বিধানে দরখাস্ত দায়ের করিবাব জন্য তাঁহার আইনজীবিকে যথাযথভাবে নির্দেশ দিয়াছেন।

(২) ঐ অভিযোগকারী .... নাগরিক বিভাগের একজন আধিকারিক হইতেছেন যিনি, বিচারিক কার্য্যালয়ে আসীনরত বর্তমানে ... . স্থানে আপনার মহানুভবের আদালত হইতে বহুদূরবর্তী স্থানে কর্মরত আসামীর বিরুদ্ধে নাগরিক উপবিধির সামান্য লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযোগ দাযেব করিযাছেন।

(৩) ঐ দবখাস্তকারী গত রাজনৈতিক সম্পর্কিত .. .. পার্টি, যে প্রার্থী সম্প্রতি নাগরিক উপনির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এবং যে কাবণে অভিযোগকারী আসামীর কার্যালয়ের অবস্থান উল্লেখ করেন নাই তাঁহার জন্য আসামীকে অপমান কবিবার জন্যই অভিযোগটি দাযের করা হইয়াছে, এই আশঙ্কায় আপনার মহানুভব আহ্বানপত্র জারী করিবার সময় আসামীর ব্যক্তিগত হাজিরা অব্যাহতি করিয়া দিবেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অন্তিম বিচারের কার্য্যকালীন সময়ে তাঁহার আইনজীবিব দ্বারা তাঁহাকে প্রতিনিধিত্ব করাইবার অনুমতি প্রদান কবিয়া আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

টিপ্পনী : দেখুন 1988 C Cr LR (Cal 221).

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ (১) ধারার বিধানে আসামীর আদালতে ব্যক্তিগত হাজিরার অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

এম পি মামলা নং ....

.... অভিযোগকারী

বনাম

.... অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারা

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭(১) ধারার বিধানের দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী উপরোক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি তারিখেই আদালতে উপস্থিত হইতেছেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী (অপরপক্ষ) ইতিমধ্যেই জন অধিকারের অস্বীকাবের সমর্থনে তাঁহার সাক্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীর আইনজীবি তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন বলিয়া অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য তাঁহার অধিকতব উপস্থিতির প্রয়োজন নাই।

(৩) ঐ দরখাস্তকারী একজন ব্যবসায়ী এবং সেইহেতু তাঁহাকে অবস্থিতিরি স্থান বহির্ভূত থাকিতে হয়।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আইনজীবিকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতি করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ ধাবা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৩ ধারার ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যবাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ (১) ধারার বিধানে আদালতে আসামীদের ব্যক্তিগত হাজিরার অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত (অপর নিদর্শ)

শ্রী .... এর আদালত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী ....

জি আর মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭/৪৪৮/৩৭৯/৩২৩/৩৪১ ধারাগুলির অন্তর্ভুক্ত

রাজ্য সরকার বনাম .... এবং অপরপক্ষগণ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭(১) ধারার অন্তর্ভুক্ত দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) অদ্য চিকিৎসা আধিকারিক এবং বক্রী ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) ঐ দরখাস্তকারী তাঁহার ভগিনীর নিকট হইতে তাড়িত বার্তা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অসুস্থ পিতাকে দেখিবার জন্য .... স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন।

(৩) যেহেতু সকল প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের পরীক্ষা কবা হইয়া গিয়াছিল সেইহেতু সনাক্তকরণের কোন প্রশ্ন নাই এবং যেহেতু অভিযোগেব ঘটনাটি উভয় সাক্ষীদেব এবং আসামীদের বাসস্থানেই ঘটিয়াছিল।

(৪) বিচারের এই ক্ষেত্রে আসামীর উপস্থিতির প্রযোজনীযতা নাই।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ (১) ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে দায়রা বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হাজিরার অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

.... অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .. . .

দায়রা বিচার নং ....

রাজ্যসরকার বনাম . .. .

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ (১) ধারার অন্তর্ভুক্ত দবখাস্ত

আসামী .. .. বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী পূর্ববর্তী তারিখগুলিতে নিয়মিত বিচারের স্থানে যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু অদ্য অকস্মাৎ পাকাশয় প্রদাহে আক্রান্ত হইয়া যাইবার জন্য যাহার জন্য গত রাত্রে তাঁহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল, আদালতে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

(২) ঐ আপনার দরখাস্তকারীর সনাক্তকরনের প্রযোজনীযতা নাই এবং বিচাবের ক্ষেত্রেও তাঁহাব উপস্থিতি প্রয়োজন নহে যেহেতু আইনজীবির দ্বারা তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব হইয়াছে।

(৩) ঐ যেহেতু দুইজন যথোচিত সাক্ষীদ্বয় আদালতে বাজেয়াপ্ত তালিকা প্রমাণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এবং দ্রব্যগুলি আসামী দবখাস্তকারীর দখল হইতে

উদ্ধার করা যায় নাই, তাঁহাদের সাক্ষ্য আসামী দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিতেই লওয়া যাইতে পারে যাহাতে বিচারের কার্য্যবন্ধ হইবে না।

(৪) ঐ দরখাস্তকারীর ভ্রাতা হাসপাতালের জরুরী ওয়ার্ডে দরখাস্তকারীর নিকট চিকিৎসকের যোগদানের স্বরূপ চিকিৎসা প্রমাণপত্র আপনার মহানুভবের পঠনের জন্য উপস্থিত করিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া আদালতে আসামী দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত হাজিরা অব্যাহতি দিয়া দরখাস্তকারীর আইনজীবিকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে শুরুকৃত পুলিশ মামলায় ২০৫ ধারার বিধানে আসামীর ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

মহকুমা/বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট .... এর আদালত

জি আর মামলা নং .... সাল ....

অনুরূপ ....

পি এস মামলা নং .... তারিখ ....

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১২০ বি/৪৯৮এ/৪০৬/৪২০ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধান

আসামী, শ্রীমতী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ বর্তমান মামলাটি শ্রী .... এর দ্বারা অভিযোগের দবখাস্তের উপর ভিত্তি করিয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬ (৩) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে এবং ঐ মামলাটি দরখাস্তকারীকে হয়রানি করিবার জন্য রুজু হইয়াছে।

(২) ঐ বর্তমান মামলায় পুলিশ উপযুক্ত তদন্ত না করিয়াই অভিযোগের কাগজ দাখিল করিয়াছেন। আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছেন।

(৩) ঐ আপনার দরখাস্তকারী ৭৯ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা পর্দানশীন মহিলা এবং তিনি হাঁপানী এবং বাতসংক্রান্ত রোগ মূলক বহু ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছেন এবং দরখাস্তকারীর পক্ষে আদালতে হাজিরা দেওয়া যথেষ্ট যন্ত্রণা এবং কষ্টের কারণ হইবে।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত হাজিরার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ঘটিলে তিনি বিলম্বাগত অবস্থায় উপস্থিত হইবেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে তাঁহার আইনজীবি শ্রী .... আইনজীবির মারফত উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত উপস্থিতির অব্যাহতি ঘটাইবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান ....

তারিখ ... .

টিপ্পনী ঃ (১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ২০৫ (১) ধারাব বিধান অভিযোগের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র দরখাস্ত সীমিত করে নাই; ইহা পুলিশ প্রতিবেদনের উপর রুজুকৃত মামলায় অথবা ১৫৬ (৩) ধারার বিধানে বেজেষ্ট্রীকৃত পুলিশ মামলাতেও প্রয়োগ•হইবে Cr P. C 1995 C CR LR (Cal) 180.

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৫ ধারার বিধানের জন্য পূর্ববর্তী উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা নাই। 1995 C Cr LR (Cal) 306.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মামলা এবং পাল্টা মামলার বিচারের দরখাস্ত

[Trial of Cases and Counter Cases]

নং ১ — একই আদালতে মামলা এবং পাল্টা-মামলার বিচার করার জন্য দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী ....

মামলা নং ....

রাজ্য অথবা .... অভিযোগকারী বনাম .... এবং অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৩/২০৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানের দরখাস্ত

অভিযোগকারী অথবা কার্যত অভিযোগকারী (ক্ষেত্রবিশেষে যাহা হইবে) ... . (নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ বর্তমান মামলায় দরখাস্তকারী একজন অভিযোগকারী (অথবা কার্যত অভিযোগকারী) কিন্তু একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে .... আসামীর দ্বারা একটি দায়রা বিচারের মামলায় .... মামলা নম্বরে তিনি একজন আসামী।

(২) ঐ বর্তমান মামলাটি আপনার মহানুভবের দ্বারা বিচারযোগ্য এবং সাক্ষীদেব পরীক্ষার দিন .... তারিখে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(৩) ঐ উপরোক্ত পাল্টা মামলা বিচারের জন্য দায়রা আদালতে .... তারিখে আপনার মহানুভবের দ্বারা .... তারিখের আদেশের দ্বারা সমর্পিত হইয়াছে।

(৪) ঐ যদিও বর্তমান মামলাটি বিচারযোগ্য তবুও বিচারের স্বার্থে যেহেতু পাল্টা মামলাটি পক্ষদের মধ্যে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দায়রা আদালতে প্রেরিত হইয়াছে, সেজন্য ম্যাজিস্ট্রেটের মামলাটি দায়রা আদালতেই প্রেরণ করা বিধেয় যেহেতু পরস্পর সংঘর্ষ বিধায়ক সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিবার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের দৃষ্টিতে (1980 Cri LJ 271; AIR 1980 SC 1780) উভয় মামলাই এবং পাল্টা মামলাটি একই আদালতে বিচার হওয়া উচিত।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বর্তমান মামলাটিকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৩ ধারার বিধানে দায়রা আদালতে প্রেরণ করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : বস্তুতঃ ম্যাজিস্ট্রেট একমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য নয় এমন মামলা প্রেরণ করিতে পারেন না কেবলমাত্র এই কারণে যে পালটা মামলাটি যাহা দায়রা আদালত কর্তৃক একমাত্র বিচারযোগ্য তাহা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৯ ধাবায় সংঘটিত হইয়াছে। তবে দায়রা আদালত কর্তৃক উভয় মামলা এবং পালটা মামলার একত্রে বিচারের জন্য বাতিল করিয়া দিবার আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করা যাইতে পারে। দেখুন (1982) I Cal HN 440.

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪১০ অথবা ৪০৮ ধারার বিধানে মামলা এবং পালটা মামলার একই আদালতের নথীতে স্থানান্তরকরণের জন্য দরখাস্ত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

১. ....

২. ....

৩. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা দিবেন)

দরখাস্তকারীগণ

বনাম

১. ....

২. ....

৩. ....

(অপরপক্ষদের নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা দিবেন)

অপরপক্ষগণ

এবং

রাজ্যসরকার

এবং

এই নামে

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪১০ ধারার বিধানে যে কোন দুইটি মামলার একটিতে, যেমন জি আর অথবা সি আর মামলা নং (ক্ষেত্র বিশেষে যাহা হইবে) শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী (দ্বিতীয় আদালত) এর আদালতে চলাকালীন এবং জি আর অথবা সি আর মামলা (ক্ষেত্র বিশেষে যাহা হইবে) নং . ... যাহা শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট (তৃতীয় আদালত) এর আদালতে চলাকালীন আছে তাহা ঐ দুইজন শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে একজনের নথীতে স্থানান্তরকরণের জন্য দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীরা

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ ১নং দরখাস্তকারী জি আর মামলা নং .... (অথবা সি আর মামলা নং ....) এর কার্যত অভিযোগকারী (অথবা অভিযোগকারী এবং ঐ মামলায় অপরপক্ষরা আসামী হইতেছেন। ঐ মামলাটি শ্রী ... . বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... দ্বিতীয় আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য চলাকালীন রহিয়াছে। সাক্ষী লইবার তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে .... তারিখে।

(২) ঐ ১নং অপরপক্ষ জি আর মামলা .... নম্বরে (অথবা সি আর মামলা নং ....) যাহাতে দরখাস্তকারীরা আসামী ব্যক্তি সেই মামলাতে কার্যত অভিযোগকারী অথবা অভিযোগকারী ঐ মামলাটি শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণী .... তৃতীয় আদালতে চলাকালীন রহিয়াছে এবং (তারিখ দিবেন) আরো অধিক সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

(৩) ঐ উভয় মামলার মামলা এবং পাল্টা মামলা পক্ষদের মধ্যে একই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া হইয়াছে এবং তারিখ, সময় এবং স্থান প্রায় অভিন্ন।

(৪) ইহাই অভিপ্রেত যে উভয় মামলাই একই সঙ্গে একের পর এক একই ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার করা উচিত যাহাতে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত না হয় এবং উভয় মামলাতেই পক্ষদের বিপন্ন অবস্থায় না পড়িতে হয়।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া উভয় মামলারই নথীগুলি তলব করিবেন এবং নথীগুলি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যদি দেখেন যে একটি মামলা অপরটির পাল্টা মামলা এবং পক্ষদের শুনানীর পর দুইটি

মামলার মধ্যে একটিকে দুইটি শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে একটির নথীতে একই সঙ্গে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত করিবেন।

অধিকন্তু ইহাই প্রার্থনা যে উভয় মামলার অধিক কার্যাবলী দরখাস্তের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন

টিপ্পনী : (১) ইহা সকলসময় প্রয়োজনীয় নহে যে একজনের অধিক আসামী থাকিলে সকল আসামীদেরই একটি যৌথ দরখাস্ত দাখিল করা উচিত, কিন্তু বিজ্ঞপ্তি অপর পক্ষদের সকলের উপরই দেওয়া উচিত যাঁহারা অপব মামলার আসামী।

(২) ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর স্থগিতের জন্য পৃথক দবখাস্ত করিতে হইবে।

(৩) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে একই ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা উভয় মামলা এবং পাল্টা মামলার বিচার একত্রে করিবার জন্য দায়রা বিচারকের আদালতে দরখাস্ত করা যাইতে পারে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অভিযোগ

[Charge]

নিদর্শ — ৩২

(৩২ নং নিদর্শ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার দ্বিতীয় তপশীল হইতে গৃহীত)

অভিযোগগুলি

(২১১, ২১২ এবং ২১৩ ধারাগুলি দেখুন)

নং ১ — একই মস্তকে অভিযোগ

(১) (ক) আমি (ম্যাজিস্ট্রেটের নাম এবং কার্য্যালয় ইত্যাদি) আপনার (আসামী ব্যক্তির নাম) নামে নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগ করিতেছি ঃ

১২১ ধারা মতে

(খ) আপনি ঐ অথবা আন্দাজ .... দিন তারিখে .... স্থানে ভাবত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদ্বারা এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

(গ) এবং আমি এতদ্বারা আপনাকে নির্দেশ করিতেছি যে ঐ অভিযোগে এই আদালতের দ্বারা আপনার বিচার হইবে।

(সহি এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সহি)

[(খ) এর জন্য স্থলাভিষিক্ত হইবে)]

১২৪ ধারার উপর

(২) ঐ আপনি ঐ তারিখ অথবা অনুমান .... তারিখে .... স্থানে আইনের ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে বিরত রাখিবার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যপাল রাজ্যের নাম দিবেন) তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিবার ইচ্ছায় যেহেতু রাষ্ট্রপতি (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যপাল) রাষ্ট্রপতিকে প্রহার করিয়াছিলেন (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যপাল) এবং তদ্বারা এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ করিয়াছেন।

১৬১ ধারার উপর

(৩) ঐ আপনি .... বিভাগের একজন সরকারী কর্মচারী হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অপরপক্ষের (নাম দিবেন) জন্য .... নিকট হইতে (নাম দিবেন) সরকারী কার্য্য হইতে বিরত থাকার অভিপ্রায়ে আইনের পারিশ্রমিক ব্যতীত পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদ্বারা এই আদালতের প্রগ্রাহ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারায় শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ করিয়াছেন।

১৬৬ ধারার উপর

(৪) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে করিয়াছিলেন (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে করিতে ভ্রম হইয়াছিল) .... ঐ কার্য, যে ব্যবহার .... আইনের .... ধারার বিধানের প্রতিকূল হইয়া .... প্রতি অনিষ্টকর হইবে ইহা আপনার জানিত হইয়া এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে আপনি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

১৯৩ ধারার উপর

(৫) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ . ... তারিখে .... স্থানে .... বিচারেব সময়কালীন মধ্যে .... সম্মুখে সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে “ ....” যে বিবৃতি আপনি হয়তো জানিতেন অথবা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই এবং তদ্বারা এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

৩০৪ ধারার উপর

(৬) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে হত্যার পর্য্যায়ভুক্ত না হইয়া নিন্দনীয় নরহত্যা সম্বন্ধীয় কার্য করিয়াছেন .... ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছেন এবং তদ্বারা এই আদালতের প্রগ্রাহ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

৩০৬ ধারার উপর

(৭) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজমত .... তারিখে স্থানে এক ব্যাক্তির মাদকাসক্ত অবস্থায় তাঁহার আত্মহত্যায় আপোৎসাহিত করায় এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৬ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

৩২৫ ধারার উপর

(৮) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে স্বেচ্ছাপ্রসূতভাবে .... প্রতি নিদারুন যন্ত্রণাদায়ক আঘাত ঘটাইয়াছেন এবং

তদ্বারা এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৫ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

৩৯২ ধারার উপর

(৯) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন (নাম দিবেন) এবং তদ্বারা এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২ ধারার বিধানে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

৩৯৫ ধারার উপর

(১০) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে ডাকাতি করিবার অপরাধে এই আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারার বিধানে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

নং ২ — দুই অথবা অধিক মস্তকের উপর অভিযোগ

(১) (ক) আমি (ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির নাম এবং কার্য্যালয়) এতদ্বারা আপনার উপর (আসামী ব্যক্তির নাম) নিম্নলিখিতভাবে অভিযোগ করিতেছি।

(খ) প্রথম-ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .. .. তারিখে .... স্থানে, একটি মুদ্রা নকল জানিয়াও অপর ব্যক্তি ক, খ নামে মুদ্রাটিকে অকৃত্রিমরূপে প্রদান করিয়া দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৪১ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত : ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে একটি মুদ্রা নকল জানিয়াও ইহা অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য কখ নামে অপর ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৪১ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

(গ) এবং আমি এতদ্বারা আপনাকে নির্দেশ দিতেছি যে ঐ অভিযোগে ঐ আদালতে আপনার বিচার হউক।

(সহি এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের শীলমোহর)

[(খ) এর জন্য স্থলাভিষিক্ত হইবে]

(২) প্রথম — ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে .... ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়া হত্যা করিয়াছেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় — ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে .... ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়া হত্যার পর্য্যায়ভুক্ত না হইয়া নিন্দনীয় নরহত্যা সম্বন্ধীয় কার্য করিয়াছেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

(৩) প্রথম — ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে চুরি করিয়াছেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত — ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে চুরি করিয়াছেন এবং চুরি করিতে গিয়া এক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘটাইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়াছেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত — ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে চুরী করিয়াছেন এবং চুরীর পরে আপনার পলায়নকে কার্য্যকরী কবার জন্য এক ব্যক্তিকে বিরত থাকিবার কারণ ঘটাইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়াছেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধাবায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

চতুর্থত — ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে চুরী করিয়াছেন এবং ঐ চুরী হইতে গৃহীত সম্পত্তি আটক করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির প্রতি ভীতি অথবা আঘাত প্রদর্শনের কারণ ঘটাইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়াছেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮২ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

(৪) ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে ... . স্থানে অনুসন্ধানের সময়কালীন মধ্যে .... সম্মুখে, সাক্ষ্যে উক্তি করিয়াছিলেন যে " ...." এবং ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে বিচারের সময়কালীন মধ্যে .... সম্মুখে সাক্ষ্যে উক্তি করিয়াছিলেন যে "..............." উক্তিগুলির মধ্যে একটি আপনি হয়তো জানিতেন অথবা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

(ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা বিচারের কার্য্যগুলির ক্ষেত্রে "দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে শব্দটির স্থলে "আমার প্রগ্রাহ্যের মধ্যে" শব্দটি স্থলাভিষিক্ত হইবে।)

নং ৩ — পূর্ববর্তী দণ্ডাজ্ঞার পরে চুরীর জন্য অভিযোগ

আমি (নাম এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্যালয় ইত্যাদি নিম্নলিখিতভাবে আপনার বিরুদ্ধে (আসামীর নাম) অভিযোগ করিতেছি :

ঐ আপনি ঐ তারিখে অথবা আন্দাজ .... তারিখে .... স্থানে চুরী করিয়াছেন এবং তদ্বারা দায়রা আদালতের প্রগ্রাহ্যের মধ্যে (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে) ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন। এবং আপনি ঐ নামে (আসামীর নাম) অধিকন্তুভাবে অভিযুক্ত হইতেছেন যে ঐ অপরাধ করিবার পূর্বে, অর্থাৎ .... তারিখে আপনি .... দ্বারা (দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের আদালতের নাম) .... স্থানে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৭ অধ্যায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন যাহার শাস্তি হইল তিনমাসের জন্য কারাদণ্ড অর্থাৎ রাত্রে ঘর ভাঙ্গা (আইনের ধারায় অপরাধের জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলি বলিবেন যাহার জন্য আসামী দণ্ডিত হইয়াছেন) যে দণ্ডাজ্ঞা এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যকরী রহিয়াছে এবং কার্য্যতঃ আছে এবং আপনি তদ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৭৫ ধারায় বর্ধিত শাস্তি পাইবার যোগ্য।

এবং আমি তদ্বারা আপনাকে নির্দেশ দিতেছি যে আপনার বিচার, ইত্যাদি হউক।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১১ ধারায় দায়েরকৃত অভিযোগের বিরুদ্ধে আপত্তি

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর আদালত

মামলা নং ....

মোটর পরিবহন আইনের ১৯২ ধারার অন্তর্ভুক্ত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫১ ধারার অন্তর্ভুক্ত দোষারোপের বিরুদ্ধে আপত্তি

আসামী .... এবং ....

(নামগুলি)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ আসামী .... লরী .... নং এর মালিক এবং আসামী .... ঐ লরীর চালক।

(২) ঐ আপনার মহানুভব আসামী .... (লরীর মালিক) কিভাবে মোটর পরিবহণ আইনের ৩৯ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন তাহা বিবৃত করেন নাই।

(৩) ঐ আপনার মহানুভব আসামী চালককে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি গমনপথের অনুমতি পত্রকে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন কিনা কিন্তু কিভাবে এবং কোথায় এবং কি কি শর্তকে তিনি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তাহা প্রশ্ন করেন নাই।

(৪) *ঐ নির্দিষ্ট অভিযোগের অনুপস্থিতিতে আসামী ব্যক্তিদের দোষারোপের* সম্মুখীন হওয়াতে ক্ষতি হইয়াছিল।

(৫) ঐ বিচারের সময়কালীনের মধ্যে ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষ আসামীকে পশ্চাতে রাখিয়া সাক্ষী দিয়াছিলেন যে গাড়ীর চালক গাড়ীর ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে দুইজন আরোহীসমেত সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ওজন লইয়াছিলেন এবং লরীতে ঐ মালগুলি বহন করিয়া গমনপথের অনুমতিপত্রে উল্লিখিত গমনপথ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু ফৌজদারী পক্ষ বহু তথ্য সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন যাহার জন্য তাঁহারা পূর্ব হইতে সতর্ক ছিলেন না এবং সেইহেতু তাঁহাদের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনিষ্ট হইয়াছে।

ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দয়াপরবশ হইয়া সাক্ষ্যের মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপত্তি বিবেচনা করিবেন এবং ফৌজদারী পক্ষকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫১ ধারায় উল্লিখিত মূলসূত্রগুলি ধরিয়া থাকিবার জন্য বলিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ ইহা উপদেশযোগ্য যে অভিযোগ ইতিমধ্যে লিখিত হইয়া থাকিলে কোন দ্বন্দ্ব উত্থাপন করিবেন না। দরখাস্ত আপাতঃদৃষ্টিতে নির্দোষাপন্নরূপে প্রতীয়মান হওয়া উচিত যেহেতু আদালত স্বয়ংক্রীয়ভাবে অথবা ফৌজদারী পক্ষের প্রার্থনায় আসামীর নিজ ঝুঁকিতে যে কোন সময় অভিযোগ পরিবর্তন করিতে পারেন। বিচার নথীভুক্ত করাই হইল গুপ্ত উদ্দেশ্য।

নং ৫ — স্থায়ী অপরাধের ক্ষেত্রে লিখিত অভিযোগ হইলে তাহার আপত্তি কিন্তু সাক্ষ্য আসামীর নির্মাণক্ষম প্রবণতার দিকেই আছে।

শ্রী ... . বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... আদালত

মামলা নং ... .

রেলপথ আইনের ১২৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১১ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে অভিযোগের বহির্ভূত ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রদানে আপত্তি

আসামী ....

(নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

ঐ সকল আসামী ব্যক্তিই দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে অপরাধ করিবার জন্য বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন কিন্তু ফৌজদারী পক্ষের বাদীপক্ষ আসামীর প্রতিরক্ষার্থে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৯ ধারায় আসামীর উপর আনুমানিক প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য সাক্ষী দিতেছেন এবং সেইহেতু আসামী তাঁহার প্রতিরক্ষার্থে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

ইহাই প্রার্থনা যে আসামীকে তাঁহার প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ করিবার জন্য ফৌজদারী পক্ষের অভিযোগের বহির্ভূত ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান হইতে সংযত থাকা উচিত।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : আসামী নিশ্চিতভাবে প্রদর্শন করিবেন যে তিনি কিভাবে নির্দিষ্ট অভিযোগ গঠনের অথবা পৃথক অভিযোগের ভুল হইতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১২ ধারায় অভিযোগ গঠনের ভুলের জন্য আপত্তি

সহকারী দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং ....

অভিযোগের বহির্ভূত ক্ষেত্রে অতিক্রম করিয়া ফৌজদারী পক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিলে তাহার আপত্তি

আসামী ....

(নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ অভিযোগের কাগজে অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে অপরাধের জন্য গঠিত অভিযোগেও নির্দিষ্টভাবে ইহা বিবৃত করা হয় নাই যে কখন এবং কোথায় অভিযোগকারিনীকে হরণ করা হইয়াছিল। এমনকি উক্ত বিষয়ের সূত্রগুলিতে অভিযোগকারিনী স্বয়ং নিশ্চিত নহেন। কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমার বাদীপক্ষ বাদীপক্ষের ছিদ্র পূর্ণ করিবার জন্য ঝোপে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া পরবর্তী সাক্ষীদের মাধ্যমে প্রতিরক্ষার অনিষ্ট সাধন করিতেছেন।

ইহাই প্রার্থনা যে ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিল অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রতিরক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৭ — ২১২ ধারার বিধানে ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগের ক্ষেত্রে আপত্তি

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (প্রথম আদালত) .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং ....

রাজ্যসরকার বনাম .... এবং ৩ জন অপরব্যক্তিগণ

আসামীর .... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগের কাগজে অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগে কেবলমাত্র অপরাধের উল্লিখিত তারিখ ব্যতীত সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে না যে কোন্ চারজন আসামী দুই জন প্রতারিতকে কোন স্থানে এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন। এমনকি প্রতারিত কন্যাদের মধ্যে একজনের নাম অভিযোগের কাগজে এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত সাক্ষীদের বিবৃতির মধ্যে প্রদত্ত নাম হইতে পৃথক। এমনকি ঐ সকল বিবৃতিব দ্বারা ফৌজদারী পক্ষের পছন্দঅনুযায়ী তাহার সুবিধা অনুসারে যে কোন সময়ে ঘটনাব স্থল করিয়া দিবাব অবকাশ আছে।

(২) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যগুলি ফৌজদারী মামলার ত্রুটিস্বরূপ হইয়া আসামীব প্রতিরক্ষাকে গুরুতরভাবে কার্য্যকরী করিয়া অনিষ্ট করিতেছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আক্রান্তকারীদের প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ এবং নির্দিষ্ট সময় এবং আক্রান্তকারীদের ধর্ষনকারী নির্দিষ্ট আসামীকে চিহ্নিত করিয়া দিবার বিষয় ফৌজদারী পক্ষকে বলা হউক। যেহেতু আসামী ধর্ষণের অভিযোগের আক্রান্তকারীদের নিকট স্বীকৃতভাবে অজানিত ছিলেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যবত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১২ ধারায় অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে একত্রে সর্বসাকুল্যে আপত্তি

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট . ... এর আদালত

মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪০৬/১২০ বি ধারার অন্তর্ভুক্ত

আসামী ব্যক্তিদের .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ গঠিত অভিযোগগুলিতে তিনবৎসরের উর্ধে বহু স্বতন্ত্রবস্তুর বহু তারিখের অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করার বিষয় নিহিত আছে এবং অভিযোগগুলিতে এত অর্ন্তসংযোগ রহিয়াছে যে বিচারের সময় স্বতন্ত্রবস্তুগুলির পৃথকীকরণ অথবা বিভক্তিকরণ সম্ভব নহে এবং সেইহেতু একটি অভিযোগে একত্রিতভাবে তারিখগুলির সম্মুখীন হওয়া কষ্টসাধ্য।

(২) ঐ আসামীর অভিযোগের সম্মুখীন হওয়ার জন্য দুষ্করতার পরিহারও অপসারণের উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর অভিযুক্ত অপরাধগুলির সংঘটনের ক্ষেত্রে পৃথক বিচার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এমতাবস্থায় আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অভিযোগগুলির বিভক্তীকরণ করিবেন এবং তাহাদের জন্য পৃথক বিচার করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৫ ধারায় অভিযোগ হইতে ফৌজদারী বাদীপক্ষ পৃথক মামলা আনয়ন করিলে তাহার আপত্তি

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৬১ ধারার অন্তর্ভুক্ত এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৪(১) ধারার বিধান মত আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইয়াছে এই মর্মে যে আসামী সরকারী কর্মচারী হইয়া তাঁহার কার্যালয়ের কার্য্যের প্রদর্শনের প্রয়োগ বিধিস্বরূপ 'ক' কে সমর্থন করিয়া 'ক' এর জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন ইহা দেখাইবার জন্য কিছু অর্থ পুরস্কার লইয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী বাদীপক্ষ সাক্ষ্যে এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে আসামী সরকারী কর্মচারী হইয়া 'ক' এর জন্য চাকরী করিয়া দিবেন বলিয়া কিছু অর্থ দাবী করিয়াছিলেন এবং জনৈক 'খ' অর্থটি প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা আসামী দরখাস্তকারী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) ঐ অভিযোগে অথবা ফৌজদারী বাদী পক্ষের নির্দিষ্ট উক্তি নাই যে চাকরী করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতিতে আসামীর কোন সুযোগ ছিল।

(৩) ঐ ফৌজদারী বাদীপক্ষ আসামীর নিকট হইতে একটি পৃথক মামলা আনয়ন করিয়া প্রতিরক্ষার গুরুতররূপে ক্ষতিসাধন করিতেছেন এবং সেই হেতু গ ঘ ঙ কে তাঁহাদের সাক্ষ্য দিবার নেতৃত্বের পথের বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে ফৌজদারী বাদীপক্ষ দয়াপরবশ হইয়া এই মামলায় গঠিত অভিযোগের উপর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ (১) দেখুন 1978 Cri LJ 1738, AIR 1978 SC 1672.

(২) অভিযোগে আপত্তি প্রথম সুযোগেই উত্থাপিত হওয়া উচিত এবং/অথবা বিচারের সময়কালীনের মধ্যে কিন্তু কার্যাবলীগুলির পরবর্তী অবস্থায় নহে। (1963)1 Cri LJ 632; AIR 1963 SC 666; (1963) 2 Cri LJ 671, AIR 1963 SC 1860; 1960 Cri LJ 544: AIR 1960 SC 409.

নং ১০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৬ ধারায় অভিযোগের পরিবর্তনের দরখাস্ত

শ্রী .... প্রথম আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট

মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩২৩/৩২৪/৩৪১/৩৫৪ ধাবার অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি

রাজ্যসরকার (অথবা .... অভিযোগকারী) বনাম .... এবং

অপরপক্ষগণ

অভিযোগের পরিবর্তনের জন্য ২১৬ ধাবার দবখাস্ত

রাজ্যসরকার এর (অথবা অভিযোগকারীর ক্ষেত্রবিশেযে)

বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ যদিও অভিযোগগুলি ৩জন আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৩২৩/৩৪১ ধারার বিধানে গঠিত হইয়াছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৫৪ ধারার বিধানে .... আসামীর বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ গঠিত হইয়াছে; সাক্ষ্য প্রকাশিত হইয়াছে, যেমন ফৌজদারী ১নং বাদীপক্ষ সাক্ষী (কার্যতঃ অভিযোগকারী অথবা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা অভিযোগকারী, ক্ষেত্রবিশেষে) এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী (ডাঃ ....) এবং ৩নং প্রদর্শিত বস্তু (রঞ্জনরশ্মির ধাতুখণ্ডগুলি) এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষী (রঞ্জনরশ্মি ব্যবহারের চিকিৎসক) চিরস্থায়ীরূপে মুখমণ্ডলের বিকৃতি (ফৌজদাবী বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষীর) হইয়াছে এবং আসামী .. .. ক্ষয়কারক তলীয় পদার্থ নাইট্রিক অ্যাসিডের মত সাংঘাতিক দ্রব্যের সাহায্যে ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুন যন্ত্রণাদায়ক আঘাতের কারণ ঘটাইয়াছেন এবং সেইহেতু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারার বিধানে একটি অভিযোগ আসামী . ...র বিরুদ্ধে গঠিত হওয়া উচিত যদিও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪/৩৫৪ ধারার বিধানে অভিযোগগুলি ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ৩২৪ ধারার অভিযোগ হইতে পরিবর্তন করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারার বিধানে আসামীর .... বিরুদ্ধে গঠিত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৭ ধারায় পরিবর্তিত অভিযোগের উপর অধিক কূট পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীদের পুনরায় আহ্বান করিবার দরখাস্ত

শ্রী .... প্রথম আদালতের, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩/৩২৪/৩৪১/৩৫৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৭ ধারায় ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীদের পুনরায় আহ্বানের জন্য দরখাস্ত

আসামী .. . ..র বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীদের পরীক্ষার সময়কালীন অবস্থায় ফৌজদারী বাদীপক্ষ রঞ্জনরশ্মি ব্যবহৃত চিকিৎসকের মতামতের নকল এবং আক্রান্তকারীর ক্ষতের প্রতিবেদন যোগান দিয়াছিলেন এবং সেইহেতু আসামী ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীদের চিকিৎসার প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফৌজদারী বাদীপক্ষেব সাক্ষীদের যথাযথভাবে কূট পরীক্ষা করিতে পারেন নাই।

(২) ঐ যেহেতু ভাবতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩২৪ ধারার অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারায় আসামীর ঝুঁকিতে পরিবর্তিত হইয়াছে; আসামীর অভিযোগের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ফৌজদারী বাদীপক্ষের ১নং, ৬নং, ৭নং এবং ৪নং সাক্ষীদের কূট পরীক্ষার জন্য আসামীকে একটি সুযোগ দেওয়া উচিত এবং সেই কারণে চারজন সাক্ষীদের অধিক কূট পরীক্ষার জন্য আহ্বান করিতে হইবে যাহা ব্যতীত আসামী দরখাস্তকারী গুরুতর রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীগণ ১নং, ৪নং, ৬নং এবং ৭নং কে দয়াপরবশ হইয়া বিচারের স্বার্থে আহ্বান করা হউক।

এবং আপনার আসামী দবখাস্তকারী কর্তব্যবত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১২ — যৌথ অভিযোগগুলিতে আপত্তি

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর .... আদালত

মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪০৬/৪২০ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসরকার বনাম ....

আসামীর .... (নাম দিবেন) দ্বারা

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৮ ধারার বিধানে একত্রিত অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী .... তাবিখে ২,৫০০ অর্থের ব্যাপারে ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪০৬ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং একই দিনে ঐ একই অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্যতঃ অভিযোগকারীকে প্রতারণা করার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পরবর্তী তাবিখে অর্থাৎ .... তারিখে ৯০০০ হাজাব অর্থের ব্যাপাবে একটি ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গ অপরাধ করার জন্য অধিকন্তু অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং পুনরায় তিনি একই তারিখে, অর্থাৎ .... তাবিখে একই অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্যতঃ অভিযোগকারীকে প্রতারণা করার জন্য পুনরায় অন্যতর উপাযে অভিযুক্ত হইয়াছেন। এবং এইভাবে একটি বিচাবে চারটি অভিযোগ যৌথভাবে হইয়াছে।

(২) চারটি যৌথ অভিযোগ ২১৮ ধারায় বর্ণিত কোন ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেইহেতু ইহা আইনেব বিপরীতমুখী।

(৩) ঐ আসামী দবখাস্তকারী দুইটি কর্মের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ দুইটি কার্য্যে একই প্রকৃতির নয়, তিনি চাবটি অপবাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং সেইহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৯ ধাবা স্পষ্ট লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

(৪) ঐ দুইটি কার্য্যে গঠিত অভিযোগগুলি পৃথক এবং সুস্পষ্ট, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২২০ ধারার বিধানে যৌথ অভিযোগগুলি যুক্তিপূর্ণ নহে এবং অভিযোগের যৌথতার ফলে প্রতিরক্ষাব গুরুতর রূপে ক্ষতি হইতেছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে অভিযোগগুলিব পৃথকীকরণ হওয়া উচিত এবং প্রতিটি একই ধরনের অপরাধের জন্য পৃথক বিচার থাকা উচিত;

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দায়রা বিচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় অনুসন্ধানের দরখাস্ত

[Local Inquiries in Criminal Proceedings]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৯ ধারার বিধানে স্থানীয় পরিদর্শনের জন্য দরখাস্ত

কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

.... দরখাস্তকারী বনাম .... অপরপক্ষ

১৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে স্থানীয় পরিদর্শনের জন্য দরখাস্ত

অপরপক্ষ .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক

(১) ঐ অপরপক্ষের যুক্তির মূল্যবৃদ্ধি করিবার পক্ষে যিনি জনসাধারণের রাস্তায় তাঁহার অনধিকার প্রবেশ অস্বীকার করেন, তাহার জন্য অভিজ্ঞ পরিদর্শক অথবা প্রমাতার দ্বারা স্থানীয় পরিদর্শন প্রয়োজন।

(২) ঐ স্থানীয় পরিদর্শন হইতে ইহা প্রতিভাত হইবে যে ওজর প্রদর্শনের জনসাধারণের রাস্তাটি অপরপক্ষের জমি হইতে যে স্থানে তিনি সীমানা দেওয়াল নির্মাণ করিয়াছেন তাহা হইতে প্রায় দুই ফুট দূরে চলিয়া গিয়াছে।

(৩) ঐ ক্ষেত্রে ইহা আরো প্রয়োজনীয় যে পরিদর্শনকারী ব্যক্তির উপর একটি নির্দেশ দেওয়া হউক এই মর্মে যে স্থিরীকৃত করিবার নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে তুলাদণ্ডের সাহায্যে প্রমাণযোগ্য পরিমিতির একটি নকশা তিনি তৈয়ারী করিবেন।

(৪) ঐ অপরপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ সমেত একজন অভিজ্ঞ পরিদর্শকের স্থানীয় পরিদর্শন ব্যতীত প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাইবে না এবং এইরূপ চেষ্টা ব্যতীত দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হইবে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক জনকার্যবিভাগের উদ্ভাবনকারকের উপর মামলা সম্পত্তির বিচারের স্বার্থে আপনার মহানুভব প্রদত্ত লিখিত আদেশ অনুযায়ী একটি স্থানীয় পরিদর্শন করিতে বলিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী অপরপক্ষ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : দেখুন 1956 Cri LJ 805; AIR 1956 SC 415; (1985) 3 SCC 676; 1986 Cri LJ 17: AIR 1985 SC 1664.

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৮ ধারার অন্তর্ভুক্ত পঠনরত ৩১০ ধারার বিধানে স্থানীয় অনুসন্ধানের দরখাস্ত

কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট .... -এর আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

.. .. দরখাস্তকারী

বনাম

.... অন্যান্যরা, অপরপক্ষগণ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৫/১৪৮ ধারার বিধানে স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য দরখাস্ত

অপরপক্ষ .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ পক্ষদের দ্বারা সাক্ষ্যপ্রদানের উপযুক্তভাবে মূল্যায়ণের জন্য এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪৪ ধারার বিধানে আদিম দরখাস্তে উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তির অবস্থার উপযুক্ত অনুভূতির উদ্দেশ্যে যাহা পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪৫ ধারার বিধানে একটি কার্যাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে সেইজন্য পক্ষদের সাক্ষীদের দ্বারা প্রদত্ত পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলি হওয়াতে আপনার মহানুভবের দ্বারা স্থানীয় পরিদর্শনের জরুরীভাবে প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক একজন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারায় স্থানীয় পরিদর্শন করিবার আদেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১০ ধারার বিধানে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে একটি বিচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিদর্শনের জন্য দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর আদালত ....

মামলা নং ....

.... অভিযোগকারী

বনাম

.... এবং ৯ জন অপরপক্ষ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১০ ধারার বিধানে স্থানীয় পরিদর্শনের জন্য দরখাস্ত

আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী ব্যক্তিরা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/৩২৩/১৪৯ ধারার বিধানে অভিযুক্ত হইযা বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন।

(২) ঐ পক্ষরা ঘটনাস্থলেব বর্ণনায় বিপরীতধর্মী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যদিও ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীরা প্রতিপাদন করিযাছেন যে ঘটনা ... . (তারিখে) .... স্থানে ঘটিয়াছে।

(৩) ঐ ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব সাক্ষীরা অভিযোগের স্থান এবং স্ব স্ব সাক্ষীদেব গৃহের দূবত্বের ব্যবধানের পৃথকভাবে মূল্য নিরূপণ কবিয়াছিলেন যদিও বস্তুতঃ তাঁহাবা অভিযোগের স্থান হইতে বহু দূরে বসবাস করেন।

(৪) ঐ আসামী ব্যক্তিরা প্রতিপাদন করিতেছেন যে অভিযোগেব দাঙ্গাব স্থল গিরির পার্শ্ববর্তী স্থান আরোহনযোগ্য নহে এবং এই স্থানটি ১০জন আসামী ব্যক্তি সমেত ১৫জন ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং ঐ গিরির স্থল মাত্র চার অথবা পাঁচ জনের পক্ষে উপযুক্ত যেক্ষেত্রে স্বীকৃত অবস্থায় বলা যায় যে গ্রামে একটি কেবলমাত্র গিরিস্থল রহিয়াছে।

(৫) প্রতিরক্ষার ঘটনা এবং ফৌজদারী বাদপক্ষের সাক্ষীদের নথীভুক্ত সাক্ষ্যেব পবিপ্রেক্ষিতে এবং পরিস্থিতির বিশেষতঃর ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের যথাযথভাবে মূল্যাযণেব জন্য এবং স্থানের বিবরণী যাহা কূট পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় নাই তাহা সঠিকভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য আপনার মহানুভবের দ্বারা একটি স্থানীয় অনুসন্ধান করিবাব আদেশ দিবার অতি উচ্চাঙ্গের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক অভিযোগেব ঘটনার স্থানটিতে এবং আসামীর সম্মুখে প্রতিরক্ষার জন্য উক্তির প্রবেশে ফৌজদাবী বাদী পক্ষ প্রদত্ত সাক্ষ্যে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক স্থানগুলিতে একটি পরিদর্শন করিবাব আদেশ দিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১০ ধারার বিধানে দায়রা বিচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিদর্শনের দরখাস্ত

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১০ ধারায় স্থানীয় পরিদর্শনের জন্য দরখাস্ত

আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীরা দাবী করিতেছেন যে ঘটনার স্থল আসামী ব্যক্তিদের গৃহের তিনটি ঘরের মধ্যে মধ্যবর্তী ঘরটি হইতেছে এবং তাঁহারা রাত্রি ১০ ঘটিকায় আসামী ব্যক্তির দ্বারা মৃতের উপর প্রহার নিজেদের স্বচক্ষে মসজিদের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আলোর খুঁটিতে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে দেখিয়াছিলেন।

(২) ঐ যদিও সকল সাক্ষীরা কূট পরীক্ষায় স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ আলোর খুঁটি ব্যতীত ঐ মোহল্লায় অথবা স্থানীয় অঞ্চলের কোন গৃহে বৈদ্যুতিক বাতিসমূহ নাই তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী হইবার জন্য ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী স্থানে আলোর খুঁটি বসাইয়াছিলেন।

(৩) ঐ এমনকি ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১০নং সাক্ষী অর্থাৎ পরিদর্শক আধিকারিক ঐ সকল প্রত্যক্ষদর্শীদের আলোর খুঁটির স্থান (রাস্তার আলো) সমর্থন করিয়াছিলেন এবং ফৌজদারী বাদীপক্ষ বাহ্যরেখা চিহ্নিত নক্সা প্রদর্শিত বস্তু করিয়াছিলেন (প্রদর্শিত বস্তু ৫) যেক্ষেত্রে ঘটনার স্থল এবং আলোর খুঁটি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল যদিও কূট পরীক্ষায় পরিদর্শক আধিকারিক স্বীকার করিয়াছিলেন যে স্থানীয় অঞ্চলে ঐটিই একমাত্র আলোর খুঁটি এবং ঘটনাস্থলের অর্ধক্রোশের মধ্যে আর কোন বৈদ্যুতিক আলোর খুঁটি নাই।

(৪) ঐ সকল ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীরা এবং ১০নং ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী অস্বীকার করিয়াছিলেন যে ঐ আলোর খুঁটি মসজিদের পশ্চিমপ্রান্তে রহিয়াছে এবং অন্ততঃ রাস্তার মসজিদ হইতে ১৫০ ফুট দূরে অবস্থিত এবং আসামী ব্যক্তিদের গৃহ এবং মসজিদের মধ্যে দূরত্ব অন্ততঃ ৩০০ হস্ত পরিমাণ।

(৫) ঐ ফৌজদারী বাদীপক্ষ . ... নাগরিক বিভাগের কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রতিরক্ষার ১নং সাক্ষীকে কূট পরীক্ষায় তাঁহার সাক্ষ্য প্রদত্ত স্থান বিবরণকে সংপ্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ফৌজদারী বাদীপক্ষ ঐ প্রতিরক্ষা সাক্ষীকে ইঙ্গিত

করিয়াছিলেন যে তিনি আসামী ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয় বলিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিবার জন্য স্থানের মিথ্যা বর্ণনা দিয়াছেন।

(৬) ঐ পক্ষদের বিপরীতমুখী উক্তিগুলি প্রদত্ত পারিপার্শ্বিকতার ক্ষেত্রে কূট পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না এবং আপনার মহানুভবের স্থানীয় পরিদর্শনের আদেশের দ্বারাই সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

(৭) ঐ পক্ষদের প্রদত্ত সাক্ষ্যের মূল্য স্থির করিবার জন্য এবং ঐ স্থানটি ও ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষ্যে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক স্থানগুলির বিবরণ বোধগম্য করিবার জন্য রাত্রি ১০ ঘটিকায় যে সময় অভিযোগের ঘটনা হইয়াছিল একটি স্থানীয় পরিদর্শনের প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক অপরাধ সংঘটনেব অভিযোগের স্থানটির বিবরণের জন্য এবং স্থানীয় বিশেষতঃর জন্য ইতিমধ্যে নথীভুক্ত সাক্ষ্যের উপযুক্ত মূল্য স্থির করিবার জন্য স্থানীয় পরিদর্শনের আদেশ দিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

দ্বিগুণ সংকটের বিরুদ্ধে আইন

[Laws against Double Jeopardy]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০০ ধারায় ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা বন্ধ করিয়া দিবার দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেনীর আদালত

মামলা নং .. ..

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০০ ধারায় দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে .... মামলা নম্বরে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ৩২৩, ৫০৪ এবং ৪৪৮ ধারায় মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ... ... এর আদালতে দরখাস্তকারী আসামীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা রুজু হইয়াছিল এবং ঐ অভিযোগের মামলায় মহকুমা শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারী আসামীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করিয়াছিলেন এবং মামলাটি আসামী দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

(২) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত ছিলেন এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৬ ধারায় আসামীকে মুক্তির আদেশ দেন। অভিযোগকারী ঐ ক্ষেত্রে মুক্তির আদেশকে বাতিল করিবার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাহার পরিবর্তে .... তারিখে অল্পদিন পরে অভিযোগকারী তাঁহার পূর্ববর্তী অভিযোগে বর্ণিত একই তথ্য উক্ত করিয়া নূতন অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন। বর্তমান অভিযোগের দরখাস্তটি অদ্য দিন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন না করিয়া পূর্ববর্তী অভিযোগের অবিকল পুনরাবৃত্তি। অভিযোগকারীর দরখাস্তের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ৩২৩ এবং ৫০৪ ধারার বিধানে মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর দ্বারা আহ্বানপত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং মামলাটি আপনার মহানুভবের নথীতে নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছে।

(৩) ঐ অভিযোগকারী, দরখাস্তকারীকে হয়রানি করিবার জন্য মামলা রুজু করিয়াছেন এবং বর্তমান মামলাটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০০ ধারার বিধানকে লঙ্ঘন করিয়াছে এবং সেইহেতু দরখাস্তকারীকে .... তারিখে নিষ্পত্তিকৃত .... মামলা নম্বরে পূর্ববর্তী কার্যাবলীতে একই তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে মামলায় দুইবার লিপ্ত করা যাইতে পারে না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে পূর্ববর্তী মামলা নং .... তে মুক্তির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি খারিজ করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০০ ধারার বিধানে একই তথ্যের ভিত্তিতে একই অপরাধ রচনার কারণে দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর .... আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০০ ধারায় দ্বিগুণ সঙ্কটের কারণে মামলা বাতিলের দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী .... সমবায় সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন যাহার সভাপতি শ্রী .... ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪০৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে .... থানার অন্তর্ভুক্ত একটি মামলা .... নং রেজেষ্ট্রীকৃত করিয়াছিলেন।

(২) ঐ পুলিশ মামলায় পুলিশ অভিযোগের কাগজ দায়ের করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে .... মামলা নম্বরে যাহা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে ঐ পুলিশ মামলা নম্বর .... হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, দরখাস্তকারী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(৮) ধারার বিধানে আপোষ মীমাংসার ভিত্তিতে যেহেতু দরখাস্তকারী .... তারিখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার পর ঐ একই তথ্যের ভিত্তিতে এবং একই অর্থের পরিমাণে যাহা দরখাস্তকারী ঋণদাতাকে প্রদান করিয়াছিলেন রচনার শর্ত হিসাবে, তাহা সত্ত্বেও দরখাস্তকারীকে হয়রানি করিবার জন্য বর্তমান মামলাটি রুজু করিয়াছিলেন সমবায় সমিতির সভাপতি।

(৩) ঐ বর্তমান মামলাটি একই বস্তু এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী ফৌজদারী মামলার বিষয়বস্তু।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক পূর্ববর্তী মামলায়, অর্থাৎ .... মামলা নম্বরে মুক্তির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী মামলাটি বাতিল করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দ্বিগুন সঙ্কটের ভিত্তিতে মামলা বাতিলের জন্য দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... আদালত

মামলা নং ....

.... অভিযোগকারী

বনাম

. ... আসামী

আসামীর দ্বারা মামলা বাতিলের জন্য দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি

অভিযোগকারী ....র বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকারী সমবায় সমিতির সভাপতি এবং আসামী ঐ সমবায় সমিতির কোষাধ্যক্ষ।

(২) ঐ অভিযোগকারী এই অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এই অভিযোগে যে ঐ আসামী সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষরূপে বহু ঋণপ্রদানকারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে .... অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য ঐ অর্থ অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

(৩) ইহা সত্য যে ঋণপ্রদানকারী ব্যক্তিদের এবং আসামীর মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে পূর্ববর্তী মামলা .... নম্বরে একটি আপোষ মীমাংসা হইয়াছিল এবং আপোষ মীমাংসার ফলস্বরূপ যাহাতে দরখাস্তকারীকে পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় নাই, আসামী মুক্ত হইয়াছিলেন।

(৪) যেহেতু আসামী সমিতির কোষাধ্যক্ষরূপে ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ লইয়াছিলেন, ঐ অর্থ তৎক্ষণাৎ সমিতির স্বয়ং সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং সেইহেতু সমিতি অর্থের মালিক হইয়াছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে সমিতি স্বয়ং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারার বিধানে অপরাধ এর জন্য দায়ী করার অধিকারী এবং ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তিদের আপোষ করিবার কোন ক্ষমতা নাই এবং সেইহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০ ধারার বিধানে ২নং তালিকার বিরুদ্ধে অনুপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা ভুলরচনার ভিত্তিতে মুক্তির আদেশ এর কোন গুরুত্ব নাই। এই কারণে একই তথ্যের উপর বিচার বাধাপ্রাপ্ত নহে।

(৫) ঐ অভিযোগকারী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(৮) ধারার বিধানে মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮ ধারার বিধানে একটি উত্তর বিচার দায়ের করিয়াছেন এবং তাহা এখন চলাকালীন আছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আসামীর দ্বারা দায়েরকৃত দরখাস্ত বাতিল করিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ দেখুন 1960 Cri LJ 1645 : AIR 1960 Mys. 325।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপরাধের জন্য আপোষের দরখাস্ত

[Compounding of Offence]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(১) ধারার বিধানে আদালতের (প্রথম তালিকা) অনুমতি ব্যতীত অপরাধের জন্য আপোষের দরখাস্ত

শ্রী .. .. বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ... . এর আদালত

মামলা নং ... . ১৯ . ...

.... অভিযোগকারী

বনাম

. .. . এবং অন্যপক্ষরা

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনেব ৩৫৫ এবং ৩২৩ ধাবার অন্তর্ভুক্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(১) ধারাব বিধানের দরখাস্ত

অভিযোগকারী এবং আসামী ব্যক্তিদের উভয়ের বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী ব্যক্তিদের (সংখ্যায় ৪ জন) ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ এবং ৩৫৫ ধারার বিধানে অপরাধেব জন্য মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা আহ্বানপত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং মামলাটি নিষ্পত্তিব জন্য আপনার মহানুভবের নথীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

(২) অদ্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫১ ধারার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইবার জন্য তারিখ নির্দিষ্ট আছে।

(৩) ঐ আক্রান্তকারী অভিযোগকারী এবং আসামী ব্যক্তিরা উভয়ই আদালতে উপস্থিত আছেন।

(৪) ঐ স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় অভিযোগকারী এবং আসামী ব্যক্তিদের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হইয়াছে এবং শান্তিভঙ্গের আর কোন

সুযোগ নাই এবং উভয় পক্ষই শান্তিতে বসবাস করিতেছেন এবং সেইহেতু অভিযোগকারী মামলাতে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক মামলাটি নথীভুক্ত করিয়া আসামী ব্যক্তিদের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০ (১) ধারার বিধানে পঠনরত ৩২০(৮) ধারায় মুক্ত করিয়া দিবেন।

টিপ্পনী : (১) অভিযোগকারী উপরের প্রান্তে দক্ষিণ হস্তের স্থানে নিশ্চিত সহি করিবেন এবং আসামী ব্যক্তিদের তারাকৃতি চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট উপরের প্রান্তে বাম হস্ত স্থানে সহি করিতে হইবে।

(২) ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ২৯৮, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৪, ৪২৬. ৪২৭, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৯১, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০০, ৫০১, ৫০৪, ৫০৬ এবং ৫০৮ ধারার বিধানের অপরাধগুলির জন্য আদালতের অনুমতির প্রয়োজনীয়তা নাই। [দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(১) ধারার তালিকা দেখুন]

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০ (১) ধারার বিধানের পঠনরত ৩২০ (৪) ধারার অন্তর্ভুক্ত আপোষের দরখাস্ত

শ্রী ... . বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর .... আদালত

মামলা নং .. .. ১৯ ...

রাজ্যসরকার

বনাম

.... এবং অপরপক্ষগণ

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪২ এবং ৩২৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০ (১) (৪) ধারার বিধানের দরখাস্ত

অভিযোগকারী এবং আসামী ব্যক্তিদের উভয়ের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ কার্যতঃ অভিযোগকারী, আক্রান্তকারী শ্রী .... এর পিতা যিনি শুধু কেবলমাত্র নাবালক নন, উন্মাদও বটে।

(২) ঐ যদিও এই মামলাতে ফৌজদারী বাদী পক্ষের দুইজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়াছে তবুও পক্ষদের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হইয়াছে এবং আসামী ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে ঐ আক্রান্তকারীর চিকিৎসার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছেন এই শর্তে যে মামলাটি অধিক অগ্রসর হইবে না এবং দরখাস্তকারীরা বিচারে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নন এবং একটি চুক্তিপত্র আসামী এবং অভিযোগকারীর মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে।

(৩) এই দরখাস্তের একটি নকল ইতিমধ্যে পক্ষদেব দ্বারা পরিবেশিত হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(৮) ধারার বিধানে আসামী ব্যক্তিদের মুক্ত করিয়া মামলাটি বন্ধ করিয়া দিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(২) ধারার বিধানে আপোষের দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী ...., আদালত

মামলা নং ....

রাজ্য সরকার বনাম .... ৩ জন অপর পক্ষগণ

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৪৮ এবং ৩২৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(২) ধারার বিধানে অপরাধগুলি আপোষে মীমাংসা করিয়া মিটাইয়া লইবার জন্য অনুমতির দরখাস্ত

দুইজন ক্ষতপ্রাপ্ত সাক্ষীদের যেমন .... এবং .... সকল আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী ব্যক্তিরা ছুরি এবং লাঠির সাহায্যে উক্ত দুইজন ক্ষতপ্রাপ্ত কলেজের অধ্যাপক দরখাস্তকারীদের তাঁহাদের আবাসস্থলে ফৌজদারীভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়া প্রহারের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৮ এবং ৩২৪ ধারায় বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং ক্ষতপ্রাপ্ত দরখাস্তকারীদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বানপত্র প্রেরন করা হইয়াছে।

(২) ঐ ক্ষতপ্রাপ্ত সাক্ষীদের এবং আসামীর মধ্যে একটি সুসম্পর্ক শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে পুনরুদ্ধারের জন্য এবং যাঁহারা এখনও উপরিল্লিখিত কলেজের ছাত্র হইতেছেন, একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছানো গিয়াছে এবং উভয়পক্ষই দরখাস্তে সহি করিয়াছেন।

(৩) ঐ মামলার কার্যাবলী আসামীর শিক্ষার অগ্রগতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে এবং ক্ষতপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের দ্বারা তাঁহাদের উপর অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইবে এবং তাহার জন্য তাঁহারা অবিশেষিত লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক অনুতপ্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ উপরিবর্ণিত ক্ষতপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা আসামী ব্যক্তিদের সহিত তুমুল বিবাদের প্রাক্কালে কিছু ক্ষুদ্র আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যদিও তাহারা ছুরি এবং লাঠি লইয়া সশস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ক্ষতপ্রাপ্ত সাক্ষীদের এবং আসামীর এবং তাহাদের স্ব স্ব আইনজীবিদের সহি প্রদত্ত আপোষের দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(৮) ধারার বিধানে আসামীকে মুক্ত করার আদেশ দিবেন। এবং আপনার দরখাস্থকারী, কর্তব্যরত হইযা ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — মামলা এবং পাল্টা মামলার ক্ষেত্রে অপরাধের জন্য ৩২০(২) ধারার বিধানে আপোষের দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

রাজ্য সরকার

বনাম

.... এবং অপরজন

অপরাধ আপোষে মিটাইয়া ফেলিবার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(২) ধারার বিধানে অনুমতির জন্য দরখাস্ত উপবিবর্ণিত মামলায় অভিযোগকারী এবং আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ কার্যতঃ অভিযোগকারী এবং সাক্ষীরা যাঁহারা দরখাস্তে সহি করিয়াছেন তাঁহারা আপনার মহানুভবের আদালতে বিচারের জন্য চলাকালীন মামলা .... নম্বরের আসামী হইতেছেন এবং ঐ মামলা পক্ষদের মধ্যে একই বিষয়বস্তুর এবং ঘটনার একই সময়ের ভিত্তিতে আসামী .... দায়ের করিয়াছেন।

(২) ঐ উভয় পক্ষই মুক্ত যুদ্ধে ক্ষতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উভয় মামলাই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/১৪৮/৩২৫/৪৪৮/৩৭৯ ধারার বিধানে অভিযোগেব ভিত্তিতে বিচারের জন্য চলাকালীন অবস্থায় রহিয়াছে।

(৩) ঐ অনুসন্ধানের সময়কালীন অবস্থায় পক্ষরা আপোষ মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু তাঁহারা শান্তিতে বসবাস করিতেছেন এবং ঐ আপোষের তথ্য .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এবং উভয় মামলায় যৌথ দরখাস্তের দ্বারা অনুসন্ধান আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল যাহা রেজেষ্ট্রী ডাকে সংক্রান্ত স্ব স্ব আধিকারিকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

(৪) কোন সাক্ষীই ফৌজদারী বাদী পক্ষকে সমর্থন করেন নাই।

(৫) ঐ মামলায় উক্ত আপোষ মীমাংসার পরে অধিক অগ্রগতি হইলে একই গ্রামবাসী এবং নিকট প্রতিবেশীগণ পক্ষদের মধ্যে বিষময় সম্পর্ক হইবে।

(৬) ঐ উপরিবর্ণিত পাল্টা মামলায় আপোষের জন্য একই দরখাস্ত আপনার মহানুভবের বিচারার্থে স্ব স্ব কার্যতঃ অভিযোগকারী এবং অন্যজনেরা দায়ের করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আপোষ মীমাংসা গ্রহণ করিয়া পক্ষদের অপরাধ মিটাইয়া ফেলিবার অনুমতি প্রদান করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৫ — দণ্ডাজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধে উত্তর বিচার চলাকালীন অবস্থায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(১) ধারায় পঠনরত ৩২০(৫) ধারায় আপোষের দরখাস্ত

দায়রা বিচারক এর আদালত

ফৌজদারী উত্তর বিচার নং

উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

এবং রাজ্য সরকার

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(২) ৩২০(৫) ধারার বিধানে আপোষের দরখাস্ত

উত্তরবিচার প্রার্থী এবং উত্তরবাদী, শ্রীমতী বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৯৯৪ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট তারিখের তাঁহার আদেশের দ্বারা উত্তরবিচার প্রার্থীকে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানার দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং উত্তরবিচার প্রার্থী আপনার মহানুভবের নিকট উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছেন যাহা আপনার মহানুভবের আদালতে চলাকালীন অবস্থায় আছে

(২) ঐ উত্তরবাদী, শ্রীমতী এবং উত্তরবিচার প্রার্থী একটি আপোষ মীমাংসায় পৌঁছাইয়াছেন যাহার দ্বারা ইহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসিত হইয়াছে যে উত্তরবিচার প্রার্থী, উত্তরবাদীকে তাহার ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের জন্য ৫০,০০০ অর্থ প্রদান করিবেন যেহেতু শাস্তিযোগ্য কারণ এটা অর্জনে সক্ষম এবং উত্তরবিচার প্রার্থীর

মিলনের পুনরুদ্ধতা আনিতে সক্ষম হইবে না; যদি আদৌ কিছু ঘটিবার হয় তাহা হইলে ইহা তাহাদের মধ্যে অতীব খারাপ শত্রুতার সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের মিলনের পথ কোনদিন পুনরুদ্ধার হইবে না।

(৩) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী একজন ব্যবসায়ী এবং দুই বৎসরের কারাদণ্ড ঘটিলে তাহার ফলস্বরূপ তাঁহার ব্যবসার ক্ষতিসাধন হইবে এবং তাহাতে আর যাহা ঘটুক তাঁহার পরিবারের একজন অথবা উভয় স্ত্রী এবং দ্বিতীয় বিবাহের আখ্যায় জন্ম সন্তানের আর্থিক দুর্ভাগ্যের সূচনা করিবে।

(৪) ঐ একটি আপোষ মীমাংসা এই মর্মে পৌঁছাইয়াছে যে অভিযোগকারী দ্বিতীয় বিবাহের আইনতঃ স্বীকৃতি দানের জন্য এবং দ্বিতীয় বিবাহজাত সন্তানদের উপর কলঙ্ক অপসারণের জন্য উভয়ের সম্মতি লইয়া বিচ্ছেদের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করিবেন।

(৫) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী অধিকন্তু অপরাধ মিটাইয়া লওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশমত অভিযোগকারীকে মামলা চালানোর ব্যয়ের অর্থ প্রদান করিবেন। এদ্ব্যতীত উত্তরবিচার প্রার্থী অভিযোগকারী উত্তরবাদীকে তিন বৎসরেব জন্য মাসিক ৫০০ অর্থ মাসিক ভরণপোষণ প্রদানের জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন।

(৬) ঐ আপনার বিবেচনার্থে যথাযথ সম্পাদিত চুক্তি ইহার সহিত সংলাগকৃত হইয়াছে।

(৭) ঐ যেহেতু অভিযোগকারীকে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইতেছে এবং তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে হইবে এই পরিস্থিতিতে উত্তরবিচার প্রার্থী মামলা মীমাংসিত হইবার পূর্বেই যখন আদালতের নির্দেশ মত অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন, তখন আপনার মহানুভব অপরাধ মিটাইয়া ফেলিবার অনুমতি প্রদান না করিলে আর্থিক সম্পদ বন্ধ হইয়া যাইবে; উত্তরবিচার বাতিল হইলে এবং উত্তরবিচার প্রার্থী দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করিলে ইহা অতীব শোচনীয় হইবে।

এমতাবস্থায়, মামলার মানবিক অবস্থানের বিবেচনার্থে এবং উভয় পক্ষের প্রতি সামাজিক বিচার সাধন করিতে হইলে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আপোষ মীমাংসা গ্রহণ করিবেন এবং বিচারের স্বার্থে আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (১) দেখুন 1978 Cri LJ 1612 : AIR 1978 SC 1542।

(২) দরখাস্তটি উভয় উত্তরবিচার প্রার্থী এবং উত্তরবাদী এবং তাঁহাদের স্ব স্ব আইনজীবিদের দ্বারা সহি করানো উচিত।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৫০০ ধারায় মানহানির অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(৫) ধারায় আপোষের দরখাস্ত

২য় অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের .... আদালত

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ....

এই বিষয় সম্পর্কীত

.... উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

১. শ্রীমতী .. ..

২. রাজ্য .... (নাম)

উত্তরবাদীগণ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২০(১) ধারায় পঠনরত ৩২০(৫) ধারায় উত্তরবিচারে অপরাধের আপোষের দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য অনুমতির দরখাস্ত উত্তরবিচারপ্রার্থী এবং ১নং উত্তরবাদীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ সর্বপ্রথমে উত্তরবিচারপ্রার্থী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ৪৯৮-এ এবং ৫০০ ধারাতে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিচারের সময় ফৌজদারী বাদী পক্ষ ১নং উত্তরবাদীর সম্মতি লইয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২২৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ ধারার অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বিচারটি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫০০ ধারার বিধানের অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রগতি লাভ করে।

(২) ঐ বিচারের সময় উত্তরবিচার প্রার্থী ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ৫০০ ধারায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং বিচারিক শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের দ্বারা দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ হাজার অর্থ জরিমানা ধার্য হইয়াছিল এবং দণ্ডাদেশ ও রায়ের বিরুদ্ধে বর্তমান উত্তরবিচার আপনার মহানুভবের নিকট বিচারাধীন রহিয়াছে।

(৩) ঐ পক্ষদের মধ্যে একটি মীমাংসায় পৌঁছানো হইয়াছে যেক্ষেত্রে উত্তরবিচারপ্রার্থী সম্মতি দিয়াছেন যে তিনি ১নং উত্তরবাদীকে ১০০০ হাজার অর্থ

জরিমানা প্রদান ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার অর্থ প্রদান করিবেন যেক্ষেত্রে উত্তরবাদী প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে অপরাধ মীমাংসিত হইয়া গেলে এবং উত্তরবিচারপ্রার্থীর প্রদত্ত সকল শর্তগুলির সন্তোষ সাধন হইলে মহিলা কার্যাবলীর চলাকালীন অগ্রগতি আর হইতে দিবেন না।

(৪) ঐ যেহেতু উত্তরবাদীর ভবিষ্যৎ রহিয়াছে এবং যেহেতু তাঁহাকে সম্মানসূচকভাবে জীবন ধারণ করিতে হইবে, সেইহেতু উত্তরবিচারপ্রার্থীর কারাদণ্ড কোন মঙ্গল করিবে না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আপোষ মীমাংসা গ্রহণ করিয়া আইনানুগভাবে উত্তরবিচারপ্রার্থীকে মুক্তির আদেশ দিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ সর্বোচ্চ আদালত in *Mukund* vs. *Madhuri* 1992 SCC (Cri) 71 1991 Supp (2) SCC 359) মামলায় উত্তরবাদী স্ত্রীকে অত্যধিক ক্ষতিপূরণ করিতে বলিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ এবং ৫০০ ধারায় দণ্ডাজ্ঞা এবং রায়ের বিরুদ্ধে উত্তরবিচারে আপোষ মীমাংসার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মামলা মূলতবী/স্থগিতের আবেদন

[Adjournment and Postponement of Criminal Proceedings]

নং ১ — আইনজীবির অসুস্থতায় স্থগিতের দরখাস্ত

সহকারী দায়রা বিচারক এর আদালত

দায়রা বিচার নং

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯(২) ধারায় বিচারের স্থগিতের জন্য দরখাস্ত।

আসামী বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারীর আইনজীবি শ্রী অসুস্থতায় ভুগিতেছেন হইতে এবং সেইহেতু তিনি হইতে আদালতে যোগদান করিতেছেন না এবং সেইহেতু আসামী দরখাস্তকারীর তরফে প্রতিরক্ষার মামলা চালানো তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তারিখ হইতে হইবে।

(২) ঐ আইনজীবি, শ্রী আমার পছন্দানুযায়ী আইনজীবি এবং তিনি ব্যতীত প্রতিরক্ষার ক্ষতিসাধন হইবে।

(৩) ইহা প্রত্যাশিত যে তিনি একমাসের মধ্যে আসিতে পারিবেন এবং মামলার কার্য চালনা করিবেন।

(৪) ঐ সাক্ষীদের হয়রানি পরিহারের জন্য যাহাতে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট হওয়ার দিনে তাঁহাদের নির্ধারিত উপস্থিতি না ঘটে সেইজন্য স্থগিতের দরখাস্ত দাখিল করা হইল যাহাতে ফৌজদারী বাদী পক্ষ সাক্ষীদের যোগদান বন্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন।

(৫) ঐ আইনজীবির অসুস্থতার অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিতের আদেশ প্রদত্ত না হইলে আসামী দরখাস্তকারীর প্রতিরক্ষা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আদালতের বিচার স্থগিত রাখিবেন এবং বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের পরীক্ষার দিনগুলি পুনর্নির্ধারণ করিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ (২) ধারার বিধানে আসামীর অসুস্থতার কারণে স্থগিতের দরখাস্ত

.... অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ....

দায়রা বিচার নং ... .

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯(২)/২৮৯ ধারার বিধানে আসামীর মানসিক অসুস্থতার ভিত্তিতে দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... দিন হইতে আসামী দরখাস্তকারীর উন্মাদের লক্ষণ প্রকট হওয়াতে তিনি .... হাসপাতালের মানসিক নিরাময় বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং তিনি চিকিৎসক .... এর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসারত ছিলেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী নিজের প্রতিরক্ষা করিতে আমার মত অবস্থা নয় এবং যেহেতু তিনি হাসপাতালে ছিলেন অদ্য বিচারের জন্য জামিনদারদের দ্বারা তাঁহাকে উপস্থিত করা সম্ভব নহে।

(৩) ঐ আপনার মহানুভব সত্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিবেন।

(৪) ঐ আসামী দরখাস্তকারীর ভ্রাতা আপনার মহানুভবের পঠনের জন্য হলফনামা সমেত চিকিৎসার বিবৃতি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আইনানুগভাবে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চলাকালীন আদালতের বিচার স্থগিত রাখিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ (২) ধারার বিধানে দেওয়ানী মামলা চলাকালীন থাকার কারণের ভিত্তিতে স্থগিতের দরখাস্ত

... . বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ (২) ধারার বিধানে স্থগিতের দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী .... মৌজায় .... খতিয়ান নম্বরে .... প্লট নম্বরে অবস্থিত জমির মালিক এবং দখলকার হইতেছেন এবং তিনি তাঁহার পিতামহের দ্বারা সম্পাদিত ইচ্ছাপত্রের দ্বারা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ ইচ্ছাপত্রটি যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত ইচ্ছাপত্রের নকল হইয়াছিল।

(২) ঐ প্রমাণীকৃত ইচ্ছাপত্রের নকলের কার্যাবলীর এই ঋতুর পরে আপনার দরখাস্তকারী আসামী এই ঋতুতে জমিতে কৃষিকার্য করিয়াছিলেন এবং ঐ প্লটে ধান্য বপন করিয়াছিলেন কিন্তু অভিযোগকারী (অথবা কার্যত অভিযোগকারী) নিজেকে তাঁহার নাবালক পুত্রের স্বাভাবিক অভিভাবকরূপে স্বত্ব মামলা .... নম্বর .... মুনসিফ আদালতে যৌথ সম্পত্তিতে বিভাজনের মামলা দায়ের করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি ক্ষতিকারকরূপে ঐ .... প্লট নম্বরটি একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু .... তারিখে দরখাস্তকারী প্রশ্নাধীন জমিতে ধান চাষ করিতে যাইলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি গোপন করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৭৯ ধারার বিধান মতে বর্তমান মামলাটি রুজু করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ উপরিল্লিখিত উভয় দেওয়ানী মামলা এবং বর্তমান চুরির মামলা একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া একই পক্ষদের মধ্যে আপনার মহানুভবের নিকট চলাকালীন রহিয়াছে এবং সেইহেতু মামলার উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্য দেওয়ানী মামলার সিদ্ধান্তের প্রভাব ফৌজাদারী মামলায় রহিয়াছে এবং দেওয়ানী মামলা পর্য্যন্ত যাহা . ... মুনসিফ . . .. আদালতে সওয়ালের পর্য্যায়ে রহিয়াছে তাহার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ফৌজদারী মামলাটি স্থগিত না হইলে আসামী দরখাস্তকারীর ক্ষতি সাধন হইবে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফৌজদারী কার্যাবলী স্থগিত রাখিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ ধারার বিধানে স্থগিতের ব্যয়ের জন্য দরখাস্ত

.... অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালত

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ ধারার বিধানে স্থগিতের জন্য খরচের জন্য দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দায়রা বিচারের কার্য্যাবলী .... তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ফৌজদারী বাদীপক্ষ নির্ধারিত তারিখগুলিতে সাক্ষীদের উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য অবিরত স্থগিত চাহিতেছেন এবং যদিও সাক্ষীরা আহ্বানপত্র প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু আদালতে যোগদান করেন নাই, ফৌজদারী বাদী পক্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না, এবং ফৌজদারী বাদীপক্ষ আসামী দরখাস্তকারীর মানসিক উত্তেজনা বর্ধিত করিয়া একজন অথবা দুইজন সাক্ষীদের উপস্থিত করিতেছেন এবং আসামী দরখাস্তকারী দূরবর্তী স্থান হইতে আসায় ইহা উল্লেখযোগ্য যে দায়রা বিচার নির্ধারিত সময়ে হওয়া উচিত।

(২) ঐ দরখাস্তকারী ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করানোর ক্ষেত্রে অবহেলার জন্য আর্থিক ক্লেশ এবং দুর্দশার সম্মুখীন হইতেছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আসামী দরখাস্তকারীকে খরচের অর্থ প্রদান করিবার জন্য ফৌজদারী বাদীপক্ষকে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দায়রা বিচার

[Seassions Trial]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২২৭ ধারায় দায়রা বিচারে অভিযোগ গঠনের পূর্বে অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

সহকারী দায়রা বিচারক এর আদালত

এস টি নং

রাজ্যসরকার

বনাম

(আসামীর নাম)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২২৭ ধারায় আসামীর অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

আসামী বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৭৬ এবং ৪২০ ধারায় অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠনের কোন বস্তু নাই।

(২) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে সাক্ষীদের উক্তি হইতে এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদন হইতে এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত ফৌজদারী বাদী পক্ষের কার্যাবলীর উক্তি হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে আসামীর বিরুদ্ধে কোন মামলা আনয়ন করা হয় নাই।

(৩) ঐ চিকিৎসা বিবৃতি এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের মহিলার স্বীকৃত অবস্থা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের মহিলা একজন সাবালক মহিলা ছিলেন। তাঁহার বয়স ঘটনার অভিযোগের সময় ১৯ বৎসর ছিল। মহিলার ঘটনা এই যে আসামী তাঁহাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার সহিত যৌনসংসর্গ করিয়াছিলেন কিন্তু মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হইবার পরে আসামী তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারায় নথীভুক্ত ফৌজদারী বাদী পক্ষের মহিলার উক্তি এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের উক্তি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে আসামীর কামনার অভিযোগের চরিতার্থতায় কোন ভীতি প্রদর্শন অথবা বলপ্রয়োগ করা হয় নাই। ইহা ছাড়া মহিলাকে যৌন সংসর্গে লিপ্ত করার জন্য আসামীর তরফ হইতে কোন প্রলোভন দেওয়া হয় নাই।

(৪) ঐ রঞ্জনরশ্মির প্রতিবেদন সমেত চিকিৎসা বিবৃতিতে অন্তসত্ত্বার কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না যদিও ফৌজদারী বাদী পক্ষের মহিলা চার মাস অন্তসত্ত্বা বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট তারিখের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিতে পারার ব্যর্থতা কার্য শুরুর ক্ষেত্রে তথ্যের ভুল ধারণার প্রকাশ করে না এবং সেইহেতু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৯০ ধারার বিধানকে এই ধরণের ক্ষেত্রে সহায়করূপে আহ্বান করা যায় না যেক্ষেত্রে পূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে যৌনসংসর্গের কর্মে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং ঐরূপ কর্মে প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন অন্তসত্ত্বা না হওয়া পর্য্যন্ত এবং মহিলার কর্মকে ক্ষমা করিয়া আসামীকে ফৌজদারী অপরাধে লিপ্ত করা যায় না।

(৬) ঐ যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার পক্ষে ইহা একটি ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম ছিল এবং তথ্যের ভুল ধারণায় তাঁহাকে প্রলোভিত করা হয় নাই, সেইহেতু আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭ ধারার অভিযোগ এমনকি, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ধারাতেও অভিযোগ গঠন করা যায় না।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে পুলিশ প্রতিবেদন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৭৩ ধারার বিধানে ইহার সহিত প্রেরিত দস্তাবেজগুলি বিবেচনা করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিবেন এবং আসামীও সরকার পক্ষকে শুনানীর পরে আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ অন্য আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতায় ২২৭ ধারায় অভিযোগ গঠনের পূর্বে আসামীকে মুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং .... সাল

রাজ্য সরকার

বনাম

কাশীনাথ এবং ১৩ জন পক্ষগণ

দণ্ডপ্রত্রিয়া সংহিতার ২২৭ ধারায় মুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত আসামী রামধরি এবং ১১ জনের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৯/৩০৪/৩৪/৪৪৭ ধারার বিধানগুলির অন্তর্ভুক্ত অপরাধগুলির জন্য .... দ্বারা দায়েরকৃত প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে বর্ণনাকৃত ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা নথীর বিষয়বস্তু কর্তৃক সমর্থিত হয় না।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানবলে নথীভুক্ত সাক্ষীদের উক্তিগুলি যেমন (১) .... (২) .... (৩) .... এবং (৪) সুনিশ্চিতভাবে তথ্যটির লিখিত বিবরণ দেয় যে কাশীনাথ .... তারিখে প্রশ্নাধীন জমির দখল লইয়াছিলেন এবং ৩দিন পরে অর্থাৎ .. .. তারিখে আসামী কাশীনাথ নির্মাণকার্য আরম্ভ করিতে গিয়াছিলেন এবং সেইহেতু খনন বেদখলের কার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৪১ ধারার (৪) প্রকবণ প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) ঐ নথীর বস্তুগুলি হইতে দেখা যায় যে .... তারিখে (ঘটনার তারিখ) কাশীনাথ এবং অপরব্যক্তিরা প্রশ্নাধীন সম্পত্তির বলপূর্বক দখল লইবার জন্য যান নাই এবং সেইহেতু আসামী বেআইনী সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন বলা যায় না।

(৪) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষেব মতে আসামী উক্তিও করেন নাই, কোন কার্যও করেন নাই। কোন প্রকাশ্য কার্য তাহাদের মধ্যে কাহাকেও হস্তান্তর করা হয় নাই এবং সেই হেতু তাঁহারা লাঠি লইযা সশস্ত্রে প্রশ্নাধীন জমিতে উপস্থিত থাকিলেও ইহা বলা যাইতে পারে না যে তাঁহারা বেআইনী সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন; দখল ইতিমধ্যে লওয়া হইলে তাঁহারা জমিতে নির্মাণকার্য শুরু করিবার জন্য উপস্থিত হইতে পারিতেন। ঐ তিনজন মৃত ব্যক্তিদের, যেমন . ... এবং .... ক্ষতের কারণ ঘটাইবার তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল না।

(৫) ঐ ১২ জন আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়াব যথেষ্ট কারণ নাই কারণ ফৌজদারী বাদীপক্ষ কোন ক্ষেত্রে উদ্‌ঘাটিত করেন নাই যে তাঁহাদের দখলীকৃত জমিতে প্রাচীর নির্মাণের কার্যে মৃতব্যক্তিরা কোন প্রতিরোধ অথবা বাধার সৃষ্টকারীব কারণ ঘটাইয়াছিলেন। কেবলমাত্র কাশীনাথ এবং প্রীতভি পাঁচটি গোলা বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিদের সাংঘাতিক ক্ষতের কারণ ঘটাইয়াছিলেন এবং সেইহেতু গোলাবর্ষণের কার্যটি দুইজন আসামী ব্যক্তির ব্যক্তিগত কার্য বলিয়া এই ১২ জন আসামী ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিলেও অপর দুইজন আসামী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত কর্মের জন্য তাঁহারা দায়ী হইতে পারিবেন না।

(৬) ঐ তিনজন আসামী ব্যক্তিদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে ১২ জন আসামী ব্যক্তিদের নাম উল্লিখিত ছিল না এবং তাঁহাদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী অনুসারে কাশীনাথ এবং প্রীতভি উপস্থিত ছিলেন এবং বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছিলেন এবং থানায় প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দায়ের কবিবাব পূর্বে ঐ তিনটি মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নথীভুক্ত হইয়াছিল এবং সেইহেতু এই সকল পরিস্থিতিতে ঐ ১২ জনের

অতিরিক্ত উপস্থিতি অতিমাত্রায় সন্দেহজনক এবং তাঁহারা কোন বেআইনী সঙ্ঘ গঠন করিতে পারিবেন না বলিয়া বলা যায়।

(৭) নথীর বস্তু হইতে প্রদর্শিত হয় যে ঐ তিনব্যক্তির আঘাত দুইজন আসামী ব্যক্তিদের যেমন কাশী এবং প্রীতভির ব্যক্তিগত কর্মের জন্য ঘটিয়াছিল এবং ফৌজদারী বাদীপক্ষের বেআইনী সঙ্ঘ গঠনের একই উদ্দেশ্য ছিল না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক পুলিশের কাগজ এবং দস্তাবেজগুলি বিবেচনা করিয়া এবং উভয়পক্ষ রাজ্যসরকার এবং আসামী ব্যক্তিদের শুনানীর পরে পরবর্তী ১২ জন আসামী ব্যক্তিদের মুক্ত করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরওয়ানা মামলার বিচার

[Trial of Warrant Case]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতায় ২৩৯ ধারার বিধানে পুলিশ মামলায় অব্যাহতির দরখাস্ত

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, শ্রী .... আদালত

স্থান ....

মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪০৬/৪২০ ধারার অন্তর্ভুক্ত

রাজ্যসরকার

বনাম

.... এবং ২ অপরজন

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৯ ধারার বিধানে মুক্ত করার জন্য দরখাস্ত

আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ কার্যত অভিযোগকারী .... এবং তিনজন আসামী ব্যক্তিগণ সহভ্রাতা হইতেছেন এবং পরিবারের ব্যবসা নামকৃত "বেয়ন ফ্যাবরিক স্টোর্সের অংশীদার হইতেছেন।

(২) ঐ .... তারিখের অংশীদারী চুক্তিপত্র অনুসারে প্রতিটি ৪ জন অংশীদার দুই বৎসরের শর্তে পরিচালন অংশীদার রূপে কার্য করিতেন।

(৩) ঐ কার্যতঃ অভিযোগকারী পরিচালন অধ্যক্ষরূপে .... হইতে .... পর্য্যন্ত কার্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালন সময়কালীন অবস্থায় তিনি অত্যাধিক মাত্রায় ১,৫০,০০০ হাজার অর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঋণদাতাদের প্রতারণার জন্য তিনি একটি দেউলিয়া মামলা .... নম্বর .... আদালতে .... স্থানে দায়ের করিয়াছিলেন এবং ঐ মামলা এখনও চলাকালীন পর্য্যায়ে রহিয়াছে।

(৪) ঐ একটি সাধারণ সভাতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে ঐ দেউলিয়া মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আসামী 'ক' এবং 'খ' পরিচালন অধ্যক্ষরূপে পর্য্যায়ক্রমে কার্য করিবেন এবং কার্যতঃ অভিযোগকারী ঐ সভাতে উপস্থিত ছিলেন

এবং সভার কার্যসূচীতে সহি করিয়া লিখিত সম্মতি দিয়াছিলেন। ঐ সকল দস্তাবেজগুলি পুলিশ .... তারিখের বাজেয়াপ্ত তালিকার মধ্যে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

(৫) ঐ কার্যত অভিযোগকারী .... তারিখের আইনজীবির পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ পত্রে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ অথবা প্রতারণার কোন অভিযোগ নাই। ইহাতে একটি বিজ্ঞপ্তি আছে এই মর্মে যে ব্যবসার পরিচালনভার এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইবার এক মাসের মধ্যে কার্যত অভিযোগকারীকে হস্তান্তর করা উচিত। পুলিশ .... তারিখের আইনজীবির বিজ্ঞপ্তি .... তারিখের বাজেয়াপ্ত তালিকার মধ্যে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয় যে আসমী ব্যক্তি পরিচালনভার হস্তান্তর করেন নাই এবং .... তারিখ হইতে .... পর্য্যন্ত হিসাব দাখিল করেন নাই।

(৭) ঐ প্রথম সমাচার প্রতিবেদন, এবং দস্তাবেজগুলি এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত সাক্ষীদের উক্তি হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে কার্যত অভিযোগকারী এবং আসামীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিশুদ্ধভাবে দেওয়ানী প্রকৃতির এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদনও আপাতঃদৃষ্টিতে ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গর অথবা প্রতারণার কোন মামলা প্রকাশ করে না এবং সেইহেতু আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিবার কোন বস্তু নাই।

উপরোক্ত তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার দৃষ্টিতে ইহাই প্রার্থনা যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৯ ধারায় আসামীদের অনুগ্রহপূর্বক অব্যাহতি দেওয়া হউক।

এবং এই অনুগ্রহের কার্য স্বরূপ দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — পুলিশ প্রতিবেদন ব্যতীত অন্যভাবে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৪৫ ধারার ক্ষেত্রে অব্যাহতির জন্য দরখাস্ত

বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, শ্রী .... আদালত

সি আর মামলা নং ....

....

বনাম

.... এবং অপরপক্ষগণ

আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী ব্যক্তিগণ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭/৪২৬/৩৭৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের অভিযোগের জন্য বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন যাহার জন্য প্রত্যেকটি আসামী ব্যক্তিদের উপরই পরোয়ানা জারী হইয়াছিল।

(২) ঐ অভিযোগের পূর্বে সাক্ষীদের পরীক্ষাকালীন সময়ে কোন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা গঠিত হয় নাই।

(৩) ঐ অভিযোগকারীর মামলা সমর্থনেব জন্য কোন স্বাধীন সাক্ষী নাই।

অভিযোগের পূর্বে কূট পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে পক্ষদের মধ্যে দেওয়ানী মামলা চলিতেছে এবং ঐ দেওয়ানী মামলা নং .... চলাকালীন পর্য্যায়ে রহিয়াছে .... আদালতে। প্লট নং .... এ অবস্থিত গোশালার ক্ষেত্রে অভিযোগকারী এবং তাঁহার ভ্রাতাদের, আসামী ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ দখল বিঘ্নিত না কবিবার জন্য বিরত রাখা হইয়াছে এবং কূট পরীক্ষায় আরো প্রকাশিত করা হইয়াছে যে আসামী উহা দখল করিয়া আছেন .... বৎসর হইতে এবং বিবাদ মীমাংসক এবং লিখিত সালিশনামায় আসামী ব্যক্তিরা প্রশ্নাধীন গোশালা ভোগ করিতেছেন।

(৪) ঐ ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীরা ঘটনার এবং ঘটনার অভিযোগের তাবিখের বিপরীত এবং স্বয়ং বিরোধী হিসাবপত্র প্রদান কবিয়াছিলেন।

(৫) ঐ একটি বিরাট বটিকা গলাধঃকরণের মতই অবস্থা হইবে যদি বলা যায় আসামীগণ স্বীকৃতভাবে গোশালাব দখলকার হইয়া তাহা ধ্বংস কবিবেন এবং ইষ্টক অপসারণের দ্বারা তাঁহাদের নিজ সম্পত্তি চুরি করিবেন।

(৬) ঐ ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীরা তাঁহাদের কূট পবীক্ষায় উক্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহারা আসামীকে ইষ্টক লইযা যাইতে দেখেন নাই।

(৭) ঐ অভিযোগের পূর্বে, নথীভুক্ত সাক্ষ্য এবং কূট পরীক্ষায় প্রদর্শিত দস্তাবেজগুলি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে অভিযোগকারীর আসামীর বিরুদ্ধে কোন মামলা নাই এবং অভিযোগগুলি নগণ্য এবং তাঁহাদের প্রতিঘাতের সাক্ষ্য কোন আসামীর ক্ষেত্রেই দণ্ডাজ্ঞা সমর্থন করে না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৯ ধারায় আসামীদের অব্যাহতি দেওয়া হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইযা ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মামলা স্থানান্তরকরণ এবং প্রত্যাহারের আবেদন

[Transfer and Withdrawal of Cases]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৬ ধারার বিধানে সর্ব্বোচ্চ আদালতে স্থানান্তরকরণের দরখাস্ত

সর্ব্বোচ্চ আদালত, নূতন দিল্লী

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(নাম এবং ঠিকানা এবং দরখাস্তকারীর রাজ্য)

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য ....

অপরপক্ষ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দায়রা বিচার নং .... যাহা শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... আদালতে .... স্থানে .... জেলার অন্তর্ভুক্ত .... রাজ্যে চলাকালীন পর্য্যায়ে রহিয়াছে তাহা .... রাজ্যের বহির্ভূত কোন দায়রা আদালতে স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত

প্রতি

মহামান্য শ্রীযুক্ত .... ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এবং ঐ মহামান্য আদালতের সহবিচারপতিগণ।

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... (ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা অথবা মামলার বিষয়বস্তু দিবেন)।

(২) ঐ .... (মামলা কোন পর্য্যায়ে রহিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবেন)।

(৩) ঐ .... (ঐ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিবেন)।

(৪) ঐ .... (অতিরিক্ত দায়রা বিচারক কর্ত্তৃক দরখাস্তকারীর উপর অবিচারের কারণ ঘটাইবার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দরখাস্তকারী উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছিলেন কিনা তাহা এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করিলে তাহার কার্য্যকারিতা যাহা দরখাস্তকারীর ক্ষতিকারক হইয়া নিম্ন আদালতের শিক্ষিত বিচারকের মন প্রভাবিত করিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবেন)।

(৫) ঐ .... (যুক্তি এবং পারিপার্শ্বিকতার বর্ণনা কবিবেন যাহার দ্বারা ইহা যুক্তিযুক্তভাবে ধাবণা করা যাইতে পারিত যে দরখাস্তকারী, রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মহামান্য উচ্চআদালতের অধীনস্থ যে কোন দায়রা আদালতে সুবিচার এবং ন্যায়পরতা পাইতেন)।

(৬) ঐ .... (দবখাস্ত অনুমতিপ্রাপ্ত হইলে দরখাস্তকারীব বিচারের কোন স্থানের প্রাধান্য থাকিলে সেই প্রাধান্যের কারণগুলি ব্যক্ত করিবেন)।

উপরোক্ত তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা বিচারে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ন্যায়পরতার স্বার্থে এবং সুবিচারের জন্য উপরিবর্ণিত দায়রা বিচার .... রাজ্যের বহির্ভুক্ত উচ্চআদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে কোন উপযুক্ত দায়রা আদালতে স্থানান্তরিত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি .... পিতার নাম .... বয়স আন্দাজ .... বৎসর ইত্যাদি পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি যে ঃ

(১) আমি দরখাস্তকারীর .... নিকট আত্মীয়, তাঁহার .... হইতেছি এবং ঘটনার সকল তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা আমার জ্ঞাত।

(২) ঐ .... অনুচ্ছেদে বর্ণিত উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ .... অনুচ্ছেদে বর্ণিত উক্তিগুলি সংলাগকৃত দস্তাবেজগুলি হইতে বার্তামতে সত্য।

(৪) ঐ দরখাস্তে বক্রী অংশ আমার সানুনয় নিবেদন।

(৫) ঐ শেষ অংশটুকু মহামান্য সর্ব্বোচ্চ আদালতে মহানুভবের নিকট আমার প্রার্থনা।

টিপ্পনী ঃ (১) একটি উচ্চআদালতে চলাকালীন উত্তরবিচার অন্য উচ্চআদালতে স্থানান্তরকরণের জন্য একই নমুনা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৬ ধারার বিধানে মহামান্য সর্ব্বোচ্চ আদালতে স্থানান্তরকরণের দরখাস্ত প্রত্যক্ষভাবে করা যাইতে পারে অথবা সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের দ্বারা উত্তরবিচারের মধ্য দিয়া মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যাইতে পারে।

নং ২ — অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালত হইতে অভিযোগ গঠনের পরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৭ ধারার বিধানে উচ্চআদালতে স্থানান্তরকরণের জন্য দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী বিবিধ অধিকারক্ষেত্র)

এই বিষয় সম্পর্কিত

১. ....

২. ....

৩. ....

(নাম, ঠিকানা, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

৪. ....

দরখাস্তকারীগণ

বনাম

রাজ্য ....

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৭ ধারার বিধানে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক শ্রী .... স্থান .... এর আদালতে চলাকালীন দায়রা বিচার নং .... দায়রা বিচারক .... এর আদালতে অথবা অন্য কোন শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালতে স্থানান্তরকরণের জন্য দরখাস্ত

প্রতি

মহামান্য শ্রীযুক্ত .... উচ্চআদালতের প্রধান বিচারপতি

এবং

ঐ উচ্চআদালতের সঙ্গী বিচারপতিগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ দরখাস্তকারী দায়রা বিচার নং . ... মামলায় আসামী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হইতেছেন।

(২) ঐ উপরিবর্ণিত দায়রা বিচার ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০২/৩৪ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত .... তারিখের পুলিশ ফাঁড়ি নং .... হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

(৩) ঐ শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত শ্রী .... তারিখে .... মামলাটি .... তারিখে তাঁহাব আদেশের দ্বারা জি আর মামলা নং .... তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অনুরূপ পুলিশ ফাঁড়ি মামলা নং .... তারিখ ... . ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০২/৩৪ ধারার বিধানে .... (তারিখ) নির্দিষ্ট করিযাছিলেন আসামী ব্যক্তিদের উপস্থিত হইবার জন্য এবং জামিন নিশ্চিত করিয়া আনিবার জন্য যাহাতে শিক্ষিত প্রেরিত ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা আদালতে প্রেরণের সময় আসামীকে স্বীকার করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে সকল আসামী ব্যক্তি দায়রা বিচারক .... এর আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন যিনি ঐ জি আর মামলা নং .... টি প্রেরিত হইবার পর প্রগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং প্রেরিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত জামিনটি নিশ্চিত করিয়াছিলেন এবং ঐ একই দিনে মামলাটি .... অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের নথীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন বিচারের জন্য ... . তারিখ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন যে আদালতে স্থানান্তরকরণ ঘটিয়াছে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য।

(৫) ঐ আসামী ব্যক্তিরা ঐ অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন যিনি .... তারিখ অভিযোগ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার বিধানে অভিযোগ গঠিত হইয়াছিল এবং অন্য আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠিত হইয়াছিল। দরখাস্তকারী এবং সম আসামীরা গঠিত অভিযোগে নির্দোষী বলিয়া পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিচারের জন্য দাবী করিয়াছিলেন। শিক্ষিত অতিরিক্ত বিচারক ৫টি ধারাবাহিক দিনগুলি যেমন .... (তারিখগুলি উল্লেখ করিবেন) ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৭) ঐ .... ফৌজদারী বাদীপক্ষের ৩নং সাক্ষীর কূট পরীক্ষার সময় ঐ সাক্ষী যদিও তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তথ্য স্বীকার করিলেন যে ঘটনার দিন প্রাসঙ্গিক সময়ে তিনি তাঁহার কার্য্যালয়ে ছিলেন এবং বৈকাল ৪-৩০ মিনিটে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, উক্তিতে বলা ছিল " ঐ .... আমি বার্ণপুরে আমার কার্য্যালয়ে যাইবার জন্য স্থান ত্যাগ করি যে স্থানটি ঘটনার স্থল ২১২ ডাউন ট্রেন হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং সকাল ১০টায় আমি কার্য্যালয়ে পৌঁছাইয়াছিলাম। মধ্যাহ্ন ১-৩০ মিনিটে নিধিরাম (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী) তারবার্তায় আমাকে সংবাদে জানায় যে আমার স্ত্রী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। আমি আধিকারিকের নিকট হইতে ছুটি লইয়া ঘটনাস্থলে যাত্রা করি। তখন ২.৩০ মিনিট হইবে। আমি সরাসরি ষ্টেশনে গিয়াছিলাম এবং গৃহে আসিবার ট্রেনে উঠিয়া বৈকাল ৪.৩০ মিনিটে গৃহে পৌঁছাইয়াছি। ঐ স্থানে আমি আসামী ব্যক্তিদের দ্বারা বিশু আহিরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছিলাম।" এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঘটনার সময়টি প্রায় ৩ ঘটিকা বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল।

(৮) ঐ শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সাক্ষীদের এবং আসামীর আইনজীবির প্রতি তাঁহার ক্রোধ এবং অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষীকে ভুলপথে চালনা করার জন্য আইনজীবিকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হইয়া ভীতিজনক হত্যার ঘটনার স্বীকার করিতে গিয়া অসত্য বলিলেন। এই সাক্ষী আসামী ব্যক্তিদের রক্ষা করিতে গিয়া মিথ্যা বলিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে মূল পরীক্ষায় এই সাক্ষী বলিয়াছিলেন যে নিধিরাম তাঁহার কার্য্যালয়ে তাঁহার স্ত্রীর অসুস্থতার বিষয়ে সকাল ১০.৪৫ মিনিটে তারবার্তায় সংবাদ দিয়া জানান। তিনি তৎক্ষণাৎ কার্যালয় ত্যাগ করিয়া দৌড়াইয়া ষ্টেশনে আসেন এবং গৃহে যাইবার ট্রেনে উঠিয়া পড়েন যে ট্রেনটি তিনি পৌঁছাইবামাত্র ধরিতে

পারেন এবং তাঁহার গৃহের ষ্টেশনে পৌছাইতে পারেন মধ্যাহ্ন প্রায় ২ ঘটিকায়। তিনি পদব্রজেই বাড়ীর উদ্দেশ্যে ত্রস্তগতিতে যান এবং পথিমধ্যে রাস্তার পার্শ্বেই তিনি আসামীকে .... (দরখাস্তকারীর নাম দিবেন) মৃতের বক্ষস্থলে ছুরিকাহত করিতে দেখেন এবং অপর দুইজন আসামী মৃতের হস্তদুইটি ধরিয়া রাখিয়াছিল। তিনি প্রতিরক্ষার আইনজীবিকেও কার্যালয়ের দস্তাবেজগুলি উপস্থিত করিয়া কূট পরীক্ষায় প্রকাশিত তথ্যগুলি প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। তিনি ঐ সাক্ষীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এই মর্মে যে আসামী ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য সত্য গোপন করিয়া আদালতে সত্য কথা না বলার জন্য তিনি তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবেন। শিক্ষিত নিম্নবিচারক সহকারী ফৌজদারী বাদী পক্ষের সরকারী উকীলকে এই পর্যায়ে, ঐ সাক্ষীকে শত্রুপক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করিতে বলেন।

(৯) ঐ শিক্ষিত প্রতিরক্ষা আইনজীবি নিবেদন করিয়াছিলেন যে তিনি মামলার স্থানান্তরকরণের জন্য মহামান্য উচ্চআদালতে যাইবেন এই কারণের ভিত্তিতে যে আসামী ঐ নিম্ন বিচারকের হস্তে সুবিচার পাইবেন না যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং মহামান্য উচ্চআদালত হইতে স্থগিতের আদেশ আনিবার জন্য অন্ততঃ ৫ দিনের জন্য স্থগিত করিবার প্রার্থনা করেন। কিন্তু শিক্ষিত নিম্ন বিচারক মহামান্য উচ্চ আদালত হইতে আদেশগুলি আনিবার জন্য মাত্র দুইদিনের সময়ের অনুমতি দেন এবং সকল সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য এবং দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে আসামীদের পরীক্ষার জন্য এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষীর কার্যালয়ের আধিকারিক সমেত প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য .... দিন নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(১০) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারকের মন্তব্য এবং আচরণ আসামীর চিত্তে একটি যুক্তিপূর্ণ আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছে যে তিনি ঐ শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের হস্তে সুবিচার পাইবেন না।

উক্ত তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নথীগুলি তলব করিবার জন্য একটি বিধি জারী করুন রাজ্যের উপর বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া এবং পক্ষদের শুনানী করিয়া মামলাটি দায়রা বিচারক .. .. অথবা .... অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তর করিবেন।

অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে ঐ দায়রা বিচার নং .... এর অধিকন্তু কার্যাবলীগুলি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৭ ধারায় স্থানান্তরের জন্য দরখাস্তের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অনুগ্রহপূর্বক স্থগিত রাখিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রী .... ইত্যাদি ঘোষণা করিতেছি এবং পবিত্রভাবে নিম্নলিখিত শপথ লইতেছি যে,

১. ঐ .... আমার জ্ঞানমতে সত্য।

২. ঐ .... আমার জ্ঞানমতে সত্য।

৩. ঐ .... প্রদত্ত সমাচার মতে সত্য।

৪. ঐ .... আমার জ্ঞানমতে সত্য।

৫. ঐ .... আমার সানুনয় নিবেদন

৬. আপনার মহানুভবের নিকট বক্রী অংশটুকু আমার প্রার্থনা

....

আমার কার্যালয়ে গঠিত (ঘোষণাকারীর সহি)

(আইনজীবির সহি) আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

তারিখ ....

(সনাক্তকারীর সহি)

আমার সম্মুখে পবিত্রভাবে শপথকৃত এই .... দিন .... ১৯৯৬..

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৭ ধারার বিধানে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারযোগ্য মামলা দায়রা আদালতে প্রেরণ

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী বিবিধ অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী বিবিধ দরখাস্ত নং ১৯

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি)

দরখাস্তকারী

বনাম

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

(১, ২, ৩, ৪ এবং ইহার পর পালটা মামলার আসামীদের নাম দিবেন)

অপরপক্ষগণ

এবং .

রাজ্য .. ..

এবং

এই বিষয় সম্পর্কীত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭/৩২৫/৩২৩/৫০৬ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত সি আর মামলা নং .... সাল চলাকালীন অবস্থায় .... সহকারী দায়রা বিচারক, শ্রী .... স্থান এর আদালতে প্রেরণের জন্য দরখাস্ত।

প্রতি

মহামান্য শ্রী .... প্রধান বিচারপতি, উচ্চআদালত

এবং

ঐ আদালতের সঙ্গী বিচারকগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী সি আর মামলা নং ... . এর একজন অভিযোগকারী যেটি শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ... . আদালতে চলাকালীন অবস্থায় রহিয়াছে অন্যদিকে অপরপক্ষগণ .... তারিখের .... পুলিশ মামলা নং হইতে উদ্ভুত দায়রা বিচার নং . ... এর মামলার আসামী।

(২) ঐ .... তারিখে (অভিযোগের মামলায় অভিযোগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবেন।

(৩) ঐ অপরপক্ষগণ নিজেদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য প্রাণ রক্ষা করিতে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০৭/৩২৬ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্তে উপরোক্ত জি আর মামলা নং .... (থানা মামলা নং .... তারিখ) তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ মামলা দায়রা আদালতে হইয়া শ্রী .... সহকারী দায়রা বিচারক .... এর আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

(৪) ঐ সি আর মামলা নং .... জি আর মামলা নং .... এর পাল্টা মামলা যাহা একই পক্ষদের মধ্যে একই বিষয়বস্তু হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। এবং এই কারণে বিচারের স্বার্থে এবং বিরোধী সিদ্ধান্তগুলি পরিহার করার জন্য ইহা সন্তোষজনক যে উভয় মামলাই একই বিচারক দ্বারা দ্রুত ক্রমান্বয়ের দ্বারা বিচার হউক।

(৫) ঐ যখন জি আর মামলা নং .... যেটি একমাত্র দায়রা বিচার যোগ্য এবং ইতিমধ্যে দায়রা আদালতে প্রেরিত হইয়াছে এবং বিচারের জন্য উক্ত সহকারী দায়রা বিচারকের নিকট স্থানান্তরিত হইয়াছে সেইহেতু সি আর মামলা নং .... টি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচারযোগ্য বলিয়া পরবর্তী মামলাটি দায়রা আদালতে প্রেরিত হউক এবং ঐ সহকারী দায়রা বিচারকের নথীতে বিচারের জন্য দায়রা বিচার নং .... মামলাটির সহিত স্থানান্তরিত হউক।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নথীগুলি তলব করিয়া বিধি জারী করিবেন অপরপক্ষদের এবং রাজ্যের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে ঐ সি আর মামলা নং .... টিকে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা দায়রা আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিবেন যাহাতে বিচারের জন্য উক্ত .... সহকারী দায়রা বিচারকের নিকট বিচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হয় এবং অথবা আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে ক্রমিক আদালতগুলির অধিক কার্যাবলী দরখাস্তের নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত করা হউক। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

....

....

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারায় দায়রা বিচারকের সম্মুখে উভয় মামলা এবং পুনঃ মামলার একত্রে বিচারের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচারক ...., ... স্থানে আদালত

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... সাল

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

দরখাস্তকারী

অথবা

১. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

২. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

৩. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

৪. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

দরখাস্তকারী

বনাম

....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

অপরপক্ষ

অথবা

১. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

২. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

৩. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

৪. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

৫. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

অপরপক্ষ

এবং

রাজ্য

এবং

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারায় প্রত্যাহার এবং স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত যে মামলা শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর আদালতে চলাকালীন মামলা নং .... যেটি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারায় অন্তর্ভুক্ত যাহাব পরবর্তী দিন উপস্থিতির জন্য .... ধার্য হইয়াছে, সেই মামলাটির অথবা শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... আদালতে চলাকালীন মামলা নং .... যেটি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারায় অন্তর্ভুক্ত যাহার সাক্ষ্যের জন্য .... দিন ধার্য হইয়াছে (অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন মামলা না .... শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর আদালতে .... তারিখে সাক্ষ্যের জন্য চলাকালীন বহিযাছে অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত জি আর মামলা নং .... শ্রী . ... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... প্রথম শ্রেণীব তৃতীয় আদালতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে আসামীর পরীক্ষার জন্য চলাকালীন রহিয়াছে) তাহা এককালীন ভাবে বিচারের জন্য যে কোন দুইটি শিক্ষিত আদালতের মধ্যে একটির নথীতে পাঠাইবার জন্য দরখাস্ত।

উপরোক্ত দরখাস্তকারী/দরখাস্তকারীদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .... দরখাস্তকারী/দরখাস্তকারীরা সি আর মামলা নং .... জি আর মামলা নং .... এর অভিযোগকারী/কার্যত অভিযোগকারী হইতেছেন যাহা শ্রী .... আদালতে .... স্থানে চলাকালীন আছে/অথবা শ্রী .... স্থানে প্রথম আদালতে চলাকালীন আছে (যেক্ষেত্রে অন্যদরখাস্তকারীরা অভিযোগকারীর সাক্ষীগণ হইতেছেন এবং জি আর মামলা নং ..../সি আর মামলা নং .... যাহা শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী

.... স্থানে/শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... স্থানে তৃতীয় আদালতে চলাকালীন রহিয়াছে সেই মামলায় দরখাস্তকারী/কার্যত অভিযোগকারীর দরখাস্তকারীরা সহ আসামী হইতেছেন।

(২) ঐ .... (দরখাস্তকারী/দরখাস্তকারীদের মামলার ঘটনা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন)

(৩) ঐ .... উপরোক্ত অপরপক্ষ/অপরপক্ষগণ যাঁহারা সি আর মামলা নং ..../জি আর মামলা নং .... এর আসামী হইতেছেন তাঁহারা তাঁহার অথবা জীবন উদ্ধারের জন্য এবং সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপের জন্য উপরোক্ত সি আর/জি আর মামলা নং .... দায়ের/তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

(৪) ঐ উভয় মামলাই একই পক্ষদের মধ্যে একই ঘটনা হইতে উদ্ভুত হইয়াছে এবং সেইহেতু বিরোধী সিদ্ধান্তকে পরিহারের জন্য ইহা অত্যধিক মাত্রায় শ্রেয় যে উভয় মামলাই ত্বরান্বিত পর্য্যায়ে একই আদালত দ্বারা বিচার করা হউক।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে নথীগুলি তলব কবিবেন, অপরপক্ষগণ এবং রাজ্যের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দুইটি মামলার মধ্যে একটিকে, দুইটি আদালতেব মধ্যে একটিব নথীতে এককালীন বিচারের জন্য অথবা ত্বরান্বিত পর্য্যায়ে করিবার জন্য স্থানান্তর করিবেন এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রী/শ্রীমতী .... ইত্যাদি এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি যে ঃ

(১) ঐ ১ হইতে ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং ৪নং অনুচ্ছেদের বিবৃতি আমার সানুনয় নিবেদন। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) দরখাস্তের বক্রী অংশ আমার প্রার্থনা

. . ..

(ঘোষকের সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তকৃত

....

(সনাক্তকারীর সহি)

ঘোষকের নির্দেশানুযায়ী
আমার কার্য্যালয়ে গঠিত
যিনি সঠিকভাবে

লিখিত হইয়াছে বলিয়া

স্বীকার করিয়াছেন

....

(আইনজীবির সহি)

তারিখ ....

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে একই দায়রা বিভাগে একটি মহকুমা আদালত হইতে অপর মহকুমা আদালতে স্থানান্তরকরণের জন্য দরখাস্ত

চুচুড়ায় হুগলীর দায়রা বিচারকের আদালত

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৭৩৫/১৯৯৫

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

দরখাস্তকারী

বনাম

১. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

২. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

৩. ....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

অপরপক্ষগণ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

বিচারের জন্য আরামবাগে অতিরিক্ত সহকারী দায়রা বিচারকের আদালতে চলাকালীন ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮এ/৪০৬/৩০৭ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য এস টি ১৩০/১৯৫৫ স্থানান্তরের জন্য দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে চুঁচুড়ার যে কোন দায়রা আদালতে স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত।

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮এ/৪০৬/৩০৭ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য .... তারিখের থানা মামলা নং . ... এর কার্যত অভিযোগকারী হইতেছেন।

(২) ঐ কার্যত অভিযোগকারী, ... অপরপক্ষগণের প্রতিবেশীর নিকট হইতে সমাচার প্রাপ্ত হইয়া উপরোক্ত মামলা তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে অপরপক্ষরা হইতেছেন দরখাস্তকারীর ভগিনী শ্রীমতী .... স্বামী, শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ী এবং পরবর্তীকালে জানিতে পারিয়াছিলেন যে প্রতিবেশী অপরপক্ষদের বিরুদ্ধে বৈরীভাবাপন্ন হইয়া বিন্যাস করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ পুলিশ ঐ পুলিশ মামলায় অভিযোগের কাগজ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অবশেষে ইহা আরামবাগের মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা .... তারিখে দায়রা আদালতে প্রেরিত হইয়াছিল।

(৪) ঐ প্রেরণের পরে ঐ মামলা দায়রা বিচার নং ২২১/১৯৯৫ রূপে তালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং .... তারিখে শিক্ষিত দায়রা বিচারক, শ্রী .... আরামবাগে বিচারের জন্য অতিরিক্ত সহকারী দায়রা বিচারকের নিকট স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ মামলা আরামবাগে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত হইবার পরে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষদের মধ্যে হইয়াছিল এবং দরখাস্তকারীর ভগিনী অপরপক্ষদের গৃহে পত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং অপরপক্ষরা একটি শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার পরে অথবা মীমাংসিত হইয়া যাইলে তাঁহারা মহিলাকে সম্মানের সহিত লইয়া যাইবে কিন্তু ৪৯৮এ ধারার অপরাধ আপোষে মিটাইয়া ফেলিবার যোগ্য বলিয়া দরখাস্তকারী হুগলীর জেলা শাসক এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় আইনমন্ত্রীর মারফত রাজ্য সরকারের নিকট শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

(৬) ঐ শিক্ষিত জেলা শাসক, হুগলীর ফৌজদারী বাদী পক্ষের সরকারী আইনজীবির সহিত পরামর্শ করিয়া অনুমোদন করিলে রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট চিত্তে জেলাশাসককে অপরপক্ষদের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য মেমো নং .... তারিখের দ্বারা নির্দেশ দেন এবং দরখাস্তকারী, ভগিনী শ্রীমতী .... এবং অপরপক্ষদের সমেত সেইহেতু সংক্রান্ত ব্যক্তিদের জানাইতে বলেন।

(৭) ঐ যদিও মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তথাপি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২১ ধারার বিধানে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে নাই

যেহেতু আরামবাগের অতিরিক্ত সহকারী দায়রা বিচারককে দায়রা বিচারযোগ্য মামলাগুলি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদর্শিত করা হয় নাই এবং সেইহেতু দায়রা বিচারগুলির কার্য্যাবলী বহুদিন যাবৎ স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছে এবং মহামান্য উচ্চ আদালত হইতে অগ্রিম তারিখে আরামবাগের অতিরিক্ত সহকারী দায়রা বিচারকের নিকট একটি প্রদত্ত আদেশ পৌঁছাইবার সম্ভাবনা নাই এবং সেইহেতু দরখাস্তকারীর ভগিনী সমেত তাঁহার পরিবারবর্গ দারুন দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতেছেন এবং দুইটি পরিবারের মধ্যে পুর্নমিলনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত যেহেতু অপরপক্ষরা মামলা পরিহার না করা পর্য্যন্ত দরখাস্তকারীর ভগিনীকে লইয়া যাইবেন না।

(৮) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২১ ধারার বিধানকে মান্যকরা ব্যতীত মামলাটি নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে না সেহেতু ফৌজদারী বাদী পক্ষের সরকারী আইনজীবির দ্বারা মামলা প্রত্যাহারের পূর্বে কিছু বাহ্যিক প্রক্রিয়ার পালনের আবশ্যকতা আছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আরামবাগের অতিরিক্ত সহকারী দায়রা বিচারকের আদালত হইতে দায়রা বিচার নং ২২১/১৯৯৫ মামলাটি যে কোন সহকারী দায়রা বিচারক অথবা অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে স্থানান্তর করিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ অন্যান্য আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী; কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালত হইতে উত্তরবিচার স্থানান্তরকরণের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... আদালত ....স্থান

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং .... সাল

এই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে

....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্যসরকার

অপরপক্ষ

এবং

এই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে .... সালের ফৌজদারী উত্তরবিচার ২য় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালতে চলাকালীন অবস্থায় তাহা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দায়রা বিচারকের অথবা ১ম অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের অথবা ৩য় অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের .... আদালতে স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী উক্ত ফৌজদারী উত্তরবিচারের উত্তর বিচার প্রার্থী।

(২) ঐ দরখাস্তকারী শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... তারিখের আদেশের দ্বারা দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০৪এ ধারা মতে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ দণ্ডাজ্ঞা এবং রায়ের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারী .... তারিখে আপনার মহানুভবের নিকট উক্ত উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উত্তরবিচারটি নিষ্পত্তির জন্য শিক্ষিত ১ম অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে স্থানান্তর করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ .... (তারিখ) উত্তরবিচারের শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল কিন্তু .... তারিখে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ১ম আদালত স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং সেই হইতে আদালতটি শূন্য অবস্থায় ছিল। দীর্ঘ দিন যাবৎ অনির্দিষ্টভাবে এবং উত্তরবিচারটি শুনানী করিতে পারা যায় নাই।

(৪) ঐ সম্প্রতি শ্রী .... ঐ অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেহেতু বহু মামলা উত্তরবিচার এবং পুনঃপরীক্ষার মামলা স্তূপীকৃত ছিল সেইহেতু তিনি দরখাস্তকারীর ফৌজদারী উত্তরবিচারটি নিষ্পত্তির জন্য সময় পান নাই।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী .... তারিখে ফৌজদারী উত্তরবিচারটির শুনানী ত্বরান্বিত করার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ শিক্ষিত বিচারক ঐ উত্তর বিচারটি তৎক্ষণাৎ শুনানীর এবং নিষ্পত্তি করিবার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যেহেতু .... হইতে তাঁহার আদালতে স্তূপীকৃত পুরাতন উত্তরবিচারগুলি এবং পুনঃপরীক্ষার মামলাগুলির নিষ্পত্তি তাঁহাকে করিতে হইবে এবং বক্রী উত্তর বিচারগুলি নিষ্পত্তি হইবার পরে তবে তিনি দরখাস্তকারীর ফৌজদারী উত্তরবিচার নং .... লইবেন।

(৬) ঐ আপনার দরখাস্তকারী একজন দরিদ্র লরী চালক এবং ফৌজদারী উত্তরবিচারটি চলাকালীন থাকার জন্য তিনি তাঁহার ব্যবসা মুক্ত হইয়া করিতে পারেন না এবং যদিও তিনি জামিনে আছেন তথাপি তাঁহার দুশ্চিন্তা বহুদিন ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া আছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ফৌজদারী উত্তর বিচার নং .... সাল শ্রী .... ১ম অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের নথী হইতে প্রত্যাহার করিয়া আপনার মহানুভবের দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন অথবা দুইটি আদালতের মধ্যে একটিতে যেমন অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের ২য় আদালতে অথবা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর ৩য় আদালতে বিচারের স্বার্থে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তর করিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রী .... ইত্যাদি, পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি।

১. ঐ .... উক্তি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

২. ঐ .... উক্তি আমাব সর্বাপেক্ষা জ্ঞানমতে সত্য।

৩. ঐ .... উক্তি আমার সর্বাপেক্ষা জ্ঞান মতে সত্য।

৪. ঐ বক্রী অংশ আদালতের সম্মুখে আমার প্রার্থনা।

আমার কার্য্যালয়ে আমার মক্কেল, ...
শ্রী .... এর নির্দেশমত গঠিত (ঘোষক/দরখাস্তকারীর সহি)
যিনি ইহা সঠিকভাবে লিখিত হইয়াছে আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত
বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ....
.... (সনাক্তকারীর সহি)
(আইনজীবির সহি)

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে দায়রা বিভাগের মধ্যে একটি আদালত হইতে অন্য আদালতে পক্ষপাতিত্বের কারণে মামলা স্থানান্তরের জন্য স্থানান্তর দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... স্থান আদালত

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি)

--- দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য সরকার

---- অপরপক্ষ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে দায়রা বিচার নং .... / অথবা .... জি আর মামলা নং ..../ সি আর মামলা নং .... (সি আর মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে অপরপক্ষ হইতে হইবে সেক্ষেত্রে আসামী স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত করিবেন) ২য় সহকারী দায়রা বিচারকের .... আদালতে/অথবা .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রী . ... স্থান এব আদালতে চলাকালীন অবস্থায় তাহা বিচারের জন্য যে কোন দায়রা আদালতে স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত।

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উপরোক্ত দায়রা বিচার/মামলা উপরোক্ত বিচারক/বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে চলাকালীন রহিয়াছে এবং বিচার চলিতেছে।

(২) ঐ গতকল্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীর কূট পরীক্ষার প্রাক্কালে শিক্ষিত নিম্ন বিচারক ঐ সাক্ষীর বিরুদ্ধে নিন্দনীয় মন্তব্য করিয়া বলেন যে তিনি আসামীর দ্বারা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন যেহেতু আসামীকে কাঠগড়ায় কম্পমান মনে হইয়াছিল এবং তিনি প্রশ্নগুলির প্রস্তাব দিয়াছিলেন যাহা সহকারী সরকারী পক্ষের আইনজীবি সাক্ষীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষয়টি ঐ ক্ষেত্রেই শেষ হয় নাই। কূট পরীক্ষার সময় শিক্ষিত বিচারক/বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীকে উত্তরগুলির প্রস্তাব করিয়া কূট পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং সাক্ষী ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন;

(৩) ঐ দরখাস্তকারীর আইনজীবি সাক্ষ্য প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত বিচারক/বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে বাধিত করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এই কারণে যে সাক্ষ্যের নথীভুক্তের পদ্ধতি সাক্ষীকে ভুলপথে পরিচালিত করিবার জন্য আইনজীবিকে সুযোগ প্রদান করিবে। শিক্ষিত

আদালত অধিক কূট পরীক্ষাকে বিলম্বিত করেন নাই যদিও আসামী পক্ষের শিক্ষিত আইনজীবি উচ্চ আদালতে মামলার জন্য যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ শিক্ষিত বিচারক/বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্য এবং আচরণ আসামী দরখাস্তকারীর চিত্তে ভীতির আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছিল এই মর্মে যে তিনি শিক্ষিত নিম্ন বিচারক/বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর হস্তে সুবিচার পাইবেন না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে আপনার মহানুভবের অধিকারক্ষেত্রের যে কোন আদালতে মামলাটি বিচারের জন্য এবং বিচারের স্বার্থে স্থানান্তর করিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

অধিকন্তু, ইহাই প্রার্থনা যে ঐ মামলার অধিক কার্যাবলী হস্তান্তর দরখাস্তেব নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হউক এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

....

....

....

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে হস্তান্তর দবখাস্ত মামলা এবং পাল্টা মামলার একত্রে বিচারের জন্য কবা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অপরাধজনিত মামলায় অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা

[Provisions for Compensation to Accused in Criminal Cases]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে ক্ষতিপূরণের জন্য অপবাদের আদেশের বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন

শ্রী ... ... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .. .. এর আদালত

মামলা নং ....

(রাজ্য সরকার বনাম ... .

অথবা

.... অভিযোগকারী

বনাম

. ... এবং অপরপক্ষগণ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে কারণ প্রদর্শন

.... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ঘটনাটি দরখাস্তকারীর অর্থাৎ অভিযোগকারীর গৃহের ভিতরেই ঘটিয়াছিল এবং সেইহেতু গৃহের বাসিন্দারা ব্যতীত কোন সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্য দেন নাই এবং ইহা সাধারণভাবে আশা করা যায় যে বিভিন্ন সাক্ষীর দ্বারা ঘটনার বিবৃতিতে কিছু ক্ষুদ্র অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া উচিত এবং আদালতের ঐগুলি সম্বন্ধে শেষ পর্য্যায়ে কিছু অনুমতি প্রদান করা উচিত।

(২) ঐ কেবলমাত্র ক্ষুদ্র অসামঞ্জস্যতার কারণে অভিযোগকারীর মামলা মিথ্যা অথবা নগন্য হইবে না।

(৩) ঐ দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীগণ গণ্ডগোল শুনিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উপর আহ্বানপত্র প্রদর্শিত হইলেও তাঁহাদের উপস্থিত করিতে পারা যায় নাই এবং

তাঁহাদের গ্রেপ্তারী অধিপত্রের দ্বারা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে বাধ্য করানো হইয়াছিল এবং সেইহেতু তাঁহারা অভিযোগকারীকে সমর্থন করেন নাই যেহেতু তাহারা চিন্তা করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের অসম্মানাস্পদ গ্রেপ্তারের জন্য অভিযোগকারী দায়ী।

(৪) ঐ কারণ প্রদর্শনের বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনের সময় আপনার মহানুভব প্রতিরক্ষার প্রস্তাবের লিপ্ততা অর্থাৎ অভিযোগকারী এবং তাঁহার স্ত্রী আসামীর দখলকৃত মূল্যবাণ বস্তু রক্ষিত বাক্সের দখল লইয়া মামলার একজন আসামীর সহিত হুড়মুড়ি করিবার সময় আহত হইয়াছিলেন এবং ঐ বাক্সটি অভিযোগকারী অপহরণ কবিয়া লইয়াছিলেন তাহা আপনার মহানুভব উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ প্রতিরক্ষা পক্ষ চিকিৎসক সাক্ষীকে এই মর্মে প্রস্তাব দিযাছিলেন যে অভিযোগকাবী এবং তাঁহার স্ত্রীর আহত হইবার কারণটি পতনের দ্বারা অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ হস্তের দ্বারা ঘটিতে পারে এবং যাহা চিকিৎসক সাক্ষী (ফৌজদারী বাদীপক্ষ) ঐ সকল প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইযাছিলেন। ঐ সকল অনুমানজনক প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তরগুলি প্রকৃত সাক্ষকে অপ্রমাণিত করিবে না, তথ্যের সম্মান প্রদর্শিত হইবে এইভাবে যে ঐ দুইজন সাক্ষী (ফৌজদারী বাদী পক্ষ ৪ এবং ৫) যদিও সুস্পষ্ট কাবণের জন্য অভিযোগকারীকে সমর্থন করেন নাই কিন্তু তাঁহারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০০ ধারার বিধান মতে পবিত্র শপথের দ্বারা তাঁহাদের উক্তিগুলি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং আদালতের অনুমতি লইযা ঐ দুইজন সাক্ষীকে অভিযোগকারীর দ্বারা কূট পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০০ ধারার বিধানে পূর্ববর্তী উক্তিগুলির প্রতিবাদ করিযাছিলেন।

(৬) ঐ অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কার্যাবলী চালাইবার পরিবর্তে ঐ সকল সাক্ষীদের ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনেব ১৯৩ ধারার বিধান মতে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দানেব জন্য অভিযুক্ত হওযা উচিত।

(৭) ঐ সকল তথ্য, পারিপার্শ্বিকতা এবং নথীভুক্ত সাক্ষ্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে অভিযোগকারী মামলা নং .... তে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন তুচ্ছ অথবা বিরক্তিজনক অপবাদ দেন নাই।

(৮) ঐ অভিযোগকারী মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে ইচ্ছুক।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক কারণ প্রদর্শনটি গ্রহণ করিয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে কার্যাবলীগুলি বাতিল করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে পুলিশ মামলার সংবাদদাতা অভিযুক্ত হইতে পারেন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে কার্যাবলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ক্ষতিপূরণের জন্য কারণ প্রদর্শন

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... আদালত

মামলা নং .. ..

রাজ্য সরকার

বনাম

.... এবং অপরজন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯/৪১১ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্বের অস্বীকারত্বের কারণ প্রদর্শন

.... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী উক্ত মামলায় কার্যত অভিযোগকারী হইয়াছেন যাহা আসামী ব্যক্তিদের মুক্তি প্রদান করিয়া সমাপ্ত হইয়াছে।

(২) ঐ আপনার দরখাস্তকারী তাঁহাকে কারণ প্রদর্শন করিতে বলার জন্য অর্থাৎ ভিত্তিহীন অপবাদের জন্য আসামী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(৩) ঐ আপনার দরখাস্তকারী 'খ' এর সঙ্গে সম্পর্কিত চুরির বিষয়ে পুলিশকে জানাইয়াছিলেন যিনি দরখাস্তকারীকে থানায় তৎক্ষণায় গিয়া প্রতিবেদন দিবার বিষয় অনুরোধ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে 'গ' 'খ'কে বলিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী 'খ' এর অনুরোধে সম্পর্কিত সমাচারটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে জানাইয়াছিলেন। 'খ' থানায় যাইবার রাস্তায় একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। দরখাস্তকারী পিতৃপরিচয় এবং আসামীর ঠিকানা ব্যতীত 'এম'কে চিনিতেন কিন্তু পুলিশ 'এম'কে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন যাঁহাকে দরখাস্তকারী পূর্ব হইতেই চিনিতেন এবং আদালতের সাক্ষ্যের সময় আপনার দরখাস্তকারী ঐ তথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ বিচারের সময় উভয় 'খ' এবং 'গ' সাক্ষীরূপে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন যাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে 'খ' দরখাস্তকারীকে চুরির বিষয়ে পুলিশকে প্রতিবেদন দিয়া জানাইতে বলিয়াছিলেন এবং পুলিশ অনুসন্ধানের সময় দরখাস্তকারীকে পরীক্ষাও করেন নাই এবং 'এম' সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

(৫) ঐ দরখাস্তকারীর সমাচারের উপর ভিত্তি করিয়া 'খ' কে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং অনুসন্ধানের সময় পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তারকৃত 'এম' এবং

'এন' বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী কোন ঈর্ষা নাই এবং সেইহেতু ইহা বলিতে পারা যায় না যে যেহেতু সমাচারটি প্রথম সমাচার অর্থাৎ জনশ্রুতিমূলক ছিল না দরখাস্তকারী পুলিশকে কোন সমাচার দেন নাই।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক কারণ প্রদর্শনটি গ্রহণ করিয়া দরখাস্তকারীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে কোন আসামীকে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় হইতে মুক্ত করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে পঠনরত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২১ ধারার বিধানে আসামীর দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে পঠনরত ৪২১ ধারার বিধানে আপনার মহানুভব প্রদত্ত .... তারিখের আদেশে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের দরখাস্ত

.. .. বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ উপরোক্ত মামলায় .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে অভিযোগকারীকে অথবা সংবাদদাতাকে (ক্ষেত্রবিশেষে যেমন হইবে) দরখাস্তকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যিনি অব্যাহতি পাইবার অথবা মুক্ত হইবার ক্ষেত্রে (ক্ষেত্রবিশেষে) মামলার আসামী ছিলেন।

(২) ঐ আদেশ প্রদানের এক মাসের অধিক অতিক্রান্ত হইলে ঐ অভিযোগকারী অথবা সংবাদদাতা (ক্ষেত্রবিশেষে) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে আদেশের বিরুদ্ধে কোন পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করেন নাই কিন্তু অভিযোগকারী/সংবাদদাতা দরখাস্তকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া আদালতের আদেশ অমান্য করেন নাই।

(৩) ঐ দরখাস্তকারী নিম্নতপশীলে অভিযোগকারী/সংবাদদাতার স্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রদান করিতেছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বাকিদার অভিযোগকারী/সংবাদদাতার বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীর প্রাপ্য অর্থ ১০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা লইবেন।

অভিযোগকারী/সংবাদদাতার স্থাবর সম্পত্তির তপশীল সম্পত্তি। এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র

(আপীল বিভাগ)

অথবা

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং . ...

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

....

....

....

— দরখাস্তকারী

বনাম

১. ....

....

....

২. রাজ্য ....

--- অপরপক্ষগণ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে .... মামলা নং ... . তে অভিযোগকারী/সংবাদদাতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার জন্য .... তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৪০১/৪০৩ ধারাব অন্তর্ভুক্ত একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী উক্ত মামলার অভিযোগকারী হইতেছেন যে মামলায় আসামী ব্যক্তিরা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী .... স্থান এর দ্বারায় মুক্তি পাইয়াছিলেন।

(২) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্তকারীর উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া উপস্থিত হইতে বলিয়াছিলেন এবং ১নং অপরপক্ষকে যিনি উক্ত মামলার আসামী ছিলেন তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ কেন প্রদান করিবেন ইহার জন্য কারণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছিলেন এবং আহ্বানপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী .... তারিখে কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট চিত্তে ভিত্তিহীন অপবাদের জন্য ১০০ টাকা অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১নং অপরপক্ষকে প্রদানের জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৩) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মূল্য স্থির করিতে পারেন নাই এবং ১নং অপরপক্ষকে ৪নং মামলায় মুক্ত করিয়া তাঁহাকে ১০০ টাকা প্রদান করিবার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দিয়া প্রশ্নাধীন আদেশ জারী করিয়াছিলেন। .... তাবিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত কাবণগুলির ভিত্তিতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন ঃ

কারণগুলি

(ক) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশ বেআইনী, অধিকারক্ষেত্র বিহীন, বিপথগামী এবং স্বেচ্ছাচারীর নামান্তর।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীর সাক্ষীদের যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁহাদের যোগদানের জন্য সচেষ্ট হন নাই এবং অভিযোগকারীর সাক্ষ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে অপবাদ বিবেচনা করিয়া কারণ নথীভুক্ত না করাব ব্যর্থতায় যুক্তিযুক্ত কারনের বহির্ভূত কার্য কবিয়াছেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান তাঁহার মতে যথার্থ বিবেচিত হওয়ায় প্রশ্নাধীন আদেশটি আইনতঃ খারাপ হইয়াছে এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিলযোগ্য।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এইভাবে যে "তাঁহার মতে সাক্ষ্য গুরুতরভাবে অসন্তোষজনক" এবং তিনি দেখিতেছেন যে "অভিযোগ মিথ্যা ছিল না ইহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ব্যাখ্যাতে কিছু নাই" এবং "আসামীর বিরুদ্ধে কোন মামলা গঠিত হয় নাই" কিন্তু ঐ সকল উক্তি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫০ ধারার বিধানে প্রয়োজনীয়তার সম্পাদনীয়তার প্রতীক।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট পারিপার্শ্বিকতার মূল্য স্থির করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যাহা দরখাস্তকারীকে নিজ সাক্ষীদের বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে চালনা করিয়া বিচারের অকৃতকার্যতা প্রমাণ করিয়াছে, তথ্য উল্লেখযোগ্য এক্ষেত্রে যে দুইটি সাক্ষী (ফৌজদারী বাদীপক্ষ ৪নং এবং ৫নং) যাঁহারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০০ ধারায় অভিযোগকারীদের তাঁহাদের পরীক্ষায় সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহারাই অজামিনযোগ্য অধিপত্রের শক্তির উপস্থাপনায় পরীক্ষিত হইয়াছিলেন।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ প্রদর্শনের মূল্য স্থির করিতে পারেন নাই অথবা কারণ প্রদর্শনটি পঠনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়া প্রশ্নাধীন আদেশটিকে খারাপ আইনে পরিণত করিয়াছেন যেহেতু কারণ প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়ার বিধান কেবলমাত্র একটি প্রচলিত প্রথা নয়।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নথীগুলি তলব করিবেন, পক্ষদের শুনানীর পরে .... তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশের অশুদ্ধতা এবং অনুপযুক্ততা বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া ঐটি বাতিল করিয়া দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ (১) ক্ষতিপূরণ অর্থ আদায়ের স্থগিতের জন্য একটি পৃথক দরখাস্ত দায়ের করিতে হইবে।

(২) দেখুন 1979 Cri LJ 1186, 1979 Ker LJ 531· 1975 Cri LJ 1335. AIR 1925 Mad 1139; 26 Cri LJ 1501, (1906) 3 Cri LJ 390 (Cal), AIR 1914 All 86 · 15 Cri LJ 193.

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮ ধারায় আসামীর ভিত্তিহীন গ্রেপ্তারের জন্য ক্ষতিপূরণের দরখাস্ত

শ্রী .. .. বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট . . এর আদালত

মামলা নং ....

রাজ্য বনাম .. ..

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮ ধারায় ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক .

(১) দরখাস্তকারী .... জেলার . ... থানার .... এর উদাহরণে .... তারিখে .... পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন যাহার সহিত দরখাস্তকারীর শত্রুতা ছিল এবং ঐ ব্যক্তি পূর্ববর্তী ঈর্ষা এবং শত্রুতাবশতঃ ভিত্তিহীন অপবাদে দরখাস্তকারীর গ্রেপ্তারের কারণ হইয়াছিলেন।

(২) ঐ আসামী যে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের বলে আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারায় প্রথম সমাচার প্রতিবেদন নথীভুক্ত হইয়াছিল তাহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আসামী ব্যক্তির উদাহরণে আইনের বিপরীত কার্য করিয়াছিলেন এবং তথ্য ও পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মামলাটি মিথ্যা এবং সেইহেতু দরখাস্তকারীর সময় নষ্ট হইয়াছে এবং ব্যাপারটির জন্য ব্যয় হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক সংবাদদাতা .... র বিরুদ্ধে কার্য্যাবলী চালাইবেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮ ধারার বিধানে আসামী দরখাস্তকারীকে মামলা হইতে অব্যাহতি দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮(৩) ধারায় ক্ষতিপূরণ উদ্ধারের জন্য দরখাস্ত

শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী .... আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮(৩) ৪২১ ধারায় ক্ষতিপূরণ আদাযেব জন্য দবখাস্ত

দরখাস্তকারীর .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অভিযোগকারী অর্থাৎ কার্যত অভিযোগকারীকে পুলিশের দ্বারা অভিযোগকারীকে ভিত্তিহীন গ্রেপ্তারের কারণ ঘটাইবার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানেব নির্দেশ দিয়াছেন কিন্তু আপনার মহানুভবের প্রদত্ত আদেশ হইবার এক মাসের অধিক উত্তীর্ণ হইবার পরেও ঐ ব্যক্তি দরখাস্তকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন নাই।

(২) ঐ অভিযোগকারীর নাম যাহা নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে তিনি কঠিন পন্থা অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন না।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮(৩) ধারায় পঠনরত ৪২১ ধারার বিধানে উপরোক্ত মামলায় .... তাবিখে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের আদায়ের জন্য হস্তক্ষেপ করিবেন।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে তাহার নাম

....

পিতার নাম ....

ঠিকানা ....

থানা ....

জেলা ....

যে ব্যক্তিব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে তাহার স্থাবর সম্পত্তিগুলির তালিকা

১. ....

২. ....

৩. ....

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮ ধারার বিধানে ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত স্থান ....

অথবা

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা মামলা নং .. ..

এই বিষয় সম্পর্কিত

.... দরখাস্তকারী

বনাম

১. .. ..' ..

....

....

২. রাজ্য . .. .

— অপরপক্ষগণ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৪০১/৪০৩ ধারার বিধানে . ..... তারিখে মামলা নং .... তে শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, শ্রী .... প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে যাহার দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৮ ধারার বিধানে ১০০ টাকা অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ ১নং অপরপক্ষকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষা দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... (নিম্পত্তিকৃত আদেশ দিবার জন্য ঘটনা ব্যক্ত করিবেন)

(২) ঐ আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে এই পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন

কারণগুলি

(ক) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশ বেআইনী, অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূক্ত এবং বিপথগামী।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কারণ প্রদর্শনটিকে গ্রহণ না করিয়া বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন যে কারণ প্রদর্শনে ১নং অপরপক্ষের গ্রেপ্তারের ঘটনা অভিযোগকারী যে পারিপার্শ্বিকতায় জানাইয়াছেন তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ের যুক্তিগুলি নথীভুক্ত না করিয়া বেআইনী কার্য করিয়াছেন যাহাতে বলা আছে দরখাস্তকারী যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত আসামীর গ্রেপ্তারের কারণ ঘটাইয়াছেন এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল যোগ্য।

(ঘ) ঐ তথ্য এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা হইতে শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে বলা উচিত ছিল যে প্রদত্ত পারিপার্শ্বিকতায় প্রত্যেক যুক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কর্মের পদ্ধতি অনুসারেই দরখাস্তকারী কার্য করিয়াছিলেন এবং প্রশ্নাধীন আদেশটি বিপথগামীত্বতায় জর্জরিত হইয়াছে।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে বলা উচিত ছিল যে দরখাস্তকারীর ১নং অপরপক্ষের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে কোন হস্ত ছিল না যেহেতু তিনি 'এম' এর নাম করিয়াছিলেন কিন্তু পুলিশ ১নং অপরপক্ষ 'এন' কে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে প্রশ্নাধীন আদেশের অশুদ্ধতা এবং অনুপযুক্ততার বিষয় সন্তুষ্ট হইয়া উহা বাতিল করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ পুনঃপরীক্ষার আদালতের দ্বারা পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের স্থগিতের জন্য একটি পৃথক দরখাস্ত দায়ের করা প্রয়োজনীয়।

নং ৮ — দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে উত্তরবিচারে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৭ ধারায় আহতের দ্বারা ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী উত্তর বিচার নং ৫৯৮ ....সাল

.... উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

রাজ্য .... উত্তরবাদী

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৫৭ ধারায় আহত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত

এই বিষয় সম্পর্কীত

....

(নাম, পিতৃপরিচয় ইত্যাদি এবং ঠিকানা ব্যক্ত করিবেন)

দরখাস্তকারী (আক্রান্তকারী)

উপরোক্ত দরখাস্তকারী (আক্রান্তকারী)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে .... মামলা নম্বরে আহত ব্যক্তি ছিলেন যেটিতে আসামী উত্তর বিচারপ্রার্থী দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তিন বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইয়াছিল এবং ১০০০ হাজার টাকা অর্থ জরিমানা ধার্য হইয়াছিল, এবং ঐ আদেশের বিরুদ্ধে উত্তরবিচার প্রার্থী এই উত্তরবিচার করিয়াছেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী আসামী উত্তরবিচার প্রার্থী দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পদভাগের অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইয়াছিল এবং সেই কারণে তাঁহাকে অত্যধিক চিকিৎসার ব্যয় ভার গ্রহণ ও অত্যধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীর সহিত কোমলভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারীকে জরিমানার অর্থ প্রদান করিবার নির্দেশ দিতেও তিনি যত্নবান হন নাই।

(৩) ঐ যদিও শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীর সহিত কোমলভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আসামী উত্তরবিচার প্রার্থী দণ্ডাজ্ঞা এবং রায়ের বিরুদ্ধে উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছেন এবং উত্তরবিচারটি আপনার মহানুভবের সম্মুখে চলাকালীন পর্য্যায়ে রহিয়াছে।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীর কার্যের কারণগুলির জন্য দরখাস্তকারীর ভোগ যন্ত্রনার্থে আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীর নিকট হইতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ অর্থের চাহিদার জন্য এই দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে উত্তরবিচারে অনুগ্রহপূর্বক দরখাস্তকারীর শুনানী হউক এবং আপনার মহানুভবের দ্বারা দণ্ডাজ্ঞা এবং বিচারের রায় সমর্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জরিমানার অর্থ দরখাস্তকারীকে অনুগ্রহণ পূর্বক প্রদান করিতে নির্দেশ দেওয়া হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ (১) আসামী দ্বারা দায়েরকৃত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তের মামলায় একই দরখাস্ত দায়ের করা যাইতে পারে।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৬ ধারা উত্তরবিচার অথবা পুনঃপরীক্ষার মামলায় শাস্তি বর্ধনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

(৩) ৩৭৭ ধারা নিম্ন আদালত প্রদত্ত আসামী ব্যক্তির শাস্তি বর্ধনের জন্য আহত ব্যক্তির দ্বারা দরখাস্তের প্রতিবন্ধক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুক্তির বিরুদ্ধে আপিল

[Appeal against Acquittal]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮(৪) ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে উত্তরবিচারের খোলাসা

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী উত্তর বিভাগ অধিকারক্ষেত্র)

এই বিষয় সম্পর্কিত :

....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি)

— উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ইত্যাদি)

— উত্তরাবাদী

এবং

রাজ্য ....

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রী .... সি আর মামলা নং .... তারিখ .... মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিচার নং .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮এ এবং ৪০৬ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮(৪) ধারার বিধানে একটি উত্তরবিচার

প্রতি

মহামান্য শ্রী .... উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এবং ঐ আদালতের সঙ্গী বিচারগণ

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী হিন্দুধর্মবিধি এবং আচার অনুষ্ঠান মতে ... . তারিখে উত্তরবাদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

(২) বিবাহের সন্ধি সংস্থাপনের সময় উত্তরবাদী রঙীন দূরদর্শন, হিরোহণ্ডা মোটর সাইকেল, ২০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, টাইটান ঘড়ি ও নগদ ২৫,০০০ হাজার অর্থ দাবী করিয়াছিলেন। উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতা চাহিদা পূর্ণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি মোটর সাইকেল বিবাহের ৬ মাসেব মধ্যে প্রদান করিবেন যদিও অন্যান্য চাহিদা তিনি বিবাহের দিনই পূর্ণ করিয়াছিলেন। উত্তরবাদী সম্মত হইয়াছিলেন।

(৩) ঐ উত্তরবাদী .... স্থানে অবস্থিত থানার অবর পরিদর্শক এবং .... স্থানে থানার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বাস করিতেছেন যে স্থানে তিনি একটি বিলাসবহুল গৃহ নির্মান করিয়াছিলেন এবং বিবাহের পরে উত্তরবিচার প্রার্থী এবং উত্তরবাদী ঐ স্থানে বসবাস করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ বিবাহ সম্পন্ন হইবার পরে উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতা উত্তরবাদীর চাহিদা অনুযায়ী কেবলমাত্র মোটর সাইকেল ব্যতীত সকল যৌতুকের বস্তু হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ বিবাহের পরে এক মাস হইতে উত্তরবাদী মোটর সাইকেল প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিষয় উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং উত্তরবিচার প্রার্থীকে তাঁহার পিতার উপর এই বিষয়ে চাপ দিবার জন্য জেদ করিতেন।

(৬) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতার দূর্ভাগ্যক্রমে .... তাবিখে গুরুতরভাবে হার্ট আক্রান্ত হয় এবং তাঁহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল এবং এক মাসের জন্য বলবর্ধক যত্নের একক বিভাগে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল এবং ঐ অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার জন্য তাঁহার প্রচুর আর্থিক সঙ্কট হইয়াছিল ও সেই কাবণে সময়মত উত্তরবাদীর চাহিদা তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই কিন্তু উত্তরবাদী অধিক সময় দিতে অনুমতি প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং মোটর সাইকেলের প্রদানের জন্য চাপ দিয়াছিলেন।

(৭) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতার হাসপাতালে আবদ্ধ থাকাকালীন অবস্থায় উত্তরবাদী তাঁহার পকেট হইতে ৫০০০ হাজার অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতা হাসপাতাল হইতে অব্যাহতি পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র উত্তরবাদী মোটরসাইকেল সমেত ঐ অর্থ পরিশোধের জন্য দাবী করিয়াছিলেন।

(৮) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতা হাসপাতাল হইতে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র উত্তরবাদী শারীরিক এবং মানসিকভাবে উত্তরবিচার প্রার্থীকে অত্যাচার করিতে আরম্ভ

করিয়াছিলেন। তিনি মহিলাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মহিলাকে তাঁহার পিতাকে দেখিতে যাইবার অনুমতি দেন নাই।

(৯) ঐ .... তারিখে উত্তরবাদী, যিনি প্রতিদিনই গৃহে মদ্যপান করিতেন তিনি উত্তরবাদীকে শারীরিকভাবে প্রহার করিয়াছিলেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মুখে তাঁহার গৃহ হইতে মহিলাকে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন যাঁহাদের প্রতিবাদ করিবার সাহস ছিল না।

(১০) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী .... থানায় গিয়াছিলেন এবং ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে তাঁহার নিদ্রাকালে বক্ষ ভার জনিত ব্যাধি এবং তাঁহার পিতার উত্তরবাদীর যৌতুকের চাহিদা মিটাইবার ব্যর্থতার কারণে তাঁহার দুঃখ কষ্টের বিষয় জানাইয়াছিলেন কিন্তু ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে মামলা তালিকাভুক্ত না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উত্তরবাদীকে লইয়া ঘটনাটি দেখিবেন যাহাতে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছান যাইতে পারে এবং তিনি পুলিশের জীপগাড়িতে উত্তরবিচার প্রার্থীকে তাঁহার পিতার গৃহে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

(১১) ঐ আশর্য্যের বিষয় এই যে ঐ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক .... তারিখের ঘটনার পাঁচ দিনের মধ্যে .... থানায় স্থানান্তরিত হইয়া যান।

(১২) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীর .... তারিখে .... আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ডাক্তারী চিকিৎসা করিবার ছিল এবং সেইকারণে তিনি ঘটনার ১০দিন পরে প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁহার অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন।

(১৩) ঐ শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮এ/৪০৬ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য পরোয়ানা জারী করিয়াছিলেন এবং ঐ নির্দিষ্ট তারিখে উত্তরবাদীর উপস্থিতিতে তিনি ৫০০০ হাজার অর্থ জামিন মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং মামলাটি বিচারের জন্য সাক্ষীদের পরীক্ষাব পাঁচটি ধারাবাহিক দিন ধার্য করিয়া তাঁহার নথীতে মামলাটি স্থানান্তরিত করেন।

(১৪) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী তাঁহাকে সমেত, উত্তরবাদীর প্রতিবেশী একজন চিকিৎসক .... ৬ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অন্যান্য অভিযোগের নামের সাক্ষীদের যাঁহারা উত্তরবাদীর প্রতিবেশীগণ হইতেছেন তাঁহাদের উপস্থিত করিতে পারেন নাই। উত্তরবাদী তাঁহার পক্ষে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই। উত্তরবাদীর প্রার্থনায় ঐ সময়ের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী .... কে আদালতের সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

(১৫) ঐ .... তারিখে শিক্ষিত নিম্ন আদালত উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শুনিয়াছিলেন এবং .... তারিখে প্রশ্নাধীন বিচারের রায়ে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিয়া এবং সাক্ষ্যের ওজনের বিরুদ্ধে উত্তরবাদীর মুক্তি দিয়াছিলেন।

(১৬) ঐ ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তববিচাব প্রার্থী নিম্নলিখিত কাবণগুলিব ভিত্তিতে এই উত্তরবিচাব দায়েব করিযাছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত প্রধান বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট আইন এবং তথ্যে ভুল কবিয়াছেন।

(খ) ঐ নিম্ন আদালতেব প্রশ্নাধীন বিচাবেব বায় ফৌজদাবী বাদীপক্ষেব ২ হইতে ৫ নং সাক্ষীদের সাক্ষেব উপর নির্ভব না কবিবাব জন্য যেহেতু তাঁহাবা উত্তববিচাব প্রার্থীব পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ক্রমান্বয়ে মামা হইযা স্বার্থ সম্পর্কীয সাক্ষী হইতেছেন, সেইজন্য উহা আইনেব ভুল প্রকাশ হওযাব কাবণে ঐ বায় কলুষিত হইযাছে।

(গ) ঐ নিম্ন আদালত ফৌজদাবী বাদীপক্ষেব ৬নং সাক্ষীব সাক্ষ্য যিনি উত্তববাদীব নিকট আত্মীয ছিলেন তাহা বাতিল কবিযা দিযাছিলেন এই কাবণেব ভিত্তিতে যে এই সাক্ষী পুলিশকে অথবা অন্য কর্তৃপক্ষকে "তাঁহাব (উত্তববিচাব প্রার্থীব) উপব অবিবাম অত্যাচাবেব ঘটনা" সংবাদ দেন নাই এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আদৌ ইহা বিবেচনা কবেন নাই যে প্রতিবেশীবা বিবাহিত দম্পতিব বৈবাহিক সমস্যা সম্পর্কে কর্নপাত কবিতে ইচ্ছুক নন।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালতেব আদালতেব সাক্ষীব সাক্ষ্য বিপথগামীত্বেব কাবণগুলিব উপব বাতিল কবিযাছিলেন যেমন, "সাক্ষী মামলাব বেজেষ্ট্রীকবণ না কবাব জন্য কর্তব্য হানিব কার্য কবিযাছেন যদিও ফৌজদাবী মহিলা বাদী পক্ষেব দ্বাবা তাঁহাব সম্মুখে উপস্থাপিত অভিযোগে প্রগ্রাহ্য অপবাধগুলি প্রকাশিত হইযাছে", "ইহা প্রায অস্বাভাবিক যে একজন পুলিশ অধিকাবিক তাঁহাব সহকর্মীদেব মধ্যে একজনেব বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে সাক্ষ্য দিবেন "সাধাবণ দিনপঞ্জী নথীভুক্ত তাবিখ থানাব (৫নং প্রদর্শিত বস্তু) এই সাক্ষীব দ্বারা সাধারণ দিনপঞ্জীতে নথীভুক্ত বিবৃতি এই মর্মে আছে যে সমাচাবেব উপব হস্তক্ষেপেব প্রযোজনীযতা ঘটিলে পববর্তীকালে গ্রহণ কবা হইবে" ইহা থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিকেব পক্ষে একটি অস্বাভাবিক কার্য এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এই দাযিত্বজ্ঞানহীন পুলিশ আধিকাবিকেব দ্বাবা তাঁহাব কর্তব্যহীনতাব জন্য সম্ভাব্য বিভাগীয তদন্ত হইতে নিজেকে উদ্ধাবেব জন্য এই দাযিত্বজ্ঞানহীন পুলিশ আধিকাবিকেব দ্বাবা ইহা অন্তর্ভুক্ত হইযাছে", এই সাক্ষী তাঁহাব কূট পবীক্ষায স্বীকাব কবিযাছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে আসামী থানা হইতে তাহাব অকস্মাৎ স্থানান্তবেব জন্য দাযী ছিলেন" এবং "এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে অভিযোগেব দরখাস্তে (প্রদর্শিত বস্তু') সাক্ষীব তালিকাব স্তম্ভে সাক্ষীরূপে প্রদর্শিত হয নাই' এবং সেই কাবণে নিম্ন আদালত কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত প্রকটভাবে এতই বিপথগামী যে কোন

যুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আইনে যথাযথভাবে উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া প্রমাণিত তথ্য হইতে এই সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন না।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত ভুলক্রমে এবং বিপথগামীভাবে এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন যে ৫০০০ হাজার অর্থ ব্যয়ের ঘটনা ফৌজদারী মহিলাবাদী পক্ষের উপর অত্যাচার এবং আসামী ব্যক্তির যৌতুকের চাহিদা মিথ্যা প্রমাণ করে।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরবাদীর তরফে কার্যবাহী ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালতে .... এম. পি .... মামলা নম্বরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানে কার্যাবলীর চলাকালীন সময়ে ফৌজদারী বাদী পক্ষ ৫নং সাক্ষীর স্বীকৃতিতে ভুলক্রমে এবং বিপথগামীরূপে অনেক নির্ভর করিয়াছিলেন এবং ঐ আদালতের আদেশের কাগজে (প্রদর্শিত বস্তু 'ক' প্রতিরক্ষা পক্ষে) সম্পূর্ণরূপে সাক্ষ্য বাতিল করিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ঐ এম পি মামলা .... নং .... তারিখে অভিযোগ দায়েরের এবং উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারীর ২০ দিন পরে দায়ের করা হইয়াছিল এবং উত্তরবাদী .... তারিখে আহ্বানপত্র পাইবার পরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানের কার্যাবলী দায়ের করা হইয়াছিল।

(ছ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে বিরূপ সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন আসামীর অন্য স্বাধীন প্রতিবেশীর পরীক্ষা না করাইবার জন্য যদিও ফৌজদারী মহিলা বাদীপক্ষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে নিকট আত্মীয় .... তারিখের ঘটনার বিষয় জানিতেন।

(জ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে ভুলপথে চালিত করিয়া সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন যে "ফৌজদারী মহিলা বাদীপক্ষের দ্বারা অভিযোগের ঘটনা" যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে ইহা একাকীত্বের ঘটনা এবং এই একক কর্ম অত্যাচারের ঘটনাকে পরিদৃষ্ট করে না।

(ঝ) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল করিয়াছিলেন যিনি নির্দয় কূট পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সপ্রতিভ ছিলেন এবং ইহা বিপথগামীত্বের কারণেই বাতিল হইয়াছিল যে ফৌজদারী মহিলা বাদী পক্ষের পিতা হইলেন ২নং সাক্ষী যিনি আসামীকে যৌতুক প্রদান করার জন্য অভিযুক্ত হওয়া উচিত এবং ইহা ছাড়া অন্য কারণেও বলা যায় যে আসামীকে ২৫,০০০ হাজার অর্থ নগদ প্রদান করিবার মত "কোন দস্তাবেজের সাক্ষ্য নাই এবং অধিকন্তু পিতামাতার ইহা অনুষ্ঠান পর্বের রীতি হইতেছে যে স্বর্ণালঙ্কার এবং আসবাবপত্র বরকে প্রদান করা এবং সেইহেতু অনুষ্ঠান পর্ব প্রদত্ত বস্তুগুলির রসিদগুলিকে বৈবাহিক সম্পর্ক ভগ্নদশায় উপনীত হইলে কনের খেয়ালখুশীমত তাহা একটি অপরাধে রূপান্তরিত করা যায় না।

(ঞ) ঐ নিম্নআদালত সাক্ষ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন যাহা উত্তরবিচার প্রার্থীর ঘটনা সমর্থন করিয়াছে এবং দুইটি মতের স্থান না দিয়া প্রতিরক্ষার উক্তির মিথ্যাকে সুস্পষ্ট করিয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে একটি বিধি জারী করিবেন উত্তরবাদীর এবং রাজ্যের উপর একটি বিজ্ঞপ্তি জারীর নির্দেশ দিয়া এবং পক্ষদের শুনানীর পরে মুক্তির আদেশ খারিজ করিবেন এবং উত্তরবাদীকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রয়োগ করিবেন এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ অন্য আদেশ/আদেশগুলি প্রয়োগ করিবেন।

এবং আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রীমতী .... স্বামীর নাম .... বয়স .... জাতি হিন্দু, পেশা গৃহস্থালি এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ ১ হইতে ১৬ অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) ঐ কারণগুলিব স্বত্বের উক্তিগুলি মহামান্য আদালতের সম্মুখে আমার সানুনয় নিবেদন এবং বক্তৃগুলি আমার প্রার্থনা।

....

(উত্তরবিচাব প্রার্থীর সহি)

....

(সনাক্তকারীর সহি)

আমার মক্কেল শ্রীমতী ....
উপদেশমত আমার কার্য্যালয়ে গঠিত
যিনি স্বীকার করিয়াছেন যে আপীলের
খোলাসার সূচীপত্র তাঁহার উপদেশ
অনুযায়ী সঠিকভাবে লিখিত হইয়াছে।

....

(আইনজীবির সহি)

পবিত্রভাবে শপথ লইতেছি আপনার সম্মুখে .... তারিখে .... ১৯৯ ....

টিপ্পনী ঃ আপীলের খোলাসা একটি অনুমতি দরখাস্ত সমেত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮(৪) ধারায় দাখিল করা উচিত।

নং ২ — মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে উত্তর বিচারের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর দ্বারা বিশেষ অনুমতির দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী উত্তরবিচার অধিকারক্ষেত্র)

বিশেষ দরখাস্ত নং .... সাল ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... দ্বারা .... তারিখে .... সি আর মামলা নং .... এতে .... সাল বিচার নং .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ এ ৪০৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধে নথীভুক্ত মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮(৪) ধারার বিধানে উত্তর বিচার দায়ের করিবার জন্য বিশেষ অনুমতি দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শ্রীমতী ....

স্বামী ....

ঠিকানা ....

থানা ....

জেলা ....

দরখাস্তকারী

বনাম

শ্রী ....

পিতা .. ..

ঠিকানা ....

থানা ....

জেলা ....

অপরপক্ষ

এবং

রাজ্য ....

প্রতি

মহামান্য শ্রীযুক্ত .... উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এবং ঐ আদালতের মহামান্য সঙ্গী বিচারকগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী উপরিবর্ণিত অভিযোগের মামলায় অভিযোগকারী ছিলেন যে মামলায় শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... শ্রীযুক্ত .... তারিখে তাঁহারা আদেশের দ্বারা অপরপক্ষকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) ঐ .... (ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা এক্ষেত্রে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন)

(৩) ঐ .... (নিম্ন আদালত কর্তৃক বিচার অসময়ে নষ্ট হইবার কারণের জন্য বেআইনীর কার্য অথবা বিপথগামিত্ব যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবেন।

(৪) ঐ .... (এই সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্যান্য আইনের প্রশ্ন থাকিলে তাহা ব্যক্ত করিবেন)।

(৫) ঐ .... (সাক্ষ্যের মূল্যায়ণ কিভাবে এবং কতটা করা হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবেন)

(৬) ঐ .... (বিচারের স্বার্থে মহামান্য বিচারপতিদের দ্বারা সাক্ষ্যের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে নূতন সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা যাহা নিম্ন আদালত তাচ্ছিল্য করিয়াছেন সেইগুলি ব্যক্ত করিবেন।

(৭) ঐ শিক্ষিত নিম্নআদালত সাক্ষ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি এবং পারিপার্শ্বিকতা তাচ্ছিল্য করিয়াছেন যেটি ফৌজদারী বাদীপক্ষের মামলা দুইটি সিদ্ধান্ত ব্যতীত সমর্থন করিয়াছে।

(৮) ঐ অনুমতি দরখাস্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮(৫) ধারার বিধানে আইনসম্মত সময় সীমার মধ্যে দায়ের করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উপরোক্ত অভিযোগ মামলায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৪৮ ধারায় .... তারিখে শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর দ্বারা নথীভুক্ত মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে এই উত্তরবিচার দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

(প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সমেত ১নং এর মত হইবে)

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী উত্তরবিচার অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং .... সাল

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি)

উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি)

উত্তরবাদী

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৬ ধারার বিধানে .... তারিখে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী .... স্থান তৃতীয় আদালতের দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩২৩ এবং ৩৫৪ ধারার বিধানমতে অভিযোগ মামলা নম্বরে .... সাল এবং মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি সহ উত্তরবিচার

প্রতি

মহামান্য শ্রীযুক্ত .... উচ্চআদালতের প্রধান বিচারপতি এবং ঐ আদালতের সঙ্গী মহামান্য বিচারপতিগণ

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী সম্ভ্রান্ত বংশ হইতে আগত একজন কলেজের ছাত্র হইতেছেন যেক্ষেত্রে উত্তরবাদী আইনের সহিত প্রায়ই সংঘর্ষকারী একজন দুষ্কৃতকারী।

(২) ঐ .... তারিখে সন্ধ্যা প্রায় ৬.৩০ মিনিট নাগাদ উত্তরবিচারপ্রার্থী কলেজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় উত্তরবাদী মহিলাকে বহু সাক্ষীদের সম্মুখে জনবহুল বাজার অঞ্চলে সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহার স্তন্যদ্বয় হস্তদ্বারা পেষণ করিয়াছিলেন। উত্তরবিচার প্রার্থী সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়াছিলেন। কেহ আসিবার পূর্বেই উত্তরবাদী, উত্তরবিচার প্রার্থীকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাম গলাতে সজোরে একটি চড় মারিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

(৩) ঐ উত্তরবাদী, উত্তরবিচার প্রার্থীর শালীনতা হানি করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্যের দ্বারা মহিলার শালীনতা হানি হইবে ইহা জানিয়া এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই বলপূর্বক মহিলার শালীনতা হানি করিয়াছিলেন। উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতা .... তারিখ হইতে .... অঞ্চলের বিধানসভার সদস্যের পদের

জন্য বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন এবং উত্তরবিচারপ্রার্থী বিরোধী পক্ষ শ্রী .... এর দলভুক্ত ছিলেন।

(৪) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীর কেবলমাত্র শালীনতাই হানিই হয় নাই কিন্তু তাঁহার গালে উত্তরবাদীর চাপড়ের দ্বারা ক্ষত হইতে গালে চাপড়ের জন্য দৈহিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন।

(৫) ঐ উত্তরবিচারপ্রার্থী উপরোক্ত অভিযোগেব মামলা মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিষ্ট্রেট .... এর আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঐ মামলাটি প্রথমশ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট, তৃতীয় আদালতে .... স্থানে শ্রী .... নথীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

(৬) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী নিয়মিত আদালতে যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু আসামী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫১ ধারায় তাঁহাব অজুহাত ঐ শিক্ষিত তৃতীয় আদালত কর্তৃক নথীভুক্ত হইবার পরে বিভিন্ন অজুহাতেব কাবণে নিজেকে অনুপস্থিত বাখিয়া বিভিন্ন অছিলায় বহু স্থগিতের জন্য সময় লইয়াছিলেন এবং প্রতিক্ষেত্রেই উত্তরবিচার প্রার্থীকে অযথা সময় এবং অর্থ ব্যয় কবিয়া সাক্ষীদের লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত। যাহা হউক শিক্ষিত আদালত উত্তরবাদীকে নিশ্চিত করিয়া উপস্থাপিত কবিবার জন্য উত্তরবিচার প্রার্থীর জামিনদারকে নির্দেশ দিয়া অন্ততঃ চারজন সাক্ষীর পরীক্ষার জন্য .... তারিখ নির্দিষ্ট করিযাছিলেন।

(৭) ঐ শিক্ষিত আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট তাবিখটি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল এই কারণে যে ঐ দিনটি উত্তরবিচার প্রার্থীর কলেজের চূড়ান্ত পবীক্ষার বেতন জমা দিবার নির্দিষ্ট দিন ছিল এবং সেইকারণে তিনি তাঁহাব আইনজীবি শ্রী .... কে জানাইয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তিনি আদালতে মধ্যাহ্ন ১ ঘটিকায যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া মামলাটি ডাক হইলে আদালত হইতে উহা যেন সেই সময় না হইবার জন্য এড়াইয়া যাওয়া হয়। সেইমত আইনজীবি বেলা ১টা পর্য্যন্ত মামলাটি না ধরিবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট মধ্যাহ্ন ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত সময় দিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

(৮) ঐ .... তারিখে আসামী আদালতে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু উত্তরবিচার প্রার্থী মামলা ডাক হওয়ার সময় বেলা সাড়ে ১২টার সময় আসিতে পারেন নাই। যদিও উত্তরবিচার প্রার্থীর ৪জন সাক্ষী আদালতে ১০ ঘটিকা হইতে আদালতে হাজিরা দাখিল করিয়া উপস্থিত ছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগকারীর সম্মুখে আসামীর আপত্তিতে তাঁহাদের পরীক্ষা করিতে অস্বীকার করিলেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৬ ধারায় আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। উত্তরবিচারপ্রার্থী আদালতে ১২-৪৫ মিনিটে পৌঁছাইয়াছিলেন এবং মামলাটি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন।

(৯) ঐ উপরোক্ত শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে উত্তরবিচার প্রার্থী নিম্নলিখিত অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরবাদীকে মুক্তির প্রশ্নাধীন আদেশের দ্বারা বিপথগামীত্বের কার্য করিয়াছেন।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগের প্রকৃতি, উত্তরবাদীর আচরণ এবং আদালতে উত্তরবাদীর সাক্ষীগণসহ পূর্ববর্তী নিয়মিত উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যদিনে মামলাটি স্থগিত করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিতেন।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট মামলাটি মধ্যাহ্ন ১টা পর্য্যন্ত স্থগিত না করিয়া এবং ফৌজদারী মহিলা বাদী পক্ষের কেবলমাত্র একদিনের অনুপস্থিতির কারণে উত্তরবাদীকে মুক্ত করিয়া বিচারটির অকৃতকার্যতা ঘটাইয়াছেন।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৬ ধারায় উত্তরবাদীকে মুক্ত করিবার জন্য কোনরূপ কারণ প্রদর্শন না করিয়া নথীভুক্ত করার প্রশ্নাধীন আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরবিচার প্রার্থীর আইনজীবির বেলা সাড়ে ১২টার সময় স্থগিতের জন্য দাখিলকৃত দরখাস্তের উপর কোন আদেশ প্রদান না করিয়াই বেআইনীভাবে উত্তরবাদীকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মুক্তির আদেশটি আইনতঃ খারাপ হইয়াছে এবং অধিকারক্ষেত্রের বহির্ভূত।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৬ ধারাব কার্যের ক্ষেত্রে বেআইনীভাবে, বিপথগামী হইয়া এবং অধিকার বহির্ভূত কার্য করিয়াছিলেন এই মর্মে যে অভিযোগকারীকে প্রথমে পরীক্ষা করা উচিত সেই কারণের ভিত্তিতে আদালতে উপস্থিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য নথীভুক্ত করিতে অস্বীকার করা যেহেতু আইনতঃ আদালত আদেশটিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না যেক্ষেত্রে ফৌজদারী বাদী পক্ষ তাঁহাব সাক্ষীদের পরীক্ষা করিবেন।

(ছ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৫৬ ধারায় প্রশ্নাধীন আদেশটি প্রদান করিতে গিয়া বেআইনী কার্য করিয়াছেন যেক্ষেত্রে উত্তরবিচার প্রার্থী ঐ তারিখে অবিরত তাঁহার আইনজীবির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক মুক্তির আদেশটি রহিত করিবেন এবং মামলাটি পুনরুদ্ধার করিয়া বিচারের জন্য অন্য আদালতে পুনরুদ্ধারের পর স্থানান্তরিত করিবেন।

এবং আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী; কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রীমতী .... পিতা, শ্রী .... বয়স আন্দাজ .... বৎসর .... ধর্মাবলম্বী, বর্তমানে ছাত্রী এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ করিতেছি যে ঃ

(১) ঐ ১ হইতে ৭নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানমতে সত্য।

(২) ঐ ৮নং অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের উক্তিটি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ ৮নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্যের উক্তিটি আমার নথীভুক্ত আইনজীবির নিকট হইতে গৃহীত এবং দস্তাবেজগুলির (প্রদর্শিত বস্তুগুলি ক-ঘ) প্রমাণিত প্রতিলিপি হইতে গৃহীত সমাচারগুলি মতে সত্য।

(৪) ঐ ৮নং অনুচ্ছেদের তৃতীয় বাক্যটি আমার আইনজীবির নিকট হইতে এবং .... তারিখের দরখাস্তের (প্রদর্শিত বস্তু ঙ) প্রমাণিত প্রতিলিপির সমাচার মতে সত্য।

(৫) ঐ ৯নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি এবং "কারণগুলি"র নামকরণের মধ্যে (ক) হইতে (ঙ) পর্য্যন্ত দফাগুলি আমার সানুনয় নিবেদন।

(৬) ঐ বক্রী অংশটুকু মহামান্য আদালতের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা।

....

(উত্তরবিচার প্রার্থীর সহি)

আমার মক্কেল শ্রীমতী ....

নির্দেশানুযায়ী আমার কার্য্যালয়ে (সনাক্তকারীর সহি)

গঠিত যিনি আপীলের খোলাসা

পঠনের পরে স্বীকার করিয়াছিলেন

যে তাঁহার নির্দেশানুযায়ী ইহা সঠিক

ভাবে খসড়া করা হইয়াছে।

....

(আইনজীবির সহি)

পবিত্রভাবে আমার সম্মুখে শপথকৃত হইয়াছে .... দিন .... মাস ১৯৯৬

কার্য্যালয়ে ছাপ (রাজকীয় বিভাগের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত কর্মচারীর সহি)

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১০ ধারায় ঘোষিত না হইয়া এবং দায়রা আদালতে প্রেরিত হইয়া মামলায় অব্যাহতির বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি সহ আপীলের খোলাসার নমুনা

এই বিষয় সম্পর্কীত

....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি)

উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

১. ....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি)

২. ....

(১নং এর মত হইবে)

৩.................................

(১নং এর মত হইবে)

উত্তরবাদীগণ

এবং

রাজ্য ....

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮(৪) ধারায় বিশেষ অনুমতি সহ অব্যাহতির বিরুদ্ধে একটি উত্তরবিচার যে আদেশ .... তারিখে শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... দায়রা বিচার নং ২১১/................ সাল এবং ২১৮/................ সালের ক্রমান্বয়ের মামলায় প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রতি

মহামান্য শ্রীযুক্ত .... উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি

এবং

ঐ আদালতের তাঁহার সঙ্গের মহামান্য বিচারপতিগণ

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ উত্তবিচার প্রার্থী তাঁহার কন্যা .... সহিত ১নং উত্তরবাদীর .... তারিখে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং বিবাহের সন্ধিস্থাপনের সময় উত্তরবাদীগণ কর্তৃক সকল চাহিদা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) ঐ ১নং উত্তরবাদী গুণসম্পন্ন যন্ত্রসম্বন্ধীয় কুশলী ব্যক্তি ছিলেন এবং বিবাহের সময় .... স্থানে বেসরকারী কোম্পানীতে কার্য কবিতেন এবং ২নং ও ৩নং উত্তরবাদীগণ ১নং উত্তরবাদীর পিতামাতা ছিলেন এবং তাঁহারা একই গৃহে বাস করিতেন।

(৩) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী উত্তরবাদীর প্রকৃতি এবং পূর্ব পরিচয় বিষয়ে কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়া দ্রুতভাবে তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত উত্তরবাদীব বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই উত্তরবিচার প্রার্থী, ১নং উত্তববাদীর মন্দ স্বভাবের বিষয় জানিতে পারেন। তিনি একজন মদ্যাসক্ত ব্যক্তি, অভ্যাসলব্ধ জুয়ারী এবং ঘোড়দৌড় চক্রে গমনকারী ব্যক্তি। এই সকল অনাচারের জন্য তিনি বহু পূর্ববর্ত্তী কর্মকর্তাদের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার কর্মকর্তাদ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং উত্তরবিচার প্রার্থীব কন্যার ৮০,০০০ হাজার মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করিয়া জুয়াতে ব্যয় করিয়াছিলেন এবং অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই ঘোড়দৌড় চক্রে পরাজিত হইয়াছিলেন। উত্তরবিচাব প্রার্থীর কন্যা তাঁহাকে সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তিনি মহিলার সহিত অসৎব্যবহার কবিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে প্রহার করিতেন। তিনি মহিলার নিকট অর্থ দাবী করিয়া তাহার নিজস্ব একটি কারখানা স্থাপনের জন্য ১লক্ষ টাকা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার পিতাকে বলিবাব জন্য দাবী কবিতেন। অন্যদুইজন উত্তরবাদী ১নং উত্তরবাদীকে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহাদেব উৎসাহে ১নং উত্তরবাদী উত্তরবিচার প্রার্থীর কন্যাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে অত্যাচার করিতেন।

(৪) ঐ .... তারিখে উত্তরবাদীরা উত্তরবিচার প্রার্থীর কন্যাকে উত্তরবিচার প্রার্থীর গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরবিচার প্রার্থীর কন্যার মাবফত তাঁহার নিকট হইতে ১লক্ষ টাকা দাবী করিয়াছিলেন যখন কন্যা তাঁহার দুঃখের বৃত্তান্ত উত্তরবিচার প্রার্থীকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরবিচার প্রার্থী একজন অবসর প্রাপ্ত সৈনিক। উত্তরবাদীদের চাহিদা পূর্ণ করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহে তাঁহার বসতবাড়ী বন্ধকী ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক দিয়া যে ঋণ লইয়াছিলেন তাহা তিনি পরিশোধ করিতে পারেন নাই। .... তারিখে তিনি তাঁহার কন্যা এবং তিনজন প্রতিবেশীকে লইয়া উত্তরবাদীদের গৃহে গিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে চাহিদার অর্থ তাঁহার পক্ষে প্রদান করিবার অযোগ্যতাজনিত ত্রুটির জন্য কন্যার উপর যেন তাঁহারা অত্যাচার না করেন এবং সকল ঋণ এবং বন্ধকের কাগজপত্রগুলি তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ব্যাঙ্ক হইতে বন্ধকী সম্পত্তি দায়মুক্ত করিবার পরে তিনি পুনরায় বাড়ীটি বন্ধক দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ অর্থ প্রদান করিবেন এবং ইহার জন্য অন্ততঃ ৮ মাস সময় লাগিবে। উত্তরবাদীরা বাহ্যিকভাবে

অনুমোদন করিয়াছিলেন। উত্তরবিচার প্রার্থী এবং তাঁহার সঙ্গীগণ কন্যাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ .... তারিখে উত্তরবিচার প্রার্থীর কন্যা উত্তরবাদীদের পুরাতন ভৃত্য হরির মাধ্যমে যে তাহার শ্বশুরালয়ে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিবার একমাত্র ব্যক্তি ছিল, একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ পত্র হইতে উত্তরবিচার প্রার্থী জানিতে পারিলেন যে উত্তরবাদী পুনর্বিবাহ করিবার ফন্দী করিতেছেন এবং দুইজন উত্তরবাদী ঘটকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে উত্তরবাদীরা কন্যাকে জনৈক .... একজন আইনজীবির নিকট .... স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। কিছু ব্যক্তিগত কথার পর তাঁহারা কিছু অলিখিত সবুজ ধরনের কাগজের বহুস্থানে কন্যার সহি লইয়াছিলেন এবং আইনজীবি বলিয়াছিলেন যে ইহা দায়ের করিবার পর ছয়মাস পরে ইহা কার্যকরী হইবে এবং উভয় পক্ষকেই আদালতে যাইতে হইবে এবং উত্তরবিচার প্রার্থীর কন্যা অধিকন্তু লিখিয়াছিলেন যে আইনজীবির সহিত তাঁহাদের কি কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা এবং তিনি কেন সহি করিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। উত্তরবাদীরা তাঁহাকে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা গৃহটি বন্ধক দিতে যাইতেছিলেন এবং সেইহেতু আইনজীবির দ্বারা গঠিত দস্তাবেজগুলিতে পরিবারের সকল সদস্যদের সহি করা প্রয়োজন।

(৬) ঐ কন্যার নিকট হইতে পত্রটি প্রাপ্ত হইয়া উত্তরবিচার প্রার্থী ঐ তারিখে অর্থাৎ .... দ্রুত গতিতে .... স্থানে আইনজীবির কার্য্যালয়ে চলিয়া যান এবং ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করেন। ঐ আইনজীবি তাঁহাকে জানান যে তাঁহার কন্যা উভয়ের সম্মতি লইয়া বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যৌথ দরখাস্ত দাখিলের জন্য অলিখিত ডেমি কাগজে সহি করিয়াছিলেন। উত্তরবিচার প্রার্থী তাঁহাকে সকল ঘটনা জানাইলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার কার্যালয়ের টেবিলের টানা হইতে ঐ সকল অলিখিত কাগজগুলি আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল ছিন্ন করিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার মক্কেলরা ঐ কাগজগুলিতে কন্যার সহি দিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তৎক্ষনাৎ সংলগ্ন থানাতে গিয়া ঘটনাটির প্রতিবেদন করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু উত্তরবিচার প্রার্থী এই আশা লইয়া থানায় যান নাই যে তিনি .... স্থানে তাঁহার স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে অধিক ঋণ পাইবেন এবং বিবাহ রক্ষা করিবার জন্য উত্তরবাদীদের অর্থ প্রদান করিবেন। তিনি উত্তরাবাদীর গৃহে গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের আইনজীবির সহিত তাহার কথোপকথন কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তিনি তাঁহাদের আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তাঁহাদের চাহিদাকৃত অর্থ তিনি ১৫ দিনেব মধ্যে তাঁহাদের প্রদান করিবেন। উত্তরবাদীরা নীরব ছিলেন।

(৭) ঐ পরের দিন মধ্যাহ্ন প্রায় ১ ঘটিকায় উক্ত ভৃত্য হরি অশ্রুসজল চোখে উত্তরবিচার প্রার্থীর গৃহে আসিয়া জানায় যে "বৌমা" সকাল ৮ ঘটিকা হইতে বেলা

৯-৩০ মিনিটের মধ্যে আত্মহত্যা করিয়াছেন যে সময় উত্তরবাদীগণ কর্তৃক তাহাকে বাজারে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং উত্তরবাদীরা তাহাকে উত্তরবিচার প্রার্থীকে সংবাদ দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র উত্তরবিচারপ্রার্থী এবং তাঁহার স্ত্রী উত্তরবাদীদের গৃহে দ্রুতগতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাঁহারা পৌঁছাইয়া শুনিলেন কন্যার মৃতদেহ মৃতের ঘরে মৃত্যুর পরকালীন পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ থানায় যাইয়া .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যক্ত করিলেন যাহা উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে এবং তাঁহার সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে ইহা হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যার ঘটনা নহে। .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কিছু কাগজের উপর উক্তিগুলি লিখিয়া রাখিলেন এবং ইহার পর উত্তরবিচারপ্রার্থীকে একটি অলিখিত কাগজে সহি করিতে বলিলেন। তিনি উত্তরবিচার প্রার্থীকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তিনি ঐ তিনজন আসামীকেই গ্রেপ্তার করিবেন।

(৮) ঐ .... তারিখে উত্তরবিচার প্রার্থী জানিতে পারিলেন যে পুলিশ ১নং উত্তরবাদীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সংবাদটি জানিতে পারিয়া তিনি .... স্থানের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গিয়াছিলেন যেস্থানে আসামীকে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল এবং শুনিলেন যে পুলিশ কেবলমাত্র ১নং উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪-বি/৪৯৮এ ধারার অন্তর্ভুক্ত পুলিশ মামলা নং .... তারিখে রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়াছেন।

(৯) ঐ উত্তরবিচারপ্রার্থী স্বীকৃতি কার্ড সহ রেজেষ্ট্রীভুক্ত চিঠিগুলির দ্বারা পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক এবং উচ্চতম কর্তৃপক্ষদের জানাইয়াছিলেন কিন্তু যদিও স্ব স্ব কর্তৃপক্ষদের দ্বারা সহিকরা স্বীকৃতি কার্ডগুলি উত্তরবিচারপ্রার্থীর নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কোন হস্তক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। চার মাস অপেক্ষা করিবার পরে উত্তরবিচার প্রার্থী তিনজন উত্তরবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪/বি৪৯৮এ ধারার বিধানে অভিযোগ মামলা নং .... সাল দায়ের করিয়াছিলেন। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০২(২) ধারার বিধানের অনুবিধিতে কার্য্যাবলী চলাকালীন অবস্থায় মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... পুলিশের নিকট হইতে একটি প্রতিবেদন চাহিয়াছিলেন এবং প্রতিবেদনের জন্য .. .. তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া কার্যাবলী স্থগিত রাখিয়াছিলেন।

(১০) ঐ .... তারিখে পুলিশ দ্রুতভাবে অমনোযোগপূর্বক অনুসন্ধানের দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০৪-বি/৪৯৮এ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য ১নং উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কাগজ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রাসঙ্গিক দস্তাবেজগুলি বাজেয়াপ্তও করেন নাই এবং হরি ও শ্রী .... আইনজীবিকে পরীক্ষা করেন নাই। মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ঐ পুলিশ

প্রতিবেদনটি প্রগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং আসামীকে মামলার নকলগুলি প্রদান করিবার জন্য .... ধার্য করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উপরোক্ত অভিযোগ মামলায় অভিযোগকারীর সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য একই দিন নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(১১) ঐ তারিখে পুলিশ মামলায় নকলগুলি ১নং উত্তরবাদীকে দেওয়া হইয়াছিল এবং মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট উপরোক্ত অভিযোগের মামলায়, যেক্ষেত্রে উত্তরবিচারপ্রার্থীর তরফে বহু দস্তাবেজ প্রদর্শিত বস্তুরূপে চিহ্নিত হইয়াছিল, সেই মামলায় উত্তরবিচারপ্রার্থীর দ্বারা উপস্থাপিত বহু সাক্ষীর পরীক্ষা লইয়াছিলেন। তিনি দায়রা আদালতে এবং অভিযোগের মামলাতেও আদেশের জন্য উত্তরবাদীর প্রতিশ্রুতির জন্য .... ধার্য করিয়াছিলেন।

(১২) ঐ .... তারিখে মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ মামলাটি দায়রা আদালতে একটি নির্দেশ সহ প্রেরণ করিয়াছিলেন যে আসামী দায়রা বিচারকের সম্মুখে .... তারিখে উপস্থিত হইবেন এবং তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪-বি/৪৯৮এ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য ঐ তিনজন উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করিয়া আসামী ব্যক্তিদের উপস্থিত হইবার জন্য .... তারিখ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(১৩) ঐ .... তারিখে তিনজন উত্তরবাদী উপস্থিত হইয়া জামিনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... উত্তরবাদীদের জামিন মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং উক্তির নকলগুলি প্রদর্শিত বস্তুর দস্তাবেজ এবং অভিযোগের মামলার নকলগুলি দায়রা আদালতে প্রদান করিবার জন্য .... নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

(১৪) ঐ .... তারিখে নকলগুলি উত্তরবাদীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের মামলা দায়রা আদালতে একটি নির্দেশ সহ পেরণ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে .... তারিখে দায়রা বিচারকের .... সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... এর নিকট হইতে জামিনের নিশ্চিত আদেশ আনয়ন করিতে হইবে।

(১৫) ঐ .... তারিখে উত্তরবাদীরা শিক্ষিত দায়রা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন যিনি তাঁহাদের প্রার্থনায় মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... প্রদত্ত জামিন নিশ্চিত করিয়াছিলেন এবং দায়রা বিচার নং ২১৮/.......... ..... মামলাটি দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন যে সময় দায়রা বিচার নং ২১১/................ সাল এর পুলিশ মামলাটি ইতিমধ্যেই তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

(১৬) ঐ .... তারিখে উত্তরবিচারপ্রার্থী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে দুইটি দায়রা বিচারের মামলার যেমন দায়বা বিচার নং ২১১/.. .... এবং দায়রা বিচার নং ২১৮/.......... ..... মধ্যে যে কোন একটি পুনরায় শুনানীর জন্য উপরিউল্লিখিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারকগুলির যে কোন একটির নথী হইতে এবং একত্রিতভাবে বিচারের জন্য তাঁহাদের যে কোন একটির নথীতে স্থানান্তরিত করার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন যেহেতু অভিযোগ মামলার অভিযোগগুলি পুলিশ মামলার, যাহা হইতে দায়রা বিচার নং ২১১/....... .... উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার কথনগুলির সহিত প্রায় সমতুল্য। শিক্ষিত দায়রা বিচারক ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৩৭৯/................ সালের মামলাটি দুইপক্ষেব বিরোধিতায় উত্তরবিচার প্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং দায়রা বিচার নং ২১৮/ .... সালের মামলাটি তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের .... নথীতে হরজিনদার সিং এর মামলার (1985) I SCC 422 নীতি উল্লেখ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং এইভাবে উভয় দায়রা বিচার ঐ শিক্ষিত তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর দ্বারা বিচার হইয়াছিল একত্রিতভাবে এবং শেষপর্য্যন্ত তিনি ১নং উত্তরবাদীকে দায়রা বিচার নং ২১১ মামলায় অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং তিনজন উত্তরবাদীকে দায়রা বিচার নং ২১৮/........ .... সালের মামলায় তাঁহার .... ক্রমিক আদেশগুলির দ্বারায় সাক্ষ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের বিশেষভাবে সমর্থনের পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা না করিয়া এবং উত্তরবাদীগণ প্রদত্ত প্রতিপক্ষের অসত্যতাকে আনয়ন করিয়া সকল তিনজন উত্তরবাদীদেরও অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

(১৭) ঐ তথ্য সত্ত্বেও শিক্ষিত নিম্নবিচারপতি ১নং উত্তরবাদীকে দায়রা বিচাব নং ২১১/................ সালের মামলায় বিপথগামী যুক্তিগুলির উপর অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং স্বতন্ত্র বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া রাজ্যসরকার ফৌজদারী বাদীপক্ষেব সরকারী উকীলকে কোন উত্তর বিচার দায়ের করিবার নির্দেশ দেন নাই অথবা ঐ শিক্ষিত তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ... . এর দ্বাবায় দায়রা বিচার নং ২১১/................ সালের মামলার ক্ষেত্রে অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে কোন উত্তরবিচার দায়ের করিবার জন্য আপনার মহানুভবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন নাই এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৮ (৫) ধারার বিধানে ঐরূপ উত্তরবিচার দাখিলের নির্ধারিত সময়সীমা ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত দায়রা বিচারে যাহা .... পুলিশ মামলা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহার অব্যাহতির আদেশ ১নং উত্তরবাদীর বিরুদ্ধে এই উত্তরবিচার উপযুক্তরূপ বলা যায়।

(১৮) ঐ .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে দায়রা বিচার নং ২১৮/................ এর মামলার ক্ষেত্রে শিক্ষিত ৩য় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক

.... এর আদালত প্রদত্ত অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে উত্তরবিচারপ্রার্থীর পক্ষে একটি উত্তরবিচার দায়ের করিবার জন্য বিশেষ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

এই কারণ হইতে নিম্নলিখিত অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই উত্তরবিচার দায়ের করা হইয়াছে।

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত নিম্নআদালত ৩০৪বি, ৪৯৮-এ ধারার অভিযোগগুলিতে উত্তরবাদীদের অব্যাহতি প্রদানের প্রশ্নাধীন বিচারের রায় প্রদান করিয়া আইনের বিষয়ে এবং তথ্যের ক্ষেত্রেও ভুল করিয়াছেন।

(খ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক মূল্যস্থির করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যেক্ষেত্রে ২নং এবং ৩নং উত্তরবাদী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধাবার বিধানে পরীক্ষার সময় অভিযুক্ত অপরাধীর অপরাধকালে স্থানান্তর স্থিতিসূচক ওজর দেখাইয়াছিলেন এই মর্মে যে তাঁহারা .... হইতে কাশীতে ছিলেন এবং ঐ সাংঘাতিক দিনের চারদিন পরে তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা এবং প্রমাণিত দস্তাবেজগুলি প্রমাণ করিয়া প্রমাণের দায়িত্ব তাঁহাদের উপব রহিয়াছে এবং এঁই বর্তমান মামলাটিতে উত্তরবাদীদের মধ্যে কেহই মৌখিক অথবা দস্তাবেজ প্রদান করিয়া সাক্ষ্য দেন নাই এবং সেই হেতু শিক্ষিত নিম্নবিচারক বিপথগামীত্বের কার্য করিয়াছেন এবং ২ ও ৩নং উত্তরবাদীকে বেআইনীভাবে অব্যাহতি দিয়াছেন যেক্ষেত্রে হরি (ফৌজদারী বাদীপক্ষের ৬নং সাক্ষী) এবং আইনজীবির (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষী) স্পষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত উত্তরবিচারপ্রার্থীর (ফৌজদারী বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী) সাক্ষ্য কঠিন কূট পরীক্ষাতেও অবিচলিত ছিল।

(গ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক হরির (ফৌজদাবী বাদীপক্ষের ৬নং সাক্ষী) সাক্ষ্যেব উপর গুরুত্ব না দিয়া নিজেকে ভুলপথে চালিত করিয়াছেন। এই কারণের ভিত্তিতে যে অনুসন্ধানের সময় পুলিশের দ্বারা পরীক্ষার জন্য যে অপ্রাপ্তব্য ছিল এবং প্রেরিত আদালতে সে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিম্নআদালতে তাঁহার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, শিক্ষিত নিম্নআদালত এই সাক্ষীর কৈফিয়ৎ তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন গাহা প্রতিপক্ষের দ্বারা কূট পরীক্ষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল যেক্ষেত্রে সে বলিয়াছিল যে সে পুলিশের ভয়ে ভীত হইয়া মৃতের মৃত্যুর খবর উত্তরবিচারপ্রার্থী এবং তাঁহার স্ত্রীকে প্রদান করিয়াই সে দৌড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল যেহেতু ঘটনাটি কর্মকর্তাদের গৃহেই ঘটিয়াছিল এবং সে অধিকন্তু স্বীকার করিয়াছিল যে মৃত বধূব মৃত্যুর এক মাস পরে ২নং উত্তরবাদী দ্বারা সমাচার প্রদত্ত ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের

৩৭৯ ধারার বিধানে দায়েরকৃত ... . তাবিখের থানা মামলা নম্বরে ... . পুলিশ তাহাকে . ... স্থানে গ্রেপ্তার করিয়াছিল।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক হরির (ফৌজদাবী বাদীপক্ষেব ৬নং সাক্ষী) বিরুদ্ধে বিরূপ অনুমানের জন্য সম্পূর্ণ বিপথগামী হইয়াছিলেন এই তথ্যেব ভিত্তিতে যে সে পুলিশের নিকট অপ্রাপ্তব্য ছিল যেহেতু পুলিশ একই থানায় তাহাকে গ্রেপ্তাব করিয়াছিল যেস্থানে .... পুলিশ মামলা নম্বর .. .. তাবিখে ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪-এ/৪৯৮-এ ধাবার বিধানে মামলা যাহা হইতে দায়রা বিচার নং ২১১ .... সাল উদ্ভুত হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধানধীন ছিল এবং প্রেবিত আদালতে সাক্ষ্যের বহুপূর্বে তাহাকে গ্রেপ্তার কবা হইযাছিল।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত বিচাবকের ফৌজদারী বাদীপক্ষেব ৬নং সাক্ষীব সাক্ষ্যেব উপব প্রধানতঃ নির্ভব করা উচিত ছিল উত্তরবাদীদের দণ্ডিত কবাব ক্ষেত্রে যেহেতু কোন ত্রুটি, প্রতিবাদ এবং বৈপরীত্য তাহার অবিচলিত সাক্ষ্যে প্রতিফলিত হয় নাই যাহা একটি ভয়ঙ্কর চিত্র প্রদর্শন কবে অর্থাৎ কিভাবে মৃত তাহাব শ্বশুবালযে সকল উত্তববাদীদেব দ্বাবায মানসিক এবং শারীবিক অত্যাচাবেব শিকাব হইযাছিলেন।

(চ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক উত্তববাদীদের বিরুদ্ধে দোষনীয পাবিপার্শ্বিকতাকে তুচ্ছ কবিযাছিলেন যাহা ফৌজদাবী বাদীপক্ষের ৬নং সাক্ষীব কূট পরীক্ষায প্রতিপক্ষেব দ্বাবা প্রকাশিত হইযাছিল যাহাতে সে স্বীকার কবিয়াছিল যে তাঁহাদেব গৃহে তাহাব দীর্ঘ চাকবী জীবনে এই প্রথম উত্তরবাদীরা তাঁহাকে নগদ ৩০০০ হাজাব অর্থ দিযা দূববর্তী বাজাবে অসাধাবণ বস্তুগুলি যেমন মে মাসে কাশ্মীবি শাল, কাগনন গণক ক্রয কবিতে প্রেবণ কবিযাছিলেন যদিও এই সাক্ষী অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিল (ফৌজদাবী বাদীপক্ষেব ৬নং সাক্ষী স্বেচ্ছাকৃতভাবে বলিযাছিল যে "খোবাবাবু ক্রয কবিবাব বস্তুগুলি লিখিযা দিযাছিলেন ও ঐ দুইটি বস্তু কোথায প্রাপ্য হইবে তাহাব নির্দেশ এবং স্থান বলিযা দিযাছিলেন) এই সাক্ষী প্রতিবাদীব কূট পবীক্ষায স্বীকাব কবিযাছিল যে . পুলিশ তাহার গ্রামেব গৃহে গিযা মেলা হইতে তাহাকে গ্রেপ্তাব কবে এবং একটি নূতন কাশ্মীবি শাল একটি চিবকূট সমেত এবং একটি পকেট গণক (ছোট কাগজেব বাক্সে ছোট মেশিন) বাজেযাপ্ত কবিযাছিলেন এবং শিক্ষিত নিম্ন বিচাবক এইসকল স্বীকৃতি উপেক্ষা কবিযাছিলেন যাহা তাহাব উক্তি এবং ফৌজদাবী বাদীপক্ষেব মামলাকে সমর্থন কবে যেহেতু ইহা পবিদৃষ্ট হয যে উত্তববাদীরা পূর্বপবিকল্পিতভাবে মৃতেব হত্যা ঘটাইযাছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহাবা সৎ এবং সত্যবাদী একটি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে পশ্চাতে বাখিতে ইচ্ছা কবেন নাই।

(ছ) এ শিক্ষিত নিম্ন বিচারক ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ৭নং সাক্ষীকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন (যাহার কার্যের দ্বাবা উত্তববাদী মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব করিবাব চেষ্টা কবিয়াছিলেন উভয়েব সম্মতি লইযা বিচ্ছেদ ঘটাইবাব জন্য)। কেবলমাত্র এই কাবণের

ভিত্তিতে যে এই সাক্ষী অনৈতিকভাবে মক্কেলের উপদেশ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিয়া পেশার আদর্শ ভঙ্গ করিয়াছেন এবং একই কার্য মক্কেলের বিরুদ্ধে মুক্ত আদালতে সাক্ষ্য দিয়া করিয়াছেন। ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষীর বিরুদ্ধে মন্তব্য এবং অপবাদগুলি সম্পূর্ণরূপে অযুক্তিযুক্ত। ইহা স্বীকৃত যে এটি একটি অতীব অস্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু ফৌজদারী বাদীপক্ষের ৭নং সাক্ষীর তাঁহার সততা এবং বৃহত্তর সমাজে কর্তব্যের জন্য প্রশংসিত হওয়া উচিত। ইহার পরিবর্তে তিনি নিম্ন বিচারকের দ্বারা ক্ষুদ্রব্যক্তি হইয়াছেন এবং সেই কারণে শিক্ষিত নিম্নবিচারক ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১২৬ ধারার বিধানের পবিধির ভুল অর্থ করিয়াছেন এবং সেইহেতু ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৮ এবং ১০ ধারায় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যের উত্তরবাদীদের উদ্দেশ্য এবং আচরণের প্রদর্শিত গ্রাহ্যতা বাতিল করিয়া বিচারের সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে।

(জ) ঐ উত্তরবাদীদের স্থানীয অঞ্চলের সাক্ষীদেব পরীক্ষা বহির্ভূত করার জন্য ইহা ফৌজদারী বাদীপক্ষের মামলার বাতিলের নিশ্চিত কারণ নহে এবং এই ক্ষেত্রে ফৌজদারী বাদীপক্ষ উত্তরবাদীদের নিকট প্রতিবেশী ৫নং সাক্ষীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন যিনি পরীক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং সেইহেতু শিক্ষিত নিম্নবিচারক ভুলবশতঃ বেআইনীভাবে এবং বিপথগামী হইয়া ফৌজদারী বাদীপক্ষকে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন কেবলমাত্র এই কারণে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষ বিচারে উত্তরবাদীদের স্থানীয় অঞ্চল হইতে বহু ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে এবং পরীক্ষা লইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(ঝ) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত ফৌজদারী বাদীপক্ষের ৮নং সাক্ষীব সাক্ষ্য যিনি মৃতের মরনোত্তর পরীক্ষা লইয়াছিলেন তাহা বাতিল করিয়াছিলেন কেবলমাত্র একটি বিপথগামী যুক্তির উপর যে ফৌজদারী বাদীপক্ষের ৮নং সাক্ষী একজন মহিলা চিকিৎসক, যাঁহার চিকিৎসাগত আইনের প্রশ্নসম্বন্ধীয় মামলায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নাই এবং তিনি মৃতের গলদেশের উভয়প্রান্তের ক্ষতকে নখের চিহ্ন বলিয়া ভুল অর্থ করিতে পারিতেন এবং ঐ সকল ক্ষতগুলি মৃত ব্যক্তি রজ্জুর দ্বারা নিজেকে ঝুলাইয়া দিবার কারণেও হইতে পারিত এবং সেইকারণে শিক্ষিত নিম্নবিচারক সম্ভাবিত মৃত্যুর কারণ প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত চিকিৎসকের মতামতের স্থলে তাঁহার ব্যক্তিগত মতকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাঁহার অধিকারক্ষেত্রের বহির্ভূত কার্য করিয়াছেন যেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দক্ষ অভিমত হইতেছে যে মৃত্যুর কারণ শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হইয়াছিল এবং গলদেশের দুই প্রান্তের ক্ষত শ্বাসরুদ্ধ কারবার প্রকৃতিগত কারণে হইয়াছে এবং মৃতের গলদেশে অবিরাম বন্ধনীর চিহ্ন মরনোত্তর ক্ষত যাহা মৃতের মৃত্যুর ৩ অথবা ৫ মিনিটের মধ্যেই ঘটিয়াছে, ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৮নং সাক্ষী আত্মহত্যা করিবার কোন ঝুলন্ত বস্তুব নিদর্শন দেখিতে পান নাই এবং ঝুলিয়া আত্মহত্যা করিবার চিহ্ন বর্হিভাগে এবং ভিতরে ছিল না যাহা প্রমাণ করে যে গলদেশে হাড় ভাঙিবার কোন ফাটল না হইয়া

অবিবাম বন্ধনীব চিহ্ন মবনোত্তব কালেই ঘটিযাছে এবং আত্মহত্যায ঝুলিবাব অন্যান্য চিহ্ন ভিতবে এবং বাহিবে দেখা যায নাই।

(ঞ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচাবক প্রদর্শিত বস্তুত [মৃত্যুব পূর্বে ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ৬নং সাক্ষীব (হবি) মাধ্যমে মৃতেব তাঁহাব পিতাকে লিখিত পত্র] মৃতেব জবানবন্দীরূপে বাতিল কবিযা আইনতঃ ভুল কবিযাছেন এবং ঐ প্রদর্শিত বস্তুব গুরুত্ব এতই অধিক যে ইহা উত্তববাদীদেব গলায ফাঁস পবাইবাব পক্ষে যথেষ্ট. যেহেতু ইহা ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১, ৭ এবং ২ (মৃতেব মাতা) এব সাক্ষ্য সমর্থন কবে এবং ইহা বাতিল কবা উচিত হয নাই কেবলমাত্র এই কাবণেব ভিত্তিতে যে পুলিশ উহা বাজেযাপ্ত কবে নাই এবং ঐ প্রদর্শিত বস্তুটি প্রমাণত্ব প্রতিষ্ঠা "বিবাব জন্য হস্তলিপি বিশাবদেব নিকট প্রেবিত হয নাই যেহেতু সাক্ষ্য আইনেব ৭৩ ধাবায একজন বিশাবদেব দ্বাবা পবীক্ষাব জন্য ইহা শিক্ষিত নিম্ন আদালতেব যোগ্যতাব মধ্যেই ছিল এবং অধিকন্তু বিচাবেব সময ফৌদজাবী বাদীপক্ষ উহাব জন্য প্রার্থনা কবিলে এবং তাহা বাতিল হইলে আদালত এবং প্রতিবক্ষা পক্ষ মৃতেব হস্তবেখাব প্রমাণত্বেব বিষয়ে কোন গুরুত্বব সংপ্রশ্ন কবেন নাই।

(ট) ঐ যেহেতু শ্বশুবালয়ে বিবাহেব এক বৎসবেব মধ্যে স্বাভাবিক পাবিপার্শ্বিকতাব মধ্যে না হইযা মৃতেব মৃত্যু ঘটিযাছে এবং প্রদত্ত পাবিপার্শ্বিকতায এবং মৌখিক ও দস্তাবেজেব উভয সাক্ষ্যেই মৃতেব যন্ত্রণাব কাবণ বহিযাছে, মৃতেব স্বামী (১নং উত্তববাদী) এবং শ্বশুব শ্বাশুড়ীব (২নং এবং ৩নং উত্তববাদী) দ্বাবা উভযরূপ অত্যাচাব মানসিক ও শাবীবিক ভাবে ঘটিযাছে তখন নিম্নআদালত সেই ক্ষেত্রে নিশ্চিত অনুমান কবিবেন যে সকল উত্তববাদীবাই সাক্ষ্য আইনেব ১১৩ বি ধাবায পণজনিত মৃত্যু ঘটাইযাছিলেন।

(ঠ) ঐ ১নং উত্তববাদী সাক্ষ্য আইনেব ১১৩-বি ধাবাব একমাত্র অনুমানকে খণ্ডন কবিবাব দাযিত্ব পালনে ব্যর্থ হইযাছিলেন এবং তাহাব পবিবর্তে তিনি মৃতেব মৃত্যুব পবেই ২নং এবং ৩নং উত্তববাদীদেব দ্বাবা পলাতক হইযা তাহাব মিথ্যা অজুহাতেব দ্বাবা ঐ অখণ্ডনীয অনুমানকে দৃঢ় কবিযাছিলেন

(ড) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচাবক কেবলমাত্র অনুমান আন্দাজ এবং কল্পনাব ভিত্তিতে নথীভুক্ত সাক্ষ্যেব মূল্য স্থিবীকবণে ভুলপথে ধাবিত হইযা বিচাবকে শক্তিহীন কবিযা নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছিলেন এবং সেই কাবণে সিদ্ধান্তগুলি এতই বিপথগামী যে কোন যুক্তিযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত আইনানুগ ভাবে প্রমাণিত তথ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিবেন না এবং সেইহেতু অব্যাহতিব আদেশ বাতিলেব যোগ্য।

এমতাবস্থায, ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক উত্তবাবচাব মঞ্জুব কবিবেন, বিশেষ নিযম (rule) জাবী কবিবেন, নথীগুলি তলব কবিবেন, উত্তববাদীদেব এবং বাজ্য . উপব বিজ্ঞপ্তি জাবী কবিবেন এবং শুনানীব পব অব্যাহতিব

আদেশ বাতিল করিয়া ৩০৪-বি ধারায় উত্তরবাদীকে দণ্ডিত করিবেন এবং আইনানুগভাবে ও পদ্ধতি অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি আরোপ করিবেন এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা উচিত এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার উত্তরবিচারপ্রার্থী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি শ্রী .... ইত্যাদি ....

টিপ্পনী ঃ পাঠ করুন *Bhimappa* vs. *Laxman*, AIR 1970 SC 1153, *Manikandan* vs. *Pandian*, 1990 SCC (Cri) 203, *T Basava*, 1989 Cri LJ 2330; *Wazir Chand*, AIR 1989 SC 378; *Shanti*, AIR 1991 SC 1226.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

[Revisional Applications]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭ ধারার বিধানে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত . ... , ...

(ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র)

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭, ৪০১ এবং ৪০৩ ধারার বিধানে একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩২৩ ধারার বিধানে .... মামলা নম্বরে শ্রী ... . বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর . ... দ্বারা একটি দণ্ডাজ্ঞার আদেশ যাহাতে আসামী দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং ৯০ টাকা অর্থ জরিমানা শাস্তিস্বরূপ হইয়াছিল, ইহার অন্যথায় . ... তারিখের আদেশের দ্বারা ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(দরখাস্তকারীর নাম)

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য

উত্তরবাদী

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী .. ..

এবং

ঐ মহামান্য উচ্চআদালতের মহামান্য প্রধান বিচারপতির সঙ্গী বিচারপতিগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ দরখাস্তকারী ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ৩২৩ ধারায় দণ্ডিত হইয়াছেন এবং সি আর মামলা নম্বরে .... উত্তরবিচার যোগ্যহীন শাস্তিতে দণ্ডিত হইয়াছিলেন যেক্ষেত্রে অভিযোগকারী অভিযোগ করিয়াছেন যে .... তারিখে .... আন্দাজসময় .... স্থানে দরখাস্তকারী একটি ঝাঁটার দ্বারা নির্দয়ভাবে অভিযোগকারীকে প্রহার করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার রক্তক্ষত হইয়াছিল যাহার ফলে তিনি .... স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

(২) প্রতিপক্ষ তাঁহার ঘটনায় জানান যে অভিযোগকারী দরখাস্তকারীর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারীকে একটি লাঠির দ্বারা প্রহার করায় তাঁহার মস্তকে রক্তক্ষত হইয়াছিল যাহার ফলে তিনি আভ্যন্তর রোগী রূপে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং দরখাস্তকারীর তরফে একটি পাল্টা মামলা শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... প্রথম শ্রেণীর আদালতে চলাকালীন রহিয়াছে।

(৩) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিরক্ষার মামলাটি উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষণে মূল্য স্থির করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং উপরোক্তভাবে দরখাস্তকারীকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং শাস্তি দিয়াছিলেন যদিও অভিযোগকারীর কোন সাক্ষীই তাঁহার মামলা সমর্থন করেন নাই।

(৪) ঐ দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করা হইয়াছে।

কারণগুলি

(ক) ঐ প্রশ্নাধীন দণ্ডাজ্ঞার আদেশ এবং শাস্তি অতিশয় বেআইনী এবং সম্পূর্ণরূপে বিপথগামী।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা নথীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই নথীভুক্ত সাক্ষ্যের বিপথগামীরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের রায় ফৌজদারী বাদী পক্ষের জন্য বিশেষ আর্জি।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ১নং ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী স্বয়ং অভিযোগকারীর অসমর্থিত এবং অদৃঢ় সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিপথগামীত্বের কার্য করিয়াছেন এবং সেইহেতু দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ বাতিল যোগ্য।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীর কূট পরীক্ষার স্বীকৃতি হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে তিনি অগ্রগামী এবং ১নং ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী কর্তৃক ব্যক্ত স্থানে ঘটনা ঘটে নাই।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনার স্থূল পরিবর্তনের তাৎপর্যের মূল্য স্থির করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(ছ) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী চিকিৎসক সাক্ষী ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থন করেন নাই যেহেতু তিনি সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে ফৌজদারী বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী ঝাঁটার দ্বারা প্রহৃত হইলে তিনি রেখাময় ক্ষত দেখিবার আশা করিতেন।

(জ) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী প্রতিপক্ষের মন্তব্য সুস্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ফৌজদাবী বাদীপক্ষেব ১নং সাক্ষীর সাধারণ ক্ষত যাহা তিনি দেখিয়াছেন উহার কাবণ পতনেব জন্যও ঘটিতে পারিত ঐ ক্ষত এই মামলার উদ্দেশ্যে রোগী নিজে অথবা বন্ধুর হস্তের সাহচর্যেও কবিতে পাবিত।

(ঝ) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষেব ৪নং সাক্ষী স্বীকাব করিয়াছিলেন যে ফৌজদারী বাদীপক্ষেব ক্ষতর বও পবীক্ষাব সময় সূচনা কবিযাছিল যে পবীক্ষার এক ঘণ্টাব মধ্যেই উহা হইযাছে এবং এই ঘটনা উল্লেখ কবা যাইতে পাবে যে ঘটনাটি সকাল ৯/৯-৩০ মিনিটে ঘটিয়াছিল এবং চিকিৎসক তাঁহাকে বৈকাল ৫ ঘটিকায় পবীক্ষা করিয়াছিলেন।

(ঞ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিচাবেব বায়ে দণ্ডাজ্ঞা নথীভুক্ত করিতে গিয়া বিপথগামীত্বেব কার্য কবিয়াছেন এই মমে যে 'আসামী ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষীকে প্রস্তাব জানাইয়া তাঁহার অপরাধ স্বীকার কবেন যে কলহ তাঁহার গৃহেই ঘটিয়াছিল" এবং "কোন ব্যক্তি একটি ব্যক্তিকে প্রহাব কবিযা অস্ত্র নিজের হস্তে রাখেন না।"

(ট) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট কূট পবীক্ষায় অবিচলিত প্রতিপক্ষেব সাক্ষ্য বাতিল করিয়াছিলেন এই কারণের ভিত্তিতে যে তাঁহাবা অনুগামী সাক্ষ্য ছিলেন।

(ঠ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষীর অসমর্থিত সাক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভব কবিয়াছিলেন এই মত বিবৃতিতে যে "আসামীব প্রস্তাবকৃত মতে আসামীর প্রাচীর বেষ্টিত জমিব সীমানাব মধ্যে ঘটনাটি ঘটিলে ইহা আশা করা যাইতে পারে না যে স্বাধীন সাক্ষীবা প্রাপ্তব্য হইবেন" কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট জনগণের সাক্ষীদের লক্ষ্য কবিতে ব্যথ হইয়াছিলেন, ফৌজদারী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষী মামলাটি সমর্থন করেন নাই এবং এইসকল সাক্ষীগণ সুযোগ সাক্ষী এবং অনুগামী সাক্ষী হইতেছেন।

(ড) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগেব দবখাস্তেব তালিকায় লিপিবদ্ধ সাক্ষীদের উপস্থিত না করার জন্য এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০০ ধারায় পবীক্ষিত সাক্ষীদেব উপস্থিত না হওয়ার জন্য একটি বিরূপ ধাবণা করা উচিত ছিল।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে এবং দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির প্রশ্নাধীন আদেশের অসত্যতা এবং অনুপযুক্ততাতে সন্তুষ্ট হইয়া উহা বাতিল করিয়া দিবেন।

অধিকন্তু ইহাই প্রার্থনা যে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় অনুগ্রহপূর্বক স্থগিত করা হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি .... (নাম) পিতা .... বয়স .... ঠিকানা ... . ধর্মাবলম্বী .... পেশা এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি যে —

(১) আমি এই মামলায় দরখাস্তকারীর তদ্বিরকারক এবং সেইহেতু আমি এই মামলার তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছি।

(২) ঐ পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তে ১ হইতে ৪ অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ (ক) হইতে (দ) অনুচ্ছেদের কারণগুলি আমার বিশ্বাসমতে সত্য যেক্ষেত্রে শেষ অনুচ্ছেদগুলি এই মহামান্য উচ্চআদালতে আমার প্রার্থনা

আমার কার্যালয়ে গঠিত

সহি .... (হলফ করিয়া সাক্ষাদানকারীর সহি)

(আইনজীবির সহি) (হলফ করিয়া সাক্ষ্যদানকারী আমার পরিচিত)

....

(সনাক্তকারীর সহি)

পবিত্রভাবে শপথকৃত আমার সম্মুখে শ্রী .... এর মুহুরী

এই . ... দিন .... ১৯৯৪ আইনজীবি

সহি ... .

(হলফনামার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী)

(শীলমোহর ছাপ)

টিপ্পনী ঃ পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তর বহু নমুনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রদত্ত হইয়াছে।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭ ধারায় দায়রা আদালতে দায়ের করিবার জন্য পুনঃ পরীক্ষার দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত, আলিপুর

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(নাম, বর্ণনা এবং ঠিকানা)

দরখাস্তকারী

বনাম

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ... .

৬. ....

(আসামী অপরপক্ষদের নামগুলি এবং ঠিকানাগুলি দিবেন)

এবং

রাজ্য

অপরপক্ষগণ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৩৯৯/৪০৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী শ্রী .... দ্বারা .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৯/৩২৫/৩৮০ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত .... মামলা নম্বরে .... তারিখের আদেশ যাহাতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট অপর সকলের বিরুদ্ধে ১৪৩ এবং ৩৮০/১৭৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়াছেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৫ ধারায় ১নং অপরপক্ষের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ধারায় ৫ এবং ৬নং অপরপক্ষের বিরুদ্ধে একটি পৃথক অভিযোগ গঠন করিয়াছেন।

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ১ হইতে ৪নং অপরপক্ষগণ দরখাস্তকারীর খুল্লতাত ভ্রাতা হইতেছেন যেক্ষেত্রে ৫ এবং ৬নং অপরপক্ষগণ ভৃত্য হইতেছেন। যৌথ সম্পত্তির বিভাজনের ব্যাপারে দরখাস্তকারী এবং ১ হইতে ৪নং অপরপক্ষগণের মধ্যে বহু দেওয়ানী মামলা চলাকালীন রহিয়াছে।

(২) ঐ দরখাস্তকারীর এই আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে .... স্থানে একটি পেট্রোল পাম্প রহিয়াছে এবং ঐ ব্যবসাটি দরখাস্তকারীর নিজস্ব ব্যবসা।

(৩) ঐ .... তারিখে সকাল প্রায় ৯ ঘটিকায় দরখাস্তকারী যখন দরজা বন্ধ করিয়া পেট্রোল পাম্পের কার্যালয়ে বসিয়া নগদ অর্থ গণনা করিতেছিলেন সেই সময় অপরপক্ষগণ সশস্ত্রভাবে লৌহদণ্ড লইয়া বন্ধ দরজায় সজোরে পদাঘাত করিয়া অর্গল ভাঙ্গিয়া কার্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১নং অপরপক্ষ, দরখাস্তকারীকে নগদ অর্থ তাঁহাকে প্রদান করিতে বলেন কিন্তু দরখাস্তকারী অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে ২নং অপরপক্ষ দরখাস্তকারীর গালে চপেটাঘাত করেন। কার্যালয়ের ভিতরে অবস্থানকরতঃ দরখাস্তকারীর দুইজন কর্মী তাহাদের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ৫ এবং ৬নং অপরপক্ষগণ তাহাদের লৌহদণ্ড দ্বারা হত্যা করিবেন বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করেন। ইহার পর ১নং অপরপক্ষ দরখাস্তকারীর দক্ষিণ বাহুতে একটি ঘুষির দ্বারা আঘাত করাতে তাহাতে ভগ্ন হইয়া যাওয়ার কারণ ঘটায় এবং ২নং অপরপক্ষ নগদ অর্থ ছিনাইয়া লহেন এবং ৩নং অপরপক্ষ অর্থের বাক্স চাপিয়া ধরেন। ইহার পর সকল অপরপক্ষগণ কার্যালয় হইতে দৌড়াইয়া চলিয়া যান।

(৪) ঐ সকল অপরপক্ষগণ বলপূর্বক ৫০০০ হাজার অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী পুলিশকে ঘটনাটির প্রতিবেদন জানান এবং ডান হস্তের আঘাতের জন্য তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল কিন্তু যেহেতু পুলিশ ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে মামলা তালিকাভুক্ত করেন নাই, সেইহেতু দরখাস্তকারী .... তারিখে মহকুমার শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর সম্মুখে একটি অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন যিনি সন্তুষ্ট চিত্তে ১ হইতে ৬নং অপরপক্ষদের ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৮০/৩৫২/৩৮০/৩২৫/১৪৯ ধারার বিধান মতে অপরাধের জন্য বিচারের সম্মুখীন হইতে আহ্বানপত্র প্রেরণ করেন।

(৫) ঐ আসামী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রী .... শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নথীতে স্থানান্তরিত করেন।

(৬) ঐ যেহেতু ইহা অভিযোগের মামলা সেইহেতু দরখাস্তকারী অভিযোগের পূর্বে অভিযোগের দরখাস্তে উল্লিখিত সকল সাক্ষীদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং উপরোক্ত অপরপক্ষগণ অভিযোগের পূর্বে সকল সাক্ষীদের কূট পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

(৭) ঐ .... তারিখে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট চিত্তে অভিযোগ গঠনের জন্য .... দিন স্থির করেন। ঐ তারিখে দরখাস্তকারী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৭ ধারায় অভিযোগ গঠনের জন্য দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন। যেহেতু অপরাধের সকল উপাদানগুলি সাক্ষ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল যাহা দায়রা আদালতে একমাত্র বিচারযোগ্য এবং দায়রা আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে, শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ঐ

দরখাস্ত এবং দরখাস্তকারীর বাদানুবাদ খারিজ করিয়াছিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে কোন প্রশংসনীয় কারণ ব্যতীত অপরপক্ষদের বিরুদ্ধে উপরিউল্লিখিত অভিযোগগুলি গঠন করিয়াছিলেন।

সেইহেতু নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই পুনঃপবীক্ষার দরখাস্ত

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আইন এবং তথ্যে ভুল করিয়া আইনে অকৃতকার্যতা ঘটাইয়াছেন।

(খ) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি আইনতঃ মন্দ, বিপথগামী এবং অধিকার ক্ষেত্র বহির্ভূত।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ৩৯৭ ধারার বিধানে অপরাধের সকল উপাদানগুলি প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও নিম্নধারাগুলিতে অভিযোগ গঠন করিযা দায়রা আদালতের অধিকারক্ষেত্র বলপূর্বক দখল কাবিযাছিলেন।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সম্পূর্ণ সাক্ষ্য সমতা রক্ষায় আইনত ভুল করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তিনি যেন বিচারেব চূড়ান্ত পর্বে পৌছাইয়াছেন।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্যের উভয় দিক বিবেচনা কবিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছিলেন যাহা এখনও প্রদান করিতে হইবে এমনকি সাক্ষীদের এখনও পুনঃপরীক্ষা করিতে হইবে, প্রতিপক্ষ ইচ্ছা করিলে এবং সম্ভবতঃ প্রতিপক্ষ সাক্ষীদেরও পবীক্ষা কবা যাইবে।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট, অভিযোগের পূর্বে কূট পরীক্ষা ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলাতে যে কোন টোল খাওয়াইতে ব্যথ হইয়াছিল তাহা মূল্যায়ণ কবিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং যে কোন প্রকারেই হউক ইহা বলা যাইতে পারে না যে সাক্ষী অখণ্ডনীয় হইলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধাবাতে দণ্ডাজ্ঞার নিশ্চয়তা হইবে।

(ছ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট একটি ভুল এবং পক্ষপাতিত্ব সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন এই মর্মে যে গুরুতর অপরাধ হয় নাই এবং লঘু গুরুতর অপরাধের জন্য মামলাটি চালিত হওয়া উচিত।

(জ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট স্বতন্ত্র বিষয়গুলি যেমন অসুবিধা, ব্যয় এবং দায়রা আদালতে প্রেরণের ক্ষেত্রে আসামী ব্যক্তিদেব মানসিক উত্তেজনা বিবেচনা করিতে যাইয়া বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নথীগুলি তলব করিবেন এবং দরখাস্তকারীর ও অপরপক্ষদের আইনজীবিব শুনানীব পরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২০৯ ধারার বিধানে দাযরা আদালতে মামলাটি প্রেরণের জন্য নির্দেশ সহ প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিবেন।

অধিকন্তু ইহাই প্রার্থনা যে পুনঃপরীক্ষা মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মামলার অধিক কার্যাবলী অনুগ্রহপূর্বক স্থগিত রাখা হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৭৩ ধারার বিধানে পরিসীমা বর্ধনের আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত স্থান ....

(ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র)

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭, ৪০১ এবং ৪০০ ধারার বিধানে একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডবিধি আইনের ১৬৩ এবং ১২০ বি ধারার বিধানে .... মামলা নম্বরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৭৩ ধারার বিধানে পরিসীমার অজুহাত বাতিল করিয়া দিয়া শ্রী .... বিশেষ বিচারক (২য় আদালত) .... কর্তৃক .... তারিখের আদেশ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

....

(নাম, ঠিকানা এবং বর্ণনা প্রদান করিবেন)

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য

উত্তরবাদী

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী . . ..

এবং

ঐ মহামান্য উচ্চ আদালতের মহামান্য প্রধান বিচারপতির সঙ্গী বিচারপতিগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী বাদীপক্ষের মামলায় দরখাস্তকারী, দুইজন অপর ব্যক্তিদ্বয় যেমন সি. ভি এবং ভি. আর মেসার্স .... স্থানের নিকট হইতে বেআইনী পারিতোষিক গ্রহণের জন্য ফৌজদারী ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তাঁহারা আমদানি এবং রপ্তানী .... প্রধান হিসাবাধ্যক্ষর কার্যালয়ে কার্য্যরত সংক্রান্ত আধিকারিকদের ব্যক্তিগত প্রভাব নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের আমদানি লাইসেন্স এর মূল্যবৃদ্ধি ১.৫০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষে বৃদ্ধি করিবেন। সাইনি গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এবং .... অর্থের জন্য শুল্ক অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা যাহার উদ্দেশ্য গবেষণাগারের পরিত্যক্ত অংশ এবং শব্দ মুদ্রণ যন্ত্রের অতিরিক্ত চিত্র সংগ্রহ; এবং ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী এবং উপরিউল্লিখিত দুইব্যক্তি দাবী করিয়াছিলেন এবং গ্রহণ করিয়াছিলেন .... পরিমাণ অর্থ .... অর্থ .... এবং অর্থ .... মেসার্স . ... হইতে .... তারিখে ক্রমান্বয়ে।

(২) ঐ .... তারিখে পুলিশ মামলা নং .... তালিকাভুক্ত হইয়াছিল .... থানায় .... স্থানে এবং .... তারিখে তদন্তকারিক আধিকারিক উপরোক্ত তিনজন আসামীর গৃহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঐ একই দিনে দরখাস্তকারীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল।

(৩) ঐ .... তারিখে তদন্তকারিক আধিকারিক সম্মতি গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং . ... তারিখে প্রয়োজনীয় সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি তিনমাস অতিক্রান্ত হইবার পরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যেমন . ... নিকট হইতে ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ... . তারিখে তদন্তকারিক আধিকারিক শিক্ষিত বিশেষ বিচারক .... এর সম্মুখে হলফনামা সমেত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৩/১৬৫ এ/১২০-বি ধাবার বিধানে অভিযোগের কাগজ দায়ের করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তিনি যেহেতু অপর গুরুত্বপূর্ণ মামলার পরিদর্শনে গুরুতরভাবে ব্যাপৃত ছিলেন সেইহেতু তিনি সময়মত অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই এবং মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে অনুচিত পাত্রে স্থাপন করা হইয়াছিল।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী অভিযোগের কাগজ দায়ের করিতে বিলম্ব করায় আপত্তি দিয়াছিলেন এবং নিবেদন করিয়াছিলেন যে শিক্ষিত বিশেষ বিচারক তিনমাসের বিলম্বে দণ্ডপ্রদান করিবেন যেহেতু বিলম্বর কারণটিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

(৫) ঐ .... তারিখে শিক্ষিত বিশেষ বিচারক .. .. আপত্তি খারিজ করিয়া দিয়া বিলম্ব মকুব করিয়াছিলেন যদিও ১২০বি এবং ১৬৫ এ ধারার বিধানে

ফৌজদারী বাদী পক্ষের শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলি তামাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেইহেতু এই দরখাস্তটি নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে করা হইয়াছে

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত বিশেষ বিচারক আইন এবং তথ্যের ক্ষেত্রে ভুল করিয়া বিচারের অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছেন।

(খ) ঐ শিক্ষিত বিশেষ বিচারক অভিযোগের কাগজ দায়েরের ক্ষেত্রে বিলম্ব মকুবের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীর আপত্তি খারিজ করিয়া বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন।

(গ) ঐ তামাদি প্রাপ্ত অভিযোগের কাগজের প্রগ্রাহ্য হওয়ায় তাহা অধিকার ক্ষেত্রের বহির্ভূত হইয়াছে এবং ইহা বাতিলযোগ্য।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত বিশেষ বিচারক অভিযোগের কাগজ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁহার বিচারীয় মানসিকতার প্রয়োগ ঘটান নাই এবং সেইহেতু তিনি দরখাস্তকারীর নিকট বিচারের অপমৃত্যু ঘটাইবার কারণ হইয়াছেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪৬৮-৪৭৩ ধারার বিধানগুলি প্রদত্ত আইনের তীক্ষ্ণতা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত বিশেষ বিচারক এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে আইনবিধি সম্মত সময় উত্তীর্ণ হইলে তিন মাস পরে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে বিলম্বের ব্যাখ্যাগুলি উচিত এবং যুক্তিসম্মত নহে এবং কোন যুক্তিসম্মত ব্যক্তির ঐরূপ ব্যাখ্যাগুলির ভিত্তিতে কার্যকরা উচিত হইত না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নথীগুলি তলব করিবেন এবং দরখাস্তকারীর আইনজীবি এবং উত্তরবাদীর শুনানীর পরে প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিয়া মামলাটি রদ করিবেন।

অধিকন্তু, ইহাই প্রার্থনা যে মামলার অধিক কার্যাবলী পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অনুগ্রহপূর্বক স্থগিত রাখা হউক।

এবং আপনার দবখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি .... পিতা, বয়স আন্দাজ .... বৎসর, ... ধর্মাবলম্বী, পেশা ...., এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথগ্রহণ করিতেছি ঃ

(১) আমি এই মামলায় দরখাস্তকারীর পক্ষে তদ্বিরকারক এবং মামলার তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে অবগত আছি। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) ঐ ১ হইতে ৫নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ (ক) হইতে (ঙ) অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার বিশ্বাসমতে সত্য যেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদের বক্রী অংশ মহামান্য উচ্চআদালতের সম্মুখে আমার সকল প্রার্থনা।

(হলফ করিয়া সাক্ষ্য দানকারীর সহি)

এই হলফনামার সূচীপত্র আমার কার্যালয়ে গঠিত

....

(আইনজীবির সহি)

হলফ করিয়া সাক্ষ্য দানকারী আমার পবিচিত

....

(সনাক্তকারীর সহি)

নং ৪ — দায়রা আদালতে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে
বিলম্ব মকুবের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

দায়রা আদালত, কলিকাতা

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং .... সাল

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

....

(নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি)

দরখাস্তকারী

....

(নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি)

এবং

রাজ্য

অপরপক্ষ

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৩৯৯/৪০৩ ধারার বিধানগুলিতে পুনঃপরীক্ষার দবখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

ভানতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারায় আসামীকে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রার্থনার দরখাস্ত বাতিল করিয়া .... মামলা নম্বরে শ্রী .... মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... দ্বাবা .... তারিখের আদেশ

উপরোক্ত বিনম্র দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী .... রাত্রে .... ঘটিকায় তাঁহার দোকানের চুরীর জন্য ১নং অপরপক্ষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮০ ধারায় মামলা নং .... রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে পুলিশ যথাযথ অনুসন্ধানের পর একটি অভিযোগের কাগজ দায়ের করিয়াছিলেন।

(২) ঐ ১নং অপরপক্ষ উক্ত মামলায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সকল প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণ আসামীর ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইয়া ফৌজদারী বাদীপক্ষগণ কর্তৃক শত্রু বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

(৩) মামলাটি রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইবার পবে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইলে এবং ঐ পুলিশ মামলায় ১নং অপরপক্ষেব অব্যাহতির দিন হইতে অধিক তিনমাস অতিক্রান্ত হইবার পরে .... তারিখে ১নং অপরপক্ষ মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ধারার বিধানে মানহানির অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে .... তারিখ উপস্থিত হইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া আহ্বানপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারী শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং জামিনের দ্বারা অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ একই দিনে দরখাস্তকারী, দরখাস্তকারীর অব্যাহতির জন্য একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন এই কারণের ভিত্তিতে যে অভিযোগের দরখাস্ত তামাদি প্রাপ্ত এবং ম্যাজিস্ট্রেটেব ঐ অভিযোগের দরখাস্তের প্রগ্রাহ্য গ্রহণ অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূত কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৫১ ধারার বিধানে দরখাস্তকাবীর উদ্দেশ্যে অভিযোগটি ব্যাখ্যা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে .... তারিখ সন্তুষ্টচিত্তে ধার্য করিয়াছিলেন।

সেইহেতু এই দরখাস্তটি নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে দায়েব করিয়াছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫০০ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানের তামাদি প্রাপ্ত অভিযোগের দরখাস্তর প্রগ্রাহ্য গ্রহণ করিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে ৩৬৯ ধারার বিধানে তামাদির সময় সীমা ছয় মাস নির্ধারিত আছে এবং ইহার দ্বারা বিচারের ক্ষেত্রে দারুণ ক্ষতি হইয়াছে।

(খ) ঐ ১নং অপরপক্ষ অপরাধের ঘটনার জানিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা উচিত ছিল কিন্তু চুরির মামলায় .... তারিখে

যেদিন তিনি উপরোক্ত পুলিশ মামলায় সি/ডবলিউ তে পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন সেই তারিখ হইতে তামাদির সময় গণনা করা হইবে এবং উহা অব্যাহতির তারিখ হইতে ধরা হইবে না।

(গ) ঐ সম্পূর্ণ কার্যাবলী অধিকারক্ষেত্রে বহির্ভূত।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে নথিগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি দিবার জন্য শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৫ — অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

দায়রা বিচারক . . .... আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং ৫৭৬/. . .

এই বিষয় সম্পর্কিত

এস এম জে

... ...

(সম্পূর্ণ নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা দিবেন)

দরখাস্তকারী

বনাম

১. ....

২. ....

৩ ....

৪. ... .

(নাম, পিতৃপরিচয়, যদি কোন থাকে এবং সম্পূর্ণ ঠিকানাগুলি দিবেন)

এবং

স্বরাজ্য

প্রতিপক্ষ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত :

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৩৯৮/৪০৩ ধারাগুলির অধীনে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩/৩৭৯/৩৪১ ধারাগুলির বিধানে যাহাতে আসামী ব্যক্তিরা অভিযোগের ক্ষেত্রে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন এবং দুই চাকার পা গাড়ী যে ব্যক্তিব নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল সেই .... মামলা নম্বরে .... তারিখে শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, শ্রী .... স্থানের বিচারের রায়ের ভিত্তিতে অব্যাহতিব আদেশ

দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারীর .... স্থানে একটি বৃহৎ কদলী বাগিচা আছে এবং দরখাস্তকারী স্থানীয় বাজবে কদলী সরবরাহ করেন।

(২) ঐ যেহেতু দরখাস্তকারীর বাগিচা হইতে কদলীর শাখাগুলি চুরি হইয়াছিল, সেইহেতু দরখাস্তকারী সনাক্তকরণের জন্য কদলীর শাখাগুলির বৃন্তগুলিতে এস. এম জি বিশেষ চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছিলেন।

(৩) ঐ .... তারিখে পরিপক্ক কদলী সমন্বিত তিনটি কদলী শাখা চুরি হইয়াছিল এবং স্থানীয় বাজারে অনুসন্ধানের দ্বারা দরখাস্তকাবী জনৈক এম কে এম এর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি দুইজন অপর পক্ষকে তিনটি পরিপক্ক কদলী শাখা জনৈক পি. এন. ইউ এর নিকট বিক্রয় করিতে দেখিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি শাখায় এস এম জি নামক বিশেষ চিহ্ন সমন্বিত বিক্রেতা তাঁহাব বিক্রয় দেখাইয়া সংবাদটি নিশ্চিত করিয়াছিলেন। ইহার পর দরখাস্তকারী ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৭৯ ধারার বিধানে পুলিশ মামলা নং .... রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়াছিলেন যাহাতে দুইজন অপবপক্ষ পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন এবং অনুসন্ধানের পর অভিযোগের কাগজ উপস্থিত করা হইয়াছিল।

(৪) ঐ .... তারিখে আসামী অপরপক্ষগণ শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী, শ্রী .... সম্মুখে ভারতীয় দণ্ডবিধানের ৩৭৯ ধারার বিধানে আনীত অভিযোগে দোষী বলিযা আর্জি করেন যেক্ষেত্রে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের দণ্ডাজ্ঞার আদেশ দেন এবং ১৫ দিনের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

(৫) ঐ জেল হইতে অব্যাহতি পাইয়া শাস্তি ভোগের পর অপরপক্ষগণ দরখাস্তকারীকে ভীতিপূর্ণ পরিস্থিতি ঘটিবার হুমকি দেন।

(৬) ঐ আসামী অপরপক্ষদের গৃহগুলি দরখাস্তকারীর গৃহ হইতে বাজারে যাইবার রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

(৭) ঐ তারিখে সন্ধ্যা প্রায় ৬৩০ মিনিটে দরখাস্তকারী বাজারের বিক্রেতাদের নিকট হইতে গৃহীত ৫৫০ টাকা নগদ অর্থ লইয়া দুই চাকার পা গাড়ীতে করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, ঐ সময় ১ হইতে ৪নং অপরপক্ষগণ রাস্তায় দরখাস্তকারীকে প্রথম সম্বোধন করিয়াছিলেন। ১নং অপরপক্ষ দুই চাকার পা গাড়ীটি দ্রুত গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন, ২নং অপরপক্ষ পকেট হইতে ৫৫০ নগদ অর্থ তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার পর অপরপক্ষগণ, দরখাস্তকারীকে তাঁহাদের গৃহের ভিতরে টানিয়া লইয়া গিয়া কিরিত ঘুষি এবং প্রহার করিয়া একটি ঘরের ভিতর তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন কিছু পরে গ্রামের মুখিয়া জনগণের মধ্যে ঘটনার সাক্ষী জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে ঘটনাটি জানিতে পারিয়া অপরপক্ষদের গৃহে আসিয়া দরখাস্তকারীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৮) ঐ দরখাস্তকারী উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে দ্রুত থানায় গিয়াছিলেন এবং বর্তমান পুলিশ মামলা নং ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৪/৩২৩/৩৭৯ ধারার বিধানে রেজেস্ট্রী করিয়াছিলেন। ২ ৩ উক্ত শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষণে সাক্ষ্য বিবেচনা না করিয়া এবং নথী বহির্ভূত স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনায় হইয়া আসামী ব্যক্তিদের অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

(৯) ঐ শিক্ষি যাহা দাবী ... সরকারী উকীল অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চবিচার দায়ের করিবার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

(১০) ঐ অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া বাস্তব অভিযোগকারী দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই দরখাস্ত করিয়াছেন

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আইন এবং তথ্যে ভুল করিয়া দরখাস্তকারীর বিচারের ক্ষেত্রে অতীব ক্ষতিসাধনের কারণ ঘটাইয়াছেন।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট নথী বহির্ভূত স্বতন্ত্র তথ্যগুলি বিবেচনা করিয়া সকল আসামী ব্যক্তিদের অব্যাহতির আদেশ নথীভুক্ত করিবার জন্য বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন।

(গ) ঐ প্রশ্নাধীন বিচারের রায়টি প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ আর্জি এবং সেইহেতু ইহা বাতিলযোগ্য।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সকল প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং ৮নং ফৌজদারী বাদীপক্ষের মুখিয়ার সাক্ষীর সাক্ষ্য পরিত্যাগ করিবার জন্য বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন এই মর্মে যে আসামী ব্যক্তিদের তরফে প্রদত্ত কঠিন কূট পরীক্ষাতে সকল সাক্ষীদের সম্মুখীন হইয়া প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র মুখিয়ার রাজনৈতিক পক্ষের সহিত দরখাস্তকারীর রাজনৈতিক পক্ষের সম্পর্ক ছিল এই ভিত্তিতেই তিনি বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের আচরণ হইতে ফৌজদারী বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে একটি অসমর্থনীয় বিরূপ ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তাহারা দরখাস্তকারীকে উদ্ধার করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই এবং আসামী ব্যক্তিরা দুই চাকার পা গাড়ী এবং নগদ অর্থ দ্রুতভাবে লইয়া যাইলে তাঁহারা প্রতিরোধ করেন নাই এবং জনগণের রাস্তায় দরখাস্তকারীর তরফে কোন উত্তেজনা না থাকিলেও তাহারা দরখাস্তকারীকে ঘুষির দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে যে প্রতিরক্ষার বিশেষ কূট পরীক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এই মর্মে যে আসামীরা সাংঘাতিক ব্যক্তি ছিলেন এবং আসামী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ বিপথগামী ছিলেন এই মর্মে যে দরখাস্তকারী পুরাতন শত্রুতাবশতঃ এবং পূর্বের মামলায় দুইটি আসামীর খালাস হওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়া মামলাটি রেজেষ্ট্রী করিয়াছিলেন।

(ছ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আসামী ১নং অপরপক্ষর গৃহ হইতে দরখাস্তকারীর দুই চাকার পা গাড়ী উদ্ধার এবং বাজেয়াপ্ত অবিশ্বাস করিয়াছিলেন।

(জ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রদর্শিত বস্তু ৩ (বাজেয়াপ্ত তালিকা) এর প্রমাণত এবং "দুই চাকার পা গাড়ী ম্যাট ১" এর ব্যবসায়ীর পরীক্ষা না করাইবার জন্য বাজেয়াপ্ত তালিকার বিশ্বস্ততা বাতিল করিয়া বিপথগামিতার কার্য করিয়াছেন যেক্ষেত্রে আসামী "হারকিউলস্" দুই চাকার পা গাড়ীর সনাক্তকরণ নং .... সহ নগদ অর্থের বিক্রয় লিপি প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐ বিক্রয় লিপি এস এম জের পরিবর্তে "কে এম জি" কে প্রদান করা হইয়াছিল কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীর উক্তি সম্বন্ধে স্মৃতি বিভ্রম হইয়াছিল যে সাক্ষী কূট পরীক্ষায় তাঁহার সাক্ষ্যে স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন যে "কে এম জি" ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাঁহার নামাংশের আদ্যক্ষর "এস এম জি" যাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নাম .... বহন করে।"

(ঝ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যেকটি আসামী ব্যক্তিকে পারিপার্শ্বিকতার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সকল দোষযুক্ত সাক্ষ্য এবং পারিপার্শ্বিকতা স্থাপন না করিয়া আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া বেআইনী কার্য করিয়াছেন, এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেকটি আসামী ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত একটি প্রশ্ন করা হইলে তাঁহাদের পরীক্ষায় প্রত্যেকের একটি উত্তর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে:

"প্রশ্ন ঃ আপনার বিরুদ্ধে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যগুলি আপনি শুনিয়াছেন। আপনার কি বলিবার আছে?"

উত্তর — আমি নির্দোষী।

(ঞ) ঐ বাজেয়াপ্ত দুই চাকাব পা গাডীব (ম্যাট প্রদর্শিত বস্তু ১) মালিকানা এবং দখলেব দাবীব অনুপস্থিতিব কাবণ থাকিলেও ১নং অপবপক্ষকে বাজেযাপ্ত দুই চাকাব পা গাড়ীব প্রত্যর্পণেব আদেশ বিপথগামী, বেআইনী এবং অধিকাব বহির্ভূত।

(ট) ঐ দবখাস্তকাবী দুই চাকাব পা গাডী (ম্যাট, প্রদর্শিত বস্তু ১) প্রত্যর্পণেব জন্য চাপ দেওযাতে ৪৫২ ধাবাব বিধানে উত্তববিচাব দবখাস্তকাবীব ক্ষেত্রে প্রযোগ কবা হইবে না।

এমতাবস্থায, ইহাই প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে নথীগুলি তলব কবিবেন এবং পক্ষ ' অথবা তাঁহাদেব আইনজীবিদেব শুনানীব পবে অব্যাহতিব প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল কবিযা মামলাটি প্রশ্নাধীন বিচাবেব বায দানকাবী শ্রী শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী ব্যতীত অন্য ম্যাজিস্ট্রেট দ্বাবা পুনর্বিচাবেব জন্য একটি নির্দেশ সহ পুনঃপ্রেবণ কবিবেন।

অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বাজেযাপ্ত দুই চাকাব পা গাডীব প্রত্যর্পণেব প্রশ্ন সংক্রান্ত ব্যাপাবে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৪৫২(৩) ধাবাব অন্তর্ভুক্ত বিধানে একটি তদন্তেব নির্দেশ দিবেন।

আবো অধিক ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে শিক্ষিত বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত তাঁহাব প্রশ্নাধীন বিচাবেব বাযে দুই চাকাব পা গাডীব প্রত্যর্পণেব আদেশেব কার্যকাবিতা স্থগিত কবিবেন

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯১ ধারার বিধানে পুনঃপরীক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দরখাস্ত

দাযবা বিচাবক এব আদালত

ফৌজদাবী পুনঃপবীক্ষা নং ৫৭৬/

এম এম জি বনাম এবং অপবব্যক্তিগণ

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩৯১ ধাবাব বিধানে অতিবিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণেব জন্য দবখাস্ত

দবখাস্তকাবী এস এম জি'ব বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট এই মামলায দবখাস্তকাবীব তরফে প্রদর্শিত বস্তু দস্তাবেজগুলিব সঠিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ কবিযাছেন এই কাবণেব ভিত্তিতে যে দুই চাকাব পা গাডীর (ম্যাট প্রদর্শিত বস্তু) ব্যবসাযী যিনি বিক্রয লিপি এবং জামিন প্রমাণপত্র প্রদান কবিযাছিলেন তাঁহাকে মামলায পবীক্ষা কবা হয নাই যদিও দবখাস্তকাবী (ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষী) পাবিপার্শ্বিকতা ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন

এবং সেই হেতু ঐ দুই চাকার পা গাড়ীর ব্যবসায়ীর পরীক্ষা পুনঃপরীক্ষার সাক্ষ্যে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(২) ঐ যদি বিক্রয়লিপি দরখাস্তকারীর ভ্রাতা "কে এম জি" নামে প্রদান করা হইয়াছিল, তথাপি উহা নিয়মিতভাবে দরখাস্তকারী স্বয়ং ব্যবহার করিতেন, যে তথ্যটি আসামী ব্যক্তিদের দ্বারা কূট পরীক্ষাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট যেহেতু ঐ দুই চাকার পা গাড়ীর (ম্যাট প্রদর্শিত বস্তু') স্বত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন সেইহেতু কে এম জি এর পরীক্ষা প্রয়োজনীয় এবং তাঁহার পরীক্ষা অন্যপক্ষের ক্ষতি সাধন করিবে না যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১২নং সাক্ষীর (তদন্ত আধিকারিক) দ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং আসামীকে এই বক্তব্য জানানো হইয়াছিল।

(৩) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১২নং সাক্ষী (তদন্ত আধিকারিক) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে দুই চাকার পা গাড়ীর ব্যবসায়ীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন (ফৌজদারী বাদীপক্ষের ১২নং সাক্ষীর কূট পরীক্ষা দেখুন) এবং আসামীকে বক্তব্যের নকল দেওয়া হইযাছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ফৌজদারী মামলার সহকারী সরকারী উকিল তাঁহার জ্ঞাতব্য কারণে তাঁহাকে পরীক্ষা করেন নাই। যাহা হউক কে এম জি এবং দুই চাকার পা গাড়ীর ব্যবসায়ী দুই সাক্ষীর পরীক্ষা হইলে তাহা পুনঃপরীক্ষাব কার্যাবলীতে কোন পক্ষের ক্ষতি সাধন কবিবে না।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯১ ধারার বিধানমতে এই দুই জন সাক্ষীর অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন অথবা মামলাটি পুনঃপ্রেরণ করিবার নিম্ন আদালতে ঐ সাক্ষ্য লইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী; কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৯ (২) এবং ৪০১ (৫) ধারার বিধানে ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তের ফৌজদারী উত্তরবিচারের রূপান্তরকরণের দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং ১০২/১৯৯৬

এই বিষয় সম্পর্কিত

(১) রূপ চাদ খার (চালক)

(২) বিজয় যাদব (মালিক)

দরখাস্তকারীদ্বয়

এবং

অপরপক্ষ

বাজ্য

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৯(২) পঠনরত ৪০১(৫) ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৫ ধারার বিধানে ফৌজদারী উত্তরবিচারে রূপান্তরকরণের জন্য দরখাস্ত যাহা (১৯৮৮) মোটর পরিবহন আইনের ১৯৩ ধারায় মোটর পরিবহন মামলা নম্বর .... এতে শিক্ষিত ২য় আদালত .... স্থানের দ্বারা প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তিব আদেশেব বিরুদ্ধে হইয়াছে।

উপরোক্ত দবখাস্তকাবী

অতীব শ্রদ্ধার সহতি শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারীরা মোটব পরিবহন আইনের ১৯৩ ধারাব বিধানে শাস্তিযোগ্য অপবাধের অভিযোগেব ক্ষেত্রে তাঁহাদেব আইনজীবিব মাবফত দোষী বলিয়া আর্জি করিয়াছিলেন যদিও রাজপথ পেট্রল পরিদর্শক ১নং দবখাস্তকারীব (লরী নং ডবলিউ বি এম ৭০৯৫ এর চালক) ক্ষেত্রে অপবাধের মীমাংসা করিয়া ৭৫০ টাকা অর্থ রাস্তাতে জরিমানা ধার্য করেন এবং তাহাকে ঐ জবিমানা .... তারিখে .... স্থানে মোটর পরিবহন বিভাগে প্রদান করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন কিন্তু .... তারিখের পূর্বেই রাজপথ পেট্রল পরিদর্শক . .... তারিখে মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এব নিকট মোটর পবিবহন আইনেব ১৯৩ ধারাব মতে অপবাধ করিবার জন্য দরখাস্তকারীদেব অভিযুক্ত করিবাব উদ্দেশ্যে আসামীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের তথ্য প্রকাশ করিয়া এবং রাস্তায় জরিমানা ধার্যের বিষয় জানাইয়া একটি অভিযোগ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) ঐ আহ্বানপত্র প্রাপ্ত হইয়া দবখাস্তকারীবা তাঁহাদের আইনজীবির মারফত আইনের ভুলধারণা বশতঃ দোষী বলিয়া আর্জি করিয়াছিলেন যেহেতু মোটর পরিবহন আইনের ২০০ ধারায় অভিযোগটি তামাদি প্রাপ্ত হইত এবং অভিযোগের প্রতিবেদনে প্রগ্রাহ্য গ্রহণ মন্দ আইনে পরিণত হইত কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দোষীর অজুহাত গ্রহণ করিয়া দরখাস্তকারীদের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক দরখাস্তকারীকে ১০০০ হাজার টাকা করিয়া জরিমানা ধার্য করিয়াছিলেন। উহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারীরা দণ্ডাজ্ঞা এবং জরিমানার আদেশের বিরুদ্ধে উপরোক্ত পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তর দায়েরের দিনে .... (তারিখ) শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৫ ধারার বিধানে উত্তরবিচার দায়ের কবিবাধ পরিবর্তে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করার জন্য আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অদ্য মঞ্জুর করিবার শুনানীর দিন ধার্য করিয়াছেন।

(৪) ঐ যদিও মহামান্য বহু উচ্চ আদালতগুলির পরম্পরা সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাহা হইলেও দবখাস্তকারীরা মহামান্য উচ্চ আদালতের কোন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ এবং উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই যেক্ষেত্রে শিক্ষিত নিম্ন আদালত কর্তৃক অপরাধের প্রগ্রাহ্য গ্রহণ এবং সম্পূর্ণ কার্যাবলীর সংপ্রশ্নের ক্ষেত্রে দণ্ডাজ্ঞার আদেশেব বিরুদ্ধে পুনঃপবীক্ষার দরখাস্তের সমর্থনীয়তায় আপনার মহানুভবেব আদালত অধীনস্থ আদালত এবং সেইহেতু আইনের সূক্ষ্মতা পরিত্যাগের জন্য দবখাস্তকারীরা সমর্পণ করিতেছেন যে বিচারেব স্বার্থে ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তটিকে ফৌজদারী উত্তরবিচারে রূপান্তরিত করা হউক এবং সেই কারণে মঞ্জুর হউক।

এমতাবস্থায় ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তটিকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৫ ধারাব বিধানে উত্তরবিচারে রূপান্তরিত করা হউক এবং সেইহেতু মঞ্জুর হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যবত হইয়া ইহাব জন্য চিব প্রার্থনা রত থাকিবেন।

স্থান ... .

তারিখ . ...

নবম পরিচ্ছেদ

দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে উত্তরবিচার প্রার্থনা

[Appeal against Convictions and Sentences]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৭ ধারার বিধানে প্রত্যাভূতি প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৩ ধারার বিধানে উত্তর বিচার

দায়রা [illegible] এর আদালত

[illegible] উত্তর বিচার নং

এই বিষয় সম্পর্কিত

(উত্তরবিচার প্রার্থী [illegible] পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা প্রদান করিবেন, বহু উত্তরবিচার প্রার্থী [illegible] তাহাদের তালিকাভুক্ত করিবেন)

উত্তরবিচার প্রার্থী অথবা উত্তরবিচার প্রার্থীগণ

বি

১

(কার্যাবলী দায়েরকারী [illegible] তাহাদের নাম পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা [illegible] দিবেন)

উত্তরবাদী অথবা উত্তরবাদীগণ

২ রাজ্য

[illegible]

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার [illegible] এম সি মামলা নম্বরে শিক্ষিত বিচারবিক ম্যাজিস্ট্রেট. শ্রী [illegible] স্থান [illegible] প্রদত্ত প্রত্যাভূতি প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৩ ধারার বিধানে একটি উত্তর বিচার যে মহানুভবের আদেশে [illegible] তারিখ প্রদত্ত উত্তরবিচার প্রার্থীকে (অথবা উত্তরবিচার প্রার্থীগণ, ক্ষেত্রবিশেষে) নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে এক বৎসরের জন্য ১০০০ হাজার অর্থের লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিতে হইবে।

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরবিচার প্রার্থীগণ) অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ১নং উত্তরবাদী .... র সহিত উত্তরবিচার প্রার্থী (অথবা উত্তরবিচার প্রার্থীদের) বহুদিনের শত্রুতা ছিল এবং তিনি ১নং উত্তরবিচার প্রার্থীর গৃহের সংলগ্ন টুকরা জমি লইবার চেষ্টায় রত থাকায় তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারায় উত্তরবিচার প্রার্থীর (অথবা উত্তরবিচার প্রার্থীদের) বিরুদ্ধে কার্যাবলী রুজু করিয়াছিলেন এবং তদন্ত চলাকালীন সময়ে পক্ষভুক্ত সাক্ষীদের উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(২) ঐ শিক্ষিত কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরবিচার প্রার্থীর (অথবা উত্তরবিচার প্রার্থীদের) বিরুদ্ধে কার্যাবলী গঠন করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তাঁহারা এক বৎসরের জন্য ১০০০ হাজার অর্থের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বহু উত্তর বিচার প্রার্থী থাকিলে প্রত্যেককে ১০০০ হাজার অর্থের) লিখিত প্রতিশ্রুতি কেন সম্পাদন কবিবেন না তাহাব জন্য কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আদেশ প্রদান করিলেন এই মর্মে যে এক বৎসরের জন্য সুব্যবহার করিবার এবং শান্তি রক্ষাব জন্য উত্তরবিচার প্রার্থী (অথবা উত্তরবিচাব প্রার্থীগণ) ২০০০ হাজার অর্থের লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিবেন (অথবা প্রত্যেক উত্তরবিচার প্রার্থী ২০০০ হাজার অথের লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদন করিবেন)। এইস্থানে তথ্যের উল্লেখে বলিতে হয় যে উত্তরবিচার প্রার্থীদেব মধ্যে একজন অর্থাৎ .... ১নং উত্তরবিচার প্রার্থী (যদি ক্ষেত্রবিশেষে তাহা হয়) ঐ আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই উত্তববিচার দায়ের করিয়াছেন ঃ

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আইন এবং তথ্য উভয়ক্ষেত্রেই ভুল করিয়াছেন।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরবিচার প্রার্থীদের (যদি ক্ষেত্রবিশেষে তাহা হয়) মামলা বিবেচনার ক্ষেত্রে ভুল কার্য করিয়াছেন।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষণে সাক্ষ্যের মূল্য স্থিরীকরণের ব্যর্থতায় বিচারের সাংঘাতিক ব্যর্থতা ঘটাইয়াছেন এবং সেইকারণে ইহা বাতিলযোগ্য।

(ঘ) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূত যেহেতু লিখিত প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রটি .... তারিখের কারণ প্রদর্শনের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ক্ষেত্রটি হইতে পৃথক।

(ঙ) ঐ লিখিত প্রতিশ্রুতির সম্পাদন অতিরিক্ত।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১১৭ (গ) ধারার আদেশ প্রদত্ত বিধানগুলির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিয়া উত্তরবিচার প্রার্থী নং .... এর নিকট হইতে

ব্যক্তিগত লিখিত প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছেন এবং সেই হেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল যোগ্য।

(ছ) ঐ নথীভুক্ত সাক্ষ্য এবং মামলার পারিপার্শ্বিকতা হইতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের উত্তরবিচার প্রার্থীদের অব্যাহতি দেওয়া উচিত ছিল যেহেতু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ১নং উত্তরবাদী প্রকৃতপক্ষে শান্তির বিঘ্ন ঘটাইতেছেন।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইযা ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (১) প্রশ্নাধীন আদেশের কার্যকারিতাব স্থগিতের জন্য একটি পৃথক দরখাস্ত দায়ের করা প্রয়োজন।

(২) উত্তরবিচারের দরখাস্তের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮২ ধারার বিধান পাঠ করুন।

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৪ ধারার বিধানে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নথীভুক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে উত্তরবিচার

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত :

(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা প্রদান করিবেন)

উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

রাজ্য

উত্তরবাদী

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩২৬ ধারার বিধানে .... মামলা নম্বরে শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট; প্রথম শ্রেণী, শ্রী .. .. প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে যে আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবিচার প্রার্থী দণ্ডিত এবং এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইযাছেন এবং ১০০০ হাজার অর্থ জরিমানা ধার্য হইয়াছে ও তাঁহার .... তারিখের আদেশের দ্বারায় ৩ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন সেই আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩৭৪ ধারার বিধানে একটি উত্তরবিচার

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী এবং জনৈক এল ডি অভিযোগের ক্ষেত্রে উত্তর প্রদানের জন্য বিচারে দণ্ডায়মাণ হইয়াছিলেন এই মর্মে যে গত ৮.১০.১৯৮৯ তারিখে অষ্টমী পূজার রাত্রে ধুনুচি নৃত্যের সময় উত্তরবিচার প্রার্থী এবং ঐ এল ডি কার্যত অভিযোগকারী শ্রীমতী .... এর ভ্রাতা জনৈক এল ডি ব্যক্তির দেহে দুঃখদায়ক আঘাত ঘটাইয়াছিলেন।

(২) ঐ আসামী উত্তরবিচার প্রার্থী তাঁহার সহ আসামী সমেত অভিযোগে নিজেদের নির্দোষী বলিয়া আর্জি করেন এবং নিশ্চয় করিয়া বলেন যে পূর্ববর্তী ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া তাঁহাদের মিথ্যাজনকভাবে মামলায় লিপ্ত করা হইয়াছিল এবং ইহা আক্রান্তকারীর প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অন্য কেহ করিয়াছেন যাঁহার বেআইনী আমদানি ও রপ্তানী ব্যবসা রহিয়াছে এবং ঘটনা স্থলের অন্ধকারের সুযোগ লইয়া আসামীদের মামলায় লিপ্ত করা হইয়াছিল যেহেতু তাঁহারা ঐ আক্রান্তিকারী এন ডি ব্যক্তিব অবৈধ মদ্যের গুপ্ত বিক্রয বন্ধ করিবার জন্য প্রয়াস চালাইয়াছিলেন।

(৩) ঐ অভিযোগের ঘটনার ফৌজদারী বাদীপক্ষের উক্তির অসম্ভবতা এবং কোন স্বাধীন সাক্ষীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যদিও ঐ সকল সাক্ষীরা প্রাপ্তব্য ছিলেন এবং কার্যতঃ অভিযোগকারীর প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের প্রারম্ভিক উক্তি হইতে ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও এবং আক্রান্তকার্বাব (ফৌজদারী বাদীপক্ষের ৩নং সাক্ষী) ও কার্যত অভিযোগকারীর (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী) সাক্ষ্যের সামঞ্জস্যহীন বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও এবং দুইটি প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে আসামী ব্যক্তিদেব যোগদানের পর বিরাট ভাবে উক্তি প্রদানেব অবিচ্ছেদ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট উত্তববিচার প্রার্থীকে নির্বাচনে পছন্দ করিয়া উপবোক্ত পদ্ধতিতে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তি প্রদান কবিয়াছিলেন।

(৪) ঐ দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তরবিচার প্রার্থী নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কাবণগুলিব ভিত্তিতে উত্তরবিচার দায়েব করিতেছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট তথ্য এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করিয়াছেন এবং সেইহেতু দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ বাতিলযোগ্য।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট মূল্য নির্দ্ধারণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এই মর্মে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের নিজস্ব উক্তির ভিত্তিতে উত্তরবিচার প্রার্থীর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা যায় না বিচ্ছেদ্যতার নীতি অনুসারে যাহা সহ আসামীকে সন্দেহাবসরে নিশ্চেষ্ট

করিয়াছে যেহেতু উত্তববিচার প্রার্থীব বিরুদ্ধে মামলাটিকে সহ আসামীব মামলা হইতে পৃথকীকরণ করা যায় না।

(গ) ঐ প্রথম সমাচার প্রতিবেদনেব উক্তি এবং ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষীব সাক্ষ্যেব তুলনামুলক আলোচনা কবিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা কবিবে যে ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীও যেমন নহেন তেমনভাবেই সত্যবাদী মহিলা সাক্ষী নন।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটেব সাক্ষ্য হইতে সংগ্রহ কবা উচিত ছিল যে ফৌজদারী বাদী পক্ষেব ২নং সাক্ষীব তাহাব আক্রান্তকাবীদেব চক্ষু সম্মুখে দেখাব সুযোগ ছিল না। যাহাবা অভিযোগেব ক্ষেত্রে তাঁহাব পশ্চাত হইতে আঘাত কবিযাছিলেন এবং ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব সাক্ষীবা "তৎক্ষণাৎ ভূমিতে সম্বিৎ হাবাইযা পতিত হইযাছিলেন এবং পুলিশেব নিকট তাঁহাব উক্তি এবং আদালতেব সাক্ষ্যেব মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈপবীত্য সঠিক সিদ্ধান্তে লইযা যাইবে যে ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ২নং সাক্ষী তাঁহাব আক্রমণকাবীদেব দেখেন নাই এবং দুইজন আসামীব উপস্থিতিব বিষয তাঁহাব বিবাট উক্তিটিও এইরূপ আইনেব সিদ্ধান্তেব মধ্যেই আসিবে।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট মূল্যনির্ধাবণ কবিতে ব্যর্থ হইযাছেন এই মর্মে যে অন্যান্য সাক্ষীবা যেমন ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ৩নং এবং ৪নং সাক্ষী, ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ২নং অথবা ১নং সাক্ষীব উক্তিব সমর্থনেব পবিবর্তে ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব মামলাটিকে অসম্ভব কবিযাছে যদিও গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তান্তে ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ৪নং সাক্ষী, ৬নং সাক্ষী (তদন্ত আধিকাবিক) এব সম্মুখে তাহাব পূর্বেব উক্তিব বৈপবীত্য ঘটাইযাছেন।

(চ) ঐ ৩০০ বিশাল জনতাব মধ্যে স্বাধীন সাক্ষীদেব অনুপস্থিতি ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব সম্পূর্ণ মামলাটিকে ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ২নং সাক্ষীব ক্ষেত্রে প্রহাবেব অভিযোগেব বিষযে উত্তববিচাব প্রার্থীব লিপ্ততাটিকে অসম্ভব এবং সম্পূর্ণরূপে অনিভব কবিযাছে।

(ছ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উত্তববিচাব প্রার্থীব ক্ষেত্রে সন্দেহাবসন না প্রযোগ কবিযা বেআইনী এবং বিপথগামিতেব কার্য কবিযাছেন যেহেতু চিকিৎসাব সাক্ষ্য এবং অভিযোগে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যেব মধ্যে অপুনর্মিলনীযতা এবং বৈপবীত্যতা আছে এবং তাহা তাচ্ছিল্য কবিযা ও ইহাব পবিবর্তে বৈপবীত্যতাকে ক্ষুদ্র মনে কবিবাব জন্য দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তিব আদেশ বাতিল যোগ্য।

(জ) ঐ অপবাধেব যন্ত্রেব অনুপস্থিতিব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ৬নং সাক্ষীব বিবাট বক্তব্য, তীক্ষ্ণ ধাবালো অস্ত্রেব দ্বাবা ক্ষত সৃষ্টিব সম্ভাবনা আছে বলিযা চিকিৎসাব সাক্ষ্য সমর্থনীয সাধ্য নহে।

(ঝ) ফৌজদাবী বাদীপক্ষেব ২নং সাক্ষীর, আক্রান্তকাবীব পবিধেয বস্ত্রাদি ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ২নং সাক্ষীব স্বযংকে এবং ১নং ফৌজদারী বাদী পক্ষের

সাক্ষীকে প্রদর্শন করা হয় নাই কিন্তু ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী, চিকিৎসকের সাক্ষীর সময়ে পরবর্তীকালে তাহার পরিচয় দেওয়া হয় এবং বিচারের রায়ে তাহার উল্লেখ বিচারটিকে মন্দ আইনে পরিণত করিয়াছে।

(ঞ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে মামলাটি কোন অবস্থাতেই ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩২৬ ধারার ক্ষতিকারণের মধ্যে পর্য্যায়ভুক্ত হইবে না এবং ইহা ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩২৪ ধারার বিধানে প্রহারের একটি উৎকৃষ্ট মামলা যেহেতু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২০ ধারার প্রকরণ ৮ এর বিধিবদ্ধ শর্তের পূরণের সমর্থনীয় সাক্ষ্যের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হাসপাতালে ২০ দিন আবদ্ধ থাকার জন্যই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২০ ধারার ৮ প্রকরণের শর্তের পূরণ হইবে না।

(ট) ঐ কোন সাক্ষ্যের বিনা উপস্থিতিতে "আক্রান্তকারীর বাম পার্শ্বে" ক্ষতর উল্লেখে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে উত্তরবিচার প্রার্থীর নির্বাচন শুধুমাত্র বিপথগামী নয়, হাস্যকরও বটে এবং সেইহেতু এইরূপ প্রবেশাধিকার ফৌজদারী বিচার এবং রাজবিধি বিজ্ঞানের নীতির বিরোধী।

(ঠ) ঐ আসামীর অতীতের কার্যাবলী স্পর্শকারী ভিত্তিহীন স্বতন্ত্র ব্যাপারগুলির বিবেচনা করার জন্য দণ্ডাজ্ঞার সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলির অনিষ্টসাধন হইয়াছে।

(ড) ঐ শাস্তিপ্রদানের প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরবিচার প্রার্থীর শুনানীর সময় ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যর্থতা বিচারের সাংঘাতিক অকৃতকার্যতা ঘটাইয়াছে।

(ঢ) ঐ সম্ভাবনাময় বস্তুগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেটের মূল্যনির্দ্ধারণের ব্যর্থতা বিচারের সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ ঘটাইয়াছে এই মর্মে যে তিনি সাক্ষ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবের বিরুদ্ধে যাহা সাধারণতঃ আসামীকে মুক্তি প্রদান করিতে পারিত তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তরবিচারপ্রার্থীকে অত্যন্ত হাস্যস্পদ ভাবে এবং বিপথগামী হইয়া দণ্ডিত করিয়াছেন।

(ণ) ঐ বিচারের রায়টি ফৌজাদরী বাদী পক্ষের জন্য একটি বিশেষ আর্জি এবং সেইহেতু দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশটি বাতিলযোগ্য।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক উত্তরবিচারটি মঞ্জুর করিবেন, নথীগুলি তলব করিবেন, রাজ্যের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দণ্ডাজ্ঞা এবং জরিমানার আদেশ বাতিল করিবেন।

অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে উত্তরবিচার মঞ্জুরের সময় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯(৩) ধারার বিধানে শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত জামিনটি স্থগিত রাখিবার জন্য উত্তরবিচার প্রার্থীকে অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি দেওয়া হউক দণ্ডাজ্ঞাটিকে নথীভুক্ত করিয়া উত্তরবিচারের নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত।

আরো অধিক ইহা প্রার্থনা যে উত্তরবিচারের নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় অনুগ্রহপূর্বক স্থগিত রাখা হউক।

টিপ্পনী : (১) জামিনের দরখাস্তগুলি অথবা জামিনের নিশ্চয়তার জন্য এবং জরিমানা আদায়ের স্থগিতের দরখাস্তগুলি পৃথকভাবে দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(২) কারাদণ্ডের শাস্তির জারীর রোধের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪২৪(১)(খ) ধারার বিধানগুলি পাঠ করুন।

(৩) দায়রা আদালত কর্তৃক কেমন করিয়া উত্তরবিচার শুনানী হইবে তাহার দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮১ ধারা পাঠ করুন।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৪ ধারায় সহকারী দায়রা বিচারক কর্তৃক দায়রা বিচারে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে দায়রা বিচারকের নিকট উত্তর বিচার

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(উত্তরবিচার প্রার্থীর/উত্তরবিচার প্রার্থীদের নামগুলি, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা প্রদান করিবেন)

উত্তরবিচার প্রার্থী (অথবা উত্তরবিচাব প্রার্থীগণ)

বনাম

রাজ্য

উত্তরবাদী

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৪ ধারার বিধানে প্রথম সহকারী দায়রা বিচারক .... প্রদত্ত দায়রা বিচার নং .... সাল দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে একটি উত্তরবিচার যে মামলায় উত্তরবিচার প্রার্থী ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮-এ এবং ৩০৬ ধারার বিধানের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ৪৯৮-এ ধারার অপরাধের জন্য এবং তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৬ ধারার অপরাধের জন্য, উভয় শাস্তিই .... তারিখের আদেশের বিধানে সম্মিলিতভাবে চলিবার জন্য আদেশ হইয়াছিল।

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ গত ১.৪.১৯৯১ তারিখে এবং তাঁহার মাতা .... স্থানে শিব মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন এবং ঐ পবিত্র স্থান হইতে তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের পথে উত্তরবিচার প্রার্থী জানিতে পারিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর তাঁহার নিজস্ব মাতুলালয়ে মৃত্যু হইয়াছে যে স্থানটি উত্তরবিচার প্রার্থীর একই গ্রামে অবস্থিত এবং তাঁহাকে জানানো হইল যে স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে।

(২) ঐ গত ১.৪.১৯৯১ তারিখে উত্তরবিচার প্রার্থী জানিতে পারিলেন যে তাঁহার শিব মন্দিরে যাত্রা করিবার পরেই মৃতের শৈশবের একটি পুরুষ বন্ধু আসিয়াছিলেন এবং অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু স্ত্রীর মাতুলের দ্বারা তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতুলের গৃহে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল যেস্থানে তাঁহার নিজস্ব মৃত্যু অথবা অকস্মাৎ মৃগীরোগে আক্রান্ত হইয়া সম্বিৎহারা অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু মাতুলঁরা আইনের জটিলতা হইতে নিজেদের উদ্ধারের জন্য প্রকাশ করিলেন যে স্বাভাবিক কারণেই মৃতের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং মাতুলগণ মৃতের পিতামাতার নিকট অসত্য সমাচার দিয়া অন্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ কার্যত অভিযোগকারী (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী, মৃতের পিতা) তাঁহার শ্যালকের সহিত যাঁহার সহিত আসামী ব্যক্তিদের শত্রুতা রহিয়াছে, ষড়যন্ত্র করিয়া এবং ঐ আর কে'র সহিত উত্তরবিচার প্রার্থীর বিরুদ্ধে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজস্ব শ্যালকদের অর্থাৎ এস. এস. কে., এস. এম. কে. এবং কে. কে. কে ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের গৃহে মৃতেব সন্দেহজনক মৃত্যুর জন্য, একটি মিথ্যা মামলা রেজেষ্ট্রী করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীর অধিকন্তু আরো ঘটনা যে ঐ স্থানে উপযুক্ত তদন্ত হয় নাই এবং থানাতে সাক্ষ্য গঠন করা হইয়াছে এবং মৃতের উপযুক্ত মৃতদেহ পরীক্ষা করা হয় নাই।

(৫) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষ অনুপযুক্ত পণ দেওয়ার কারণে গৃহবধূর উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচারের মামুলী মামলা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এই মর্মে যে গৃহবধূ ঝুলন্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করিয়াছেন যাহাতে স্বামী এবং তাঁহার মাতার উপর দোষ প্রদান করা হয়।

(৬) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষ কোন স্বাধীন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদেরও পরীক্ষা করেন নাই। ইহার পরিবর্তে তাঁহারা সত্যবাদী সাক্ষীদের শত্রুপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সত্যকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৭) ঐ নিম্নবিচারক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে পারিপার্শ্বিকতার উপর উত্তরবিচার প্রার্থীকে যথাযথ প্রশ্ন করেন নাই যাহা তাহাব লিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডিত এবং শাস্তি প্রদান করিয়াছে।

(৮) ঐ শাস্তির ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ২৩৫ ধারার বিধানমত আদেশানুসারে কার্য করা হয় নাই।

(৯) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিপক্ষের মামলা যথাযথভাবে মূল্যাস্থিব কবিতে ব্যর্থ হইয়া আসামীকে বহু দূর পর্য্যন্ত অনুমানের দ্বারা দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং উপরোক্তভাবে শাস্তি প্রদান করেন।

(১০) ঐ দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশেব বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইযা উত্তববিচাব প্রার্থী নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলিব ভিত্তিতে এই উত্তববিচাব দাযেব কবিযাছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত বিচারক আইনের বিষযে এবং তথ্যের ক্ষেত্রে উভযই ভুল করিয়াছেন।

(খ) ঐ শিক্ষিত বিচারক উত্তববিচাব প্রার্থীকে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তি প্রদান কবিয়া বিপথগামিত্বের এবং বেআইনীরূপে কার্য কবিযাছেন।

(গ) ঐ শিক্ষিত বিচারক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য ভুলরূপ পঠন কবিয়াছেন এবং আসামীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য কবিতে ভুল কবিযাছেন যাহা অন্যদিকেব ভারসাম্যকে দোদুল্যমান করিত এবং সেইহেতু দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তি বাতিলযোগ্য।

(ঘ) ঐ নিম্নবিচারক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বিচাবিক গমনেব সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিব এতই বিরোধী যে ইহা বিচারের কলুষতা ঘটাইযাছে।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দুইটি স্বার্থযুক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য অর্থাৎ মৃতেব পিতামাতা যাঁহারা তাঁহাদের ক্রমিক সাক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্য ঘটাইযাছেন, গ্রহণ করিয়া বিপথগামীত্বের কার্য কবিযাছেন।

(চ) ঐ শিক্ষিত বিচাবক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদেব যেমন মৃতেব মাতুলগণেব যাঁহাবা আসামী ব্যক্তিদের গ্রামের বাসিন্দা তাঁহাদেব পবীক্ষা না কবার জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে বিরূপধারণা পোষণ কবা উচিত ছিল।

(ছ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটেব মামলাব উপযুক্ত সিদ্ধান্তেব জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারায় গ্রামের মাতুলগণেব যেমন এস এস কে, এস এম কে এবং কে কে কে ব্যক্তিদের পবীক্ষা গ্রহণ কবা উচিত ছিল।

(জ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের মামলাব উপযুক্ত সিদ্ধান্তেব জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার বিধানে আদালতেব সাক্ষী আব কে ব্যক্তির পবীক্ষা না হইবার বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ কবা উচিত ছিল।

(ঝ) ঐ শিক্ষিত বিচারক ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৮নং সাক্ষীর (চিকিৎসক সাক্ষী) সাক্ষ্যের উপর দৃঢ়ভাবে কার্যকরা উচিত হয় নাই যেক্ষেত্রে কার্যত দক্ষতার গুণাবলীর অনুপস্থিতি রহিয়াছে এবং মরণোত্তর পরীক্ষা হয় নাই।

(ঞ) ঐ চিকিৎসক এস এল সি ব্যক্তির পরীক্ষা না হইবার জন্য বিচারে সাংঘাতিক ব্যর্থতা ঘটিয়াছে।

(ট) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সি/নম্বর ৪৪১, কে এস কে দ্বারা আনীত মৃত ব্যক্তির উপযুক্ত সনাক্তকরণের অনুপস্থিতিতে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৮নং সাক্ষীর মরণোত্তর পরীক্ষার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বেআইনী কার্য করিয়াছেন।

(ঠ) ঐ সি/৪৪১ কে কে ব্যক্তির পরীক্ষা না হওয়ায় প্রতিরক্ষার সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে।

(ড) ঐ শিক্ষিত বিচারক কথিত শত্রুপক্ষীয় সাক্ষীদের যেমন ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩নং, ৪নং, ৫নং এবং ৬নং সাক্ষ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া স্বাভাবিক বিচারের নীতিগুলি লঙ্ঘিত হওয়ায় বেআইনী কার্য করিয়াছেন।

(ঢ) ঐ শিক্ষিত নিম্ন বিচারক একই সাক্ষ্যের উপর উত্তরবিচার প্রার্থীকে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তি প্রদান করিয়া এবং সহ আসামীকে মুক্ত করিয়া বেআইনী কার্য করিয়াছেন এবং সেইহেতু দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ ক্ষতিকারক বিপথগামিত্বের সহিত জড়িত হইয়াছে এবং সেই হেতু দণ্ডাজ্ঞার আদেশটি বাতিল যোগ্য এবং নথীভুক্ত সাক্ষ্য দুইজন আসামী ব্যক্তিদের জন্য পৃথকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

(ণ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক প্রতিরক্ষার মামলাটি সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এমনকি শিক্ষিত বিচারকের সিদ্ধান্ত পোষণ করা উচিত ছিল যে উত্তরবিচার প্রার্থী প্রদত্ত মৃত্যুর কারণটি ছিল তিনি মৃতের মাতুলদের নিকট হইতে, যাঁহাদের তত্ত্বাবধানে মৃতের যদি কিছু অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, জানিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রতিপক্ষের প্রস্তাবের ভিত্তিতে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান স্পষ্টরূপে বেআইনী এবং বিপথগামী যেক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারায় আসামীদের পরীক্ষার জন্য কোন ব্যাখ্যার অন্বেষণ করা হয় নাই।

(ত) ঐ আসামী অশ্রদ্ধায়কৃত কূট পরীক্ষাতে এবং পদ্ধতিতে অনুপযুক্তভাবে প্রতিরক্ষা করিয়াছিলেন যাহা বিচারের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ ঘটাইয়াছে যাহা মহামান্য উচ্চ আদালতের পূর্নাসনের সিদ্ধান্তে পুনর্বিচারের প্রয়োজনীয়তা ঘটাইয়াছে। High Court in AIR 1924 Cal 257: 25 Cri LJ 817.

(থ) ঐ শিক্ষিত বিচারকের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ ধারার বিধানে মৃতের মাতুলদের বিরুদ্ধে এবং অভিযোগগুলি পরিবর্তনের দ্বারা অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল।

(দ) ঐ শিক্ষিত বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে থানার অনুসন্ধানের প্রতিবেদনে তাহার সকল তথ্য অবগত হইয়া ফৌজদারী বাদী পক্ষের

৪নং সাক্ষীর সহি প্রদান করিয়া স্বীকৃতির দ্বারা ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলাটি অসমর্থন করিয়াছিলেন এবং এই সাক্ষী অভিযোগের জন্য মৃতের মাতুলদের রক্ষা করিতেছিলেন।

(ধ) ঐ বিচারার্থ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা না করাইবার জন্য বিচারার্থ অনুসন্ধান এবং অভিযোগ সন্দেহজনক।

(ন) ঐ শিক্ষিত বিচারকের, আসামীর গৃহ হইতে অভিযোগের বার্তাবহের স্থান নির্দেশ করিতে না পারার জন্য অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা না করিতে পারায় অভিযোগের বিরুদ্ধে বিরূপ অভিযোগ পোষণ করা উচিত ছিল।

(প) ঐ গত ২.৪.১৯৯১ তারিখে আসামী উত্তরবিচার প্রার্থী এবং মায়ের গ্রেপ্তারের ঘটনা বিচারার্থ অনুসন্ধানের প্রতিবেদনের সূচীগুলিকে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছে, ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষীব স্বীকৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য যে আসামীর গাভী অথবা গোশালা ছিল না।

(ফ) ঐ মুদ্রিত বিচারার্থ অনুসন্ধান প্রতিবেদন সন্দেহজনক বলা যাইতে পারে এই কারণে যে প্রস্তুতির সময় ও মহিলা সমিতির সভাপতির মত গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষরকারীর প্রস্তুতের স্থান এবং অন্যান্য সাক্ষরকারীদের অপরীক্ষিত রাখা এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদন এবং বিচারার্থ অনুসন্ধান প্রতিবেদনেব সময় সূচী এবং আসামী ব্যক্তিদের কাহারও সই না থাকা। প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের লিপিকর যিনি ফৌজদারী বাদী পক্ষের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অপরীক্ষিত থাকার জন্য ঐ প্রতিবেদনের বর্ণনা অগ্রহনীয় হইয়াছে।

(ব) ঐ বিচারার্থ অনুসন্ধানের প্রতিবেদন হইতে শিক্ষিত নিম্ন বিচারকের মত পোষণ করা উচিত ছিল যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারাব বিধানে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষীর নথীভুক্ত উক্তিগুলির মূল্য সকল নষ্ট হইয়াছিল। যেহেতু পুলিশ প্রতিবেদন অশ্রদ্ধায় কৃত হইয়াছে এবং অসৎ ভাবাপন্ন হইয়াছে এই সকল সিদ্ধান্তের মতে যেমন—1956 Cri LJ 345, AIR 1956 SC 181.

(ভ) ঐ শিক্ষিতা মৃতা মহিলার কোন পত্রের অন্যগ্রসরতার দরুণ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী এবং ২নং সাক্ষীর ফৌজদারী বাদী পক্ষের অত্যাচারের মামলা এবং পণের চাহিদা একটি উপকথা এবং মিথ্যা মামলা গঠনের পক্ষে একটি কল্পিত উদ্ভাবনী শক্তি।

(ম) ঐ শিক্ষিত বিচারকের সাক্ষ্যর ভুল পঠন এবং মৃতের জীবনে জনৈক আর কে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিপক্ষের উক্তির ব্যাখ্যা বিচারের ব্যর্থতা ঘটাইয়াছেন যেহেতু প্রতিপক্ষ মৃতের আত্মহত্যার ঘটনা হইলে মৃতের নিজ মৃত্যু ঘটিত কার্য্যের একটি সম্ভাবিত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথ্যের এক্ষেত্রে উল্লেখ করিতে হয় যে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে উত্তরবিচারপ্রার্থীর ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। যেহেতু মৃতের মাতুলালয় গৃহে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। যাঁহাদের সহিত আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীর

এবং তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহিত শত্রুতা ছিল। ঐ প্রতিপক্ষ গুজব হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

(কক) ঐ মামলার যথার্থ সিদ্ধান্তের জন্য উত্তরবিচার প্রার্থীর তাঁহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কিছু সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণ উচিত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মামলায় তাহা ক্রীত হয় নাই এবং সেইহেতু প্রতিপক্ষকে সাক্ষ্য প্রদান করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং সেইহেতু উত্তরবিচার অথবা পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯১ ধারার বিধানে অতিরিক্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার জন্য একটি সুযোগ দেওয়া বিধেয়।

(খখ) ঐ কোন সাক্ষীদের অথবা নিরপেক্ষ সাক্ষীদের অপরীক্ষিত থাকার জন্য তাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে বিরাট শব্দ তুলিতেছে এবং শিক্ষিত বিচারক ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩, ৪, ৫, এবং ৬নং সাক্ষীর সাক্ষের উপর নির্ভরশীল না হওয়াতে, বেআইনী কার্য করিয়াছেন।

(গগ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক, ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলায় বৈপরীত্য থাকার দরুন আসামীকে অনুগ্রহ না করিয়া আসামীকে মামলাটি প্রমাণ করিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ফৌজদারী বিচারের নীতিগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(ঘঘ) ঐ শিক্ষিত বিচারক বিচারার্থ অনুসন্ধান এবং মৃতদেহ পরীক্ষার প্রতিবেদনের মধ্যে বৈষম্য থাকার জন্য আসামীকে অনুগ্রহ প্রদান করা উচিত ছিল নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (1983) 2 SCC 379; 1983 SCC (Cri) 199.

এমতাবস্থায়, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক উত্তরবিচারটি মঞ্জুর করিবেন, নথীগুলি তলব করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ বাতিল করিবেন।

অধিকন্তু, ইহা প্রার্থনা যে আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীকে শিক্ষিত নিম্নবিচারক প্রদত্ত একই জামিনে রাখিতে অনুমতি দেওয়া হউক। আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ সাধারণত উত্তরবিচার অথবা পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তে মামলার আইনের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৪ ধারায় দায়রা আদালত কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে উত্তরবিচার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত .... স্থান

(ফৌজদারী উত্তরবিচার অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৪ ধারায় একটি উত্তরবিচারের দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

উত্তর বিচার প্রার্থীগণ ১ এবং ২নং (ডবলিউ আর এবং জি এ) এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০২/৩৪ ধারার বিধানে দণ্ডাজ্ঞার আদেশ এবং ৩নং উত্তরবিচার প্রার্থী (এ আর) এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০৭ ধারায় যাবজ্জীবন কারানণ্ড; এবং উত্তরবিচার প্রার্থী ৪, ৫ এবং ৬নং (এস কে, এম এম কে জে, এবং এম ডি জে) এর বিরুদ্ধে ৩২৪ ধারার বিধানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড এবং উত্তরবিচার প্রার্থী ৭ এবং ৮ (এএ এবং এ এইচ) এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারার বিধানে ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড যাহা .... তারিখে শ্রী .... শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, ২য় আদালত .... কর্তৃক দায়রা বিচার নং ..... সাল এ প্রদত্ত হইয়াছে।

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

১. ডবলিউ আব (জেল হাজতে)

২. জি এ (জেল হাজতে)

৩. এ আর (জেল হ'জতে)

৪. এস কে এম

৫. এস কে জে

৬. এম ডি জে

৭. এ এ

৮. এ এইচ

বনাম

উত্তরবিচার প্রার্থীগণ

রাজ্য .... উত্তরবাদীগণ

প্রতি

মহামান্য শ্রী .... প্রধান বিচারপতি এবং ঐ মহামান্য উচ্চ আদালতের সঙ্গী বিচারপতিগণ।

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থীগণেব বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক শ্রী .... ২য় আদালত এর সম্মুখে দায়রা বিচার নং .... সাল এতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২/৩৪, ৩২৪, ৩২৩, ১০৯ এবং ৩৪১ ধারার বিধানে অভিযোগগুলির ভিত্তিতে অন্যান্যদের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন।

(২) ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে এই ছিল যে .... তারিখে জনৈক শ্রী এস কে একটি মহিলা পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া ১ হইতে ৩নং উত্তরবিচার প্রার্থীগণের গৃহে কিছু তুষের থলি পরিবর্তনের জন্য গিয়াছিলেন সেসময় ২নং উত্তরবিচার প্রার্থী মহিলার কটিদেশ জড়াইয়া ধরেন এবং তাঁহার শালীনতা হরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে ঘটনাটি মহিলা তার পিতামাতাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে মহিলার পিতা ১নং উত্তরবিচার প্রার্থীর পিতা এবং ভ্রাতাদের এবং এম বির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে .... তারিখে একটি বিবাদ মীমাংসা হইবে এবং ঐ বিবাদ মীমাংসা এফ, কে. ও এর বসিবার ঘরে ঐ তারিখে প্রত্যুষে প্রায় ৬/৬-৩০ মিনিটে শুরু হইয়াছিল এবং উত্তরবিচার প্রার্থীগণ ১ হইতে ৩নং পর্যন্ত, তাঁহাদের পিতা এবং অন্যান্যরা ঐ মীমাংসায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং ঐ এম বি এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ ঐ মীমাংসায় উপস্থিত ছিলেন। বিতর্ক চলাকালীন সময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত আসামী এস এ র গৃহ হইতে কিছু আগন্তুক আসিয়াছিলেন এবং ইহাতে এম বি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, ১নং উত্তরবিচার প্রার্থী ইহাতে বলিলেন যে এই সকল ব্যক্তিগণ তাঁহার বন্ধু হইতেছেন এবং সেইকারণে এই মীমাংসায় তাঁহাদের যোগদা করিতে অনুমতি দেওয়া উচিত যাহা ঐ এম বি সম্মত হন নাই এবং ইহার পর এম বি এবং ১নং উত্তরবিচার প্রার্থীর মধ্যে কিছু বাদানুবাদ হইবার পরে এম বি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অকস্মাৎ ১নং উত্তরবিচার প্রার্থী এম বির হস্তধারণ করিয়া টানিয়া লইয়া যান এবং তাঁহার বস্ত্রাদির মধ্য হইতে একটি ছোরা বাহির করিয়া উদরে ছুরিকাঘাত করেন। ২নং উত্তরবিচার প্রার্থী তাঁহার বক্ষস্থলে ছুরিকাঘাত করেন, ঐ এম বি তাঁহার উদরে হস্ত চাপিয়া এক হাত মাত্র পরিমাণ দৌড়াইয়া গিয়া পতিত হন এবং ঐ স্থানেই মৃত্যু হয়, জনৈক এম এ এ, এম বির খুল্লতাত ভ্রাতা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া আসেন, তিনি ৬নং উত্তরবিচার প্রার্থী এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত আসামী এম এর দ্বারা থামিয়া গিয়াছিলেন, ৭নং উত্তরবিচার প্রার্থী তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ধরাশায়ী করেন এবং ৩নং উত্তরবিচার প্রার্থী তাঁহার উদরে ছুরিকাঘাত করেন, কয়েক হাত মাত্র দৌড়াইয়া তিনি পতিত হন এবং মৃত্যু হয়, আসামী ব্যক্তিগণ ছুরি এবং সাইকেল চেন লইয়া এম বির .... ভ্রাতা এবং পুত্রদের প্রহার করিয়াছিলেন এবং ক্ষত সৃষ্ট হইয়াছিল, সাংঘাতিক অবস্থায় তাঁহাদের হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল, এস ডি ঐ তারিখে সকাল ৭-৪৫ মিনিটে থানাতে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন।

(৩) অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে প্রতিপক্ষের মামলা ছিল এই যে এম বি এবং এস ডি যাঁহারা এইচ আর এবং তাঁহাদের আত্মীয়দের শত্রুস্থানীয় ছিলেন, তাঁহারাই এইচ আর এর পুত্রদের যেমন ১ হইতে ৩নং উত্তরবিচারপ্রার্থীদের এবং তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রদের মামলাতে মিথ্যাভাবে লিপ্ত করিয়াছিলেন এবং ২০৭ .... তারিখের অতি প্রত্যুষে এম এর কন্যা যখন তাঁহার প্রেমিকের সহিত এম এর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন তখন 'আর' তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং পিতা 'এম এর' নিকট লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কন্যার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ লইতে বলিয়াছিলেন যাহাতে এম ক্রোধান্বিত হইয়া পড়েন এবং তীব্র বাদানুবাদ সংঘটিত হয় এবং স্ব স্ব পরিবারের সদস্যারা ঐ বাক্‌বিতণ্ডায় যোগদান করেন যাহার ফলে উভয় 'এম' এবং 'আর' মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কিছু ব্যক্তি আহত হইয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া উভয় পরিবাবদের রক্ষা করিবার জন্য ·আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চুপ করিতে বলিয়াছিলেন, হাসপাতালে যাইয়া আহত ব্যক্তিদের এম বি কোন উক্তি করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই, তিনি এস ডি মারফৎ এইচ আর এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন এই মর্মে যে জে আর এবং অন্যান্যরা যাঁহাদের প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে নাম নাই তাঁহাদের এম বি প্রথম সমাচার প্রতিবেদনটি সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দিতে বলিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারা সম্মত হন নাই এবং সেইজন্য পরবর্তীকালে মামলায় তাঁহাদের মিথ্যাভাবে লিপ্ত করা হইয়াছিল, ঐ তারিখে ঘটনাস্থলে কোন আসামী ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন না এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের বিবাদ মীমাংসার একটি উপকথা মাত্র।

(৪) ঐ রেলের কর্মী ৯নং উত্তরবিচার প্রার্থীর অধিক প্রতিরক্ষার জবাব ছিল যে তিনি ১৯.৭.. ...... তারিখে 'ডি এস' এর কার্যালয়ে যোগদান কবিয়াছিলেন; ইহার পর সহকারী ব্যক্তিগত আধিকারিক 'সি বি জি' এব আদেশ অনুযায়ী রেলওয়ে কার্যালয় প্রদত্ত অনুমতি পত্র লইয়া রেলের অবস্থিতি স্থানের নথীগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য 'এন এ' এবং 'কে' এর নিকট চলিয়া যান, সুতরাং তিনি ২০.৭....... তারিখে গ্রামে উপস্থিত ছিলেন না।

(৫) মামলায় ফৌজদারী বাদী পক্ষের তরফে ৪৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ ১, ৪, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ নিজেদের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অভিযোগের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী ছিলেন ঐ 'এম বি' যিনি 'এইচ আর' এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী, 'এস ডি', ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ১১, ১২, ১৩, ২৫ এবং ২৬ সকলেই তাঁহার পক্ষ ভুক্ত ছিলেন এবং মামলায় মৃত ব্যক্তিদের 'এম' এবং 'আর' এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ৬, ৭, ১০ এবং ২৪নং সাক্ষীর নির্দেশে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে

মিথ্যাভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এম বির নির্দেশে মামলায় নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীরা বস্তুতঃ সকলেই মামলার ফলের সহিত স্বার্থযুক্ত ছিলেন।

(৬) ঐ আসামী 'ডবলিউ আর' তাঁহার গ্রাম হইতে ২০.৭....... তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন এবং কার্য্যালয়ের কর্তব্যে তিনি তাঁহার গ্রাম হইতে ১০০ মাইল দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন ইহা প্রমাণের জন্য প্রতিরক্ষাপক্ষ ৮জন কার্যালয়ের সাক্ষীগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন যাঁহাদের সাক্ষ্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের কঠোর কূট পরীক্ষাতেও অবিচলিত ছিল।

(৭) প্রতিরক্ষাপক্ষ প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের মারফত বহু দস্তাবেজ প্রমাণ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে উত্তরবিচার প্রার্থী 'ডবলিউ আর' তাঁহার গ্রাম হইতে ১৯.৭...... ২০.৭...... পর্য্যন্ত দূরবর্তীস্থানে ছিলেন।

(৮) ঐ উপরোক্ত তথ্য সত্ত্বেও শিক্ষিত অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, ২য় আদালত .... তারিখের তাঁহার আদেশের দ্বারা সন্তুষ্টচিত্তে উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থীদের দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং উপরোক্তভাবে তাঁহাদের শাস্তি প্রদান করেন।

(৯) ঐ আসামী ১নং উত্তরবিচারপ্রার্থী 'ডবলিউ আর' কেন্দ্রীয় সরকারের (রেলের) চিরস্থায়ী কর্মী এবং .... জিলার .... থানার অন্তর্ভুক্ত চিরস্থায়ী বাসিন্দা। ঐ গ্রামে তাঁহার বাস্তু সমেত বহু জমিজমা সম্পত্তি আছে। ঐ গ্রামে চিরস্থায়ী বাসিন্দা তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তানাদি আছে। নিম্ন আদালতে বিচার চলাকালীন সময়ে তিনি সর্বক্ষণ জামিনেই আছেন এবং তাঁহার উপর মঞ্জুরকৃত জামিনের তিনি কখনও অপব্যবহার অথবা সুযোগের অপপ্রয়োগ করেন নাই।

(১০) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীরা সানুনয় নিবেদন করিতেছেন যে এই মহামান্য আদালতে বর্তমান উত্তরবিচার চলাকালীন সময়ে তাঁহাদের জামিনে মুক্ত করা হউক।

(১১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীগণ আরো অধিক সানুনয় নিবেদন করিতেছেন যে ১নং হইতে ৩নং উত্তরবিচার প্রার্থীগণ জামিনে অব্যাহতি না পাইলে তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হইবেন।

(১২) ঐ উহার দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তরবিচার প্রার্থীরা নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই মহামান্য আদালতে উত্তরবিচারের দরখাস্ত দায়ের করিতেছেন।

কারণগুলি

(১) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী (এস ডি) এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষীর (এম

বি) আসামী ব্যক্তিদের, যথাক্রমে ডবলিউ আর এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা এ আর এবং জি এ কে ধ্বংস করিবার জন্য যৌথ স্বার্থ রহিয়াছে।

(২) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত আইন এবং তথ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করিয়াছেন।

(৩) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত আসামী ডবলিউ আর এর বর্গাদার 'এস ও' র তরফে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীকে উদ্দেশ করিয়া কার্য্যালয়ের পত্রগুলি বিবেচনা করিতে গিয়া সাক্ষ্যের পরিদৃষ্ট ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় নাই এই মর্মে যে ঐ 'এস ও' র সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্যই ঐ ফৌজদাবী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী তাঁহাকে নিজ জমিতে স্থিরীকরণের জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

(৪) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত ইহা বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এই মর্মে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী উত্তরবিচার প্রার্থী ১ হইতে ৩ নম্বরের এবং আসামী 'আর' এর বিরুদ্ধে ছিলেন যেহেতু তাঁহারা 'এম বি' র পুত্রের (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১১নং সাক্ষী) বিবাহ বাধা দিয়াছিলেন যে বিবাহ 'এম বি' স্থির করিয়াছিলেন ডবলিউ এম এর নাবালিকা কন্যার সহিত এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং ডবলিউ এম এব দায়ের কৃত আদেশেব কাগজের প্রমাণিত প্রতিলিপির সূচীপত্র বিবেচনা করিতে ভুল করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩নং এবং ২৬নং সাক্ষীর স্বীকৃতি হইতে যাহা প্রতীয়মান হয় যে .... ১৯ .... হইতে উত্তরবিচার প্রার্থীগণ ১নং হইতে ৩নং এর সহিত মন্দ অনুভূতি প্রবাহমান ছিল যাহাতে ফৌজদারী বাদীপক্ষের সাক্ষী ১নং এবং ৪নং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে শিক্ষিত নিম্ন আদালতের মত পোষণ করা উচিত ছিল যে সাক্ষীদের দলের মধ্যে যাঁহারা স্বীকৃতভাবে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ১নং এবং ৪নং এর নির্ভরশীল তাঁহারা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীগণ নহে।

(৬) ঐ প্রদর্শিত বস্তু ৭ এর সূচীপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত নিম্নআদালতের বিবেচনা না করিতে পারার ব্যর্থতা প্রতিরক্ষার মামলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

(৭) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালতের, বসিবার ঘরের অবস্থান বুঝিয়া যাহা দক্ষিণ মুখী সম্মুখে উন্মুক্ত, তিন পার্শ্বের দেওয়ালে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহার ভিত্তিতে রায় দান করা উচিত ছিল যে বসিবার ঘরে ভিতরে বসিয়া থাকা ব্যক্তিদের পক্ষে বসিবার ঘরে উত্তর এবং পশ্চিমে কি ঘটিতেছে তাহা দেখা সম্ভব ছিল না এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ১, ৭ এবং ২৬ তাঁহাদের কূট পরীক্ষায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ১, ৪ এবং ২৬ এবং 'এম' সমেত বসিবার ঘরের ভিতরে ছিলেন।

(৮) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীগণের ২৫, ১২, ৭, ৬ এবং ২৩ ও ১৩নং এর সাক্ষীর সাক্ষ্যের পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি হইতে ঐ শিক্ষিত নিম্নআদালতের তাঁহাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত হয় নাই।

(৯) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর স্বীকৃতি হইতে যাহা জানা যায় যে তিনি ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীদের ২৪ এবং ২৫নং এর তাঁহাদের শারীরিক অনুপযুক্ততার জন্য তাঁহারা হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় দুইবার পরীক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২২নং সাক্ষীকে পুনরায় ডাকা হইলে তাহার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া ঐ শিক্ষিত নিম্নআদালতের ধারণা করা উচিত ছিল যে ঐ উক্তি প্রদর্শনের জন্য তাহাদের বিদ্বেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল এবং তাঁহারা ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষীর সহিত পরামর্শ না করিয়া এই সব উক্তি করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন যাহা খুবই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীদের ২৪ এবং ২৫ এর স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য এই পরিপ্রেক্ষিতে যে তাঁহারা হাসপাতাল হইতে অব্যাহতি পাইয়া এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষীর সহিত সাক্ষ্য করিয়া পুলিশের নিকট তাঁহাদের উক্তিগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

(১০) ঐ সব ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীদের ২৪, ২৫, ৭ এবং ৬ তাহাদের আক্রান্তকারীদের নাম বলার ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই যে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার জন্য এবং যোগদানের পারিপার্শ্বিকতা হইতে নিম্নআদালত যে মত পোষণ করিয়াছিলেন যে এই সকল সাক্ষীরা নিরপেক্ষ সাক্ষী তাহার পরিবর্তে এই মত পোষণ করা উচিত ছিল যে তাহাদের সত্যকে গোপন করার জন্য পরোক্ষ উদ্দেশ্য এবং নির্দোষী ব্যক্তিদের মিথ্যাভাবে লিপ্ত করার উদ্দেশ্য ছিল।

(১১) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত, ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর স্বীকৃতির তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া যে তিনি প্রথম সমাচার প্রতিবেদন নথীভুক্ত সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীকে সঙ্গে লইয়া থানা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মত পোষণ করিয়াছিলেন যে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন সম্পূর্ণতার জন্য গঠিত হইবার পরে তিনি থানা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যাহা যুক্তির ভুল পদক্ষেপ হইয়াছিল এই মর্মে যে ঐ মামলায় প্রতিরক্ষার প্রস্তাব মত তাহাদের ঘটনাস্থল হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে ইহা সম্পূর্ণ হইলে 'জে ডি' নাম এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে আসামী ব্যক্তিগণ রূপে তাঁহার প্রতিবেশীদের নাম উল্লেখ ভুল হইত না, ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলায় ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই 'জে ডি' মূল আসামীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

(১২) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এই মর্মে যে জে ডি নামের ভ্রম তাঁহার পশ্চাতে থাকিবার জন্য ঐ একই কারণে ভুল হইয়াছিল যেক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রেপ্তারকৃত আসামী ব্যক্তিগণকে প্রতিরক্ষার প্রস্তাবমত ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর দ্বারা থানায় প্রেরণ করা হইয়াছিল।

(১৩) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এই মর্মে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য করিতে হইলে এবং সত্য প্রকাশের জন্য জে ডি এবং তাঁহার আত্মীয়দের সাক্ষ্য, যাঁহারা অভিযোগের ঘটনাস্থলের অতি সন্নীপবর্তী স্থানে বসবাস করেন; প্রয়োজনীয় ছিল এবং সেইহেতু তাঁহাদের সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য সকল অভিযোগগুলি ব্যর্থ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের নামগুলি আসামীরূপে উল্লেখ করিতে দেরী হইয়াছিল।

(১৪) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালতের ফৌজদারী বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করা উচিত ছিল। জনৈক 'এন জেড' কে পরীক্ষা না করাইবার জন্য যিনি স্বীকৃতভাবে দুইজন আহত ব্যক্তিদ্বয়কে, ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ২৪ এবং ২৫ কে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং 'এস ডি' (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী) কে সঙ্গে লইয়া থানায় গিয়াছিলেন ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর দ্বারা প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দায়ের করিবার জন্য বিচারকালীন সময়ে সাক্ষ্যের জন্য, এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ঐ 'এন জেড' ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষীর পুত্র ব্যতীত আর কেহ নন এবং ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই 'এন জেড' থানাতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়া ঘটনাস্থলে গিয়া প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দায়ের করিয়া হাসপাতালে গিয়াছিলেন।

(১৫) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এই মর্মে যে এন জেড এর মত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংযত করিয়া রাখা হইয়াছিল সত্য এবং মামলার জন্ম গোপন করিবার জন্য।

(১৬) ঐ শিক্ষিত নিম্নআদালত এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী ইচ্ছাকৃতভাবে সময়টি চিহ্নিত করিয়াছিলেন মামলার অবয়ব গঠনের জন্য এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষেব সাক্ষী ১নং এবং ৪নং কে বর্ধিত করিবার জন্য প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচিতি ঘটাইয়াছিলেন এবং তাহা অভিযোগের প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তিগুলি নথীভুক্ত করিতে বিলম্বিত করিয়াছিল।

(১৭) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালতের বিবেচনা করিবার ব্যর্থতা যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ৬, ৭, ২৪ এবং ২৫ আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসক সাক্ষীদের সম্মুখে তাঁহাদের আক্রমণকারীদের নামপ্রকাশে নিঃস্তবদ্ধতা প্রতিপক্ষের প্রস্তাবের সহিত সমভাবাপন্ন হইয়াছে এবং এইভাবেই তাঁহাদের ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী পরামর্শ দান করিয়াছেন যাহা বিচারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির কারণ ঘটাইয়াছে।

(১৮) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক ১নং হইতে ৩নং উত্তরবিচারপ্রার্থীর গৃহ হইতে আলামাট বাজেয়াপ্তর ব্যাপারে নিজেকে ভুলপথে নির্দেশ করিয়াছেন এবং সেইহেতু নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বিচারের দারুণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে —

(ক) ফৌজদারী বাদীপক্ষের ২৬নং সাক্ষীর সাক্ষ্য আলোচনাকালে নিম্নবিচারক স্বীকার করিয়াছিলেন যে যদিও সাক্ষী প্রদর্শিত বস্তুগুলিতে ২/১ হইতে ১৫/১ এবং ১৮/১ টিতে অলিখিত কাগজগুলিতে সহি করিয়াছেন বলিয়া ছিলেন তথাপি তিনি বলেন নাই যে ঐ স্থানে কোন তদন্ত হয় নাই। তাঁহার সাক্ষ্যের পঠন হইতে প্রদর্শিত হইবে যে তিনি কোন স্থানে বলেন নাই যে তিনি তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন; বিপরীতভাবে তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার উপস্থিতিতে কোন বস্তুই বাজেয়াপ্ত হয় নাই।

(খ) ঐ তদন্তের বিষয়ে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী দ্বারা ব্যক্ত তদন্তের পদ্ধতির বিরোধী হইয়াছে।

(গ) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩৪ নং সাক্ষী, অপর তদন্ত সাক্ষী স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি পুলিশের ক্ষুদ্র সাক্ষী ছিলেন এবং পুলিশের অনুরোধে বহু মামলাতে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

(ঘ) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩৪নং সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর স্বীকৃতি ইহা প্রদর্শন করে যে বাজেয়াপ্ত তালিকার কোন নকল গৃহ মালিকদের সুস্পষ্টরূপে প্রদান করা হয় নাই যাহা একটি ভুল তথ্য নির্দেশ করে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী একটি সাক্ষ্য রচনা প্রবর্তন করিয়াছেন যাহা শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের নির্ভর করা উচিত হয় নাই।

(ঙ) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী বলিবার প্রয়াস লইয়াছিলেন যে গৃহ মালিকদের তাঁহার তরফ হইতে বাজেয়াপ্ত তালিকার নকলগুলি প্রদান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণে অসম্মত হন। নিম্ন বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে ঐ তথ্যের জন্য, যাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী তাঁহার কূট পরীক্ষায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে মামলার পঞ্জিকায় তাহা উল্লেখ নাই, তাঁহার বাক্যের কোন যথার্থতা নাই।

(১৯) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক যখন প্রতিরক্ষার উক্তি বাতিল করিতেছিলেন যে ফৌজদারী বাদীপক্ষ বর্ণিত পদ্ধতিতে দুইজন মৃত ব্যক্তি সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হন নাই, তখন সেই ক্ষেত্রে তিনি প্রদর্শিত বস্তুর ক, খ, গ এবং ঘ এর বাজেয়াপ্ত বস্তু এবং প্রদর্শিত বস্তু ৩৬ এর বস্তুগুলি যাহা তদন্তকারিক আধিকারিক, ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী দ্বারা দৃষ্ট দুইটি পতিত মৃতদেহের স্থান হইতে নিকটবর্তী স্থানে রহিয়াছে, সম্পূর্ণরূপে ঐ বস্তুগুলি বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

(২০) ঐ শিক্ষিত নিম্নআদালত বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে জনৈক পি এস ভি যাঁহার নাম পঞ্জিকাতে প্রতিরক্ষা সহিত প্রদর্শিত বস্তু ক, খ, গ এবং ঘ যাহা প্রদর্শিত বস্তু ৩৬ এতে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তিনি ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষীর প্রতিবেশী অঞ্চলের কাঠের কারখানায় ব্যবসা করিতেন যাহা ফৌজদারী বাদীপক্ষের

২৬নং সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে প্রদর্শিত হয় এবং ইহা বিচারের সাংঘাতিক ব্যর্থতার কারণ ঘটাইয়াছে।

(২১) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে প্রতিরক্ষার প্রদর্শিত বস্তু 'ইউ' (বিচারের রায়ের প্রমাণিত প্রতিলিপি) স্বত্ব মামলা নং .... তে প্রদর্শিত হয় যে মৃত এম এবং মৃত আর এর পরিবারবর্গের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এবং 'এম এ'র কন্যা পলাতক হইবার জন্য মৃত 'আর' এর বাধা দেওয়ার কারণে যাহা প্রতিরক্ষাপক্ষ প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাতে ভুলবোঝাবুঝির কারণে ঘটনার দিন দুইটি পরিবারের মধ্যে উন্মুক্তভাবে কলহ বিবাদের সর্বোচ্চ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২২) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত বিবেচনা করিতে ব্যথ হইয়াছেন যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের গল্পে যেক্ষেত্রে দুইটি মৃতদেহকে অভিযোগের বিবাদ মীমাংসার স্থানের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে অপসারণ করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছে যাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৭ এবং ১০ এর তরফে পরবর্তী পর্য্যায়ে একটি উন্মত্ত প্রচেষ্টা যাহার উদ্দেশ্য দুর্নিবার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করা এই মর্মে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষ বর্ণিত পদ্ধতিতে ঘটনাটি ঘটে নাই যাহা বিচারের সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

(২৩) ঐ রক্তপরীক্ষকের প্রতিবেদনের অনুপস্থিতিতে শায়িত মৃতদেহের স্থান হইতে যে স্থানে মানবেব অস্তিত্ব রহিয়াছে সেই স্থান হইতে রক্ত সংগ্রহ না করিয়া, গ্রামের রাস্তা হইতে রক্তের নমুনা সংগৃহীত হইলে, শিক্ষিত বিচারক ঐ রাস্তার সংগৃহীত রক্তের দাগের উপর নির্ভর করিয়া ঐ ঘটনার স্থানটিকে নির্দিষ্ট করিয়া বিপথগামীত্বের কার্য করিয়াছিলেন।

(২৪) ঐ বহু লোক এবং বহু আক্রমণকারীদের সমাবেশের কারণটির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে, দুর্ঘটনা মৃত 'এম' এবং মৃত 'আর' দুইটি পরিবারবর্গের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

এবং

যেক্ষেত্রে অভিযোগের ঘটনার স্থান উত্তর প্রান্ত হইতে ১৫০ ফুট দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সেইহেতু 'এম' এর গৃহের নিকটবর্তী একই স্থানে দুইটি মৃতদেহের সিদ্ধান্ত দেখিয়া

এবং

ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২৬নং সাক্ষীর দ্বারা ব্যক্ত পরিধেয় শাড়ীর (প্রদর্শিত বস্তু গ) এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর দ্বারা ব্যক্ত বাজেয়াপ্ত তালিকা (প্রদর্শিত বস্তু ৩৬) যাহাতে অন্যান্য বস্তু বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এম এর গৃহের নিকটবর্তী একটি পাটের কারখানা হইতে ইহার সহিত আরো তথ্য যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ২৪, ২৫, ৬ এবং ৭ চিকিৎসকের নিকট তাঁহাদের আক্রমণকারীদের

নাম এমনকি ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর নিকটও তৎক্ষণাৎ উল্লেখ করেন নাই এবং যদিও ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষী তাঁহাদের দ্বারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই মধ্যবর্তীকালে তিনি তাঁহাদের নিকট নিয়মিত পরিদর্শন করিতেন তথাপি তাঁহারা ১৫ দিন পরে নামগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল এই মর্মে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষ বর্ণিত পদ্ধতিতে না হইয়া অন্যভাবে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

(২৫) ঐ, যে পদ্ধতিতে, প্রতিরক্ষা আসামীর ডবলিউ আর এর স্থানান্তর স্থিতিসূচক ওজর বাতিল হইয়াছিল তাহা শিক্ষিত নিম্নবিচারকের দ্বারা সাক্ষ্যের মূল্যস্থিরীকরণের ব্যাপারে ভুল প্রবেশাধিকার হইয়াছে।

(২৬) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক ফৌজদারী বিচারের স্বর্ণময় নীতিগুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমনকি প্রতিরক্ষার ১নং সাক্ষীর পরিদর্শনের কর্তব্য গ্রহণ করিবার জন্য ডবলিউ আর কে প্রেরণ করিবার জন্য কোন ক্ষমতা ছিল কিনা এই বিষয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপের পরিবর্তে শিক্ষিত নিম্নবিচারকের কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক ঘটনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত ছিল এই মর্মে যে ঐ অভিযোগের ঘটনার তারিখে ডবলিউ আর উপস্থিত ছিলেন কিনা ঐ এন অবস্থিতির স্থানে এবং ঐ তারিখে 'এ' অবস্থিতির স্থানের জন্য অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা যাহা প্রদর্শিত বস্তু আর এবং আর /১ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল কিনা, এক্ষেত্রে উল্লেখ করিতে হয় যে ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক ফৌজদারী বাদী পক্ষের দ্বারা প্রতিরক্ষার ১নং সাক্ষীর কূট পরীক্ষা উপেক্ষা করিয়াছিলেন যাহাতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে ডবলিউ আর পূর্ববর্তীকালে অন্যান্য স্থানেও পরিদর্শনের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইহা প্রথম ঘটনা নহে যে ঐ ১৯.৭........ তারিখে আসামী ডবলিউ আর পরিদর্শনের জন্য প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(২৭) ঐ শিক্ষিত নিম্ন আদালত প্রতিরক্ষা পক্ষের ২নং সাক্ষীর সাক্ষ্যাতে কার্ড অনুমতিপত্রের সরকারী খাতায় যাহা প্রদর্শিত বস্তু 'পি' হইতেছে তাহা গত ১৯.৭...... তারিখে আসামী ডবলিউ আর কে ঐ কার্ড অনুমতিপত্র প্রদান করিবার সময় তাহার বিরুদ্ধে সহি করিবার ক্ষেত্রে বিরূপ মন্তব্য পোষণ করিয়া ভুল নির্দেশনা করিয়াছিলেন .... এই কারণে যে ঐ সরকারী খাতায় সহি প্রদানের প্রয়োজন হয় না; তিনি গ্রহীতার নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইবার পরে উহাতে সহি করেন এবং তিনি ঐ তালিকায় সহি প্রদান করিয়াছেন যাহা ঐ লিখনের পঠন এবং তাঁহার সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মাণ হইবে।

(২৮) ঐ রেলের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাহা প্রদর্শিত বস্তু ৪, প্রদর্শিত বস্তু এস এবং প্রদর্শিত বস্তু 'টি' এতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং যাহা দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিকরা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান হইতে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রদর্শিত বস্তু 'কিউ'

(সময়ের নির্ঘণ্ট) প্রাসঙ্গিক সময়ের জন্য প্রতিরক্ষার বক্তব্যের পঠন শিক্ষিত নিম্ন আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইবে যে স্থানান্তরস্থিতি সূচক ওজর কে আক্রমণ করা যাইবে না।

(২৯) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক যাহা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে যখন 'ডবলিউ আর' কে 'এ' অবস্থিতির স্থানে যাইতে হইয়াছিল তখন তাঁহার এন অবস্থিতির স্থানে যাওয়া বরং সন্দেহজনক যাহা অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ....নং উর্ধমুখী রেলে 'এ' অবস্থিতির স্থানে যাইতে 'ডবলিউ আর' ভ্রমণ করিতে গিয়া যাহা প্রদর্শিত বস্তু ৪ নম্বরে প্রতীয়মান হইবে প্রথমে 'এন' এতে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাহার পর 'এ' অবস্থান স্থানে গিয়াছিলেন যেমন তিনি করিয়াছিলেন। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রদর্শিত বস্তু 'কিউ' উল্লেখযোগ্য।

(৩০) ঐ মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষিত নিম্নবিচারক ভুলপঠন এবং মৌখিক ও দস্তাবেজের নথীভুক্ত সাক্ষ্যের ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

(৩১) ঐ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২/৩৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের উপাদানগুলি এই মামলায় না থাকার জন্য শিক্ষিত নিম্নবিচারক ১নং এবং ২নং উত্তরবিচারপ্রার্থীদের ইহার দ্বারা দোষী আখ্যা প্রদান করিযা ভুল করিযাছেন।

(৩২) ঐ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারার বিধানে ৩নং উত্তরবিচাব প্রার্থীর দণ্ডাজ্ঞা তথ্যে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং আইনে অখণ্ডনীয় নহে।

(৩৩) ঐ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৩২৪ ধাবায উত্তববিচার প্রার্থীগণ ৪, ৫ এবং ৬নং এর এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধাবায় উত্তববিচার প্রার্থীগণ ৭ এবং ৮ এর উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান বেআইনী এবং অনিশ্চিত।

(৩৪) ঐ মামলাতে সাক্ষ্য প্রদর্শনেব ভিত্তিতে শিক্ষিত নিম্ন আদালতের নির্দোষী বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল।

(৩৫) ঐ শিক্ষিত নিম্নআদালতের সিদ্ধান্ত নথীভুক্ত সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া না হইয়া সন্দেহ এবং অনুমান এবং স্বতন্ত্র বিবেচনার উপর ভিত্তি কবিয়া হইয়াছে।

(৩৬) ঐ বিষয়ের যে কোন মতে শিক্ষিত নিম্ন বিচারকের সন্দেহাবসরেব ভিত্তিতে আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীদের অব্যাহতি দেওয়া উচিত ছিল।

(৩৭) ঐ শাস্তি অতিরিক্ত কঠোর হইয়াছে।

(৩৮) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক শাস্তির নীতিগুলি লঙ্ঘন করিয়াছেন।

(৩৯) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১৯নং সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্যভাবে দৃঢ়রূপে সমর্থনের প্রয়াসের জন্য বিপথগামীত্বের কার্য কবিযাছিলেন যাহা তিনি পারিপার্শ্বিকতা এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪৩নং সাক্ষীর সাক্ষ্য অগ্রহণীয় বলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাতিল করিয়াছিলেন।

(৪০) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক অসত্য সাক্ষী যেমন ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১৬নং সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যবহারোপযোগী করার জন্য ভুল করিয়াছিলেন যাহা তিনি অপর সাক্ষী অর্থাৎ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১৮নং সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্যরূপে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করিতে গিয়া নিজেই অবলোকন করিয়াছিলেন।

সুতরাং উত্তরবিচার প্রার্থীগণ প্রার্থনা করিতেছেন যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উত্তরবিচারটি মঞ্জুর করিবেন, মামলার নথীগুলি তলব করিবেন এবং বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া পক্ষদের শুনানীর পরে উত্তরবিচার মঞ্জুর করিবেন দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ বাতিল করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা প্রদান করিবেন অথবা আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ অথবা আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

উত্তরবিচার প্রার্থীগণ অধিকন্তু প্রার্থনা করিতেছেন যে ঐ উত্তরবিচার চলাকালীন সময়ে তাঁহাদের জামিনে মুক্ত করা হউক।

এবং আপনার উত্তরবিচার প্রার্থীগণ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি .... ইত্যাদি।

নং ৫ — দোষীর অজুহাতে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে উত্তরবিচারের দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

১. ....

২. ....

(উত্তরবিচার প্রার্থীদের নামগুলি, পিতৃপরিচয়গুলি এবং ঠিকানাগুলি)

উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

১. ....

(কার্যত অভিযোগকারী)

২. .... রাজ্য

উত্তরবাদীগণ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৮০ ধারায় .... মামলা নম্বরে মহকুমা শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... শ্রী .... প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে যাহাতে .... তারিখের তাঁহার আদেশের দ্বারা উত্তরবিচার প্রার্থীর ১০ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা অর্থের জরিমানা প্রদান করা হইয়াছিল তাহাতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৫ ধারায় একটি উত্তরবিচারের দরখাস্ত।

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা ছিল যে জনৈক ভি কে .... থানায় একটি প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দায়ের করিয়াছিলেন এই মর্মে যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য সর্বপ্রকার অলঙ্কারের বস্তুগুলি এবং ৪০০ টাকা মূল্যের একটি রৌপ্য লোটা তাঁহার গৃহের বাক্স হইতে চুরি গিয়াছিল যাহার চাবি তাঁহাব স্ত্রী 'রায়' কে রাখিতেন। ঐ যেহেতু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর ছিল না, সেইহেতু উত্তববিচাব প্রার্থী তাঁহার গৃহে যখন আসিতেন সেইসময তাঁহার স্ত্রীর সহিত ষড়যন্ত্র কবিয়া বস্তুগুলি অপসারণ করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে তথ্যের উল্লেখ কবিতে হয যে তিনি প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের তলদেশে চৌর্য্যপ্রাপ্ত বস্তুগুলিব একটি তালিকা দিযাছিলেন, একটি অঙ্গুরীয় ব্যতীত সকল বস্তুগুলিই একটি স্থানীয় ওস্তবা কে বের দখল হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহার নিকট ভাদ্র এবং পৌষ মাসগুলির মধ্যে উত্তরবিচার প্রার্থী এবং শ্রীমতী আর কে বন্ধক রাখিযাছিলেন, কার্যত অভিযোগকারী ... . তারিখে বস্তুগুলি অপহৃত হইযাছে বলিযা জানিতে পারেন যে সময় শ্রীমতী আব কে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিযা মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮-ক ধারার বিধানে একটি ফৌজদাবী দবখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন।

(২) ঐ পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৩৮০ ধারায় শ্রীমতী আর কে এবং উত্তরবিচার প্রার্থীব বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের কাগজ উপস্থাপিত করিয়াছিল।

(৩) ঐ বিচারের সময় উত্তরবিচার প্রার্থী আসামী উত্তরবিচাব প্রার্থী উভয়ের সহি সমন্বিত যৌথ বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়া অভিযোগে দোষী বলিয়া আর্জি করিয়াছিলেন এই মর্মে যে "শ্রীমতী আব কে'র সহিত কার্যতঃ অভিযোগকারীর বিবাহের সময়ে কিছু অপহৃত বস্তু ২নং শ্রীমতী আর কে'র মাতা উপহার দিয়াছিলেন এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের তালিকাভুক্ত কিছু বস্তু কার্যত অভিযোগকারী বিবাহের পর স্ত্রীকে দিয়াছিলেন এবং তিনি 'বি এস' (১নং উত্তরবিচাব প্রার্থী) এব

সহায়তায় কে কে নামধারী জহুরীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন যেহেতু স্বামীর গৃহে থাকাকালীন অবস্থায় স্ত্রী নিজেকে চালাইতে পারেন নাই।

(৪) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দুইটি কারণের ভিত্তিতে উপরোক্তভাবে উত্তরবিচার প্রার্থীদের দণ্ডিত করিয়াছিলেন—(১) ঐ বস্তুগুলি কার্যত অভিযোগকারীর অর্থাৎ ২নং উত্তরবিচার প্রার্থীর স্বামীর সম্পত্তি এবং (২) উভয় আসামীই অভিযোগে দোষী বলিয়া আর্জি করিয়াছেন।

সেইহেতু নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে এই উত্তরবিচার

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দোষের অজুহাত গ্রহণ করিয়া উত্তরবিচার প্রার্থীদের দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তি প্রদান করিয়া আইন এবং তথ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করিয়াছেন।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার আছে এর ভুল ধারণার ভিত্তিতে দোষের অজুহাতে উত্তরবিচার প্রার্থীদের দণ্ডিত করিয়া আইনত ভুল করিয়াছেন।

(গ) ঐ যেহেতু দোষের অজুহাত, ফৌজদারী দায়িত্বের আইনের ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেইহেতু ঐ অজুহাত অভিযোগের তথ্যের স্বীকৃতি মাত্র এবং ইহা ঘটনা নহে এবং সেইহেতু ঐ অজুহাত প্রকৃতপক্ষে দোষের অজুহাত নহে।

(ঘ) ঐ বিতর্কিত সম্পত্তি ২নং উত্তরবিচার প্রার্থীর সম্পত্তি হিন্দু আইনে উহার কিছু সৌধায়িক স্ত্রীধন এবং সেইহেতু তাঁহার ১নং উত্তরবিচার প্রার্থীকে উপহার দিবার এবং বন্ধক রাখিবারও অধিকার আছে এবং সেইহেতু স্বামী ২নং উত্তরবিচাব প্রার্থী দ্বারা স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে আইনের অধিকারত্ব এবং বৈধতা সম্বন্ধে বিতর্ক করার উপযুক্ত নন এবং সেইহেতু উত্তরবিচার প্রার্থীদের দণ্ডাজ্ঞা বাতিল যোগ্য।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট বাজেয়াপ্ত অলঙ্কারগুলি এবং বস্তুগুলি কার্যত অভিযোগকারীর নিকট প্রত্যার্পণ করিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছেন এমনকি বন্ধক গ্রহণকারী কে কে নিজস্ব অধিকারে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারেন যে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাপ্য অর্থ ২নং উত্তরবিচার প্রার্থী কর্তৃক প্রদান করা না হয়।

এমতাবস্থায়, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক উত্তরবিচার মঞ্জুর করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ বাতিল করিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী : দেখুন AIR 1920 Cal 522; 21 Cri LJ 547; AIR 1931 All 265; 32 Cri LJ 576.

নং ৬ — উচ্চআদালতে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৫ ধারায় উত্তরবিচারের দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী উত্তরবিচার অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ১৯৮৯/...............

এই বিষয় সম্পর্কিত

১. সি এম জে

২. আর সি এম

৩. এন আর পি

উত্তরবিচার প্রার্থীগণ

বনাম

রাজা ....

উত্তরবাদী

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৫ ধারায় উত্তরবিচারের একটি দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রীর জন্য .... স্থানে শ্রী ... . বিশেষ মামলা নম্বরে .... শিক্ষিত বিশেষ বিচারকের আদালতের দ্বারা প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ যাহাতে প্রত্যেক উত্তরবিচার প্রার্থী ১৯৫৫ সালের ১০নং আইনের ৭(১) (ক) এবং (খ) বিধানে ১৯৬৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৩ প্রকরণের লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং ছয়মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা অর্থ জরিমানা ধার্য হইয়াছিল, অন্যথায় .... তারিখে তাঁহার আদেশের দ্বারা দোষীর অজুহাত গ্রহণ করিয়া এক মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ধার্য হইয়াছিল।

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী .... এবং ঐ মহামান্য উচ্চআদালতের তাঁহার সঙ্গী বিচারকগণ

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থীদের তরফে বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .... তারিখে উত্তরবিচার প্রার্থীগণ মেসার্স বি এবং বি কোম্পানীর আদেশের দ্বারা ৩০ লিটার করিয়া প্রতি ১০০টিন কেরোসিন তৈল তরীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন যাঁহাদের কেরোসিন তৈল পরিবহণের জন্য সাধারণ অনুমতি ছিল এবং .... স্থানে তরী হইতে টিনগুলি খালাস করিবার সময় তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের জন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

(২) ঐ জিলা নির্বহণ শাখা পরিদর্শক তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের অভিযোগের ক্ষেত্রে দোষীর জন্য আর্জি করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাহাদের সহিত সদয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য দেখিবেন ইহাও বলিয়াছিলেন। এবং সেইহেতু তাঁহারা অভিযোগে দোষী বলিয়া আর্জি করিয়াছিলেন। এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তথ্য যে তাঁহারা কেরোসিন টিনের চালানগুলি ব্যতীত অনুমতিপত্র অথবা কাগজ প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(৩) ঐ শিক্ষিত বিশেষ বিচারক দোষীর অজুহাত গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক উত্তরবিচার প্রার্থীকে উপরোক্তভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

ঐ আসামী উত্তরবিচার প্রার্থীগণ জিলা নির্বহণ শাখা পরিদর্শকের চাতুরী দ্বারা ভুলপথে চালিত হওয়ায় এবং আইনের ভুলধারণা বশতঃ যেহেতু তাঁহারা উপযুক্ত আইনের পরামর্শ লইবার সুযোগ পান নাই, সেইহেতু তাঁহারা অভিযোগে দোষী বলিয়া আর্জি করিয়াছিলেন।

সেইহেতু নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই উত্তরবিচার।

কারণগুলি

(১) ঐ শিক্ষিত বিশেষ বিচারক দোষের অজুহাতে উত্তরবিচার প্রার্থীদের দণ্ডিত করিয়া আইন এবং তথ্যে ভুল করিয়াছিলেন।

(২) ঐ যেহেতু দোষীর আর্জি ত্রুটিমুক্ত অভিযোগের উত্তরের ভিত্তিতে হইয়াছিল এবং যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই, শিক্ষিত বিশেষ বিচারক ঐ অজুহাতে উত্তরবিচারপ্রার্থীদের দণ্ডিত করিয়া আইনে ভুল করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ বাতিল যোগ্য।

(৩) ঐ মামলায় দাখিলকৃত হলফনামা হইতে ইহা প্রতীয়মাণ হইবে যে দোষীর অজুহাত কৌশলের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং সেইহেতু দোষীর অজুহাতের উপর কার্যের প্রয়োগ চলিতে পারে না।

(৪) ঐ শিক্ষিত বিশেষ বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল যে দোষীর অজুহাত প্রকৃত দোষীর অজুহাত নহে এবং সেইকারণে ঐ অজুহাত মূল্যহীন।

(৫) ঐ শিক্ষিত বিচারকের, মামলাটিতে দোষীর ত্রুটিযুক্ত অজুহাতের ভিত্তিতে দণ্ডাজ্ঞা নথীভুক্ত করিবার পরিবর্তে যোগ্যতার উপর মামলার বিচার করা উচিত ছিল।

(৬) ঐ শিক্ষিত বিচারকের, আসামীকে মুক্ত করা উচিত ছিল যেহেতু অভিযোগের অপরাধের উপাদানগুলি অভিযোগে বর্ণিত ছিল না।

(৭) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীদের অজুহাত প্রকৃতপক্ষে দোষীর অজুহাতের সমভাবাপন্ন হয় এবং সেইহেতু ঐ বিশেষ বিচারক ঐ অজুহাতের ভিত্তিতে উত্তরবিচার প্রার্থীদের দণ্ডিত করিয়া অধিকারক্ষেত্র বহির্ভূত কার্য করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহা প্রার্থনা যে উত্তরবিচারটি মঞ্জুরকৃত হউক, রাজ্যের উপর বিশেষ নিয়ম জারী হউক, নথীগুলি তলব করা হউক এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ রহিত করিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা উচিত এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ অথবা আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

অধিকন্তু ইহা প্রার্থনা যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৮৯ (গ) ধারার বিধানে শিক্ষিত বিশেষ বিচারক প্রদত্ত একই জামিনে আসামীকে রাখিবার আদেশ দেওয়া হউক।

আপনার মহানুভবের সম্মুখে উত্তরবিচার প্রার্থীগণ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (১) দেখুন 1978 Ker LT 779; 1980 Cri LJ (NOC) 39; AIR 1944 Cal 120; 45 Cri LJ 517, 1981 Cri LJ 1067 (Sikkim).

(২) দোষীর অজুহাতের উপর ভিত্তি করিয়া দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকিলেও দণ্ডাজ্ঞার আইনের প্রশ্ন পুনঃপরীক্ষায় প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯১ ধারার বিধানে উত্তরবিচারে অতিরিক্ত সাক্ষ্য লইবার জন্য দরখাস্ত

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ১৮৯৯/...............

(সি জে এম এবং অন্যান্যরা বনাম রাজ্য)

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯১ ধারায় অতিরিক্ত সাক্ষ্য লইবার জন্য দরখাস্ত

উত্তরবিচার প্রার্থীগণ সি জে এম এবং অন্যান্যদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ যেহেতু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দোষীর অজুহাতে দণ্ডাজ্ঞা নথীভুক্ত করিয়াছিলেন এই কারণের ভিত্তিতে যে আসামী বাজেয়াপ্ত কেরোসিন তৈলের জন্য

অনুমতিপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন যদিও তাঁহারা চালান প্রদর্শন করিয়াছিলেন যাহা আইনতঃ প্রমাণিত হয় নাই, ইহা অতীব প্রয়োজনীয় যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা মিথ্যা প্রমাণিত করিবার জন্য অনুমতি পত্র এবং চালান প্রমাণ করিতে হইবে।

(২) ঐ সকল দস্তাবেজগুলি প্রমাণিত না হইলে এবং উত্তরবিচার নিষ্পত্তিকালে বিবেচিত না হইলে ঐ সকল উত্তরবিচার প্রার্থীগণ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন।

এমতাবস্থায়, ইহা প্রার্থনা যে অতিরিক্ত সাক্ষ্য অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করা হউক অথবা মামলার উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্য মামলাটি পুনঃপ্রেরণ করিয়া নিম্ন আদালতকে উহা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হউক।

এবং আপনার উত্তরবিচারপ্রার্থীগণ, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

হলফনামা

....

....

টিপ্পনী ঃ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারায় অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণের দরখাস্ত দায়রা আদালতে উত্তরবিচার চলাকালীন ক্ষেত্রে দায়ের করিতে হইলে সমর্থিত হলফনামার প্রয়োজন নাই; পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তের প্রয়োজন নাই।

নং ৮ — উত্তরবিচার প্রার্থীর মৃত্যুতে উত্তরবিচারের স্থায়িত্বের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... এর আদালত

ফৌজদারী উত্তর বিচার নং ....

(............... উত্তরবিচার প্রার্থী)

বনাম

রাজ্য

উত্তরবিচার প্রার্থীর মৃত্যুতে উত্তরবিচারের স্থায়িত্বের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৪ ধারার দরখাস্ত

দরখাস্তকারী, কুমারী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী মৃত উত্তরবিচার প্রার্থীর স্ত্রী যিনি .... তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

(২) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী ৪৯৮-এ ধারার বিধানে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০০ হাজার টাকা অর্থ জরিমানা ধার্য হওয়াতে তিনি ঐ দণ্ডাজ্ঞা এবং আদেশের বিরুদ্ধে তিনি উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ দরখাস্তকারী মৃত পিতা মাতার একমাত্র সন্তান এবং সেইহেতু তিনি মৃত উত্তরবিচার প্রার্থীর একমাত্র পুরুষ বংশধর।

(৪) ঐ উত্তরবিচারটির উত্তরবিচার প্রার্থীর মৃত্যুতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অবসান হইলে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশেব পরিপ্রেক্ষিতে যাহার বিরুদ্ধে উত্তরবিচার হইয়াছে, ধার্য জরিমানার প্রয়োগ ঘটিলে মৃতের সম্পত্তি আক্রান্ত হইবে যেহেতু মৃত উত্তরবিচার প্রার্থীর একমাত্র আইনতঃ বংশধর বলিয়া সম্পত্তি তাঁহার উপর বর্তাইবে এবং বক্রী জরিমানার জন্য মৃতেব সম্পত্তি কার্যভার যুক্ত হইবে কিন্তু মৃতের সম্পত্তি রক্ষা কবিয়া দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তি রদ হইয়াছে এবং উত্তর বিচারটি মঞ্জুরকৃত হইয়াছে।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী এখনও পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখাশুনার কেহ নাই এবং জবিমানা আদায়ের জন্য তাঁহার সম্পত্তির অগ্রগতি ঘটিলে দরখাস্তকারীকে উপবাস করিতে হইবে এবং সেইহেতু উত্তরবিচারটিব যোগ্যতার উপর সিদ্ধান্ত হউক।

(৬) ঐ দরখাস্তকাবী তাঁহার মৃত পিতাব (উত্তববিচার প্রার্থী) স্থলাভিষিক্তকরণের দরখাস্ত দায়েব করিবার ক্ষেত্রে পরিশ্রমী এবং তিনি ঐ উত্তববিচারপ্রার্থীর মৃত্যুর ৩০ দিনের মধ্যে এই দবখাস্ত দায়েব কবিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, ইহা প্রার্থনা যে উত্তববিচাব চলাব জন্য দবখাস্তকারীকে অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি প্রদান করা হউক।

হলফনামা

আমি, কুমারী .... পিতা মৃত .... (উত্তরাবচাব প্রার্থীর নাম) .... (ঠিকানা) বয়স আন্দাজ ২০ বৎসর, ... ধর্মাবলম্বী .... পেশা

এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং শপথ লইতেছি যে নিম্নলিখিতভাবে

(১) ঐ ১, ২, ৩, ৫, এবং ৬ এর অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) ঐ ৪ অনুচ্ছেদের উক্তি আমার বিশ্বাসমতে সত্য।

(৩) ঐ দরখাস্তের বক্রী অংশ শিক্ষিত আদালতের সম্মুখে আমার প্রার্থনা।

....

(হলফ করিয়া সাক্ষ্য দানকারীর সহি)

....

(সনাক্তকারীর সহি)

প্রমাণিত যে এই হলফনামার সূচীগুলি হলফ করিয়া সাক্ষ্য দানকারীর নির্দেশে আমার কার্যালয়ে গঠিত এবং উহা পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

(আইনজীবির সহি)

(আদালতের শীলমোহর) ....

(হলফনামা শপথকরণের আধিকারিকের সহি)

টিপ্পনী : (১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৭ অথবা ৩৭৮ ধারায় একটি উত্তরবিচার উত্তরবিচার প্রার্থীর মৃত্যুর সহিত অবসান হয়। (1971 Cr LJ 20; AIR 1971 SC 66); কিন্তু ৪৫৪ ধারার উত্তরবিচার উত্তরবিচার প্রার্থীর মৃত্যুতে অবসান হয় না [1976 Raj LW 50; 1977 Cri LJ (NOC) 167]।

(২) উত্তরবিচার আসামীর মৃত্যুতে অবসান হইতে পারে এবং অন্য ক্ষেত্রে নয় [(1970)2 SCC 450]।

(৩) জরিমানার শাস্তি হইতে একটি উত্তরবিচার হইলে তাহা অবসান হয় না। [দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৪ (২) ধারা]।

(৪) উত্তরবিচার প্রার্থীর মৃত্যু হইলে স্থলাভিষিক্তকরণের জন্য দরখাস্ত উত্তরবিচার প্রার্থীর মৃত্যুর তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে নিকট আত্মীয় যেমন পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, বংশধর ভ্রাতা অথবা ভগিনী নিশ্চিতভাবে করিবেন।

(৫) আসামীর মৃত্যু হইলে মুক্তির বিরুদ্ধে উত্তরবিচারের অবসান ঘটে।

(৬) মুক্তির বিরুদ্ধে উত্তরবিচারের ক্ষেত্রে উত্তরবিচার প্রার্থীর (অর্থাৎ অভিযোগকারী) মৃত্যুতে অবসান হয় না।

(৭) অভিযোগকারীর মৃত্যুতে অভিযোগকারী উত্তরবিচার প্রার্থীর বৈধ প্রতিনিধি মানহানির অভিযোগে অথবা ব্যক্তিগত ক্ষতির অভিযোগে মুক্তির বিরুদ্ধে উত্তরবিচার চালাইতে পারেন [(1970) 2 SC 450]।

(৮) যে ক্ষেত্রে দুইজন আসামী উচ্চআদালত কর্তৃক মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধান আসামী সর্বোচ্চ আদালতে উত্তরবিচার চলাকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তরবিচারের অবসান হইবে এবং অপর আসামীর বিরুদ্ধে উত্তরবিচার যিনি কেবলমাত্র অপোৎসাহক ছিলেন নিষ্ফল হইবে। (AIR 1981 SC 1571)।

নং ৯ — ধান্য মাড়াই শিল্প আইনের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৪ ধারায় দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে উত্তরবিচারের খোলাসা

দায়রা বিচারকের আদালত, হুগলী, চুঁচড়া

ফৌজদারী উত্তরবিচার নং ৪৬/১৯৯৬

এই বিষয় সম্পর্কিত :

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৭৪ ধারার বিধানে শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম

শ্রেণী, শ্রীমতী .... (২য় আদালত) চন্দননগর প্রদত্ত ডি জি আর মামলা নং ১৩০/১৯৯৪ অনুরূপ বিচার নং ১২৫/১৯৫৫ এর ক্ষেত্রে ধান্য মাড়াই শিল্প আইনের ১৩(১) ধারার বিধানে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে যাহার দ্বারা শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট চিত্তে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ৩০০০ হাজার অর্থ জরিমানা প্রদানের অর্থ উত্তরবিচার প্রার্থীকে নির্দেশ করিয়াছিলেন, ইহার অন্যথায় তাঁহার ২.৩.১৯৯৬ তারিখের আদেশের দ্বারা ৫ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ইহার বিরুদ্ধে একটি উত্তরবিচার

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত
সুখময় ঘোষ
পিতা ৺ভূপতি ঘোষ
বেরাবেরি গ্রাম, থানা সিংগুর, জেলা হুগলী

উত্তরবিচার প্রার্থী

বনাম

রাজ্য

উত্তরবাদী

উপরোক্ত উত্তরবিচার প্রার্থী
অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থীর একটি তুষ নিষ্কাষন যন্ত্র ছিল যাহা বহুদিন ধরিয়া অলসভাবে শ্রমবিমুখ ছিল ও সেই হইতে তিনি উহার জন্য অনুমতি পত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

(২) ঐ ২০.১২.১৯৯৪ তারিখে জিলা নির্বহণ শাখা পরিদর্শক শ্রী জে দাশগুপ্ত তাঁহার কর্মীদের সহিত উত্তরবিচার প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলপূর্বক ঘরটি উন্মুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন যেস্থানে ঐ তুষ নিষ্কাষন যন্ত্রটি অলসভাবে ছিল। উত্তরবিচারপ্রার্থীর স্ত্রী শ্রীমতী ঝর্ণা ঘোষ তাঁহার ভৃত্য শুকদেব ধারাকে ঘরটি উন্মুক্ত করিতে বলিয়া জিলা নির্বহণ শাখা পরিদর্শককে বাধিত করিয়াছিলেন। ইহার পর জিলা নির্বহণ শাখা পরিদর্শক ঐ যন্ত্রের ঘরটিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং একটি কাগজের খণ্ডে বাজেয়াপ্ত তালিকা গঠনের উদ্দেশ্যে যদিও তুষ নিষ্কাশন যন্ত্র হইতে কিছুই বাজেয়াপ্ত হয় নাই, কিছু স্থানীয় ব্যক্তিদের ও ঐ শুকদেব ধারারও সহি করিয়া লইয়াছিলেন।

(৩) ঐ বেআইনী তদন্ত করিবার পরে জিলা নির্বহণ শাখা পরিদর্শক উক্ত ডি জি আর মামলা ২০.১২.১৯৯৪ তারিখে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে রেজেস্ট্রী করিয়াছিলেন এই মর্মে যে গত ২০.১২.১৯৯৪ তারিখে তিনি ১নং আসামীর (উত্তরবিচার প্রার্থী) দোকানে ছিলেন এবং আসামীকে অনুপস্থিত দেখিয়াছিলেন এবং

২নং আসামী ১নং আসামীর কর্মচারী তুষ নিষ্কাষণের যন্ত্রটি চালনা করিতেছিলেন এবং কিছু ব্যক্তি ধানের তুষ নিষ্কাষণের জন্য ঐ স্থানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং চাহিদা করায় ২নং আসামী কোন বৈধ দস্তাবেজ অথবা অনুমতিপত্র প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অধিকন্তু অভিযোগ করিয়াছিলেন যে তিনি পেষণ দণ্ড নং ৪, অবয়ব নং ২৩৪০৩৭, ফার্গো চিহ্ন অংশ, একটি বপণার্থ শষ্যবীজ লইয়া যাইবার পাত্র, একটি কটিবন্ধ, একটি বৈদ্যুতিক গতি সঞ্চালক কিছু পরিমাণ ভঙ্গুর চাউল এবং তুষগুলি ও পাঁচটি ২৫ কে জি চাউল সমেত ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি অধিকন্তু অভিযোগ করেন যে ঐ প্রাসঙ্গিক সময়ে ২নং আসামী সিঙ্গুর থানার অন্তর্ভুক্ত বেরাবেরি গ্রামের জনৈক সামসুল আলমের ধান্যের তুষ নিষ্কাষণ করিতেছিলেন এবং সেইহেতু উভয় আসামী ব্যক্তিদ্বয় (মালিক এবং কর্মচারী) পশ্চিমবঙ্গ চাউল মিলের বিবিধ অনুচ্ছেদ ৩(২) এবং ১৯৫৮ সালের চাউল পেষণকারী শিল্প আইনের ৮(১) এবং (২) ধারা লঙ্ঘণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা আইনের ১৩(১) ধারার বিধানে দণ্ডিত হইবার যোগ্য ছিলেন। মামলাটি তালিকাভুক্ত হইবার পরে জিলা নির্বহন শাখা অবর পরিদর্শক শ্রী এস কে ঘোষের উপর তদন্ত করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। তাচ্ছিল্যভরে তদন্ত করিবার পরে অভিযোগের কাগজ উভয় আসামী ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধেই প্রদান করা হইয়াছিল।

(৪) ঐ ২৯.১.১৯৯৫ তারিখে অভিযোগগুলি আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গঠিত হইয়াছিল যাঁহারা ১৯৫৮ সালের চাউল পেষণকারী শিল্প আইনের ১৩(১) ধারার বিধানের অভিযোগে দোষী নয় বলিয়া আর্জি করিয়াছিলেন।

(৫) উভয় আসামী ব্যক্তিই উপরোক্ত অভিযোগে উত্তর দিবার জন্য বিচারে দণ্ডায়মাণ হইয়াছিলেন এবং বিচারের সময়ে ফৌজদারী বাদী পক্ষগণ ৪জন সাক্ষী যেমন ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী (বাজেয়াপ্ত তালিকা সাক্ষী) ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং এবং ৩নং সাক্ষী (যাঁহার জিলা নির্বহণ শাখা শান্তিরক্ষক ছিলেন) এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষীকে (তদন্তকারিক আধিকারিক) পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ বিচারের সময় প্রথম সমাচার প্রতিবেদন গঠনকারী শ্রী জে দাসগুপ্তকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং মামলার অন্ততঃ বিশুদ্ধতা প্রমাণাকরণের জন্য বাজেয়াপ্ত বস্তুগুলি আদালতে ফৌজদারী বাদী পক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত করা হয় নাই। প্রশ্নাধীন তুষ নিষ্কাষণ যন্ত্রটি চালিত অবস্থায় রহিয়াছে ইহা প্রদর্শনের জন্য কোন স্বাধীন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই। উত্তরবিচার প্রার্থীর অভিযুক্ত কোন ক্রেতাকেও পরীক্ষা করা হয় নাই। ফৌজদারী বাদী পক্ষের কোন সাক্ষীই গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তান্তে ফৌজদারী বাদী পক্ষকে সমর্থন করেন নাই। উপরোক্ত বেআইনীত্ব এবং অনিয়মিততা সত্ত্বেও শিক্ষিতা মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা সন্তুষ্টচিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে ফৌজদারী বাদী পক্ষ আশাতীত ভাবে যুক্তিযুক্ত সন্দেহ বহির্ভুত

হইয়া মামলাটি প্রমাণ করিয়াছেন এবং তিনি উত্তরবিচার প্রার্থীকে (১নং আসামী) দণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং উপরোক্ত ভাবে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে সহ আসামী অর্থাৎ অভিযোগের ২নং আসামী মুক্ত হইয়াছিল।

(৭) ঐ উপরোক্ত শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তরবিচার প্রার্থী নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই উত্তরবিচার দায়ের করিয়াছেন

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট আইন এবং তথ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করিয়াছেন।

(খ) ঐ প্রশ্নাধীন বিচারের রায়টি আইনতঃ ভুল যেহেতু শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমান এবং সন্দেহের ভিত্তিতে গৃহে অভিযোগ আনিবার জন্য কোন আইনতঃ সাক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে ভুল সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন।

(গ) ঐ উত্তরবিচারের খোলাসার ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলায় ছিদ্র থাকা সত্ত্বেও ঐ দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির আদেশ নথীভুক্ত হইযাছিল এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন বিচারের রায়টি বাতিলযোগ্য।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষণে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্য স্থিরীকরণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন যেহেতু সাক্ষীরা ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলার সমর্থনের পরিবর্তে প্রতিরক্ষার মামলা প্রমাণ করিয়াছিলেন, এই সাক্ষী ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে জিলা নির্বহণ শাখা আধিকারিক দ্বারা কোন বাজেয়াপ্ত করিতে তিনি সাক্ষীকে দেখেন নাই এবং ঐ আধিকারিকের অনুরোধে তিনি একটি অলিখিত কাগজ সহি করিয়াছিলেন এবং ঐ তুষ নিষ্কাষণ যন্ত্রটির কার্যকারিতা ছিল না।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তর বিচার প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলাটির ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছিলেন যেহেতু প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে মামলাটি প্রমাণিত হয় নাই। নথীভুক্ত কোন সাক্ষ্যে ইহা প্রদর্শিত হয় নাই যে সহ আসামী (২নং আসামী) লুণ্ঠনার্থ আক্রমণের সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বিপরীতভাবে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী তাঁহার কূট পরীক্ষাতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে জিলা নির্বহণ শাখার ব্যক্তিগণ ঐ যন্ত্রের ঘরে প্রবেশ করার সময় ২নং আসামী ঐ স্থানে ছিলেন না। ফৌজদারী বাদী পক্ষ তাঁহাকে বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করেন নাই এবং সেইহেতু শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর স্বপক্ষে উক্ত ঐ সাক্ষীর উক্তিগুলি বাতিল করিয়া এবং ঐ সাক্ষীর আইনতঃ অগ্রাহ্য কিছু উক্তি কাজে লাগাইয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছিলেন।

(চ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার তদন্তকারিক আধিকারিক ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর অনুচিত গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন যেহেতু তিনি

যন্ত্রের কার্যচালনার ঘরটির বর্ণনা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি রেখাচিহ্নিত নকসাও করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে বর্ণিত সাক্ষীগণ ব্যতীত অন্যসাক্ষীদের পরীক্ষা করেন নাই যাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষের দ্বারা নির্মাতার বিনা উপস্থিতি প্রমাণ করিতে পারিত।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উত্তরবিচারটি মঞ্জুর করিবেন, নথীগুলি তলব করিবেন, রাজ্যের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পরে দণ্ডাজ্ঞা এবং শাস্তির প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা উচিত এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

অধিকন্তু উত্তরবিচারের নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত জরিমানা আদায় অনুগ্রহপূর্বক স্থগিত রাখা হউক।

এবং আপনার উত্তরবিচার প্রার্থী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

চুঁচুড়া

১৮.৩.১৯৯৬

নং ১০ — উত্তরবিচার আদালতে জরিমানা আদায় স্থগিতের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

ফৌজদারী উত্তর বিচার নং ৪৬/১৯৯৬

উত্তরবিচার প্রার্থী সুখময় ঘোষের বিনীত দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উত্তরবিচার প্রার্থী, উত্তরবিচার দায়ের করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে নিম্ন আদালতে অর্থদণ্ডের লিখিত প্রতিশ্রুতি উপস্থিত করিয়াছেন।

(২) ঐ উত্তরবিচার নিষ্পত্তির পূর্বে উত্তরবিচার প্রার্থীকে অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইলে উত্তরবিচারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

(৩) উত্তরবিচার প্রার্থীর নির্ভরতার কারণগুলি ভাল এবং উত্তরবিচারের প্রতিটি কৃতকার্যের সুযোগ রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব উৎফুল্লচিত্তে নিম্ন আদালত প্রদত্ত প্রশ্নাধীন আদেশের দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় স্থগিত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

চুঁচুড়া

১৮.৩.১৯৯৬

দশম পরিচ্ছেদ

হলফনামা

[Affidavit]

নং ১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ ধারায় মধ্যকালীন ভরণপোষণের জন্য দাবীদার প্রদত্ত শপথের জন্য হলফনামার নমুনা

আদালত ....

হলফনামা

আমি, শ্রীমতী .... স্বামীব নাম .... ঠিকানা বয়স আন্দাজ . . ..বৎসর, হিন্দু/মুসলমান ধর্মাবলম্বী, পেশা ঘব গৃহস্থালি,

পবিত্রভাবে ঘোষণা কবিতেছি এবং

নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ আমি শ্রী . পিতা আইনতঃ বিবাহিতা স্ত্রী।

(২) ঐ আমাব বিবাহ ঐ শ্রী সহিত তাবিখে হিন্দু/মুসলমান আচাব এবং প্রথা অনুযায়ী হইযাছিল।

(৩) ঐ অপবপক্ষ শ্রী (স্বামী) স্থানে কর্মবত আছেন এবং মাসিক আয করেন . অধিক।

(৪) ঐ অপবপক্ষ তাবিখে আমাকে তাঁহাব গৃহ হইতে বহিস্কৃত কবিযাছিলেন এবং সেইহেতু তিনি আমাব ভবণপোষণেব জন্য কোন অর্থ প্রেবণ কবেন নাই।

(৫) ঐ অপবপক্ষ আমাকে অবহেলা এবং অত্যাচাব কবিতেন।

(৬) ঐ আমাব নিজস্ব কোন আয নাই।

(৭) ঐ আমি মাসিক ১,৫০০ টাকা অর্থ ভবণপোষণেব জন্য দাবী কবিযা বিবিধ মামলা নং ৩৮৯/৯৬ দাযেব করিয়াছি।

(৮) ঐ, বর্তমানে জীবনেব সাংঘাতিক প্রযোজনীযতাব সম্মুখীনে মধ্যবর্তীকালীন ভরণপোষণের জন্য আমাব অন্তত মাসিক ১০০০ টাকা অর্থ প্রযোজন

ঐ ১নং হইতে ৬নং অনুচ্ছেদেব উক্তিগুলি আমাব জ্ঞানমতে সত্য।

(দাবীদাব অথবা ঘোষকেব সহি)

আমাব দ্বাবা সনাক্তকৃত

.. . .

(সনাক্তকারীব সহি)

আমার মক্কেল শ্রীমতী ....
নির্দেশানুযায়ী আমার কার্যালয়ে
গঠিত হইয়াছে, যিনি পাঠ করিবার
পরে/হলফনামার সূচীপত্র পাঠ করিবার
পরে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইহা
সঠিকভাবে আমার দ্বারা খসড়া করা
হইয়াছিল।

....
(আইনজীবির সহি)
তারিখ ....

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে ভরণপোষণের মামলায় দরখাস্তকারীর শপথকৃত হলফনামার বিরুদ্ধে বিবাহকে অস্বীকার করিয়া অপরপক্ষের পালটা হলফনামা

আদালত .... স্থান

হলফনামা

আমি শ্রী .... পিতা .... স্থান ....বয়স আন্দাজ .... বৎসর, হিন্দু/মুসলমান ধর্মাবলম্বী, পেশা চাকরীজীবি এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি যে—

(১) ঐ শ্রীমতী .... ঠিকানা................ যিনি শিক্ষিত .... আদালতে ভরণপোষণের জন্য বিবিধ মামলা নং ৩৮৯/১৯৯৬ দায়ের করিয়াছিলেন এবং মধ্যবর্তীকালীন ভরণপোষণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী নন। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) ঐ আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি এবং আমি .... তারিখে আমার স্ত্রী শ্রীমতী .... কে বিবাহ করিয়াছিলাম এবং আমাদের দুইটি সন্তান আছে। এবং আমার স্ত্রী এখনও জীবিত এবং আমার সহিত বসবাস করিতেছেন। এই সকল উক্তি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ শ্রীমতী .... (দরখাস্তকারী) তাঁহার দ্বারা পরিচালিত .... স্থানে সঙ্গীতের বিদ্যালয় হইতে .... অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করেন এবং ইহা তাঁহার চিরস্থায়ী আয়।

(৪) ঐ আমি .... স্থানে কর্মরত আছি কিন্তু আমার মাসিক আয় মাত্র .... টাকা এবং আমার গৃহে লইয়া যাইবার অর্থ মাসিক .... টাকা। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৫) আমার পিতামাতা জীবিত আছেন এবং তাঁহারা আমার সহিত বসবাস করেন এবং আমাকে আমার পিতামাতা, আমার স্ত্রী এবং দুইটি সন্তানকে পালন করিতে হয়। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৬) ঐ দরখাস্তকারী শ্রীমতী ....র দাবী এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

....

(স্বামী/অপরপক্ষের সহি)

আমার মক্কেল শ্রী ....
এর নির্দেশে আমার কার্যালয়ে
গঠিত যিনি পাঠ করিবার পরে/
এবং হলফনামার সূচীপত্র
পঠনরত হইবার পরে এবং তাঁহার
ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দিলে, স্বীকার
করিয়াছিলেন যে ইহা সঠিকভাবে
খসড়াকৃত হইয়াছে।

....

(আইনজীবির সহি)

তারিখ ....

আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

....

(আইনজীবির মুহুরী অথবা রেজিস্ট্রেশন নং সমেত সনাক্তকারীর সহি)

নং ৩ — মধ্যবর্তীকালীন ভরণপোষণের জন্য দরখাস্তকারীর দ্বারা হলফনামার বিরুদ্ধে অপরপক্ষের বিবাহের স্বীকৃতির পাল্টা হলফনামা

আদালত, শিক্ষিত .... স্থান

হলফনামা

আমি, শ্রী .... পিতা .... বয়স ... . বৎসর .... হিন্দু/মুসলমান ধর্মাবলম্বী, ব্যবসা/চাকরী, পেশাগতভাবে এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি :

(১) ঐ শ্রীমতী ... . আমার বিবাহিতা স্ত্রী যাঁহাকে আমি .... তারিখে বিবাহ করিয়াছিলাম।

(২) ঐ আমি কোন সময়ই আমার স্ত্রীকে অবহেলা করি নাই অথবা ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করি নাই।

(৩) ঐ দরখাস্তকারী শ্রীমতী .... তাঁহার নিজ ইচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ আমি কোনসময়ই তাঁহাকে অত্যাচার করি নাই এবং আমার ক্ষুদ্র আয়ের দ্বারা তাঁহার ভরণপোষণ দিতাম।

(৫) ঐ বিবিধ মামলা নং ৩৮৯-৯৬ এর ক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ এবং শ্রীমতী .... শপথকৃত হলফনামা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

(৬) ঐ আমি আমার চাকরী/ব্যবসা .... স্থানের দোকান হইতে .... অর্থ উপার্জন করি যাহার দ্বারা আমার বৃদ্ধ পিতামাতা এবং কর্মহীন ভ্রাতাকে ভরণপোষণ দিতে হয়।

(৭) ঐ আমার স্ত্রীকে আমি ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছুক। ১নং হইতে ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

....

(অপরপক্ষের সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

....

(আইনজীবির মুহুরীর রেজিষ্ট্রেশন নং সহিত সহি)

আমার মক্কেল শ্রী .... এর নির্দেশমত আমার কার্যালয়ে গঠিত যিনি, পাঠ করিবার পর/হলফনামার সূচীগুলি পাঠ করাইবার পর স্বীকৃত হইয়াছেন যে উহা সঠিকভাবে খসড়াকৃত হইয়াছে।

....

(আইনজীবির সহি)

তারিখ ....

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে অবৈধ সন্তানের মধ্যবর্তীকালের ভরণপোষণের জন্য শপথকৃত হলফনামা

আদালত .... স্থান

অথবা

জিলা লেখ্য প্রমাণক .... স্থান

হলফনামা

আমি, কে এম .... পিতা .... মৃত স্বামী .... ঠিকানা .... বয়স আন্দাজ .... বৎসর, হিন্দু/মুসলমান ধর্মাবলম্বী .... পেশা এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ শ্রী .... পিতা .... স্থান আমার ভ্রাতা শ্রী .... র বন্ধু ছিল/শ্রী .... আমার মৃত স্বামীর বন্ধু ছিল এবং ঐ কারণে প্রায়ই আমার গৃহে আসিতেন।

(২) ঐ অপরপক্ষ .... স্থানে তাঁহার গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণাংে আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিতেন।

(৩) ঐ .... তারিখে তিনি .... স্থানে দেবী কালীমূর্তির সম্মুখে শপথ করিয়া আমাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাঁহার সহিত যৌন সম্বন্ধ করিতে আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত কার্য করিয়া আমার নিজ দেহ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহার পর হইতে তিনি প্রায়ই আমার সহিত যৌন সহবাস করিতেন।

(৪) ঐ অপরপক্ষের সহিত যৌন সহবাসের ফলে আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলাম কিন্তু নানা অছিলায় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেন এবং গর্ভপাতের জন্য আমাকে পরামর্শ দিতেন।

(৫) ঐ .... তারিখে আমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম যাহা বয়স এখন মাত্র ছয় মাস।

(৬) ঐ অপরপক্ষ আমাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন যদিও তিনি ঐ সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন।

(৭) ঐ আমি খুবই দুঃস্থ মহিলা এবং আমার পিতার আয়ের উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয় যাঁহাকে সংসারে বহুজনের অন্ন সংস্থান করিতে হয় এবং সেইহেতু আমি অপরপক্ষের শিশু সন্তানসহ উপবাসের দ্বারপ্রান্তে রহিয়াছে।

(৮) ঐ অপরপক্ষের পিতার শিশুসন্তানকে প্রতিপালন এবং সেবা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সেইকারণে আমি বিবিধ মামলা নং .... টি দায়ের করিয়াছি .... আদালতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে ঐ শিশুর ভরণপোষণের জন্য।

(৯) ঐ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে, খাদ্য এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্য আমার বিশেষভাবে মাসিক ৮,০০ টাকা মধ্যবর্তীকালের ভরণপোষণের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজন যাহা ব্যতীত সন্তানের প্রাণধারণ হইবে না।

(১০) ঐ অপরপক্ষ .... স্থানের একজন লৌহ ব্যবসায়ী এবং তিনি মাসিক ৫০০০ হাজার এর উর্ধ্বে আয় করেন।

ঐ ১ হইতে ৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

টিপ্পনী ঃ বক্রীর জন্য ১নং নমুনা দেখুন।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৬ ধারায় ভরণপোষণের একতরফা আদেশকে বাতিল করিবার জন্য দরখাস্তের সমর্থিত হলফনামা

আদালত ....

অথবা

লেখ্য প্রমাণক স্থান ....

উল্লেখ ঃ বিবিধ মামলা নং ....

শ্রীমতী/কুমারী ....

বনাম

....

হলফনামা

আমি, শ্রী .... ইত্যাদি .... পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ আমি এক ভ্রাম্যমান বিক্রেতা/চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক প্রতিনিধি .... কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর অধীনে দালালির ভিত্তিতে কর্ম করি।

(২) আমার জ্ঞানের অধীন ছিল না যে শ্রীমতী .... বিবিধ মামলা নং .... দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১২৫ ধারার বিধানে দায়ের করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ উপরোক্ত মামলায় আমার বিরুদ্ধে ভরণপোষণের একতরফা আদেশ এর আদায়ের জন্য ক্রোকী পরোয়ানা জারী করিবার জন্য পুলিশ আমার পিতার গৃহে আসিয়া ডাকিলে আমি মামলাটির বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম।

(৪) ঐ শ্রীমতী .... (দরখাস্তকারী) এর সহিত চক্রান্ত করিয়া ডাকবিভাগ সম্বন্ধীয় পেয়াদা এবং পরোয়ানা জারী করার ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিবেদন উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এই মর্মে যে বিজ্ঞপ্তি এবং রেজেষ্ট্রীকৃত পত্রাদিগুলি আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঐ প্রাসঙ্গিক সময়ে আমি কোম্পানীর চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক/বস্তুগুলির উন্নীত করিবার জন্য পাটনায় ছিলাম।

অনুচ্ছেদের ১, ২নং এর উক্তিগুলি এবং ৪নং অনুচ্ছেদের শেষ উক্তিটি আমার জ্ঞানমতে সত্য সেক্ষেত্রে ৪নং অনুচ্ছেদের প্রথম অংশটি আমার দখলীকৃত দস্তাবেজগুলির উপর ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

টিপ্পনী ঃ বক্রীর জন্য ৪নং নমুনা দেখুন।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৩৩ ধারায় কার্যাবলীর ক্ষেত্রে পক্ষের দ্বারা শপথকৃত হলফনামা

আদালত .... স্থান

বিবিধ মামলা নং ....

অথবা

জিলার লেখ্য প্রমাণক এব সম্মুখে .... স্থান

হলফনামা

আমি, শ্রী/শ্রীমতী .... ইত্যাদি .... এতদ্দারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি :

(১) ঐ আমি .... রাস্তার পার্শ্বস্থ . . .. আমার নিজস্ব জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করিতেছি/নির্মাণ করিয়াছি কিন্তু আমি রাজপথের কোন অংশে অনধিকার প্রবেশ করি নাই অথবা ঐ রাস্তা ব্যবহাবকারী কোন যাতায়াতকারীর বাধার কারণ সৃষ্টি কবি নাই।

(২) ঐ নির্মিত প্রাচীরের উত্তর কোনটি জনগণেব নিরাপত্তার জন্য রাস্তার ১/২ ইঞ্চি অনধিকারভাবে স্থানটি দখল হইতে পারিত এবং সেই অনধিকারিত্ব জনগনের বাস্তার প্রশ্নাধীন বেআইনী বাধাস্বরূপ হইত না যাহা প্রাচীরের উত্তর পূর্ব প্রান্তের ২০ ফুট অধিক প্রশস্ত।

উপরোক্ত উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

টিপ্পনী : বক্রীর জন্য ৪নং নমুনা দেখুন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১০ ধারার বিধানে স্থানীয় পরিদর্শনের জন্য দরখাস্তের সমর্থিত হলফনামা

দায়রা বিচারক .... স্থান .... আদালত

অথবা

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং

হলফনামা

আমি, শ্রী .... ইত্যাদি .... এতদ্বাবা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি :

(১) ঐ আমি আসামী .... পিতা এবং ঐ তারিখে আদালতে যোগদান করিয়াছিলাম যেদিন সাক্ষীদের দায়রা বিচার নং ... ./অভিযোগ মামলা নং ..../জি আর মামলা নম্বরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং আমি শিক্ষিত আদালত সম্মুখে তাঁহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য শুনিয়াছিলাম।

(২) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১, ৩, ৪ এবং ৫নং সাক্ষীগণ তাঁহাদের সাক্ষ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ঘটনার স্থান তাঁহাদের গৃহগুলি হইতে দৃশ্যমান হইতে পারে/হইতে পারিত কিন্তু অভিযোগের ঘটনার স্থান স্বস্ব সাক্ষীদের কোন গৃহ হইতেই আদৌ দৃশ্যমান নহে এবং একটি স্থানীয় পরিদর্শন হইলে সত্যের উন্মোচন ঘটাইবে।

পূর্ববর্তী দুইটি অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

টিপ্পনী ঃ বক্রীর জন্য ৪নং নমুনা দেখুন।

নং ৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে সাক্ষীদের উক্তির নথীভুক্ত করিবার দরখাস্তে সমর্থিত হলফনামা

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

থানা মামলা নং .... তারিখ .... ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০২ ধারার অন্তর্ভুক্ত

হলফনামা

আমারা .... পিতা .... বয়স আন্দাজ .... বৎসর এবং .... পিতা বয়স আন্দাজ .... উভয়ই বাসিন্দা .... এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ .... তারিখে জনৈক .... কে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণ .... স্থানে হত্যা করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তি জ্ঞানমতে সত্য।

(২) ঐ .... তারিখে পুলিশ আমাদের স্বস্ব গৃহে আসিয়াছিল এবং ঐ .... হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিল এবং আমাদের বলিয়াছিল যে ঘটনায় সাক্ষী হইবার জন্য .... কার্যত অভিযোগকারী আমাদের নাম দিয়াছিলেন। আমাদের উক্তি আমাদের জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ আমরা পুলিশকে বলিয়াছিলাম যে আমাদের নিকট কিছুই দৃশ্যমান হয় নাই এবং আমরা দুষ্কৃতকারীদের বিষয় কিছু শুনিতে পাই নাই কিন্তু পুলিশ আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আমরা ঐ কার্যত অভিযোগকারীকে সমর্থন করিলে তাহারা আমাদের গ্রেপ্তার করিবে। আমাদের এই উক্তি জ্ঞানমতে সত্য।

(৪) ঐ .... ব্যক্তির হত্যার বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না এবং আমরা আসামী .... কে সন্দেহও করি না। এই উক্তি আমাদের জ্ঞান মতে সত্য।

১. ....

(১ম ঘোষকের সহি)

২. ....

(২য় ঘোষকের সহি)

উভয় ঘোষকই আমার জ্ঞাত

....

(সনাক্তকারী/আইনজীবির মুহুরী

রেজিস্ট্রেশন নং .... সহ সহি)

ঘোষকদের নির্দেশমত আমার কার্যালয়ে গঠিত যাঁহারা পঠনের পরে/হলফনামার সূচীপত্র তাঁহাদের পাঠ করাইবার পরে এবং তাঁহাদের ভাষায় ব্যাখ্যাব পরে উহা স্বীকৃত হইয়াছে যে তাঁহাদের নির্দেশমত সঠিকভাবে খসড়াকৃত হইয়াছে।

....

(আইনজীবির সহি)

তারিখ ....

নং ৯ — আদালতে পূর্ববর্তী সাক্ষের সঙ্কোচন ঘটাইয়া সাক্ষীর হলফনামা

আদালত ... . স্থান

মামলা নং .... সাল

হলফনামা

আমি, শ্রী .... ইত্যাদি .... এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ .. .. তারিখে গেপ্তারের এবং পুলিশের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ মামলায় মিথ্যাভাবে লিপ্ত করিবার ভীতি প্রদর্শনে আমি সাক্ষ্য দিয়াছিলাম এই মর্মে যে আসামী .. .. প্রহার করিয়াছিে . ... একটি তরবারির সাহাযে কিন্তু বস্তুতঃ আমি কিছুই দেখি নাই এবং আমি ঐ অভিযোগের সাক্ষীর বিষয় কিছুই জানি না।

(২) আদালতে আমার সাক্ষ্যের দুই দিন পূর্বে অর্থাৎ ঐ .... তাবিখে পুলিশ আমার পুত্র .... কে লইয়া গিয়াছিল এবং কোন মামলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে থানায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল এবং আমি ঐ তথ্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষদের রেজেষ্ট্রীপত্র মারফত স্বীকৃতি সহ দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম কিন্তু ঐ স্বীকৃতি কার্ডগুলি আমার নিকট এখনও পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই।

(৩) ঐ সত্য উন্মোচনের জন্য আমার নিজের বিবেকের দ্বারা বশীভূত হইয়া আমি আদালতে আসিয়াছি যাহাতে একজন নির্দোষী ব্যক্তির যাঁহার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয় নাই, শাস্তি পাওয়া উচিত নয়।

(৪) ঐ আমি পুনরায় সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং উপরোক্ত সত্য উম্মোচন করিতে প্রস্তুত আছি।

১নং হইতে ৪নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

টিপ্পনী ঃ বক্রী ৪নং নমুনার মত একই হইবে।

নং ১০ — পুলিশের বিরুদ্ধে বেআইনী গ্রেপ্তার এবং তাঁহাদের আটক করিয়া রাখিবার জন্য অভিযোগের সমর্থিত হলফনামা

প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট .. .. এর আদালত

অথবা

প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর .... স্থানে আদালত

অথবা

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

অথবা

মহকুমা কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

বিবিধ মামলা নং ....

হলফনামা

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৯৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত)

আমি শ্রী/শ্রীমতী ....পুত্র/স্ত্রী/কন্যা .... শ্রী/স্বর্গীয় .... বয়স আন্দাজ বৎসর .... ঠিকানা .... হিন্দু/মুসলমান/খ্রীশ্চান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী .... পেশা এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক/২য় আধিকারিক/৩য় আধিকারিক .... তারিখে মধ্যরাত্রে আমার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং জোরপূর্বক আমার পুত্র/স্বামী/ভ্রাতা/ভাগিনেয়কে জীপ গাড়িতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

(২) ঐ আমি .... লইয়া যাইবার পরে ঐ থানাতে ঐ রাত্রেই এক ঘণ্টা ছিলাম এবং তাঁহাকে হাজতে দেখিয়াছিলাম কিন্তু পুলিশ তাঁহার সহিত কথা বলিবার আমাকে অনুমতি দেন নাই এবং তাঁহারা কি কারণে তাহাকে হাজতে রাখিয়াছেন সে কথাও বলেন নাই। তাঁহারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহাকে সকালেই মুক্ত করিয়া দিবেন।

(৩) ঐ .... তারিখে আমি আমাদের স্থানীয় দুইজন ভদ্রলোক সমেত থানায় গিয়াছিলাম এবং ঐ .... কে হাজতে দেখিলাম। পুলিশ তাহাকে আদালতে প্রেরণ করে নাই।

(৪) ঐ আমি .... তারিখে থানাতে বহুবার পরিদর্শন করিয়াছিলাম কিন্তু পুলিশ তাহাকে মুক্ত করে নাই।

(৫) ঐ অদ্য বেলা ২ ঘটিকার সময়ও পুলিশ ঐ .... কে আদালতে প্রেরণ করে নাই যদিও ২৪ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং থানার দূরত্ব আদালত হইতে ৫ মাইল।

(৬) ঐ আমি পুলিশের দ্বারা বেআইনী গ্রেপ্তার এবং .... আটকের জন্য পুলিশ বিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষেব নিকট লিখিতভাবে জানাইয়াছি।

টিপ্পনী ঃ বক্রী ৪নং নমুনার মত হইবে।

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৮ ধারার বিধানে স্থানান্তরকরণের দরখাস্তে সমর্থিত হলফনামা

দায়রা বিচারক ... . স্থান .. . . আদালত

হলফনামা

(দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৯৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত)

আমি, শ্রী ... . পিতা ... . ঠিকানা .... বয়স আন্দাজ .... বৎসর, হিন্দু/মুসলমান ধর্মাবলম্বী, ... পেশা এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ আমি অভিযোগেব মামলা নং ... . সাল/জি আর মামলা নং . ... সাল শ্রী . . . . . . আদালতে .... স্থানে চলাকালীন ক্ষেত্রে একজন আসামী হইতেছি।

(২) ঐ .... ১৯৯৬ . ... তারিখটি উপরোক্ত মামলায় অধিক সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু অকস্মাৎ পাকাশয় প্রদাহে আক্রান্ত হওয়ার জন্য আমি আদালতে যোগদান কবিতে পারি নাই কিন্তু আমার ভ্রাতা শ্রী .... মারফত একটি চিকিৎসা প্রমাণপত্র আমার আইনজীবি শ্রী ... ... নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম যাহাব দ্বারা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে আমার অনুপস্থিতিতে তিনি যেন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(৩) ঐ উপরোক্ত শিক্ষিত আইনজীবি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ ধারায় একটি দরখাস্ত দাখেল করিয়াছিলেন একটি প্রার্থনা সহ যাহাতে বিচারটির আমার অনুপস্থিতিতেও অগ্রগতি হয় এবং তিনি আমার প্রদত্ত চিকিৎসা প্রমাণ পত্রটি দায়ের করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট/উপরোক্ত বিচারক আমার অনুপস্থিতিতে বিচারটির অগ্রগতি করিতে দেন নাই এবং আমার বিষয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়া .... তারিখ জারীর জন্য এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তারিখে আমি আদালতে হাসপাতাল প্রদত্ত কার্য্যমুক্তির প্রমাণপত্রসহ সমর্পণ করিয়াছিলাম এবং জামিনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট/বিচারক আমাকে জামিন মঞ্জুর করেন নাই এবং উন্মুক্ত আদালতে বলিয়াছিলেন যে "আপনি যখন অভিযোগকারী/মৃতকে প্রহার করিয়াছেন আপনার জানা উচিত যে প্রতি শুনানীর দিনেই আপনাকে আদালতে হাজির হইতে হইবে এবং চূড়ান্তভাবে শাস্তি পাইতে হইবে।"

(৫) ঐ আমি .... তারিখে শিক্ষিত দায়রা বিচারক কর্তৃক জামিনে অব্যাহতি পাইয়াছিলাম।

(৬) ঐ যেভাবে আমার সহিত ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট/বিচারক আমার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে আমার ভীতিব আশঙ্কা হইয়াছিল যে আমি উপরোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট/বিচারকের নিকট নিরপেক্ষ বিচাব এবং সুবিচার পাইব না।

১ হইতে ২নং এর অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

৩নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমাব ভ্রাতা .... নিকট হইতে গৃহীত এবং ঐ শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট/বিচারক এর আদালতে চলাকালীন মামলার আদেশগুলিব প্রমাণিত প্রতিলিপির সমাচার মতে সত্য। ৪ এবং ৫নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য সেক্ষেত্রে ৬নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার বিশ্বাস মতে সত্য।

....

(ঘোষকের সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

....

(আইনজীবির মুহুরীর রেজিষ্ট্রশন নং

.... সমেত সহি)

আমার কার্যালয়ে আমার মক্কেল শ্রী .... নির্দেশ অনুসারে গঠিত যিনি পাঠ করিবার পরে/হলফনামার সূচীপত্র তাঁহাকে পাঠ করাইবার পরে এবং তাঁহার ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দিবার পর স্বীকার করিয়াছেন যে উহা সঠিকভাবে খসড়াকৃত হইয়াছে।

....

(আইনজীবির সহি)

তারিখ ....

নং ১২ — বিশেষ পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে জামিনের দরখাস্তে সমর্থিত হলফনামা

প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট .... স্থানের আদালত

অথবা

প্রধান নগর দায়রা বিচারক .... . . স্থানের আদালত

অথবা

দায়রা বিচারক .... স্থানের আদালত

অথবা

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট . ... .. এর আদালত

হলফনামা

.... মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৯৬ ধারার অন্তর্ভুক্ত

আমি, শ্রী/শ্রীমতী পুত্র/স্ত্রী/কন্যা ... .. বয়স আন্দাজ .... বৎসর, হিন্দু/মুসলমান/খ্রীশ্চান, ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী এবং .... পেশা এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি :

(১) ঐ আমি উপরোক্ত মামলায় কার্যতঃ অভিযোগকারী যে মামলাটিতে .... তারিখে আমার নাবালিকা কন্যাকে আসামী . . অপহরণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়াছি।

(২) ঐ ... ... তারিখে পুলিশ আমার কন্যাকে উদ্ধার করিবার পরে আমার এবং আসামীর পিতামাতার মধ্যে একটি মীমাংসা সাধিত হয় এবং আমি ঐ আসামীকে জামাতারূপে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলাম এবং আমি আমার কন্যার সহিত আসামীর আমাদের প্রথা অনুযায়ী এবং সামাজিক ধর্মীয় আচার পালন করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিব এবং সেইজন্য বর্তমানে আসামীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই এবং জামিনে আসামী অব্যাহতি পাইলে আমি মনে কিছু করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সাক্ষ্য আবিস্কার

[Discovery of Evidence]

নং ১ — সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারায় বিচারকালীন সময়ে প্রকাশ্য উক্তির গ্রাহ্যতার ক্ষেত্রে আপত্তির দরখাস্ত

আদালত .... স্থান ....

মামলা নং .... সাল .... দায়রা বিচার নং ....

সাল ....

.... আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ যেক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত তালিকা সাক্ষীদের ইতিমধ্যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; ফৌজদারী মামলার সহকারী সরকারী উকিল আসামীর অভিপ্রেত প্রদত্ত উক্তিগুলি পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্তকারীক আধিকারিকের দ্বারা তাহা নথীভুক্ত হইয়াছিল যদিও তদন্ত আধিকারিক বিচারের নিকৃষ্ট শেষভাগে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিক দ্বারা নথীভুক্ত উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশের নকল সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার বিধানকে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রতিরক্ষা পক্ষকে প্রদান করেন নাই।

(২) ঐ প্রকাশ্য সাক্ষ্য পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত বিচারে পরিচিত হইবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিরক্ষা পক্ষের ক্ষতিসাধন হইবে।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে বিচারের এই পর্যায়ে প্রকাশ্য সাক্ষ্যের পরিচিতির জন্য ফৌজদারী মামলার সহকারী সরকারী উকিলকে অনুমতি প্রদান করিবেন না।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — তদন্ত আধিকারিক কর্তৃক প্রকাশ্য উক্তির বিচারে সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে পরিচিতি ঘটাইবার বিরুদ্ধে আপত্তি

.... আদালত

মামলা নং .... / বিচার নং ....

আসামীর .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ তদন্ত আধিকারিক দ্বারা নথীভুক্ত প্রকাশ্য উক্তিতে আসামীর সহি অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাপের অভাব রহিয়াছে। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬২ ধারায়, সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ্য উক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সহি গ্রহণে বাধাস্বরূপ না থাকা সত্ত্বেও, উহাতে বাজেয়াপ্ত তালিকা সাক্ষীদের সহি নাই। ইহা প্রতিপক্ষের দ্বারা তদন্ত আধিকারিকের কূট পরীক্ষাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) ঐ প্রকাশ্য সাক্ষীর এই প্রকার স্বীকৃতি প্রতিরক্ষার ক্ষতিসাধন করিবে।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তদন্তকারিক আধিকারিক প্রদত্ত প্রকাশ্য সাক্ষ্যের উক্তি বিলুপ্ত করিবেন।

এবং আপনাব দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার গঠিত বাজেয়াপ্ত তালিকার খোলসার গ্রাহ্যের ক্ষেত্রে আপত্তি

.... আদালত .... স্থান

মামলা নং .... সাল... ....

দায়রা বিচার নং ... . সাল ....

প্রকাশ্য উক্তি সমন্বিত বাজেয়াপ্ত খোলসার গ্রাহ্যতাব আপত্তি।

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক

(১) ঐ .... তারিখের বাজেয়াপ্ত খোলসা যাহা ফৌজদারী পক্ষের সহসরকারী উকিল ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীর . ... মারফত পরিচিতি ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু উহাতে আসামীব অভিপ্রেত অভিযোগের উক্তিগুলি এই মর্মে যে আসামী তরবারি প্রদর্শন করিবেন যাহার দ্বারা তিনি ... . তারিখে রাত্রে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে / আক্রান্তকারীকে এবং মৃত ব্যক্তিকে প্রহার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সাক্ষ্যে গ্রাহ্য হইবে না কারণ যে তথ্যের ভিত্তিতে আসামী আক্রান্তকারীকে প্রহার করিয়াছিলেন তাহা আসামী প্রদত্ত সমাচারের পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কৃত হয় নাই এমনকি ঐ বর্ণনাটি যদিও গ্রহণ না কবিয়া বিতর্কের জন্য বলা যায় যে, আসামী আক্রন্তকারীকে প্রহার কবিয়াছিলেন।

(২) ঐ বাজেয়াপ্ত খোলসা তৎক্ষণাৎ আদালত সংক্রান্তে তদন্তকারীক আধিকারিকের দ্বারা প্রেরিত হয় নাই; মহকুমার শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ... . আদালতের শীলমোহর এবং ঐ বাজেয়াপ্ত খোলসাব সহি হইতে ইহা প্রদর্শিত হইবে যে ইহা কেবলমাত্র ঐ .... তারিখে অভিযোগের বাজেয়াপ্তর এক মাস পরে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে .... তারিখের বাজেয়াপ্ত খোলসার উক্তির অংশে যে স্থানে উক্ত হইয়াছে যে আসামী .... তারিখের রাত্রে আক্রান্তকারী / মৃতকে প্রহার করিয়াছিলেন যাহা সাক্ষ্য আইনের ২৫ ধারাকে লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা মঞ্জুর করিবেন না।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — বিচারের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে তদন্ত আধিকারিক মারফত আসামীর আবিষ্কৃত তথ্যের পরিচিতি ঘটাইবার জন্য অভিযোগকারীর প্রচেষ্টা, আসামীর আপত্তি

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত, দায়রা বিচার নং ৫৮/১৯৮৯ (রাজ্য বনাম মোনা পাখিরা এবং ১১*জন সহ)

সহজদাহ্য বস্তু আইনের ৩ এবং ৫ ধারার বিধানের, অস্ত্র আইনের ২৫ এবং ২৭ বিধানের, ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৯৭/৪১২ ধারার বিধানে, এবং দায়রা বিচারের ৫৮/১৯৮৯ মামলায় সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অন্তর্ভুক্ত তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা নথীভুক্ত আবিষ্কৃত উক্তিগুলির পরিচিতির ক্ষেত্রে আসামীর আপত্তি।

শ্রী .... দ্বারা প্রতিনিধিত্বের আসামী মোন পাখিরা, মহাদেব মহাকাল, অশোক সাঁতরা, বৈদ্যনাথ পাত্র, তারাপদ দাস এবং শ্রীমন্ত দাসের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ মুখ্য পরীক্ষাতে শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকার উকীল চূড়ান্ত পর্য্যায়ে সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার বিধানকে আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রী .... তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত আসামী ব্যক্তিদের অভিযোগের উক্তিগুলির পরিচিতি ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যেক্ষেত্রে ঐ সকল উক্তির কোন নকল আসামী অথবা তাঁহার আইনজীবীকে প্রদান করা হয় নাই।

(২) ঐ ফৌজদারী পক্ষের সরকারী উকিল উপরোক্ত আসামী দরখাস্তকারীদের এবং অন্যান্য সহ আসামী ব্যক্তিদের নিকট হইতে এই মামলার আলামত বাজেয়াপ্ত প্রমাণ করিবার জন্য বাজেয়াপ্ত তালিকা সাক্ষীদের অর্থাৎ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪, ৯, ১০, ১২, ১৪ (জনতা সাক্ষীদের) এবং ফৌজদারী বাদীপক্ষের ১৮, ১৯, ২০, ২১ (পুলিশ আধিকারিকরা) দের পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের কেহই আসামীদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপর গোপনীয়ভাবে কিছুই বলেন নাই যাহা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬২ ধারার বিধানমতে বাধাস্বরূপ নহে।

(৩) ঐ অভিযোগের পরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৭৩ ধারার বিধানে আসামীকে প্রদত্ত নকলগুলি, অপহৃত বস্তুগুলির আবিষ্কারের কোন তথ্য আসামীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করে না।

(৪) ঐ দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিক কর্তৃক নথীভুক্ত অভিযোগের উক্তির নকলগুলি আসামী ব্যক্তিদের প্রদান না করিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের যেমন ফৌজদারী বাদী পক্ষেব সাক্ষীদের যেমন ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১ দের পবীক্ষার পরে আসামী ব্যক্তিদের ক্ষতি সাধনার্থে ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যের পরিচিতির জন্য শিক্ষিত অতিরিক্ত ফৌজদারী সরকারী উকীলকে অনুমতি প্রদান করিলে আসামী ব্যক্তিরা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে শিক্ষিত সবকারী উকীলকে বিচারের শেষ পর্যায়ে বেআইনীভাবে আসামী ব্যক্তিদের অভিযোগের আবিষ্কৃত তথ্যগুলির পরিচিতি প্রদানের প্রয়াস হইতে বিরত রাখা হউক।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারীবা, ইত্যাদি ....

নং ৫ — সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার বিধানে আসামীর আবিষ্কৃত তথ্যের গ্রাহ্যতার ক্ষেত্রে আপত্তি প্রদান করিলে ফৌজদারী সরকারী উকীলের বিচার চালনার জন্য দরখাস্ত

.... অতিরি-- দায়রা বিচারক এব আদালত দায়রা বিচার নং ৫৮/১৯৮৯

তদন্তকারীক আধিকারিক মারফত আসামীব আবিষ্কৃত তথ্যের গ্রাহ্যতার প্রশ্নে আপত্তি

ফৌজদাবী অতিরিক্ত সবকাবী উকীল মাবফত রাজ্যের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ যেক্ষেত্রে ফৌজদারী বাদী পক্ষের প্রস্তাবের দ্বাবায় নির্ভরকীত সকল প্রাসঙ্গিক কাগজগুলি এবং সাক্ষীদের উক্তির নকলগুলি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৭৩ ধারার বিধানে সকল আসামীদের প্রদান করা হইয়াছিল এবং আসামী ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের আইনজীবিরাও কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং আসামীদের উক্তিগুলির প্রাসঙ্গিক অংশের নকলগুলির জন্য দাবীও করেন নাই যেহেতু বাজেয়াপ্ত তালিকাগুলির নকলগুলিতে (প্রদর্শিত বস্তু নং .. . .) সুস্পষ্টরূপে উক্ত ছিল যে আলামতগুলি স্ব স্ব আসামী ব্যক্তিদের তরফ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল যদিও ইহা সত্য যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৭ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিক শ্রী .... এর দ্বারা নথীভুক্ত আসামীর উক্তিগুলির প্রাসঙ্গিক অংশের নকলগুলি আসামীকে প্রদান করা হয় নাই।

(২) ঐ জনতা সাক্ষীদের কেহই, যেমন সাক্ষী ৮, ৯, ১০, ১২ এবং ১৪ কেহই ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা সমর্থন করেন নাই এবং সেইহেতু রাজ্য সরকারের দ্বারা তাঁহারা বিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সকল সাক্ষীদের বহু সময় ধরিয়া কূট পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং প্রতিরক্ষার সমর্থনে বহু তথ্য এবা পারিপার্শ্বিকতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু যদিও প্রতিরক্ষা পক্ষ পূর্ব হইতেই বাজেয়াপ্ত তালিকার নকলগুলি (প্রদর্শিত বস্তুগুলি ....) লইয়া সজ্জিত ছিলেন, আসামী ব্যক্তিগণ ঐ সকল সাক্ষীদের আবিষ্কৃত এবং তাঁহাদের তরফে আলামত বাজেয়াপ্ত করণের ব্যাপারে পুনঃপরীক্ষা করেন নাই যাহা তদন্ত আধিকারিকের বাজেয়াপ্ত তালিকার শেষপ্রান্তে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হইয়াছে এই মর্মে যে "এই আলামত আসামীর পূর্ববর্তী স্বীকৃতিতে প্রদর্শনের ভিত্তিতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেইহেতু অনিষ্টের প্রশ্নটি প্রশ্নবহির্ভূত।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত আসামীর প্রদত্ত আবিষ্কৃত তথ্যের প্রাসঙ্গিক অংশগুলির পরিচয় ঘটাইবার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে।

এবং রাজ্য সরকার কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

তারিখ ১৪.৩.১৯৯৬

বাজ্যসরকার মারফৎ ....

(ফৌজদারী সরকারী উকীলের সহি)

নং ৬ — আবিষ্কৃত সাক্ষ্যের পরিচয় করাইবার জন্য আবিষ্কৃত তথ্যের নকলগুলি আসামীকে প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের স্থগিতের জন্য দরখাস্ত

.... অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালত

দায়রা বিচার নং ৫৮/১৯৮৯ (রাজ্য সরকার বনাম মোনা পাখিরা এবং অন্যান্যরা)

রাজ্য .... স্থগিতের দরখাস্ত

ফৌজদারী সরকারী উকীল মারফত রাজ্যের দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী মোনা পাখিরার দায়েরকৃত আপত্তির দরখাস্ত এবং রাজ্যের দায়েরকৃত পালটা দরখাস্ত শুনানীর পরে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে রাজ্যকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা নথীভুক্ত আসামীর উক্তিগুলির প্রাসঙ্গিক অংশগুলির নকল প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন

কিন্তু এখন সময় ৩.৩০ মিনিট এবং এই পর্যন্ত অদ্য ১২ জন আসামী ব্যক্তিদের প্রত্যেককে নকল প্রদান করা সম্ভব নহে।

(২) ঐ অভিযোগের মামলার ক্ষতিসাধন হইবে যদি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে আসামীর উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশগুলি মামলায় প্রদর্শিত হয়।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২২নং সাক্ষী শ্রী .... (তদন্ত আধিকারিক) এর পরীক্ষা স্থগিত করিবেন এবং আসামী ব্যক্তিদের নকলগুলি প্রদানের জন্য এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২২নং সাক্ষীর অধিক পরীক্ষার জন্য অপর একটি দিন নির্দিষ্ট করিবেন।

এবং রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

১৪.৩.৯৬

সহকারী ফৌজদারী সরকারী উকীল মারফত রাজ্য

....

(সহকারী ফৌজদারী সরকারী উকীলের সহি)

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত উক্তিগুলির নকল প্রদান করিবার পরে আসামীর আবিষ্কৃত উক্তির গ্রাহ্যতার ক্ষেত্রে আপত্তি

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং ৫৮/৮৯ (রাজ্য বনাম মোনা পাখিরা এবং ১১জন সহ)

রাজ্য কর্তৃক নকলগুলি প্রাপ্ত হইবার পরে আসামীর আবিষ্কৃত তথ্যগুলির গ্রাহ্যতার ক্ষেত্রে আপত্তি

আসামী মোনা পাখিরা এবং অপর ৬ জনের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ গত ১৪.৩.১৯৯৬ তারিখে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে আসামীর দ্বারা উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশের প্রেরণ ব্যতীত আবিষ্কৃত তথ্যের গ্রাহ্যতার আপত্তি দরখাস্ত এবং রাজ্যের দ্বারা দায়েরকৃত পুনঃআপত্তি শুনিবার পরে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে মামলাটি স্থগিত করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২২নং সাক্ষী শ্রী .... মুখ্য পরীক্ষা অদ্য নির্দিষ্ট তারিখ যেমন ১১.৬.৯৬ (তারিখ) স্থগিতের জন্য দরখাস্ত ভিত্তিতে ঐ তদন্তআধিকারিকের অধিক সাক্ষ্যের দিন নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ফৌজদারী সহকারী সরকারী উকীলকে তদন্ত আধিকারিক দ্বারা নথীভুক্ত আসামীর আবিষ্কৃত তথ্যের প্রাসঙ্গিক অংশগুলির নকল

প্রদান ঐ তদন্ত আধিকারিকের পরীক্ষার পুর্নগ্রহণ করিবার পূর্বে ৭ দিনের মধ্যে করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

(২) ঐ শিক্ষিত সহকাবী ফৌজদারী উকীল কেবলমাত্র দুই দিন পূর্বে সাড়ে ৪ ঘটিকায়, তদন্তকালীন সময়ে ভদন্তআধিকারিকের নিকট আসামীর উপর অভিযোগের সম্পূর্ণ উক্তিগুলির অনুরূপ নকল প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাসঙ্গিক অংশগুলির ব্যাখ্যা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন যাহা সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারায় গ্রাহ্যনীয়, এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে ১৪.৩.১৯৯৬ তারিখের ৫৫নং আদেশে পূর্বউল্লিখিত আপত্তি এবং পালটা আপত্তিতে আপনার মহানুভবের মন্তব্যে আপনার মহানুভব সঠিকভাবে বিচার করিয়াছিলেন যে যেহেতু তদন্ত আধিকারিকের উক্তিগুলি আসামীর দোষ স্বীকার সম্বন্ধীয় উক্তি এবং খোলসার উপর আসামীর সহি এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ অগ্রাহ্যনীয় এবং তাঁহাদের উপস্থিতিতে তদন্ত আধিকারিক কোন আবিষ্কৃত উক্তি গঠন করিয়াছেন এই অনুমানের ভিত্তিতে আসামীদের নিজের ঝুঁকিতে সাক্ষীদের কূট পরীক্ষা করা কর্তব্য ছিল না এবং সেইহেতু এই পর্য্যায়ে আবিষ্কৃত উক্তির প্রশ্নে এমনকি বিরোধী সাক্ষীদেরও কূট না করিতে পারার ব্যর্থতার জন্য কোন বিরূপ ধারনা আসামীর বিরুদ্ধে করা যাইতে পারিত না এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬১ ধারার বিধানে আসামীর কোন উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশগুলি থাকিলে তাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষের প্রদান করা কর্তব্য ছিল এবং ঐ ধরনের উক্তিগুলি পূর্বে নথীভুক্ত হইয়াছিল কিনা এবং ঐ ধরনের উক্তি কিছু থাকিলে তাহা ফৌজদারী বাদী পক্ষকে পরবর্তীকালে অগ্রগামী করার জন্য আসামীর ঝুঁকিতে পরবর্তীকালে গঠিত হইয়াছিল কিনা তাহা আসামীর জ্ঞাতব্য ইহা অনুমান করা যাইবে না।

(৩) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষ ২২নং সাক্ষী শ্রী .... দ্বারা নথীভুক্ত আসামী দরখাস্তকারীদের প্রত্যেকটি অভিযোগের উক্তির বর্ণনা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করে যে ঐ উক্তি সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার বিধান মতে একটি আবিষ্কৃত উক্তি নহে এবং উহা তদন্তের ফলস্বরূপ হইয়াছে কারণ প্রত্যেকটি অভিযোগের উক্তিগুলি আরম্ভ হইয়াছে এই বাক্য সমেত "আপনার প্রশ্নে আমি উত্তর দিতেছি যে আমি .... ঐ তারিখে .... সঙ্গে লইয়া ডাকাতি করিয়াছিলাম এবং .... তারিখে আপনি স্বর্ণালঙ্কার, অর্থ এবং অন্যান্য বস্তুগুলি আমার দ্বারা আপনাকে এবং আপনার সহিত যে সকল পুলিশ আধিকারিক আপনার সঙ্গে ছিলেন তাঁহাদের সাক্ষীদের সম্মুখে প্রদর্শন করাইবার ফলে উদ্ধার করিয়াছিলেন" এবং এই সকল উক্তিগুলি নিদর্শ অনুযায়ী হয় নাই এই মর্মে যে "................ তারিখে আমি অলঙ্কাব, অর্থ এবং অন্যান্য বস্তুগুলি নির্দিষ্ট স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলাম এবং আমি ঐ সকল বস্তু যে স্থানে রাখিয়াছিলাম তাহা আপনাকে প্রদর্শন করিব। ইহার পরিবর্তে ঐ সকল উক্তিগুলি দোষ স্বীকারোক্তি হইয়াছে যাহা সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারার লঙ্ঘনকারী

এবং সেইহেতু ঐগুলি গ্রাহ্যনীয় নহে এবং তদনুসারে আসামী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অভিযোগের উক্তির একটি রেখাও সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা মতে ব্যবহারযোগ্য নহে।

(৪) ঐ উপরোক্ত তথ্য এবং আইনের অবস্থান এতদ্ভিন্ন দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত আসামী ব্যক্তিদের অভিযোগের উক্তিগুলির কোনটিতেই কোন আসামী ব্যক্তির সহি অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ অথবা সাক্ষীদের সহি নাই যদিও দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬২ (২) ধারার বিধানে আবিষ্কৃত উক্তির ক্ষেত্রে আসামী ব্যক্তিদের এবং সাক্ষীদের সাইগুলি গ্রাহ্যনীয়।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার উদ্দেশ্যে এবং/অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিক শ্রী .. .. ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২২নং সাক্ষীর প্রদত্ত আসামী ব্যক্তিদের উক্তির কোন অংশ রাজ্যকে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন না।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারীবা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা বত থাকিবেন।

....

(স্বাঃ)

....

(তারিখ)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সনাক্তকরণের পরীক্ষা

[Test Identification]

নং ১ — আসামীর সনাক্তকরণের পরীক্ষা সমারোহ প্রদর্শনের জন্য পুলিশের প্রার্থনার বিরুদ্ধে আসামীর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দরখাস্ত

আদালত .... স্থান

থানা মামলা নং .... ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত

আসামী .... (নাম) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে .... পুলিশ দরখাস্তকারীকে তাঁহার গৃহ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন যেস্থানে কিছু অপরিচিত ব্যক্তিকে লইয়া আসিয়া আসামী ব্যক্তিদের প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং আসামী ব্যক্তির ভ্রুর উপর অবস্থিত একটি আঁচিলের প্রতি পুলিশ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন।

(২) ঐ অদ্য ঐ সকল অপরিচিত ব্যক্তিরা থানায় আনীত হইলে পুলিশ তাঁহাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য পুলিশের গাড়ীতে তুলিয়াছিলেন।

অতএব, ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে আসামীর সনাক্তকরনের পরীক্ষার সমারোহর জন্য পুলিশের প্রার্থনা বাতিল করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

নং ২ — আসামীর পূর্বজ্ঞাত সাক্ষীদের দ্বারা সনাক্তকরনের জন্য পরীক্ষার বিরুদ্ধে আসামীর দরখাস্ত

আদালত .... স্থান থানা মামলা নং ....

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত

আসামী .... (নাম) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারী .... তারিখে পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে থানাতে লইয়া যাইবার পূর্বে প্রথমে তাঁহাকে অভিযোগকারীর গৃহে লইয়া যাওয়া হইয়াছিলেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী .... স্থানের ব্যক্তি হইতেছেন যাহার দূরত্ব অভিযোগকারী পক্ষের গৃহের .... দূরত্ব হইতে মাত্র দুই কিলোমিটার এবং তাঁহার গৃহের বাসিন্দারা আসামী দরখাস্তকারীর পরিচিত এবং তাঁহারা আসামী দরখাস্তকারীর মুখের এবং নামের সহিত পরিচিত কিন্তু কার্যতঃ অভিযোগকারী .... পুত্রের ... . দ্বারা প্রথম সমাচার প্রতিবেদনটি অপরিচিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছিল এবং যথেষ্ট আশ্চর্যের বিষয় এই যে পুলিশ আপনার মহানুভবের সম্মুখে আসামীকে উপস্থিত করিবার সময় প্রেরিত টিপ্পনীতে এই তথ্য প্রকাশ করেন নাই যে গৃহের প্রতিটি বাসিন্দাই আসামী দরখাস্তকারীকে জানেন; এই তথ্য সত্ত্বেও মামলার তদন্ত আধিকারিক আসামী দরখাস্তকারীর সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

(৩) ঐ আসামী দরখাস্তকারী এই দরখাস্তের সহিত আসামী দরখাস্তকারীর এবং ঐ অভিযোগকারী পক্ষের অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের হলফনামা দাখিল করিতেছেন।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক এই দরখাস্তের নকলটি .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট দরখাস্তে প্রদত্ত কথনগুলির সত্যাখ্যানের জন্য প্রেরণ করিবেন এং .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে প্রতিবেদন না আসা পর্য্যন্ত সনাক্তকরণ পরীক্ষার জন্য সমারোহ স্থগিত রাখিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া, ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহ প্রদর্শনের জন্য বিলম্ব ঘটাইবার বিরুদ্ধে আসামীর দরখাস্ত

ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

থানা মামলা নং ... . ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের

... . ধারার অন্তর্ভুক্ত

সনাক্তকরণ পরীক্ষার জন্য সমারোহ প্রদর্শনের বিলম্বে আপত্তি

আসামী দরখাস্তকারী .... (নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারী .... তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন এবং ঐ বিশেষ দিনে আপনার মহানুভবের সম্মুখে তাঁহাতে উপস্থিত করিলে মামলার তদন্ত আধিকারিক সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আপনার মহানুভব .... অধীনস্থ কারাগারে সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহ প্রদর্শনের জন্য বহু তারিখ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু প্রত্যেকটি তারিখেই তদন্তকারিক আধিকারিক বিভিন্ন কারণে সাক্ষীদের উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(২) ঐ আসামী দরখাস্তকারীকে অন্ততঃ তিনবার পুনঃপ্রেরণের উদ্দেশ্যে আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি তারিখেই তদন্তকারিক আধিকারিক কতকগুলি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আদালত কারাগারের সম্মুখে পদচারণা করিয়াছিলেন।

(৩) অদ্য তদন্তকারিক আধিকারিক সনাক্তকরণ পরীক্ষার জন্য সমারোহ প্রদর্শনের তারিখ নির্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং একটি প্রতিশ্রুতি জামিন দিয়াছিলেন এই মর্মে যে সাক্ষীরা আসামীর সনাক্তকরণের কর্মে বর্তমানে তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইবেন না। ইহা জানিয়া সন্তুষ্ট হইবার পরে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে সাক্ষীদের উপস্থিত করিতে পারিবেন।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক তদন্তকারিক আধিকারিকের প্রার্থনা বাতিল করিবেন যেহেতু ইতিমধ্যেই তাঁহাকে যথেষ্ট সময় প্রদান করা হইয়াছিল।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৪ — সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহ বাতিল করিবার জন্য আসামীর দরখাস্ত

.... থানার অন্তর্ভুক্ত .... ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং .. .. তারিখ .... আইনের ধারাগুলির অন্তর্ভুক্ত

.... আসামী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ পুলিশ আসামী দরখাস্তকারীকে .... স্থানে .... রুট নম্বর এর বাস স্থগিতের স্থানটিতে যেটি জনাকীর্ণ বাজার বসতি অঞ্চল ঐ স্থানে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং পুলিশ তাঁহাকে প্রায় দুইঘন্টা আটক করিয়া রাখিয়াছিল এবং পুলিশের দ্বারা তাঁহাকে পদব্রজে থানায় না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তি ঐ স্থানে সমবেত হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। আপনার মহানুভবের নির্দেশমত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী .... এর দ্বারা .... তারিখে সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহ প্রদর্শনের জন্য আসামী দরখাস্তকারীকে সনাক্তকরিবার জন্য সাক্ষীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে

থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং আসামী দরখাস্তকারীকে থানায় লইয়া যাইবার পরে এই মামলার তদন্ত আধিকাবিক গ্রেপ্তারের তারিখের রাত্রে দরখাস্তকারীকে অভিযোগকারীর গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইহেতু সনাক্তকবণ পরীক্ষা সমারোহ একটি প্রহসন মাত্র।

উপরোক্ত তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে দরখাস্তকারী সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহে যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহেন।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটকে .... তারিখে সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমাবোহ প্রদর্শন যাহাতে না হয় তাহার জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী : এইরূপ দরখাস্ত সওয়াল করিবার পূর্বে আদালতের অনুমতি লইয়া দরখাস্তটি পেশ করিতে হইবে।

নং ৫ — সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমারোহ প্রদর্শনে যোগদানে আসামীর অস্বীকৃতির বিষয় আদলতকে অবগত করিবার জন্য দরখাস্ত পেশ

... . স্থানের আদালত . . . . থানা মামলা নং . ...

আসামী দরখাস্তকারী . . .. (নাম)

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারী .. .. তারিখে অধীনস্থ কারাগারে সনাক্তকরণ পরীক্ষার সমাবোহ প্রদর্শন কালে সংলগ্ন দরখাস্তে বর্ণিত কাবণগুলিব ভিত্তিতে যোগদান করিবার অস্বীকৃতির জন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত আদালতকে অবগত করিতে ইচ্ছুক।

(২) ঐ উপবিবর্ণিত মামলাব নথীগুলি বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আদেশ অথবা নির্দেশ নথীভুক্ত করিবার জন্য আপপাব মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আপনার মহানুভবেব সম্মুখে নথীগুলি উপস্থিত করিবার জন্য সাধারণ নথী আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন এবং/অথবা আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ/আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

স্থান................

তারিখ ....

নং ৬ — সনাক্তকরণ পরীক্ষা সমারোহের অনিয়মিততা প্রদর্শনের জন্য আসামীর দরখাস্ত

.... আদালত .... স্থান

থানা মামলাঃ নং .... তারিখ ....

আসামীর .... (নাম) দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... স্থানে সনাক্তকরণ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(২) ঐ যদিও আসামী দরখাস্তকারীর একটি বক্র নাসিকা এবং গালে একটি আঁচিল ছিল কিন্তু উক্ত শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সমারোহ প্রদর্শনকালে ঐ পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলি গোপন করিবার জন্য পূর্ব অবলম্বিত সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই অথবা একই পার্থক্য প্রকাশক চিহ্ন সমন্বিত বিচারাধীন কয়েদীদের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে দেন নাই।

(৩) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ব্যক্তিগতভাবে ঐ পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি প্রয়োজনীয় পূর্ব অবলম্বিত সাবধানতা অবলম্বন করিবার যত্ন গ্রহণ করেন নাই।

(৪) ঐ মামলার তদন্ত আধিকারিক শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে দূরবর্তী স্থান হইতে পরিদৃষ্ট পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলির উপস্থিতির বিষয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন নাই এবং আসামী যুক্তিযুক্তভাবে ধারনা করিতে পারেন যে তদন্তকারী আধিকারিক পূর্বেই সনাক্তকরণের সাক্ষীদের ঐ চিহ্নগুলির বিষয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহা আসামী দরখাস্তকারীকে সনাক্ত করিতে তাহাদের এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগের মধ্যে সময় লাগিবে।

(৫) ঐ আসামী দরখাস্তকারী তাঁহার ব্যক্তিবিশেষের পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলি স্বয়ং দৃষ্টিগোচর করাইয়াছিলেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য, প্রয়োজনীয়তা থাকিলে, বিচারিক নথীপত্রের সহিত অনিয়মিততা সম্বন্ধে এই লিখিত উৎপীড়ন রক্ষা করিবার জন্য আদালত আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৭ — সনাক্তকরণ পরীক্ষা সমারোহের বেআইনীত্ব এবং অনিয়মিততা প্রদর্শনের জন্য আসামীর দরখাস্ত

.... আদালত

থানা মামলা নং .... (রাজ্য বনাম মোনা পাখিরা এবং অন্যান্য ১১ জন সহ)

আসামী মোনা পাখিরা, মহাদেব মহিশাল, বৈদ্যনাথ পাত্র, তারাপদ দাস, শ্রীমন্ত দাস এবং অশোক সাঁতরার বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ২৩.১২.১৯৯৬ তারিখে সকালে জমিতে দৈনিক শ্রমিকদের কর্ম পরিদর্শন করিতে গিয়া গ্রামবাসীদের কার্য্যতঃ অভিযোগকারী পক্ষ শ্রীমন্ত দাস ব্যতীত অন্যান্যদের সহিত উপরিবর্ণিত সকল আসামীদের গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন এবং .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(২) ঐ ২২.১২.১৯৯৬ তারিখে আসামী শ্রীমন্ত দাসকে বেলা ১ ঘটিকায় মামলায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বলিযা প্রদর্শন করা হইয়াছিল যেক্ষেত্রে অন্যান্য আসামীদের ২৩.১২.১৯৯৫ তারিখে গ্রেপ্তার কবা হইযাছিল এবং মামলাটি ২২.১২.১৯৯৫ তারিখে বেলা ৯ ঘটিকায় রেজেষ্ট্রীভুক্ত করা হইয়াছিল।

(৩) ঐ গ্রেপ্তাব কবা সত্ত্বেও আসামী দরখাস্তকারীদেব ২৬.১২.১৯৯৫ তাবিখের পূর্বে পুলিশ আদালতে উপস্থিত করে নাই এবং ২৪.১২.১৯৯৫ তারিখে আসামী দরখাস্তকাবীদের তবফে বেআইনী আটক কবিয়া রাখার অভিযোগে এবং অন্বেষণ অধিপত্রের প্রার্থনা জানাইযা দবখাস্ত দাখিল করা হইয়াছিল কিন্তু আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে এই ব্যাপাবটিতে লক্ষ্য বাখিয়া পুলিশেব তত্ত্বাবধায়কের নিকট হইতে একটি প্রতিবেদন চাহিয়াছিলেন কিন্তু ... ... থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকারিক ঐ ধরনের কোন গ্রেপ্তার হয় নাই বলিযা অভিযোগগুলি অস্বীকার করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ ২৬.১২.১৯৯৫ তারিখে আসামী দবখাস্তকাবীদের ঐ একই দিনে বাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল ইহা প্রদর্শন করিয়া আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং ১৫ দিনেব জন্য পুনঃপ্রেরণের প্রার্থনা ছিল।

(৫) ঐ আপনার মহানুভব ১৫ দিনেব জন্য পুনঃপ্রেবণের পার্থনায পুলিশকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ ২৩.১২.১৯৯৫ এবং ৯.১.১৯৯৬ তারিখেব মধ্যে আসামী দরখাস্তকারীদের বহুস্থানে এবং কার্য্যতঃ অভিযোগকারীর গৃহে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং ঐ গৃহের বাসিন্দাদের এবং অন্যান্য বহু সাক্ষীদের প্রদর্শন কবা হইয়াছিল।

(৭) ঐ আসামী তারাপদ দাসের পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলি আছে।

(৮) ঐ ৯.১.১৯৯৬ তারিখে তাঁহাদেব উপস্থিত করা হইলে তদন্তকারী আধিকারিক সনাক্তকরণ পরীক্ষা সমারোহ প্রদর্শনেব প্রার্থনা করিযাছিলেন এবং ৯.১.১৯৯৬ তারিখে আপনার মহানুভব আদেশের দ্বারা শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটকে সনাক্তকবণ পরীক্ষা সমারোহ প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং ঐ একই দিনে ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ২০.১.১৯৯৬ তারিখটিতে বেলা ২-৩০ মিনিটে .... অধীনস্থ কারাগারে সমারোহ প্রদর্শন করা স্থির করিয়াছিলেন এবং

তদনুসারে ঐ দিনে আসামী তারাপদ দাসের পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলির গোপনীয়তার জন্য পূর্ব অবলম্বিত সাবধানতা অবলম্বন না করিয়া এবং একই পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলি সমন্বিত বিচারাধীন কয়েদীদের সঙ্গে সম্মিলিত না করিয়া সমারোহ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(৯) ঐ কার্য্যতঃ অভিযোগকারী গৃহের বাসিন্দারা এবং কার্য্যত অভিযোগকারী স্বয়ং সকল আসামীদের দূরবর্তী স্থান হইতে এমনকি নিকটবর্তী না হইয়া এক মিনিটের ষাট ভাগের অংশের এক ভাগের মধ্যেই সনাক্ত করিয়াছিলেন।

(১০) ঐ সনাক্তকরণ পরীক্ষা সমারোহের পূর্বে আসামী তারাপদ দাসকে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টির গোচরে তাঁহার মুখমণ্ডলের পার্থক্য প্রকাশক চিহ্নগুলির উপস্থিতি আনা হইয়াছিল এবং সকল আসামী ব্যক্তিরাই শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিয়াছিলেন যে ২৩.১২.১৯৯৫ এবং ৯.১.১৯৯৬ তারিখের মধ্যে বহুবার সনাক্তকারী সাক্ষীদের দ্বারা তাঁহাদের পুলিশকে প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

এই কারণ হইতে দরখাস্তকারীদের প্রার্থনা যেঁ ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য এই দরখাস্তটি বিচারিক নথীপত্রের সহিত রক্ষিত হউক।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

মোনা পাখিরা এবং অন্যান্যগণ

....

(স্থান)

দ্বারা

....

(তারিখ)

....

(আইনজীবির সহি)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাক্ষীর জবানবন্দী

[Examination of Witness]

নং ১ — ত্রুটি হইয়া থাকিলে এবং ত্রুটির জন্য কূট পরীক্ষা না হইলে তাহা বৈপরীত্য বলিয়া মনে করিতে হইবে

. ... আদালত . . . . স্থান .. ..

মামলা নং .... সাল .. .. ' / দায়রা বিচার নং ....

সাল. . ...

আসামী .. . .. বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ তাঁহার মুখ্য পরীক্ষায় ফৌজদারী বাদী পক্ষের .. .. নং সাক্ষী একটি নূতন ঘটনার উৎপত্তি করিয়াছিলেন এই মর্মে যে "সংবাদ প্রদানের জন্য আসামীর গৃহ হইতে গুপ্তচর বহির্গত হইয়া আমাদের জানাইয়াছিলেন যে .... (আক্রান্তকারী) অপহৃত হইয়াছিলেন এবং তিনি একটি নিম্নতপশীল জাতিভুক্ত পুত্রের সহিত পলাতক হইয়াছিলেন" আদালতের চিত্তকে কলুষিত করার জন্যই এই সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল যদিও তদন্তকালীন সময়ে তদন্তকারিক আধিকারিকের দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত হইয়া এই সাক্ষীর উক্তিতে এই ধরনের কথন পরিদৃষ্ট হয় না।

(২) ঐ উপরিবর্তিত উক্তি অতিমাত্রায় অপরিহার্য এই মর্মে যে ইহা প্রধানভাবে আসামীর আচরণ প্রদর্শন করিবে যাহা সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারায় গ্রাহ্যনীয় এবং ঐ তথ্য সত্য হইলে ইহা সাক্ষীর উক্তিতে ধরা হইয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারায় নথীভুক্ত হইত এবং সেইহেতু ত্রুটি অত্যধিক অপরিহার্য্য এবং সারভূত।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিরক্ষাপক্ষকে ত্রুটির দ্বারা সাক্ষীর বৈপরীত্য ঘটাইবার অনুমতি দিবেন যাহা বিচারের স্বার্থে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬২(২) ধারার ব্যাখ্যায় অনুমোদনীয়।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২ — মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর নথীভুক্তকারী ব্যক্তিকে পরীক্ষা না করাইবার জন্য আপত্তি

.... দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

আসামী .... 'বনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষ মৃত্যুর উক্তিটিকে বিছানার মস্তকের নিদর্শন পত্র/ প্রবেশানুমতি রেজেষ্ট্রীকৃত তালিকায় / হাসপাতালের আহতদের তালিকায়, মৃতের জবানবন্দী রূপে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সাক্ষ্য আইনের ৩৫ ধারায় গ্রাহ্যনীয় সরকারী দলিল রূপে দাবী করিতেছেন কিন্তু ফৌজদারী বাদী পক্ষ ঐ দলিলে উক্তির নথীভুক্তকারী চিকিৎসককে পরীক্ষা করেন নাই।

(২) ঐ লেখক চিকিৎসককে পরীক্ষা না করিয়া ঐ উক্তিটিকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। ঐ যেহেতু প্রামান্যতা প্রশ্নাধীন রহিয়াছে — এবং সাক্ষ্যের অনুমতি প্রাপ্ততা প্রতিরক্ষাপক্ষকে প্রধানভাবে কলুষিত করিবে সেইহেতু ঐ হাসপাতালের কোন ব্যক্তির পরীক্ষা করিলে তাহা ত্রুটির বিলোপ সাধন করিবে না।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে সনাক্তকরনের জন্য প্রদর্শিত বস্তু চিহ্ন 'একস' মৃতের জবানবন্দীটিকে বিবেচনার বহির্ভূত করা হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩ — দায়রা বিচারে অন্যান্য কিছু সাক্ষী/সাক্ষীদের পূর্বে নির্দিষ্ট সাক্ষীর পুনঃপরীক্ষার স্থগিতের জন্য দরখাস্ত

.... দায়রা বিচারক এর .... আদালত

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩১ ধারার দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ প্রথম দিনে অর্থাৎ .... তারিখে সাক্ষীদের পরীক্ষার তালিকা ইহাই প্রদর্শন করে যে, ঐ তালিকা অভিযোগের কাগজে উল্লিখিত সাক্ষীদের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট হইয়াছিল কিন্তু অভিযোগের কাগজে ইহা প্রদর্শিত হয় যে অভিযোগের কাগজের প্রথম সাক্ষী যেক্ষেত্রে প্রথম দিন পরীক্ষাকৃত হইবেন, ঐ ৬নং এবং ৭নং সাক্ষী, ১নং সাক্ষীর পরীক্ষার দুইদিন পরে .... তারিখে পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্টীকৃত হইয়াছেন।

(২) ঐ ১নং সাক্ষীকে অদ্য পুনঃপরীক্ষা করা হইলে প্রতিরক্ষা পক্ষের ঐ সাক্ষীর দ্বারা প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা আছে; এবং ঐ সাক্ষী তাঁহার স্ত্রী (৬নং সাক্ষী) এবং তাঁহার পুত্র (৭নং সাক্ষী) সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিশ্চিত প্রতিরক্ষার মামলার বিষয়ে আলোচনা করিবেন এবং সেইহেতু ঐ দুইজন ব্যক্তির নিকট হইতে

সত্য আহবণ করিবাব জন্য প্রতিবক্ষাপক্ষ বিপদসঙ্কুল অবস্থায পডিবে এবং সেইহেতু উল্লিখিত দুইজন সাক্ষীদেব পবীক্ষা না কবা পর্য্যন্ত ১নং সাক্ষী অর্থাৎ ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষীব কূট পবীক্ষা স্থগিত না কবিলে প্রতিবক্ষাপক্ষ কলুষিত হইবেন।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বিচাবেব স্বার্থে অভিযোগেব কাগজে ক্রমিক নং ৬ এবং ৭ তালিকাভুক্ত দুইজন সাক্ষীব সাক্ষ্য না গ্রহণ পর্য্যন্ত ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব ১নং সাক্ষী কূট পবীক্ষা স্থগিত বাখিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকাবী, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

টিপ্পনী : মামলা অনুসাবে প্রযোজনীয অভিযোগ সহ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ২৪২(৩) ধাবাব অনুবিধি অনুসাবে একই দবখাস্ত

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৫(৩) ধারা অথবা ২৭৬(২) ধারা অনুসারে প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে সাক্ষীর সাক্ষ্য নথীভুক্ত কবার জন্য দরখাস্ত

বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট এব আদালত

মামলা নং

অথবা

দাযবা বিচাবক আদালত

দাযবা বিচাব নং

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ২৭৫(৩) ধাবা অথবা ২৭৬(২) ধাবাব (ক্ষেত্রবিশেষে)

দবখাস্ত

আসামী বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথ গ্রহণপূর্বব :

(১) ঐ ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব সাক্ষী প্রতিপক্ষেব পুনঃপবীক্ষায প্রদত্ত প্রশ্নগুলিব ক্ষেত্রে উত্তব প্রদান পবিহাব কবিতেছেন এবং তিনি তাঁহাকে প্রদত্ত প্রতিটি প্রশ্নেব প্রতিটি উত্তবেব ব্যাখ্যা প্রদানেব দ্বাবা প্রত্যক্ষ উত্তব পবিহাব কবিযাছিলেন।

এবং এইভাবে কূট পবীক্ষাব এবং বিচাবেব সমযেবও বিলম্ব ঘটাইতেছেন।

(২) ঐ সাক্ষীকে সংযত কবিবাব একটি উপায কেবলমাত্র বহিযাছে এই মর্মে যে দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতাব ২৭৫(৩) ধাবায (দাযবা মামলায) তাঁহাব সাক্ষ্য প্রশ্ন এবং উত্তবেব নিদর্শে নথীভুক্ত কবা।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ফৌজদারী বাদী পক্ষ .... সাক্ষ্য বিচারের স্বার্থে প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে নথীভুক্ত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮০ ধারায় সাক্ষীর আচরণ নথীভুক্ত করিবার দরখাস্ত

.... দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার না ....

অথবা

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী .... আচরণ নথীভুক্ত করিবার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮০ ধারার দরখাস্ত

আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ তাঁহার মুখ্যপরীক্ষার সময়কালীন অবস্থাতে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী .... শুরু হইতেই সাক্ষীর প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং কূট পরীক্ষার সময়ে তাঁহার প্রতি প্রদত্ত প্রশ্নগুলিতে উত্তর পরিহার করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

(২) এই সাক্ষী প্রতিরক্ষার আইনজীবীদের সহিত বিতর্ক করিয়াছেন এবং প্রায়ই প্রতিরক্ষা আইনজীবী প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং বহুবার আদালত তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিবার জন্য সাবধান করিয়াছেন।

(৩) ঐ সাক্ষী অতিশয় ধূর্ত প্রকৃতির ব্যক্তি এবং তিনি যখনই সঙ্কটে পড়িতেন "আমি জানি না" অথবা "আমার মনে পড়ে না" বলিয়া নিজেকে আশ্রয়ে রাখিতেন।

(৪) এই সাক্ষী আপাতঃদৃষ্টিতে অভিযোগকারীর সহিত একই পার্শ্বে থাকিতেন মনে হইত এবং মৃত / ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীর সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন যদিও ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী তাঁহার পরীক্ষায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই সাক্ষী তাঁহার ননদের পুত্র। এই সাক্ষীর সহিত ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী / মৃতের সম্পর্কের বিষয় প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন — "আমি জানি না; গ্রামে গিয়া দেখিব," আপনার মক্কেল কি বলেন নাই যে যাদবের সহিত আমার কিরূপ সম্পর্ক?"

(৫) ঐ সাক্ষীর আচরণ সাক্ষীর পক্ষে বিশ্বাসজনকতাকে ভঙ্গ করে কিন্তু বিচারের সময়ে তাঁহার আচরণকে ভুলিয়া যাইবার পূর্বে, বিচারের স্বার্থে ইহা

অভিপ্রেত যে পরবর্তীকালে বিচাবের রায় লিখিত হইবার সময়ে তাঁহার সাক্ষ্যর মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তাঁহার আচরণ নথীভুক্ত হওয়া উচিত।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ভবিষ্য উল্লেখের জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীর আচরণ নথীভুক্ত করিবেন।

এবং আপনার দবখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৫(৩) ধারা অথবা ২৭৬(২) ধারার বিধানে পুনরায় কূট পরীক্ষা করাইবার জন্য সাক্ষীকে পুনরায় আহ্বান করার দরখাস্ত

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এবং আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৫(৩) ধারার বিধানে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষীর পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য আহ্বানের দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .... তারিখে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৭নং সাক্ষী / ৩নং সাক্ষী পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অব্যাহতি পাইয়াছিলেন কিন্তু প্রতিরক্ষা পক্ষ ঐ সাক্ষীকে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কবিতে সাহস পান নাই এই আশঙ্কায় যে প্রতিরক্ষা পক্ষর তাঁহার উত্তরগুলি প্রকাশ করিয়া দেওযা উচিত এবং ঐ সকল প্রশ্নগুলি অনান্য সাক্ষীদের এবং এই সাক্ষীকে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১০নং সাক্ষী / ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫নং সাক্ষীব পরীক্ষাব পূর্বে করা যাইতে পারিবে না এবং ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরগুলি আদালতেব সিদ্ধান্তকে প্রধানভাবে আক্রান্ত করিবে।

(২) ঐ অসাবধানতার জন্য বৈপবীত্য এবং প্রস্তাব প্রদর্শনের কিছু প্রশ্ন করিতে প্রতিরক্ষা পক্ষের আইনজীবির ভুল হইযাছে।

(৩) ঐ পুনবায পনঃপবীক্ষাতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তবগুলি মামলার যথার্থ সিদ্ধান্তেব পক্ষে উপযুক্ত হইবে।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক পুনরায পুনঃপবীক্ষাব জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষেব ৭নং সাক্ষী .... / ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫নং সাক্ষীকে আহ্বান কবিবেন।

এবং আপনাব দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

নং ৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার বিধানে পঠনরত সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারার বিধানে পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য সাক্ষীকে পুনরায় আহ্বানের দরখাস্ত

.. ... . দায়া বিচারকের .... আদালত

দায়রা বিচার নং ....

অথবা

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার বিধানে পঠনরত সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারার বিধানে পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী .... কে পুনরায় আহ্বান করিবার দরখাস্ত

আসামী / আসামী ব্যক্তিদের .... এবং অন্যান্যদের বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী ৯ .... যিনি দাঙ্গাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তাহার পর সহ আসামী . ... তাঁহার শিক্ষিত আইনজীবির প্রার্থনায় ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৯নং সাক্ষীকে পুনরায় কূট পবীক্ষার জন্য পুনবায আহ্বান করা হইযাছিল যিনি অন্য অগ্রজ আইনজীবি দ্বারা প্রতিরক্ষিত অন্য সহ আসামীর কূট পরীক্ষা কেবলমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল যে তিনি কিছু প্রশ্ন ঐ সাক্ষীকে করিতে ভুল করিয়াছিলেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারায় নথীভুক্ত আসামীর দোষ স্বীকার সম্বন্ধীয় উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার প্রতিরক্ষা অন্যান্যদের হইতে পৃথক হইত যাহা শীলমোহর দ্বারা আবৃত ছিল এবং সাক্ষীর পরীক্ষা হইয়া যাইবার পরে ইহা .... তারিখে কেবলমাত্র উন্মুক্ত হইয়াছিল।

(২) ঐ পরীক্ষিত সাক্ষীদের এতদিন পর্য্যন্ত জবানবন্দীর প্রমাণিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়া ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে অসাবধানতার ফলে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৯নং সাক্ষীর কূট পরীক্ষার সময়কালে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করিতে ভুল হইয়াছিল।

(৩) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৯নং সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে আসামী / আসামী ব্যক্তিদের সহ আসামী সমেত লিপ্ত করিয়াছেন যাঁহাদের তরফে ঐ সাক্ষীকে ... তারিখে পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল কিন্তু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারায় নথীভুক্ত ... উক্তিতে তিনি বর্তমান আসামী / আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চুপিসারে এমনকি কিছুই বলেন নাই এবং সেই হেতু এই ত্রুটি ... সিদ্ধান্তের পক্ষে অত্যন্ত অপরিহার্য।

... ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহ পূর্বক বিচারের স্বার্থে এবং ... সিদ্ধান্তের জন্য পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের ... আহ্বান করিবেন।

... আপনার দরখাস্তকারী, আসামী / আসামী ব্যক্তিগণ কর্তব্যরত হইয়া ইহার ... প্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার প্রথম অংশের অন্তর্ভুক্ত আদালতের সাক্ষীরূপে সাক্ষীর পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের .... আদালত

অথবা

.... দায়রা বিচারক .... এর আদালত

মামলা নং .

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার পঠনরত সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারার দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১, ২ এবং ৩নং সাক্ষী সুনির্দিষ্টভাবে তাঁহাদের কূট পরীক্ষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে রবিন সেন তাঁহার সচক্ষে বাস্তবিক ঘটনাটি দর্শন করিয়াছিলেন এবং ঐ রবিন সেনই ঘটনাটির বিষয় তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহারা আসামীকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অধিকন্তু স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই রবিন সেনই ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীকে সঙ্গে লইয়া থানায় গিয়া সমাচার দায়ের করিয়াছিলেন।

(২) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী তাঁহার কূট পরীক্ষাতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে রবিন সেন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ঘটনাটি দেখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আসামীকে প্রধান আসামীরূপে তাঁহার নাম ব্যক্ত করেন নাই কিন্তু আসামী নির্দিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫নং সাক্ষী তাঁহার কূট পরীক্ষাতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ঐ রবিন সেন অদ্য আদালতে উপস্থিত আছেন যদিও সাক্ষীরূপে তাঁহাকে আহ্বানপত্র প্রদান করা হয় নাই এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫নং সাক্ষী আদালতের সম্মুখে তাঁহাকে সনাক্ত করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ ব্যক্তি রবিন সেনকে পরীক্ষা করিলেন। মামলাটিতে সত্যের উদঘাটন হইয়া নূতন আলোকপাত করিবে যাহা মামলার যথার্থ সিদ্ধান্তের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ব্যক্তি রবিন সেনের সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে আদালতে উপস্থিত রবিন সেনকে আদালতের সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ প্রধান সাক্ষী আদালতে উপস্থিত না থাকিলে আদালতের সাক্ষীরূপে তাহাকে আহ্বানপত্র প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ঘটিলে প্রত্যেকটি মামলার তথ্য এবং

পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন সহ ৮ নম্বরের নমুনা দরখাস্তটি ব্যবহার করা চলিতে পারে।

নং ৯ — পরোয়ানার ভিত্তিতে সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত

.... দায়বা বিচারক .... এর আদালত

অথবা

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং .... / মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারায় চিকিৎসক .... এর পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত যিনি মৃত্যুর পরকালীন পরীক্ষা করিয়াছেন / পরোয়ানার ভিত্তিতে আহতকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারীর মৃত্যুর পরকালীন পরীক্ষার প্রতিবেদন / ক্ষতের প্রতিবেদন এর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব থাকিবার কারণ রহিয়াছে এবং সেইহেতু তাঁহার দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৯৪ ধারার বিধানে ঐ দলিলের স্বীকৃতিতে আপত্তি রহিয়াছে। এই মর্মে যে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২৪নং সাক্ষী ডাঃ .... এর সাক্ষ্যের মধ্যে এবং মৃত্যুর পরকালীন পরীক্ষার প্রতিবেদনের আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পঙক্তির ঘরে / আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার প্রতিবেদনে আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্য রহিয়াছে এবং অনুসন্ধান প্রতিবেদনে উল্লিখিত আঘাতের মধ্যে এবং মৃত্যুর পরকালীন পরীক্ষার প্রতিবেদনের মধ্যে থানার সাধারণ পঞ্জিকায় উল্লিখিত আঘাতের মধ্যে এবং ডাঃ .... প্রদত্ত আঘাতের প্রতিবেদনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্য রহিয়াছে।

(২) ঐ যেহেতু ডাঃ .... খুব বেশী মাত্রায় সচেতন এবং মৌখিকভাবে এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে উক্তি করিতে তিনি অসমর্থ নহেন এবং এই তথ্য আহ্বানপত্রের প্রত্যাবর্তন এবং তাহার প্রতিবেদনে পূর্ণভাবে পরিদৃষ্ট এবং সেইহেতু ঐ চিকিৎসককে কূট পরীক্ষা করার জন্য আসামীকে সুযোগ দেওয়া উচিত এবং মামলার গুরুত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐ চিকিৎসককে কূট পরীক্ষা না করা হইলে প্রতিরক্ষাপক্ষ কলুষিত হইবে।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানমত পরোয়ানার ভিত্তিতে এবং ঐ পরোয়ানার জন্য খরচ প্রদান এবং আইনজীবির পারিশ্রমিক প্রদান করার জন্য আদেশ সমেত .... তারিখে চিকিৎসক .... কে কূট পরীক্ষা করিবার জন্য আসামীকে সক্ষম করিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে অতিরিক্ত আসামীকে আহ্বানপত্র প্রদানের দরখাস্ত

.... আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারায় .... কে অতিরিক্ত আসামীরূপে আহ্বানপত্র প্রদানের জন্য দরখাস্ত

(ব্যক্তির নাম)

অভিযোগকারী/ফৌজদারী পক্ষের সরকারী উকীলের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ ফৌজদাবী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানের সময় .... নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন যিনি অন্য আসামী ব্যক্তির সহিত অপরাধের অভিযোগের কার্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রতিরক্ষাপক্ষ ঐ সাক্ষীকে দীর্ঘ সময় কূট পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ সাক্ষী অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

(২) ঐ অভিযোগকারী তাঁহার অভিযোগের দরখাস্তে এই আসামীব নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করেন নাই / অথবা প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে তাঁহার নামেব উল্লেখ নাই। কিন্তু তদন্ত আধিকারিক কারণগুলি সম্যগরূপে অবগত হইয়া তাঁহাকে বিচারে প্রেরণ করেন নাই।

(৩) ঐ শ্রী .... কে এই মামলায় আসামী করা উচিত এবং আহ্বানপত্র তাঁহার উপর জারী হওয়া উচিত যেহেতু বর্তমান আসামীর সহিত তাঁহার বিচার একত্রে হওয়া উচিত।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অপরাধগুলির জন্য যাহা তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে; তাহার জন্য ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৩(৩) ধারা অথবা ২৪৩(২) ধারা অথবা ২৪৭ ধারার বিধানে প্রতিরক্ষা পক্ষ সাক্ষীর উপর আহ্বানপত্র জারী করার জন্য দরখাস্ত

.... দায়রা বিচারক .... এর আদালত

অথবা

.... বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট ...... এর আদালত

দায়রা বিচার নং .... / জি আর মামলা নং /

সি আর মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৩(৩) ধারা অথবা ২৪৩(২) ধারা অথবা ২৪৭ ধারার বিধানে (ক্ষেত্রবিশেষে) দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ আসামী ব্যক্তির আঘাতের বিষয়টি গোপন করিয়াছিলেন যদিল ঐ ঘটনার বিশেষ দিনেই পুলিশের দ্বারা তিনি হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং .... তারিখে তাঁহার গ্রেপ্তার এবং .... তারিখের অগ্রবর্তী প্রতিবেদন হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে তিনি ২৬ দিন .... হাসপাতালে ছিলেন এবং তাঁহাকে কেবলমাত্র .... তারিখে আদালতে উপস্থিত করিতে সম্ভব হইয়াছিল এবং তাহারপর তাঁহার যন্ত্রণাদায়ক আঘাতের চিকিৎসার জন্য সদব জেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এক্ষেত্রে উল্লেখ করিতে হয় যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে দরখাস্তকারী তাঁহার উক্তির দ্বারা ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের নির্দিষ্ট অজুহাত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) ঐ আদালত দ্বারা আহ্বানপত্র জারী ব্যতীত ঐ সকল চিকিৎসার দস্তাবেজগুলি আনয়ন করা এবং প্রমাণ করা, এবং সদর হাসপাতালের ও জেল হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরীক্ষা করা, এবং ঐ সকল দস্তাবেজগুলি এবং চিকিৎসকদেব উপস্থিত করা সম্ভব হইত না।

(৩) ঐ যেহেতু আসামীর ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকারের নির্দিষ্ট অজুহাত প্রমাণের ভার তাঁহাব উপর ন্যস্ত হইয়াছিল সেইহেতু চিকিৎসকদের এবং হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিদেব উপর আহ্বানপত্র জারী না হইলে আসামীর সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিসাধন হইবে।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে, আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে নিম্নলিখিত চিকিৎসকদের এবং সাক্ষীরূপে পরীক্ষার জন্য ব্যক্তিদের উপর আহ্বানপত্র জারী করিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

নং ১২ — আসামীর স্বয়ং সাক্ষীরূপে পরীক্ষিত হইবার জন্য লিখিত অনুরোধ

.... দায়রা বিচারক .... এর আদালত

অথবা

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৫ ধারার বিধানে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ অপ্রমাণিত করিবার জন্য সাক্ষীরূপে নিজেকে পরীক্ষিত করিবার জন্য অনুরোধ

আসামী দরখাস্তকারী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারীর অপরাধ কিভাবে হইয়াছে, কখন হইয়াছে এবং কাহারা অপরাধ করিয়াছেন এবং এই মামলায় কিভাবে তাঁহাকে লিপ্ত করা হইয়াছে এই বিষয়ে তাঁহার নির্দিষ্ট বিশেষ জ্ঞান রহিয়াছে।

(২) ঐ যেহেতু অভিযুক্ত অপরাধীর অপরাধকালে স্থানান্তর স্থিতি সূচক ওজর তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঐ সেইহেতু অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রমাণের ভার তাঁহার উপর রহিয়াছে যাহা আসামী তাঁহার বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে নিহিত নির্দিষ্ট বস্তুটিকে ব্যাখ্যা না করিয়া অব্যাহতি পাইতে পারেন না।

(৩) ঐ আসামী কাঠগড়ায় সাক্ষীরূপে সকল কর্তব্য এবং দায়িত্ব লইতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন এবং নিয়মিত সাক্ষীরূপে তিনি কার্য সম্পাদনের জন্য শপথ লইতে প্রস্তুত।

অতএব, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টিতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৫ ধারার বিধানে আসামী দরখাস্তকারীকে সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

. .. .

(স্থান)

. ...

(তারিখ)

নং ১৩ — বিচারক সহি প্রদানের জন্য সাক্ষীকে বাধ্য করিবার জন্য দরখাস্ত

.. . . দায়রা বিচারক এর .... আদালত

অথবা

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং / জি আর মামলা নং .. ..

সাক্ষ্য আইনের ৭৩ ধারার বিধানে ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীকে তুলনার জন্য তাঁহার সহি এবং লেখনী প্রদানের প্রয়োজনীয়তার জন্য দরখাস্ত

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

( ) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী .... পুনঃ পরীক্ষার স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার জিম্মা হইতে প্রশ্নাধীন কয়লা লইবার সময় আসামীর মন্তব্য এবং সহি সম্বলিত .... তারিখের চালান উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(২) ঐ প্রতিরক্ষা পক্ষের বক্তব্য এই যে ৩নং প্রদর্শিত বস্তুটি অর্থাৎ প্রশ্নাধীন চালানটি ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষীর দ্বারা গঠিত একটি উৎপাদিত দস্তাবেজ।

(৩) ঐ যেহেতু উক্ত চালানটি ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষীর জিম্মা হইতে উপস্থিত করা হইয়াছিল, সেইহেতু ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষীর হস্তলিখন এবং সহির নমুনা গ্রহণ করা হইলে একটি নিরাপদ সিদ্ধান্তে আসিবার পথ হইবে, এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে .... তারিখে আসামী .... মহাকুমার শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর নির্দেশ অনুযায়ী তদন্তের সময়কালীন অবস্থায় পুলিশের নিকট হস্তলিখন এবং সহির নমুনা দিয়াছিলেন এবং ঐ সকল হস্তলিখন এবং সহির নমুনাগুলি কলিকাতার প্রশ্নাতীত দস্তাবেজগুলির পরীক্ষার জন্য বিভাগের দক্ষব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ঐ দক্ষব্যক্তির প্রতিবেদনে ইহা প্রদর্শিত হয় যে ঐ দক্ষব্যক্তি ৩নং প্রদর্শিত বস্তু সংক্রান্তে নির্দিষ্ট মতামত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(৪) ঐ পুলিশ তদন্তকালীন সময়ে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষীর হস্তলিখন এবং সহির নমুনা গ্রহণ করেন নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে প্রদর্শিত ৩নং বস্তুতে দৃশ্যমান হস্তলিখন এবং সহির আপনার মহানুভবের দ্বারা তুলনা করিবার জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষীকে তাঁহার হস্তলিখন এবং সহি প্রদান করিতে বলিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য প্রার্থনা করিবেন।

নং ১৪ — বিচারের সময়কালে নিম্নআদালতে আসামীকে তাঁহার হস্তলিখন এবং সহির নমুনা প্রদান করিতে বাধ্য করিবার জন্য দরখাস্ত

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

অভিযোগ মামলা নং .... সাল ....

সাক্ষ্য আইনের ৭৩ ধারায় .... আসামীকে তাঁহার হস্তলিখন এবং সহি প্রদান করিতে বাধ্য করিবার জন্য দরখাস্ত

.... অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ বিচারের সময় বহু সাক্ষী যেমন ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২, ৪ ৫ এবং ৬নং সাক্ষী ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে আসামী স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে চুক্তিপত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহার সহি উহাতে প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু আসামী ঐ তথ্য অস্বীকার করিয়াছেন; তিনি দাবী করিতেছেন যে স্ট্যাম্পের কাগজে তাঁহার হস্তলিখন এবং রাজস্ব স্ট্যাম্পে তাঁহার সহি তাঁহার হস্তলিখন এবং সহি নহে এবং সেইহেতু ঐ ৩নং প্রদর্শিত বস্তুটি একটি উৎপাদিত দস্তাবেজ হইতেছে।

(২) ঐ বৈপরীত্য সমাধানের এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে আসামীকে তাঁহার হস্তলিখন এবং সহির নমুনা আদালতের সম্মুখে প্রদান করিতে বলা হউক।

অতএব ইহাই প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আসামীকে আদালতের সম্মুখে আপনার মহানুভবের দ্বারা তুলনা করিবার জন্য তাঁহার হস্তলিখন এবং সহি প্রদান করিতে বলিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী ইত্যাদি, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৫ — তুলনার জন্য সহির নমুনা দক্ষ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আসামীর দরখাস্ত

.. .. দায়রা বিচারক .... এর আদালত

অথবা

. ... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট . . . . .. এর আদালত

মামলা নং ... .

সাক্ষ্য আইনের ৭৩ এবং ৪৫ ধারার বিধানে হস্তলিখনবিদ দক্ষব্যক্তির মতামতের জন্য আসামী এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের উভয়ের হস্তলিখন এবং সহির নমুনা প্রেরণের জন্য দরখাস্ত .... আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী অভিযোগকারী তাঁহাদের স্ব স্ব হস্তলিখন এবং সহির নমুনাগুলি ৪নং প্রদর্শিত বস্তুর সহিত তুলনার জন্য আদালত সম্মুখে প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) ঐ, যদিও আদালত সকল দক্ষ ব্যক্তিদের উপরোধ দক্ষ তাহা হইলেও ইহা উচ্চভাবে বাঞ্ছনীয় যে আপনার মহানুভব দ্বারা ঐ সময় হস্তলিখন এবং সহির নমুনাগুলি ৪নং প্রদর্শিত বস্তুর সহিত তুলনা করিবার পূর্বে ঐ ৪নং প্রদর্শিত বস্তুর উৎপত্তি এবং গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইবার ভিত্তিস্বরূপ দক্ষব্যক্তির মতামত গ্রহণ

নিরাপদ পন্থা হইবে। এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনীগুলি ঃ (১) একজন বিচারপতির স্বীকৃত লিখনের সহিত একটি দ্বন্দ্বমূলক লিখনের তুলনা করিবার কার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করা উচিত নয় ইহা দেখিবার জন্য দুইটির পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা; এবং বিচক্ষণতার পন্থায় দক্ষ ব্যক্তির মতামত এবং সহযোগীতা গ্রহণ করিতে হইবে — ও. ভারথন (1996) 2 JT 384: (1996)2 SCC 704.

(২) সহির সহিত সহির এবং লিখনীর সহিত লিখনীর তুলনা সম্ভব এবং সহিত সহিত লিখনীর তুলনা সম্ভব নহে। আদালত দক্ষ ব্যক্তির সাক্ষ্যকে চূড়ান্ত রূপে বিবেচনা করিতে পারেন না যেহেতু হস্তলিখনের উপর দক্ষব্যক্তির মতামত একটি দুর্বল প্রকৃতির সাক্ষ্য এবং সুতরাং স্বাধীন নির্ভরযোগ্য সমর্থন ব্যতীত ইহার উপর নির্ভর করা নিরাপদ জনক নহে — এস. গোপাল রেড্ডী 1996 Cri LJ 3237 (SC).

নং ১৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ ধারায় আসামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নথীভুক্ত করিবার প্রাথনার দরখাস্ত

.... দায়রা বিচারক .... এর আদালত

অথবা

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৭ ধারার দরখাস্ত

. ... আসামীর বিন্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকাবী টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছেন এবং সেইহেতু তিনি অদ্য আদালতে যোগদান করিতে সমর্থ হন নাই, যদিও অদ্য অধিক সাক্ষদের পরীক্ষা লইবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) ঐ যেহেতু সকল সাক্ষীগণ আসামীর সহিত পরিচিত সেইহেতু আসামীর সনাক্তকরনের কোন প্রশ্ন নাই এবং আসামী যেহেতু তাঁহার আইনজীবি শ্রী .... দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, সেইহেতু তাঁহারা অনুপস্থিতিতে আসামী বিচারের কার্যাবলীতে কোন প্রশ্ন করিবেন না।

(৩) ঐ আসামী তাঁহার অসুস্থতার নিজের কারণের ভিত্তিতে বিচারের বিলম্ব ঘটাইতে পছন্দ করেন না বলিয়া ইহার সহিত .... চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রমাণপত্র দাখিল করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আসামীর দরখাস্তের অনুপস্থিতিতে শ্রী .... কে বিচারের স্বার্থে... .... প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বিচার চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ১৭ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারায় পঠনরত সাক্ষ্য আইনের ১৩৯ এবং ১৬৫ ধারার বিধানে দস্তাবেজগুলি তলব করিবার জন্য দরখাস্ত

.... অতিরিক্ত নগর দায়রা বিচারক, ... স্থান এর

... . আদালত

অথবা

.... দায়রা বিচারক . . .. এর আদালত

দায়রা বিচার নং . . ..

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারার বিধানে পঠনরত সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ এবং ১৩৯ ধারার বিধানে দরখাস্ত আসামী .... বিরুদ্ধে দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামীকে প্রদত্ত পুলিশের কাগজপত্র হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিবার পূর্বে এবং প্রথম সমাচার প্রতিবেদন ... থানায় জমা দিবার পরে জনৈক . ... শ্রী পুলিশকে ... . মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

(২) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ ১নং, ৬নং এবং ৭নং স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহারা আন্দাজ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা নাগাদ বি. এস থানায় গিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দায়ের করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ মৃত ব্যক্তি হাসপাতালে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইহা অভিযোগ করা হইয়াছে যে মহিলা মৃত্যুকালীন জবানবন্দী প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু আসামীকে উহার নকল প্রদান করা হয় নাই। পুলিশও বিছানার মস্তক টিকিট ও ভর্তির রেজিষ্টার বাজেয়াপ্ত করেন নাই।

(৪) এ তদন্তকারারিক এবং চিকিৎসক যিনি মৃত্যুর পরকালীন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ফলোৎপাদক কূট পরীক্ষার জন্য .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত .... তারিখগুলি অন্তর্ভুক্ত সম্বলিত সাধারণ পঞ্জিকা পুস্তক, বিছানা মস্তক টিকিট এবং প্রধান চিকিৎসা আধিকারিকের নিকট হইতে .... মৃত ব্যক্তির

.... তারিখের ভর্ত্তির তালিকা অনুগ্রহপূর্বর্কক তলব করা হউক এবং ঐ সকল দস্তাবেজগুলি মামলার প্রকৃত সিদ্ধান্তের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্ব স্ব আধিকারিকের স্ব স্ব দস্তাবেজগুলি প্রাসঙ্গিক অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করিবার সমর্থযোগ্য ব্যক্তিদের মারফত প্রেরণ করা প্রয়োজনীয়।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক মামলার যথার্থ সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত দস্তাবেজগুলি তলব করিবেন।

এবং আপনাব দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

দস্তাবেজগুলি উপস্থিত করিতে হইবে।

(১) প্রাসঙ্গিক অন্তর্ভুক্তিগুলি প্রমাণ করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ব্যক্তি মারফৎ .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে সকাল ৮টা হইতে মধ্যরাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্তিযুক্ত .... থানার ... . তারিখের সাধারণ পঞ্জিকা পুস্তক।

(২) প্রাসঙ্গিক অন্তর্ভুক্তিগুলি প্রমাণ করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ব্যক্তি মারফৎ .... হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক আধিকারিক এর নিকট হইতে .... তারিখের মৃত ব্যক্তি .... সংক্রান্ত ব্যাপারে বিছানার মস্তকের টিকিট।

টিপ্পনী ঃ আঘাত প্রতিবেদনে নথীভুক্ত বিবৃতি এবং মৃতব্যক্তির তাঁহার শ্যালকের দ্বারা মন্দ আচরণ সংক্রান্ত অভিযোগের বিছানা মস্তকের টিকিট যাহা মৃত্যুকালীন জবানবন্দী বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং নির্ভরক্রীত হইবে — অশোক কুমার ব. রাজস্থান রাজ্য AIR 1990 SC 2134 : 1990 Cri LJ 2276: 1991 SCC (Cri) 126

নং ১৮ — ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিলের সাক্ষদের আহ্বানপত্র দিবার জন্য দরখাস্ত যাহাদের নামগুলি

অভিযোগ কাগজে লিখিত নাই।

.... ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত .... থানা

মামলা নং .... তারিখ .... আইন .... ধারার অন্তর্ভুক্ত।

আসামী ....

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ মামলা পঞ্জিকা, সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং উপরি উল্লিখিত মামলার বিচারিক নথীপত্র সম্যক পরীক্ষা হইতে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে ফৌজদারী মকদ্দমার প্রমাণের এবং সত্যের আলোকপাতের জন্য নিম্নলিখিত সাক্ষীদের মামলায় পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয়।

(২) ঐ মামলায় তদন্তকারী আধিকারিকের অসাবধানতার জন্য সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই এবং বিচারের স্বার্থে ঐ সকল সাক্ষীদের পরীক্ষা প্রয়োজনীয়।

(৩) ঐ নিম্নলিখিত সাক্ষীদের পরীক্ষা না হইলে তাহা ফৌজদারী মামলায় বিচারের অকৃতকার্য্যতার কারণ ঘটাইবে যেহেতু বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য উহা প্রয়োজনীয়।

(৪) ঐ আরো কিছু সাক্ষী আছে যাহাদের নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল যাহারা ঘটনার পক্ষে প্রধান সাক্ষী হইতেছেন এবং যাহাদের পরীক্ষা না হইলে ফৌজদারী মামলায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে।

(৫) এই দরখাস্তে তালিকাভুক্ত ১নং হইতে ৪নং সাক্ষীগণকে তাঁহাদের কার্যালয় হইতে স্ব স্ব বিভাগের পরিচালক মারফত দস্তাবেজগুলি আনয়ন করিবার জন্য আহ্বানপত্র প্রদান করিতে হইবে। নিম্নে সাক্ষীদের তালিকায় বিশদ বৃত্তান্ত প্রদান করা হইল। রাজ্য (অথবা আমি) সুতরাং প্রার্থনা করি এই যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দস্তাবেজগুলি উপস্থিত করিবার জন্য এবং মামলায় জবানবন্দী প্রদানের উদ্দেশ্যে আহ্বানপত্র প্রদান করা হউক।

বিশদ বৃত্তান্ত সহ সাক্ষীদের তালিকা

১. ... .

(সাক্ষীর নাম)

.. .. পুস্তক / রেজিস্টারী পুস্তক আনয়নের জন্য এবং . . .. .. মারফৎ উহা প্রমাণের জন্য আহ্বানপত্র প্রদান করিতে হইবে। (বিশদ বৃত্তান্ত এবং ঠিকানা প্রদান করিবেন)

২ ..

(উপরের ন্যায়)

৩ ....

(উপরের ন্যায়)

৪. ....

(উপরের ন্যায়)

৫. .. ..

(উপরের ন্যায়)

(এই সাক্ষী যাহা প্রমাণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায় তাহার নাম এবং ঠিকানার বিশদ বৃত্তান্ত দিবেন)

৬ ....

(তালিকার ৫ নম্বরের মত হইবে)

এবং আমি, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিব।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

রাজ্যসরকার মারফৎ

....

(ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিল/সহকারী সরকারী উকিল-এর সহি)

অথবা

....

(ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিল/সহকারী সরকারী উকিলের সহি)

নং ১৯ — নির্দিষ্ট সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিতে পারার জন্য ব্যর্থতার কারণগুলি আদালতকে জানাইয়া রাজ্যের দরখাস্ত

... . . . ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং ... .

অথবা

দায়রা বিচারক / অতিরিক্ত / সহকারী দায়রা বিচারক . .. . এর আদালত

দায়রা বিচার নং ....

ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিল / সহকারী সরকারী উকিল / এর মারফৎ রাজ্যের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

ঐ সাক্ষী .. .. কে যথাযথভাবে আহ্বানপত্র প্রদান করা হইয়াছিল এবং আহ্বানপত্রের জবাব প্রত্যর্পণপত্র পরোয়ানাজারী বাহকের / পুলিশের প্রতিবেদন সহ কার্যকরী হইয়াছে এই মর্মে যে ঐ সাক্ষী .... তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং সেইহেতু ঐ সাক্ষীকে এই মামলায় পরীক্ষা করা যাইতে পারে না।

ইহাই প্রার্থনা যে ঐ তথ্য ঐ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিবার জন্য নথীভুক্ত করা হউক।

এবং এই অনুগ্রহের কর্মের জন্য রাজ্য ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিল / সহকারী উকিল (অথবা আমি রাজ্যের তরফে) কর্তব্যরত হইয়া চিরপ্রার্থনারত থাকিব।

রাজ্য মারফত ....

....

(মামলাতে ফৌজদারী সরকারী উকিলের সহি)

(স্থান)

(তাবিখ)

নং ২০ — রাজ্যের দ্বারা সাক্ষীদের উপর অধিকতর আহ্বানপত্র জারী করিবার জন্য দরখাস্ত

আদালত

মামলা নং .

অথবা

দাযবা বিচাব নং সাল

মামলাতে ফৌজদাবী মকদ্দমাব সবকাবী উকিল মাবফত বাজ্যেব বিনম্র দবখাস্ত অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ নিম্নলিখিত সাক্ষীদেব নিম্নলিখিত স্ব স্ব ঠিকানা সমেত আহ্বানপত্রগুলি আদালত দ্বাবা তাবিখে জাবী হইযাছিলেন কিন্তু তাঁহাদেব উপব আহ্বানপত্রগুলিব জাবীর কাযবাবি তাব প্রত্যর্পণপত্রগুলিব এখনও পর্য্যন্ত পৌঁছায নাই কিন্তু এই মামলায এই সকল সাক্ষীদেব পবীক্ষা খুবই অত্যাবশক।

(২) ঐ সকল সাক্ষীদে তাহাদেব পবীক্ষাব অধিকতব বিলম্ব পবিহাবেব জন্য ঐ সকল সাক্ষীদেব পুনবায আহ্বানপত্র প্রদান কবা হউক।

অতএব ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে নিম্নলিখিত সাক্ষীব উপব আহ্বানপত্র জাবী কবিযা থানাব ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিককে ব্যক্তিগতভাবে আহ্বানপত্র জাবী কবিতে নির্দেশ দিবেন এবং তাহাকে অধিকতব নির্দেশ দিলে এই মর্মে যে আপনাব মহানুভব দ্বারা নির্দিষ্ট পববর্তী তাবিখেব পূর্বে তিনি যেন জাবীটি প্রত্যর্পণ কবেন।

এবং বাজ্য, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

সাক্ষীদেব এবং তাঁহাদেব ঠিকানাগুলিব তালিকা

১

(নাম এবং ঠিকানা)

২

(নাম এবং ঠিকানা)

৩

(নাম এবং ঠিকানা)

৪. ....

(নাম এবং ঠিকানা)

রাজ্য মারফৎ

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

....

(ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিলের সহি)

নং ২১ — সাক্ষীদের উপর আহ্বানপত্র সম্পাদনার ব্যর্থতার জন্য এবং নূতন আহ্বানপত্র জারী করিতে না পারার জন্য করণীয় আধিকারিকের উপর কারণ প্রদর্শনের জন্য দরখাস্ত।

.... আদালত

মামলা নং ....

অথবা

.... দায়রা বিচারক .... আদালত

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

মামলায় রাজ্যের ফৌজদারী সরকারী পক্ষের উকিল মারফত বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ নিম্নলিখিত সাক্ষীদের উপর .... তারিখে .... এবং পুনরায় .... তারিখে এবং শেষ পর্য্যন্ত .... তারিখে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক .... মারফৎ আদালত আহ্বানপত্র জারী করিয়াছিলেন কিন্তু আহ্বানপত্রের জারীর সম্পাদনা প্রত্যর্পিত হইয়াছিল না এবং প্রত্যর্পিত হয় নাই এবং সাক্ষীদের উপর আহ্বানপত্রর জারীর দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিকরা কোন বার্তা প্রেরণ করেন নাই এবং ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে কর্তব্যের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে এবং আহ্বানপত্র জারী না হওয়ার জন্য আসামী ব্যক্তিরা বহুদিন ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন যাহা প্রার্থনীয় এবং সহনীয় নহে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে .... থানার .... ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নিম্নলিখিত সাক্ষীদের উপর আহ্বানপত্র সম্পাদনা না করিবার জন্য কারণ প্রদর্শনের পর উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

অধিবতব ইহা প্রার্থনা যে নিম্নলিখিত সাক্ষীদেব উপব ,তন আহ্বানপত্র পুনবায পুলিশেব পবিবেষ্টন তত্ত্বাবধাযক মাবফৎ একদিনেব জন্য ঐ সকল সাক্ষীদেব পবীক্ষাব জন্য দিন নির্দিষ্ট কবিযা জাবী কবিবেন। এবং বাজ্য, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

ঠিকানাগুলি সমেত গালিকাভুক্ত সাক্ষীদেব উপব নূতন কবিযা আহ্বানপত্র প্রদান কবা হউক।

(স্থান) বাজ্য মাবফৎ

(তাবিখ) (মামলা/বিচাবেব ফৌজদাবী সবকাবী পক্ষেব উকিলের সহি)

নং ২২ — সাক্ষীদের উপস্থিত না হওয়ার জন্য রাজ্যের স্থগিতের দরখাস্ত

আদালত

মামলা নং

অথবা

দাযবা বিচাব নং

উপবোক্ত মামলা বাজ্যেব ফৌজদাবী মামলাব সবকাবী পক্ষেব উকীল মাবফৎ বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ নিম্নলিখিত সাক্ষীদেব উপব সাক্ষীদেব আহ্বানপত্রগুলি জাবী কবিতে পাবা যায নাই এবং সম্পাদন আধিকাবিক দ্বাবা তাঁহাদেব উপব সম্পাদনেব প্রতিবেদন আদালতে পৌঁছায নাই কিন্তু ফৌজদাবী বাদাপক্ষেব মামলাব উন্মোচনে ঐ সকল সাক্ষীবা অতিশয অত্যাবশ্যকীয ছিলেন এবং সেইহেতু তাঁহাদেব পবীক্ষা প্রধান ছিল।

(২) ঐ বিচাবেব স্বার্থে ঐ সকল সাক্ষীদেব উপব নূতন আহ্বানপত্র জাবী কবাব প্রয়োজনীযতা আছে।

সুতবাং ইহা প্রার্থনা যে নিম্নলিখিত সাক্ষীদেব পবীক্ষাব জন্য স্থগিতাদেশ অনুগ্রহপূর্বক প্রদান কবা যাইতে পাবে যাহাব জন্য পৃথক দবখাস্তে নূতন আহ্বানপত্রেব জন্য প্রার্থনা কবা হইয়াছে। এবং বাজ্য, কর্তব্যবত হইযা, ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

সাক্ষীদেব ঠিকানা সহ তালিকা

(স্থান)

....

(তারিখ)

১. ....

২. ....

৩. ....

রাজ্য মারফৎ

....

(মামলা / দায়রা বিচার / এর ক্ষেত্রে ফৌজদারী সরকারী পক্ষের উকিলের সহি)

নং ২৩ — সাক্ষীদের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী অধিপত্র প্রার্থনার জন্য রাজ্যের দরখাস্ত

.... ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

মামলা নং . ...

অথবা

দায়রা বিচারক / .... অতিরিক্ত সহকারী দায়রা বিচারক .. .., দায়রা বিচার নং .... সাল ....

সাক্ষী / সাক্ষীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী অধিপত্র প্রার্থনার দরখাস্ত

(১) ঐ .... তারিখে আদালত সন্তুষ্টচিত্তে সাক্ষী (নাম) / সাক্ষীদের (নামগুলি) উপর আহ্বানপত্র জারী করিয়াছিলেন এবং সম্পাদনার প্রত্যর্পনপত্র হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে ঐ সাক্ষী / সাক্ষীগণ উপস্থিতির জন্য অদ্য আহ্বানপত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২) ঐ সাক্ষী / সাক্ষীগণ .... তারিখে (প্রাপ্ত হইবার / আহ্বানপত্র জারী হইবার তারিখ) আহ্বানপত্র (গুলি) এমনকি প্রাপ্ত হইবার পরেও উহা প্রত্যর্পন করেন নাই এবং সেইহেতু ইহা প্রমাণিত যে তিনি / তাঁহার ইচ্ছাকৃতভাবে আদালত পরিহার করিতেছেন এবং তাঁহারা আদালতের আদেশকে অশ্রদ্ধা এবং অসম্মানিত করিয়াছেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের মামলা আদালতে তাঁহার / তাঁহাদের সাক্ষ্যের অভাবে প্রধানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার / তাঁহাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী অধিপত্র জারী করিয়া সম্পাদনের প্রতিবেদনের প্রত্যর্পনের জন্য এবং তাঁহার / তাঁহাদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অপর একটি দিন নির্দিষ্ট করিবেন।

এবং রাজ্য ফৌজদারী সরকারী পক্ষের উকিল মারফৎ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২৪ — সাক্ষীদের পরীক্ষা বিলম্ব হওয়ার জন্য এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে খরচ আদায়ের জন্য আসামীর দরখাস্ত

.... ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

মামলা নং ....

অথবা

দায়রা বিচারক / .... অরিক্তি দায়রা বিচারক

.... আদালত

দায়রা বিচার নং . . . . সাল ....

রাজ্য বনাম .... (আসামী / প্রথম আসামী এবং অন্যাদের নাম)

আসামী / আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতেছেন খেয়াল খুশীমত এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ প্রদত্ত বহু অছিলায় সাক্ষীগণ পরীক্ষিত হইতেছেন না এবং মামলাটি .... সময় হইতে চলাকালীন রহিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত মাত্র দুইজন সাক্ষীগণকে পরীক্ষা করা হইয়াছে যদিও আদালত সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য পঞ্জিকা নির্দিষ্ট করিযাছেন।

(২) ঐ পূর্ববর্তী তিনটি ঘটনায় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ কর্তৃক সাক্ষীদের অনুপস্থিত ঘটাইবার জন্য এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষকে তাহাদের সাক্ষীদের উপস্থিত করাইবার অনুমতি প্রদান করিয়া বহু স্থগিতাদেশের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় বিচারের কার্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

(৩) ঐ আসামী ব্যক্তি / ব্যক্তিগণ বহু দূরবর্তী অঞ্চল / অঞ্চলগুলি অথবা গ্রাম / গ্রামগুলি হইতে ২০ মাইল অথবা ততোধিক দূরত্ব হইতে আসেন এবং তাঁহারা মানসিক এবং আর্থিক দিক হইতে ভুগিতেছেন।

অতএব ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে পরবর্তী দিনে শেষ সুযোগ প্রদান করিয়া ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষকে বিচার ত্বরান্বিত করিবার জন্য সাক্ষীদের উপস্থিত করাইবার নির্দেশ দিবেন এবং এই মামলায় শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল এর প্রার্থনা অনুযায়ী আপনার মহানুভব কর্তৃক স্থগিতাদেশ অনুমতি প্রদানের জন্য আসামীকে খরচ প্রদান করিতে রাজ্যকে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার আসামী ব্যক্তি / আসামী ব্যক্তিগণ, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

....

(আসামীর নাম)

অথবা

.... এবং অন্যান্যগণ

দ্বারা

.... আইনজীবি

(আইনজীবির সহি)

নং ২৫ — ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষ দ্বারা সাক্ষীকে পুনঃআহ্বান করিবার জন্য দরখাস্ত

.... ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত .... স্থান

মামলা নং ....

দায়রা বিচারক / .... অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী নং .... কে পুনঃআহ্বান করিবার দরখাস্ত

(সাক্ষীর নাম) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত মামলার ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ .... তারিখে ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষের সাক্ষী .... (নাম) পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

(২) ঐ তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করিবার সময় ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে অমনোযোগীতার ফলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির তাঁহার সাক্ষীকে প্রয়োগ করিতে ভুল হইয়াছিল এবং ঐ সকল প্রশ্নগুলি ব্যতীত ফৌজদারী বাদী পক্ষ প্রধানতঃভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এবং মামলার প্রকৃত সিদ্ধান্তর পক্ষে ঐ সকল আলোচ্য বিষয়গুলি প্রয়োজনীয়।

(৩) ঐ তাঁহার জবানবন্দীতে পরিদৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য ঐ সাক্ষীকে পুনরায় আহ্বান করা প্রয়োজনীয়।

অতএব ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে ঐ সাক্ষীকে পুনরায় অঞ্চলে করিবেন।

এবং রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া, ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

সাক্ষীকে প্রযোগ কবিবাব প্রশ্নগুলি

১

২

৩

(স্থান)

(তাবিখ)

বাজ্য মাবফৎ

(মামলা / বিচাবেব ফৌজদাবী মামলাব সবকাবী ডাকলেব সহি)

টিপ্পনী : (১) মামলা / দাযবা বিচাবেব ফৌজদাবী মামলাব সবকাবী উবিলগণেব, সাক্ষীকে পুনঃআহ্বান কবিবাব জন্য দবখাস্তেব নকল প্রদান কবা উচিত

(২) অভিযোগেব মামলায অভিযোগকাবীব আইনজীবি সাক্ষীকে পুনঃআহ্বান কবিবাব জন্য দবখাস্ত দাযেব কবিতে পাবেন।

নং ২৬ — ফৌজদারী মকদ্দমাব বাদী পক্ষ দ্বারা পুনঃআহ্বান করিবার রখাস্তের বিরুদ্ধে আসামীর আপত্তি দবখাস্ত

ম্যাজিষ্ট্রেটেব স্থানেব আদালত

মামলা নং

অথবা

দাযবা বিচাবব / এব আদালত

দাযবা বিচাব নং সাল

ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষেব সাক্ষীকে পুনঃআহ্বান কবিবাব দবখাস্তেব বিরুদ্ধে আপত্তি

আসামী ব্যক্তি / আসামী ব্যক্তিগণেব বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণপূবক :

(১) ঐ ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষ ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব সাক্ষী নং (নাম) 'ক কুটিল উদ্দেশ্যে পুনঃআহ্বান কবিবাব জন্য দবখাস্ত দাযেব কবিয়াছেন

(২) ঐ ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষ পুনঃপবীক্ষায বর্ণিত প্রতিবক্ষা পক্ষেব ঘটনা গলাধঃকবণ কবিয়া দিযা সাক্ষীকে পুনঃআহ্বান দ্বাবা মামলাব ত্রুটিকে পূর্ণ কবিতে চেষ্টা কবিতেছেন এবং সেইহেতু প্রস্তাবিত ঐ সাক্ষীব পুনঃআহ্বান বিচাবেব কালবিলম্বের কাবণ ঘটাইবে।

অতএব ইহা প্রার্থনা যে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দ্বারা ঐ সাক্ষীর পুনঃআহ্বান করিবার দরখাস্ত অনুগ্রহপূর্বক খারিজ করা হউক। এবং আসামী / আসামী ব্যক্তিগণ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ২৭ — ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ দ্বারা সাক্ষীকে পুনঃআহ্বান করিবার জন্য দরখাস্ত (অপর নিদর্শ)

দায়রা বিচারক .... (নাম) আদালত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার অন্তর্ভুক্ত

দায়রা বিচার নং ....

ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষের সাক্ষী নং .... (নাম) কে পুনঃআহ্বান এবং পুনঃপরীক্ষার জন্য দরখাস্ত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার অন্তর্ভুক্ত

উপরোক্ত মামলার সরকারী উকিলের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের অমনোযোগীতার ফলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী .... (নাম) কে .... তারিখে পরীক্ষা গ্রহণের সময় প্রয়োগ করা হয় নাই এবং সেইহেতু ফৌজদারী মামলার শিক্ষিত সরকারী উকিল আপনার পূর্বাধিকারী শিক্ষিত বিচারক শ্রী .... এর সম্মুখে সাক্ষীকে কূট পরীক্ষা করার জন্য পুনঃআহ্বান করিবার দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন যিনি সন্তুষ্টচিত্তে .... (তারিখ) নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন ঐ দরখাস্তটি শুনানীর জন্য এবং অধিকতর সাক্ষীদের পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। ইহাব পর ঐ শিক্ষিত .... অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং আদালত বহু মাস পর্য্যন্ত শূন্যস্থানে ছিল যাহাব ফলে দরখাস্তটিও নিষ্পত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলও দরখাস্তটির বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এমনকি প্রতিরক্ষাপক্ষও যথাসময়ে দরখাস্তের নকল প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেন নাই।

(২) .... আসামীর দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে আপনার মহানুভবের দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণের সময়ে ইহা সদ্য চিত্তে জাগরিত হইয়াছে যে .... তারিখের পুনঃআহ্বান এবং কূট পরীক্ষার দরখাস্ত নিষ্পত্তিকৃত হয় নাই।

(৩) ঐ দায়রা বিচারে তিনজন আসামী আছেন এবং সেইহেতু আপনার মহানুভব দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে দুইজন আসামীর এখনও পরীক্ষা লইতে হইবে এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী রাজ্য .... তারিখের দরখাস্ত বিচারের স্বার্থে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে দুইজন আসামীর পরীক্ষা লইবার পূর্বে নিষ্পত্তির জন্য চাপ দিতেছেন।

(৪) ঐ .... তারিখের দরখাস্তে ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল প্রয়োগ করিবার জন্য প্রশ্ন দিয়াছেন এবং বর্তমানে দরখাস্তকারী রাজ্য একই প্রশ্নগুলির পুনরাবৃত্তি চাহিতেছেন যাহা মামলার যথার্থ সিদ্ধান্তর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐগুলি ব্যতীত ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষর অনিষ্ট হইবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ঐ সাক্ষী .... (নাম) কে পুর্নআহ্বান করিবেন এবং নিম্নে তালিকাভুক্ত প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের তরফে তাঁহাকে পুনঃপরীক্ষা করিবার অনুমতি দিবেন।

ঐ সাক্ষীর কূট পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলি করিতে হইবে।

১. ....?

২. ....?

৩. ....?

৪. ....?

৫. ....?

এবং আপনার দরখাস্তকারী-রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

....

রাজ্য মারফৎ

....

(মামলার ফৌজদারী মামলার সরকাবী উকিলেব সহি)

টিপ্পনী : (১) বিচারের যে কোন পর্য্যায়ে বিচার আদালতের সম্মুখে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ একটি নির্দিষ্ট সাক্ষীকে পুর্নআহ্বান এবং কূট পরীক্ষার জন্য একটি দরখাস্ত সওয়াল না করিলে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের শেষে আসামীকে পরীক্ষা করা হইলে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষকে ঐ সাক্ষীর পুর্নআহ্বান এবং কূট পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না — (1989) 2 Crimes 698: AIR 1989 SC 1785: 1989 Cri LJ 2070।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৩ ধারার বিধানে আসামীর নথীভুক্ত উক্তিতে আসামীর বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকতা আসামীর দ্বারা প্রদান করা না হইলে ঐ

দোষারোপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতাকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইতে পারে না — 1994 SCC (Cri) 462 : (1994) 1 SCC 726।

নং ২৮ — একটি নির্দিষ্ট সাক্ষীর পুনঃআহ্বান এবং কূট পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত

দায়রা বিচারক / .... দায়রা বিচারকেব আদালত

.... দায়রা বিচার নং ....

রাজ্যের দ্বারা দাখিলকৃত পুনঃআহ্বানে দরখাস্তের আপত্তি আসামী .... এবং অন্যান্যদের দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ আপনার মহানুভব দ্বাবা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩১৩ ধাবার বিধানে বিচারেব পর্য্যায়ে আসামী ব্যক্তিগণ পবীক্ষিত হইয়া তাঁহাদেব বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকতা যখন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সেক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলার শিক্ষিত সবকারী উকিলের ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী নং .... (নাম) এব পুনঃঅঞ্চল এবং কূট পরীক্ষা আদৌ সচলযোগ্য নহে এবং বিচারের কারণে অনিষ্টকাবক হইবে।

(২) ইহা প্রতিপক্ষর কর্তব্য নহে যে প্রতিপক্ষর নিজেব ঝুঁকিতে ফৌজদাবী মামলার বাদী পক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে পূর্ববর্তী দবখাস্তে যে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষ আসামী ব্যক্তিদের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি ধ্বংস করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে যাহা প্রতিবক্ষা পক্ষ কূট পবীক্ষার সময়কালে সাক্ষীদের নিকট হইতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেইহেতু ঐ সাক্ষীব বিলম্বিত কূট পবীক্ষা প্রতিপক্ষর নিশ্চিত অনিষ্ট সাধন কবিবে এবং তদনুসারে এই বিলম্বিত পর্য্যায়ে সাক্ষীব কূট পরীক্ষা আইনতঃ অনুমতি প্রদানযোগ্য নহে।

অতএব ইহা প্রার্থনা যে এই মামলায় ফৌজাদারী মামলার সবকারী উকিলেব দরখাস্ত অবিলম্বে খারিজ করা হউক।

এবং আপনার আসামী ব্যক্তিগণ, কর্তব্যরত হইযা ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

.... এবং অন্যান্যগণ

(একটি আসামীর নাম)

মারফৎ

....

(আসামী ব্যক্তিদের আইনজীবির সহি)

নং ২৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে অব্যাহতিপ্রাপ্ত আসামীকে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৬ এবং ২১৭ ধারার বিধানের অভিযোগ যুক্ত হওয়ার জন্য অথবা পরিবর্তনের দরখাস্ত

.... ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত .... মামলা নং

.... অভিযোগ মামলা নং ....

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল মারফৎ·রাজ্যের বিনম্র দরখাস্ত

উপরিবর্ণিত মামলার অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী নং ১, ২, ৩ এবং ৪ নং এর সাক্ষ্য হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭, ৩২৩, ৩২৫, ৩৩৬ এবং ৪২৭ ধারার বিধানে অপরাধগুলি সকল আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ও ইহার অন্তর্ভুক্ত দুইজন অপর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যেমন (১) .... এবং (২) .... হইয়া" যদিও আসামী ব্যক্তিগণ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪২৭ ধারার বিধানে গঠিত অভিযোগ উত্তর প্রদানের জন্য বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন।

(২) ঐ উপরোক্ত সাক্ষ' এবং পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে বিচারের স্বার্থে অভিযোগের পরিবর্তন আবশ্যক।

অতএব ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সাক্ষ্য অনুযায়ী আসামী ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করিবেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে অতিরিক্ত আসামীকে যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যাহার জন্য একটি পৃথক দরখাস্ত দায়ের হইতেছে, অভিযোগটি পরিবর্তন করিবেন সাক্ষ্যের দৃষ্টিতে।

এবং রাজ্য (অথবা অভিযোগকারী) কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

....

রাজ্য মারফৎ

....

(মামলার ফৌজদারী সরকারী উকীল)

অথবা

....

(অভিযোগকারীর সহি)

মারফৎ ....

(আইনজীবির সহি)

নং ৩০ — অভিযোগের যুক্তকরণ এবং পরিবর্তন জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্তের উপর আপত্তি দরখাস্ত

.... আদালত

মামলা নং . ...

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের অভিযোগের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনার বিরুদ্ধে আপত্তি

(১) ঐ আসামী ব্যক্তিগণ ৪২৭ ধারার বিধানে অভিযোগের উত্তর প্রদানের জন্য বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষকে, আসামীকে শুনানীর পরে এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৭৩ ধারার বিধানে দাখিলকৃত পুলিশের কাগজপত্র পঠনরত হইয়া আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অপর দুইজন আসামী ব্যক্তিদ্বয়কে যেমন .... এবং .... কে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৯ ধারার বিধানে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং উপরোক্ত দুইজন আসামী ব্যক্তির অব্যাহতির কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭ ধারার বিধানে প্রয়োগ ইতিমধ্যে ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের কেবলমাত্র ৪২৭ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য বর্তমান আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন।

অথবা

অভিযোগের পূর্বে অভিযোগকারীর দ্বারা পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে দুইজন আসামীকে অর্থাৎ (১) .... এবং (২) .... জনকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২৭ ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়াছিলেন, অন্যান্য ধারার বিধানে আহ্বানপত্র প্রদত্ত আসামীদের উপর অভিযোগ ব্যর্থ হইয়াছিল।

(২) ঐ বিচারের সময়কালীন অবস্থাতে চারজন সাক্ষী একটি নূতন কাহিনী প্রবর্তন করিয়াছিলেন যাহা উপরোক্ত দুইজন অব্যাহত ব্যক্তিদ্বয়কে লিপ্ত করিয়া

ইতিমধ্যে গঠিত অভিযোগ হইতে স্বতন্ত্র কাহিনী এবং ঐ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে অভিযোগ পরিবর্তনের জন্য বে-আইনীভাবে নূতন অভিযোগ আনার প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে আসামীকে প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত করা হয় নাই এবং সেইহেতু নূতন ধারাগুলির যুক্তকরনের দ্বারা পরিবর্তন আনিলে তাহা বিচারের ক্ষেত্রে কলুষতা ঘটাইবে এবং নিশ্চিতভাবে আসামী ব্যক্তিদের ক্ষতিসাধন করিবে এবং যুক্ত অভিযোগে কূট পরীক্ষায় সুযোগ প্রদান করিলে তাহার দ্বারা অনিয়মিততার ত্রুটির বিলোপ ঘটিবে না।

অথবা

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ ১, ২, ৩ এবং ৪ নং-এব কূট পরীক্ষার সময়কালীন অবস্থাতে ঐ চারজন সাক্ষীগণ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪২৭ ধারায় ক্ষতির তথ্য সমেত সম্পূর্ণরূপে একটি নূতন ঘটনা স্বেচ্ছাপূর্বক প্রদান করিয়াছিলেন যাহার দ্বারা আপনার মহানুভবের সম্মুখে আসামী ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সাক্ষীগণকে অভিযোগের পরে কূট পরীক্ষার সমযকালে প্রবর্তিত কাহিনীব আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনের জন্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং ঐ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারার বিধানে অভিযোগের পরিবর্তন যুক্ত করিয়া একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন এবং উপরিবর্ণিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেব অতিরিক্ত আসামীরূপে আহ্বানপত্র প্রদান করিবার জন্য একটি পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন এবং ইহার ক্ষেত্রে আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া জানান নাই যে ঐ দুইজন ব্যক্তি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৪৫ ধারার বিধানে ইতিমধ্যে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেইহেতু প্রস্তাবিত পরিবর্তন বিচারের ক্ষেত্রে কলুষতা ঘটাইবে যেহেতু উপরোক্ত সাক্ষীদের কূট পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করিলে তাহা প্রতিরক্ষা পক্ষর অনিষ্টর কারণ ঘটাইয়া অনিয়মিততার ত্রুটির বিলোপ ঘটাইবে না।

অতএব ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে .... তারিখের ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দ্বারা মামলায় / অভিযোগে দরখাস্ত খারিজ করিবেন এবং / অথবা আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ অন্য আদেশ অথবা আদেশগুলি প্রদান করিতে পারেন। এবং আসামী ব্যক্তিগণ, কর্তব্যরত হইয়া, ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

.... এবং অন্যান্যগণ

....

(একজন আসামীর নাম)

....

মারফৎ

....

(আইনজীবির সহি) আইনজীবি

তারিখ সমেত

টিপ্পনী ঃ (১) যেক্ষেত্রে সকল অভিযোগে কিছু আসামী অব্যাহতি পাইয়াছিলেন এবং কোন অভিযোগের অস্তিত্ব নাই, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২১৬ ধারার একটি দবখাস্ত প্রযোজ্য হইবে না কিন্তু বিচারের সম্মুখীন আসামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগগুলির আনার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না — (1990) 4 SCC 580: 1990 SCC (Cri) 650: AIR 1990 SC 1869।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৮ ধারার বিধানে অধিকতর তদন্ত কবার প্রয়োজনীয়তাকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারাব বিধানের আশ্রয়স্থল করিযাও তাহা পরিহার অথবা পরিবৃত করা যাইতে পারে না। ৩৯৮ ধাবার বিধানে "অব্যাহতি" শব্দটির অর্থ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২২৭, ২৩৯, ২৪৫ এবং ২৪৯ ধারাগুলির বিধানে অভিযোগ সংক্রান্ত অপরাধ হইতে অব্যাহতি পবোয়ানা জারীর পরে অধিকতর অগ্রগতির পরিহার করাই অব্যাহতি। যথোচিত আদেশ না থাকিলেও অব্যাহতি যথার্থ এবং কার্যকরী হইবে। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩৯৮ ধারার বিধানে "অব্যাহতি" শব্দটি পূর্ণ অব্যাহতি অর্থে সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত যেক্ষেত্রে আসামীকে সমগ্র মামলাটিতে পরীক্ষা হইতে মুক্ত করা হইয়াছে — AIR 1990 SC 1869: 1990 SCC (Cri) 650.

নং ৩১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৮ ধারার বিধানে সাক্ষীর জবানবন্দীর সংশোধনের জন্য দরখাস্ত

.... ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

মামলা নং .... সাল ....

অথবা

অভিযোগ মামলা নং ....

অথবা

দায়রা বিচারক .. .. আদালত, দায়রা বিচারক .... দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৮ ধারার বিধানে সংশোধন কাগজ দাখিলের জন্য দরখাস্ত

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / অভিযোগকারীর আইনজীবি (অথবা প্রতিরক্ষা পক্ষর সাক্ষীর ক্ষেত্রে আসামীর আইনজীবি) মারফৎ ফৌজদারী মামলার ৪নং বাদী পক্ষর .... (নাম) দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথ গ্রহণপূর্ব্বক ঃ

(১) ঐ অদ্য উপরিবর্ণিত সাক্ষীর পরীক্ষার পরে আপনার মহানুভব উন্মুক্ত আদালতে জবানবন্দী লিখিবার নিমিত্ত অন্যাকে দিয়া স্বয়ং লিখনীয় বিষয় বলিয়া দিয়াছিলেন তথাপি আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে সাক্ষ্যটি ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করিবার অনুমতি প্রদান কবিয়াছিলেন।

(২) ঐ তাঁহার ছাপার হরফযুক্ত লিখিত জবানবন্দী পাঠ করিতে গিয়া ঐ সাক্ষী কিছু ছাপার হরফযুক্ত ত্রুটি দর্শন করিয়াছিলেন এবং মামলায় প্রদর্শিত বস্তুর ছবিগুলি হইতে তাঁহার সনাক্তকরণের পরিপ্রেক্ষিতে একজন সাক্ষী এবং মৃতের নামগুলিতে দুইটি প্রধান ত্রুটি ছিল।

(৩) ঐ আপনার মহানুভবেব সংক্ষেপ লিপিকারেব দ্বারা সংক্ষেপ লিখনীতে আপনার মহানুভবের লিখনীর বিষয় আদেশযুক্তভাবে সংক্ষেপ লিপিকারের দ্বারা লিখনী হইতে বেঠিক ছাপার হরফ সাংঘাতিক ভাবে ভুলগুলি প্রতিপন্ন করিয়াছে যাহা সংশোধনের প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে ঐ সাক্ষী তাঁহার যথাযথ সহি প্রদত্ত সংশোধনের কাগজ সমর্পণ কবিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছেন।

ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উহা সংশোধন করিবেন এবং / অথবা আপনাব মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ / আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

সংশোধন কাগজ

(১) 'স্পর্শ' শব্দটি সংশোধিত হওয়া উচিত "মশাল"-রূপে। তাঁহার জবানবন্দীর ২ পৃষ্ঠার ১৪ লাইনে "আমি তাহার পর" শব্দ দিয়া আরম্ভর অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যের পূর্ব্বে "অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল যখন" শব্দের শেষ হইয়াছিল।

....

(সাক্ষীর তারিখ এবং সময়সমেত সহি)

(২) "তাঁহার পকেটে হস্ত রাখিয়াছিলেন" শব্দটি গলায় হস্ত দিয়াছিলেন হওয়া উচিত ৩ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদের ২য় লাইনে;

....

(সাক্ষীর তারিখ এবং সময়সমেত সহি)

(৩) জবানবন্দী দিবার সময় সাক্ষী বলিয়াছিলেন "ইহা মহম্মদ ইসমাইলের ছবি" কিন্তু সাক্ষ্যে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে "ইহা মহম্মদ ওসমানের ছবি" যাহা আমার জবানবন্দীর ৩ পৃষ্ঠার ২য় অনুচ্ছেদে তৃতীয় লাইনে রহিয়াছে।

....

(সাক্ষীর তারিখ এবং সময় সমেত সহি)

(৪) জবানবন্দী দিবার সময় সাক্ষী বলিয়াছিলেন "আমি রক্ত দরজায় দেখিয়াছিলাম, মেঝেতে নয়" সেক্ষেত্রে ৪ পৃষ্ঠার ৪ অনুচ্ছেদে পঞ্চম লাইনে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে "আমি দরজায় এবং মেঝেতে রক্ত দেখিয়াছিলাম।"

....

(তাবিখ এবং সময় সমেত সাক্ষীর সহি)

(সাক্ষীর সহি মারফৎ .... আসামী অথবা অভিযোগকারীর আইনজীবি / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল)

টিপ্পনী ঃ পাঠ করুন ঃ AIR 1927 PC 44: 28 Cri LJ 259: 1989 SCC (Cri) 750: AIR 1989 SC 1785: 1989 Cri LJ 2070.

নং ৩২ — একটি সাক্ষীকে বিপক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করার জন্য অভিযোক্তার দরখাস্ত (অনুপযুক্ত নিদর্শ)

দায়রা বিচারক / .. .. দায়রা বিচারক এব .. .. আদালত

দায়রা বিচার নং ....

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষীকে বিপক্ষীয বলিয়া ঘোষণা কবার জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের দরখাস্ত

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী এম এল জেড জযলাভ করিয়াছেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিকের নিকট পূর্ববর্তী উক্তি হইতে ঠিকরাইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন।

(২) ঐ সাক্ষী ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষকে সমর্থন করিতেছেন না এবং তিনি সত্য গোপন করিতেছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষীকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করিবেন। এবং ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৩৩ — একটি সাক্ষীকে বিপক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করার জন্য অভিযোক্তার দরখাস্ত (উপযুক্ত নিদর্শ)

দায়রা / .... দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং ....

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী এম এন জেড-কে বিপক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য আইনের ১৫৪ ধারার বিধানে তাঁহাকে চালনাক্রীত প্রশ্নগুলি করার অনুমতি প্রদানের জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের মারফৎ রাজ্যের দরখাস্ত। ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল মারফৎ রাজ্য

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ উপরোক্ত সাক্ষী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে তদন্ত আধিকারিকের নিকট প্রদত্ত তাঁহার উক্তি হইতে ঠিকরাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সত্য কথা বলিতেছেন না এই মর্মে যে তিনি ঘটনা দেখেন নাই কিন্তু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তাঁহার উক্তিতে এই সাক্ষী বলিয়াছিলেন যে তিনি ঘটনা দেখিয়াছিলেন এবং আসামীর ভূমিকারত কর্মের বিষয় তিনি বলিয়াছিলেন।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তাঁহার উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী বলিয়াছিলেন যে তাঁহাব দোকানের বাহিরে শ্রেণীবদ্ধ জনতার শব্দ শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়াছিলেন এবং আসামী জেড, এক্স এনকে ছুরির আঘাত করিতে দেখিয়াছিলেন ডি কে এমকে এবং ছুরিসমেত তিনি উত্তর দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট হয় যে এই সাক্ষী কোন কারণবশতঃ অথবা অন্য কারণে আসামীর দ্বারা প্রলোভিত হইয়া সত্য গোপন করিতেছেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী এম এন জেড ঘটনার ঠিক পরমুহূর্তেই .... তারিখে তদন্ত আধিকারিক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষ প্রমাণ করিবেন যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিক দ্বারা নথীভুক্ত তাঁহার পূর্ববর্তী উক্তি হইতে আদালত সম্মুখে তাঁহার প্রদত্ত মুখ্য পরীক্ষাতে তাঁহার উক্তির কতটা ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষীকে উত্তরসূচক প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন যাহা বিরোধী পক্ষের দ্বারা কূট পরীক্ষাতে উহা রাখা যাইবে। এবং রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া, ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

....

রাজ্য মারফৎ

.. ..

(মামলায় ফৌজদারী বাদী পক্ষের সরকারী উকীলের সহি)

টিপ্পনী : একটি সাক্ষীকে বিপক্ষীয় বলিয়া ঘোষণার পূর্বে একজন বিচারক সাধারণতঃ তদন্ত আধিকারিকের নিকট প্রদত্ত উক্তি লক্ষ্য করেন ইহা দেখিবার জন্য যে সাক্ষী তদন্ত চলাকালীন সময়ে তাঁহার গৃহীত অবস্থান হইতে প্রকৃতপক্ষে ঠিকরাইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন কিনা। পক্ষ তাঁহার নিজ সাক্ষীর পুনঃপরীক্ষার জন্য একটি ভিত্তি নিশ্চিত রাখিবেন — AIR 1960 Cal 776: 1960 Cri LJ 5.0.

নং ৩৪ — একটি সাক্ষীকে বিপক্ষীয় বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের অনুমতির প্রার্থনার বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত

দায়রা বিচারক / .... দায়রা বিচারক .. .. আদালত

দায়রা বিচার নং .. ..

আসামী .... (নাম) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলাব সরকারী উকীল কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই এই মর্মে যে কিরূপে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী .... (নাম) সত্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই যেক্ষেত্রে ঐ সাক্ষী আদালত সম্মুখে উক্ত করিয়াছিলেন যে আসামী হানিফ মৃত কাশেমের গ্রীবা ধবিযাছিলেন কিনা তিনি অবগত ছিলেন না।

(২) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬১ ধারাব বিধানে তদন্ত-আধিকাবিকের নিকট ঐ সাক্ষীর উক্তি এই মর্মে হইয়াছিল যে আসামী হানিফ কাশেমেব গ্রীবা ধরিয়াছিলেন কিন্তু ঐ ধরনের কেবলমাত্র বর্ণনাহীনতার জন্য বৈপরীত্য সৃষ্টি হইতে পারে না যাহার জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষ ঐ সাক্ষীকে বিপক্ষ সাক্ষী বলিয়া ঘোষণা কবার জন্য আদালতে অনুমতি চাহিবার প্রার্থনা করিতে পাবেন এবং তাঁহাব জবানবন্দী আদালতে নিকট ইহা প্রদর্শিত হয় না যে তিনি ফৌজদাবী বাদী পক্ষের মামলা গোপন করিতেছেন।

(৩) ঐ সাক্ষীকে বিপক্ষ ঘোষণা করাব জন্য দরখাস্তের দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শিক্ষিত ফৌজদারী মামলাব সবকাবী উকীল বৈপরীত্য না প্রদর্শন করিয়া একটি বিশদ বৃত্তান্ত ঘটনা আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশদ বৃত্তান্তেব একটি বিষয় ভুল

হওয়ার অর্থ এই সাক্ষ্য নহে যে সাক্ষীর সত্যের প্রতি সাধারণ অশ্রদ্ধা রহিয়াছে অথবা অপর পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন।

(৪) ইহা আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি যে একটি সাক্ষীকে বিপক্ষ রূপে কূট পরীক্ষিত হইবার জন্য অনুমতি প্রদানে কেবলমাত্র অস্বীকার করিলে তাহা প্রয়োজনীয় ভাবে ইহা প্রমাণ করে না যে আদালত ঐ সাক্ষীকে সত্যবাদী সাক্ষীরূপে বিবেচনা করিয়াছে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে ঐ সাক্ষীকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ফৌজদারী বাদী বক্ষের প্রার্থনা খারিজ করা হউক।

টিপ্পনী : পাঠ করুন 1962 Ker LJ 529; AIR 1964 MP 30 : (1964) 1 Cri LJ 198; (1902) 6 Cal WN 513 (PC).

নং ৩৫ — একটি সাক্ষীকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের প্রার্থনার বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত

(অপর নিদর্শ)

.... দায়রা বিচারক .... আদালত

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

রাজ্য বনাম মুরালিধবন

ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪ নং সাক্ষী আপ্পু রজন-কে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের মৌখিক প্রার্থনার বিরুদ্ধে আপত্তি দরখাস্ত।

(১) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৪ নং সাক্ষী আপ্প রজন আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তিনি একটি চীৎকার শুনিয়া অর্থাৎ "আমি মৃত হইতে চলিয়াছি, আমি মাবা যাইতেছি" চীৎকারে আমি আমার গৃহ হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া দেখিলাম যে শেখরন একটি গৃহের দরজার সংলগ্ন একটি গৃহের সোপানে শায়িত ছিলেন। ঐ সংলগ্ন সোপানটি দরজা হইতে শুরু হইয়া জনপথমুখী হইয়াছে। সোপানটি মুরালিধরন অথবা তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধেশরনের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। আমি চিৎকার করিয়াছিলাম। একটি ইষ্টক আমার মস্তকে আসিয়া পড়িল এবং আমি আহত হইয়াছিলাম। আমি চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইযা গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আমি শুনিয়াছিলাম যে শেখরন রিক্সা করিয়া যাইবাব সময় পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।"

(২) ঐ সাক্ষী তাঁহার মুখ্য পরীক্ষায় উপরোক্ত উক্তি প্রদান করিবার পরে শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কোন পুলিশ আধিকারিক ঘটনাটির বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিনা, সাক্ষী স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন যে "তিনি একদিন অথবা দুই দিন পবেই পুলিশ

আধিকারিক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন" এবং ইহার পর শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল, ঐ সাক্ষী আসামীর দ্বারা লাভবান হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য আপনার মহানুভবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিকের নিকট তাঁহার পূর্ব্ববর্তী উক্তির প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সাক্ষীকে কূট পরীক্ষার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ আদালতে ঐ সাক্ষীর উক্তির মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে কোন প্রধান বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হয় না এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৬ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিকের নিকট তাঁহার উক্তির অভিযোগ এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত এই সাক্ষীর উক্তি এইরূপ —" তখন প্রায় রাত্রি ১০-৩০ মিনিট। আমি আমার গৃহে ছিলাম আমি বাহিরে গোলমাল শুনিলাম। আমি গৃহের বহির্গত হইয়া আমার গৃহের সংলগ্ন মন্দির পর্য্যন্ত পদব্রজে যাই এবং দেখিলাম শেখরন রক্তাক্ত ক্ষত অবস্থায় মুরলিধরনের সোপানে শায়িত রহিয়াছেন। সোপানটি রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমি চিৎকার করিয়াছিলাম। ঐ সময় একটি ইষ্টক আসিয়া পড়ে এবং আমার বাম চক্ষু আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আমি চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী বহির্গত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া যান। পরবর্তী সময়ে আমি শুনিয়াছিলাম মুরলীধরন এবং তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধেশরন শেখরনকে ছুরিকাহত করিয়াছিলেন এবং রিক্সাতে করিয়া হাসপাতাল যাইবার পথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং স্থানীয় ব্যক্তিগন তাঁহাকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।"

(৪) ঐ ফৌজদারী মামলার শিক্ষিত সরকারী উকীল দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে ঐ সাক্ষী আপ্পু রজনের উক্তির উল্লেখ করিবার যাহা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র বিশদ বৃত্তান্ত বিষয়, বৈপরীত্য নহে। এতদ্ব্যতীত কোন কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না যে ঐ সাক্ষী ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের বিপক্ষ ছিলেন অথবা কোন সত্য গোপন করিয়াছেন, এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষর ঐ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিবার স্বাধীনতা ছিল যেহেতু ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১ নং হইতে ৩ নং সাক্ষীগণের জবানবন্দী অনুযায়ী ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ঘটনা ছিল যে বাহির হইতে পরিদৃষ্ট মুরলীধরনের ঘরের অভ্যন্তরে মুরলীধরন শেখরনকে ছুরিকাহত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধেশরন শেখরনকে ছুরিকাহত করিতে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন যিনি পরবর্তী সময়ে হাসপাতাল যাইবার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং সেইহেতু ফৌজদারী মামলাব শিক্ষিত সরকারী উকিল ঐ সাক্ষীকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য ঐ সাক্ষীকে পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার ভুল সংশোধনের বর্তমানে চেষ্টা করিতেছেন।

(৫) ঐ সাক্ষী যখন পরীক্ষিত হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলার শিক্ষিত সরকারী উকিলের তাঁহাকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনার দ্বারা

তাঁহার খেয়ালখুশী মত সাক্ষীকে অস্বীকার করিবার স্বাধীনতা নাই বিশেষতঃ যখন এই সাক্ষী আসামীর প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করেন নাই অথবা ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের প্রতি তিনি তাঁহার আচরণ, প্রকৃতির দ্বারা এবং কোন বিপক্ষ অনুভূতির দ্বারা বিপক্ষ বলিয়া প্রমাণ করেন নাই এবং তাঁহাকে আহ্বান করিবার পর তাঁহার উক্তি অথবা উক্তির প্রামান্যের প্রত্যাশার উক্তির বৈপরীত্য উক্তি তিনি আদালতে প্রকাশ করেন নাই।

সুতরাং, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে সাক্ষ্য আইনের ১৫৪ ধারা মতে উপরিবর্ণিত সাক্ষীকে কূট পরীক্ষায় অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিপক্ষ ঘোষণার জন্য ফৌজদারী মামলার শিক্ষিত সরকারী উকিলের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

মুরলীধরন

— আসামী

দ্বারা

তারিখ ....

(আইনজীবির সহি)

টিপ্পনী ঃ পাঠ করুন (1969) 1 Andh LT 32 (কোন পক্ষ নিজ সাক্ষীকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিতে ইচ্ছুক হইলে পরীক্ষার সময়কালে একটি দরখাস্ত দায়ের করিবেন এবং ইহ সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া যাইবার পরে চলিবে না); ILR (1971) 2 Cal 392, ILR (1974) 1 Delhi 129, 1979 Cri LR (Guj) 531; 1980 Raj Cri C 159, 1979 Cri LJ 1374, AIR 1979 SC 1848; AIR 1982 Cal 397; AIR 1969 Mys 12, 1969 Cri LJ 118; (1964) 2 Cri LJ 472; AIR 1964 SC 1563; AIR 1930 Cal 276; 31 Cri LJ 1207; AIR 1953 Cal 160; (1976) 1 SCC 727, AIR 1976 SC 294; 1976 Cri LJ 295; 1970 SCD 697, 1991 Cri LJ 1878 (All), AIR 1977 SC 170, 1977 Cri LJ 173.

নং ৩৬ — অভিযোগের পর ওয়ার‍্যাণ্ট কেসে (গুরুতর অপরাধের মামলায় গুরুতর শাস্তি যেমন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা দু বছরের অধিক সময়ের জন্য কারাদণ্ড হতে পারে) একটি সাক্ষীকে বিপক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য অভিযোগকারীর দ্বারা দরখাস্ত

অভিযোগ মামলা নং ....

.... (অভিযোগকারীর নাম)

বনাম

.... এবং অপর পক্ষগণ

(আসামী নাম)

উপরোক্ত অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষী .... (নাম) .... তারিখে অভিযোগের পূর্বে পরীক্ষার সময়ে উক্তি করিয়াছিলেন যে .... (তারিখে) প্রত্যুষে প্রায় ৫ ঘটিকায় তিনি .... স্থানের তাঁহার দোকান খুলিবার জন্য যখন প্রথম বাসটি ধরিবার অভিপ্রায়ে বাসগুলি থামিয়া যাইবার স্থলে যাইতেছিলেন, তিনি রাস্তায় সিনেমাতলার নিকটবর্তী স্থানে দেখিলেন যে .... (আসামীর নাম) প্রহার করিতেছিলেন .... (নাম) .... ভ্রাতাকে (অভিযোগকারী) এবং অভিযোগকারীর দোকান হইতে পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া গিয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনা দেখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া অভিযোগকারীর গৃহে গিয়া ঘটনাটি জানান এবং উহা জানাইবার পরে তিনি পুনরায় যখন বাসের স্থলে আসিয়াছিলেন, ঐ সময় বাসটি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি উহা থামাইয়া বাসে উঠিয়া পড়েন।

(২) ঐ কূট পরীক্ষার সময়কালীন অবস্থাতে অভিযোগের পরে সাক্ষীর কাঠগড়া হইতে ঐ সাক্ষী .... (নাম) বর্তমানে উক্তি করিয়াছেন "আমি অভিযোগকারীর বস্ত্রের দোকানের কোন ঘটনার বিষয় কিছুই জানি না" এবং সেইহেতু অভিযোগের পূর্বে তাঁহার জবানবন্দীতে তিনি যাহা উক্ত করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে তাঁহার অবয়বে নির্দোষিতা প্রকাশ পাইল এবং এই সাক্ষী আসামীর দ্বারা লাভবান লইয়াছিলেন। এই সাক্ষী অভিযোগের পরে আদালতের নিকট এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে তিনি অভিযোগকারীর দোকানের কোন ঘটনার বিষয়ে কাহাকেও কিছুই জানান নাই।

(৩) ঐ উপরিবর্ণিত সাক্ষী বৈপরীত্য উক্তির দ্বারা সত্য গোপন করিতেছেন এবং সেইহেতু বিপক্ষ সাক্ষীরূপে সাক্ষ্য আইনের ১৫৪ ধারা মতে অভিযোগকারীর দ্বারা তাঁহাকে কূট পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সুতরাং, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে সাক্ষ্য আইনের ১৫৪ ধারামতে তাঁহাকে কূট পরীক্ষা করিবার জন্য অভিযোগকারীকে অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....
(তারিখ) অভিযোগকারীর সহি মারফৎ

....
(আইনজীবির সহি)

নং ৩৭ — বিচারিক কার্যাবলীতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য সাক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগের দরখাস্ত

.... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত .... স্থান

বিবিধ দরখাস্ত নং .... সাল ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(নাম এবং ঠিকানা)

— দরখাস্তকারী

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত অভিযোগ মামলা নং ....-তে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ১৯৩ ধারামতে .. .. (সাক্ষীর নাম এবং ঠিকানা) বিরুদ্ধে আদালতের অভিযোগের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারা মতে পঠনরত ১৯৫ (১)(খ) ধারার বিধানে দরখাস্ত

(............... বনাম ....)

যাহা চলাকালীন অথবা নিষ্পত্তি হইয়াছে . ... (তারিখ)

উপরিবর্ণিত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ .... (অভিযোগের মামলার তথ্যগুলি চারটি অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশিত করুন)।

(২) ঐ অভিযোগকারী অভিযোগের পূর্বে শ্রী .... (সাক্ষীর নাম)-কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অন্ততঃ প্রায় ৯ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং আসামী ব্যক্তিরা ঐ পর্যায়ে তাঁহাকে কূট পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ১ হইতে ৩ নং সাক্ষীদের কূট পরীক্ষা করিবার জন্য ক্রমিক তারিখগুলি, অর্থাৎ (তারিখ) নির্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭, ১৪৮ ৩২৩ এবং ৩৭৯ ধারার বিধানমতে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়াছিলেন এবং উহার পরে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সাক্ষীদের জন্য .... তারিখ এবং অবশিষ্ট সাক্ষী কেহ থাকিলে তাহাদের জন্য .... তারিখ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ .... তারিখে অভিযোগকারী প্রতিরক্ষার দ্বারা কূট পরীক্ষার জন্য ঐ শ্রী .... (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষী)-কে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ঐ তারিখে পুনরায় অন্যান্য সাক্ষীদের মত তাঁহাকে গতানুগতিক শপথ গ্রহণ করানো হইয়াছিল।

(৪) ঐ .... তারিখে অভিযোগের পূর্বে তাঁহার পরীক্ষায় ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষী .... (নাম) নিম্নলিখিতরূপে বলিয়াছিলেন ঃ

"ঐ .... তারিখে প্রত্যুষে প্রায় ৫ ঘটিকায় .... স্থানে আমার দোকান খুলিবার জন্য আমি যখন প্রথম বাস ধরিবার জন্য বাস দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবার স্থানটিতে যাইতেছিলাম, আমি সিনেমাতলার নিকট দেখিলাম যে ... . (আসামীর নাম) প্রহার করিতেছিলেন .... (নাম) অভিযোগকারীর ভ্রাতাকে দোকানের অভ্যন্তরে এবং দোকান হইতে বস্ত্রাদি লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমি ফিরিয়া আসিয়াছিলাম এবং অভিযোগকারীর গৃহে দৌড়াইয়া গিয়াছিলাম যাহাব পদব্রজের দূরত্ব অভিযোগকারীর বস্ত্রাদির দোকান হইতে ও মিনিট এবং ঘটনাটি জানাইয়া তাঁহার ভ্রাতাকে উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। আমি তাহার পর বাস দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবার স্থানটিতে ছুটিয়া যাই কিন্তু রাস্তাতেই বাসের আগমন দেখিয়া হস্ত উত্তোলন পূর্বক বাস থামাইযা উঠিয়া যাই।"

(৫) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষীকে অভিযোগের পূর্বেও প্রতিরক্ষার দ্বারা কূট পরীক্ষা করা হয় যে স্থানে তিনি উক্তি করিয়াছিলেন — "আমি সম্পূর্ণ ঘটনা অভিযোগকারীকে জানাইয়াছিলাম। আমি পুলিশকে ঘটনাটি জানাই নাই। আমি থানায় যাই নাই। আমি .... স্থানে আমার নিজের দোকান খুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম. তাহার জন্য বাস আমার সম্মুখবর্তী হওয়াতে আমি উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। বাসে উঠিবার পূর্বে সকালে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আমি সহযাত্রীদেব বলিয়াছিলাম। কিছু সহযাত্রী আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন .. .. (সহযাত্রীদের নামগুলি)। ইহার পর সাক্ষীদের ব্যাপারে আমি কিছুই করি নাই। আমি অন্য আদালতের সম্মুখে প্রাথমিক এজাহার প্রদান করিয়াছিলাম। আমি তারিখ স্মরণ করিতে পারি নাই।"

(৬) ঐ .... তারিখে পরোয়ানা জারীর পূর্বে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষীকে পবিত্র শপথের দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি অভিযোগের পূর্বে পরীক্ষাতে যে উক্তি করিয়াছিলেন সেই প্রায় একই উক্তি তিনি করিয়াছেন।

(৭) ঐ .... তারিখে ঐ একই সাক্ষী .... (সাক্ষীর নাম) প্রতিরক্ষার দ্বারা তাঁহার কূট পরীক্ষাতে তিনি নিম্নলিখিতভাবে উক্তি করিয়াছিলেন ঃ

অভিযোগকারীর দোকানে প্রত্যুষে ৫ ঘটিকায় .... তারিখে কোন ঘটনার বিষয় আমি কিছুই জানি না। .... (তারিখ) ছিল বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার .... স্থানের আমার দোকানটির বন্ধের দিন এবং সেইহেতু আমি আমার ঐ দোকানে কখনও যাই নাই এবং এই সাক্ষী আপনার মহানুভবের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন এই মর্মে যে সাধারণতঃ শুক্রবারে তাঁহার দোকান পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে এবং বৃহস্পতিবার তাঁহার দোকান সাধারণতঃ অর্ধ দিবস বৈকাল ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে।

(৮) ঐ দরখাস্তকারী .... স্থানের দোকান এবং প্রতিষ্ঠাগুলির কার্য্যালয় হইতে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন (সংলাগ ১) যাহা হইতে ইহা প্রদর্শিত হয় যে প্রাসঙ্গিক সময়কালীন অবস্থায় এবং বর্তমানেও ঐ .... (ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষীর নাম) ব্যক্তির দোকানের জন্য বৃহস্পতিবার পূর্বের মত এখনও অর্দ্ধ দিবস বন্ধ থাকিত (বৈকাল ৪-৩০ মিনিট হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা) এবং শুক্রবার "................" নামের দোকানটি পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকিত।

(৯) ঐ সংলাগ ২ অর্থাৎ ঐ সাক্ষীর পরীক্ষার প্রমাণিত প্রতিলিপি এবং সংলাগ ৩ অর্থাৎ অভিযোগের পূর্বে এবং পরে তাঁহার পরীক্ষার প্রমাণিত প্রতিলিপি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে ঐ সাক্ষী ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার মহানুভবের সম্মুখে বিচারিক কার্যাবলীতে অর্থাৎ অভিযোগ মামলা নং ....-তে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং সেইহেতু তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে একটি অপরাধ করিয়াছেন যাহার জন্য বিচারের স্বার্থে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জন্য ঐ সাক্ষীর অভিশংসনের উদ্দেশ্যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫(১)(খ) ধারার বিধানে অভিযোগ কার্যকরী করা বিধেয়

সুতরাং, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডবিধান আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযোগ মামলা নং .... এর ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষী শ্রী .... এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ গঠন করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

দরখাস্তকারীর সহি

মারফৎ

আইনজীবি

....

(আইনজীবির সহি)

টিপ্পনী : (১) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার বিধানে একটি পৃথক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে নূতন ওকালতনামা দিতে হইবে।

(২) আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য প্রদানকারীর একটি বিচারিক কার্যাবলীতে দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে কেবলমাত্র দুইটি ভিন্ন উক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য অভিশংসনকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট নয় কিন্তু ইহা প্রদর্শিত হওয়া উচিত যে আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য প্রদানকারী "বিচারিক কার্যাবলী"তে যে কোন পর্য্যায়ে একটি মিথ্যা উক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদান করিয়াছেন অথবা বিচারিক কার্যাবলীর যে কোন পর্য্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য উৎপাদন করিয়াছেন। অধিকন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য এইরূপ অভিশংসন বিচারের স্বার্থ ত্বরান্বিত করিবার জন্য গ্রহণ করা উচিত — (1992) 3 SCC 178; AIR 1992 SC 1831; 1992 Cri LJ 2781. পাঠ করুন ইহা ব্যতীত, 1981 Cri LJ 1019; AIR 1981 SC 1417; 1933 Cri LJ 427; AIR 1988 SC 419; AIR 1983 SC 1053; 1983 Cri LJ 1599; (1982) 2 SCC 167; 1982 SCC (Cri) 379 (1) AIR 1982 SC 1238; 1982 Cri LJ 1731; AIR 1981 SC 22; 1980 Cri LJ 1280.

(৩) বিচারিক কার্যাবলীগুলিতে পুলিশ আধিকারিকদের মিথ্যা উক্তি প্রদান কবার জন্য তাঁহারাও ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিশংসিত হইতে বাধ্য — (1996) 7 SCC 397.

নং ৩৮ — মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে অভিশংসনের জন্য আদালতের অভিযোগের জন্য দরখাস্ত

(অপর নিদর্শ)

.... অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... আদালত

.... বিবিধ দরখাস্ত নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে শ্রী .... (পুলিশের অবর পরিদর্শক), শ্রী .... (পুলিশের সহকারী অবর পরিদর্শক) এবং শ্রী .... (আরক্ষী নং ....) যাঁহারা .... থানার অন্তর্ভুক্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের জন্য অভিযোগ দায়ের করিবার আদালতের পরিনামদর্শিতার ক্ষমতা আহ্বান করিবার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার বিধানে পঠনরত ১৯৫(১)(খ) ধারার বিধানে দরখাস্ত যেক্ষেত্রে দায়রা বিচার নং .... মামলায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা উক্তি প্রদান করা হইয়াছে এবং .... তারিখে আপনার মহানুভব কর্তৃক জবানবন্দীগুলি গ্রহণ করিয়া সকল আসামী ব্যক্তিদের অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত ঃ

১. ....

(নাম এবং ঠিকান)

২. ....

(নাম এবং ঠিকানা)

দরখাস্তকারীগণ

দরখাস্তকারীদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ দায়রা বিচার নং .... মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭, ৩৩২/৩৩৩ ধারার বিধানে অপরাধ সংগঠনেব জন্য দরখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগে উত্তর প্রদানের জন্য দরখাস্তকাবীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগে উত্তর প্রদানের জন্য দরখাস্তকারীরা বিচাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন যেক্ষেত্রে অপর ২০ জন ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৪৭/১৪৯/৩৩৩/৩০৭ ধারাব বিধানে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(২) ঐ ১ নং দরখাস্তকারী বহু ব্যাধিতে আক্রান্তকারী, পঙ্গু শৈশব হইতে অসমর্থ একজন বৃদ্ধা মহিলা হইতেছেন এবং তাঁহার দক্ষিণ পদ পোলিও ব্যাধিতে সম্পূর্ণরূপে কার্যহীন; যেক্ষেত্রে ২নং দরখাস্তকারী একজন মৃগী বোগী মহিলা এবং সাত বৎসরের অধিককাল তিনি চিকিৎসাধীন বহিয়াছেন এবং প্রাযই তিনি গ্রেপ্তাব হন।

(৩) ঐ তিনজন শিক্ষিত ফৌজদাবী বাদী পক্ষেব সাক্ষীগণ অর্থাৎ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩ নং সাক্ষী এ ডি বি, ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষী এম এন বি, এবং ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৬ নং সাক্ষী কে ডি এম ফৌজদারী বাদী পক্ষ দ্বারা পর্বাক্ষিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাবা চালনাকাবী প্রশ্ন বাখিবার জন্য আদালতের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করায বিপক্ষ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন এবং (উপরি উল্লিখিত শ্রী . . .... পুলিশেব অবর পরিদর্শক) ফৌজদারী বাদী পক্ষের ২১ নং সাক্ষীর দ্বারা নথীভুক্ত উক্তিগুলির সহিত তিন জন সাক্ষীদের উক্তির বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল এবং সাক্ষীগণ সুনিশ্চিতভাবে উক্তি করিয়াছিলেন যে তাঁহারা কোন সময়েই কোন পুলিশ আধিকারিকের নিকট কোন উক্তি কবেন নাই। ঐ তিনজন সাক্ষী সকল সুনিশ্চিতভাবে দরখাস্তকারীদের শারীরিক সামর্থহীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ দরখাস্তকারীরা বিচারে স্ব-স্ব চিকিৎসকদের প্রতিরক্ষা সাক্ষীরূপে (প্রতিরক্ষা সাক্ষী ১ এবং প্রতিরক্ষা সাক্ষী ২) পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ তারিখে ঐ বিচারে রায়ের ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীদের এবং অপর আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে যাইয়া আপনার মহানুভব সুস্পষ্টরূপে প্রতিরক্ষার

উক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ দুইজন মহিলা পুলিশ আধিকারিক শ্রী .... এবং অন্য পুলিশ আধিকারিকদের পদাঘাত করিবার পক্ষে খুবই দুর্বল ছিলেন এবং আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে সুস্পষ্ট রায়ে উক্তি করিয়াছিলেন যে উপরিউক্ত পুলিশ কার্যনিরত ব্যক্তিগণ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ পুলিশ আধিকারিকদের সৎ হওয়া উচিত এবং সত্য প্রকাশ করা উচিত এবং বিচারিক কার্যাবলীতে দণ্ডাজ্ঞা আনয়নের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না বলিয়া আশা করা যায় এবং বিচারের স্বার্থে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার জন্য আপনার মহানুভব উপরিউক্ত পুলিশ কার্যনিরত ব্যক্তিগণের দ্বারা অপরাধের জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন কারণ পুলিশ আধিকারিকদের অব্যাহতি প্রদান করিলে এবং প্রমাণ ব্যতীত মিথ্যা সাক্ষ্য উৎপাদনের দ্বারা নির্দোষী ব্যক্তিদের লিপ্ত করার কার্যোর জন্য তাঁহাদের মুক্ত করিলে জনগণের ভাগ্যের কি নিয়তি হইবে।

সুতরাং, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বিচারের স্বার্থে উপরিউক্ত পুলিশ কার্যনিরত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪০ ধারার বিধানে পঠনরত ১৯৬(১)(খ) ধারার বিধানে কার্যাবলী রুজু করিবেন এবং / অথবা ঐরূপ অপর আদেশ / আদেশগুলি যাহা আপনার মহানুভব যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন তাহা ধার্য করিবেন। এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....	১. ....
(স্থান)	২. ....
....	দরখাস্তকারীগণ
(তারিখ)	মারফৎ
	....
	(আইনজীবির সহি)

টিপ্পনী : পাঠ করুন (1996) 7 SCC 397.

নং ৩৯ — পরীক্ষার সময়কালীন অবস্থাতে সাক্ষীর আচরণ উল্লেখের জন্য দরখাস্ত

.... ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

মামলা নং / অভিযোগ মামলা নং .... অথবা দায়রা / ....

.... আদালত .... দায়রা বিচারক ....

... . দায়রা বিচার নং .... সাল ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮০ ধারার বিধানে আদালত কর্তৃক ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী .... স্ব-স্ব আচরণ নথীভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত।

রাজ্য / দরখাস্তকারী / আসামী / আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া যিনি দাবী করিতেছেন সেই ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩ নং সাক্ষী তাঁহার ছলনাময় উত্তরগুলির দ্বারা এবং রাজ্যর তরফে / আসামীর তরফে পরামর্শদাতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের দ্বারা আসামীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

(২) ঐ সাক্ষী প্রত্যক্ষ উত্তরগুলি পরিহার করিতেছেন এবং প্রতি সময়েই একটি ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেন এবং তিনি এই শব্দগুলির আশ্রয় লইতেছেন তাঁহার উক্তির দ্বাবা "আমাব মনে নাই" যাহা ঘটনাব প্রধান তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রধান প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তিনি ফৌজদাবী বাদী পক্ষ / প্রতিরক্ষা পক্ষকে বাধিত করিতেছেন।

(৩) ঐ আদেশেব কাগজে অথবা জবানবন্দীতে যাহা বিচার লিখনীব ক্ষেত্রে ঐ সাক্ষীব মৌখিক সাক্ষ্য মূল্যায়নেব পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইবে, ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩ নং সাক্ষীর আচরণ লিখিয়া রাখা কর্তব্য এবং ঐ সাক্ষীর আচরণ সংক্রান্ত আপনার মহানুভবেব মন্তব্য ভবিষ্যৎকালে উল্লেখের জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে যেহেতু ঐ সাক্ষীর আচবণ আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং তাঁহার আচরণ হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে তিনি নিজেব নিকটেই মিথ্যা বলিতেছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বিচাবের স্বার্থে ফৌজদারী বাদী পক্ষের ৩ নং সাক্ষীর আচরণ সংক্রান্ত যাহা প্রধান বলিয়া মনে করিবেন সেই মন্তব্যগুলি নথীভুক্ত করিবেন। এবং আপনাব দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া, ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

.. ..

(স্থান) রাজ্য

মারফৎ

....

(তারিখ)

....

(ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের সহি)

অথবা

....

(অভিযোগকারী / আসামীর সহি)

মারফৎ

....

(আইনজীবির সহি)

টিপ্পনী : পাঠ করুন 1972 Cri LJ 1029: AIR 1972 SC 1618; AIR 1955 Cal 559; 1955 Cri LJ 1358; ILR (1979) Guj 732; (1970) 11 Guj LR 258; AIR 1926 PC 29; ILR (1956) 2 All 736.

নং ৪০ — সাক্ষীদের পরীক্ষাকালীন সময়ে অনুবাদকের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৯ ধারার বিধানে আসামীর দ্বারা দরখাস্ত

.... ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত

জি আর মামলা / অভিযোগ মামলা নং ....

অথবা

আদালত দায়রা / .... দায়রা বিচারক ....

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

অনুবাদকের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৯ ধারার বিধানে দরখাস্ত

আসামী .... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী .... রাজ্যের ব্যক্তি অথবা বৈদেশিক রাজ্য, অর্থাৎ .... স্বদেশভক্ত এবং তিনি আদালতের (ইংরাজী / হিন্দী / .. ..) ভাষা / ভাষাগুলি জানেন না।

(২) ঐ দরখাস্তকারী আদালতের ভাষা এবং সাক্ষীদের ভাষা বুঝিতে পারেন না যাহা তাঁহার নিকট পরিচিত নয়।

(৩) ঐ দরখাস্তকারীর প্রধান আইনজীবি শ্রী ...., যিনি অন্য রাজ্য অর্থাৎ .... হইতে আসিয়াছেন, তিনিও আদালতের ভাষা বুঝিবেন না।

(৪) ঐ সুবিচার এবং বিচারের স্বার্থে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৯ ধারার পঠনরত ২৮২ ধারার বিধানমত অনুবাদকের কার্যের মারফৎ আসামী এবং আদালতের এবং সাক্ষীরও ভাষার ব্যবধান দূরীভূত করা যায়।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে একজন অনুবাদক নিয়োগ করিবেন যাহাতে আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য আদালতের উপস্থিত আসামীর নিকট এবং তাঁহার আইনজীবির নিকট তাঁহাদের ভাষাতে উন্মুক্ত আদালতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৯ ধারার বিধানে অনুবাদ করা যাইবে।

....

(স্থান) আসামীর তাঁহার হস্তলিপির সহি দ্বারা

....

(তারিখ) (আইনজীবির সহি)

টিপ্পনী ঃ (১) আইনজীবির আদালতের ভাষা না জানা থাকিলে মুখ্য আইনজীবির সহায়তার জন্য আদালতের ভাষার জ্ঞান সম্পন্ন একটি স্থানীয় আইনজীবির নিয়োগের জন্য উপদেশ দান বিধেয়।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৯ ধারার বিধানের পরিধি পঠনরত AIR 1959 Ker 241 : 1959 Cri LJ 1069; AIR 1967 Guj 115; 1967 Cri LJ 765; AIR 1959 Ker 354; 1959 Cri LJ 1324; AIR 1930 Mad 186 : 31 Cri LJ 827 : 1967 Cri LJ 946.

(৩) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৯ ধারার বিধান বধিব এবং বোবা আসামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় — AIR 1960 Mad 20; 1960 Cri LJ 91

(৪) একজন অনুবাদক পূর্ববর্তী কার্যাবলীতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকিলে এবং এমনকি ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষীরূপে জবানবন্দী দিতে প্রস্তুত থাকিলে, সেই অনুবাদককে নিয়োগ করা আদালতের উচিত নয় — AIR 1926 Cal 922; 27 Cri LJ 805; আরো পাঠ করুন AIR 1948 Lah 97, 49 Cri LJ 433; AIR 1953 Punj 227; 1953 Cri LJ 1542; AIR 1955 Nag 97; 1955 Cri LJ 728.

নং ৪১ — আযোগের ভিত্তিতে একজন সাক্ষীর পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত

.... ম্যাজিস্ট্রেট .... আদালত স্থান ....

জি আর মামলা; অভিযোগ মামলা নং ....

অথবা

দায়রা বিচারকের / . . . . দায়রা বিচারক ... . আদালত

দায়রা বিচার নং ... .

শ্রী /শ্রীমতী .. .. পরীক্ষার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে আযোগের ভিত্তিতে রাজ্যের দ্বারা দরখাস্ত

রাজ্য / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ উপরিবর্ণিত ব্যক্তি মামলায় একজন প্রধান সাক্ষী এবং তিনি বর্তমানে .... স্থানে বসবাস করিতেছেন যে স্থানটির আদালত হইতে দূরত্ব প্রায় ৭৫ কিলোমিটার হইবে।

(২) ঐ .... তারিখে আহ্বানপত্র যথাযথভাবে ঐ সাক্ষীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া ঐ সাক্ষীর উপর জারী হইয়াছে কিন্তু পুলিশ আধিকারিক / পরোয়ানা জারীর বাহক .... তারিখে ঐ সাক্ষীর উপর আহ্বানপত্র জারী করিতে

গিয়া একটি প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন এই মর্মে যে ঐ সাক্ষী খুবই অসুস্থ ব্যক্তি এবং অল্প দিন হইল মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় থম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়াছেন এবং তিনি এখনও পর্য্যন্ত চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন এবং শীঘ্র আরোগ্য হইয়ার সম্ভাবনা নাই। ঐ আধিকারিক ডাঃ .... এর দ্বারা চিকিৎসা প্রমাণপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঐ ডাঃ এর তত্ত্বাবধানেই ঐ সাক্ষী চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন এবং .... তারিখের ঐ সাক্ষীর স্থানীয় অঞ্চলের সাক্ষীর সহি সমেত আহ্বানপত্রের প্রতিলিপির নকল প্রতিবেদনকে সমর্থন করে এবং সেই হেতু ফৌজদারী বাদী পক্ষের জন্য ঐ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর উপস্থিতি বিলম্ব ব্যতীত সংগ্রহ করা যাইবে না এবং এই সাক্ষীর পরীক্ষায় অধিক বিলম্ব ঘটিলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সাংঘাতিক অসুস্থ সাক্ষীর মৃত্যুর সম্ভাবনায় ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ তাঁহার সাক্ষ্যে বঞ্চিত হইতে পারেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ ঐ সাক্ষীর উপর আহ্বানপত্রের জারীর আধিকারিককে উপস্থিত করিতে এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন যাহার দ্বারা তিনি আসামীব নিকট প্রাপ্তব্য হইতে পারেন তাঁহার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কূট পরীক্ষার জন্য।

(৪) ঐ সাক্ষী পরীক্ষিত না হইলে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ সঙ্কটে পড়িবেন এবং সেইহেতু আযোগের ভিত্তিতে ঐ সাক্ষীর পরীক্ষা সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা হইতেছে যাহার দ্বারা মামলায় কোন পক্ষেরই অনিষ্ট সাধন হইবে না।

(৫) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের মামলাটি খুবই দৃঢ় যাহাতে আসামীকে ভয়াবহ অপরাধের কারণে অভিযুক্ত করা হইয়াছে অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারাগুলির অপরাধ।

(৬) ঐ রাজ্য সরকার আযোগের ভিত্তিতে ঐ সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য আসামীর জন্য সকল যুক্তি পূর্ণ ব্যয় ঘটিত অর্থ এবং ইহার সহিত আসামীর আইনজীবির পারিশ্রমিক বহন করিতে প্রস্তুত আছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উপরিবর্ণিত সাক্ষীর উপস্থিতি রহিদ করিয়া বিচারের স্বার্থে আইনানুগভাবে ঐ সাক্ষীর পরীক্ষার জন্য একটি আযোগ প্রেরণ করিবেন। এবং রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

....	....
(স্থান)	রাজ্য মারফৎ
....	....
(তারিখ)	(ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের সহি)

টিপ্পনী : পাঠ করুন 1957 SCR 321; AIR 1`57 SC 594; 1970 Cri LJ 9; AIR 1970 SC 45; 1971 SCD 337; AIR 1971 SC 1630

নং ৪২ — ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দ্বারা বৈদেশিক আযোগের জন্য দরখাস্ত

প্রথম অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং ২৩৯/১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারা এবং ২৮৫(২) ধারার বিধানে বৈদেশিক আযোগের ভিত্তিতে ডাঃ জে বি রসেব পরীক্ষাব জন্য রাজ্যের দরখাস্ত

রাজ্য / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ উপবিবর্ণিত সাক্ষী চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিক অধ্যযনের জন্য ইংলণ্ডে গিযাছেন এবং তিনি বর্তমানে লণ্ডনেব (যুক্তরাজ্য) ২২১, বেকার ষ্ট্রীটে বসবাস করিতেছেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ বছবেব বৃত্তিতে লণ্ডনে রহিয়াছেন এবং ২০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহার যুক্তবাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই এবং সেইক্ষেত্রে ঐ স্থানেব বাসস্থানেব সাক্ষীদেব পবীক্ষাব জন্য কেন্দ্রীয সরকাব পবস্পর অনুবর্তী ব্যবস্থা কবিযাছেন।

(২) ঐ সাক্ষী অর্থাৎ ডাঃ জে বি বস একজন প্রধান সাক্ষী এই মর্মে যে তিনিই প্রথম দিল্লী ১১০ ০০৬ এব ৭৯১' 'এ চার্চ রোডেব ডাঃ জে সি লিণ্ডন আসামীর দ্বারা মৃত এম কে নবমানকে হত্যা করার সংবাদ জানাইয়াছিলেন তিনিই ঐ মৃতের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নথীভুক্ত কবিযাছিলেন এবং পববর্তীকালে মৃতেব মবণোত্তব পরীক্ষা লইয়াছিলেন। সেইহেতু ঐ ডাঃ জে বি বস পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপব নির্ভর করিয়া মামলায় একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী এব' ঐ প্রধান সাক্ষীর উপস্থিতি বিলম্ব এবং ব্যয় ব্যতীত সম্ভবপব নহে।

(৩) ঐ ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে ডাঃ জে বি রস তদন্ত আধিকারিকের নিকট লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তাঁহার লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে আযোগের প্রদানের ভিত্তিতে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পাবিলে তিনি ফৌজদাবী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীরূপে প্রাপ্তব্য হইবেন এবং তিনি লণ্ডনে পৌঁছাইবার পর তাঁহার ঠিকানার বিশদ বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ঐ সাক্ষী ডাঃ জে বি রসের উপস্থিতি মকুব করিয়া বিচাবের স্বার্থে আইনানুগভাবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত নীতিগুলি অনুসারে তাঁহার পরীক্ষার জন্য আযোগ প্রদান করিবেন।

এবং রাজ্য / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

.... রাজ্য

(স্থান) মারফৎ

....

(তারিখ) (ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের সহি)

নং ৪৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে আযোগের জন্য প্রদত্ত দরখাস্তে আপত্তির দরখাস্ত

.... তারিখের দরখাস্তে আপত্তি .... দ্বারা দায়েরকৃত

শ্রী / শ্রীমতী .... আযোগ প্রেরনের দ্বারার পরীক্ষা

আসামী .... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) আযোগ প্রেরনের জন্য দরখাস্ত সরল বিশ্বাসে হয় নাই।

(২) ঐ আযোগ প্রেরনের দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রী / শ্রীমতী .... (নাম) যাঁহাকে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ পছন্দ করেন, তিনি তাঁহার পক্ষভুক্ত সাক্ষী।

(৩) ঐ শ্রী / শ্রীমতী প্রধান সাক্ষী নহেন যেহেতু ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ এই সাক্ষীর দ্বারা যে আলোচ্য বিষয়টি প্রমাণ করিবেন তাহা ইতিমধ্যেই .... ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত অথবা প্রকাশ করিয়াছেন।

অথবা

ঐ আযোগ প্রেরনের দ্বারা বিচারের কলুষতা ঘটিবে আসামীর নিকট যেহেতু মামলার বিশেষ পারিপার্শ্বিকতা ঐ শ্রী / শ্রীমতী .... ব্যক্তিগত উপস্থিতি আদালত সম্মুখে প্রয়োজনীয়। .... (বিশেষ পারিপার্শ্বিকতাগুলি বলিবেন)

(৪) ঐ আযোগ প্রেরন আসামীর স্বার্থের পক্ষে অসন্তোষজনক এবং বিপদজনক হইবে।

(৫) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত পরোয়ানা জারীর বাহক / পুলিশ আধিকারিকের হলফনামা দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। উহা শ্রী / শ্রীমতী .... যাহাকে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ সাংঘাতিক অসুস্থ বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়ের হলফনামা দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

(৬) শ্রী / শ্রীমতী .... শ্রী / শ্রীমতীর চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রমাণপত্র ঐ সাক্ষীর বাসস্থানের অধিকারভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।

(৭) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ আযোগ প্রেরণের দ্বারা সাক্ষীর পরীক্ষার অনুমতি চাহিয়া আসামীকে হয়রানি করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং কূট পরীক্ষার চলাকালীন সময়ে কিছু দস্তাবেজ সাক্ষীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রমাণের দ্বারা আসামীর অনিষ্ট এবং অসুবিধার কারণ ঘটাইতে চাহিতেছেন।

সুতরাং, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক আপনার মহানুভবের সম্মুখে শ্রী / শ্রীমতী .... উপস্থিতি মকুব করিয়া আযোগ প্রদানের জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের প্রার্থনা সুবিচারের জন্য এবং বিচারের স্বার্থে বাতিল করিবেন।

এবং আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যবত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

....

(স্থান) (আসামীর সহি)

.... মারফৎ

(তারিখ) ....

(আসামীর আইনজীবির সহি)

নং ৪৪ — ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের তরফে দণ্ডপ্রক্রিয় সংহিতার ২৮৭(১) ধারার বিধানে কতৃত্বভার প্রাপ্ত কর্মচারীকে প্রশ্নাবলী প্রদানের জন্য দরখাস্ত

দায়বা বিচাবক / .্া আদালত .. . . দায়রা বিচারক,

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৭(১) ধারার বিধানে মরনোত্তর পরীক্ষা গ্রহণকা্রী চিকিৎসক ডাঃ জে বি রসকে প্রশ্নাবলী প্রদানের জন্য দরখাস্ত যিনি আযোগ প্রদানের সাক্ষী রূপে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণকালে .... তারিখে এম কে নরম্যানের মৃতদেহের উপর মরনোত্তব পরী...া লইয়াছিলেন।

ফৌজদাবী মামলার সবকারী উকীল / অভিযোগকাবী মারফত রাজ্যের দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ ..... তারিখে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট / প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট (ভারতবর্ষের জেলার নাম উল্লেখ করিবেন) ভাবতেব উচ্চ কর্তৃত্ব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কার্য্যালয়কে ডাঃ .... যাঁহার ঠিকানা ঐ আদালত / আধিকারিকের স্থানীয় অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত তাঁহাকে আযোগ প্রয়োগের জন্য নির্দেশ দিবেন।

(২) ঐ সাক্ষীকে লণ্ডনে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের দ্বারা ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলকে প্রেরণ করা অতীব ব্যয়সাধ্য এবং জনরাজ কোষাগারের পক্ষে কষ্টদায়ক হইবে।

(৩) ঐ সময় রক্ষা এবং ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য রাজ্য নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীগুলি সমর্পণ করিতেছেন যাহাতে আযোগ প্রদত্ত শিক্ষিত ম্যাজিষ্ট্রেট / আধিকারিক ঐ সাক্ষী ডাঃ .... কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

(১) আপনি কি এম কে নরম্যানের দেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন?

(২) ঐ মৃতদেহ-কে সনাক্ত করিয়াছিলেন?

(৩) মৃত ব্যাক্তির নাম কি ছিল?

(৪) আপনি কি দেহে বর্হিভাগে আক্রমণের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন? দেখিয়া থাকিলে বর্ণনা করুন।

(৫) আপনি কি দেহে অধিক পরীক্ষার দ্বারা দেহে অস্বাভাবিক আকৃতি দেখিয়াছিলেন? দেখিলে সেগুলি বর্ণনা করুন।

(৬) অস্বাভাবিক আকৃতির কারণগুলির মধ্যে ব্যাধি, বিষক্রিয়া অথবা আক্রমণ করিবার কারণগুলি ছিল কিনা?

(৭) মরনোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন কি আপনি স্বয়ং তৈয়ারী করিয়াছিলেন?

(৮) আপনি কি মৃতের অন্তর্ভাগের এবং বর্হিভাগের আকৃতি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে মৃত্যু বিষক্রিয়ার ফলেই ঘটিয়াছিল?

(৯) শব ব্যবচ্ছেদ করিবার পর আপনি অর্ন্তভাগের আকৃতি কি দেখিয়াছিলেন?

(১০) আপনি কি দেহাভ্যন্তরস্থ অংশ সংরক্ষণ করিয়াছিলেন?

(১১) রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট আপনি কি উদরের বস্তু, দেহাভ্যন্তরস্থ অংশ এবং বমন এবং পাকস্থলী প্রেরণ করিয়াছিলেন?

(১২) যে পাত্রে ঐ গুলি খোদিত শীল করা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করুন এবং ঐ খোদিত শীল বিষয়ে কি মনোভাব হইয়াছিল?

(১৩) মৃতের মৃত্যুর কারণটি কি?

(১৪) আপনি কি উদরের বস্তু এবং অন্যান্য ব্যাপারে বৈদেশিক এর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে মতামত দিয়াছেন?

(১৫) মৃত্যুর পূর্বে মৃতব্যক্তি কি আপনার নিকট কোন জবানবন্দী দিয়াছিলেন? ইহা হইলে কি বলিয়াছিলেন?

(১৬) আপনি কি এম কে নরম্যানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবেদন পুলিশকে জানাইয়াছিলেন? জানাইয়া থাকিলে কখন জানাইয়াছিলেন?

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত প্রশ্নাবলী ঐ শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেট, আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন যাহাতে তাঁহার দ্বারা আযোগের উপর সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য ঐ প্রশ্নগুলি করা হয়। এবং রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

তারিখ ....

রাজ্য

মারফৎ

....

(মামলায় ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের সহি)

নং ৪৫ — আভ্যন্তরীন / বৈদেশিক আযোগের ভিত্তিতে পরীক্ষিত হইবার জন্য সাক্ষীর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আদালত / আধিকারিকের নিকট প্রশ্নগুলি প্রদানের জন্য আসামীর দরখাস্ত

দায়রা বিচারকের আদালত / .. .. দায়রা বিচারক

দায়রা বিচার নং ২৯৬/১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ২৮৭(১) ধারার বিধানে আযোগের ভিত্তিতে ডাঃ .... কে পরীক্ষাকালীন সময়ে তাঁহাকে প্রশ্নগুলি করিবার জন্য আদালত / আধিকারিকেব নিকট ঐ সকল প্রশ্ন প্রেবণ করিবার উদ্দেশ্যে দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) আপনার মহানুভবের .... তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর আইনজীবির পাবিশ্রমিক সমেত বাজ্যের দ্বারা আযোগেব ভিত্তিতে .... দ্বারা (আদালত / আধিকারিকের নাম) .... স্থানে আযোগ প্রদানের দ্বারা ডাঃ জে বি রসের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ ব্যয় প্রদান করিতে আসামীকে অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও, দরখাস্তকারী ঐ স্থানে যাইতে শারীরিকভাবে সমর্থ নহেন। তাঁহাব আইনজীবিও আযোগের জন্য কোন সময় প্রদান করিতে পারেন না। এবং সেইহেতু আসামী দরখাস্তকারী এক্ষেত্রে আযোগ প্রদত্ত শিক্ষিত আদালত / আধিকারিক দ্বারা ডাঃ জে বি রসের আযোগের ভিত্তিতে পরীক্ষার সময়কালীন অবস্থায় নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী প্রদানেব জন্য সমর্পণ করিতেছেন ঃ

(১) আপনি কি মবনোত্তর পরীক্ষাটি ব্যক্তিগতভাবে করিয়াছিলেন?

(২) মৃত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হইবার সময় আপনি কি উপস্থিত ছিলেন?

(৩) আপনি কি মৃত বাক্তিকে পূর্ব হইতে জানিতেন? যদি তাহা হয় কিরূপে জানিতেন?

(৪) মৃত বাক্তি এম কে নরম্যান আপনার এবং আসামী ডাঃ জে সি লিগুনের উভয়েরই বন্ধু ছিলেন। ইহা কি সত্য?

(৫) ইহা কি সঠিকভাবে বলা যায় যে শ্রী এইচ এন নরম্যান মৃত ব্যক্তির পিতা ছিলেন? যদি তাহা হয় তাহা হইলে এইচ এন নরম্যান মাননীয় মন্ত্রী শ্রী .... এর ব্যক্তিগত সচিব হইতেছেন।

(৬) ইহা কি সঠিকভাবে বলা যায় যে শ্রী এইচ এন নরম্যানের আপনার বৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছিলেন?

(৭) আসামী ডাঃ লিগুনও বৃত্তির জন্য দরখাস্তকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। ইহা কি সত্য?

(৮) ইহা কি সত্য যে .... তারিখের ডাক্তারী গেজেটে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল যে .... সালের চূড়ান্ত এম বি বি এস পরীক্ষাতে জে সি লিন্ডন প্রতিভা অনুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং আপনার স্থান শেষের আগেরটিতে ক্রমিক নং ৩৫ ছিল?

(৯) যে মুহূর্তে ডাঃ লিগুন ইহা বিষ প্রয়োগেব ঘটনা বলিয়া সম্যকরূপে জ্ঞাত হইয়া হাসপাতালের বর্হিবিভাগে এম কে নরম্যানকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সময় আপনি পুলিশেব নিকট ঘটনাটি জানান নাই কেন?

(১০) এম কে নরম্যানের মৃত্যুর পর ঘটনাটি পুলিশকে জানাইতে আপনি এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াছিলেন কেন?

(১১) অভিযোগের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী মৃত ব্যক্তি আপনার নিকট প্রদান করিবার সময় অন্য কেহ উপস্থিত ছিলেন?

(১২) আপনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখিতভাবে গ্রহণ করেন নাই কেন?

(১৩) মৃতের মরণোত্তর পরীক্ষা লইবার জন্য কোন বিশেষ কারণ ছিল কিনা?

(১৪) ইহা কি সত্য যে বর্হিভাগের রোগীদের লিখিত বিবরণে ডাঃ লিগুন অত্যধিক মদ্য পানের ইতিহাস ব্যক্ত কবিয়াছিলেন?

(১৫) রাসায়নিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত হইতে আপনার দ্বিমত পোষণ করিবার কি কোন কারণ রহিয়াছে যে মৃত ব্যক্তি অন্ততঃ ৬ আউন্স মদ্য পান করিয়াছিলেন?

(১৬) ইহা কি সত্য যে কখনও ৬ আউন্স মদ্যপান মৃত্যুর কারণ ঘটাইতে পারে?

(১৭) ইহা কি সত্য যে মৃত ব্যক্তির স্নায়বিক আক্ষেপের সময় আপনি নোভাকেন প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন? যদি তাহা হয় তাহা হইলে বিছানায় টিকিটে নোভাকেন প্রক্ষেপ এর পরিবর্তে যাহা আপনি বাস্তবিকভাবে মৃতের দেহে শিরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, "কোরামিন" লিখিয়াছিলেন?

(১৮) ডাঃ টেলার এবং ডাঃ ইনবোর সঙ্গে আপনি কি একমত হবেন যে কিছু ধরনের প্রক্ষেপ মদ্যপায়ী রোগীর দেহে প্রক্ষেপিত করিতে নাই? যদি না একমত হন কেন?

(১৯) অভ্যন্তর ভাগের নেত্রী শুশ্রূষাকারী শ্রমতী রীতা ভাটনগরের সহিত আপনার কি কোন শত্রুতা ছিল?

(২০) আপনি কি অস্বীকার করিতে পারেন যে রোগীর মৃত্যুর পরে ঐ ঐকই দিনে শ্রীমতী রীতা ভাটনগর প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক শ্রী পি সি পিলাইকে জানাইয়াছিলেন যে আপনি রোগীর দেহে ভুল প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন?

(২১) মৃত্যুর পবে আপনি কি "নোভাকেন" শব্দটি কাটিয়া তাহার উপব "কোরামিন" শব্দটি লিখিয়াছিলেন?

(২২) আপনি কি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলিযাছিলেন যে আপনি ডা লিগুনকে পূর্ব হইতেই জানিতেন?

(২৩) ইহা কি সত্য যে মদ্যের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলি থাকা কেহ আশা করিতে পারেন সেই লক্ষণগুলি না থাকার জন্য আপনি শিক্ষাব উদ্দেশ্যে এবং চিকিৎসা আইনগত উদ্দেশ্যে শবচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া আপনার উর্ধতম কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করিয়া মৃতের মবণোত্তর পরীক্ষা কবিবাব জন্য অনুমতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

(২৪) মৃতের শবচ্ছেদ করিবার প্রাক্কালে আপনি কি ঐ একই সঙ্গে মরনোত্তব পবীক্ষার প্রতিবেদন আপনার আবিষ্কারগুলি লিখিযা লইযাছিলেন? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আপনি বলিতে পাবেন কি মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন এবং কার্বন প্রতিলিপিগুলি মলিন ছি া না কেন? এবং যদি তাহা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনি অপর একটি কাগজে আবিষ্কাবগুলি লিখিয়াছিলেন কি? এবং পরবর্তীকালে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটিতে ঐ লেখনী অনুসারে পূর্ণ কবিয়াছিলেন কি? যদি তাহা হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনি লেখনীযুক্ত কাগজটি মবনোত্তব পবীক্ষাব প্রতিবেদনের সহিত পুলিশের নিকট প্রেরণ কবিয়াছিলেন কি?

(২৫) ইহা কি সত্য যে আপনি কোন কুটিল উদ্দেশ্যে মৃতের শরীরে ইচ্ছাকৃতভাবে নোভাকেন প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন?

(২৬) বিছানা মস্তক টিকিটে আপনার রোগ নির্ণয় মত আপনি কোন প্রকার বিষ এর কথা লিখিয়াছিলেন এবং আপনি ইহা লিখিয়াছিলেন যে ইহা মদ্য বিষক্রিয়াব ঘটনা নহে। "বিষ" শব্দেব পূর্ব শব্দটি অপাঠ্য ছিল। কি শব্দ উহা হইতে পারিত?

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত প্রশ্নগুলি সাক্ষী ডাঃ জে বি বসের আযোগের ভিত্তিতে .... স্থানে (দেশেব অভ্যন্তরে / অথবা বৈদেশিক দেশ তাহা নাম করিবেন) আযোগ প্রদত্ত আদালত / আধিকারিক .... এর নিকট পবীক্ষার সময়কালে ঐ সাক্ষীকে প্রশ্নগুলি করিবার জন্য পাঠাইবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

....

তাবিখ ঃ ৩০.৮.১৯৯৬ জে সি লিগুন

মারফৎ

সহি /

(এম জে রসটনের সহি) আইনজীবি

নং ৪৬ — সাক্ষ্য আইনের ৩৩ ধারার বিধানে অনুপস্থিতকার দক্ষ ব্যক্তির পরিবর্তে দক্ষ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত

প্রথম সহকারী দায়রা বিচারক .... স্থান . ... আদালত

দাযবা বিচার নং ৪৭৮ / ১৯৯৬

সাক্ষ্য আইনের ১৫৯ ধারার বিধানে পঠনরত ৩৩ এবং ৪৫ ধারাগুলিব বিধানে মরণোত্তর পরীক্ষা গ্হণকারী ডাঃ আর সাক্সেনাব পবিবর্তে অন্য দক্ষ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত

রাজ্য / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ মৃতের মবণোত্তর পরীক্ষা গ্রহণকারী ডাঃ .... কে উপস্থিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু অসমর্থ হইয়াছেন এই কারণে যে ঐ ডাঃ ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন এবং আপনাব মহানুভবের আদালতে প্রতিনিধিত্বস্বরূপ আধিকারিকের সম্মুখে পরোয়ানা জারীব বাহকের প্রতিবেদন তাঁহাব দ্বারা শপথকৃত একটি হলফনামাব দ্বারা সমর্থিত হওয়াব ফলে ইহা জানিতে পারা যায় যে ঐ ডাঃ আদালত হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে .... বর্তমানে বাস করিতেছেন এবং ঐ ডাঃ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে।

(২) ঐ মামলার সাক্ষ্য এবং বিশেষ ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন এবং ডাঃ এর মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে, কিন্তু ফৌজদাবী মামলার বাদীপক্ষ ঐ চিকিৎসক সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যেহেতু সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাপ্তব্য নহেন।

(৩) ঐরূপ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বাঞ্ছনীয় যে মরণোত্তর পবীক্ষার প্রতিবেদন নির্মাণকারী ঐ অনুপস্থিত চিকিৎসকের নথীভুক্ত আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া অন্য চিকিৎসক ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে যেহেতু ঐ অনুপস্থিত

চিকিৎসকের উপস্থিতি কিছু বিলম্ব, অসুবিধা এবং ব্যয় নির্বাহ না করিয়া ঘটানো সম্ভব হইবে না এবং মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনে বর্ণিত মৃতের অভ্যন্তরের আকৃতির রূপ এবং ক্ষত হইতে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে .... হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক ডাঃ পি জোসেপকে পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হউক, যে হাঁসপাতালে প্রাসঙ্গিক সময়ে মরণোত্তর পরীক্ষা গ্রহণকারী ঐ চিকিৎসক যুক্ত ছিলেন।

এবং রাজ্য / ফৌজদারী মামলার সবকারী উকীল, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত।

তারিখ ২.৯.১৯৯৬ রাজ্য

মারফৎ

....

(ফৌজদাবী মামলাব সরকারী উকিলের সহি)

টিপ্পনী : পাঠ করুন সাক্ষ্য আইনের ১৫৯ ধাবা, 41 Cal WN 724 : 1978 Cri LJ (NOC) 35 (Cal), 1953 Cri LJ 1240 (All); 1953 Cri LJ 1062 (Mad): AIR 1960 SC 706, 1960 Cri LJ 1020; 1969 Cri LJ 1157 (AP).

নং ৪৭ — বিচারের প্রাক্কালে যে দক্ষ ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল তাহাকে বাদ দিয়া অপর দক্ষ ব্যক্তিকে আহ্বান কর়ার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি

প্রথম সহকারী দায়রা বিচারব .... এর .... স্থানের আদালত

দায়রা বিচার নং ৮৭৮ / ১৯৯৬

ডাঃ আব সাক্সেনাব পরিবর্তে .... বাজ্য হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক ডাঃ পি জোসেপ-এর পবীক্ষার জন্য ২.৯.১৯৯৬ তারিখের ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের দরখাস্ততে আসামী মোহনলাল দেশাই-এর আপত্তি

উপরোক্ত আসামীর বিনম্র দ স্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ ২.৯.১৯৯৬ তারিখের ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দরখাস্তটি ভ্রান্ত এবং সেইহেতু ডাঃ আর সাক্সেনার অনুপস্থিতিতে ডাঃ জোসেপকে পরীক্ষা করার জন্য প্রার্থনা সাক্ষী নীতির বিরুদ্ধ বলিয়া আদালতের নিকট এই প্রার্থনা অতিশয়োক্তি ঘটাইয়াছে এই মর্মে যে ডাঃ সাক্সেনার শারীরিক পরাজয় ব্যতীত ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ তাঁহার মৃত্যু অথবা আকার ইঙ্গিত বা অভিবাদনের দ্বারা সাক্ষ্য প্রদানে তাঁহার অসামর্থতা দাবী করেন নাই।

(২) ঐ আসামী মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনের রচয়িতা ডাঃ সাক্সেনার পরীক্ষা ব্যতীত মরণোত্তর পরীক্ষার মঞ্জুরী প্রদানে আপত্তি দিয়াছেন, অধিকন্তু আসামী ইহার অকৃত্রিমতাকে সৎ প্রশ্ন করায় ঐ মরণোত্তর পরীক্ষাটি এই মামলায় প্রদর্শিত হইতে পারে না।

(৩) ঐ মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটি সাক্ষ্য আইনের ৪৭ ধারা অথবা ১৫৯ ধারায় প্রমাণিত হইতে পারে না যেহেতু ডাঃ সাক্সেনা মৃত নয় অথবা উহা ডাঃ জোসেপ এর সম্মুখে লিখিত হয় নাই যদিও তিনি হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক হইতে পারেন যে স্থানে ডাঃ সাক্সেনা নিযুক্ত ছিলেন এবং যেহেতু মরণোত্তর পরীক্ষাটি ডাঃ জোসেপ-এর উপস্থিতিতে ডাঃ সাক্সেনার দ্বারা করা হইয়াছিল এবং সেইহেতু ডাঃ জোসেপ-এর মারফত হস্তলিপির বহু প্রমাণের প্রয়োজন, যদি ইহা বিতর্কের জন্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সাক্ষ্য আইনের ১৫৯ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোন পক্ষকেই কোনক্ষেত্রেই চালিত করিবে না যাহা একটি সাক্ষীকে তাঁহার স্মৃতি শক্তিকে পুনর্জীবিত করিতে এবং অপরের লেখনী পাঠ করিতে অনুমতিপ্রদান করিবে এই সর্ত বিশিষ্ট হইয়া যে ঐ ব্যক্তির অপর ব্যক্তির লেখনী প্রমাণ করিতে হইলে বিতর্কিত লেখনীর বিষয়বস্তু সঠিক বলিয়া তাঁহার জানা উচিত, অধিকন্তু যখন আসামী ঐ দস্তাবেজের অকৃত্রিমতাকে সংপ্রশ্ন করিয়াছেন।

(৪) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে আযোগ প্রদানের দ্বারা ডাঃ সাক্সেনার পরীক্ষার সম্ভাবনা পরিহার করার অর্থে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেনটির এবং আসামীর দ্বারা সাক্ষী কূট পরীক্ষার সময়কালে বর্ণিত তথ্যগুলির উৎপাদন করা হইয়াছে বলিয়াই প্রকাশিত হয়, ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলা সরকারী উকীল আযোগের দ্বারা ডাঃ সাক্সেনার পরীক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন নাই এবং ঐ প্রদত্ত পরিস্থিতিতে ঐরূপ পথই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় যেহেতু উহা রাজ্য সরকার অথবা আসামী কাহারও অনিষ্ট করিবে না।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে রাজ্য সরকার / শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলেব প্রার্থনা বাতিল করিয়া দিয়া আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে বিচারের স্বার্থে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে আযোগ প্রদানের দ্বারা ডাঃ সাক্সেনার পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিবেন। এবং আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া, ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

তারিখ : ২.৯.১৯৯৬ (মোহনলাল দেশাই)

মারফৎ

.... আইনজীবি

(আসামীর আইনজীবির সহি)

নং ৪৮ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে আযোগের দ্বারা সাক্ষীর পরীক্ষার জন্য আসামীর দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিবার আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা বিচারক অথবা উচ্চ আদালতের সম্মুখে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... আদালত .... স্থানে

ফৌজদারী প্রথম আবেদন নং ১৪৭ / ১৯৯৬

উচ্চ আদালত স্থান ... ... অথবা ....

(ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা অধিকার ক্ষেত্র)

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং ১৯৭৯ / ১৯৯৬

এই বিষয় সম্পর্কিত (দায়রা বিচারকের সম্মুখে, পুনঃপরীক্ষার মামলার ক্ষেত্রে) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭ / ৩৯৯ ৪০১ / ৪০২ ধারার বিধানে পুনঃপরীক্ষার জন্য একটি দরখাস্ত

অথবা

এই বিষয় সম্পর্কিত (উচ্চ আদালতের সম্মুখে পুনঃপরীক্ষার মামলার ক্ষেত্রে) ১৯৭৩ সালের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০১ এবং ৪০ এবং ৪৮২ ধারার বিধানগুলি মতে পুনঃপরীক্ষার জন্য একটি দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শিক্ষিত প্রথম সহকারী দায়রা বিচারক .. .. প্রদত্ত ৯.২.১৯৯৬ তারিখের আদেশ যাহার দ্বারা ৯.২.১৯৯৬ তারিখে সাক্ষ্য আইনের ৫ ৩৫, ৭ এবং ১৫৯ ধারার বিধানগুলি অনুযায়ী রাজ্য সরকারের দরখাস্ত অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দায়রা বিচার নং ৮৭৮/১৯৯৬ সালের ক্ষেত্রে ৯.২.১৯৯৬ তারিখের আসামীর দরখাস্ত বাতিল করা হইয়াছে যাহাতে ঐ শিক্ষিত সহকারী দায়রা বিচারক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৬ এবং ৪৯৮-ক ধারার বিধানগুলিতে ঐ দায়রা বিচারের ক্ষেত্রে মৃতের মরণোত্তর পরীক্ষা গ্রহণকারী ডাঃ সাক্সেনার পরিবর্তে ডা. জোসেপকে দক্ষ সাক্ষীরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে এবং ১৯৭৩ সালের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে আযোগের দ্বারা ডাঃ সাক্সেনার পরীক্ষার জন্য আসামীর প্রার্থনা বাতিল হইয়াছে।

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শ্রী মোহনলাল দেশাই, পিতা শ্রী কৃষ্ণলাল দেশাই

ঠিকানা .... দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য সরকার ....

অপরপক্ষ / উত্তরবাদী

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

(উচ্চ আদালতের জন্য)

অথবা

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী ....

এবং

ঐ মহামান্য উচ্চ আদালতের তাঁহার সঙ্গী বিচারপতিগণ উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ ২৩.৫.১৯৯৪ তারিখে দরখাস্তকারী বিবাহের পূর্বে প্রেম প্রার্থনায় বহুদিন অতিবাহিত করিয়া স্ত্রীর পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশেষ বিবাহ আইনে তাঁহার স্ত্রী স্বর্গীয়া শশিকলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের পরে স্ত্রীর পিতামাতা কন্যার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দরখাস্তকারীর গৃহে কখনও পরিদর্শন করেন নাই এবং কেবলমাত্র ১৬.১১.৯৫ তারিখে শশিকলা তাঁহার পিতামাতা এবং ভ্রাতাকে নিউ লাইফ নার্সিংহোমে দেখিতে গিয়াছিললেন যে স্থানে তাঁহার মাতা শ্রীমতী নির্মলা দেবী বিষপান কবিবার ফলে আত্মহত্যা করিবার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতা বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং দরখাস্তকারীর বন্ধুদের সম্মুখে যাঁহারা তাঁহার মাতার আত্মহত্যা কনিবার প্রচেষ্টাব খবর শুনিয়া শশিকলার সহিত ঐ নার্সিংহোমে গিয়াছিলেন, দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই হইতে শশিকলা অবসাদ এবং মানসিক চাপে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থার অবনতি আরো ঘটিয়াছিল যখন ২১.১১.১৯৯৫ সালে .... স্থানেব "রানার কুরিয়ার সার্ভিস" দ্বারা তাঁহার ভ্রাতা শ্রী রামনাথ শ্রীবাস্তব তাঁহার এবং দরখাস্তকারীর চরিত্রের উপর অপমানসূচক মন্তব্য করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং পৈত্রিক সম্পত্তি অথবা মায়ের সম্পত্তির অংশ লইবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে তাঁহার সহিত এবং পিতামাতার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

(২) ঐ ১.১.১৯৯৬ তারিখে সকাল ৮-৩০ মিনিটে দরখাস্তকারী বাজারে চলিয়া যাইলে উক্ত শশিকলা দরখাস্তকারীর গৃহে তাঁহার ঘরের ছাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত পাখার সহিত নিজের গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। বাজার হইতে

ফিরিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে মৃত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন দরখাস্তকারীর অনুরোধে .... স্থানের জনৈক শেখর সোম .... থানার পুলিশের নিকট ঘটনাটি জানাইয়াছিলেন। অর্থ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ আসিয়া মৃতা শশীকলার পিতামাতাকে ঘটনাটি জানাইয়াছিলেন। পুলিশ মৃতের পিতামাতা, ভ্রাতা এবং তাঁহাদের অন্যান্য আত্মীয়দের এবং স্থানীয় বহু ব্যক্তিদের সম্মুখে তদন্ত করিয়াছিলেন এবং মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার জন্য মৃতদেহের ঘরে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং ঐ একই দিনে মরণোত্তর পরীক্ষার পরে শবদাহ করিবার জন্য উহা দরখাস্তকারীর হস্তে প্রদান করা হইয়াছিল। পিতামাতা এবং মৃতের ভ্রাতা সমেত কোন নিকট আত্মীয়, পুলিশ এবং দরখাস্তকারীর সহিত সারাদিন তাঁহাদের সহিত থাকিবার প্রাক্কালে মৃতের পিতামাতার নিকট হইতে পনের দাবীর জন্য দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোন দুর্ব্যবহার অথবা অত্যাচারের বিষয় অভিযোগ করেন নাই।

(৩) ঐ ১৯.৬.১৯৯৬ তারিখে মৃতের ভ্রাতা রামনাথ শ্রী বাস্তব ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮এ / ৩০৪বি ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য ও ইহার সহিত তদন্তের জন্য প্রার্থনা সমেত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার বিধানে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মারফৎ ৩৮৬ / ১৯৯৬ অভিযোগ মামলা শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের করিযাছিলেন। ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীর প্রার্থনা অনুযায়ী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৬(৩) ধারার বিধানে পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং সেইহেতু .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক .... পুলিশ মামলা নং ২৬৫ ২০.১.১৯৯৬ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০৪বি এবং ৪৯৮এ ধারার বিধানে রুজু করিয়াছিলেন এবং ২১.১.১৯৯৬ তারিখে দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারীকে ২২.১.১৯৯৬ তারিখে শিক্ষিত মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট .... এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার জামিনের দরখাস্ত বাতিল করিয়াছিলেন এবং ৪.২.১৯৯৬ তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহাকে জেল হাজতে রাখিয়াছিলেন।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী ৫.২.১৯৯৬ তারিখে ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ১৯৭ / ১৯৯৬ এর ক্ষেত্রে শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... এর সম্মুখে জামিনের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন এবং ২০.৫.১৯৯৬ তারিখে ঐ ফৌজদারী বিবিধ মামলায় শিক্ষিত দায়রা বিচারক পক্ষদের শুনানীর পর এবং মামলার পঞ্জিকা পঠন করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে আসামীর নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত দস্তাবেজগুলি এবং এতদিন পর্য্যন্ত গৃহীত সাক্ষ্য ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০৪বি ধারার বিধানে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করে না এবং সর্বাপেক্ষা তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮এ ধারার বিধানে তদন্তের এই পর্য্যায়ে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বলা যায় এবং দরখাস্তকারীকে জামিন অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

(৫) ঐ ৮.৪.৯৬ তারিখে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৪৯৮এ এবং ৩০৬ ধারার বিধানে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কাগজ সমর্পন করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে মামলাটি ২০.৬.১৯৯৬ তারিখে দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং পরে মামলাটি প্রথম সহকারী দায়রা বিচারক .... আদালতে স্থানান্তর করা হয়।

(৬) ঐ ২১.৭.১৯৯৬ তারিখে শিক্ষিত আদালত নির্দোষী বলিয়া সওয়ালক্রীত এবং বিচারাধীন হইবার দাবীদার দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩০৬ এবং ৪৯৮এ ধারার বিধানে অভিযোগ গঠন করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু বিচারের তারিখগুলি ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল ২৭.৮.১৯৯৬ তারিখ হইতে ৪.৯.১৯৯৬ তারিখ পর্য্যন্ত।

(৭) ঐ ২৭.৮.১৯৯৬ এবং ২.৯.১৯৯৬ তারিখে সময়কালীন অবস্থায় বহু সাক্ষী পরীক্ষিত হইয়াছিলেন যদিও অভিযোগ কাগজ প্রদত্ত সাক্ষী ডাঃ আর সাক্সেনা ৩০.৮.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষিত হইবার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। উক্ত ডাঃ সাক্সেনা আহ্বানপত্র যথাযথভাবে তাঁহার উপর জারী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের প্রার্থনায় শিক্ষিত বিচারিক আদালত ঐ ডাঃ সাক্সেনার বিরুদ্ধে অজামিনযোগ্য অধিপত্র জারী করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা যথেষ্ট আশ্চর্য যে ২.৯.১৯৯৬ তারিখে ঐ একই শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল ২.৯.১৯৯৬ তারিখে একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন এই মর্মে যে যেহেতু ডাঃ সাক্সেনা অসুস্থতার কারণে প্রাপ্তব্য নহে, সেইহেতু তিনি ডাঃ পি জোসেপকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন।

(৮) ঐ দরখাস্তকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের দরখাস্তের বিরুদ্ধে একটি লিখিত আপত্তি দায়ের কবিয়াছিলেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে আযোগের দ্বারা আর সাক্সেনার পরীক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(৯) ঐ শিক্ষিত নিম্ন বিচারক তাঁহার আপত্তি বাতিল করিয়া দরখাস্তাকরীর প্রার্থনা খারিজ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া সাক্ষ্যের জন্য ৪.২.১৯৯৬ তারিখে নির্দিষ্ট করিয়া ডাঃ পি জোসেপের উপর আহ্বানপত্র জারীর নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(১০) ঐ ২.৯.১৯৯৬ তারিখে দরখাস্তকারী ২.৯.১৯৯৬ তারিখে আদেশ স্থগিতের জন্য দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন এই কারণের ভিত্তিতে যে তিনি মহামান্য পুনঃপরীক্ষার আদালতে ইহা সওয়াল করিবেন। শিক্ষিত নিম্নবিচারক সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার ২৪ নং আদেশের দ্বারা ২.৯.১৯৯৬ তারিখে উর্ধতম আদালত হইতে ২০.৯.১৯৯৬ তারিখের মধ্যে স্থগিতাদেশ আনিবার জন্য সময় মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং অতিরিক্ত আদেশগুলির জন্য যেক্ষেত্রে অন্যান্য সাক্ষীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং

২.৯.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন তিনি ডাঃ জোশেপের উপর আহ্বানপত্র জারী ২০.৯.১৯৯৬ তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত আদালত অতিরিক্ত সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য ২০.৯.১৯৯৬ তারিখ পর্য্যন্ত মামলাটি স্থগিত করিয়াছিলেন।

(১১) ঐ ২.৯.১৯৯৬ তারিখে ২৩ নং আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারী নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করিতেছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি বে-আইনী, বিপথগামী, অধিকারক্ষেত্র বিহীন এবং অনিয়মিত যাহা আসামী দরখাস্তকারীর প্রতি বিচারের প্রহসন ঘটাইয়াছে।

(খ) ঐ শিক্ষিত নিম্ন বিচারক প্রতিপক্ষের আপত্তির বিরুদ্ধে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটি মামলাতে প্রদর্শন পূর্বক অনুমতি প্রদান করিয়া বে-আইনী কার্য করিয়াছেন এই পরিপ্রেক্ষিতে যে আসামী-দরখাস্তকারী ঐ দস্তাবেজের অকৃত্রিমতাকে সংপ্রশ্ন করিয়াছিলেন এই কারনের ভিত্তিতে যে ডাঃ সাক্সেনা মৃত নন অথবা মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করিতে অসমর্থ নন এবং সেইহেতু উহার রচয়িতার পরীক্ষা ব্যতীত মরনোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটি মঞ্জুরকৃত হইলে প্রতিরক্ষা পক্ষর অনিষ্ট সাধন হইবে।

(গ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারার বিধানে রচিত মরনোত্তর পরীক্ষাটি প্রদর্শনের জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলকে অনুমতি প্রদান করিয়া বিপথগামীত্বের এবং বে-আইনী কার্য করিয়াছেন।

(ঘ) ঐ মরনোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটিকে সাক্ষ্য আইনের ৪৭ ধারার সাহায্যে প্রদর্শন করিবার অনুমতি প্রদান করা উচিত হয় নাই যেহেতু মরনোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটিকে প্রমান করিবার জন্য আহ্বানপত্র জারীর নির্দেশিত ব্যক্তি ডাঃ জোসেপের উপস্থিতিতে ডাঃ সাক্সেনার দ্বারা ইহা রচিত হয় নাই এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বিপথগামী, বিচারের প্রহসনের কারণ ঘটাইয়া সম্পূর্ণরূপে অনিয়মিত।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত বিচারক দস্তাবেজে অর্থাৎ সাক্ষ্য আইনের ১৫৯ ধারায় প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সম্পূর্ণ না করিয়া অপর চিকিৎসক অর্থাৎ ডাঃ সাক্সেনার দ্বারা রচিত মরনোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটিতে নথীভুক্ত সিদ্ধান্তের উপর ডাঃ জোসেপের দক্ষ অভিমত প্রদান করিবার জন্য ডাঃ জোসেপকে পরীক্ষা করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলকে অনুমতি প্রদান করিয়া বেআইনী কার্য করিয়াছেন।

(চ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক মরনোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটি যাহা ডাঃ জোসেপের উপস্থিতিতে ডাঃ সাক্সেনার দ্বারা লিখিত হয় নাই সেইক্ষেত্রে ডাঃ

সাক্সেনার লেখনী হইতে স্মৃতিশক্তিকে পুনঃর্জীবিত করার জন্য ডাঃ জোসেপকে অনুমতি প্রদান করিয়া একটি মতামত গ্রহণের জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলকে অনুমতি প্রদান করিয়া, বেআইনী কার্য করিয়াছেন।

(ছ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক, ঐ দস্তাবেজ অর্থাৎ মরনোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনটি সঠিক এই সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য না থাকিলেও, অধিকন্তু উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ যখন সংপ্রশ্ন করিয়াছেন এবং আরো অধিকন্তু যে ঐ দস্তাবেজটি ডাঃ জোসেপের উপস্থিতিতে লিখিত হয় নাই সেইক্ষেত্রে ডাঃ জোসেপকে পরীক্ষা করার জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলকে অনুমতি প্রদান করিয়া বেআইনী এবং বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন।

(জ) ঐ মামলার তথ্য এবং পবিস্থিতি এবং ডাঃ সাক্সেনার মৌখিক সাক্ষ্যের অসামর্থতার প্রমানের অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ২.৯.১৯৯৬ তারিখেব আসামী দরখাস্তকারীর দরখাস্ত ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক মঞ্জুর কবা উচিত ছিল ২.৯.১৯৯৬ তারিখের ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুরেব পরিবর্তে এবং ফৌজদাবী মামলার সরকাবী উকিলকে ডাঃ জোসেপকে অতীব অকল্পিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার জন্য অনুমতি প্রদানেব পরিবর্তে সাক্ষ্য আইনের ৩৩ এবং ১৫৯ ধারার বিধানের উপাদানগুলির সন্তুষ্ট সাধন না করিয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপব দক্ষ ব্যক্তির ন্যায় ডাঃ সাক্সেনার লেখনী হইতে অভিমত প্রদান করাব অনুমতি দেওয়া উচিত হয় নাই যেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ফৌজদারী মামলার সবকারী উকীল আদৌ দাবী করেন নাই যে ডাঃ সাক্সেনা তাঁহাব বক্তব্যের ক্ষমতা হারাইয়াছিলেন অথবা তিনি অঙ্গভঙ্গী এবং অভিবাদনেব দ্বাবা বক্তব্য বাখিতে অসমর্থ ছিলেন।

(ঝ) ঐ ২.৯.১৯৯৬ তাবিখে ফৌজদারী মামলার সরকাবী উকীলের দবখাস্ত মারফৎ প্রার্থনা যাহা কোন চিকিৎসা প্রমাণপত্র অথবা ডাঃ সাক্সেনার নিকট আত্মীয়েব হলফনামা দ্বারা সমর্থিত হয় নাই তাহা হইতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের বিরূপ ধারণা পোষণ করা উচিত ছিল এবং ১৮.৮.১৯৯৬ তারিখে ডাঃ সাক্সেনার উপব আহ্বানপত্রের জারীর প্রত্যর্পন হইতে, যাহা তিনি অসুস্থতার কোন সংকেত ব্যতীত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেইক্ষেত্রে নিম্নবিচারকের ধারণা করা উচিত ছিল যে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ দস্তাবেজের নবনির্মানের দুশ্চিন্তায় সাক্ষীকে পুনঃপরীক্ষায় সম্মুখীন হওয়ার জন্য সাক্ষীর কাঠগড়ায় সাক্ষীকে রাখিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(ঞ) ঐ শিক্ষিত নিম্নবিচারক-এর আযোগের দ্বারা ডাঃ সাক্সেনাকে পরীক্ষার জন্য প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বলা উচিত হয় নাই যাহা শিক্ষিত নিম্ন বিচারিক আদালত নিজেকে ভুল পথে চালিত করিয়াছেন, যাহা সাধারণতঃ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ এবং প্রতিরক্ষা পক্ষ উভয়ক্ষেত্রে বিচারের স্বার্থে বিচারের নামে প্রহসনের সুযোগ বিলুপ্ত করিয়া ফৌজদারী বিচারে বিরূপ নিয়মে প্রদান করা উচিত ছিল।

(দায়রা বিচারকের সম্মুখে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত প্রার্থনার জন্য)

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নথী তলব করিবেন, রাজ্য সরকারের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং পক্ষদের শুনানীর পর এবং প্রশ্নাধীন আদেশের যাহাতে আযোগেব দ্বারা ডাঃ সাক্সেনার পরীক্ষার প্রার্থনা বাতিল করা হইয়াছে এবং বিচারে ডাঃ সাক্সেনার পরিবর্তে ডাঃ জোসেপেব পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেই প্রশ্নাধীন আদেশের বেআইনীত্ব, অনিয়মিততা, ন্যায়ভ্রষ্টতা, অযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইবার পরে ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল কবিবেন এবং বিচারের স্বার্থে আযোগের দ্বারা ডাঃ সাক্সেনাকে পরীক্ষাব জন্য নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকাবী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

(উচ্চ আদালতে প্রার্থনার জন্য)

সুতরাং, ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে —

(ক) দায়রা বিচাবেব নথীগুলি তলব কবিবেন,

(খ) . . . . . . বাজ্য সরকাবের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন;

(গ) পক্ষদেব শুনানীব পরে এবং মামলাব নথীপত্র পাঠ কবিযা প্রশ্নাধীন আদেশেব অসত্যতা, আইনবিহীনতা অথবা ন্যাযভ্রষ্টতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া উহা বাতিল করিবেন;

(ঘ) নিম্ন আদালতেব বিচাবকের ডাঃ সাক্সেনার পরীক্ষার জন্য আযোগ প্রদান কবিবাব জন্য নির্দেশ দিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ..... রাজ্য সরকারকে যুক্তিপূর্ণ ব্যয়াদি, এবং আযোগের দ্বারা পবীক্ষাব জন্য আসামী দরখাস্তকারীর আইনজীবির পারিশ্রমিক প্রদান করিতে নির্দেশ দিবেন, এবং

(ঙ) আপনাব মহানুভবের দ্বাবা পুনঃপরীক্ষাব দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশ্নাধীন আদেশটির কার্যকারিতা স্থগিত রাখিবেন।

(চ) আপনাব মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ অপর আদেশ / আদেশগুলি প্রদান কবিবেন।

এবং আপনার দবখাস্তকাবী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রী জয়নারায়ন জয়সওয়াল, পিতা মৃত বিজয় নারায়ণ জয়সওয়াল, ঠিকানা .... ইত্যাদি পবিত্রভাবে ঘোষনা কবিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি ঃ

(১) ঐ মামলার আমি একজন তদ্বিরকারক। আমার উক্তি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(২) ঐ ১ নং হইতে ১০ নং অনুচ্ছেদগুলির উক্তি আমার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ অধীনস্থ অনুচ্ছেদগুলির (ক) এবং ঝ এর উক্তি আপনার মহানুভবের সম্মুখে আমার নিবেদন যেক্ষেত্রে অধীনস্থ অনুচ্ছেদগুলির (ক) হইতে (চ) আপনার মহানুভবের সম্মুখে আমার সকল প্রার্থনা হইতেছে।

রেজিস্টার্ড নং .... (আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণকারী সহি)

তারিখ ঃ ১০.৯.১৯৯৬ আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

(আইনজীবির মহুরীর সহি)

টিপ্পনী ঃ প্রত্যেকটি পৃথক প্রার্থনার জন্য (বিশেষতঃ উচ্চ আদালতের অধীনস্থ আদালতের ক্ষেত্রে) প্রয়োজনীয় রসুম টিকিট সমেত পৃথক দরখাস্তগুলি দাখিল করা উচিত।

নং ৪৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৭(১) ধারার অনুবিধি অনুসারে অন্যান্য উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে একজন সাক্ষীকে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আদালত কক্ষ হইতে সাক্ষীদের এবং অপর ব্যক্তিদের বহির্ভূত করিবার জন্য দরখাস্ত

প্রথম অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালত

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৭(১) ধারার অনুবিধি অনুসারে সাক্ষীদের পরীক্ষাগ্রহণ কালীন সময়ে আদালত কক্ষ হইতে বিশেষ ব্যক্তিদের বহির্ভূত করিবার জন্য দরখাস্ত

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল মারফৎ রাজ্যের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী রাজ নারায়ন কুমারের ভ্রাতা তেজ নারায়ন কুমার এবং নিম্নলিখিত অপর ব্যক্তিগণ মামলার সাক্ষীগণ হইতেছে এবং টাইগার বাচ্চু, নেকড়ে (নেকড়ে বাঘ) এবং চিতা যাহারা সাংঘাতিক অপরাধী ব্যক্তি এবং দুষ্কৃতকারী কিন্তু মামলার সহিত জড়িত নহে তাঁহারাই অদ্য আদালতে আসিয়াছেন এই মামলায় পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত সাক্ষীদেব সত্য প্রকাশ না করিবার জন্য সংবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে।

(২) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী ১ নং কার্যতঃ অভিযোগকারীকে পরীক্ষাগ্রহণ সময়ে বাজ্য সরকার ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল মারফৎ

ইতিমধ্যেই ঐ সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করিয়াছেন এই মর্মে যে তিনি সর্বদা ইতঃস্তত ও কাঠগড়ায় কম্পমান হইতেছে এবং ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের প্রতি শূন্য এবং অসহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এবং ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল ঐ সাক্ষীর নিকট হইতে সত্য উদঘাটন করিবার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছেন। আপনার মহানুভবের দৃষ্টি আরও আকর্ষন করা যাইতেছে এই মর্মে যে ঐ সাক্ষী আইনজীবিদের বেষ্টনীর পশ্চাত হইতে ব্যক্তিদের দর্শন করিতেছেন এবং প্রশ্নর উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সময় লইতেছেন।

(৩) ঐ সাক্ষীর আচরণে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে তিনি মামলায় আসামীর বন্ধুদের এবং আত্মীয়দের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইবার ভয়ে অতীব চাপ এবং আতঙ্কেব মধ্যে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং সেইহেতু তিনি উন্মুক্ত আদালতে মুক্ত হইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন না।

(৪) ঐ মামলার তদন্ত আধিকারিক যিনি আদালত কক্ষের বাহিরে আদালত কক্ষের বাহিরে আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন তিনি ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলকে বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন এই মর্মে যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবং উপরোক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ আদালত কক্ষে উপস্থিত আছেন এবং ঐ সকল অবস্থিত ব্যক্তিদের উপস্থিতির ফলে সাক্ষীবা সত্য কথা ব্যক্ত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন না এবং তদন্ত আধিকারিক .. .. স্থানে দূরবর্তী থানায় স্থানান্তরিত হইবার ফলে পূর্বে ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল মারফৎ আদালতে বার্তা প্রেরণ না করিবার জন্য তাঁহার ক্রটি স্বীকাব করিতেছেন এবং ঐ কার্য্যতঃ অভিযোগকারীর পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বে ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের সহিত যোগাযোগে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

(৫) ঐ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবং পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে বিচারের স্বার্থে সাক্ষীদেব স্বাধীনভাবে এবং নির্ভয়ে সাক্ষ্যপ্রদানেব অনুমতির উদ্দেশ্যে আদালত কক্ষ হইতে বহিষ্কাব কবণেব প্রয়োজন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে এবং উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে এই পর্য্যায়ে আদালত কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা হউক এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৭(১) ধারার বিধানের অনুবিধি অনুযায়ী আপনার মহানুভব দ্বারা আদালত কক্ষে তাঁহাদের প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হউক।

এবং ফৌজদাবী মামলার সরকারী উকীল মারফৎ বাজ্য সরকার কর্তব্যরত হইয়া আদালত কক্ষে প্রবেশ না করিবাব জন্য ঐ সকল ব্যক্তিদেব তালিকা প্রদান করিতে চির প্রার্থনা বত থাকিবেন।

১. . ...

২ ....

৩. ....

৪. .... ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল মারফৎ রাজ্য সরকার

তারিখ ৭.৯.১৯৯৬ (মামলায় ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের সহি)

নং ৫০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৭ (১) ধারার বিধানে সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণকালীন সময়ে আদালত কক্ষ হইতে কিছু ব্যক্তিদের বহিষ্কার করণের জন্য আসামীর দরখাস্ত

৩য় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত ....

দায়রা বিচার নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৭ (১) ধারার বিধানের অনুবিধি অনুসারে আদালত কক্ষ হইতে বহিষ্কার করনের এবং আদালত চত্বরে কিছু ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য দরখাস্ত

আসামী রুদ্র দয়াল বর্মনের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ জনৈক রামপ্রীত শর্মা (আক্রান্তকারীর ভ্রাতা) অদ্য একদল ব্যায়ামবীর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ জগু কাহার, নিধু পালওয়াল, ছেদিলাল কাহার এবং ৫ জন অভিযোগ দায়ের প্রাপ্ত সাক্ষীগণ অর্থাৎ খান বাহাদুর, রাম আহির, মধু যাদব এবং হামামসিং (কার্যতঃ অভিযোগকারীর ভ্রাতা) কে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত আদালত কক্ষের অভ্যন্তরেই রহিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ অভিযোগকারী খের সিং কাঠগড়ায় সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

(২) উপরিবর্ণিত ব্যক্তিগণ কার্যতঃ অভিযোগকারী এবং আসামীর আগত স্থানীয় অঞ্চল ভুক্ত এবং বর্তমান মামলায় স্থানীয় অঞ্চলে এখনও পর্য্যন্ত ভীতি রহিয়াছে।

(৩) ঐ গতকল্য অর্থাৎ ৯.৯.১৯৯৬ তারিখে ঐ সকল ব্যক্তিগণ আদালত চত্বরে আসিয়াছিলেন কিন্তু রামপ্রীত শর্মা ব্যতীত অন্য সকলেই আদালত কক্ষের বহির্ভাগে ছিলেন যে সময়টিতে তিনজন ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ পরীক্ষিত হইতেছিলেন।

(৪) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষীর পরীক্ষা গ্রহণ কালে দরখাস্তকারীর আইনজীবি আপনার মহানুভবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে রাম আহির আদালত কক্ষের বহির্ভাগে নিকটবর্তী স্থানে অপেক্ষামান সাক্ষীদের নিকট ঘনঘন আদালত কক্ষের ভিতর যাতায়াত করিয়া ঐ সাক্ষীর উক্তিগুলি প্রদান করিয়া বার্তাবহের কার্য করিতেছিলেন এবং সেইহেতু আপনার মহানুভব আদালত কক্ষ হইতে ঐ রাম আহিরকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী গতকল্য ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা সমর্থন করেন নাই এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ তাঁহাকে বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ঐ সাক্ষী ঐ রামপ্রীত শর্মার ব্যক্তিদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হইয়াছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলা তাঁহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল এবং একটি পুলিশের মামলা রামপ্রীত এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 'রেজেষ্ট্রীকৃত করা হইয়াছিল।

(৬) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২নং এবং ৩নং সাক্ষীর পরীক্ষা গ্রহণ কালে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ঐ দুইজন সাক্ষীর আচরণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন এই মর্মে যে তাঁহারা মুক্তভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন নাই এবং যদিও এই সকল সাক্ষীরা প্রধান পরীক্ষায় ফৌজদাবী মামলার বাদী পক্ষকে সমর্থন করিয়াছিলেন, কূট পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহাবা কিছু তথ্য স্বীকাব করিয়া ফৌজদাবী মামলার বাদী পক্ষের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ আঘাত করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত ফৌজদারী মামলাব সরকাবী উকীল তাঁহাকে এই পর্য্যায়ে বিবোধী বলিয়া ঘোষনা কবিয়া কূট পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

(৭) উপরিবর্ণিত তথ্য এবং পাবিপার্শ্বিকতা হইতে আসামী দরখাস্তকারী যুক্তিযুক্তভাবে আশঙ্কা কবিতেছেন যে যদি অবশিষ্ট সাক্ষীগণ এবং কার্যতঃ অভিযোগকারী স্বাভাবিক পন্থায় উন্মুক্ত আদালতে পরীক্ষিত হন তাহা হইলে অভিযোগকাবী পক্ষেব নিকট প্রতিবক্ষার ঘটনা প্রকাশিত হইবাব সম্ভাবনা বহিয়াছে এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষেব সাক্ষী সত্যভাবে এবং নির্ভযে সাক্ষ্য প্রদানের অবস্থায় থাকিতে পারিবেন না এবং সেইহেতু উপস্থিত সাক্ষীগণকে ক্রমিকভাবে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যক্তিগণেব নিকট হইতে পবীক্ষাব সময় পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে না রাখিতে পারিলে প্রতিরক্ষা পক্ষেব অত্যধিক অনিষ্ট ঘটিবে এবং কার্য্যত অভিযোগকারীর উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে আদালত কক্ষ হইতে বহিষ্কার করনের প্রয়োজন আছে এবং বিচারের স্বার্থে সাক্ষীদেব সংবাদ প্রদানে অসমর্থ রাখিবার জন্য তাঁহাদের আদালত চত্বরের বহির্ভাগে থাকা উচিত।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে উপরিবর্ণিত কোন ব্যক্তিরই উপযুক্ত পরীক্ষার পর মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সাক্ষীর নিকট প্রবেশাধিকাব থাকিবে না এবং উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে আদালত কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দিনের জন্য আদালত চত্বরের বহির্ভাগে থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হউক এবং ঐ দিনের জন্য সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত অন্যান্য সাক্ষীগণকে পবীক্ষা শেষ না হওয় পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হউক এবং / অথবা বিচারের স্বার্থে তাঁহাদের ক্রমিক পরীক্ষা চলা পর্যন্ত কঠিনভাবে অবশিষ্ট সাক্ষীদের বিচ্ছিন্ন রাখিয়া বিচারটি বদ্ধ কক্ষে হউক।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

সহি / রুদ্র দয়াল বর্মন

তারিখ ১০.৯.১৯৯৬ মারফৎ

....

সহি / কে. পি. কামালপটি

আইনজীবি

নং ৫১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৭(২) ধারার বিধানে সাক্ষীদের পর্দার অভ্যন্তরে পরীক্ষা গ্রহণের সময়কালে উপস্থিত হইবার জন্য কার্যতঃ অভিযোগকারীর দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... আদালত .... স্থান

দায়রা বিচার নং ১৫৬ / ১৯৯৬

(রাজ্য বনাম এক্স, ওয়াই এবং জেড)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৭(২) ধারার বিধানে কার্যতঃ অভিযোগকারী এম. এ. এনের তরফে দরখাস্ত

উপরোক্ত ব্যক্তির বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী হইতেছেন আক্রান্ত কন্যার পিতা যিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারার বিধানে দায়রা বিচারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত হইয়াছেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলকে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কে. বি. আইনজীবিকে নিযুক্ত করিয়াছেন কিন্তু যেহেতু বিচারটি পর্দার অভ্যন্তরে হইবে সেইহেতু দরখাস্তকারী এবং তাঁহার স্ত্রীর বিচারকালীন সময়ে আদালত কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকিবে না যে পর্য্যন্ত আপনার মহানুভব ঐ বিচারের সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণকালে তাঁহাদের আদালত কক্ষে থাকিবার অনুমতি না দিতেছেন।

(৩) ঐ আক্রান্ত কন্যা দরখাস্তকারী এবং তাঁহার মাতা বিশেষভাবে তাঁহার মাতা শ্রীমতী ডবলিউ. ও. এনের অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে দুর্বল হইবেন এবং লজ্জা বোধ করিবেন এবং আক্রান্ত কন্যা এখনও পর্য্যন্ত ঘটনার বিভীষিকা এবং তৎকালীন পরিস্থিতি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং সেইহেতু বিচারের স্বার্থে দরখাস্তকারী এবং তাঁহার স্ত্রীর উপস্থিতির প্রয়োজন আছে।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী এবং তাঁহার স্ত্রীর তাঁহার আইনজীবিকে পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে যিনি অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণ কালে এবং বিচারের সময়কালেও ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত দরখাস্তকারী এবং তাঁহার স্ত্রীকে বিচারের স্বার্থে আক্রান্ত কন্যার পরীক্ষা গ্রহনের সময়ে এবং সম্পূর্ণ বিচারের ক্ষেত্রেও আদালত কক্ষে থাকিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকাবী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তারিখ ঃ ১৮.৯.১৯৯৬ ... .

(এম, এ, এনের সহি)

মারফৎ

.. ..

(কে বি'র সহি)

টিপ্পনী ঃ (১) সকল ধর্ষনেব বিচার অভ্যন্তবে হইবে। পাঞ্জাব রাজ্য বনাম গুরমিত সিং (1996) 2 SCC 384।

(২) উন্মুক্ত বিচারেব অধিকার সম্পূর্ণ নহে। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে বিচার অভ্যন্তরে হইতে পারে। 1994 Sec (Cri) 899; 1994 Cri LJ 3139।

নং ৫২ — ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দ্বারা রাজ কর্মচারীর বিচার পর্দার অভ্যন্তরে ঘটাইবার জন্য দরখাস্ত

বিশেষ আদালত শ্রী .... . .

বিশেষ আদালত মামলা নং . .

আসামী ... . (নাম) মামলায় অভ্যন্তরীণ বিচার ঘটাইবার জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দরখাস্ত অথবা ৩২৭(২) ধাবার বিধানে দরখাস্ত

মামলায় ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার মহানুভবেব সম্মুখে মামলায় আসামী ব্যক্তিদেব অধিকাংশই উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী হইতেছেন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনেব ৫(২) ধারায় পঠনরত ৫(১)(ঘ) ধারার বিধানে তাঁহাদেব বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনেব অভিযোগ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯, ৪৭১ ধারার বিধানে দায়ের করা হইয়াছে এবং এই মামলায় বহু ঘটনা এবং রাজ দস্তাবেজগুলি সংশ্লিষ্ট রহিযাছে এবং যেগুলি জনস্বার্থে আসামী ব্যক্তিদের বিচারেব সময় উন্মুক্ত আদালতে রক্ষিত রাখা উচিত

নহে এবং একই জনস্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বস্ততার জন্য এবং রাজ্যের সচীবের ক্ষেত্রে ঐরূপ করা উচিত।

(২) ঐ বহু দস্তাবেজগুলি এবং আদান প্রদান হইতে এবং এমনকি জামিনের দরখাস্তগুলি হইতে ইহা আশঙ্কা করা যায় যে ঐ স্থানে রাজ্যের ভাবমূর্তি এবং রাজ্য নীতির নিম্নমান ঘটাইয়া বুদ্ধির সংগ্রামের পরিবর্তে কর্দমাক্ত করিবার সংগ্রাম ঘটিবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে সর্বাপেক্ষা জনস্বার্থের খাতিরে আসামীর বিচার পর্দার অভ্যন্তরে ঘটাইবেন।

এবং ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তারিখ .... রাজ্য

মারফৎ

. ...

(ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের সহি)

নং ৫৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৭(২) ধারার বিধানে পঠনরত ১৯৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী পর্দার অভ্যন্তরে বিচারের জন্য আসামীর দরখাস্ত

দায়রা বিচারক .... স্থান .... এর আদালত

অভিযোগ মামলা নং ....

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল বনাম .. .. (আসামীর নাম)

পর্দার অভ্যন্তরে বিচারের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৭(২) ধারার বিধানের দরখাস্ত

আসামী .... (নাম) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ আসামী একজন অতীব উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং সেইহেতু জনস্বার্থে তাঁহার জনকর্তব্য রহিয়াছে। তাঁহার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য আসামী-দরখাস্তকারীকে কিছু জটিল এবং চমকপ্রদ তথ্য এবং দস্তাবেজগুলি আনয়ন করিতে হইবে যাহা মানহানি অপরাধের সংঘটনকারী ব্যক্তির আচরণের বিরুদ্ধের বিষয়বস্তু ব্যতীত জনগণের জন্য গঠিত নয় এবং ইহা রাজকর্মচারীর ভাবমূর্তিই কেবলমাত্র বিনষ্ট করিতেছে না ইহা তাঁহার বিভাগীয় নেতৃরূপে ঐ বিভাগকেও হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে।

(২) ঐ নির্দোষিতা তাঁহাকে প্রমাণ করিবার জন্য আসামী দরখাস্তকারীকে তাঁহাব দ্বারা সরল বিশ্বাসে ঐ অভিযোগের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যাহা উন্মুক্ত আদালতে

বিচারের ক্ষেত্রে সমগ্র জনগন একটি মন্দ ধারণা পোষণ করিবেন, কিছু তথ্য আনয়ন করিতে হইবে।

(৩) ঐ কার্যালয়ে কার্য্যভারপ্রাপ্ত যেহেতু দরখাস্তকারী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইতেছেন, সেইহেতু উন্মুক্ত আদালতে তাঁহার বিচার হইলে ইহা তাঁহাকে হতবাক করিবে এবং তাঁহার কার্যালয়ে তাঁহার সুনাম নষ্ট হইবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক জনগণের স্বার্থে এবং বিচারের স্বার্থে পর্দার অভ্যন্তরে বিচার করিবেন। এবং আসামী-দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তারিখ .. ..

(আসামীর সহি)

মারফৎ

.. ..

আইনজীবি

নং ৫৪ — মানহানির অপরাধের সংঘটনের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩৭(২) ধারার বিধানের পর্দার অভ্যন্তরে বিচারের জন্য রাজকর্মচারীর দরখাস্ত

২য় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .... এর আদালত

অভিযোগ মামলা নং .. ..

শ্রী .... দ্বারা ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল মারফৎ পর্দার অভ্যন্তরে বিচারের জন্য ২৩৭(২) ধারার বিধানে দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ বর্তমান মামলাটি ... জেলার ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের অভিযোগের ভিত্তিতে বজু হইয়াছে এই মর্মে যে দরখাস্তকারী যিনি .... (তাঁহার পদ মর্য্যাদা, অবস্থা, বিভাগীয় নাম ইত্যাদি) তাঁহার জনসংযোগকৃত কার্য্যকলাপের আচরণ সম্পর্কে সংবাদপত্রে .... (সংবাদপত্রের নাম) আসামী .... (নাম) দ্বারা প্রদত্ত মানহানিকর উক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রদান করা হইয়াছে।

(২) ঐ আসামীর দ্বারা প্রদত্ত মানহানির উক্তির অভিযোগ ইতিমধ্যেই দরখাস্তকারীকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে কিন্তু উন্মুক্ত আদালতে আসামীর বিচার হইলে তাহা দরখাস্তকারীর পক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে অতীব হতবুদ্ধিতার কারণ

ঘটাইয়া সুপ্ত, অশ্লীল, অনুপযুক্ত এবং মানহানির অভিযোগগুলির পুনরায় প্রকাশ ঘটাইবে।

(৩) ঐ মামলায় কিছু তথ্য এবং দস্তাবেজ রহিয়াছে যাহা উন্মুক্ত আদালতে তাহাদের বিশ্বস্ততা অথবা জনস্বার্থে গুপ্তভাব রক্ষনের জন্য প্রদর্শন নিশ্চিতভাবে হইবে না।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বিচার এবং জনস্বার্থে বিচারটি পর্দার অভ্যন্তরে করিবেন এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

. ...

(দরখাস্তকারীর সহি) মারফৎ

তারিখ ....

(মামলায় ফৌজদারী মামলায় সবকারী উকীলের সহি)

নং ৫৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩১/৩১১ ধারার বিধানে সাক্ষ্যের ভুল সংশোধনের এবং কিছু পরিত্যক্ত প্রশ্ন রাখিবার জন্য সাক্ষীকে পুনঃআহ্বান করিবার দরখাস্ত

১ম অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, মুম্বাই .... আদালত

দায়রা বিচার নং ১১৯/১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩১ ধারার পঠনরত ৩১১ ধারার বিধানে ছাপা মুদ্রাক্ষর এর ভুলের সংশোধনের এবং অসাবধানতা হেতু কূট পরীক্ষার সময় পরিত্যক্ত কিছু প্রশ্নের পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষগণ ২০ এবং ২১ নং-কে পুনঃআহ্বান করিবার দরখাস্ত

আসামী মহম্মদ হাসেম এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ প্রতিরক্ষা আইনজীবির অসাবধানতাহেতু নিম্নলিখিত প্রধান প্রশ্নগুলি এবং বিচার্য বিষয়গুলির উপর প্রত্যক্ষ যাহার প্রভাব রহিয়াছে যেগুলি গত ২৯.৫.১৯৯৬ তারিখে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদ্বয় যেমন স্বপন সাহাকে (ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২০ নং সাক্ষী) এবং রামমোহন সাহাকে (ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২১ নং সাক্ষী) কূট পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করা হয় নাই।

(২) ঐ আসামী দরখাস্তকারী গত ২৯.৫.১৯৯৬ তারিখে ঐ দুইজন সাক্ষীদের সাক্ষ্যের প্রমাণিত প্রতিলিপির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা গত ২৬.৬.১৯৯৬ তারিখে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২১ নং সাক্ষী রামমোহন সাহার সাক্ষ্যের প্রমাণিত প্রতিলিপি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে ঐ তারিখ অর্থাৎ ২২.৩.১৯৯৩ তারিখে তাঁহার সাক্ষ্যের ২ নং পৃষ্ঠায় ৭ নং লাইনে ৪ অনুচ্ছেদে ছাপা মুদ্রাক্ষরে ভুল আছে যাহাতে ইহা নথীভুক্ত হইয়া বলা আছে যে "আমি .... জি আর মামলা নং ৬৫১/১৯৯৩-তে ২২.৩.১৯৯৩ তারিখে নাগপাদার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এম কে দেশাই এর আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

সঠিক তারিখ হইবে ২২.৩.১৯৯৩ তারিখের পরিবর্তে ২২.৩.১৯৯৬

(................ জি আর মামলা নং ৬৫১/১৯৯৩-তে তাঁহার সাক্ষ্যের প্রমাণিত প্রতিলিপি দর্শনে)

(৪) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২১ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য যেহেতু আপনার মহানুভবের পূর্বাধিকারী দ্বারা ২৯.৫.১৯৯৬ তারিখে নথীভুক্ত হইয়াছিল সেইহেতু উহাকে পরীক্ষার দ্বারা উপরিলিখিত ছাপা মুদ্রাক্ষরের ভুল সংশোধিত হওয়া উচিত।

(৫) ঐ প্রতিরক্ষা পক্ষ অসাবধানতার বিষয় এবং ২৬.৬.১৯৯৬ তারিখে প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি প্রাপ্ত হইয়া উপরোক্ত মুদ্রাক্ষর ছাপার ভুল জানিতে পারিয়াছেন এবং মামলার প্রকৃত সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত প্রধান প্রশ্নগুলি ঐ দুইজন সাক্ষীগণের বৈপরীত্যরূপে যদি তুলিয়া ধরা না হয় এবং অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে উপরিলিখিত ভুল যদি সংশোধিত না হয় তাহা হইলে প্রতিরক্ষাপক্ষর অতীব অনিষ্ট সাধন হইবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২০নং সাক্ষী স্বপন সাহা এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২১ নং সাক্ষী রামমোহন সাহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য এবং মামলার প্রকৃত সিদ্ধান্তের জন্য এবং বিচারের স্বার্থে এবং ঐ মুদ্রাক্ষর ছাপার ভুল সংশোধনের জন্য পুনঃআহ্বান করা হউক। এবং আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

সাক্ষীদের পুনঃআহ্বানে প্রদত্ত প্রশ্নগুলি স্বপন সাহার প্রতি (ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২০নং সাক্ষী)

(১) আপনি নাগপাদার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এম কে দেশাই এর আদালতে ২২.৩.৯৬ তারিখে নাগপাদা জি আর মামলা নম্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) আপনি ২৯.৫.১৯৯৬ তারিখে আদালতে ঐরূপ বলিয়াছিলেন (তাঁহার স্মৃতিশক্তিকে পুনঃর্জীবিত করিতে তাঁহাকে সাহায্য করা) কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে আপনি উপরোক্ত মামলায় ২২.৩.১৯৯৬ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এইরূপ উক্ত করিয়াছিলেন কিনা — আন্দাজ ৩ বৎসর পূর্বে জুন মাসে আন্দাজ বৈকাল ৫-৩০ মিনিট ঘটিকায় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যেক্ষেত্রে সাবির হোসেন এবং মহম্মদ ইসমাইল আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এম জি হাসপাতালে প্রেরণ

করা হইয়াছিল এবং ঐ একই দিনে সাবির এবং মহম্মদ ইসমাইল উভয়কে হাসপাতাল হইতে চিকিৎসার পর অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল।"

(৩) আপনি কি ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট (ঐ জি আর মামলা নং ৬৫১/৯৩) উক্তি করিয়াছিলেন — "আমি আঘাতপ্রাপ্ত সাবিরকে হাসপাতালে আনিয়াছিলাম। চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ইহার পর আমি তাঁহাকে থানায় আনিয়াছিলাম।"

রামমোহন সাহার প্রতি ঃ

(১) (দায়রা বিচারে প্রদত্ত তাঁহার সাক্ষ্য তাঁহার স্মৃতিশক্তি হইতে জাগ্রত করিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য) গত ২৯.৫.১৯৯৬ তারিখে আপনি আদালতেব সম্মুখে উহা বলিয়াছিলেন। আপনি এই স্থানে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য, নয় কি?

(২) আপনি নাগপাদার বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এম কে দেশাই-এর আদালতে নাগপাদা জি আর মামলা নং ৬৫১/৯৩-তে সাক্ষী দিয়াছিলেন তো, নয় কি?

(৩) আপনি কি ঐ মামলায় আপনার সাক্ষ্যে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিলেন — "আন্দাজ ৩ অথবা ৪ বৎসর পূর্বে জুন মাসে আন্দাজ বৈকাল ৫-৩০ মিনিটে আমি একটি প্রহার সংক্রান্ত ঘটনায় সাক্ষী হইয়াছিলাম যেক্ষেত্রে সাবির হোসেন এবং এম ইসমাইল এর রক্ত ক্ষত হইয়াছিল এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিও উহাদের সঙ্গে ছিলাম। তাঁহাদের চিকিৎসা হইয়াছিল এবং ঐ একই দিনে তাঁহারা হাসপাতাল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। স্বপন সাহা এবং আমি ইহার পর উহাদের থানায় লইয়া গিয়াছিলাম।

মুম্বাই ... .

তারিখ ঃ ২৪ ৭ ১৯৯৬ (মহম্মদ হাসানির সহি)

মারফৎ

তারিখ ঃ ২৪ ৭.১৯৯৬ ....

(কে ব্যানার্জীর সহি)

আইনজীবি

নং ৫৬ — সাক্ষ্য আইনের ৩৩ ধারায় বিধানে একই তথ্য ভুক্ত এবং একই পক্ষভুক্ত মামলার একই সঙ্গে বিচারের ক্ষেত্রে একটি মামলার সাক্ষ্যই পাঠ করিবার জন্য আসামীর দরখাস্ত

১ম অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, মুম্বাই-এর আদালত

দায়রা বিচার নং ১১৯এ/১৯৯৬

সাক্ষ্য আইনের ৩৩ ধারার বিধানের দরখাস্ত

মহম্মদ বাসির (শিশু অপরাধী) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ ২২.২.১৯৯৬ তারিখে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১২নং সাক্ষী সাবির হোসেনের পুনঃপরীক্ষার সময়কালে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল যে মহম্মদ বাসির ঘটনার সময় নাবালক ছিলেন কিন্তু জি আর মামলা নং ৬৫২/৯৩-তে তিনি আসামী ছিলেন যাহা শেষ পর্যন্ত মহম্মদ বাসির এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ হোসেন-এর বিরুদ্ধে দায়রা বিচারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং আপনার মহানুভব মহম্মদ বাসির-এর জন্ম প্রমাণপত্র এবং বিদ্যালয় প্রমাণপত্র মারফত তাঁহার বয়স সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মামলা দায়রা বিচার নং ১১৯/১৯৯৬ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সম্পাদনের পর আপনার মহানুভব নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে মহম্মদ বাসির এর বিরুদ্ধে শিশু অপরাধীরূপে দায়রা বিচার নং ১১৯এ/১৯৯৬ নামে পৃথক বিচার হইবে।

(২) ঐ আদিম মামলাটি অর্থাৎ দায়রা বিচার ১১৯/১৯৯৬ হইতে অকস্মাৎ দরখাস্তকারীর মামলা বৈজ্ঞানিক কারণের ভিত্তিতে বিচ্যুত হইয়া যাইবার ফলে এবং বিচারগুলি পৃথকভাবে হইলেও একই সঙ্গে শুরু হইবার জন্য আসামীর আইনজীবিদের এবং অপরাধীর মধ্যে দারুন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এমনকি শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছিল এবং সেইহেতু যে কারণ দায়রা বিচার ১১৯/১৯৯৬ এর শ্রী এস আর কূট পরীক্ষক আইনজীবি দায়রা বিচার নং ১১৯এ/১৯৯৬ এতে শিশু অপরাধী দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন সেইজন্য এইরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল যে দায়রা বিচার ১১৯/১৯৯৬ এতে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ দ্বারা কূট পরীক্ষায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের ন্যায় আসামী মহম্মদ হাসেন এর তরফে সাক্ষীদের দ্বারা কূট পরীক্ষায় প্রদত্ত উক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বর্তমান দায়রা বিচারে শিশু অপরাধীর বিরুদ্ধে শ্রী এ জি শিক্ষিত আইনজীবির দ্বারা ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের কূট পরীক্ষাগুলিও সংযোজিত হইবে।

(৩) ঐ পূর্ববর্তী চুক্তি অনুসারে শ্রী এজি উভয় মামলার সকল বিচার্য বিষয়ের উপর যাহা শ্রী এস আর দ্বারা দায়রা বিচার নং ১১৯/১৯৯৬ এর কূট পরীক্ষাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা করিতে ভুল হইয়াছে তাহা উভয় ক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সার্বজনীন সাক্ষীদের কূট পরীক্ষা করিয়াছিলেন। (উভয় ক্ষেত্রেই ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সকল সাক্ষীরাই সর্বত্র সার্বজনীন)। কিন্তু সার্বজনীন সাক্ষীদের ক্ষেত্রে শ্রী এজি কূট দায়রা বিচার নং ১১৯/১৯৯৬-তে শ্রী এস আর-কে পরীক্ষা গ্রহণ করিবার পরে আর কূট পরীক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে যেহেতু শ্রী এস আর শিশু অপরাধী দ্বারাও শ্রী এজি সমেত

নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার কূট পরীক্ষা দায়রা বিচার নং ১১৯এ/১৯৯৬ এতেও সংযোজিত হইবে।

(৪) ঐ মামলাগুলি বিচ্যুত হইবার পরে বহু সাক্ষীগণ এমনকি ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১২ নং সাক্ষী সাবির হোসেন ২২.২.১৯৯৬ সালে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ঐ দিনে শিক্ষিত আইনজীবি অভিযোগের কাগজের বহির্ভূত বহু সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে অধিক সাক্ষীদের জন্য ২২.৩.১৯৯৬ হইতে ২৭.৩.১৯৯৬ পর্য্যন্ত পুনরায় তালিকা নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী উভয় দায়রা বিচারের জবানবন্দীর প্রমাণিত প্রতিলিপির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি তাঁহাকে ২০.৩.১৯৯৬ তারিখে প্রদান করা হয়।

(৬) ঐ জবানবন্দীর প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি হইতে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে অসাবধানতাব ফলে দায়রা বিচার নং ১১৯/১৯৯৬ তে• ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সাক্ষীদের কূট পরীক্ষাকরণ দায়রা বিচার নং ১১৯এ/১৯৯৬-তে প্রতিভাত হয় নাই যদিও পূর্ববর্তী বিচারে ঐ সকল সাক্ষীর মূখ্য পরীক্ষাগুলি পরবর্তী শিশু অপরাধীর বিচারে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং যদিও ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১২ নং সাক্ষীর উভয় মূখ্য পরীক্ষা এবং কূট পরীক্ষা দায়রা বিচার ১১৯এ/১৯৯৬-তে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং সেইহেতু নির্দোষ অসাবধানতার জন্য বিরাটভাবে বিচারের অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং যতক্ষণ না পর্য্যন্ত উভয় মামলাতেই ফৌজদারী বাদী পক্ষের উভয় সার্ব্বজনীন সাক্ষীদের সাক্ষ্য বর্তমান দায়রা বিচারে সাক্ষ্যরূপে পাঠ করিতে না দেওয়া হইবে ততক্ষণ বিচারের দারুন ভাবে অকৃতকার্যতা ঘটিবে যাহা দায়রা বিচারের ১১৯/১৯৯৬-তে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী ১ হইতে ১১ নং-দের পুনঃআহ্বান করিলেও তাহার প্রতিবিধান হইবে না; এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান দায়রা বিচার নং ১১৯এ/১৯৯৬-তে ঐ সকল ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের পুনরায় কূট পরীক্ষার জন্য আহ্বান করিলে তাহা বিলম্বের কারণ ঘটাইবে, অযথা অতীব তাহা বিলম্বের কারণ ঘটাইবে, অযথা অতীব ব্যয় সাপেক্ষ হইবে, আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট হইবে এবং সাক্ষীদের ও শিশু অপরাধীকে হয়রান করিবে।

(৭) এই বিশেষ মামলার তথ্যগুলি এবং বিশেষ পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে বিচার তখনই কেবলমাত্র হইবে যদি দায়রা বিচার ১১৯/৯৬-তে সার্ব্বজনীন ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পাঠের দ্বারা বর্তমান মামলার সাক্ষ্যরূপে ধরিয়া লওয়া হয়; এইস্থানে আইনের নীতি উল্লেখযোগ্য যাহা বর্ণিত হইয়াছে হরজিনদার সিং-এর মামলায় AIR 1985 SC 404 at page 407 এবং কাদিরসান এর মামলায়

1978 Cri LJ 1225 (Mad) বিশেষভাবে সেক্ষেত্রে দায়রা বিচার ১১৯/৯৬ দায়রা বিচার ১১৯এ/১৯৯৬ মামলার বিরুদ্ধ মামলা নহে এবং দুইটি মামলাতেই ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের উক্তি সর্বক্ষেত্রে পৃথক নহে এবং যেহেতু উভয় মামলাই পুলিশের উক্তির প্রশাখা সকল হইতেছে এবং একটি মামলার দুই ভাগে পৃথকীকরণ ঘটিয়াছে শিশু বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু অপরাধীর কল্যাণেব জন্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক কাবণে।

(৮) ঐ বিচাবিক নথীগুলির সুবিধার্থে দরখাস্তকাবী লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে তিনি দাযবা বিচাব ১১৯/৯৬-এব সকল সার্বজনীন ফৌজদাবী মামলার বাদী পক্ষেব সাক্ষীদের জবানবন্দীগুলিব প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি দাযেব কবিবেন, যদি তাহাই হয আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে উহাব নির্দেশ দিবেন যেহেতু দায়রা বিচাব ১১৯/৯৬-তে আসামীব দ্বাবা নিযোগকৃত ফৌজদাবী আইনজীবি এবং বর্তমান বিচাব অর্থাৎ দায়রা বিচার ১১৯এ/৯৬-তে শিশু অপবাধী দ্বাবা নিযোগকৃত আইনজীবি উভযই এক ব্যক্তি।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক দাযবা বিচাব নং ১১৯/৯৬-তে নথীভুক্ত ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষব সাক্ষীদেব সাক্ষ্য বর্তমান দায়বা বিচাব নং ১১৯এ/৯৬-তে সাক্ষ্যরূপে পাঠ কবিবেন এবং / অথবা ঐ প্রদত্ত পারিপার্শ্বিকতায আপনাব মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে কবিবেন সেইরূপ আদেশ / আদেশগুলি পার্য কবিবেন। এবং শিশু অপবাধী, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

মুম্বাই

তাবিখ ঃ ২০ ৩ ১৯৯৬ (মহম্মদ বাসিব, শিশু অপবাধীব সহি)

মাবফৎ

(এস আব এল সহি), আইনজীবি, ২২ ৩ ১৯৯৬

নং ৫৭ — দুই বৎসরের অধিককাল অতিক্রান্তে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিতে পারার ব্যর্থতার কারণে অব্যাহতির আদেশের জন্য আসামীর দরখাস্ত

৩য় বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট .. . এর আদালত

জি আর মামলা নং ৫৮৬/১৯৯৩

(রাজ্য বনাম রামশরন তেওয়ারী এবং অন্য জন)

মামলা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত

আসামী রামশরন তেওয়ারী এবং কৃষ্ণ মাহাতোর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ উপরোক্ত মামলায় পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৭৯ ধারার বিধানে ১ নং আসামীকে (রামশরন তেওয়ারী) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনে ৪১১ ধারার বিধানে ২ নং আসামীর (কৃষ্ণ মাহাতো) বিরুদ্ধে ২৭.১১.৯৩ তারিখে অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত মহকুমা বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট .. .. ১৬ ১২ ৯৩ তারিখে নিষ্পত্তির জন্য আপনার মহানুভবের নথীতে স্থানান্তবিত করিয়াছিলেন।

(২) ঐ ৫.৩ ১৯৯৪ তাবিখে অভিযোগ গঠিত হইয়াছিল এবং আসামীর নিকট পাঠ কবা হইযাছিল, যাহাতে দবখাস্তাকাবীবা নির্দোষী বলিযা অর্জি কবিযাছিল। সেই হইতে ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষ বিভিন্ন কাবণে সময নষ্ট কবিতেছেন। কোন সাক্ষীকে পবীক্ষা কবা হয নাই।

(৩) ঐ দবখাস্তকাবীবা এত বৎসব ধবিযা দাকন দুশ্চিন্তা এবং উত্তেজনাব মধ্যে বাস কবিযা আসিতেছেন এবং এইসকল বৎসবগুলিতে তাঁহাবা হযরান হইযা আসিতেছেন। দবখাস্তকাবীবা গত ২৭ ১১ ১৯৯৩ তাবিখ হইতে আদালতে যোগদান কবিযা আসিতেছেন এবং সেইহেতু তাঁহাদেব উপস্থিতি তাঁহাদেব ভাগ্যে বলপূর্বক নৈবাশ্য আনিযাছে এবং তদনুসারে দুই বৎসবেব অধিককাল ফৌজদাবী কার্য্যবাহ চলাকালীন অবস্থা তাহাব নিকট "নির্যাতনেব মন্ত্রস্বরূপ" হইযাছে।

সুতবাং ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ফৌজদাবী মামলা বন্ধ কবিযা দিবেন এবং আসামী দবখাস্তকাবীদেব অব্যাহতি প্রদান কবিবেন।

এবং আসামী দবখাস্তকাবীবা, কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিবার দরখাস্ত

[Art of Examination-in-Chief]

নং ১ — সাক্ষীর আচরণ নথীভুক্ত করার দরখাস্ত

.. .. দায়রা বিচারক এর আদালত

অথবা

. . .. বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

মামলা নং ....

রাজ্য বনাম . .. . (আসামীর নাম)

অথবা

.... (অভিযোগকাবীব নাম) বনাম ... . (আসামীর নাম)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮০ ধারার বিধানের দরখাস্ত

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষেব সাক্ষী . ... (নাম) তাঁহাকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির প্রতি তিনি পরিহাবকাবী হইয়াছেন এবং মামলা চালনাকারী আইনজীবিব প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

(২) ঐ উপরিবর্ণিত সাক্ষী আপাতঃদৃষ্টিতে সত্য গোপনের চেষ্টা করিতেছেন।

(৩) ঐ পরীক্ষাকালীন সময়ে অত্যধিক সংগ্রামের সহিত উপরিবর্ণিত সাক্ষীর নিকট হইতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যদিও তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তাঁহার সাক্ষ্যের প্রকৃতি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে তিনি আসামীর দ্বারা কিছুমাত্রায প্রভাবিত হইয়াছেন এবং ফৌজদারী মামলা বাদী পক্ষ এই পর্য্যায়ে তাঁহাকে চালনাকারী প্রশ্নগুলি নিক্ষেপ করিয়া বিরোধী বলিয়া ঘোষণার জন্য আপনার মহানুভবের অনুমতির জন্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক নন।

(৪) ঐ সাক্ষীর পক্ষ হইতে সাক্ষীর ব্যবহার ফৌজদাবী বাদী পক্ষের মামলার অনুভূতির বিশ্বাসঘাতকতা ঘটাইয়াছে এবং সেইহেতু ভবিষ্যতের উল্লেখের জন্য তাঁহার আচরণ লিখিতভাবে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে পরীক্ষা গ্রহণকালীন সময়ে উপরিবর্ণিত সাক্ষীর আচরণ সংক্রান্ত আপনার মহানুভবের মন্তব্য নথীভুক্ত করিয়া রাখিবেন।

একজন ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

....

(স্থান) রাজ্য মারফত

.... সহি / ....

(তারিখ) (ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল)

অথবা

....

(অভিযোগকারীর নাম)

মারফৎ

সহি ....

আইনজীবি

নং ২ — প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে সাক্ষীর সাক্ষ্য নথীভুক্ত করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত

আদালত .... দায়রা বিচারক ....

অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেট ....

মামলা নং ....

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীর .... (নাম)

সাক্ষ্যের নথীভুক্ত করিবার জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৬(২) ২৭৫(৩) ধারার বিধানে দরখাস্ত প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শের ভিত্তিতে।

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ রাজ্য / অভিযোগকারীর আইনজীবি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষী ....-কে করিয়াছেন এবং প্রতিরক্ষা আইনজীবি ঐ প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই কিন্তু সাক্ষী ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বিরত রহিয়াছেন এবং অস্পষ্টভাবে উত্তর দিয়াছেন, যেমন "................" (অস্পষ্ট উত্তর) এবং সেইহেতু আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ঐ সাক্ষীর অস্পষ্ট উত্তর নথীভুক্ত করিয়াছেন।

(২) ঐ সাক্ষীর উত্তর প্রদান তাঁহাকে প্রদত্ত প্রশ্নের যথাযথভাবে সামঞ্জস্যবিহীন হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট প্রশ্ন এবং উত্তর, প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে নথীভুক্ত না হইলে ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে বিচারের স্বার্থে উপরোক্ত সাক্ষীর পরিদৃষ্ট সাক্ষ্যের অনিশ্চয়তা দূরীকরণের জন্য নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট প্রশ্ন এবং উত্তর নথীভুক্ত করিবেন।

এবং রাজ্য / অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

.... রাজ্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল /

(স্থান) সহকারী সরকারী উকীল মারফত

.... সহি / . ...

(তারিখ) অথবা

....

(অভিযোগকারীর নাম)

মারফত

সহি / .. ..

আইনজীবি

নং ৩ — প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে সাক্ষীর সাক্ষ্য নথীভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত

(অপব নিদর্শ)

আদালত .. .. দায়রা বিচাবক . . ..

অথবা

আদালত . . বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ... .

মামলা নং . ...

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ২৭৬(২) ২৭৫(৩) ধারার বিধানেব দরখাস্ত

ফৌজদাবী মামলার সবকারী উকীল / অভিযোগকারীব মাবফত রাজ্যের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নটি ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষের সাক্ষী ....-কে প্রদান করা হইয়াছিল কিন্তু প্রতিরক্ষার আপত্তিতে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে

প্রশ্নটিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না যদিও প্রতিরক্ষাপক্ষ প্রশ্নটির আপত্তির ক্ষেত্রে কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

(২) ঐ প্রশ্নটি একটি উত্তরসূচক প্রশ্ন নহে; কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক তথ্যের তদন্তের জন্য পর্য্যায় স্থিরীকরণের একটি প্রাথমিক প্রশ্ন এবং ঐ প্রশ্নটি দ্বন্দ্বহীন বিষয় সংক্রান্ত নিয়ে গঠিত।

(৩) ঐ আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত সাক্ষীটি একজন গ্রাম্য হতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সেইহেতু তাঁহার স্মৃতিশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্যই নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নটি তাঁহাকে করা হইয়াছে এবং যদি ঐ প্রশ্নটি অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ঐ সর্বাপেক্ষা প্রধান সাক্ষীকে পরীক্ষা গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে।

(৪) ঐ প্রশ্নটি নথীভুক্ত না হইলে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ প্রধানতঃ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নটি নথীভুক্ত করিবেন এবং ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সাক্ষীকে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং আপনার মহানুভব অধিকন্তু সন্তুষ্ট হইয়া প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে বিচারের স্বার্থে উত্তরটি ঐ স্থানে নথীভুক্ত করিবেন।

এবং রাজ্য / অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

প্রশ্নটি নথীভুক্ত হইবে ঃ

প্রশ্ন ২

সহি ....

(ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল /

সহকারী সরকারী উকীলের সহি)

অথবা

....

(অভিযোগকারীর নাম)

মারফত

সহি .... আইনজীবি

তারিখ ....

নং ৪ — সাক্ষীকে উত্তরসূচক প্রশ্ন (গুলি) করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য আদালতে দরখাস্ত

আদালত .... দায়রা বিচারক / মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

স্থান ....

অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

মামলা নং ....

(দ্বিতীয় অংশ)

সাক্ষ্য আইনের ১৪২ ধারার বিধানের দরখাস্ত

রাজ্য / অভিযোগকারীর .... (নাম) বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ নিম্নে প্রদত্ত বিশেষ প্রশ্ন / প্রশ্নগুলি ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হইতেছে এবং ঐ প্রশ্ন / প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র পরিচিতি বহন করিতেছে না কিন্তু উহা / ঐগুলি ইতিমধ্যেই ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী .... ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী .... এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী .... এবং অন্যান্য সাক্ষীদের দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

(২) ঐ কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষের সাক্ষী নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতেছেন এবং আপনার মহানুভব বিচারের স্বার্থে নিম্নে প্রদত্ত বিশেষ উত্তবসূচক প্রশ্ন / প্রশ্নগুলি রাজা সবকার / উপরিউক্ত অভিযোগকারীকে করিতে অনুমতি প্রদান না কবিলে তাঁহার প্রধান পরীক্ষগ্রহণ অসম্ভব হইবে।

(৩) ঐ উপরিবর্ণিত .... গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে একজন প্রধান সাক্ষী হইতেছেন যেহেতু এই সাক্ষী একাকী আদালতে আলোকপাত করিতে পারেন এবং কিছু পরিচয় উত্তরসূচক প্রশ্ন / প্রশ্নগুলি তাঁহাকে না করিতে পারিলে ইহা করা যাইবে না।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে রাজ্য সরকার / অভিযোগকারীকে নিম্নে প্রদত্ত উত্তরসূচক প্রশ্ন / প্রশ্নগুলি করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

প্রশ্ন / প্রশ্নগুলি করা হইবে :

প্রশ্ন .. .. ?

অথবা

১ নং প্রশ্ন .... ?

২ নং প্রশ্ন .... ?

৩ নং প্রশ্ন .... ?

৪ নং প্রশ্ন .... ?

রাজ্য সরকার মারফত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল

সহি ....

তারিখ ....

অথবা

....

(অভিযোগকারীর নাম)

দ্বারা

সহি ....

আইনজীবি

তারিখ ....

নং ৫ — প্রধান পরীক্ষায় প্রদত্ত উত্তরসূচক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে আসামীর আপত্তির দরখাস্ত

আদালত .... দায়রা বিচারক ....

অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

মামলা নং ....

অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবি / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / সহকারী সরকারী উকীলের দ্বারা প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে আপত্তি আসামী / আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল তাঁহার প্রশ্ন গঠন করিয়াছেন (যেমন নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে) এই পদ্ধতিতে যাহা ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের উক্তির প্রধান অংশ সংক্রান্তে একটি উত্তর আসিবে "হ্যাঁ" অথবা "না"।

(২) ঐ প্রশ্নটি যাহা পরিচয়সূচক নহে এবং দ্বন্দ্বহীন ব্যাপার সংক্রান্ত নহে তাহা কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ঐ সাক্ষী ....কে করার জন্য আপনার মহানুভব অনুমতি প্রদান করিলে প্রতিরক্ষাপক্ষ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বিচারের স্বার্থে ঐ প্রশ্নটি করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন না।

এবং আসামী / আসামী ব্যক্তিগণ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দ্বারা প্রশ্ন ঃ

প্রশ্ন .... ?

.... (আসামী) এবং অন্যান্যগণ মারফত

সহি ....

আইনজীবি

তারিখ ....

নং ৬ — প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে সাক্ষ্য নথীভুক্ত করিবার জন্য আসামীর দরখাস্ত

আদালত, শিক্ষিত দায়রা বিচারক / .... দায়রা বিচারক ... .

অথবা

আদালত শিক্ষিত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট . ...

মামলা নং ... .

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৭৬(২) ২৭৫(৩) ধারার বিধানের দরখাস্ত

আসামীর তরফে .... (নাম) এবং অন্যান্য জন

আসামী / আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি তাঁহার সাক্ষী ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীকে .... (নাম) তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণের শুরু হইতেই অবিরাম তাঁহার মুখবন্ধন করিয়া আসিতেছেন এবং যখনই ঐ সাক্ষী ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের অসমর্থনে উত্তর দিতেছেন, তখনই সেক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি বিঘ্ন ঘটাইয়া ঐ উত্তরটি অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন।

(২) এই সময়েও সাক্ষ্য প্রদানে উৎসুক সাক্ষী (শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি প্রদত্ত প্রশ্ন "................" উত্তরে জবানবন্দী দিয়াছিলেন "................"

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষর আইনজীবি বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন এবং তাঁহার নিজ মনোমত ঐ উত্তরের ভুল ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(৪) ঐ যেহেতু উপরোক্ত উত্তর মামলার যথার্থ সিদ্ধান্তের জন্য একটি প্রধান তথ্য প্রকাশ করিতেছে সেইহেতু উভয় প্রশ্ন এবং উত্তর প্রশ্ন এবং উত্তরের নিদর্শে নথীভুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা অথবা হতবুদ্ধি সম্পন্নতা দূরীকরণের জন্য ঐ বিশেষ প্রশ্ন এবং উত্তর নথীভুক্ত করিবেন। এবং আসামী / আসামী ব্যক্তিগণ কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

.... (আসামীর নাম) এবং অন্যান্যগণ

মারফত

সহি / .... আইনজীবি

তারিখ .. ..

নং ৭ — বিচারে প্রধান সাক্ষীকে বাদ দিবার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত

আদালত, দায়রা বিচারক / .... দায়রা বিচারক

অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

মামলা নং ....

রাজ্য / অভিযোগকারীর .... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগের দরখাস্তে (প্রদর্শিত বস্তু ১) সাক্ষীদের কলমে অভিযোগের দায়যুক্ত সাক্ষী / সাক্ষীগণ / সাক্ষী নং .... তিনি / তাঁহারা আসামী ব্যক্তি / আসামী ব্যক্তিদের সহিত চলাফেরা করিয়াছেন।

(২) ঐ পূর্বের ঘটনায় রাজ্য তদন্ত পর্য্যায়কালীন সময়ে শিক্ষিত দায়রা বিচারক / মহামান্য উচ্চ আদালতের সম্মুখে বিবিধ মামলা নং .... এর ক্ষেত্রে আসামী / আসামী ব্যক্তিদের জামিন বাতিলের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন যেহেতু আসামী ব্যক্তিগণ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং

শিক্ষিত দায়রা বিচারক / মহামান্য উচ্চ আদালত তাঁহাদের জামিন বাতিল না করা সত্ত্বেও আসামী ব্যক্তি / আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সতর্কতা নথীভুক্ত করিয়াছিলেন।

অথবা

ঐ অভিযোগকারী এবং তাঁহার দুইজন সাক্ষীগণ তাঁহাদের প্রতি আসামী ব্যক্তি / আসামী ব্যক্তিদের বিভীষিকা এবং ভীতি প্রদর্শনের (সংলগ্ন .... এস এইচ. প্রবেশ লিখন নং .... তারিখ .... দেখুন) বিষয় স্থানীয় থানাতে পূর্বে জানাইয়াছিলেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ অতীব যুক্তিযুক্তভাবে আশঙ্কা করিতেছেন যে ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষের সাক্ষী .... (নাম) ইতিমধ্যেই জয়ী হইয়াছেন।

এবং সেইহেতু ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক নন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ দ্বারা উপরোক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা না করিবার কারণটি নথীভুক্ত করিবেন।

এবং রাজ্য / অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

রাজ্য মারফত

সহি . ...

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / সহকারী সরকারী উকিল

. . ..

(অভিযোগকারীর নাম)

মারফত

সহি / ... .

আইনজীবি

তারিখ ....

নং ৮ — বিচারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত

আদালত শিক্ষিত দায়রা / .... দায়রা বিচারক ....

অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

মামলা নং ....

নিম্নে প্রদত্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণ না করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্ত

রাজ্য / অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ নিম্নে প্রদত্ত সাক্ষীগণ গৌণ তাৎপর্য্যপূর্ণ সাক্ষী হইতেছেন এবং ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা পরীক্ষিত হইলে আদালতের মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটিবে।

(২) ঐ উক্ত সাক্ষীগণকে আসামীর সঙ্গে পরিদর্শন করা হইয়াছে এবং সেইহেতু ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তভাবে আশঙ্কা করিতেছেন যে এই সকল সাক্ষীগণ ইতিমধ্যেই আসামীর দ্বারা ক্রীত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সত্য প্রকাশ করিবেন না।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে নিম্নে প্রদত্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণ না করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের যুক্তিগুলি নথীভুক্ত করিবেন।

এবং রাজ্য / অভিযোগকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন না।

পরীক্ষিত না হইবার জন্য সাক্ষীদের নামগুলি

১. ....

২. ....

৩. ....

নং ৯ — জয়লাভের কারণের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণ না করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দরখাস্তের বিরুদ্ধে আসামীর দ্বারা আপত্তি দরখাস্ত

আদালত দায়রা বিচারক / .... দায়রা বিচারক ....

অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

মামলা নং ....

দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার বিধানে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের পরীক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছার ভিত্তিতে সাক্ষীদের আদালতের সাক্ষীরূপে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য দরখাস্ত আসামী / আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ .... তারিখের দরখাস্ত দাখিলের দ্বারা আসামী ব্যক্তিদের সহিত কদর্য ক্রীড়া করিতেছেন এই মর্মে যে উল্লিখিত সাক্ষীগণের কেবলমাত্র গৌণ তাৎপর্য্য থাকাতে এবং অধিকন্তু ঐ সকল সাক্ষীরা ক্রীত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ হইবে না। কিন্তু প্রতিরক্ষাপক্ষ ঘটনার অভিযোগের সাক্ষীগণ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীগণের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যে শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / সহকারী সরকারী উকিল / অভিযোগকারীর আইনজীবির দরখাস্তে নামাঙ্কিত ব্যক্তিগণ প্রকৃত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণ হইতেছেন এবং সেইহেতু তাঁহাদেব "গৌন তাৎপর্যপূর্ণ কেবলমাত্র সাক্ষীগণ" বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পাবে না।

(২) ঐ ফৌজদাবী মামলার বাদী পক্ষ তাঁহার পূর্ববর্তী সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আদালতেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন নাই যে ঐ সকল সাক্ষীগণ ক্রীত হইয়াছিলেন এবং সেইহেতু প্রতিরক্ষা পক্ষ ফৌজদাবী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের পুনঃ পরীক্ষা করিতে ব্যর্থ হইযাছিলেন যাঁহাবা ইতিমধ্যে সাক্ষীদের উপর ক্রীত হইবার অভিযোগের অজুহাতে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষ তাঁহাদের সন্দেহপূর্ণ আশঙ্কা যে নির্দিষ্ট সাক্ষীগণ ইতিমধ্যেই ক্রীত হইয়াছিলেন সেই বিষয়ে কোন ভিত্তি স্থাপন কবেন নাই। ইহার পরিবর্তে ফৌজদারী মামলাব বাদীপক্ষ আদালতে ঐ সকল সাক্ষীদের উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হাজিরা দিযাছিলেন।

(৪) ঐ সকল উপস্থিত ব্যক্তিগণ যাঁহাদের ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষগণ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন নাই, তাঁহারা মামলার যথাথ সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রধান সাক্ষীগণ হইতেছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষের দরখাস্তে লিখিত এবং গ্রহণ না করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের আদালতে ... পরীক্ষা করিবেন।

এবং আসামী / আসামী ব্যক্তিগণ, কর্তব্যরত হইযা ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

টিপ্পনী ঃ বিচারের মধ্যভাগে যে বিষযগুলি প্রধান বিচার্য্য বিষয়ের আনুষঙ্গিক সেই ক্ষেত্রে ঘুরিয়া তদন্ত করা আদালতের কর্তব্যের অংশ নহে। ঐ বিষয়গুলি সমর্থন করিয়া অভিযোগকারী ব্যক্তিদের উপরই এই দায়িত্ব রহিয়াছে এবং তিনি যদি নির্ভরক্রীত সাক্ষ্য পছন্দ করেন যাহা আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না তবে তিনি আইন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিবেন — ভগবান সিং AIR 1952 SC 214; 1952 Cr LJ 1131.

নং ১০ — সাক্ষীকে বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণার অনুমতির জন্য ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষের দরখাস্ত

দাযরা আদালত / .... দায়রা বিচারক .... অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

মামলা নং ৯৯ / ১৯৯৭

সাক্ষ্য আইনের ১৪২ এবং ১৫৪ ধারার বিধানে রাজ্যের দ্বারা ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীকে .... (নাম)

পুনঃপরীক্ষা করিবার অনুমতির জন্য দরখাস্ত

রাজ্য / অভিযোগকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ উপরিবর্ণিত সাক্ষী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে তদন্ত আধিকারিক দ্বারা নথীভুক্ত তাঁহার পূর্ববর্তী উক্তি হইতে সঙ্কুচিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন এবং তিনি প্রধান তথ্য গোপন করিতেছেন।

(২) ঐ সাক্ষী ইচ্ছাকৃতভাবে বৈসাদৃশ্য এবং বিপরীত উক্তি করিতেছেন এবং সেই হেতু তিনি ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলার বিরোধী হইতেছেন এবং তাঁহাব আচরণ হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে তিনি আসামীর দ্বারা ক্রীত হইয়াছেন এবং তিনি সত্য গোপন করিতেছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে রাজ্য / অভিযোগকারীকে উত্তরসূচক প্রশ্ন করিতে এবং ঐ সাক্ষীকে পুনঃপরীক্ষা করিবার জন্য বিচারের স্বার্থে অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

নং ১১ — সাক্ষীকে বিরোধী বলিয়া ঘোষনা করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের প্রার্থনার বিরুদ্ধে আপত্তি

আদালত, দাযরা বিচারক / .. .. দায়রা বিচারক ....

অথবা

আদালত ....

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী ....

মামলা নং ৯৯ / ১৯৯৭

আসামী ব্যক্তি / আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি কোন কারণ ব্যতীত ফৌজদারী বাদী পক্ষের সাক্ষী .... কে বিরোধী বলিয়া ঘোষনার জন্য

পুনঃ পরীক্ষার ধারায় উত্তরসূচক প্রশ্ন করিবার জন্য অনুমতিব প্রার্থনায় দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন।

(২) ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষেব আইনজীবি উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬১ ধাবার বিধানে ঐ সাক্ষীব নথীভুক্ত উক্তি আদালতে প্রদর্শন কবিতে ত্রুটি কবিযাছেন এই কারণে যে ঐ উক্তি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে ঐ সাক্ষী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধাবাব বিধানে তাঁহার নথীভুক্ত অভিযোগ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন নাই, তিনি বিশদবৃত্তান্তেব একটি বিষয় কেবলমাত্র ভুল কবিযাছিলেন এবং সেইহেতু ইহা বলা যাইতে পারে না যে আসামী / আসামী ব্যক্তিগণ সত্য গোপনেব জন্য ঐ সাক্ষী দ্বাবা ক্রীত হইযাছিলেন। দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬১ ধাবাব বিধানে ঐ সাক্ষীব উক্তিব প্রমাণিত প্রতিলিপি যাহা নথীভুক্ত হইযাছে বলিযা অভিযোগ কবা হইযাছে তাহা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীযমান হয যে ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষেব আইনজীবিব দ্বাবা নির্ভবক্রীত মামলাব পঞ্জিকা হইতে উক্তিব অংশটিব ফৌজদাবী মামলাব বাদীপক্ষেব দ্বাবা আসামীকে প্রদত্ত উক্তিব প্রতিলিপিতে সুস্পষ্টভাবে অভাব বহিযাছে এবং সেইহেতু ফৌজদাবী মামলাব বাদীপক্ষ বর্তমানে তাঁহাব নিজ সাক্ষীকে অস্বীকাব কবিতে পাবেন না।

(৩) ঐ উপবোক্ত সাক্ষী ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষকে কোন বিবোধী বস্তু প্রদর্শন কবেন নাই অথবা সত্য গোপনীযতাব জন্য কোন প্রকাব প্রদর্শিত বস্তু নাই।

সুতবাং ইহা প্রার্থনা যে ফৌজদাবী মামলাব বাদী পক্ষেব সাক্ষী
(নাম) কে বিবোধী বলিযা ঘোষণা কবাব জন্য বাদ্য / ফৌজদাবী মামলাব সবকাবী উকীল / অভিযোগকাবীব আইনজীবি দ্বাবা দাযেবকৃত দবখাস্ত বাতিল কবা হউক।

এবং আসামী / আসামী ব্যক্তিগণ কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবদ্ধ থাকিবেন।

(আসামীব নাম) এবং অন্যান্যগণ

মাবফত

(আইনজীবির সহি)

তাবিখ . ...

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নথি-নিবন্ধ

[Record Making]

নং ১ — পুলিশের বেআইনী গ্রেপ্তার এবং অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করার জন্য দরখাস্ত

আদালত .... ম্যাজিস্ট্রেট ....

বিবিধ দরখাস্ত নং ....

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারার বিধানে শ্রী .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা) যিনি জেল হাজতে .... থানায় রহিয়াছেন তাঁহার উদ্ধারের জন্য তদন্ত অধিপত্র।

এবং

এই বিষয় সম্পর্কীত

শ্রীমতী ....

(নাম এবং ঠিকানা)

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দবখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারী .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত তাঁহার সম্পর্ক বলিবেন যিনি .. . . স্থানে কর্মরত আছেন)।

(২) ঐ . ... (তারিখ) .... স্থানে রাত্রি ১১.৩০ মিনিটে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দুইজন আরক্ষী সমেত যাহাদের নম্বর সি / .... এবং থানার আবক্ষীগণ সমেত যাহাদের নম্বর সি / .... এবং সি / .... দরখাস্তকারীরা গৃহে অসিয়া শ্রী .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তির নাম) এর বিষয়ে তদন্ত করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তিনি গৃহে ছিলেন না, তাঁহারা তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত গৃহের সম্মুখে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পৌছাইয়া যাওয়া মাত্র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাঁহাকে পুলিশের জীপ গাড়িতে উঠিবার জন্য নির্দেশ করিলেন যাহাতে পুলিশ আসিয়াছিলেন এবং .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তির নাম) জীপ গাড়িতে উঠিলেন তিনি যে মুহূর্তে জীপ গাড়িতে উঠিলেন সেই মুহূর্তে ঐ দুইজন আরক্ষী এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জীপ গাড়িতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন এবং

তাঁহাকে লইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইলেন। ঐ পুলিশ কার্যনিরত ব্যক্তিগণ কি কারণে তাঁহারা দরখাস্তকারীর স্বামীকে অন্বেষণ করিতেছেন তাহা বলেন নাই এবং তাঁহারা দরখাস্তকারী সমেত ব্যক্তিগণের সম্মুখে ঐ .... কে লইয়া যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

(৩) ইহার পর দরখাস্তকারী তাঁহার পুত্র এবং স্থানীয় দুইজন অপর ব্যক্তিগণ সমেত যথাক্রমে (১) .... এবং (২) . ... বেলা ২ ঘটিকায় থানায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামীকে (অবরুদ্ধ ব্যক্তি) পুলিশ হাজতে দেখিয়াছিলেন। থানার কর্তব্যরত আধিকারিক দরখাস্তকারীকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছিলেন এবং আশ্বাস দিয়াছিলেন যে প্রত্যুষে শ্রী .... কে অব্যাহতি দেওয়া হইবে শ্রী .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তিব নাম) কে শাবীরিক সুস্থ, সবল বলিয়া পরিদৃষ্ট হইযাছিল এবং তাঁহার দেহে কোন ক্ষত ছিল না। পুলিশ দবখাস্তকারীকে তাঁহার সহিত কথা বলিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই। দবখাস্তকারী গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিয়াছিলেন এবং পুনরায ১৮.১ ১৯৯৬ তারিখে প্রত্যুষে ৬.৩০ মিনিটে দরখাস্তকারী তাঁহাব স্থানীয় উপরিবর্ণিত ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া থানায আসিযাছিলেন এবং তাঁহাব স্বামীকে জেল হাজতে দেখিযাছিলেন যে স্থানটি কর্তব্যবত আধিকারিকেব কার্য্যালযের দ্বাব হইতে দৃশ্যমান ছিল। তাঁহার স্বামীর রক্তাক্ত নাসিকা এবং স্ফীত দক্ষিণ চক্ষু এবং দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতাহীনতা তিনি দেখিয়াছিলেন। তিনি জেলহাজতের মেঝেতে যন্ত্রনায় কাতর হইযা গভীর আর্তনাদ কবিতেছিলেন। তদন্ত কবার ফলে কর্তব্যরত আধিকাবিক উক্তি করিয়াছিলেন যে তাঁহাব আদেশ অমান্য কবিয়া জেল হাজত হইতে পলায়ন করিতে গিযা তাহা' ফলস্বরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৪) ঐ কর্তব্যরত আধিকারিক দরখাস্তকাবিকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছিলেন এবং আশ্বাস দিয়াছিলেন যে ভাবপ্রাপ্ত আধিকারিক পৌছাইয়া যাওয়া মাত্র তিনি ঐ .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তির নাম) স্বামী / স্ত্রীর গৃহে জীপ গাড়িতে করিয়া প্রেরণ করিয়া দিবেন। দরখাস্তকারী চলিযা আসিযাছিলেন এবং বৈকাল ৫ ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবিযাছিলেন কিন্তু পুলিশ স্বামী / স্ত্রীকে প্রেরণ করেন নাই।

(৫) ঐ ভীতি এবং .. . . (অবরুদ্ধ ব্যক্তির নাম) জীবনের আশঙ্কায় দরখাস্তকারী শ্রী .... এবং শ্রী .. .. কে সঙ্গে লইয়া স্বামী / স্ত্রীর আইনজীবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন যিনি সকাল ১০ ঘটিকায় আদালতে যাইবাব নির্দেশ দিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইবেন বলিয়াছিলেন এবং সেইহেতু ১৯.১.১৯৯৬ তারিখে দরখাস্তকাবী দুইজন উপরোক্ত ব্যক্তি সমেত আদালতে গিয়াছিলেন কিন্তু সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্য্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে উপস্থিত করেন নাই। সেইহেতু দরখাস্তকারী সমাচার ক্ষুদ্র লিখন সমাচারের জন্য সাধারণ নথী আধিকারিক এর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন এই মর্মে যে ঐ .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তির নাম)

ব্যক্তিকে কোন মামলায় চাওয়া হইতেছে কিনা অথবা পুলিশের তত্ত্বাবধানে থাকিবেন কিনা অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মামলায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা চলাকালীন আছে কিনা। কিন্তু শিক্ষিত সাধারণ নথী আধিকারিক ১৯.১.১৯৯৬ তারিখে বৈকাল ৫ ঘটিকায় লিখিত সমাচার দিয়া জানাইলেন এই মর্মে যে সমাচার ক্ষুদ্র লিখনে উল্লিখিত ব্যক্তিকে তাঁহার অধিকারক্ষেত্রের কোন ফৌজদারী আদালতে চলাকালীন মামলায় আহ্বান করা হয় নাই আদালতের আদেশে তিনি পুলিশের কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন না অথবা কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা অন্বেষণ করা হয় নাই এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী কল্য অর্থাৎ ১৯.১.১৯৯৬ তারিখে আপনার মহানুভবের সম্মুখে দরখাস্ত দায়ের করিতে পারেন নাই।

(৬) ঐ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে দরখাস্তকারী তাঁহার স্বামীর / স্ত্রীর সঙ্গীদের লইয়া পুনরায় ১৯.১.১৯৯৬ তারিখে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে থানায় গিয়াছিলেন এবং মস্তকে বস্ত্রপটিতে আবৃত ছিন্ন অবস্থায় .... কে (অবরুদ্ধ ব্যক্তির নাম) দেখিয়াছিলেন। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক থানায় তখন উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু তদন্তের পর ২য় আধিকারিক শ্রী .... বলিয়াছিলেন যে ঐ .... (অবরুদ্ধ ব্যক্তি) শৌচাগারে পতনের ফলে রক্তাক্ত ক্ষতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পৌঁছাইবার পরেই চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে: দরখাস্তকারীকে গৃহে চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল এবং পুলিশ এইরূপ সাংঘাতিক ঘটনার তত্ত্বাবধান করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের আর অতিরিক্ত পুলিশ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া চিন্তা করিতে হইবে না।

(৭) ঐ পুলিশ অবরুদ্ধ ব্যক্তি .... (নাম) কে অব্যাহতি দেন নাই এবং আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী ঐ .... ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য সাক্ষীদের হলফনামা সমেত এই দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন।

(৮) ঐ পুলিশ ঐ .... কে বেআইনী গ্রেপ্তারের দ্বারা অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়াছেন এবং অত্যাচার করিতেছেন এবং পুলিশ হাজতে তাঁহার জীবন বিপদাপন্ন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তারী অধিপত্র জারী করিবেন এবং আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ / আদেশগুলি ধার্য করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

টিপ্পনী : (১) ইহা উপদেশযোগ্য যে আদালতে দায়েরকৃত দরখাস্তের প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি, হলফনামাগুলি এবং অন্য দস্তাবেজগুলি এবং আদেশের কাগজের প্রমাণিত প্রতিলিপি ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য লইয়া রাখা উচিত।

(২) হলফনামাগুলি ১০ টাকা মূল্যের অবিচারিক টিকিটের উপর লেখ্য প্রমানক এর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নং ২ — লেখ্য প্রমাণক-এর সম্মুখে হলফনামা

লেখ্য প্রমাণক .... এর সম্মুখে হলফনামা

আমি, শ্রী / শ্রীমতী .... ইত্যাদি, এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে পবিত্র শপথগ্রহণ করিতেছি ঃ

(১) ঐ আমি শ্রী / শ্রীমতী .... স্বামী / স্ত্রী এবং পুরুষ / মহিলা / স্ত্রী / পুত্র / স্বামীকে (ক্ষেত্র বিশেষে) ২০ বৎসরের অধিককাল পরিচিত আছি এবং তাঁহারা আমার স্থানীয় বাসিন্দা।

(২) ঐ ১৭.১১৯৯৬ তারিখে রাত্রি ১১৩০ মিনিটে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী .... এবং দুইজন আরক্ষীসহ যাঁহাদের নম্বর সি / .... এবং সি / .... ক্রমান্বয় হইতেছে ঐ .... গৃহে যাইয়াছিলেন এবং তদন্ত করিয়াছিলেন .. .. সম্বন্ধে এবং ঐ ..... গৃহের সম্মুখে অপেক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ . ... ব্যক্তি পৌঁছাইয়া যাওয়া মাত্র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং দুইজন আরক্ষী কোনরূপ যুক্তি প্রদান না করিয়া তাঁহাকে / মহিলাকে একটি জীপ গাড়িতে তুলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

(৩) ঐ ১৮.১.১৯৯৬ তারিখে বেলা ২৩০ মিনিটে আমি শ্রী / শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া এবং তিনজন ব্যক্তিসহ যথাক্রমে ... ... এবং . ... .. আমাদের স্থানীয় বাসিন্দাসহ .. .. থানায় গিয়াছিলেন এবং শ্রী . ... কে পুলিশ হাজতে সুস্বাস্থ্য সহ দেখিয়াছিলেন। কর্তব্যরত আধিকারিক জানান নাই যে .... কে কেন জেল হাজতে রাখা হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তখন উপস্থিত ছিলেন না। কর্তব্যরত আধিকারিক আমাদের প্রত্যুষে আসিতে বলিয়াছিলেন।

(৪) ঐ ১৮.১.১৯৯৬ তারিখে প্রত্যুষে ৬ ঘটিকায় আমি শ্রী / শ্রীমতী .... এবং স্থানীয় পাঁচব্যক্তি সহ থানায় গিয়াছিলাম এবং শ্রী / শ্রীমতী .. . .. কে রক্তাক্ত নাসিকা এবং স্ফীত দক্ষিণ চক্ষু দেখিয়াছিলাম। তদন্ত করিলে কর্তব্যরত আধিকারিক আমাদের বলিয়াছিলেন যে শ্রী .... জেল হাজতে পলায়নের জন্য আদেশ ভঙ্গ করায় আহত হইয়াছিলেন এবং আশ্বাস দিয়াছিলেন যে পুলিশ তাঁহাকে / মহিলা / পুরুষ / মহিলার গৃহে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পৌঁছান মাত্র প্রেরণ করিবেন এবং আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছিলেন।

(৫) ঐ শ্রী .... প্রত্যাবর্তন করেন নাই এবং সেইহেতু আমি শ্রী / শ্রীমতী .. . . কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার / স্ত্রী আইনজীবির নিকট ১৮.১.১৯৯৬

তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের ১৯.১.১৯৯৬ তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় অন্য আদালতে যাইতে বলিয়াছিলেন। শ্রী / শ্রীমতী .... পুরুষ / মহিলার আইনজীবি মারফত সমাচার ক্ষুদ্র লিখন উপস্থিত করিয়াছিলেন এই মর্মে যে পুলিশ শ্রী .... কে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই এবং শিক্ষিত সাধারণ নথী আধিকারিক বৈকাল ৫.৩০ মিনিটে সমাচার দাখিল করিলেন এই মর্মে যে শ্রী .... কে কোন চলাকালীন মামলাতে আহ্বান কর হয় নাই অথবা এই অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে কোন ফৌজদারী আদালতে কোন গ্রপ্তারী অধিপত্র চলাকালীন নাই অথবা কোন মামলায় ঐ নামে আদালত কোন পুলিশ হেফাজত ঐ নামে দেন নাই।

(৬) ঐ আইনজীবির সহিত পরামর্শ করিবার পর যিনি আমাদের পুনরায় আগামী কল্য অর্থাৎ ২০.১.১৯৯৬ তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় আসিতে বলিয়াছিলেন আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম এবং প্রত্যাবর্তনের পথে আমি অন্যান্যদের সহিত থানা পবিদর্শন করিয়াছিলাম এবং শ্রী .... কে হাজতের মেঝেতে শায়িত মস্তকে কাপড়ের পট্টি আবৃত অতি জীর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী .... তখন উপস্থিত ছিলেন না। ২য় আধিকারিক শ্রী .... জানাইলেন যে শ্রী .... শৌচাগারে পতনের ফলে আহত হইয়াছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পৌঁছাইলে চিকিৎসার পর তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে; আমাকে এবং অন্যান্যদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এই মর্মে যে যেহেতু পুলিশ এই সাংঘাতিক তদন্তে লিপ্ত রহিয়াছে সেইহেতু তাঁহাদের বিরক্ত না করা হয়। আমি শ্রীমতী .... সমেত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম।

(৭) অদ্য, অর্থাৎ ২০.১.১৯৯৬ তারিখে .... পুলিশ শ্রী .... কে আদালতে উপস্থিত করেন নাই যে সময় শ্রীমতী .... তাঁহার আইনজীবি মারফত তদন্তেব দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলির উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

সহি / ....

(আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য প্রদান কারীর সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

সহি ....

(আইনজীবির মুহুরীর সহি)

রেজিস্টার্ড নং ... .

তারিখ ২০.১ ১৯৯৬

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৫৪ ধারার বিধানে গ্রেপ্তারের পর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আসামীকে উপস্থিত করা হইলে তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আসামীর দরখাস্ত

আদালত, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রে ....

জি আর মামলা নং ১৯৯৫

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৫৪ ধারার বিধানে স্বাস্থ্ পরীক্ষার জন্য

আসামী .... (নাম) এর দরখাস্ত

উপরিবর্ণিত আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী ... ... ১৭.১.১৯৯৬ তারিখে রাত্রি ১১.৩০ মিনিটে আসামী দরখাস্তকারীকে বেআইনীভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন এবং অদ্য পর্যন্ত্য অর্থাৎ ২০.২.১৯৯৬ তারিখের সকাল ১১.৩০ মিনিট পর্য্যন্ত অন্যায়ভাবে তাঁহাকে জেল হাজতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ রাখা অবস্থায় তিনি এবং তাঁহার দুইজন আরক্ষী অর্থাৎ সি নং .... এবং সি নং .... তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ ভ্রূতে রক্তাক্ত ক্ষতের এবং রক্তাক্ত নাসিকার কারণ ঘটাইয়াছিলেন যে কোন সময় মধ্যরাত্রে ১৮.১.১৯৯৬ তারিখে এবং পুনরায় ১৯.১.১৯৯৬ তারিখে মস্তকে রক্তাক্ত ক্ষতের পুনরায় কারণ ঘটাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোন চিকিৎসকের নিকট তাঁহাকে লইয়া যান নাই এবং তাঁহাদের নিজ ঔষধ এবং কাপড়ের পট্টি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(২) ঐ উপরোক্ত পুলিশ আধিকারিক দরখাস্তকারীকে তাঁহার স্ত্রী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত কথা বলিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই যাঁহারা দরখাস্তকারীর বিষয়ে তদন্ত করিতে থানায় বহুবার আসিয়াছিলেন।

(৩) ঐ ২০.১.১৯৯৬ তারিখে দরখাস্তকারীর স্ত্রী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯৭ ধারার বিধানে বৃত্ত পরিদর্শক মারফত তদন্ত অধিপত্রের জন্য একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন এবং আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী .... কে তিনঘণ্টার মধ্যে একটি প্রতিবেদন দায়ের করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন কিন্তু ঐ শিক্ষিত আদালতের আদেশ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রী .... ব্যক্তিগতভাবে আসামী দরখাস্তকারীকে সকাল ১১.৩০ মিনিটে অগ্রবর্তী টিপ্পনী সহ উপস্থিত করিয়াছিলেন এই মর্মে যে দরখাস্তকারীর স্ত্রী শ্রীমতী ....র সকল অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারার বিধানগুলির এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৭ ধারার বিধানে ১৯.১২.১৯৯৫ তারিখের থানা মামলা নং ....

তে গ্রেপ্তারী অধিপত্র দ্বারা ১৯.১.১৯৯৬ তারিখের রাত্রে আসামী দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

(৪) ঐ দরখাস্তকারী শারীরিক যন্ত্রণা এবং শিরোঘূর্ণনযুক্ত বোধ করিতেছেন এবং পুলিশ তাঁহাদের প্রদত্ত ঔষধ ধৌত করিয়া এবং মস্তকের কাপড়ের পট্টি অপসারণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী ঐ ভাবপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং উপরিবর্ণিত দুইজন আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিবেন এবং সেইহেতু ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ত্রুটিপূর্ণ পুলিশ আধিকারিক এবং দুইজন আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য একজন আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য একজন রেজেষ্ট্রীকৃত চিকিৎসকের মাধ্যমে আসামী দরখাস্তকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইলে তাহা পুলিশ হাজতে পুলিশের নির্দয়তার সাক্ষ্য বহন করিবে।

সূতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে রাজ্য সরকারের ব্যয়ে আপানর মহানুভবের পছন্দ অনুযায়ী একজন রেজেষ্ট্রীকৃত চিকিৎসকের দ্বারা আসামী দরখাস্তকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তারিখ ২০.১.১৯৯৬

নং ৪ — ঐ পুলিশ তত্ত্বাবধানের ভিত্তিতে সুচিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য আসামীর দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিষ্ট্রেটের .... আদালত

জি আর মামলা নং ১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংতিহার ৫৪ ধারার বিধানে আসামী শখীলাল ইয়াদকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে থানায় লইয়া যাইবার পূর্বে এবং ঐ তত্ত্বাবধান হইতে উপস্থিত করিবাব পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আসামীর দরখাস্ত

উপরোক্ত দরখাস্তকারীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারী হাঁপানী রোগে ভুগিতেছেন এবং আপনার মহানুভবের সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার সময়ে তাঁহাব দেহের বহির্ভাগে অথবা অর্ন্তভাগে কোন ক্ষত নাই। দরখাস্তকারীর হার্ট অত্যন্ত দুর্বল।

(২) ঐ আপনার মহানুভব আসামী দরখাস্তকারীর তরফে উত্থাপিত আপত্তি করা সত্ত্বেও তাহা বাতিল করিয়া দিয়া ১০ দিনের জন্য আসামী দরখাস্তকারীকে পুলিশ হেফাজতে রাখিতে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু দরখাস্তকারীর স্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া থানায় পুলিশের দ্বারা প্রশ্ন করিবার

পূর্বে দরখাস্তকারীর স্বাস্থ পরীক্ষা প্রয়োজন এবং দরখাস্তকারী আশঙ্কা করিতেছেন যে পুলিশ তাঁহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটাইবেন এবং সেইহেতু ঐ ভয় দূরীকরণের জন্য তাঁহাকে থানায় পুলিশ হেফাজতের সময় সীমা উত্তীর্ণের পরে তাঁহাকে পুলিশ হেফাজত হইতে উপস্থিত করিবার সময়ে একজন চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার সম্ভাবনা ঘটানো অতীব বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে আসামী দরখাস্তকারীকে থানাতে লইয়া যাইবার পূর্বে এবং পুলিশ হেফাজতের সময় সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরে কিন্তু পুলিশ হেফাজত হইতে পুনঃ উপস্থিত করিবার পূর্বে একজন চিকিৎসকের দ্বারা আসামী দরখাস্তকারীর ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মামলার তদন্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিবেন এবং বিচারের স্বার্থে ও ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য চিকিৎসার প্রতিবেদনগুলি আদালতে সমর্পণ করিবেন।

এবং আপনার আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৫ — সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রথম সমাচার প্রতিবেদন প্রেরণ না করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আসামীর দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

.... থানা মামলা নং ১৩৭ / ১৯৯৬

আদালতে প্রথম সমাচার প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৭ ধারার বিধানের সম্পাদন না করিবার জন্য আসামীর .... (নাম) র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ বেআইনী গ্রেপ্তারের দ্বারা তিনদিন দরখাস্তকারীকে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার পর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক .... থানা ....র তাঁহাকে আপনার মহানুভবের সম্মুখে একটি অগ্রবর্তী টিপ্পনীর দ্বারা কেবলমাত্র উপস্থিত করিয়াছেন এবং প্রগ্রাহ্য অপরাধের সমাচার প্রাপ্তির পরেই প্রথম সমাচার প্রতিবেদনটি আদেশকৃতভাবে আদালতে প্রেরিত হয় নাই।

(২) ঐ আপনার দরখাস্তকারীর স্ত্রী ১৯.১.১৯৯৬ তারিখে সাধারণ নথী আধিকারিকের নিকট একটি সমাচার ক্ষুদ্র লিখন নং ৩২৩ সমর্পন করিয়াছিলেন যিনি এই সমাচার এর উত্তরে বলিয়াছিলেন "১৬.১.১৯৯৬ এবং ১৮.১.১৯৯৬ তারিখের

সময়ের মধ্যে নথীপত্রের গভীর তদন্তের দ্বারা ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে জনৈক জেড এন ডি'র বিরুদ্ধে .. .. থানার কোন প্রথম সমাচার প্রতিবেদন নাই।

(৩) ঐ ভারপ্রাপ্ত আধিকাবিক শ্রী .... ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কোন প্রথম সমাচার প্রতিবেদন প্রেরণ করেন নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে মামলার ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৭ ধারার বিধান অনুযায়ী আইনতঃ আদেশকৃত বিধানের সম্পাদন .... থানার ভাবপ্রাপ্ত আধিকারিক এর ব্যতিক্রম কেন ঘটিয়াছে তাহার জন্য একটি তদন্ত হউক।

এবং আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যবত হইয়া ইহার জন্য চির প্রার্থনা রত থাকিবেন।

নং ৬ — তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাজেয়াপ্ত তালিকা আদালতে প্রেরণ না করিবার ক্ষেত্রে আসামীর দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .. .. এর আদালত জি আর মামলা নং ১৯৯৬

সাক্ষ্য আইনেব ২৭ ধারার বিধানে সাক্ষ্যের আবিষ্কারের উপর পুলিশের দ্বাবা গঠিত বাজেযাপ্ত তালিকার উৎপাদনের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আসামীর দরখাস্ত

আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) আসামী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানে নথীভুক্ত উক্তিতে যাহা বলিয়াছিলেন যে তিনি ঘটনাস্থলের সন্নিকটস্থ একটি পুকুরে একটি ছুরিকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার নিক্ষেপ করা স্থানটি এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি পুলিশকে প্রদর্শন কবিবেন, সেই উক্তিব অভিযোগেব ভিত্তিতে ঐ মামলার তদন্ত আধিকারিক আসামী দরখাস্তকারীকে পুলিশ হেফাজতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তদন্ত আধিকারিক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানমত আসামীর উক্তিটি, যাহাতে আসামীর স্বীকারোক্তির উক্তি নথীভুক্ত করিবার প্রার্থনা নাই, সেই উক্তি সহ একটি অগ্রবর্তী টিপ্পনী অগ্রে প্রদান করিয়া আসামী দরখাস্তকারীকে আপনার সম্মুখে ২.৩.১৯৯৬ তারিখে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(২) আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ৫দিনের পুলিশ হেফাজত ধার্য করিয়াছিলেন কিন্তু তদন্ত আধিকারিক আপনার মহানুভবের নিকট অদ্য অর্থাৎ ৪.৩.১৯৯৬ তারিখে আসামী দবখাস্তকারীকে একটি টিপ্পনী সহ এই মর্মে যে "দোষযুক্ত ছুরিকা আসামীর

পক্ষ হইতে উদ্ধারকৃত হইয়াছে" যদিও ছুরিকার উদ্ধারপ্রাপ্ত স্থানটি এবং বাজেয়াপ্তর সময়টির উল্লেখ নাই, আপনার মহানুভবের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ আসামী দরখাস্তকারী তদন্ত আধিকারিকের নিকট কোন উক্তি করেন নাই। তিনি পুলিশকে কোন স্থানে লইয়া যান নাই। অপরপক্ষে এই দুইদিন তিনি থানা হাজতে ছিলেন।

(৪) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬১ ধারার বিধানের নথীভুক্ত আসামী দরখাস্তকারীর উক্তিতে কোন সহি অথবা আসামী দরখাস্তকারীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নাই। ঐ উক্তিতে কোন সাক্ষীরও সহি নাই যদিও তদন্ত আধিকারিক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬২ ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে উক্তির আবিষ্কারের ভিত্তিতে আসামী এবং দরখাস্তকারীদের সহি প্রাপ্ত হইতে অধিকারী।

(৫) ঐ ৩.৩.১৯৯৬ তারিখের সন্ধ্যায় তদন্ত আধিকারিক বলপূর্বক কার্বন কাগজের দ্বারা একটি কাগজের খণ্ডকে দুইটি করিয়া গঠন সমেত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন যদিও আসামী দরখাস্তকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

(৬) ঐ পুলিশের হেফাজতে আসামীকে আপনার মহানুভবের আদালতে উপস্থিত করার সময়ে নাবালকত্ব পর্যায়ে তদন্ত আধিকারিক আসামীর তরফ হইতে ঐ ছুরিকা বাজেয়াপ্তর অভিযোগের বাজেয়াপ্ত তালিকাটি প্রেরণ করেন নাই যদিও দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৫(৫) ধারার বিধানে ইহা আদেশকৃত যে বাজেয়াপ্ত তালিকা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিশ্চয়ই প্রেরণ করিবেন এবং সেইহেতু আসামী দরখাস্তকারী যুক্তিযুক্তভাবে আশঙ্কা করিতেছেন যে তদন্ত আধিকারিক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৫ ধারার বিধানে গঠিত দস্তাবেজটি ইতিমধ্যে উৎপাদন করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য আইনের আদেশকৃত বিধানের সম্পাদন না করিবার জন্য তদন্ত আধিকারিকের নিকট হইতে একটি ব্যাখ্যা আহ্বান করিবেন।

এবং আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

নং ৭ — বিচারিক স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য আসামীর দরখাস্ত

মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর আদালত

জি আর মামলা নং ১৯৯৬

আসামী ....র দরখাস্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্য যাহা ৪.৫.১৯৯৬ তারিখে আপনার মহানুভবের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী .... ২য় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণী ....:র দ্বারা নথীভুক্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত আসামী দরখাস্তকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী স্বীকারোক্ত উক্তি বলপূর্বক প্রদান করিয়াছিলেন ৪.৫.১৯৯৬ তারিখে শিক্ষিত ২য় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে পুলিশ কর্তৃক অবরোধ এবং ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা।

(২) ঐ ২৮.২.১৯৯৬ তারিখে পুলিশ দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন এবং জনৈক .... দুইজন আসামীকে আপনার মহানুভবের ২৯.২.১৯৯৬ তারিখের আদেশের দ্বারা পুলিশ হেফাজতে রাখিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারীর সম্মুখে পুলিশ ঐ .... কে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছিলেন এবং মধ্যরাত্রে তাঁহারা জেলহাজতে দরখাস্তকারীর উপর তৃতীয় পন্থার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং ইহার পর তাঁহারা দরখাস্তকারীকে এবং ঐ .... ব্যক্তিকে পুলিশ ভ্যানগাড়ীতে উঠাইয়া বম্বে হাইওয়ে রাস্তায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং .... কে ধাক্কা দিয়াছিলেন যাঁহারা ইতিমধ্যেই ভ্যানগাড়ীর পিছনের দরজা হইতে হাঁটিয়া যাইতে অসমর্থ ছিলেন; পুলিশ শক্তি পরিচালিত যন্ত্রটিতে অপরদিকে ঘুরাইয়া গাড়ীটি তাঁহার উপর দিয়া লইয়া যান, পুনরায় তাঁহার ছেদিত দেহটি ভ্যানে তুলিয়া থানায় লইয়া আসেন এবং আসামী দরখাস্তকারীকে বলিয়াছিলেন যে স্বীকারোক্তি না করিলে তাঁহারও একই ভাগ্যের পরিণতি হইবে। পুলিশ ইহার পর মিথ্যা প্রতিবেদন গঠন করিয়া বলিয়াছিলেন যে আসামী .... চলন্ত গাড়ী হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া রাস্তা অতিক্রম করার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চলন্ত লরী চাপা পড়িয়াছিলেন যাহা দ্রুতগতিতে চলিয়া গিয়াছিল। শহরে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর কারণকে কেন্দ্র করিয়া দারুণ উত্তেজানর সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আসামী দরখাস্তকারীর চক্ষের সম্মুখে .... হত্যার জন্য হত্যাকারী পুলিশ আধিকারিকের কোন শাস্তিই হয় নাই এবং আপনার মহানুভবের আদেশের দ্বারা ১০ দিনের জন্য আসামী দরখাস্তকারী পুলিশ হেফাজতে ছিলেন।

(৩) ঐ ৫.৩.১৯৯৬ তারিখে আসামী দরখাস্তকারীকে আপনার মহানুভবের আদালতে প্রেরণ করিবার সময় মামলার তদন্ত আধিকারিক আসামী দরখাস্তকারীকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন এই মর্মে যে তদন্ত আধিকারিকের শিক্ষামত তিনি উক্তি করিবেন কিন্তু দরখাস্তকারী তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তদন্ত আধিকারিক বর্তমান মামলায় তিনি জামিন পাইলেও অন্য মামলায় গ্রেপ্তার করিবেন এবং .... সিং এর মৃত্যুবরনের মত তাঁহারও একইভাবে মৃত্যু হইবে এবং তাঁহার ক্ষেত্রে ইহা অধিক যন্ত্রণাদায়ক এবং গুপ্তভাবে হইবে; তদন্ত আধিকারিকের তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করিবেন যাহাতে কেহই আসামী দরখাস্তকারীর দেহ অন্বেষণ করিয়া পাইবেন না। অথবা তাঁহাকে সনাক্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) ঐ শিক্ষিত ২য় আদালতের কার্য্যালয়কক্ষগুলি পুলিশ হাজতের বিপরীত অংশে অবস্থিত এবং থানা আদালত চত্বর হইতে ৫ মিনিটের মধ্যে গমন করা যায়। যদিও তাঁহার উক্তি শিক্ষিত ২য় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে নথীভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু পুলিশ আরক্ষীকে দ্বারের নিকটবর্তী অংশে দণ্ডায়মান হইতে দৃশ্যমান হওয়ার ফলে আসামী দরখাস্তকারী যুক্তিযুক্তভাবে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ঐ আরক্ষী শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাঁহার উক্তি তদন্ত আধিকারিককে উক্ত করিবেন এবং সেইহেতু দরখাস্তকারী তাঁহার জীবন সম্বন্ধে ভীত হইয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন যাহা তদন্ত আধিকারিক তাঁহাকে উক্ত করিতে বলিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ঐ সকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে (যে সকল ব্যক্তিদের সহিত দরখাস্তকারী পরিচিত নহেন) যাহাদের নাম শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা নথীভুক্ত স্বীকারোক্তির উক্তিতে রহিয়াছে তাহাতে তিনি দরখাস্তকারীকে মামলার অনুমোদনকারী করিবেন এবং তাঁহার স্বীকারোক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বিনাশাস্তিতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

(৫) বর্তমানে দরখাস্তকারী তাঁহার সঙ্কটাবস্থা অনুভব করিতেছেন যদিও শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ৪.৫.১৯৯৬ তারিখে তাঁহার উক্তি নথীভুক্ত করিবার পূর্বে তাঁহাকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন যেহেতু আসামী দরখাস্তকারী পুলিশের ভীতির আওতার মধ্যে রহিয়াছেন। ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা সাবধানতা অবলম্বন করা যথেষ্ট নয় যাহাতে উপরোক্ত ভীতি, প্রতিজ্ঞা এবং প্রলোভনের দ্বারা ঘটিত মনোভাব দূরীকরণ করা যাইবে। আসামী দরখাস্তকারী তাঁহার নিবুর্দ্ধিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে সময় অদ্য শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল মামলায় তাঁহাকে অনুমোদনকারী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তিতে তদন্ত আধিকারিকের প্রতিজ্ঞা উল্লেখ না করিয়া জামিনের প্রার্থনায় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য এই দরখাস্তটি বিচারিক নথীর মধ্যে রাখিবেন এবং সেই মর্মে আদেশ ধার্য করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

চুঁচুড়া, হুগলী. .. ..

মারফত

তারিখ ১৪.২.১৯৯৬ সহি / ....

আইনজীবি

টিপ্পনী : (১) আসামীর দ্বারা স্বীকারোক্তির প্রত্যাহার শুরুতেই নিশ্চিত করিতে হইবে এবং ইহা উৎকৃষ্ট হইবে যদি দরখাস্তটি জেলাকর্তৃপক্ষ দ্বারা জেল হইতে প্রদত্ত হয়। AIR 1978 SC 1248; 1978 Cri LJ AIR 1979 SC 1399; 1978 Cri LJ 1414.

(২) সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাহাতে আসামীর দরখাস্ত তাহা জামিনের দরখাস্ত অথবা যে কোন দরখাস্ত হউক তাহাতে কোন স্বীকারোক্তি প্রদত্ত হইবে না যাহা বিচারের সময়ে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ ব্যবহার করিতে পারেন — AIR 1958 All 746; 1958 Cri LJ 1266; AIR 1956 SC 481; (1965)1 Cri LJ 480; AIR 1967 Mad 263; 1975 Cri LJ 354; AIR 1954 SC 660; 40 Cri LJ 559 (All).

নং ৮ — ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য নির্দিষ্ট সাক্ষীদের আহ্বান করিবার জন্য আসামীর দরখাস্ত

২য় সহকারী দায়রা বিচারক .... এর আদালত

দায়রা বিচার নং ১২৩ / ১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩০ ধারার দরখাস্ত

আসামী বুলু দাস এবং অন্যান্য ৩ জনের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ অদ্য আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮এ / ৩০৬ ধারার বিধানে আসামী দরখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং অভিযোগের কাগজে উল্লিখিত সাক্ষীদের তালিকায় ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য তপশীল নির্ধারণ করিয়াছেন যাহাতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে যেক্ষেত্রে কার্য্যতঃ অভিযোগকারীর নাম অভিযোগের কাগজে ক্রমিক নং ১, সেক্ষেত্রে কার্য্যতঃ অভিযোগকারীর গৃহের তিনজন অন্যান্য বাসিন্দাদের নাম ক্রমান্বয়ে কার্য্যতঃ অভিযোগকারীর স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যার ৫, ৬ এবং ৭ হইতেছে যাঁহারা আপনার মহানুভবের নির্দেশমত ১৬.৭.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষিত হইবেন যেক্ষেত্রে কার্য্যতঃ অভিযোগকারীকে তপশীলের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১২.৭.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষা করা হইবে।

(২) ঐ মামলায় ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল সাক্ষীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রেব আদেশে পক্ষপাতী নন এবং তিনি ব্যাপারটি আপনার মহানুভবের পরিণামদর্শিতার উপর ত্যাগ করিয়াছেন।

(৩) ঐ আসামী দরখাস্তকারী আশঙ্কা করিতেছেন যে তাঁহাদের আত্মরক্ষা প্রকাশিত হইবে এবং ঐ একই দিনে চারজন সাক্ষী পরীক্ষিত না হইলে নির্দিষ্ট তথ্যগুলি কূট পরীক্ষায় প্রকাশিত হইবে না এবং কার্য্যতঃ অভিযোগকারীর দ্বারা সাক্ষীদের শিক্ষণের বিরাট ভাবে সুযোগ রহিয়াছে যদি একদিনে তিনি এবং অন্যদিকে অন্য বাসিন্দারা পরীক্ষিত না হন এবং প্রতিরক্ষা পক্ষর বিরাটভাবে অনিষ্ট হইবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে বিচারের স্বার্থে প্রথম দিনে অর্থাৎ ১২.৭.১৯৯৬ তারিখে কার্য্যতঃ অভিযোগকারীকে, তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রাধারাণী, তাঁহার পুত্র মন্মথ এবং তাঁহার কন্যা ললিতাকে আহ্বানপত্র প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দবখাস্তকাবীগণ, কর্তব্যবত হইয়া ইহাব জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

... .

তারিখ ২১.৫ ১৯৯৬ বুলু দাস এবং অপর ৩ জন মারফৎ

.. ..

কুহেলী সিংহ রায়, আইনজীবি

নং ৯ — সাক্ষীর পরীক্ষা বিলম্বিত করনের জন্য দরখাস্ত

২য় সহকারী দাযবা বিচাবক, হুগলী আদালত

দাযবা বিচাব নং ২১৩ / ১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ২৩১ (১) ধাবাব বিধানের দরখাস্ত

আসামী অশোক মান্না এবং অপরের দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দবখাস্তকাবীবা চাবজন অভিযোগপ্রাপ্ত সাক্ষীদেব যেমন অজিত ঘড়ুই, শ্রীমতী অলোকা ঘড়ুই এবং কালিপদ ভৌমিকের পবীক্ষার পূর্বে ফৌজদারী মামলার ১নং সাক্ষী বা· পসাদ ঘড়ুইকে কূট পরীক্ষা করা পছন্দ করিতেছেন না যেহেতু সকল সাক্ষীবাই মৃতেব গৃহেব বাসিন্দা এবং শেষ নামাঙ্কিত ব্যক্তিটি মৃতের নিকট আত্মীয়।

(২) ঐ প্রতিরক্ষা পক্ষ আশঙ্কা কবিতেছেন যে ঐ সাক্ষাঁদের পূর্বে ফৌজদারী মামলাব বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীকে কূট পরীক্ষা করিলে প্রতিরক্ষা পক্ষর ঘটনা প্রকাশিত হইবার সুযোগ বহিযাছে এবং পববর্তী সাক্ষীদেব শিক্ষণের সুযোগ রহিয়াছে এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি করা হইলে তাহার উত্তরগুলি প্রদান করিবার [illegible] সাবধান করিয়া দিবার সুযোগ রহিবে।

সুতবাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী রামপ্রসাদ ঘড়ুই এর কূট পরীক্ষা বিলম্বিত করিবেন যতক্ষণ না পর্য্যন্ত অভিযোগ প্রাপ্ত ৫নং সাক্ষী অজিত ঘড়ুই যিনি ১২.৬.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষিত হইবার জন্য নির্দিষ্ট আছেন, অভিযোগপ্রাপ্ত ৯নং সাক্ষী শম্ভু ঘড়ুই যিনি ১৩.৬.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষিত হইবেন, অভিযোগপ্রাপ্ত ১১নং সাক্ষী শ্রীমতী অলোকা ঘড়ুই যিনি ১৪.৬.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষিত হইবেন এবং অভিযোগপ্রাপ্ত

১৭নং সাক্ষী কালীপদ ভৌমিক যিনি ১৪.৬.১৯৯৬ তারিখে পরীক্ষিত হইবেন, তাঁহারা সকলে পূর্ণভাবে পরীক্ষিত হইতেছেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনা রত থাকিবেন।

অশোক মান্না এবং শ্রীমতী প্রভাবতী মান্না

মারফত

শ্রীমতী নন্দিতা সিংহ, আইজীবি

নং ১০ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৩১ (২) ধারার বিধানে সাক্ষীদের পূর্ণ আহ্বানের জন্য দরখাস্ত

দায়রা বিচার নং ২১৩ / ১৯৯৬

২৩১ (২) ধারার বিধানে ফৌজদার মামলার বাদী পক্ষের ১, ২, ৯ এবং ১০নং সাক্ষীকে পূর্ণ আহ্বান এবং অতিরিক্ত কূট পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত

আসামী অশোক মান্না এবং শ্রীমতী প্রভাবতী মান্নার বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী রামপ্রসাদ ঘড়ুই এর কূট পরীক্ষা বিলম্বিত করার জন্য ১০.৬.১৯৯৬ তারিখের দরখাস্ত খারিজ করিয়া দিবার সময় আপানর মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আসামী দরখাস্তকারীদের আশ্বাস দিয়াছিলেন যে প্রয়োজনীয়তা থাকিলে আসামী দরখাস্তকারীরা পরবর্তী সময়ে ১০.৬.১৯৯৬ তারিখের দরখাস্তে উল্লিখিত ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীকে এবং অন্য চারজন সাক্ষীদের পুনর্আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) ঐ যেহেতু মৃত আক্রান্তকারী গৃহবধূর গৃহের বাসিন্দাদের নিকট প্রতিরক্ষা পক্ষর ঘটনা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং যেহেতু তাঁহারা সাক্ষীরূপে স্থাপিত ছিলেন এবং ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন প্রতিরক্ষা পক্ষ ঐ পাঁচজন সাক্ষীদের অর্থাৎ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী রামপ্রসাদ ঘড়ুইকে প্রশ্নগুলি করিবার ঝুঁকি লইতে পারিতেছেন না।

(৩) ঐ অজিত ঘড়ুই, ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী শম্ভু ঘড়ুই ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৯নং সাক্ষী শ্রীমতী অলোকা ঘড়ুই এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১০নং কালীপদ ভৌমিক প্রতিরক্ষার ঘটনা উন্মোচন করিতে এবং ঐ সকল সাক্ষীদের নিকট হইতে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করিতে আসামী দরখাস্তকারীরা প্রতিরক্ষার পক্ষের জন্য ঐ সকল সাক্ষীদের প্রত্যেককে পুনর্আহ্বান করিয়া প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি করিতে উপযুক্ত মনে করেন না এবং আসামী দরখাস্তকারীরা একটি ঝুড়ীতে সকল ডিমগুলি ভর্তি করিয়া লইবেন অর্থাৎ সকল প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

একটি মাত্র সাক্ষীকে করিবেন ইহা আশা করা যায় না। ঐ সকল সাক্ষীদের উপযুক্ত প্রস্তাব প্রদান করিতে যাওয়াও প্রতিরক্ষা পক্ষর উপর চাপ সৃষ্টি হইবে, এই আশঙ্কায় আসামী ব্যক্তিদের বিপদাপন্ন কবিয়া অন্য সাক্ষীদের সজাগ কবনের দ্বাবা প্রতিরক্ষা পক্ষর ঘটনা প্রকাশিত হইবে। এই দরখাস্তে সাক্ষীদেব প্রশ্নগুলি ঠিক করিয়া সাজাইয়া দিলে প্রতিরক্ষা পক্ষেব প্রকাশনাব কার্যকাবিতা একই হইবে; ইহাব দ্বারা অতিরিক্ত কূট পরীক্ষাব জন্য পুনর্আহ্বান অনুমোদিত হইলে আসামী ব্যক্তিদেব সমর্থনে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির প্রকাশনাব সুযোগ অপসৃত হইবে।

(৪) ঐ আসামী ব্যক্তিগণ আদালতকে আশ্বাস কবিবেন যে উপরিবর্ণিত সাক্ষীদেব পুনর্আহ্বান কবা অনুমোদিত হইলে তখন তাঁহাদেব উপর প্রদত্ত প্রশ্নগুলি মামলাব যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবাব পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

সুতবাং ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব অনুগ্রহপূর্বব বিচাবেব স্বার্থে এবং সুবিচাবেব জন্য উপরিবর্ণিত পাঁচজন সাক্ষীদেব পুর্নআহ্বান কবিবেন।

এবং আপনাব আসামী দবখাস্তকাবীবা কর্তব্যবত হইযা ইহাব জন্য চিবপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

তাবিখ ১৪ ৬ ১৯৯৬

অশোব মান্না এবং অপবব্যক্তি
মাবফৎ
সহি / নন্দিতা সিংহ
আইনজীবি

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারার বিধানে আসামীর তরফে দস্তাবেজ আহ্বান করিবার জন্য দরখাস্ত

২য় অতিবিক্ত দাযবা বিচাবক, হুগলী, আদালত

দাযরা বিচার নং ৪৫ / ১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিযা সংহিতার ৯১ ধারার বিধানে তারকেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট হইতে সাধাবণ দিনপঞ্জী পুস্তকের প্রবেশভুক্তদ্বয় তাবিখ ১২.৩ ১৯৯৩ এবং ১৩.৩.১৯৯৩ সমন্বিত ঐ পঞ্জিকা পুস্তক আহ্বানের জন্য দরখাস্ত

আসামী ব্যক্তিদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ বিচারের উদ্দেশ্যে এবং বিচাবের যথার্থ সিদ্ধান্তের জন্য তারকেশ্বর থানার সাধারণ দিনপঞ্জী পুস্তক বিশেষভাবে ঐ দিনপঞ্জীতে প্রবেশভুক্ত তারিখগুলি যথাক্রমে ১২.৩ ১৯৯৩ এবং ১৩ ৩ ১৯৯৩ প্রয়োজনীয় যেহেতু সাধারণ দিনপঞ্জীর

ঐ সকল প্রবেশভুক্ত তারিখগুলি যাহা পুলিশের গতিবিধির নথীরূপে চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল এবং বর্তমান মামলায় পুলিশ সাক্ষীদের উক্তির সঠিকতা নিয়ন্ত্রণ করার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৭২ ধারায় প্রয়োজনীয় তদন্ত আধিকরিকের নথীভুক্ত গতিবিধির জন্য এবং তদন্তের ক্ষেত্রে ঐ সাধারণ দিনপঞ্জী প্রাসঙ্গিক প্রবেশভুক্ত তারিখগুলি সমেত সাক্ষ্য আইনের ১১৪(ঙ) ধারায় পঠনরত ৩৫ ধারার বিধানে কার্য্যরত আইনগুলির অনুমান অপ্রমান করিবার জন্য এবং তদন্ত আধিকারিকের পুনঃপরীক্ষা কার্য্যকরী করার জন্য প্রতিরক্ষা পক্ষের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

(২) ঐ সাধারণ দিনপঞ্জী পুস্তক বিশেষতঃ প্রবেশভুক্ত তারিখগুলি ১২.২.১৯৯৩ এবং ১৩.৩.১৯৯৩ ব্যতীত কোন কার্য্যকরী পুনঃপরীক্ষা করা যাইতে পারে না এবং সেইহেতু ঐ দস্তাবেজ ব্যতীত প্রতিরক্ষা পক্ষর অনিষ্ট হইবে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক তারকেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ঐ থানার সাধারণ দিনপঞ্জী পুস্তক বিশেষভাবে ১২.৩.১৯৯৩ এবং ১৩.৩.১৯৯৩ প্রবেশভুক্ত তারিখগুলি মামলায় তদন্ত আধিকারিকের পরীক্ষার দিনটিতে উপস্থিত করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

এবং আপনার জন্য দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

তারিখ ১৫.৬.১৯৯৬ অশোক মান্না এবং অপরজন দ্বারা

সহি / নন্দিতা সিংহ

আইনজীবি।

টিপ্পনী ঃ পাঠ করুন 1978 Cri LJ 1122; AIR 1978 SC 1142 AIR 1982 SC 1249; 1982 Cri LJ 1581; AIR 1987 SC 1748; 1987 Cri LJ 1888 "কার্য্যালয় আইনগুলির অনুমান সংক্রান্ত"।

নং ১২ — রেখন মামলার নথীগুলির তলবের জন্য আসামীর দরখাস্ত

আদালত দায়রা বিচারক .... দায়রা বিচার নং ২১৯ / ১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারার বিধানে জি আর মামলা নং ৬৫১ / ৯৩ নম্বরের চন্দননগরের মামলা দিনপঞ্জী এবং বিচারিক নথীগুলির তলবের জন্য দরখাস্ত

আসামী যাদব মাইতি এবং অন্যান্যদের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ একই বিষয়বস্তুর উপর আসামী জয়দেব মাইতির তরফে একটি বিপরীত মামলা জি আর মামলা নং ৬৫১ / ১৯৯৩ অনুরূপ সিংগুর থানা মামলা নং ৬৮, তারিখে ১৭.১১.১৯৯৩ বর্তমান দায়রা বিচারের কিছু ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছিল এবং ঐ মামলায় আসামী ব্যক্তিদের ভারতীয়

দণ্ডবিধি আইনেব ১৪৭ / ১৪৮ / ১৪৯ / ৩৪১ / ৩২৬ ধাবাব বিধানেব অপবাধেব জন্য ৩য আদালত শ্রী বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী, চন্দননগব আদালতে বিচাব চলিতেছে এবং ঐ মামলায পাঁচজন সাক্ষীগণ ইতিমধ্যেই পবীক্ষিত হইয়াছেন এবং সেইহেতু ঐ উপবিবর্ণিত সিংগুব পুলিশ মামলা নং ৬৮ তাবিখে ১৭ ১১ ১৯৯৩ এব মামলা দিনপঞ্জী ও শিক্ষিত আদালতেব জিম্মাতেই অথবা ঐ মামলাব ভাবপ্রাপ্ত শিক্ষিত সহবাবী ফৌজদাবী মামলাব সবকাবী উকীলেব জিম্মাতেই আছে আশা কবা যায।

(২) ঐ যেহেতু জি আব মামলা নং ৬৫১ / ৯৩ একটি পুলিশ মামলা হইতেছে সেইহেতু পুলিশ কার্যতঃ অভিযোগকাবীকে অর্থাৎ যিনি আপনাব মহানুভবেব সম্মুখে এই দাযবা বিচাবেব আসামী জযদেব, তাঁহাকে জানান নাই এবং দবখাস্তকাবী জানিতে পাবেন নাই যে অভিযোগেব কাগজ সমর্পন কবা হইযাছে এবং মামলাব বিচাব আবম্ভ হইযা গিযাছে, দবখাস্তকাবী ঐ বিচাবেব বিষয সম্প্রতি জানিতে পাবিযাছেন যে সময আহ্বানপত্রগুলি আসামী দবখাস্তকাবীব উপব জাবী কবা হইযাছে এবং দুইজন অপব সাক্ষীগণেব ঐ শিক্ষিত আদালতে ২৭ ৯ ১৯৯৬ তাবিখে সাক্ষ্য প্রদান কবিবাব জন্য তাঁহাদেব উপস্থিতিব প্রযোজনীযতা আছে।

(৩) ঐ শ্রী যদুগোপাল বিশ্বাস অবব পবিদর্শক, যিনি বর্তমান দাযবা বিচাবেব তদন্ত আধিকাবিক তিনি উক্ত জে আব মামলা ৬৫১ / ৯৩ তে তদন্ত আধিকাবিক হইতেছেন।

(৪) ঐ যেহেতু তদন্ত আধিকাবিক দবখাস্তকাবী জযদেব মাইতিকে অভিযোগেব কাগজ সমর্পনেব বিষয জানান নাই সেইহেতু দবখাস্তকাবী বর্তমান দাযবা বিচাবেব সহিত আপনাব মহানুভবেব আদালতে ঐ মামলাব একত্রিত ভাবে বিচাবেব জন্য যথাযথ ন্যাযপীঠে দবখাস্ত দাখিল কবিতে ব্যর্থ হইযাছিলেন।

(৫) ঐ সকল সাক্ষীদেব জবানবন্দীগুলিব সহিত বিচাবিক নথীপত্র ইতিমধ্যে নিম্ন আদালতে পবীক্ষিত হইযাছিল এবং উক্ত ডি আব মামলা নং ৬৫১ / ৯৩ এব মামলাব দিনপঞ্জীব এই মামলাব সাক্ষীদেব এবং তদন্ত আধিকাবিকেব যথাযথ পুনঃ পবীক্ষাব জন্য জরুবী প্রযোজনীযতা আছে এবং আপনাব মহানুভবেব সম্মুখে ঐ সকল নথীপত্রগুলি এবং মামলাব দিনপঞ্জী উপস্থিত না কবিলে প্রতিবক্ষা পক্ষেব অতীব ক্ষতি হইবে এবং বর্তমান দাযবা বিচাবেব যথার্থ সিদ্ধান্তেব জন্য ঐ সকল দস্তাবেজগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

সুতবাং ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক নিম্নে বর্ণিত ক্রমিক ব্যক্তিদেব জন্য নিম্নলিখিত নথীপত্রগুলি এবং দস্তাবেজগুলি আহ্বান কবিবেন।

দস্তাবেজগুলিব এবং ব্যক্তিগণকে আহ্বানপত্রেব দ্বাবা উপস্থিত কবিবাব জন্য বিশদ বৃত্তান্ত —

(১) শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী .... ৩য় আদালতে হইতে চন্দননগরের জি আর মামলা নং ৬৫১ / ১৯৯৩ এর সম্পূর্ণ বিচারিক নথীপত্রগুলি, মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য হইয়াছে ২৭.৯.১৯৯৬।

(২) ঐ মামলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের নিকট হইতে সিংগুর পুলিশ মামলা নং ৬৮ তারিখ ১৭.১১.১৯৯৩ জি আর নং ৬৫১ / ৯৩ এর মামলার দিনপঞ্জী।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

.... যাদব মাইতি এবং অন্যান্যগণ দ্বারা

তারিখ ২৬.৮.১৯৯৬ সহি / এ সি সরকার

আইনজীবি

২৬.৮.১৯৯৬

টিপ্পনী ঃ মামলা অথবা বিচারের কার্য্যরত একজন আইনজীবিকে সকল দরখাস্তে সহি করিতে হইবে। আইনজীবি তাঁহার মক্কেলের নাম লিখিতে স্বয়ং দরখাস্তে সহি করিতে অধিকারী।

নং ১৩ — অন্য আদালত হইতে দস্তাবেজগুলি আহ্বান করিবার জন্য আসামীর দরখাস্ত

(অপর নিদর্শ)

আদালত প্রথম অতিরিক্ত দায়রা বিচারক .. ..

দায়রা বিচার ১১৯ / ১৯৯৬

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৯১ ধারার বিধানের দরখাস্ত

মহম্মদ হাসেমের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

ঐ যেহেতু আপনার মহানুভবের সম্মুখে বর্তমান দায়রা বিচারের বিষয়বস্তুর ঘটনাটি ২৩.৬.১৯৯৩ তারিখের সান্ধ্যকালীন ঘটনার চিত্রিত রূপের প্রারম্ভিক সূচনা এবং যেহেতু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ / ৪৪৭ / ৩৩৭ / ৩২৫ / ৪২৭ ধারার বিধানে ২৩.৬.১৯৯৩ তারিখের চন্দননগর পুলিশ মামলা ২৩ এর উল্লেখ রহিয়াছে যাহা ২৩.৩.১৯৯৬ এবং ২৬.৩.১৯৯৩ তারিখের তদন্ত আধিকারিকের অগ্রবর্তী টিপ্পনীতে ২৩.৬.১৯৯৩ তারিখের সান্ধ্যকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী পক্ষের দ্বারা রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে এবং যেহেতু প্রথম সমাচার প্রতিবেদনের প্রমাণিত প্রতিলিপি গুলি এবং উপরিবর্ণিত মামলার অভিযোগের কাগজ হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৬নং সাক্ষী শ্রী এইচ.

আর বসু, শ্রী আর টি দাস (তদন্তআধিকারিক) এবং বাজেয়াপ্ত তালিকার সাক্ষীগণ যথাক্রমে মেসার্স স্বপন সাহা এবং রাম মোহন সাহা ব্যক্তিগণও জি আর মামলা নং ৬৫১ / ৯৩ এবং বর্তমান দায়রা বিচারের সাক্ষীগণ হইতেছেন; এখানে উল্লেখযোগ্য যে উভয় মামলাতেই শ্রী আর টি দাস তদন্ত আধিকারিক ছিলেন এবং যেহেতু উক্ত জি আর মামলায়, যাহা শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রে৮ চন্দননগর আদালতে চলাকালীন রহিয়াছে, বহু সাক্ষীগণ ইতিমধ্যে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অতিরিক্ত সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য পরবর্তী দিন ধার্য্য হইয়াছিল ২৮.৮.১৯৯৬ তারিখে এবং সেইহেতু ঐ জি আর মামলা নং ৬৫১ / ৯৩ অনুরূপ চন্দননগর পুলিশ মামলা নং ২৩ তারিখ ২৩.৬.১৯৯৩ এর মামলাব দিনপঞ্জী এবং বিচারিক নথীগুলি উভয় মামলার সর্বসাধারণ সাক্ষীদের এবং তদন্ত আধিকারিক শ্রী আর টি দাসের যথাযথ কূট পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক এবং আপনার মহানুভবের সম্মুখে ঐ সকল দস্তাবেজগুলি ব্যতীত প্রতিরক্ষা পক্ষর অতীব ক্ষতি হইবে এবং বাধাপ্রাপ্ত হইবেন এবং ঐ সকল নথীগুলি এবং উক্ত জি আর মামলা নং ৬৫১ / ৯৩ এর মামলার দিনপঞ্জী মামলার যথার্থ সিদ্ধান্তের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবার জন্য উপরি উল্লিখিত নিম্ন তপশীলে অধিকন্তু বর্ণিত দস্তাবেজগুলি আহ্বান করিবেন।

তপশীল ক

ঐ শিক্ষিত ৩য় আদালত শ্রী . ... বিচাবিক ম্যাজিস্ট্রেট .... নিকট হইতে চন্দননগর পুলিশ মামলা নং ২৩ তারিখ ২৩.৬.১৯৯৩ উল্লেখে চন্দননগর জি আর মামলা না ৬৫১র বিচারিক নথীপত্রগুলি পরবর্তী দিন যাহাব নির্দিষ্ট হইয়াছে ২৮.৮.১৯৯৬

তপশীল খ

ঐ ৩য় আদালত শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী চন্দননগর এর উপরোক্ত মামলায় ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষের ভারপ্রাপ্ত ঐ শিক্ষিত সরকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের নিকট হইতে চন্দননগর পুলিশ মামলা নং ২৩ তারিখ ২৩.৬.১৯৯৩ অনুরূপ চন্দননগর জি আর মামলা নং ৬৫১ / ৯৩ এর মামলার দিনপঞ্জী।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

তারিখ ১৭.৬.১৯৯৬

নং ১৪ — মামলা নিয়োগকৃত সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল ব্যতীত প্যানেল তালিকাভুক্ত সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দ্বারা দায়রা বিচারের ক্ষেত্রে তাহার আচরণের জন্য আপত্তি করিয়া আসামীর দরখাস্ত

১ম অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালত

দায়রা বিচার নং ৮৯ / ৯১

দায়রা বিচারের ভারপ্রাপ্ত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল শ্রী এস কে মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের শ্রী এইচ পি ভাটের আচরণের উপর আপত্তি

আসামী নীলমাধব বণিকের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ অতিরিক্ত ফৌজদারী মামলার সবকারী উকীলদের প্যানেলের তালিকাভুক্ত শ্রী এস কে মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল শ্রী এস মাথুর এর দ্বারা নিয়োগকৃত হইয়াছেন এবং গতকল্য ঐ শ্রী মুখোপাধ্যায় বিচারটি চালনা করিয়াছেন এবং বহু সাক্ষীদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গতকল্য বলেন নাই যে তিনি অদ্য মামলা চালনা করিবার জন্য প্রাপ্তব্য হইবেন না। কিন্তু অদ্য শ্রী এইচ পি ভাট আদালত সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এমনকি ঐ শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল শ্রী এস মাথুর এর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া একদিনের জন্য সাক্ষীদের (উপস্থিত) পরীক্ষা করিবার জন্য আপনার মহানুভবের নিকট মৌখিক অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(২) ঐ আসামী দরখাস্তকারীব আইনজীবির মৌখিক আপত্তির বিরুদ্ধে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে শ্রী এইচ পি ভাটকে ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা চালনা করিতে এবং সাক্ষীদের পরীক্ষা করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা চালনা করিবার ক্ষেত্রে মামলায় গৃহীত কার্যবিধি অত্যন্ত অবৈধ এবং আইনানুগ নহে এবং ইহার দ্বারা আসামী দরখাস্তকারীর অনিষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আদালতের শিক্ষিত লেখককে এই দরখাস্তটিকে ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য বিচারিক নথীপত্রের মধ্যে রাখিবার জন্য নির্দেশ দিবেন যেহেতু আসামীর শিক্ষিত / মহামান্য ন্যায়পীঠে পুনঃপরীক্ষা মামলা চালাইবার সঙ্গতি নাই এবং বিচারের কার্যাবলী বিলম্বিত করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান) নীলমাধব বণিক

.... মারফত

(তারিখ) সহি / .. ..

এস কে এস রায়, আইনজীবি

টিপ্পনী : (১) নির্দিষ্ট মামলা চালনা করার জন্য নিয়োগকৃত সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল যিনি মামলা চালনা করিতেছেন, তিনি ব্যতীত সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের নিকট লিখিত আপত্তি দায়ের করা উচিত। (যাহা হউক এই ধরনের ঘটনা দুর্লভ)।

(২) লিখিত আপত্তি দায়ের করা যাইতে পারে যদি একটি নির্দিষ্ট মামলার ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল তাঁহার তরফে ফৌজদারী বাদী পক্ষের মামলা চালনা করার জন্য একটি ব্যক্তিগত আইনজীবিকে অনুমতি প্রদান করেন।

নং ১৫ — অভিযোগকারী / আসামীর দরখাস্ত যেক্ষেত্রে আদালত পরীক্ষার সময় কালীন অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সাক্ষীর আচরণ নথীভুক্ত করিবেন না

আদালত .... অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ....

দায়রা বিচার নং .... সাল ... .

অথবা

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রী ....

অভিযোগ মামলা / জি আর মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৮৪ ধারার বিধানে ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য দরখাস্ত

ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সরকারী উকিল / অভিযোগকারী /

আসামী ... .

.... (নাম)

বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ আপনার মহানুভবের সম্মুখে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী পরীক্ষিত হইবার সময়ে ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিলের নিকট (অথবা অভিযোগকারীর অথবা প্রতিরক্ষাপক্ষের আইনজীবির নিকট) তাঁহার উত্তর ছিল

ছলনাময় এবং পক্ষের প্রতি তাঁহার বিরূপ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং অপরপক্ষের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। আপনার মহানুভবের সতর্কতা প্রদান সত্ত্বেও তিনি অপমানসূচক মন্তব্য প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) ঐ সাক্ষীর আচরণ নথীভুক্ত করার জন্য মৌখিকভাবে আদালতকে অনুরোধ করিয়া আপনার মহানুভবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল কিন্তু আপনার মহানুভব ঐ আচরণ নথীভুক্ত করেন নাই।

(৩) ঐ আচরণ নথীভুক্ত করা কেবলমাত্র বাহ্য ব্যবহার নহে; পুনঃপরীক্ষা অথবা উত্তরবিচার পর্য্যায়ে বিচারের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে যেহেতু যে কোন পক্ষ চূড়ান্ত ফলাফলে ক্ষুব্ধ হইয়া বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষায় অথবা উত্তরবিচারের উচ্চ ন্যায়পীঠে যাইবার অধিকারী এবং বিচারের সময় মন্তব্যগুলি নথীভুক্তকরণ পুনঃপরীক্ষায় অথবা উত্তর বিচার আদালতে সাক্ষ্যের মূল্যায়নের পক্ষে ইহা একটি পন্থা এবং এতদূর পর্য্যন্ত বলা যায় যে পুনঃপরীক্ষা অথবা উত্তরবিচারে ঐ সাক্ষীর আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মন্তব্যসহ যদি কিছু থাকিয়া থাকে ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য বিচারিক নথীপত্রের সহিত এই দরখাস্তটি রক্ষিত করিবার জন্য আদালত লেখককে নির্দেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

....

রাজ্য / অভিযোগকারী / আসামী (অভিযোগকারী অথবা আসামীর নাম)

সহি / ....

মারফত

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল / আইনজীবি

টিপ্পনী : (১) পাঠ করুন ILR 1969 Guj 732; 1956 Cri LJ 1358; 1972 Cri LJ 1029; AIR 1972 SC 1618.

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩২৬ ধারার বিধানে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিচারকের দ্বারা একজন সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্য নথীভুক্ত করন তাঁহার কার্যালয়ের তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট বিরাট সাহায্যকারী হইতে পারে যেহেতু তাঁহার উত্তরধিকারী তাঁহার পূর্বাধিকারীর দ্বাবা পরীক্ষিত সাক্ষীর আচরণ নথীভুক্ত করার অধিকারী নহেন।

নং ১৬ — সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারার বিধানে আদালতে প্রদত্ত উত্তরের উপর সাক্ষীকে কূট পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করায় আসামী / অভিযোগকারী / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দরখাস্ত

আদালত .... দায়রা বিচারক ....

দায়রা বিচার নং ....

অথবা

আদালত .... ম্যাজিস্ট্রেট ....

মামলা নং . ...

সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারার বিধানের দরখাস্ত

রাজ্য / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / অভিযোগকারী .... (নাম / আসামী .... (নাম) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ যেক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী .... (নাম) পরীক্ষিত হইয়া পুনঃপরীক্ষিত হইয়াছিলেন আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ঐ সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যিনি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আপনার মহানুভবের প্রশ্নগুলির নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন ঃ

আদালত — " ....?"

সাক্ষী — "হ্যাঁ .. .."

আদালত — "....... ... ...?"

সাক্ষী — "................"

আদালত — "................?"

সাক্ষী — "হ্যাঁ ...."

(২) ঐ আদালতের প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি একটি নূতন কাহিনী প্রবর্তন করিয়াছেন যাহা ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের / প্রতিরক্ষা পক্ষের পক্ষে ক্ষতিকারক (অথবা আপনার মহানুভবের প্রশ্নগুলির ঐ সাক্ষী প্রদত্ত উত্তরগুলি মামলার মূল স্তম্ভে অকল্পনাতীত বিচারের প্রহসন ঘটাইয়াছে)।

(৩) ঐ রাজ্য / অভিযোগকারীর আইনজীবি / আসামী ঐ সাক্ষী প্রদত্ত উত্তরে ঐ সাক্ষীকে কূট পরীক্ষার জন্য আপনার মহানুভবের নিকট হইতে মৌখিকভাবে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু আপনার মহানুভব ঐ মৌখিক প্রার্থনা বাতিল করিয়াছেন এই মর্মে যে আদালত সাক্ষীর সত্যবাদীতা সম্বন্ধে নিশ্চিত আছেন।

(৪) ঐ উপরিলিখিত প্রশ্নগুলি সাক্ষীকে করিবার সময় আপনার মহানুভব ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের মিথ্যা সাক্ষ্য দানের সম্ভাবনায় ভীত হইয়াছেন এবং

ঐ সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাঁহার প্রদত্ত উক্তি হইতে ঠিকরাইয়া সঙ্কুচিত হইবার পরিণতির বিষয় (অথবা আদালতের মুখ্য পরীক্ষায় তাঁহার প্রদত্ত উক্তি হইতে ঠিকরাইয়া সঙ্কুচিত হইবার পরিণতি বিষয়ে) অবগত আছেন কিনা।

(৫) ঐ রাজ্য / অভিযোগকারী / আসামী ঐ সাক্ষীকে কূট পরীক্ষা করিতে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের অসম্মতিতে অতীব ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন কিন্তু যেহেতু অভিযোগকারী / আসামী মহামান্য উচ্চ ন্যায়পীঠে ক্ষতিগ্রস্থ ভুলের প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন করিতে অসমর্থ সেইহেতু আদালতের প্রশ্নগুলিতে তাঁহার প্রদত্ত উত্তরগুলিতে সাক্ষীকে কূট পরীক্ষা করিতে পক্ষকে অনুমতি প্রদান না করা এবং কার্যাবলীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে অনিচ্ছা (অথবা রাজ্যকে ২ বৎসরের মধ্যে মামলাটি বন্ধ করিতে হইবে এবং মামলার বিচার ঐ সময়সীমা উত্তীর্ণের পর প্রায় শেষের দিকে আরম্ভ হইয়াছে যেহেতু মামলাটি ঐ উৎসবকৃত মামলা 'কমন কস' প্রতিবেদনকৃত 1996 C Cr LR (SC) ২১৭র ৬নং অনুচ্ছেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে যাহাতে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত সন্তুষ্টচিত্তে ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তির জন্য কিছু নির্দেশ ধার্য করিয়াছেন এবং সেই হেতু রাজ্য পুনঃপরীক্ষায় যাইতে ইচ্ছুক নহে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপানার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক এই দরখাস্তটিকে ভবিষ্যৎ উল্লেখের জন্য বিচারিক নথীপত্রের সহিত সম্মিলিত করিতে আদালতের লেখককে নির্দেশ প্রদান করিবেন অথবা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১১ ধারার বিধানে পঠনরত সাক্ষ্য আইনের ১৬৫ ধারার রায়ের পূর্বে অতিরিক্ত কূট পরীক্ষার জন্য ঐ সাক্ষীকে পুনর্আহ্বান করিবেন এবং / অথবা আপনার মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ অন্য আদেশ / আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং রাজ্য / ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল / অভিযোগকারী আসামী (ক্ষেত্রবিশেষে যাহা হইবে) কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(দরখাস্তকারীর নাম)

....

তারিখ

সহি / ....

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল /

অভিযোগকারীর / আসামীর আইনজীবি

টিপ্পনী : বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার দরখাস্ত হলফনামার সহিত নিশ্চয় করিতে হইবে।

নং ১৭ — সংক্ষিপ্ত বিচার করিবার ক্ষেত্রে আসামীর আপত্তি দরখাস্ত

আদালত, প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট

অথবা

আদালত প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

জি আর মামলা নং

আসামী (নাম) এর দরখাস্ত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৬০(২) ধারার বিধানে সংক্ষিপ্ত বিচার বাতিল করিয়া নিয়মিতভাবে বিচারের জন্য সাক্ষীদের পুনঃআহ্বান।

উপরোক্ত আসামীর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ যদিও বর্তমান মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারার বিধানে অপরাধের জন্য সংক্ষিপ্ত বিচার করিবার ক্ষেত্রে আপনার মহানুভব বিশেষভাবে মহামান্য উচ্চ আদালত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু ইহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে যে ওয়ারেন্ট মামলার অপরাধের জন্য এবং ঐ চৌর্য্য সম্পত্তির অভিযোগের বিষয়বস্তুর উপর স্বত্ব এবং দখলের জটিল প্রশ্নগুলির লিপ্ততায় আসামীর সংক্ষিপ্ত বিচার হওয়া উচিত নহে এবং ইহার জন্য মামলাটি সম্ভবতঃ উচ্চতরভাবে বিরোধীমূলক হইতে পারে যাহার জন্য দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে।

(২) ঐ আপনার মহানুভব প্রথম শুরু হইতেই আসামীর দরখাস্তকারীর মৌখিক আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আসামী দরখাস্তকারীর অনিষ্টের পথে সংক্ষিপ্ত বিচারে একজন সাক্ষীকে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত বিচারের ফলাফল অনুযায়ী আসামী দরখাস্তকারীর ইহা বিরুদ্ধ হইলে, তাহার সকল কার্যের গতি ভূতাবশে শেষ হইবে এবং সেইহেতু ঐ বিচারের ফলাফলের উপর আসামী দরখাস্তকারীর কার্য্যের গতি নির্ভরশীল

(৩) ঐ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গ্রহণের জন্য আসামী দরখাস্তকারী যথাযথভাবে কূট পরীক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যেহেতু আপনার মহানুভবকে নিয়মিত বিচার বাদ দিয়া পরীক্ষা সংযত করিতে হইয়াছে এবং সেইহেতু আসামী দরখাস্তকারী তাঁহার প্রতিরক্ষা পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন যাহা নিয়মিত বিচার ব্যতীত এবং মামলায় ইতিমধ্যে পরীক্ষিত ঐ সাক্ষীকে পুনঃ আহ্বান না করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে নিয়মিত বিচার করিবেন এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী কে মামলার পুনরায় শুনানীর উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া বিচারের জন্য পুনর্আহ্বান করিবেন।

এবং আসামী দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান) (আসামীর নাম)

.... মারফত

(তারিখ) ....

সহি /

(আইনজীবির সহি)

নং ১৮ — স্থগিতের দরখাস্ত বাতিল হইলে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারের পরিবর্তে নিয়মিত বিচার করিবার জন্য দরখাস্ত বাতিল হইলে আসামীর দরখাস্ত

আদালত, প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ....

অথবা

আদালত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

জি আর মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৯ ধারার বিধানে অধিক কার্য্যাবলীর স্থগিতের দরখাস্ত

আসামী .... (নাম) বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারী আপনার মহানুভবের দ্বারা সংক্ষিপ্ত বিচারের পরিবর্তে নিয়মিত বিচার করিবাব জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ২৬০(২) ধারার বিধানে তাঁহার প্রার্থনা খারিজের বিরুদ্ধে উচ্চ ন্যায়পীঠে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক।

(২) ঐ আসামী দরখাস্তকারীর ঐ আদেশের কাগজের এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী .... যিনি ইতিমধ্যে মৌখিক আপত্তি সত্ত্বেও পরীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার জবানবন্দীর প্রমাণিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইবার জন্য এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক অথবা মহামান্য উচ্চ আদালতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করিবার জন্য উহা গঠন করিয়া আইনজীবিকে সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিবার জন্য কিছু সময় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৩) ঐ আপনার মহানুভব প্রদত্ত আদেশকে সংপ্রশ্ন করিবার জন্য আসামী দরখাস্তকারীকে একটি সুযোগ প্রদান করা উচিত যাহার ফলে তাঁহার সুবিচারের এবং মহামান্য উচ্চ ন্যায়পীঠে বিচার এবং অধিকার খণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু আপনার মহানুভব

সন্তুষ্টচিত্তে আসামী দরখাস্তকারীর মৌখিক প্রার্থনা বাতিল করিয়াছেন এই কারণের ভিত্তিতে যে আদালতকে মামলাটি মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে কিন্তু নীতি ইহাই হওয়া উচিত যে ফৌজদারী বিচারের ত্বরান্বিত নিষ্পত্তি ভাল কিন্তু বিচারের জন্য বিচার নিশ্চিতরূপে উৎকৃষ্ট।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে দরখাস্তকারীকে শিক্ষিত দায়রা বিচারক অথবা মহামান্য উচ্চ আদালত হইতে স্থগিতের আদেশ আনয়ন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া অতিরিক্ত কার্যাবলী স্থগিত করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

....

.. ..

.. ..

....

. ...

(প্রগ্রাহ্য মামালা নহে ইহার ক্ষেত্রে)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

না-আমলযোগ্য অপরাধ ও কেস

[Non-cognizable Offences and Cases]

নং ১ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ

আদালত .... স্থান ....

মামলা নং .... সাল ....

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

অভিযোগ কারী

....

(নাম, পিতৃপরিচয়, ঠিকানা, ইত্যাদি) দিবেন

আসামী

....

(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা দিবেন)

সাক্ষীগণ

....

সাক্ষীদের ঠিকানা সমেত তালিকা

অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারার বিধানের অপরাধ

অপরাধের তারিখ এবং সময় তারিখ .... আন্দাজ ঘটিকা .... সকাল / রাত্রি

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ অভিযোগকারী একজন কলেজ পাঠরতা কন্যা এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়া।

(২) ঐ আসামী অভিযোগকারীর পাশের ঘরের বাসিন্দা এবং অভিযোগকারীর পিতার সহিত এবং তাঁহার পিতা প্রায় সমানবয়সী আন্দাজ ৬০ বৎসর বয়স্ক আসামীর বহুদিন ধরিয়া মামলা চলিতেছিল।

(৩) ঐ সম্প্রতি .... তারিখে অভিযোগকারীর পিতা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১০৭ ধারার বিধানে একটি কার্যাবলী বিবিধ দরখাস্ত মামলা নং .... দায়ের

করিয়াছেন যাহা পুলিশ প্রতিবেদনের জন্য চলাকালীন রহিয়াছে এবং শিক্ষিত মহকুমা শাসনমূলক ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে উভয় পক্ষকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং পুলিশ প্রতিবেদনের এবং উভয়পক্ষকে উপস্থিত হইবার জন্য .... দিন নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

(৪) ঐ .... দিনে শাসনমূলক আদালত হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইবার পর যে সময় অভিযোগকারী দ্বিতলে আসামীর গুদামকক্ষের সম্মুখবর্তী কক্ষের মামলায় অধ্যয়ন কবিতেছিলেন আসামী .... ভাষার অশ্লীল সঙ্গীত উচ্চৈস্বরে গাহিতেছিলেন অভিযোগকারীর বিরক্তি উৎপাদনের দ্বারায় এবং অভিযোগকারী জানালা বন্ধ করিতে যাইলে আসামী তাহার লুঙ্গি ফেলিয়া বিবস্ত্র হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া তাহার পুরুষাঙ্গ প্রদর্শন করিয়া অতিরিক্ত উচ্চৈস্বরে বলিলেন যে কন্যার পিতা আসামীর প্রতি এই কার্য কবিতেন এবং আসামী কন্যাকে ইহার উপর চাপাইবেন। আসামীর কামপূর্ণ কার্য দেখিয়া অভিযোগকারী এত অধিকভাবে মর্মাহত হইয়াছিলেন যে তিনি জ্ঞানহীন ভাবে মেঝেতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৫) ঐ আসামীর অশ্লীল সঙ্গীত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যার পিতামাতা এবং সাক্ষীগণ দ্রুতগতিতে অভিযোগকারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে তাহাদের প্রত্যেকে আসামীর ভাবভঙ্গী এবং কামপূর্ণ কার্য দেখিযাছেন।

(৬) ঐ অভিযোগকারীর নাবীসুলভ শ্লীলতাব অপমান করার জন্যই কেবলমাত্র ঐ আসামী ঐ সকল অশ্লীল কার্য করিয়াছিলেন।

(৭) ইহার পব অভিযোগকারীর পিতা তৎক্ষণাৎ থানায গিয়াছিলেন এবং ঘটনাটি জানাইয়াছিলেন কিন্তু ভাবপ্রাপ্ত আধিকাবিক .. .. সমাচারটি সাধারণ দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছিলেন এবং .... তারিখের সাধারণ দিনপঞ্জীর প্রবেশভুক্ত নম্ববটি প্রদান কবিয়া তাঁহাকে আদালতে যাইতে বলিযাছিলেন।

(৮) ঐ উপরোক্ত ঘটনাটির দ্বাবা অভিযোগকারী এত বেশী বিপর্যাস্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে মনঃস্তাত্বিক চিকিৎসক .... দ্বারা প্রায় ১০দিন চিকিৎসা করাইতে হইয়াছিল এবং যেহেতু অভিযোগকারীর পরিবারের মানসম্ভ্রম এবং উত্তরাধিকারীরা জড়িত সেইহেতু ঘটনাটি আদালতে আনয়ন করা উপযুক্ত হইবে কিনা সেই সম্বন্ধে তাঁহার পরিবারের সদস্যারা চিন্তা করিতেছিলেন।

যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য আসামীকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে অভিযোগ দাযের করিবার জন্য অভিযোগকারীকে অনুমতি প্রদান করিতে পিতামাতা মনস্থ করিয়াছিলেন।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য

বিচারের ক্ষেত্রে অভিযোগের উত্তর প্রদান করিবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে আহ্বানপত্র জারী করিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কর্মের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

অভিযোগকারীর আইনজীবির প্রমাণপত্র এই মর্মে যে অভিযোগের বিষয়বস্তু অভিযোগকারীকে পাঠ করানো হইয়াছিল এবং ঐ বিষয়বস্তুগুলি সঠিক বলিয়া অভিযোগকারীর স্বীকৃতি তারিখ সমেত।

নং ২ — দণ্ড প্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৫ (২) ধারার বিধানে পুলিশ তদন্তের জন্য অনুমতির প্রার্থনা সমেত অপ্রগ্রাহ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযোগ

আদালত .... স্থান ....

মামলা নং .... সাল ....

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

অভিযোগকারী

....

(নাম, পিতৃপরিচয় ঠিকানা ইত্যাদি দিবেন)

আসামী

....

(নাম, পিতৃপরিচয় এবং ঠিকানা ইত্যাদি দিবেন)

সাক্ষীগণ

....

ঠিকানাসমেত সাক্ষীদের তালিকা

অপরাধ — ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটন।

অপরাধের তারিখ ঐ .... আন্দাজ রাত্রি ১১.৩০ মিনিট

স্থান অভিযোগকাবীর গৃহেব পূর্বকক্ষ

উপবোক্ত অভিযোগকাবী

অতীব শ্রদ্ধাব সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ অভিযোগকাবী . স্থানে . পাটেব কলে কর্মবত আছেন এবং অতিসম্প্রতি তিনি তাঁহাব স্ত্রীকে (১নং সাক্ষী) বিবাহ কবিযাছিলেন।

(২) ঐ আসামী পার্শ্ববর্তী কক্ষেব প্রতিবেশী। তিনি একজন দুষ্কৃতকাবী ব্যক্তি হইতেছেন। তাঁহাব হৈ-হুল্লোড সৃষ্টিকাবী ব্যাঙ্গাত্মক নাম "নেকডে" (চিতাবাঘ)। স্থানীয সকল ব্যক্তিই তাঁহাব সম্বন্ধে ভীত। স্থানীয থানাতে তাঁহাব পবিচিতি আছে।

(৩) ঐ ঘটনাব দিনে অভিযোগকাবী তাঁহাব বাত্রি পালাব কর্মেব স্থানে ছিলেন যে কর্ম বাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে আবম্ভ হইযাছিল। তাঁহাব অনুপস্থিতিব সুযোগ লইযা আসামী ঘটনাব দিন বাত্রি প্রায ১১.৩০ মিনিটেব সময অভিযোগকাবীব শযনকক্ষেব মধ্যে প্রবেশপথ কবিযা লইযাছিলেন যে স্থানে ১নং সাক্ষী নিদ্রিত ছিলেন। তিনি একটি মশাল এবং ক্ষুদ্র লৌহ দণ্ড লইযা কক্ষে প্রবেশ কবিযাছিলেন। মশালেব আলোব সাহায্যে তিনি অভিযোগকাবীব স্ত্রীব সাযা অপসাবনেব চেষ্টা কবিতেছিলেন। আসামীব স্পর্শে ১নং সাক্ষী জাগবিত হইযাছিলেন এবং মশালেব আলোকে তিনি আসামীকে দেখিতে পাইযাছিলেন। আসামী মহিলাব মুখে হাত চাপ দিযা তাঁহাব কানে চুপিসাবে তাঁহাব সাযা অপসাবণ কবিযা তাঁহাব সহিত যৌনসঙ্গম কবিতে বলিযাছিলেন। ১নং সাক্ষী আসামীব হাত সবাইযা দিযা চীৎকাব কবিযাছিলেন। অভিযোগকাবীব মাতা অর্থাৎ ২নং সাক্ষী এবং ১৭ বৎসব বযস্ক তাঁহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা পশ্চিমপ্রান্তে কক্ষেব বিছানায ঘুম হতে জাগিযা উঠিযাছিলেন। তাঁহাবা 'চোব' চোব বলিযা চীৎকাব কবিযা ১নং সাক্ষীব কক্ষে দ্রুতগতিতে গিয়া দেখিলেন যে আসামী কক্ষেব কোণায অর্ধনাগ্নাবৃত অবস্থায দণ্ডাযমান বহিযাছেন। ১, ২ এবং ৫নং সাক্ষীদেব চীৎকাব প্রতিবেশীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযাছিল যাঁহাবা আসামীব গৃহে দ্রুতগতিতে আসিযাছিলেন। তাঁহাদেব উপস্থিতিতে আসামী তাঁহাব মশাল এবং ক্ষুদ্র লৌহ দণ্ড পশ্চাতে ফেলিযা গ্রীল বিহীন উন্মুক্ত জানলাব মধ্য দিয়া পলাযন কবিযাছিলেন।

(৪) ঐ অভিযোগকাবীব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৫নং সাক্ষী থানায দ্রুতগতিতে আসিযা ঘটনাটি জানান কিন্তু কর্তব্যবত পুলিশ আধিকাবিক সাধাবণ দিনপঞ্জীতে ঘটনাটি নথীভুক্ত কবেন এবং ৫নং সাক্ষীকে গৃহে চলিযা গিয়া পুলিশের জন্য অপেক্ষা কবিতে বলেন। পুলিশ বাত্রে অথবা পবের দিনও আসেন নাই।

(৫) ঐ সকাল আন্দাজ ..... . ঘটিকায় অভিযোগকাবী তাঁহাব কর্ম হইতে প্রত্যাবর্তন কবিযাছিলেন। তিনি তাঁহাব স্ত্রীকে ক্রন্দনবত অবস্থায় এবং মাতাকে তাঁহাব

স্ত্রীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ১নং সাক্ষী এবং তাঁহার মাতা অর্থাৎ ২নং সাক্ষী অভিযোগের বিষয় অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যক্তিগত অঙ্গে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর শালীনতা হরণের চেষ্টায় কার্য করিয়াছিলেন। ১নং সাক্ষী ক্রন্দনরতভাবে বলিয়াছিলেন যে আসামী তাঁহার স্ত্রীলোকের শালীনতা ধর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করিয়া এইস্থানে থাকিবেন না। ঐ অভিযোগকারীর গৃহের বাসিন্দাদের চীৎকার শুনিয়া উপস্থিত সাক্ষীদের নামগুলি অভিযোগকারী স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন এবং অভিযোগকারী পৌঁছাইবার পরে তালিকাভুক্ত উপস্থিত সাক্ষীগণ যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৬, এবং ৭নং সাক্ষী স্ত্রী এবং মায়ের দ্বারা উক্ত তথ্যগুলি সমর্থন করিয়াছিলেন। ৫নং সাক্ষী ইতিমধ্যে মশাল ও লৌহ দণ্ড থানায় জমা দিয়াছিলেন এবং ঐ তথ্যটি .... তারিখে সাধারণ দিনপঞ্জীর অন্তর্ভুক্তিতে লিখিত আছে।

(৬) ঐ সাক্ষী অভিযোগকারীকে বলিয়াছিলেন যে ঘটনার পরে ঐ স্থানে আসামীকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

(৭) ঐ অভিযোগকারী .... থানায় গিয়াছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সকল ঘটনা বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে গত রাত্রে ৫নং সাক্ষী ইতিমধ্যেই ঘটনাটি থানায় জানাইয়াছেন এবং তাঁহার এই মামলায় কিছুই করিবাব নাই। তিনি অভিযোগকারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ৫নং সাক্ষীর দায়েরকৃত .... তারিখের সাধারণ দিনপঞ্জী অন্তর্ভুক্তি নং .... এর লিখিত একটি ক্ষুদ্র লিখন দিযাছিলেন এবং তাঁহাকে আদালত হইতে অনুমতি লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন যাহাতে পুলিশ ঘটনাটি সম্বন্ধে তদন্ত করিতে পারিত।

(৮) ঐ গতকল্য অভিযোগকারী অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই যেহেতু আদালত চলাকালীন সময়ে তিনি আইনজীবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই এবং সেইহেতু কেবলমাত্র দুইদিনের বিলম্ব ঘটিয়াছে যাহার জন্য অভিযোগকারী দায়ী নহেন।

(৯) ঐ পুলিশের তদন্ত ব্যতীত অভিযোগকারী আসামীর ভয়ে ভীত স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিত করিতে পারিবন না এবং পুলিশের তদন্ত ব্যতীত আসামীর গুপ্ত ইত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভবপর হইবে না এবং সেইহেতু অপরাধ সংঘটনকারী আসামীকে কাঠগড়ায় আনয়নের জন্য পুলিশ তদন্তের জরুরী আবশ্যকতা রহিয়াছে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫০৯ ধারার বিধানে অপরাধ সংঘটনের জন্য আসামীকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তদন্ত করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

এবং আপনার অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কর্মের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

অভিযোগের দরখাস্ত করিবার খসড়ায় আইনজীবির প্রমাণপত্র।

নং ৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৫(২) ধারার বিধানের সম্পাদনা না করিবার জন্য আপত্তি দরখাস্ত

আদালত .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .. . .

এন সি আর মামলা নং .... সাল ....

রাজ্য

বনাম

....

আসামীর নাম

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৫(২) ধারার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পুলিশ তদন্তে আপত্তি

আসামী .... বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক ঃ

(১) ঐ যদিও এ বি সি ব্যক্তিদের .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট সমাচার দায়ের করিবার ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫০৯ ধারার বিধানে একটি মামলা মন্দভাবে গঠিত হইয়াছে, ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪১ ধারার বিধানে পঠনরত ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫১১ / ৩৭৬ / ৩৫৪ ধারার বিধানগুলির দ্বারায় .... এন জি আর মামলা নং .... সাল .... এতে সহকারী মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট (অথবা প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট) এর পূর্ব সম্মতি ব্যতীত .... তারিখে দরখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

(২) ঐ .... তারিখে সাধারণ দিনপঞ্জীর অর্ন্তভুক্ত বর্ণিত তথ্যে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দ্বারা গৃহীত কার্যবিধি অতীব অনিয়মিত এবং আসামী দরখাস্তকারীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং সংক্রান্ত পুলিশ আধিকারিক অধিকারক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবার জন্য এবং দরখাস্তকারীকে হয়রানি করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আইনানুগ সম্পাদন করেন নাই।

(৩) ঐ ঘটনার অভিযোগের স্থানটি .... থানার এলাকার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে এবং সেইহেতু ঐ ঘটনার অভিযোগ্রে স্থানটি অর্থাৎ .... স্থান .... জেলার .... মহকুমার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্তমান আদালতের ঐ মামলাকে গ্রাহ্য করিবার অধিকার ক্ষেত্র নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক পুলিশকে অতিরিক্ত তদন্ত বন্ধ করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং / অথবা আপনার মহানুভব যাহা উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ দিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কর্মের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭ / ৪০১ / ৪০৩ / ৪৮২ ধারার বিধানে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৫(২) ধারার বিধানে আরম্ভকৃত তদন্তের রদ করিবার জন্য পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত, স্থান ....

(ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার নং .... সাল ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭, ৪০১, ৪০৩ এবং ৪৮২ ধারার বিধানের পুনঃপরীক্ষার একটি দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট / প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট / .... প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট .... এর দ্বারা এন জি আর মামলা নং .... এতে ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৫০৯ ধারার বিধানে .... তারিখের আদেশ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

....

(নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বর্ণনা দিবেন)

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য ....

উত্তরবাদী অপরপক্ষ

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী ....

এবং

ঐ মহামান্য উচ্চ আদালতের তাঁহার সঙ্গী বিচারপতিগণ উপরোক্ত দরখাস্তকারী অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ কার্যত : অভিযোগকাবী শ্রী /শ্রীমতী /কুমারী .. .. মিথ্যা হইলেও সমাচার দায়ের করিয়াছিলেন .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট এই মর্মে যে আপনার দরখাস্তকারীকে যাঁহাকে কার্য্যত অভিযোগকারী মানহানিকরভাবে দুষ্কৃতিকারী রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, যাঁহার ব্যাঙ্গাত্মক নাম নেগড়ে (চিতাবাঘ); ... . তারিখে কার্য্যত অভিযোগকারীর অনুপস্থিতিতে মধ্যরাত্রে স্ত্রীর শালীনতা হরণের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর ব্যক্তিগত অঙ্গে অনধিকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু সমাচারটি একটি প্রগ্রাহ্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং ইহা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৩৭৬ / ৩৫৪ / ৫১১ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানের মামলা নহে কিন্তু পুলিশ উপযুক্ত অধিকারক্ষেত্রের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে পূর্ব আদেশ গ্রহণ না করিয়া তদন্ত করিয়াছিলেন এবং দবখাস্তকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া ঐ শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট .... তারিখে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে জামিনের দ্বারা দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন এই কারণের ভিত্তিতে যে অভিযোগের অপরাধটি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারার বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

(২) ঐ .... তারিখে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শিক্ষিত সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল মারফত তদন্তে অগ্রসর হইবার জন্য অনুমতির প্রার্থনা সমেত একটি দরখাস্ত দায়ের করিযাছিলেন এই কারণের ভিত্তিতে যে তিনি মামলার তথ্যেব উপর আসামীর দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া

নিশ্চিত ছিলেন এবং তিনি সমাচারটি নথীভুক্ত করেন নাই যেহেতু তিনি আসামী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রত্যাভুতি কার্যাবলী গ্রহণ করিবার অনুশীলন করিতেছিলেন।

(৩) ঐ শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেট .... তারিখে সন্তুষ্টচিত্তে .... থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে তাঁহার প্রার্থনারত অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং আসামী দরখাস্তকারীকে ঘটনাটির শুনিবার সুযোগ প্রদান করা হয় নাই।

(৪) .... তারিখে আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে বর্তমান পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করা হইতেছে —

কারণগুলি

(ক) ঐ শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নাধীন আদেশটি একটি পশ্চাতগামী পন্থা নির্দেশ করিয়াছে যাহা জননীতির কোন বিবেচনা দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে না এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটির গ্রহণ করা হইলে তাহা "আমাদের আইনেব মূল শিক্ষা ধ্বংসের" হুমকানি স্বরূপ হইবে।

(খ) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি সম্পূর্ণরূপে বিপথগামী এবং প্রাকৃতিক বিচারের নীতির বিরোধী — অন্যপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করুন এবং সেইহেতু ইহা বাতিল যোগ্য।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে পরবর্তী অনুমতি একটি বেআইনী তদন্তকে বৈধ করিতে পারে না যাহা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৫৫(২) ধারার নির্দেশকৃত উল্লিখিত বিধানের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রগ্রাহ্য নয় অপরাধের ক্ষেত্রে সমাচারের উপর তদন্তের জন্য পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের কারণকে গ্রহণ করিয়া বেআইনী এবং বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন যাহা ঐ অভিযোগের সমাচারের প্রথম হইতেই পরিদৃষ্ট হয়।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্নাধীন আদেশটি ধার্য করিবার সময় একটি ক্ষতিকারক ভুল করিয়াছেন যা বিচারের সাংঘাতিক অপমৃত্যু ঘটাইয়াছে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক ঃ

(১) ঐ শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে উপরিবর্ণিত মামলাব নথীপত্র তলব করিবেন:

(২) রাজ্যের উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন;

(৩) ঐ .... তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশটি নথীপত্র পরীক্ষা করিয়া আপনার মহানুভবের সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্যে যেমন সঠিকতা, উপযুক্ততা, বেআইনী সম্পন্নতা এবং অনিয়মিততা দেখিয়া, বাতিল করিবেন।

(৪) উপরোক্ত মামলার তদন্ত বাতিল করিবেন এবং;

(৫) পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অধিক তদন্তের স্থগিতের জন্য মধ্যকালীন আদেশ ধার্য করিবেন এবং;

(৬) আপানর মহানুভব যাহা যথার্থ এবং উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ অন্য আদেশ অথবা আদেশগুলি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি শ্রী / শ্রীমতী /কুমারী .... ইত্যাদি ... . এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষনা করিতেছি এবং নিম্নলিখিত ভাবে শপথ লইতেছি যে --

(১) ঐ আমি .... দরখাস্তকারীর পক্ষে মামলার তদ্বিরকারক।

(২) ঐ ১ হইতে ৩নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৩) ঐ ৪নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি এবং অনুচ্ছেদের অধীন (ক) হইতে (ঙ) পর্য্যন্ত উক্তিগুলি আমার সমর্পন।

(৪) ঐ পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তের খোলসার অবশিষ্ট অংশগুলি মহামান্য উচ্চ আদালতের নিকট আমার প্রার্থনা।

....

(আদালতের হলফ করিয়া সাক্ষ্য দান কারীর সহি)

... .

আইনজীবির মক্কেলের পরামর্শমত (সনাক্তকারীর সহি)

পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত গঠনে আইনজীবির প্রমাণপত্র . ...

(সহি /)

তারিখ

নং ৫ — কারখানা আইনের বিধানে অপরাধের জন্য অভিযোগের দরখাস্ত

আদালত .... স্থান .. .. অভিযোগ

মামলা নং .... সাং। অভিযোগকারী

আসামী

শ্রী ....

১. ....

(কারখানার নাম)

কারখানার পরিদর্শক ....

২. ....

(স্বত্তাধিকারীর নাম)

....

(ঠিকানা)

৩. ....

(অধ্যক্ষের নাম)

৪. ....

সকলেই ....

(থানার নাম সমেত ঠিকানা এবং কারখানার অবস্থানের জেলার নাম)

অপরাধের তারিখ ....

অপরাধ (গুলি) ঃ

উপরোক্ত অভিযোগকারী

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ .... (কারখানাব নাম) আপনার মহানুভবের আদালতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে .... অবস্থিত।

(২) ঐ অভিযোগকারী একজন পরিদর্শক হইতেছেন যাঁহার উপরিউক্ত কারখানার অবস্থানের পরিধির মধ্যে অধিকারক্ষেত্র রহিয়াছে।

(৩) ঐ ৩১.১০.১৯৯৫ তারিখে অভিযোগকারী তাঁহার তিনজন কর্মী লইয়া রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে প্রাপ্য স্বীকৃতিসহ পূর্ব বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবার পর উপরোক্ত কারখানা পরিদর্শন কবিয়াছিলেন এবং সেই বিজ্ঞপ্তি ১ হইতে ৩নং আসামীগণ .... তারিখে প্রাপ্য স্বীকৃতিসহ যথাযথভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অভিযোগকারী পরিদর্শন রেজিষ্টারে সহি করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ উক্ত ৩১.১০.১৯৯৫ তারিখে যদিও ২নং আসামী উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু অপর তিনজন আসামী ব্যক্তিদ্বয় কারখানায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে পরিদর্শন হইয়াছিল। পরিদর্শন করিয়া অভিযোগকারী নিম্নলিখিত অনিয়মিততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন —

(ক) কার্য্যালয়ের অট্টালিকার পশ্চাতভাগে এবং কারখানার অংশরূপে স্থাপিত কারখানার সম্মুখে একটি নূতন গুদাম কক্ষ স্থাপিত হইতেছে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু কারখানা আইনের ৬ এবং ১১২ ধারার এবং কারখানা নীতিগুলির ৩নং নীতি লঙ্ঘন

করিয়া ঐ স্থানে উহা স্থাপনের জন্য কারখানার প্রধান পরিদর্শক .... এর নিকট হইতে পূর্ব লিখিত সম্মতি গ্রহণ করেন নাই।

(খ) দখলকারীদের লিখিত বর্ণনাপত্র সাধারণতঃ কার্য্যরত কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় ২ হইতে ৪ নীতি এবং আইনের ৭এ ধাবা লঙ্ঘন করিয়া ঐ নীতির চালনাযুক্ত সাময়িক সংস্থা এবং ব্যবস্থাপনা পরিদৃষ্ট হয় নাই।

(গ) রাজ্য সরকার স্বীকৃত প্রাথমিক সাহায্য চিকিৎসার প্রমানপত্রধারী পৃথক ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিকট প্রাথমিক সাহায্য পরিদৃষ্ট হয় নাই।

(ঘ) উক্ত আইনের ৬১ ধাবা এবং উহাব অধীনে নীতিগুলির মধ্যে ৮২ নীতি লঙ্ঘন করিয়া প্রাপ্ত বয়স্কদের কার্য সীমাব বিজ্ঞপ্তি কাবখানাব কোন স্থানে প্রদর্শিত হয় নাই।

(ঙ) কারখানা আইনের ১১২ ধারা এবং ইহাব অধীনে গঠিত নীতিগুলির মধ্যে ১০৬নং নীতির সহিত সাদৃশ্য বক্ষা করিয়া দুর্ঘটনা গুলিব এবং বিপদসূচক ঘটনাগুলির কোন লিখিত বিবরণ বক্ষিত হয় নাই।

(৫) ঐ অভিযোগকাবী পবিদর্শনের লিখিত খাতায় উক্ত লঙ্ঘনগুলি লিখিয়াছিলেন এবং দখলকারীদেব উপব একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি জাবী করিয়া আর কোন নির্মানের কার্য্য কবিতে নিষেধ করিয়া অনুবোধ করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ অভিযোগকারী . ..... তারিখের তাঁহার তদন্তের প্রতিবেদনের প্রতিলিপিগুলি নির্দেশ সমেত প্রেবণ কবিয়াছিলেন এই মর্মে যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রতিটি আসামী ব্যক্তি ... .. তারিখে বেজেষ্ট্রীডাকে যোগে প্রাপ্য স্বীকৃতি সহ মাবফত যাহা প্রত্যেক ক্রমিক আসামী ব্যক্তি . ... . তারিখে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ তারিখের ১৫দিনের মধ্যে তাঁহাবা লঙ্ঘনের কার্য সংশোধন কবিবেন এবং পুনরায় .... তারিখে অভিযোগকারী সকল বাহ্য প্রক্রিয়া সম্পাদন কবিযা কাবখানা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সকল বাহ্য প্রক্রিয়া সম্পাদনেব পর আসামী ব্যক্তিদের ঐ নির্মার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং উপরিল্লিখিত লঙ্ঘন কার্য্যগুলির কোনটিব সংশোধন হয় নাই।

(৭) ঐ আসামী ব্যক্তিগণ এইভাবেই কারখানা আইনের বিধানে অপরাধ করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী কবিবেন এবং তাহাদেব দ্বারা সোর্পদকৃত অপরাধগুলির জন্য বিচার করিবেন।

১. ....

(নাম এবং ঠিকানা)

২. ....

(নাম এবং ঠিকানা)

৩. ....

(নাম এবং ঠিকানা)

৪. ....

(নাম এবং ঠিকানা)

৫. ....

(নাম এবং ঠিকানা)

এবং আপনার অভিযোগকারী কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান) (অভিযোগকারীর সহি

.... পদমর্য্যাদা এবং শীল সমেত)

(তারিখ) মারফত

....

সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য আবেদন

[Laws Relating to Grant of Pardon]

নং ১ — মামলায় ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা হইতে ফৌজদারী মামলা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দরখাস্ত

আদালত, প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

অথবা

আদালত, প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ....

অথবা

আদালত, মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ...

মামলা নং .... সাল ....

(রাজ্য বনাম রাম এবং সাতজন ব্যক্তিগণ)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণপূর্বক :

(১) ঐ আসামীগণ .... থানার পুলিশের দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৭ / ৪১২ ধারার বিধানে এবং অস্ত্র আইনের ২৫ / ২৭ ধারার বিধানে উপরোক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারীরা ঘটনার সম্পূর্ণ সৎ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন এবং .... তারিখে ঐ ঘটনার অংশকারীদের বিষয়ও প্রকাশ করিবেন তবে এই সর্তে যে রাজ্য দরখাস্তকারীদের ফৌজদারী মামলা হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন।

(৩) ঐ দরখাস্তকারীরা প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের গোপন তথ্য জানেন।

(৪) ঐ আপনার মহানুভবের সম্মুখে উপস্থিত করিলে দরখাস্তকারীরা দুষ্কৃতিকারীদের ভর্ৎসনার আশঙ্কায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে কোন উক্তি করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু দরখাস্তকারীরা বর্তমানে সমর্পিত কার্যাবলীতে এবং বিচারের ক্ষেত্রেও সাক্ষীরূপে পরীক্ষিত হইতে প্রস্তুত আছেন এই সর্তে যে পুলিশ এবং জেলকর্তৃপক্ষ তাঁহাদের জীবন রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে দরখাস্তকারীদের ক্ষমা প্রদান করিয়া রাজাকে ফৌজদারী মামলা হইতে তাঁহাদের মুক্তি প্রদান করিতে বলিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কার্য্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

নং ২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে অপরাধে সহায়তার কাজের জন্য দোষারোপের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদানের জন্য আদালতকে অনুরোধ করিয়া ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দরখাস্ত

আদালত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

.... পুলিশ মামালা নং .... ৩৯৭ / ৪১২ এবং ২৫ / ২৭

ধারাগুলির অন্তর্ভুক্তি

অস্ত্র আইন এবং ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৩ / ৪ ধারাগুলির অন্তর্ভুক্ত

সহকারী ফৌজদারী উকীল মারফত রাজ্যের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে আন্দাজ .... ঘটিকায় .... স্থানে সর্বপ্রকার অলঙ্কার বিপনীতে একটি ভয়াবহ ডাকাতি হইয়াছিল। অজানিত দুষ্কৃতকারীরা লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সন্ধানের কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। দরখাস্তকারীরা সর্বপ্রকার অলঙ্কার নির্মাতা এবং তাঁহাদের .... স্থানে এবং .... স্থানে ক্রমিক সর্বপ্রকার অলঙ্কারের বিপনী সকল রহিয়াছে।

(২) ঐ .... তারিখে .... গুপ্ত সমাচারের ভিত্তিতে পুলিশ দুইজন আসামী রাম এবং রহিমকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুলিশ হেফাজতে থাকিলেও কোন সুফল হয় নাই। পুলিশের ব্যাপক প্রশ্নগুলিকে তাঁহারা প্রতিরোধ করিয়াছিলেন' যদিও তাঁহারা পুলিশের নিকট স্বীকারোক্ত উক্তিগুলি করিয়াছিলেন এবং কিছু গৃহে পুলিশকে লইয়া গিয়াছিলেন তথাপি কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় ` এবং কিছুই পুনরুদ্ধারপ্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা স্বীকারোক্তির ইচ্ছা প্রকাশ ...িলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে নিজেদের লিপ্ত করিয়া কিন্তু আপনার মহানুভবের ...হাদের উপস্থিত করিলে তাঁহারা আপনার মহানুভব কর্তৃক সাবধান করিয়া ...কোন উক্তি করিতে অস্বীকার করেন।

.... তারিখে জেলকর্তৃপক্ষ .... থানার ভারপ্রাপ্ত ...ইয়াছিলেন যে ঐ দুইজন আসামী ঘটনার বিষয় সম্পূর্ণ এবং

সত্য প্রকাশের এবং ভয়াবহ আসামীদের লিপ্ততা সম্পর্কে ঘটনা বলিতে প্রস্তুত আছেন।

(৪) ঐ দুইজন আসামী তদন্ত আধিকারিকের নিকট কিছু উক্তি করিয়াছিলেন যাহা বহু আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপাদান সংগৃহীত হইবে এবং এই দুইজন ব্যক্তির জানিত কিছু তথ্যের জন্য ঐ দুইজন আসামীর সাহায্য ব্যতীত প্রকৃত অপরাধীকে কাঠগড়ায় আনয়ন করা যাইতে পারে না এবং সেইহেতু এইরূপ সাংঘাতিক এবং ঘৃণ্য মামলায় সাক্ষীরূপে তাহাদের ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার প্রযোজন আছে।

(৫) ঐ .... তারিখে পুলিশ শ্যাম, যদু, মধু, রাধু এবং আশিষককে গ্রেপ্তার করিযাছিলেন কিন্তু এই দুইজন আসামী অর্থাৎ রাম এবং রহিমেব সাক্ষ্য ব্যতীত তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ কবা কঠিন হইবে এবং সেইহেতু রাজ্য এই দুইজন আসামীকে ফৌজদাবী মামলা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক আছেন এই সর্তে যে অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁহাদের জ্ঞানতঃ সকল পারিপার্শ্বিকতাব পূর্ণ এবং সত্য প্রকাশ করিবেন এবং দুইজন আসামী ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ লিপ্ত থাকার অনুমানে এই ঘৃন্য এবং সাংঘাতিক অপরাধের সংঘটনে তাহাদের মুখ্য ভূমিকা অথবা সহাযকরূপে ভূমিকা আছে কিনা প্রকাশ কবিবেন। যাহা হউক এই দুইজন আসামী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনীয় কিছু গোপন করিলে অথবা ক্ষমা প্রদানের সর্ত সম্পাদন না করিযা মিথ্যা সাক্ষ্যাং প্রদান করিলে বাজ্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৮ ধাবাব বিধানে কার্য কবিবাব অধিকাব বক্ষিত বাখিযা অগ্রসব হইবেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনাব মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ঐ দুইজন আসামী অর্থাৎ বাম এবং বহিমকে ক্ষমা প্রদান কবিয়া দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে অগ্রসব হইবেন।

এবং বাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কর্মের জন্য চিরপ্রার্থনাবত থাকিবেন।

বাজ্য

মারফত

. ...

সহকারী ফৌজদারী মামলার সবকাবী উকীল

তারিখ ....

নং ৩ — ক্ষমা প্রদানের দ্বারা সহায়তার জন্য আসামীর দ্বারা আপত্তির দরখাস্ত

আদালত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

.... *পুলিশ মামলা নং* ....

সহ আসামী রাম এবং রহিমকে ক্ষমা প্রদানের জন্য আপত্তি

আসামী শ্যাম, যদু, মধু, আশিষ এবং রাধুর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদীপক্ষ আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে দুইজন সহ আসামী রাম এবং রহিম মারফৎ যাঁহারা বাস্তবপক্ষে পুলিশের প্রতিনিধি হইতেছেন এবং তাঁহারা পুলিশের ক্ষুদ্র সাক্ষী ও বহু মামলাতেই পুলিশের সাক্ষী রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

(২) ঐ দুই ব্যক্তিগণ অর্থাৎ রাম এবং রহিম পুলিশের দ্বারা .... তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন কিন্তু ব্যক্তিগত লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের দ্বারা তাঁহারা পুলিশ কর্তৃক মুক্তি পাইয়াছিলেন একটি ক্ষুদ্র মামলার ক্ষেত্রে যদিও তাঁহারা বাস্তবপক্ষে জেলের পক্ষ হইতেছেন এবং ইহার পর ঐ .... তারিখে এই বর্তমান মামলায় তাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

(৩) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ সহ আসামীদ্বয় রাম এবং দাখিলকৃত দরখাস্তগুলির প্রতিলিপিগুলি এবং রাজ্যের দাখিলকৃত দরখাস্ত প্রদান করেন নাই এবং ফলস্বরূপ বর্তমান আসামী ব্যক্তিগণ শুনানীর সুযোগ লাভ করেন নাই।

(৪) ঐ যদিল আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে ঐ দুইজন অনুমোদনকারীকে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৪)(ক) দ্বারার বিধানে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ দুইজন সাক্ষীকে কূট পরীক্ষা করার সুযোগ লাভ করেন নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক মামলাটিকে এই পর্য্যায়ে দায়রা আদালতে সমর্পন করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

নং ৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ (৩) ধারার বিধানে কার্যাবলীতে নথীভুক্ত আদেশের প্রতিলিপির জন্য দরখাস্ত

আদালত, মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

.... পুলিশ মামলা নং ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ (৩) ধারার বিধানে আদেশের প্রতিলিপির দরখাস্ত

আসামী যদু, মধু, শ্যাম, আশিক এবং রাধুর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আসামী দরখাস্তকারীরা অবগত হইয়াছেন যে ঐ দুইজন সহ আসামী অর্থাৎ রাম এবং রহিম ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই সর্তে যে তাহাবা প্রতিজ্ঞাম- দায়রা আদালতে দরখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে জবানবন্দী প্রদান করিবেন।

(২) ঐ আসামী দরখাস্তকাবীগণ কার্যাবলীব বিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক এবং তাঁহাবা প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

(৩) ঐ দরখাস্তকারীগণ ঐ দুইজন উপরিবর্ণিত সহ আসামীদের ক্ষমা প্রদান করিবাব কারণ জানিবার পরিপ্রেক্ষিতে নথীব প্রমাণিত প্রতিলিপিগুলি পাইবার অধিকারী।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যেক দরখাস্তকাবীকে বিনা ব্যয়ে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩০৬(৩) ধাবাব বিধানে প্রদত্ত নথীর প্রতিলিপিগুলি প্রদান কবিবেন।

এবং আপনাব দবখাস্তকারী কর্তব্যরত হইযা, এইরূপ অনুগ্রহ পূর্বক কার্য্যেব জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

নং ৫ — অনুমোদনকারীর দ্বারা ক্ষমা প্রদান গ্রহণের প্রত্যাখ্যান

আদালত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

.... পুলিশ মামলা নং .. ....

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারা বিধানে ক্ষমা প্রদান গ্রহণে অস্বীকৃতির দরখাস্ত

রাম (জেল হাজতে) এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ আপনার দরখাস্তকারী একজন নির্দোষী ব্যক্তি এবং তিনি বাস্তবিক ভাবে ঘটনার কিছুই অবগত নন।

(২) ঐ মামলার তদন্ত আধিকারিক অর্থাৎ .... পরিবারের সদস্যদের পরিদর্শনাধীন রাখিয়া আইনজীবির মারফত দরখাস্ত সমর্পন করিতে দরখাস্তকারীকে

বাধ্য করিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃ পুলিশ পৃথক মামলায় দরখাস্তকারীর পিতা এবং ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী সাক্ষী না হইলে তাঁহাদের হত্যা করিবার হুমকি দিয়াছিলেন।

(৩) ঐ পুলিশ এত বেশী ভীত সন্ত্রস্তা এবং চাপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সঙ্কটাবস্থার বিষয় তাঁহার আইনজীবিকে পর্য্যন্ত জানাইতে পারেন নাই।

(৪) ঐ পুলিশ দরখাস্তকারীকে বলিয়াছিলেন যে বহু মামলাতেই তাঁহাকে প্রয়োজন হইতেছে এবং তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলির জন্য তিনি দরখাস্তকারীকে জেল প্রাচীরের বর্হিভাগের আলোক দেখিতে অনুমতি প্রদান করিবেন না যদি না তিনি অন্য আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাঁহাদের বাধিত করেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে সমর্পিত তদন্ত এবং বিচারের প্রাক্কালে তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে তিনি স্বয়ং নিজের দোষক্ষালন করিলে তাঁহারা কোন ভ্রূক্ষেপ করিবেন না এবং তাঁহারা মামলায় পুলিশের উক্তি এবং সহ-আসামীদের লিপ্ততা তাঁহাকে দিয়া সমর্থন করিতে চাহেন।

(৫) ঐ আপনার দরখাস্তকারী পুলিশের নিকট কোন স্বীকারোক্ত উক্তি অথবা কোন স্থানে তাঁহাদের চালনা করেন নাই যে তথ্যটি পুলিশ কর্তৃক গঠিত ঐ অভিযোগের উক্তিতে দরখাস্তকারীর সহির অনুপস্থিতি এবং ঐ একই ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত সাক্ষীদের সহির অনুপস্থিতি হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যদিও সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারায় পুলিশকে ঐ অভিযোগের আবিষ্কৃত উক্তিতে তাঁহার সহি অথবা বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের ছাপ লইতে বিরত করা হয় নাই।

(৬) ঐ আপনার দরখাস্তকারী .... তারিখে আপনার মহানুভবের সম্মুখে যে অপরাধ তিনি করেন নাই সেই অপরাধে স্বীকারেক্তি না করিয়া পুলিশকে বাধিত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, যে দিন পুলিশ হেফাজতের ১০ দিন পরে তাঁহাকে উপস্থিত করা হইয়াছিল তদন্ত আধিকারিকের একটি প্রার্থনা সমেত যে তাঁহার স্বীকারোক্তি উক্তি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে নথীভুক্ত করিতে হইবে।

(৭) ঐ আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে দরখাস্তকারীকে সর্তাধীন ক্ষমা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দরখাস্তকারী ঐ ক্ষমা প্রদান তাঁহার অবস্থা অনুযায়ী গ্রহণ করিতে পারেন না।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্টচিত্তে আপনার দরখাস্তকারীর গ্রহণহীন সর্তাধীন ক্ষমা নথীভুক্ত করিবেন এবং সহ আসামীদের সহিত বিচারে তদনুরূপ ভাবে সম্মুখীন হইবার জন্য আসামী দরখাস্তকারীকে অনুমতি প্রদান করিবেন যেহেতু আপনার মহানুভব মামলাটি দায়রা আদালতে এখনও পর্য্যন্ত প্রেরণ না করিবার জন্য আসামী দরখাস্তকারীর উক্তি নথীভুক্ত করেন নাই।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

নং ৬ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে সহায়তার কার্যে ক্ষমা প্রদানের জন্য পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

আদালত, দায়রা বিচারক . ... স্থান

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং .... সাল . ...

এই বিষয় সম্পর্কিত :

.... তারিখের .. .. শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৭/৪১২ ধারাগুলি, অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারাগুলি এবং ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৩/৪ ধারাগুলির বিধানে ... . জি আর মামলা নং .. .. সাল তদনুরূপ পুলিশ মামলা নং .... তারিখে . ... এর দুইটি সহায়তার কার্যে ক্ষমা প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭/৩৯৯/৪০১/৪০৩ ধারার বিধানে একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত :

১. রাধু, পিতা ....

২. শ্যাম, পিতা ... .

৩. আশিক, পিতা ....

৪. যদু, পিতা ....

৫. মধু, পিতা ....

৬. বিধু, পিতা ....

সকলেই .... বাসিন্দা, থানা .... জেলা . ...

দরখাস্তকারীগরণ

বনাম

১. রাজ্য

মারফত

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকিল ....

২. রাম, পিতা ....

৩. রহিম, পিতা ....

মারফত

অধীনস্থ জেল .... এর তত্ত্বাবধায়ক

— অপরক্ষগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীদের দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে কিছু অপরিচিত দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা .... সময়ে .. .. স্থানে একটি সর্বপ্রকার অলঙ্কারের বিপণীতে ডাকাতি হইয়াছিল এবং ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুলিশ প্রথমে ২ এবং ৩ নং অপরপক্ষগণকে গ্রেপ্তার করিযাচিলেন এবং ইহার পর কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে পুলিশ দরখাস্তকাবীদের গ্রেপ্তাব করিয়াছিলেন।

(২) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারীদের অধীনস্থ জেলে .... স্থানে সনাক্তকরনের পরীক্ষায় রক্ষিত করা হইয়াছিল কিন্তু কেবলমাত্র একজন সাক্ষী অর্থাৎ সর্বপ্রকার অলঙ্কারের বিপণীর দরোয়ান কেবলমাত্র দুইজন দরখাস্তকারীদের সনাক্ত করিতে পারিয়াছিলেন যদিও দরখাস্তকারীদের গ্রেপ্তারেব তিন মাস পরে সনাক্তকরণের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পুলিশের মতে কিছু চৌর্য্য স্বর্নালঙ্কার রাম এবং রহিম এব ক্রমিক সর্বপ্রকার অলঙ্কারের বিপণী হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিল যদিও ইহা দাবী কবা হইয়াছিল যে ঐ উদ্ধারপ্রাপ্ত চৌর্য্য অলঙ্কারগুলি ডাকাতির লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং . ... তারিখে দরখাস্তকারীর দ্বারা ঐ ক্রমিক আসামীর ঐ বস্তুগুলি লইবার জন্য বলা হইযাছিল এবং পুলিশ ঐ দুইজন সহ আসামীর ঐ ক্রমিক সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারের বিপনীব হিসাবের পুস্তক উদ্ধার করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ দুইজন সহ আসামীগণ পুলিশের ক্ষুদ্রসাক্ষীগণ হইতেছেন এবং পূর্ববর্তী বহু মামলায় তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও জেলের পক্ষীরূপে আছেন।

(৪) ঐ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইলে এই দুইজন আসামী ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে বাখা হইলেও তাঁহারা শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর নিকট কোন বিচারিক স্বীকারোক্তি করেন নাই।

(৫) ঐ .... তারিখে পুলিশের তরফে ঐ দুইজন সহ আসামী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে জবানবন্দী দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফৌজদারী মামলা হইতে মুক্তির অভিপ্রায়ে দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ .... তারিখে ১নং অপরপক্ষ ঐ শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর সম্মুখে ঐ দুইজন আসামীকে ফৌজদারী মামলা হইতে অব্যাহতি

প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন যাহাতে অব্যাহতির সর্ত ছিল যে দরখাস্তকারীদের লিপ্ত করিয়া ঐ কার্য্যের সহায়তার জন্য ঘটনার সম্পূর্ণ এবং সত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

(৭) ঐ দুইজন আসামীর দায়েরকৃত দরখাস্তের কোন প্রতিলিপি দরখাস্তকারীদের প্রদান করা হয় নাই এবং শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর নিকট দায়েরকৃত দরখাস্তের প্রতিলিপি যাহাতে ঐ দুইজন ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন ছিল ও যাহাতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট রাজ্য এবং উপরোক্ত দুইজন সহকারীর প্রার্থনামত সর্তাধীন ক্ষমা প্রদান করিয়াছিলেন, এ রাজ্য সেই দরখাস্তের প্রতিলিপি সমর্পণ করেন নাই, এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে .... তারিখে সহ আসামী রাম সর্তাধীন ক্ষমা প্রদান গ্রহণে প্রত্যাহার করিয়াছিলেন এবং অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

(৮) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারীরা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৩) ধারার বিধানে .... তারিখের আদেশের প্রতিলিপিগুলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে তাঁহাদের বিনা ব্যয়ে প্রতিলিপিগুলি প্রদান করা হইয়াছিল।

(৯) ঐ .... তারিখে দরখাস্তকারীরা শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....-কে .... তারিখের তাঁহাদের দরখাস্তের মাধ্যমে ঐ দুইজন সহ আসামীগণ রাম এবং রহিমকে .... তারিখের দরখাস্তে বর্ণিত কারণগুলির ভিত্তিতে ক্ষমা প্রদান না করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টচিত্তে ঐ দুইজন ব্যক্তিকে ঐ দুইজন সহযোগীর পরীক্ষার দিন .... নির্দিষ্ট করিয়া সর্তাধীন ক্ষমা প্রদান করিয়াছিলেন। সেইহেতু নিম্নলিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে এই পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত ঃ

কারণগুলি

(ক) ঐ দুইজন সহ আসামীর ক্ষমা প্রদানের জন্য প্রশ্নাধীন আদেশটি সম্পূর্ণ বিপথগামী, বেআইনী এবং প্রাকৃতিক বিচারের ন্যায় বিরুদ্ধ।

(খ) .... ক্ষমা প্রদানের জন্য প্রশ্নাধীন আদেশটি বেআইনী এবং অধিকারক্ষেত্র বিহীন যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৩) ধারার বিধানের নথীভুক্ত কারণগুলি গুপ্ত এবং বিপথগামী।

(গ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার প্রশ্নাধীন আদেশে ক্ষমা প্রদান করিতে গিয়া নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে উক্ত সহযোগীকারী ক্ষমা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এমনকি শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দুই ব্যক্তির আচরণ হইতে ধারণা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সর্তাধীন ক্ষমা প্রদান গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইহেতু ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি অতীব অনিয়মিত এবং প্রধানতঃ বেআইনী এবং অধিকারক্ষেত্রহীন।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অনুমোদনকারীদের ক্ষমা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁহার বিচারিক অন্তর প্রয়োগ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন; ইহাতে দরখাস্তকারীদের বিচারের সাংঘাতিক ব্যর্থতা ঘটিয়াছে এবং প্রশ্নাধীন আদেশটি দরখাস্তকারীদের অধিকার আক্রমিত করায় তাহাকে মধ্যবর্তীকালীন আদেশ বলা যাইতে পারে না।

(ঙ) ঐ ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষর, ঐ দুইজন ক্ষুদ্র সাক্ষীর নিকট হইতে উৎপাদিত সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রবঞ্চনা মূলক ইচ্ছা পরিদৃষ্ট হইবে যেক্ষেত্রে তাঁহাদের উক্তিগুলি নথীভুক্ত হইবার পরে ঐ দুইজন ব্যক্তির জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তিনি সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং যে সুপারিশটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৪) (খ) ধারার বিধানের বিরুদ্ধে হইয়াছে।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব সন্তুষ্ট চিত্তে নথীগুলি তলব করিবেন, পক্ষদেব বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং প্রশ্নাধীন আদেশটির বেআইনীত্ব, অনিয়মিততা এবং বিপথগামিত্বের প্রশ্নটি সম্বন্ধে নথীগুলি পঠনের পরে এবং পক্ষদের শুনানীর পরে উহা বাতিল করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীর কর্তব্যরত হইয়া, এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

নং ৭ — পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে একটি কার্যাবলীতে স্থগিতের দরখাস্ত

আদালত, দায়রা বিচারক .... স্থান

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং ....

.... পুলিশ মামলা নং .... তদনুরূপ জি আর মামলা নং ....-তে অধিক কার্যাবলীগুলির স্থগিতের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭(১) ধারার বিধানে দরখাস্ত

দরখাস্তকারী রাধু এবং অপর ৪ জনের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ সংযুক্ত পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তে দরখাস্তকারীরা শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা .... তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশটির অনিয়মতিতা, বেআইনী সম্পন্নতা এবং বিপথগামিত্ব প্রদর্শন করিয়া কারণগুলি দিয়াছেন।

(২) ঐ মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... আপনার মহানুভবের আদালতে মামলাটি সমর্পিত করিবার জন্য .... দিনটি ধার্য করিয়াছেন যেহেতু অপরাধটি দায়রা আদালতে একমাত্র বিচারযোগ্য এবং সেইহেতু বর্তমান পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তটি নিষ্ফল হইবে যদি মামলাটি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩০৬(৫)(ক) ধাবার বিধানে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় এবং সেইহেতু উপরোক্ত মামলার পরবর্তী কার্যাবলী বিচারের স্বার্থে সংযুক্ত পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত হওযা আবশ্যক।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে উপরোক্ত মামালায় বিচারের স্বার্থে আপনার মহানুভবের সম্মুখে দায়েরকৃত পুনঃপরীক্ষার দবখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পরবর্তী কার্যাবলীগুলি স্থগিত করিবেন।

এবং আপনাব দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইযা এই অনুগ্রহপূর্বক কার্যেব জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

. ...

(স্থান)

. ...

(তারিখ)

নং ৮ — দায়রা আদালতে বিচারকালীন সময়ে আসামীর ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দরখাস্ত

আদালত, দায়বা বিচাবক .... . . স্থান .. .. . .

দায়রা বিচার নং ...... সাল .

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৭ ধারাব বিধানে আসামী পাত্রঙ্গি সাউ এর ক্ষমা প্রাপ্ত হইবার জন্য দরখাস্ত

আসামী পাত্রঙ্গি সাউ-এর বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ দরখাস্তকারীকে আসামীরূপে অন্য আসামীদেব সহিত দোযারোপ করা হইযাছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেব ৪১১ ধাবার বিধানে তাঁহার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগ গঠিত হইয়াছে যেক্ষেত্রে অন্য সহ আসামীদের বিরুদ্ধে ভাবতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৬ এবং ৪১২ ধারায অভিযোগ গঠিত হইয়াছে এবং .. .. হইতে সাক্ষীদের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

(২) ঐ দরখাস্তকারী জামিনে রহিয়াছেন এবং তিনি কখনও জামিনের সুবিধার অপব্যবহার করেন নাই যেক্ষেত্রে সহ আসামীদেব কাবাগাবে প্রেবিত অবস্থার প্রাক্কালে

আপনার মহানুভব কর্তৃক পূর্বে মঞ্জুরকৃত জামিনের অপব্যবহার করার জন্য আপনার মহানুভব কর্তৃক জামিনটি বাতিল হইয়াছিল।

(৩) ঐ দরখাস্তকারী ৭৫ বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ এবং বহু রোগাক্রান্ত অসুস্থ ব্যক্তি।

(৪) ঐ দরখাস্তকারীর .... স্থানে "নব রত্নালয়" নামে একটি সর্বপ্রকার অলঙ্কারের বিপনী আছে এবং ঐ বিপনী হইতেই পুলিশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার যাহা অভিযোগকারীর বস্তু বলিয়া অভিযোগ তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

(৫) ঐ দরখাস্তকারী তদন্তের প্রাথমিক পর্য্যায় হইতে পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন কিন্তু মামলার তদন্ত আধিকারিক তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে আসামী করিয়াছিলেন যদিও দরখাস্তকারীকে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের জন্য প্রকৃত অপরাধীর অন্বেষণে একজন মূল্যবান সাক্ষীরূপে চিহ্নিত করা উচিত ছিল।

(৬) ঐ দরখাস্তকারী শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে তাঁহার নথীভুক্ত উক্তিতে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু বিচারেব ব্যক্তিগণ ব্যতীত কিছু অপব ব্যক্তিকে লিপ্ত না করিতে পারায় তদন্ত আধিকারিকদের সন্তোষ সাধনে তাঁহার ব্যর্থতা, ঐ তদন্ত আধিকারিকের রাগান্বিত করিয়াছিল যিনি তাঁহাকে এই মামলায় একজন আসামী করিয়াছিলেন।

(৭) ঐ দরখাস্তকারী অপরাধ সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁহার জ্ঞানতঃ সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার পূর্ণ এবং সত্য প্রকাশ এবং অপরাধ সংঘটনেব কার্যে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তিব পরিচয় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।

(৮) ঐ দরখাস্তকারী এই দরখাস্ত করিতে গিয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাধ্য হন নাই এবং তিনি সমাজে বিচারের প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ইচ্ছায় এই দরখাস্ত দাখিল করিতেছেন।

(৯) ঐ দরখাস্তকারী ইতিমধ্যেই এই দরখাস্তের একটি প্রতিলিপি শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল এবং সহ আসামীর আইনজীবির প্রদান করিয়াছিলেন এবং দরখাস্তকারী বিচারের স্বার্থে সত্য, পরিপূর্ণ সত্য এবং সত্য ভিন্ন আর কিছু নয় প্রকাশের জন্য তাঁহার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়া পুরস্কার স্বরূপ বিচারেব কঠোরতা হইতে কেবলমাত্র অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক যাহা আপনার মহানুভব উপযুক্ত এবং যথার্থ মনে কবিতেছেন সেইরূপ সর্ত অথবা সর্তগুলির উপব দরখাস্তকারী ক্ষমা প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী, কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

নং ৯ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৭ ধারার বিধানে পঠনরত ৩০৬ ধারায় সহযোগীর ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদান সুপারিশ করিয়া রাজ্যের দরখাস্ত

আদালত দায়রা বিচারক .... স্থান ....

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

.... তারিখের আসামী পাত্রঙ্গি সাউ-এর তারিখের দরখাস্ত মত যিনি .... তারিখে দরখাস্ত করিয়াছিলেন রাজ্যের আসামীর প্রতি ক্ষমা প্রদানের জন্য সুপারিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা যথাযথ অনুমতি প্রাপ্ত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল মারফত রাজ্যের দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ রাজ্য, কর্তৃপক্ষের নিকট আসামী পাত্রঙ্গি সাউ-এর দরখাস্তের প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ আসামীকে ফৌজদারী মামলা হইতে আসামীকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য সমর্থন করিয়াছিলেন তবে এইক্ষেত্রে সর্ত ছিল যে তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানমত তাঁহার জ্ঞানতঃ সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার পূর্ণ এবং সত্য প্রকাশ করিবেন।

(২) ঐ যদিও আসামী পাত্রঙ্গি সাউ শ্রী .... শিক্ষিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট .... তারিখে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে দোষক্ষালন যুক্ত স্বীকারোক্ত উক্তি নথীভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তির বিশেষ মূল্য থাকিত যদি তিনি অভিযোগের কাগজে আসামীর পবিবর্তে সাক্ষীরূপে চিহ্নিত থাকিতেন যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে বর্তমান নিদর্শে তাঁহার উক্তির কোন সাক্ষ্য মূল্য নাই। আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগগুলি দণ্ডবিধান আইনের ৩৯৬ এবং ৪১২ ধারার বিধানমত সাংঘাতিক এবং অতীব ঘৃণ্য অপরাধ।

(৩) ঐ তদন্তকালীন সময়ে সংগৃহীত সাক্ষ্য যদিও প্রাথমিকভাবে আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিবাব পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে তথাপি বস্তুতঃ যথেষ্ঠ শক্তিশালী নহে এবং ঐ আসামী পাত্রঙ্গি সাউ এর সাক্ষ্য ফৌজদারী মামলাকে প্রকৃত শক্তিশালী কবিবার পক্ষে যথেষ্ঠ যাহা সহ আসামীকে এবং তাঁহার উক্তিকে

গৃহীত হইলে উহা প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে পারিপার্শ্বিকতার ত্রুটিপূর্ণ সূত্রে যোগাযোগ ঘটাইবে যদিও ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষ এখনও বিশ্বাস করেন যে ঐ পাত্রঙ্গি সাউ কিছু অপর ব্যক্তিকে লিপ্ত করেন নাই যাহাদের বিচারে প্রেরণ করা যাইতে পারে না এবং তাহাদের জামিনের প্রতিশ্রুতি হইতে সাক্ষ্যের অভাবে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

উপরোক্ত পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে উহাতে লিখিত শর্তের ভিত্তিতে ক্ষমা প্রদান করিবেন ও সেই শর্তের ভঙ্গ হইলে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৮ ধারার বিধানে আসামী দণ্ডযুক্ত হইবেন।

এবং রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবন।

....

(স্থান) রাজ্য

মারফত

....

ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল ....

তারিখ . ...

নং ১০ — বিচারের প্রাক্কালে আসামী এবং রাজ্যের দ্বারা ক্ষমা প্রদানের জন্য দরখাস্তের বিরুদ্ধে সহ আসামীর দ্বারা আপত্তি দরখাস্ত

আদালত, দায়রা বিচারক .... স্থান ....

দায়রা বিচার নং .... সাল ....

(রাজ্য বনাম পাত্রঙ্গি সাউ এবং অপর ৬ জন)

আসামী পাত্রঙ্গি সাউ এর দ্বারা .... তারিখের ক্ষমা প্রদানের দরখাস্তের আপত্তি এবং .... তারিখের ক্ষমা সুপারিশের জন্য রাজ্যের দরখাস্ত

আসামী ভোলা, কালু পিটার, রুস্তম, মানসিংহ এবং বিধু রামের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ .... তারিখে জামিন বাতিল হইবার পবে আসামী দরখাস্তকারীরা জেল হাজতে তিন মাস ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

(২) ঐ আসামী পাত্রঙ্গি সাউ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৬ এবং ৪১২ ধারার বিধানে সাংঘাতিক অপরাধগুলির ক্ষেত্রে আসামী দরখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

উৎপাদন এবং বিচার বিলম্বিত করার জন্য এই দেরীর পর্য্যায়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া .... তারিখে ক্ষমা প্রদানের দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ আসামী দরখাস্তকারীরা বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন যে আসামী পাত্রঙ্গি সাউকে ক্ষমা প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে রাজ্য কি জন্য এতদিন নিদ্রিত হইয়াছিলেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩০৭ ধারার বিধানে আসামী কিভাবে প্রভাবিত হইয়া বিলম্বিত দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ .... তদন্ত আধিকারিক দ্বারা সমর্পিত .... তারিখের .... নং অভিযোগের কাগজ হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে পাত্রঙ্গি সাউ সমেত সকল আসামীর বিরুদ্ধে মামলায় অভিযোগের কাগজ সমর্পিত হইবার পূবে তদন্ত আধিকারিক তাঁহার উর্ধতনদের এবং শিক্ষিত ফৌজদারী মামলন সরকারী উকীলের সহিতও আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুপারিশগুলি এবং পরামর্শর ভিত্তিতে ঐ তদন্ত আধিকারিক অভিযোগের কাগজ সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য রাজ্যকে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল যে কোন উর্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষগণ এবং ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল ভুল সংশোধন করেন নাই এবং তদন্ত আধিকাবিককে মামলায় সহ আসামীর শ্রেণীভুক্ত হইতে আসামী পাত্রঙ্গিকে সাক্ষীতে স্থান পরিবর্তন করার পরামর্শ দেন নাই।

(৫) ঐ আসামী পাত্রঙ্গি এবং রাজ্য দ্বারা দরখাস্তগুলি কুটিল অভিপ্রায়ে এবং উদ্দেশ্যে হইয়াছিল, আইনের অবস্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে অনুমোদনকারী সাক্ষ্য সর্বদা সন্দেহের চক্ষে পরিদৃষ্ট হইত এবং তাঁহাব সাক্ষ্য স্বাধীন বস্তুগুলি হইতে সমর্থিত না হইয়া দণ্ডাজ্ঞা নথীভুক্ত করিতে যথেষ্ট হইত না। রাজ্য তাঁহার .... তারিখের নিজ দরখাস্তের ৩নং অনুচ্ছেদে স্বীকার করিয়াছিলেন যে মামলাটি আসামীর বিরুদ্ধে খুবই দুর্বল এবং ঐ আসামী পাত্রঙ্গি সাউ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ১৬৪ ধারাব বিধানে তাঁহার নথীভুক্ত দোষস্খলনের স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ এবং সত্য প্রকাশ করেন নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক বিচারের স্বার্থে এবং সুবিচারের জন্য পাত্রঙ্গি সাউ এবং রাজ্য উভয়ের প্রার্থনা বাতিল করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকাবীরা এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্য্যের জন্য কর্তব্যরত হইয়া ইহার জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....

(স্থান)

....

(তারিখ)

ভোলা এবং অন্য ৪ ব্যক্তিগণ

মারফত

.... আইনজীবি

(তাঁহাদের আইনজীবির সহি)

নং ১১ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৭ ধারার বিধানে পঠনরত ৩০৬ ধারার বিধানে সহযোগীর ক্ষমা প্রদানের অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত, স্থান ....

(ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং .... সাল ....

এই বিষয় সম্পর্কীত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৭৩ সালের ৪০১, ৪০৩ এবং ৪৮২ ধারার বিধানের একটি পুনঃপরীক্ষা দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কীত

আসামী পাত্রঙ্গি সাউকে সর্তাধীন ক্ষমা প্রদানে অস্বীকার করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের ৩৯৬ / ৪১২ ধারার বিধানে দায়রা বিচার নং .... সাল .... এতে শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... কর্তৃক .... তারিখের আদেশ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

শ্রী পাত্রঙ্গি সাউ

পিতা মৃত পতঞ্জলী সাউ

(ঠিকানা, থানা এবং জেলা দিবেন)

দরখাস্তকারী

এবং

১. ভোলা আহির

ভুবনেশ্বর আহির এর পুত্র

২. কালু যাদব

মৃত কাশীরাম যাদবের পুত্র

৩. পিটার জোনস্

মৃত উইলিয়ম জোনসের পুত্র

৪. রুস্তম মণ্ডল

শেখ আশরফ মহম্মদ মণ্ডলের পুত্র

৫. মানসিংহ

হরজিনদার সিংহর পুত্র

৬. বিধু রাম

হরজিনদার সিংহর পুত্র

সকলেই ....

(ঠিকানাগুলি, থানা এবং জেলা দিবেন)

৭. রাজ্য ....

উত্তরবাদীগণ

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী ....

এবং

ঐ মহামান্য উচ্চ আদালতের সঙ্গী বিচারপতিগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীরা বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক :

(১) ঐ দরখাস্তকারী দায়রা বিচারনং .... সাল .. .. তে ১ হইতে ৫নং অপরপক্ষগণের সহিত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪১২ ধারা বিধানের অপরাধের জন্য বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন যাহাতে অপরপক্ষগণ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৬ / ৪১২ ধারার বিধানের অভিযোগগুলিতে এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে (ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের ঘটনা বলিবেন) সম্মুখীন হইয়াছেন।

(২) ঐ দরখাস্তকারী ৭৫ বৎসর অসুস্থ বৃদ্ধ ব্যক্তি হইতেছেন এবং তিনি নানা ব্যাধিতে ভুগিতেছেন।

(৩) ঐ .... (এই অধ্যায়ের ৮নং নিদর্শের ৪ হইতে ৮নং অনুচ্ছেদগুলির অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) ঐ রাজ্য সমেত সকল অপর পক্ষদের প্রতি .... তারিখের দরখাস্তের প্রতিলিপিগুলি প্রদান করিবার পরে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৭ ধারার বিধানে ক্ষমা প্রদানের প্রার্থনা করিয়া .... তারিখে শিক্ষিত দায়রা বিচারকের সম্মুখে .... তারিখে দরখাস্তকারী একটি দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষিত

দায়রা বিচারক সন্তুষ্টচিত্তে অপরপক্ষদের দ্বারা কোন আপত্তি দায়ের করিবার থাকিলে .... তারিখ আপত্তি দায়ের করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৫) ঐ .... তারিখে অপরপক্ষগণ তাঁহাদের ক্রমিক দরখাস্তগুলি দায়ের করিয়াছিলেন। রাজ্য শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল মারফত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে পঠনরত ৩০৭ ধারার বিধানে সর্তাধীন ক্ষমা প্রদানের সুপারিশ করিয়া .... তারিখের দরখাস্ত দায়ের করিয়াছিলেন যেক্ষেত্রে অপরপক্ষগণ তাঁহাদের আইনজীবি মারফত আপত্তিগুলি দায়ের করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত দায়রা বিচারক পুনরায় শুনানীর জন্য এবং পক্ষদের দ্বারা দায়েরকৃত দরখাস্ত এবং আপত্তিগুলিতে আদেশ ধার্য্য হইবার জন্য .... তারিখ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ .... তারিখে পক্ষদের শুনানীর পরে শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... সন্তুষ্টচিত্তে .... তারিখের দরখাস্তকারীর দরখাস্ত স্বতন্ত্র কারণগুলির ভিত্তিতে এবং বিপথগামী যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বাতিল করিয়াছিলেন।

(৭) ঐ ৬নং অপরপক্ষ অর্থাৎ রাজ্য .... ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক কর্তৃক ... ... তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপনার মহানুভবের সম্মুখে এখনও পর্য্যন্ত কোন পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করেন নাই।

সেইহেতু নিম্নলিখিত অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে এই পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

কারণগুলি

(ক) ঐ . ... তারিখের বাতিলের দরখাস্তের প্রশ্নাধীন আদেশটি আইনতঃ খারাপ, বিপথগামী এবং বেআইনী এবং সেইহেতু ইহা বিচারের সাংঘাতিক অপমৃত্যু ঘটাইয়াছে।

(খ) ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক যুক্তিতে ভুল করিয়াছেন এই মর্মে যে রাজ্য দরখাস্তকারীর অব্যাহতির সুপারিশের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন হস্ত লইয়া আসেন নাই যেহেতু রাজ্য দরখাস্তকারির জামিনের বাতিল করার জন্য দরখাস্ত করেন নাই এইস্থানে এই তথ্য উল্লেখযোগ্য যে দরখাস্তকারী জামিনে ছিলেন এবং আইনের উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতিতে বলা যায় যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ (৩) (খ) ধারার বিধানে উক্ত আছে যে ক্ষমা প্রদান গ্রহণকারী ব্যক্তি, ইতিমধ্যে জামিনে না থাকিলে বিচারের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জেল হাজতে থাকিবেন এবং সেইহেতু ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক তাঁহার প্রশ্নাধীন আদেশের দ্বারা দরখাস্তকারীর দরখাস্ত বাতিল করিয়া বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছেন; কারণ আইনে ইহা বলা হয় নাই যে ক্ষমা প্রদানের জন্য দরখাস্তকারী ব্যক্তি জেল হাজতে নিশ্চিত থাকিবেন।

(গ) ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপরীত অনুমান পোষণ করিয়া বিপথগামিত্বের কার্য করিয়াছিলেন এই মর্মে যে রাজ্য দরখাস্তকারীর মাধ্যমে দরখাস্তকারীকে আসামী হইতে সাক্ষীরূপে স্থান পরিবর্তিত করিয়া বিচারকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করিয়াছেন যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে অন্য আসামী ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে দরখাস্তকারীকে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীরূপে পরীক্ষিত করার জন্য এবং সেইহেতু স্বতন্ত্র বিবেচনা এবং অনুমান প্রশ্নাধীন আদেশটিকে কেবলমাত্র বিপথগামী করেন নাই শুধুমাত্র, ইহা বেআইনী এবং অনিয়মিত হইয়াছে।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক .... তারিখের অভিযোগের কাগজ যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গীতে পাঠ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন যেক্ষেত্রে শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তদন্ত আধিকারিকের আসামীর পরিবর্তে দরখাস্তকারীকে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের সাক্ষীরূপে নির্ণয় করা উচিত ছিল কিন্তু পরবর্তী তদন্ত আধিকারিক যিনি মামলার আদিম তদন্ত আধিকারিক ছিলেন না, তাঁহার অসাবধানতার জন্য এবং পুলিশ আধিকারিক আদিম তদন্তক আধিকারিক অর্থাৎ শ্রী .... এর স্থানান্তরকরণের পরে অভিযোগের কাগজ কেবলমাত্র সমর্পন করিয়াছিলেন এবং ঐ আদিম তদন্ত আধিকারিক অভিযোগের কাগজ দায়ের করা ব্যতীত সম্পূর্ণ তদন্ত করিয়াছিলেন।

(ঙ) ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক দরখাস্তকারীকে ফৌজদারী মামলা হইতে অব্যাহতি দিবার সুপারিশ করিয়া .... তারিখের শিক্ষিত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দরখাস্ত ভ্রমবশতঃ ভুল পাঠ করিয়াছিলেন এই মর্মে যে ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন বাস্তব সাক্ষী ছিল না এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বিপথগামী এবং বাতিলের যোগ্য।

(চ) ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক ক্ষমা প্রদানের জন্য বিলম্বিত দরখাস্তে দরখাস্তকারী এবং ফৌজদারী মামলার বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে বিপরীত অনুমান করিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছিলেন কারণ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৭ ধারায় স্পষ্ট উক্ত আছে যে ক্ষমা প্রদানের জন্য দরখাস্ত দায়ের পূর্বে এবং সমর্পনের পরে যে কোন সময়ে করা যাইতে পারে।

(ছ) ঐ শিক্ষিত দায়রা বিচারক এই অভিমত দিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছিলেন যে যেহেতু দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৪) ধারার বিধানে কোন পূর্ববর্তী উক্তি ছিল না, সেইজন্য ক্ষমা প্রদান করা যাইতে পারিত না, রাজ্য, দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে নথীভুক্ত দরখাস্তকারীর উক্তি দোষক্ষালন বলিয়া ব্যবহার করিতে পারিতেন না।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক —

(১) দায়রা বিচারক .... হইতে উপরিউক্ত দায়রা বিচারের নথীগুলি তলব করা;

(২) অপরপক্ষদের বিজ্ঞপ্তি জারী;

(৩) পক্ষদের শুনানীর পরে এবং প্রশ্নাধীন আদেশের দ্বারা ঘটিত বেআইনীত্ব; বিপথগামীত্ব এবং অনিয়মিততা আপনার মহানুভবের সন্তোষসাধনের জন্য নথীপরীক্ষার দ্বারা .... তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করা; এবং

(৪) বর্তমান পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দায়রা বিচারের অধিক কার্যাবলী স্থগিত রাখা;

এবং আপনার দরখাস্তকারী কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি, শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী .... ইত্যাদি ....

টিপ্পনী ঃ (১) ক্ষমা প্রদানের প্রার্থনাকারী সহযোগীর দ্বারা দায়েরকৃত পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত রাজ্য সমর্থন করিতে পারে; অথবা

(২) রাজ্য এই অধ্যায়ের ১০নং নিদর্শ ব্যবহার করিয়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি ব্যতীত অর্থাৎ দরখাস্তকারীর পরিবর্তে "সহযোগী পাত্রঙ্গি সাউ" শব্দটি ইহবে ইহা সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল মারফত রাজ্য পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করিতে পারে।

(৩) আদেশের প্রমাণিত প্রতিলিপিটি গ্রহণ করিবার জন্য গৃহীত দিনগুলি বাদ দিয়া প্রশ্নাধীন আদেশের তারিখ হইতে ৯০দিনের মধ্যে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করিবার সময়সীমা হইতেছে।

(৪) সময় সীমা উত্তীর্ণ হইবার ক্ষেত্রে তাঁবাদি আইনের ৫ ধারায় বিলম্ব মকুবের দরখাস্ত দায়ের করা যাইতে পারে।

নং ১২ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৮ ধারার বিধানে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দরখাস্ত

আদালত, প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ....

জি আর মামলা নং .... সাল ....

উক্ত মামলায় বিচারের প্রাক্কালে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করিবার এবং ঐ সঙ্গে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৮ ধারার বিধানে অনুমোদনকারীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য দরখাস্ত।

রাজ্যের তরফে সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের বিনম্র দরখাস্ত অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ অনুমোদনকারী দুখিরাম মাহাতোকে .... তারিখে শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সর্তাধীন ক্ষমা প্রদান করা হইয়াছিল এই সর্তে যে তিনি বিচারের প্রাক্কালে তাঁহার জ্ঞানমতে সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার সম্পূর্ণ এবং সত্য প্রকাশ করিবেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৫৫ ধারার বিধানের অপরাধে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিবেন যাহা শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... প্রগ্রাহ্যের মধ্যে বিচারযোগ্য হইতেছে।

(২) ঐ শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত ক্ষমা ঐ ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ ক্ষমা প্রদান তিনি গ্রহণ করিবার পূর্বে ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন এই মর্মে যে তিনি ক্ষমা প্রদানের শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৮ ধারার বিধানের লিখিত ফলাফল ভোগ করিবেন।

(৩) ঐ অনুমোদনকারী ঐ শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ক্ষমা প্রদান গ্রহণ করিবার পরে ঐ অনুমোদনকারী ... . তারিখে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ (৪) ধারার বিধানে শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং .... তারিখে তিনি দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৫)(ক) ধারার বিধানে বিচারের জন্য আপনার মহানুভবের আদালতে মামলাটি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ আসামীর রক্ষণের জন্য শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেয় তদন্তের আইনগত সময় সীমা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও জামিন প্রদান করেন নাই এবং তিনি বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অনমোদনকারীকে আটক রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেইহেতু অনুমোদনকারী জেল হাজতে থাকাকালীন আসামী ব্যক্তিরা বিচারের সম্মুখীন হইয়া জামিনে ছিলেন এবং সেইহেতু তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া আসামী ব্যক্তিদের দ্বারা সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নাই অথবা আসামী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত কোন ভীতির অভিযোগ তিনি করেন নাই।

(৫) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতাব ৩০৬(৪) ধারার বিধানে তদন্তের সময়কালীন অবস্থায় .... তারিখে শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তাঁহার পরীক্ষাতে তিনি বলিয়াছিলেন অপরাধের ক্ষেত্রে তাঁহাকে এবং অপর সহ আসামীকে লিপ্ত করার কথা নানাভাবে কিন্তু বিচারকালীন সময়ে আপনার মহানুভবের আদালতে সোপার্দ হইবার সময়ে ঐ অনুমোদনকারী একটি সম্পূর্ণ দোষক্ষালন উক্তির দ্বারা তাঁহার পূর্বের উক্তি হইতে অলক্ষ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং বিচারের সম্মুখবর্তী আসামী ব্যক্তিদের বরিবর্তে অপর বহু ব্যক্তির নাম করিয়াছিলেন এবং ঐ অনুমোদনকারী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উক্তিগুলি

এবং ইহার সহিত দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৪) ধারার বিধানে নথীভুক্ত সাক্ষ্যগুলির বৈপরীত্য ঘটাইয়াছিলেন যদিও তিনি এই অজুহাত লইয়াছিলেন যে তিনি শ্রী .... বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৬৪ ধারার বিধানে নথীভুক্ত তাঁহার স্বীকারোক্তির উক্তি এবং সেইসঙ্গে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৪) (ক) ধারার বিধানে শ্রী .... শিক্ষিত মহকুমা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... দ্বারা নথীভুক্ত সাক্ষ্য স্মরণ করিতে পারিতেছেন এবং সেইহেতু ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট হয় যে ঐ অনুমোদনকারী সত্য গোপন করিয়াছেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারার বিধানে শাস্তিযোগ্য মিথ্যা সাক্ষ্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারে আসামী ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য দিয়াছিলেন এবং সেইহেতু তিনি তাঁহাকে প্রদত্ত শর্তাধীন ক্ষমা লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে প্রাপ্তব্য রক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

তথ্য এবং উক্ত পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে রাজ্যের তরফে বর্তমান মামলায় ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল প্রমাণিত করিতেছেন যে ঐ অনুমোদনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহার জ্ঞানমতে পারিপার্শ্বিকতার সম্পূর্ণ এবং সত্য উন্মোচন করেন নাই এবং বিচারে তিনি সাক্ষ্যও প্রদান করিয়াছেন এবং সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৮ ধারার বিধানে প্রদত্ত কার্য্যবিধিতে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকিবেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৫৭ এবং ৪১১ ধারার বিধানে তাঁহার দ্বারা সংঘটিত আদিম অপরাধগুলির জন্য একটি পৃথক বিচারের স্থানে আসামীরূপে অনুমোদনকারীকে বিচার করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারী রাজ্য তাহার সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের দ্বারা, কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্য্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

....
(স্থান)

....
(তারিখ)

রাজ্য
মারফত
....
(সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের সহি)
সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল

....
(তারিখ)

টিপ্পনী : (১) একজন ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল অনুসন্ধান সংস্থার একটি অংশ নহে; ইহা স্বাধীন আইনানুগ কর্তৃপক্ষ — 1994 SCC (Cri) 1087; AIR 1994 SC 2623.

(২) ফৌজদারী মামলার সরাকরী উকীল / অতিরিক্ত ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীল এর নিয়োগের জন্য এবং তাঁহাদের সময়সীমা নূতন করিয়া নির্ধারণ — 1993 SCC (Cri) 928; AIR 1993 SC 2295; 1993 Cri LJ 3233.

(৩) পুলিশ বিভাগের আধিকারিকগণ যাঁহারা সহকারী ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ঐ বিভাগের নেতার অধীনে কার্য্য চালাইতে অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে না — AIR 1995 SC 1628.

নং ১৩ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৭ ধারার বিধান মতে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে অতিরিক্ত আসামী যুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত

আদালত .... অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ....

দায়রা বিচার নং ....

(রাজ্য বনাম ....)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে অতিরিক্ত আসামী যুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত

আদালত .... অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ....

দায়রা বিচার নং ....

(রাজ্য বনাম ....)

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে অতিরিক্ত আসামী ব্যক্তিদের আহ্বান পত্র প্রদানের জন্য ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের মারফত রাজ্যের বিনম্র দরখাস্ত

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে ক্ষমা প্রদত্ত ১নং সাক্ষী তাঁহার মুখ্য পরীক্ষায় অপরাধ সংঘটনের সক্রিয় ভূমিকায় অংশ গ্রহণকারীরূপে দুইজন ব্যক্তিসমেত যথাক্রমে (১) .... এবং (২) .... এর নামের সহিত বর্তমান আসামী ব্যক্তিদের নাম করিয়াছেন এবং বর্তমান আসামী ব্যক্তিদের দ্বারায় ঐ সাক্ষী কূট পরীক্ষিত হইয়াছেন ও অব্যাহতি পাইয়াছেন।

(২) ঐ দুইজন ব্যক্তি অভিযোগে দায়ের প্রাপ্ত আসামী নহেন কিন্তু উক্ত সাক্ষী তাঁহার সাক্ষ্যে অপরাধ সংঘটনের কার্য্যে তাহাদের লিপ্ততা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত বিচারের সম্মুখবর্তী বর্তমান আসামী ব্যক্তিদের একত্রে বিচার হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অনুগ্রহপূর্বক অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া পরিদৃষ্ট এই দুইজন আসামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন।

এবং রাজ্য, কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্য্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

.... রাজ্য

(স্থান) মারফত

....

(তারিখ) (দায়রা বিচারের ফৌজদারী মামলার সরকারী উকীলের সহি)

নং ১৪ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারায় পঠনরত ৩০৬ ধারার বিধানে অতিরিক্ত আসামীদের সংঘটনের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

উচ্চ আদালত ....

(ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং ....

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০১ এবং ৪০৩ ধারার বিধানগুলিতে একটি পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

.... জি আর মামলা নং .... (রাজ্য বনাম .... ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের .... ধারাগুলির বিধানে এবং .... আইনের .... ধারার অন্তর্ভুক্ত

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৫) ধারার পঠনরত ৩১৯ ধারার বিধানে দায়রা আদালতে মামলা বিচারের জন্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত আসামী ব্যক্তিদের যুক্ত করিবার প্রয়াসে শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা .... তারিখের আদেশ

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

১. ....

পিতা ....

....

(ঠিকানা)

২. ....

পিতা ....

....

(ঠিকানা)

দরখাস্তকারী

বনাম

রাজ্য ....

উত্তরবাদী

প্রতি —

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী . ...

এবং

ঐ মহামান্য উচ্চ আদালতেব সঙ্গী বিচারপতিগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীরা

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) ঐ .... (প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দায়েব করিবাব জন্য ঘটনাগুলি দিবেন)

(২) ঐ .... তারিখে পুলিশ প্রথম সমাচার প্রতিবেদনে নামাঙ্কিত আসামীদের মধ্যে একজনকে অর্থাৎ এ. এন. জেড কে গ্রেপ্তাব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পুলিশ হেফাজতে ১৫ দিনের জন্য লইযা গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী .. .. সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে ঐ আসামী দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে নিজেকে অনুমোদনকারী রূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

(৩) ঐ দরখাস্ত যাহা এ. এন. জেড অবরুদ্ধ অবস্থায় দায়ের করিয়াছিলেন এবং তদন্ত সংস্থা দ্বারা ফৌজদারী মামলা হইতে অব্যাহতি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে শিক্ষিত ... . ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই ক্ষমা আসামী উপরোক্ত মামলার মূল আসামীরূপে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪) ঐ . ... তারিখে ঐ এ. এন. জেড দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬(৪) ধারার বিধানে শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেট এর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন।

(৫) ঐ .... তারিখে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সম্মুখে তাঁহার সাক্ষ্যে ঐ অনুমোদনকারী এ. এন. জেড দরখাস্তকাবীদের অপোৎসাহকরূপে নামাঙ্কিত

করিয়াছিলেন যদিও দরখাস্তকারীগণ ঐ অভিযোগের অপরাধের সংঘটনের প্রাসঙ্গিক সময়ে ঘটনার স্থান হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(৬) ঐ .... তারিখে ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের .... ধারাগুলির বিধানের মূল অপরাধগুলির সহিত পঠনরত ১০৯ এবং ১১৫ ধারার বিধানের অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৭৮ এবং ৭৯ ধারার বিধানে দরখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের অধিপত্র জারী করিয়াছিলেন এবং .... তারিখে দরখাস্তকারীরা ঐ গ্রেপ্তারের অধিপত্র দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন এবং শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর সম্মুখে .... স্থানে উপস্থিত করা হইয়াছিল যিনি সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৮১ ধারার বিধানে অনুবিধি প্রকরণ অন্তর্ভুক্ত জামিনে দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিলেন একটি নির্দেশ সহ যে দরখাস্তকারীরা শ্রী .... শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সম্মুখে যিনি .... (তারিখ) দ্বারা দবখাস্তকারীদের বিরুদ্ধে অধিপত্র জারী করিয়াছিলেন আত্মসমর্পণ কবিবেন।

(৭) ঐ .... তাবিখেব শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের দ্বাবা দবখাস্তকারিদের নির্দ্ধারিত তারিখে সমর্পণ করিতে বলায় দরখাস্তকারীরা .... তারিখে শ্রী .... আদালতের সম্মুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাদেব জেল হাজতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং জামিনের প্রার্থনা বাতিল করিয়াছিলেন।

(৮) ঐ তাঁহাদের সমর্পনের বিশেষ দিনে দরখাস্তকারীদের দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ১৭৩ ধারার বিধানে দস্তাবেজগুলির প্রতিলিপিগুলি প্রদান করা হইয়াছিল এবং ঐ বিশেষ দিনেই শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট আসামী ব্যক্তিদের দায়রা আদালতে প্রেরণ করিয়াছিলেন আসামীদের লিখিত আপত্তি প্রদান করা সত্ত্বেও এবং ইহার দ্বারা তাঁহাদের শুনানীর জন্য কোন সুযোগ ছিল না; জামিনকৃত আসামী ব্যক্তিদের উপস্থিতিব জন্য এবং দায়রা বিচারক .... স্থানের শিক্ষিত আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য দিন স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

(৯) ঐ .. .. তারিখের শিক্ষিত সোপর্দ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া দরখাস্তকারীরা নিম্নলিখিত অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে যৌথভাবে এই পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের কবিয়াছেন।

কারণগুলি

(ক) ঐ .... তারিখের উক্ত সোপর্দ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নাধীন আদেশটি বিপথগামী, বেআইনী, অধিকার ক্ষেত্রবিহীন যাহা দরখাস্তকারীদের বিচারের অপমৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছে।

(খ) ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধটিকে দায়রা আদালতে প্রেরণের উদ্দেশ্যে যাহা দায়রা আদালতে একমাত্র বিচারযোগ্য অপরাধ হইতেছে, দরখাস্তকারীদের অতিরিক্ত আসামী ব্যক্তিগণ রূপে যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৭৮ এবং ৭৯ ধারার বিধানে গ্রেপ্তারের অধিপত্র জারী করিয়া বেআইনীরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিলযোগ্য।

(গ) ঐ দায়রা বিচারযোগ্য মামলায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩ ৬ ধারার পর্য্যায়ে দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩১৯ ধারার বিধানে ঐ শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের আসামীদের যুক্ত করিবার অধিকার ক্ষেত্র নাই এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি কেবলমাত্র বেআইনীরূপ নহে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপথগামী এবং অধিকারক্ষেত্রবিহীন।

(ঘ) ঐ শিক্ষিত সোপর্দ আদালত গ্রেপ্তারের অধিপত্র যোগ করিয়া এবং জারী করিয়া এবং দরখাস্তকারীদের দায়রা আদালতে অতিরিক্ত আসামীরূপে সোপর্দ করিয়া উর্ধতন আদালতের অধিকারক্ষেত্র বলপূর্বক দখল করিয়া প্রধানভাবে বেআইনী কার্য্য করিয়াছিলেন।

(ঙ) ঐ প্রশ্নাধীন আদেশটি প্রাকৃতিক বিচারের নীতি বিরুদ্ধ।

(চ) ঐ শিক্ষিত সোপর্দ্দ ম্যাজিস্ট্রেট তাহার অধিকার ক্ষেত্রের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন এবং সেইহেতু প্রশ্নাধীন আদেশটি বিপথগামী, বেআইনী এবং অধিকারক্ষেত্র বিহীন।

(ছ) ঐ আসামীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া অথবা ... ... তারিখে দরখাস্তকারীদের অতিরিক্ত আসামী রূপে মামলায় যোগ করিয়া সোপর্দ্দ আদেশের বিরুদ্ধে জামিন বাতিলের বিরুদ্দে অথবা উত্তর বিচার করিবার অধিকার প্রদান না করিয়া, তড়িৎগতিতে দায়রা আদালতে মামলাটি সোপর্দ্দ করিবার জন্য শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটের বিপথগামিত্ব পরিদৃষ্ট হইবে।

তথ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে :

(১) পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তটি মঞ্জুর করিবেন এবং উত্তরবাদীর উপর বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া মামলার নথীপত্র তলব করিবেন।

(২) দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৪০৩ ধারার বিধানে নথীগুলি পঠনরত হইয়া এবং পক্ষদের শুনানী করিয়া প্রশ্নাধীন আদেশটি বাতিল করিবেন।

(৩) পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত শুনানী চলাকালীন .... তারিখের প্রশ্নাধীন আদেশটি স্থগিত করা এবং জামিনে দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা কর্তব্যরত হইয়া এই অনুগ্রহপূর্বক কার্য্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

আমি .... ইত্যাদি .... এতদ্বারা পবিত্রভাবে ঘোষণা করিতেছি এবং নিম্নলিখিতভাবে শপথ লইতেছি —

(১) আমি মামলা নং .... এর দরখাস্তকারীদের একজন তদ্বিরকারক হইতেছি।

(২) ঐ ১নং হইতে ৭নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি শিক্ষিত .... শ্রী আদেশের কাগজগুলির প্রমাণিত প্রতিলিপি হইতে সংগৃহীত আর সমাচার মতে সত্য।

(৩) ঐ ৮নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি আমার জ্ঞানমতে সত্য।

(৪) ঐ ৯নং অনুচ্ছেদের উক্তিগুলি মহামান্য উচ্চ আদালতে আমার সমর্পণ হইতেছে যেক্ষেত্রে অবশিষ্ট অংশটুকু আমার প্রার্থনা।

....

(আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দান কারীর সহি)

আমার দ্বারা সনাক্তক্রীত

....

(সনাক্তকারীর সহি)

খোলসা এবং হলফনামার লিখনে আইনজীবির প্রমাণপত্র

নং ১৫ — দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩০৬ ধারার বিধানে আসামীকে ক্ষমা প্রদান করিয়া আদালতের সোর্পদ্দ আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্তে জামিনের দরখাস্ত

উচ্চ আদালত .... স্থান ....

(ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষার অধিকারক্ষেত্র)

ফৌজদারী পুনঃপরীক্ষা নং .... সাল ....

(................ দরখাস্তকারী বনাম রাজ্য ....)

এই বিষয় সম্পর্কিত

১. ....

২. ....

দরখাস্তকারীগণ

বনাম

রাজ্য ....

উত্তরবাদী

এবং

এই বিষয় সম্পর্কিত

.... ঐ মামলা নং .... যাহার বিরুদ্ধে বর্তমান পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দায়ের করা হইয়াছে সেই মামলায় দণ্ডপ্রক্রিয়া সংহিতার ৩৯৭ ধারার বিধানে একটি জামিনের দরখাস্ত

প্রতি

মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী ....

এবং

ঐ মহামান্য উচ্চ আদালতের তাঁহার সঙ্গী বিচারপতিগণ

উপরোক্ত দরখাস্তকারীরা

অতীব শ্রদ্ধার সহিত শপথগ্রহণ পূর্বক ঃ

(১) (প্রথম সমাচার প্রতিবেদন দায়ের করার ক্ষেত্রে তথ্যগুলি এবং পুনঃপরীক্ষা দরখাস্ত দায়ের করার পক্ষে ঘটনাটি ব্যক্ত করিবেন (১ হইতে ৮নং অনুচ্ছেদে)

(২) ঐ দরখাস্তকারীরা নিম্নলিখিত অন্যান্য কারণগুলির ভিত্তিতে জামিনের দরখাস্ত দায়ের করেন

কারণগুলি

(ক) ঐ .... স্থানের শিক্ষিত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট .... এর দ্বারা .... তারিখের আদেশেব পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নির্দোষী দরখাস্তকারীরা ঐ শিক্ষিত .... ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে নিজেদের সমর্পন করিয়াছিলেন।

(খ) ঐ আপনার দবখাস্তকারীরা আয়কর প্রদানকারী সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার হইতেছেন এবং তাঁহাদের ক্রমিক চিরস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে।

(গ) ঐ সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন সুযোগ নাই।

(ঘ) ঐ দরখাস্তকারীদের পলাতক হইবার কোন সুযোগ নাই।

সুতরাং ইহা প্রার্থনা যে আপনার মহানুভব অতীব সন্তুষ্টচিত্তে পুনঃপবীক্ষা দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলাকালীন সময়ে দরখাস্তকারীদের জামিনে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

এবং আপনার দরখাস্তকারীরা, কর্তব্যরত হইয়া এইরূপ অনুগ্রহপূর্বক কার্য্যের জন্য চিরপ্রার্থনারত থাকিবেন।

হলফনামা

পরিশিষ্ট

পরিভাষা

A

Accounts — গণিতক, হিসাব

Acquisition — গ্রহণ

Ad valorem — মূল্যানুসার

Adjournment — মুলতবী

Adjudication — ন্যায়-নির্ণয়, ব্যবহার নির্ণয়

Administration — প্রতিপালন, প্রশাসন

Administrator — পরিপালক

Advocate — অধিবক্তা

Advocate-General — মহাঅধিবক্তা

Affidavit — শপথপত্র, হলফনামা

Agent — নিযুক্তক, প্রতিনিধি

Alleged — অভিযোগে বর্ণিত, অভিকথিত

Ambiguity — দ্ব্যর্থতা, অর্থসন্দেহ, অনেকার্থতা, সন্দিগ্ধত

Amendment — সংশোধন

Annoyance — উৎপাত

Appeal — উত্তরবিচার প্রার্থনা, আপীল

Application — আবেদনপত্র, যাচনপত্র

Apprentice — শিক্ষ, অন্তেবাসী

Appropriation — উপযোজন

Arbitrary — খুশিমত, যথেচ্ছ

Arbitrator — মীমাংসক, মধ্যস্থ

Article — অনুচ্ছেদ

Assault — অভ্যাঘাত

Auction — নিলাম

Authority — প্রাধিকার, প্রাধিকারী

Averment — নিশ্চয়কথন

Award — বিনির্ণয়, রোয়েদাদ

B

Bailiff — বেলিফ, সাধ্যপাল

Balance Sheet — হিসাব-নিকাশপত্র, উদ্বর্ত-পত্র

Bankrupt — দেউলিয়া

Barrel — পিপা

Battery — (জামাকাপড়ে বা দেহে) আঘাত

Board of Directors — অধিকর্তা পর্ষদ

Bona fide — প্রকৃত, বিশ্বস্ত

Bona fides — বিশ্বস্ততা

Breach of trust — বিশ্বাসভঙ্গ

Bye-law — উপবিধি

C

Cause — মামলা, বাদ

Cause of action — বিবাদ কারণ, বাদমুল, মামলার কারণ

Certiorari — উৎপ্রেষণ-লেখ

Charge — প্রভার, ব্যয়/অভিযোগ/কার্যভার

Civil Court — দেওয়ানী আদাল

Civil Procedure Code — ন্যায়প্রণালী সংহিতা, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা

Clause — প্রকরণ

Codicil — ইচ্ছাপত্রের উপেলখ, ইষ্টিপত্রের উপলেখ, উইলের ক্রোড়পত্র

Coercion — পীড়ন, বলোপধি

Collusion — কূটযোগ, সাজশ

Commencement — প্রারম্ভ

Common Seal — সামূহিক নামমুদ্রা

Commutative — বিষয়বস্তুর পরিচয় জ্ঞাপক

Compensation — ক্ষতিপূরণ, খেসারত

Condition — শর্ত

Conjugal rights — দাম্পত্য অধিকার

Conserve — পরিরক্ষণ

Continued — লাগাতার, একটানা, অবিরাম

Contract — চুক্তি, সংবিদা

Contravention — উল্লঙ্ঘন, লঙ্ঘন

Contravention — লঙ্ঘন

Control — নিয়ন্ত্রণ

Copyright — লেখ-স্বত্ব, লেখকস্বত্ব

Copyright — লেখ-স্বত্ব, লেখকস্বত্ব

Counter-claim — বিরুদ্ধ দাবি, পালটা দাবি

Court of wards — পারিপাল্যাধিকরণ, প্রপন্নাধিকার

Crate — বা', ঝুড়ি

Crockery — মৃন্ময়প্রাত্র

Cross examination — জেরা, প্রতিপরীক্ষা, কূটপরীক্ষা

Custom — রীতি

D

Damage — ক্ষতি, ক্ষতিমূল্য, খেসারত

Damage and loss — ক্ষতি ও হানি

Decree — আজ্ঞপ্তি

Decree — আজ্ঞপ্তি

Decree-holder — আজ্ঞপ্তিধারী, ডিক্রীধারী

Defamation — মানহানি

Defamation — মানহানি

Default — ব্যতিক্রম, খেলাপ

Defence — কৈফিয়ত, জবাব, প্রতিরক্ষণ

Defendant — প্রতিবাদী, প্রত্যর্থী

Delivery — অর্পন

Denominational — ধর্মসম্প্রদায়মূলক

Dependant — আশ্রিত

Deponent — হলফকারী, সাক্ষী, যে-ব্যক্তি আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দেয়

Derivative — আহৃত

Derogate — অপকর্ষক সাধন করা

Descent — উদ্ভব

Design — নকশা

Detention — নিরোধ

Diagram — অনুচিত্র

Difference — বিবাদ, মতপার্থক্য, মতানৈক্য

Disability — নির্যোগ্যতা

Discovery — প্রকাশ, প্রদর্শন

Discriminate against — প্রতিকূলে বিভেদ

Discrimination — বিভেদ

Dishonoured cheque — অগ্রাহ্য চেক

Dismissal — পদচ্যুতি

Dissolution — বিগঠন

Distinction — বৈশিষ্ট্য

Divorce — বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিবাহচ্ছেদ

Document — দস্তাবেজ, লেখ্য

Documentary evidence — লেখ্য প্রমাণ, দস্তাবেজমূলক প্রমাণ

Drawing — অঙ্কন

E

Easement — সুখাধিকার

Ejectment — উচ্ছেদ

Emolument — উপলভ্য

Endowment — ধর্মস্ব, উৎসর্গ, উৎসর্জন

Essential — অত্যাবশ্যক

Estoppel — বাদ-বন্ধ

Evidence — সাক্ষ্য, প্রমাণ

Ex parte — একপক্ষিক, একান্তিক, একতরফা

Executor — নির্ধারক, নির্বাহক

Express — ব্যক্ত

F

Fact — তথ্য

Fault — ভ্রম, অসম্পূর্ণতা

Financial — নৈতিক

Foreclosure — নিষ্ক্রয় সমাপ্তি

Forensic — বিচার সহায়ক

Forensic medicine — বিচার সহায়ক চিকিৎসাবিদ্যা

Forensic science — বিচার সহায়ক বিজ্ঞান

Form — নিদর্শ

Frame — কাঠামো

Fraud — প্রতারণা, উপধি

G

Ground — ভিত্তি, কারণ

Guarantee — প্রত্যাভূতি

Guardian — অভিভাবক

H

Habeas Corpus — হেবিয়াস কর্পাস (বন্দীকে সশরীরে আদালতে হাজির করাইয়া তাহার বন্দিত্বের কারণ প্রদর্শনার্থ আদেশপত্র)

High Court — হাইকোর্ট, প্রধান বিচারালয়, উচ্চন্যায়ালয়, মহাধর্মাধিকরণ

Hire purchase — ক্রয়াবক্রয়, ভাড়া খরিদ

Hypothecation — দায়বন্ধন

I

Immediately before — অব্যবহিত পূর্বে

Implied — বিবক্ষিত

Include — অন্তর্ভাবিত করা

Inconsistent with — অসমঞ্জস

Indebtedness — ঋণিতা

Indefeasible — অকাট্য

Induce — প্রবোচিত করা, উৎসাহিত করা

Ineligible — অপাত্র

Infringe — লঙ্ঘন কবা

Injunction — আসেধাজ্ঞা, ইংজাংশন

Injury — আঘাত, ক্ষতি

Inquisition — তদন্ত

Insolvent — শোধাক্ষম

Instrument — সাধিত্র, সাধনপত্র

Interim — মধ্যকালীন, অস্থায়ী

Interlocutory — অন্তরাস্থ, আন্তরস্থিক

Interpleader — স্বার্থবিহীন ব্যবহার

Interrogatories — জেরা

Intestacy — অকৃতেষ্টিতা, অকৃত-ইচ্ছাপত্রতা

Intestate — অকৃতেষ্টি, অকৃত-ইচ্ছাপত্র

Issue — সাধ্য বিষয়, বিচার্য বিষয়

Issue of fact — তথ্য-বিষয়

Issue of law — বিধি-বিষয়

J

Judge — বিচারক, জজ

Judgment-debtor — নির্ণীতঋণী, ডিক্রির দেনদার

Judicial notice — বিচারিক দৃষ্টি

Jurisdiction — অধিক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধিকার

L

Laws in derogation of — অপকর্ষকবিধি

Lawyer — আইনবিদ্, আইনজীবি

Leave — অনুমতি

Legatee — উত্তরদায়প্রাপক, উত্তরদায়-গ্রাহক

Legator — উত্তরদায় অর্পক, উত্তরদায়অর্নক

Letter of Administration — পরিপালনাদেশ

Letter of credit — হুণ্ডি, আকলপত্র

Liability — দায়িতা

Libel — লিখিত কুৎসা

Licence — অনুজ্ঞা

Licencee — অনুজ্ঞাধারী

License — অনুজ্ঞাপত্র

Licensee — অনুজ্ঞাধারী

Licenser — অনুজ্ঞাদাতা, অনুমতিদাতা

Limitation — তামাদি

M

Maintained — নোষিত

Major — সাবালক, প্রাপ্তব্যবহার, পূর্ণবয়স্ক

Mala fide — অসদ্‌বুদ্ধিকৃত; অসদ্‌বুদ্ধিসঞ্জাত

Mala fides — অসদ্‌বুদ্ধিকৃত কার্য

Malice — বিদ্বেষ, অহিতেচ্ছা, উপশূন্য

Malicious — বিদ্বেষ প্রণোদিত, বিদ্বেষপরায়ণ

Manager — ব্যবস্থাপক

Mandamus — ম্যাণ্ডেমাস, উচ্চ আদালত কর্তৃক নিম্ন আদালতের উপর জারি-করা হুকুমনামা বা নির্দেশ

Mandatory injunction — আজ্ঞাপক আসেধাজ্ঞা

Material facts — অত্যাবশ্যক তথ্য

Medical jurisprudence — বিচার সহায়ক চিকিৎসাবিদ্যা

Memorandum of appeal — আপীলের খোলাসা

Mesne profit — মধ্যকালীন লাভ, মধ্যবর্তী লাভ

Misappropriation — অবৈধ আত্মসাৎ

Misconduct — দুশ্চরিত

Misrepresentation — মিথ্যাবর্ণন

Mistake — ভ্রান্তি

Morality — সুনীতি

Mortgage — বন্ধক

Mortgagee — বন্ধকগ্রহীতা

Mortgagor — বন্ধকদাতা

Multiplicity — বহুতা

N

Negligence — অবহেলা

Next friend — নিকটতম বন্ধু

Notice — বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ

Notification — প্রজ্ঞাপন

Nuisance — বিরক্তিকর কার্য, উপদ্রব

Nuisance, Public — লোক-কন্টক

O

Objective — তন্ময়

Officer — আধিকারিক

Officiating — স্থানাপত্তিক

Order — আদেশ

Ordinance — অধ্যাদেশ

P

Patent — কৃতিস্বত্ব

Pecuniary jurisdiction — আর্থিক অধিক্ষেত্র

Pending — মুলতবি, অসম্পন্ন, সাপেক্ষ, অপেক্ষমান, ঝুলন্ত, অমীমাংসিত

Performance — সম্পাদন

Perpetual succession — শাশ্বত উত্তরাধিকার

Petition — যাচনপত্র, যাচিকা, দরখাস্ত

Petitioner — যাচক, দরখাস্তকারী

Plaint — বাদপত্র, অভিযোগপত্র, আর্জি, নালিশ, নালিশপত্র

Plaintiff — বাদী, ফরিয়াদী

Plea — অজুহাত, জবাব, উত্তর

Plead — ওকালতি করা

Pleader — উকিল

Pleadings — হেতু-ভাষণ, আর্জি ও জবাব

Practice — আচরণ

Pre-emption — অগ্রক্রয়াধিকার

Premature — অকালীয়, অকাল

Prescribe — বিহিত করা

Presiding Officer — অগ্রাধিকারিক

Prevent — অন্তরায় সৃষ্টি করা

Probate — ইষ্টি প্রমাণক, ইচ্ছাপত্র প্রমাণক, প্রোবেট

Proceedings, Legal — কার্যবাহ, বৈধিক

Profess — স্বীকার

Profit and loss account — লাভ লোকসানের হিসাব

Prohibition — প্রতিষেধ

Promissory note — বচনপত্র, প্রত্যর্থপত্র

Proof — প্রমাণ

Propagate — প্রচার

Prosecution — অভিযোগ, অভিযুক্তি, অভিশংসন

Prospectus — বিবরণপত্র

Proviso — অনুবিধি

Psychopathy — (জন্মগত) মানসিক অস্থিরতারূপ ব্যাধি

Public entertainment — সার্বজনিক প্রমোদস্থল

Public nuisance — লোক-কন্টক

Public order — জনশৃঙ্খলা

Public Resort — সার্বজনিক সমাগমস্থল

Q

Quasi-judicial — বিচারকল্প

Quo Warranto — কো ওয়ারান্টো, অধিকার-পৃচ্ছা

R

Race — প্রজাতি

Recall — প্রত্যাহার, বাতিল

Recitals — দলিলের যে অংশে অবস্থাদির বর্ণনা থাকে

Recoverable — আদায়যোগ্য

Redemption — বিমোচন, উদ্ধার, পুনরুদ্ধার, পরিশোধ

Refund — প্রত্যর্পণ

Regulate — প্রণিয়ন্ত্রণ করা

Regulation — প্রনিয়ম

Rejoinder — বাদীর অভিযোগ খণ্ডনার্থ উত্তর, প্রত্যুত্তর, সমুচিত উত্তর, পাল্টা জবাব

Re-judication — পূর্ব বিচারিত, পূর্ব নির্ণীত, প্রাঙন্যায়, দোবারাদোষ

Release — মুক্ত

Relief — উপশম

Remand (to custody) — হাজতে পুনঃ প্রেরণ করা

Replication — জবাব, উত্তর, প্রতিবাদীর কৈফিয়তের উত্তরে বাদীর সওয়াল

Representation — বিবৃতি, প্রতিনিধিত্ব

Res judicata — দোবারাদোষ, প্রাঙ্ন্যায়, পূর্ব নির্ণীত, পূর্ব বিচারিত

Rescind — খারিজ, রদ

Rescission — বাতিলকরণ, রদকরণ

Resolution — সংকল্প

Respondent — উত্তরবাদী

Restrict — সংকুচিত করা

Restriction — সংকোচন

Revenue Court — রাজস্ব আদালত

Reversion — প্রতিপালন, প্রত্যাপ্তি

Revision — পুনরীক্ষণ, রিভিশন

S

Schedule — অনুসূচী, তফ্‌শীল

Schizophrenia — মানসিক ব্যাধিবিশেষ

Security — প্রতিভূতি জামিন

Set off — পালটা দাবি

Slander — অপমান বচন

Small Causes Court — ছোট আদালত, লঘুবাদ ন্যায়ালয়, অবর ধর্মাধিকরণ

Solemn — বিধিসম্মত

Specific goods — বিশেষিত পণ্য

Specific ,performance — বিনির্দিষ্ট চুক্তিপালন

Specific performance of contract — চুক্তির যথা নির্দিষ্ট পালন

Speculative — দূরকল্পী, ফটকামূলক

State funds — রায়নিধি

Status — প্রতিষ্ঠা

Statute — সংবিধি

Stipend — বৃত্তি

Structure — অবয়ব

Subjective — মন্ময়

Sub-judice — বিচারাপেক্ষ, বিচারাধীন

Subordinate Judge — নিম্ন আদালতের বিচারক

Substantive law — মূলবিধি

Succession Certificate — উত্তরাধিকার পত্র

Suit — মকদ্দমা

Surety — জামিন, প্রতিভূ

Survivorship — উদ্‌বর্তিতা, উত্তরজীবিতা

Suspension — নিলম্বন

T

Title suit — স্বত্ব নির্ণয়ের মামলা

Trade mark — পণ্যচিহ্ন

Transaction — লেনদেন

Traverse — অস্বীকৃতি, প্রতিবাদ

Trespass — অনধিকার প্রবেশ

Tribe — জনজাতি

Trust — ন্যাস

U

Undue influence — অনুচিত প্রভাব

Union territory — সংঘ শাসিত রাজ্যক্ষেত্র

Usage — প্রথা

V

Vakalatnama — ওকালতনামা

Verification — সত্যাখ্যান

Verified — সত্যাখ্যাত

Vet — পরীক্ষা করা

Void — নিষ্ফল

Voidable — নিষ্ফল যোগ্য

Voluntary — স্বেচ্ছাক্রিয়, স্বতঃ প্রণোদিত, স্বতঃস্ফূর্ত

Voucher — প্রমাণক

W

Waiver — স্বত্বত্যাগ, দাবি-ত্যাগ

Wilful default — ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম বা খেলাপ

Will — শেষ ইচ্ছাপত্র, ইষ্টিপত্র, উইল

Writ — আজ্ঞালেখ, লেখ, রিট্

Written Statement — লিখিত বিবৃতি

নির্ঘন্ট

অভিযোগ

অভিযোগ সংক্রান্ত দরখাস্তের মুসাবিদা

জনস্বার্থ সংক্রান্ত মকদ্দমা

জামিন

দরখাস্ত সমূহের নিদর্শন (পুস্তক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ক্রমানুযায়ী)

জামিন

দরখাস্তসমূহের নিদর্শন (পুস্তক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ক্রমানুযায়ী)

জামিন

দরখাস্ত সমূহের নিদর্শন (পুস্তক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ক্রমানুযায়ী)

দায়রা বিচার

দায়িতা

দ্বিগুণ সংকটের বিরুদ্ধে আইন

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮

নথি-নিবন্ধ

দরখাস্তের নিদর্শনসমূহ (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুযায়ী)

নথি-নিবন্ধ

না-আমলযোগ্য অপরাধ ও কেস

নালিশী স্থাবর সম্পত্তির জন্য এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় দরখাস্ত

নালিশী স্থাবর সম্পত্তির জন্য এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় দরখাস্ত

নমুনাসমূহ (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুসারে)

নোটিশ

নিদর্শনসমূহ (পুস্তক পৃষ্ঠার মুদ্রিত ক্রমানুযায়ী)

পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুযায়ী)

পুলিশ লিখিত প্রতিশ্রুতি লইবে

নিদর্শসমূহ (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুযায়ী)

পুলিশ লিখিত প্রতিশ্রুতি লইবে

নিদর্শসমূহ (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুযায়ী)

পুলিশ লিখিত প্রতিশ্রুতি লইবে

নিদর্শসমূহ (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুযায়ী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীর জবানবন্দী

দরখাস্তসমূহের নমুনা (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুযায়ী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

দরখাস্তসমূহের নমুনা (পুস্তকে মুদ্রিত পৃষ্ঠার ক্রমানুযায়ী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিবার দরখাস্ত

হেতুভাষণ

নিদর্শনসমূহ (পুস্তক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ক্রমানুযায়ী)

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

নিদর্শন সমূহ (পুস্তক পৃষ্ঠায় ক্রমানুযায়ী)

মধ্যস্থতা

হেতুভাষণ

নিদর্শন সমূহ (পুস্তক পৃষ্ঠায ক্রমানুযাযী)

মধ্যস্থতা

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ

হেতুভাষণ